"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"।

বাঙ্গালা-পাক্ষিক-পত্র,

ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান
কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ
প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ক।

১৩০৫ মাঘ হইতে ১৩০৬ পৌষ।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লেখক।

স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২, ।

কলিকাতা, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কম্বুলেটোলা, ১৪ নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেনস্থ
উদ্বোধন-প্রেস হইতে [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উদ্বোধন—২য় বর্ষ।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লেখক। স্বামী বিবেকানন্দ ইহার প্রতি সংখ্যায় তাঁহার নিজের "বিলাত যাত্রা" অতি সরল চলিত বাঙ্গালায় লিখিতেছেন। ভাষার মাধুর্য্য ও সারল্য দেখিয়া, সকলে মুগ্ধ হইবেন এবং ইহাতে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জ্ঞাতব্য বিষয় পাইবেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। রামকৃষ্ণ-পরমহংসদেবের উপদেশ, নানাবিধ ভাল ভাল প্রবন্ধ, গীতাশাঙ্কর-ভাষ্যানুবাদ সমূল সটীক, বেদান্তসূত্ররামানুজভাষ্যানুবাদ সমূল, পাণিনীয় মহাভাষ্যানুবাদ সমূল বাহির হইতেছে। এই সকল অংশ প্রত্যেক উদ্বোধন হইতে খুলিয়া পৃথক বাঁধাইবার সুবিধা আছে।

এবং

রাজযোগ।

1305-'06 B.S.

পুস্তক। স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত; শুদ্ধানন্দ কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদিত। স্বামী বিবেকানন্দ ইহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া যুক্তিতত্ত্ব, প্রেততত্ত্ব, অলৌকিক চিকিৎসাপ্রণালী, অলৌকিক শক্তি, দেহতত্ত্ব, ষট্‌চক্রভেদ, কুণ্ডলিনীর জাগরণ, বিশ্বাস, পূজা-পাঠাদি নানাবিধ বিষয় প্রাঞ্জল ও বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে সাধকের গভীর সাধনা, পণ্ডিতের অগাধ পাণ্ডিত্য, যুক্তিবাদীর প্রবল যুক্তির একত্র সমাবেশ। মূল্য ১৷৵০; কাপড়ে বাঁধাই ২৲।

ঠিকানা—১৪ নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, কম্বুলেটোলা,
শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র।

উদ্বোধন—প্রথম বর্ষ।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অনাথ আশ্রম (রামকৃষ্ণ মিশন, মুর্শিদাবাদ)		৩২০-আশ্বিন পৃঃ ১। ৪৪৮-শ্রাবণ পৃঃ ১। ৫৫২।
[illegible]	বাবু প্রবোধচন্দ্র দে	৭৬, ১৯৯, ২৫৩, ৩২৪, ৪৭৫, ৫২১
আচার্য্য শঙ্কর ও মায়াবাদ	পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ	১৫০, ১৭২, ২৬৫, ৪৮১, ৬২৫
আশাবাণী	বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১৩৬
আনন্দময়ীর আগমন	সম্পাদক	[illegible]
আমাদের কথা	বাবু প্রবোধচন্দ্র দে	৬২০
একটী দুঃখের সংবাদ		[illegible]
কথা	বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ	[illegible]
কাফিরী	বাবু কিরণচন্দ্র দত্ত	[illegible]
গীতাশাঙ্করভাষ্যানুবাদ	পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ	২০২, ২৪১, ২৭১, [illegible], ৪০১, ৪৪১, ৪৭৫, [illegible], ৬২৭, ৭০১
গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী	বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	[illegible]
গোবরা	বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ	[illegible]
জ্ঞানার্জ্জন	স্বামী বিবেকানন্দ	[illegible]
জৈমিনি ও কর্ম্মমীমাংসা	পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ	[illegible]
জন্মান্তর	বাবু সিদ্ধেশ্বর রায়	[illegible]
জানোয়ার দুহিতা	বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ	১১১, ১৫০, ২০০, ২৫৩, ৩৫৭, ৩৯১, ৪৫১, ৪৯৩, ৫৩১, ৫৫৬, ৫৯৬
তিব্বত ভ্রমণ	স্বামী [illegible]	৫৮, ৮০, ১১১, ১৩৫, ২০১, ২৬০, ৪৩৭, ৫২৫, ৫৫৭, ৬২২
[illegible]	বাবু চারুচন্দ্র বসু	১৮১, ২৮১
[illegible]	বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৫০১
পরমহংসদেবের উপদেশ	স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি	১৯, ৮০, ১১৮, ১৪১, ১৮৪, ২০৮, ৩০২, ৩৩৩, [illegible], ৪৮১, [illegible], ৫৪৫, ৫৭৭, ৬০১, ৬৪১, ৬৭০, ৭০৫, ৭৫৭
পাণিনীয় মহাভাষ্যের বঙ্গানুবাদ	পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন	২১৭, ২৮১, ৩৪৭, ৪০১, ৫৬১, ৬৬৫
প্রস্তাবনা	স্বামী বিবেকানন্দ	১
[illegible]	স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত—স্বামী শুদ্ধানন্দ অনুবাদিত	[illegible]
প্রেরিত পত্র	স্বামী [illegible]	[illegible]
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন	শুদ্ধানন্দ	[illegible]
প্লেগ কার্য্য (রামকৃষ্ণ মিশন—কলিকাতা)		[illegible]
বর্ত্তমান ভারত	স্বামী বিবেকানন্দ	[illegible]

সংঘাতে তাঁহারা যে রাশীকৃত জয়পতাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আজ জীর্ণ ও বাতাহত হইয়াও সেগুলি প্রাচীন ভারতের জয় ঘোষণা করিতেছে।

এই জাতি, মধ্য-আসিয়া, উত্তর ইউরোপ বা সুমেরুসন্নিহিত হিমপ্রধান প্রদেশ হইতে, শনৈঃপদসঞ্চারে পবিত্র ভারতভূমিকে তীর্থরূপে পরিণত করিয়াছিলেন বা এই তীর্থভূমিই তাঁহাদের আদিম নিবাস—এখনও জানিবার উপায় নাই।

অথবা ভারতমধ্যস্থ বা ভারতবহির্ভূতদেশবিশেষনিবাসী একটী বিরাট জাতি নৈসর্গিক নিয়মে স্থানচ্যুত হইয়া ইউরোপাদি ভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহারা শ্বেতকায় বা কৃষ্ণকায়, নীলচক্ষু বা কৃষ্ণচক্ষু, কৃষ্ণকেশ বা হিরণ্যকেশ ছিলেন—কতিপয় ইউরোপীয় ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য ব্যতিরেকে, এই সকল সিদ্ধান্তের আর কোন প্রমাণ নাই। আধুনিক ভারতবাসী তাঁহাদের বংশধর কিনা, অথবা ভারতের কোন্ জাতি কত পরিমাণে তাঁহাদের শোণিত বহন করিতেছেন, এসকল প্রশ্নেরও মীমাংসা সহজ নহে।

অনিশ্চিতত্বেও আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই।

তবে, যে জাতির মধ্যে সভ্যতার উত্থান হইয়াছে, যেথায় চিন্তাশীলতা পরিস্ফুট হইয়াছে—সেই স্থানে লক্ষ লক্ষ তাঁহাদের বংশধর—মানসপুত্র—তাঁহাদের ভাবরাশির—চিন্তারাশির—উত্তরাধিকারী উপস্থিত। নদী, পর্বত, সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া, দেশকালের বাধা যেন তুচ্ছ করিয়া, সুপরিস্ফুট বা অজ্ঞাত অনির্বচনীয় সূত্রে, ভারতীয় চিন্তা-রুধির অন্য জাতির ধমনীতে পঁহুছিয়াছে এবং এখনও পঁহুছিতেছে। হয়ত আমাদের ভাগ্যে সার্বভৌমিক পৈতৃকসম্পত্তি কিছু অধিক।

ভূমধ্যসাগরের পূর্বকোণে সুঠাম সুন্দর দ্বীপমালা পরিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যবিভূষিত একটী ক্ষুদ্রদেশে, অল্পসংখ্যক অথচ সর্বাঙ্গসুন্দর, পূর্ণাবয়ব অথচ দৃঢ়স্নায়ুপেশীসমন্বিত, লঘুকায় অথচ অটল অধ্যবসায়সহায়, পার্থিব সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির একাধিরাজ, অপূর্বক্রিয়াশীল, প্রতিভাশালী এক জাতি ছিলেন। অন্যান্য প্রাচীন জাতিরা ইঁহাদিগকে যবন বলিত; ইঁহাদের নিজনাম—গ্রীক।

মনুষ্য-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক বীর্যশালী জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। যে দেশে মনুষ্য পার্থিব বিদ্যায়—সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দেশশাসন, ভাস্কর্যাদি শিল্পে—অগ্রসর হইয়াছেন বা হইতেছেন, সেই স্থানেই প্রাচীন গ্রীসের ছায়া পড়িয়াছে; প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক; আমরা আধুনিক বাঙ্গালী। আজ অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া ঐ যবনগুরুদিগের পদানুসরণ করিয়া, ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহাদের যে আলোটুকু আসিতেছে, তাহারই দীপ্তিতে আপনাদিগের গৃহ উজ্জ্বলিত করিয়া স্পর্দ্ধা অনুভব করিতেছি।

সমগ্র ইউরোপ আজ সর্ববিষয়ে প্রাচীন গ্রীসের ছাত্র এবং উত্তরাধিকারী; এমন কি, একজন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, "যাহা কিছু প্রকৃতি সৃষ্টি করেন নাই, তাহা গ্রীকমনের সৃষ্টি।"

সুদূরস্থিত বিভিন্ন পর্বতসমুৎপন্ন এই দুই মহানদীর মধ্যে মধ্যে সঙ্গম উপস্থিত হয়; যখনই ঐ প্রকার ঘটনা ঘটে, তখনই জন সমাজে এক মহা আধ্যাত্মিক তরঙ্গ উত্তোলিত হইয়া সভ্যতারেখা সুদূরসম্প্রসারিত, এবং মানবমধ্যে ভ্রাতৃবন্ধন দৃঢ়তর হয়।

অতি প্রাচীনকালে একবার ভারতীয় দর্শনবিদ্যা গ্রীক উৎসাহের সম্মিলনে রোমক, ইরাণী প্রভৃতি মহাজাতিবর্গের অভ্যুদয় সূচিত করে। সিকন্দর সাহের দিগ্বিজয়ের পর এই দুই মহাজলপ্রপাতের সংঘর্ষে প্রায় অর্দ্ধভূভাগ ঈশাদিনামাখ্যাত অধ্যাত্মতরঙ্গ উপপ্লাবিত করে। আরবদিগের অভ্যুদয়ের সহিত, পুনরায় ঐ প্রকার মিশ্রণ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিস্থাপনা করে; এবং বোধ হয় আধুনিক সময়ে পুনর্বার ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলনকাল উপস্থিত।

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।

ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান; একের গভীর চিন্তা, অপরের অদম্য কার্য্যকারিতা; একের মূলমন্ত্র 'ত্যাগ,' অপরের 'ভোগ'; একের সর্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী; একের প্রায় সর্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত; একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ; একজন ইহলোকের কল্যাণলাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ;

একজন নিত্যসুখের আশায় ইহলোকের অনিত্যসুখকে উপেক্ষা করিতেছেন, অপর নিত্যসুখে সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্ত্তী জানিয়া যথাসম্ভব ঐহিক সুখলাভে সমুদ্যত।

এ যুগে পূর্ব্বোক্ত জাতিদ্বয়ই অন্তর্হিত হইয়াছেন, কেবল তাঁহাদের শারীরিক বা মানসিক বংশধরেরা বর্ত্তমান।

ইউরোপ আমেরিকা, যবনদিগের সমুন্নত মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান; আধুনিক ভারতবাসী আর্য্যকুলের গৌরব নহেন।

কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃকশক্তি বিদ্যমান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।

প্রস্ফুরিত হইয়া কি হইবে?

পুনর্ব্বার কি বৈদিক যজ্ঞধূমে ভারতের আকাশ তরলমেঘাবৃত প্রতিভাত হইবে, বা পশুরক্তে পুনর্ব্বার রন্তিদেবের কীর্ত্তির পুনরুদ্দীপন হইবে? গোমেধ, অশ্বমেধ, দেবরের দ্বারা সুতোৎপত্তি আদি প্রাচীন প্রথা পুনরায় কি ফিরিয়া আসিবে বা বৌদ্ধোপপ্লাবনে সমগ্র ভারত একটি বিস্তীর্ণ মঠে পরিণত হইবে? মনুর শাসন পুনরায় কি অপ্রতিহতপ্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে বা দেশভেদে বিভিন্ন ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারই আধুনিক কালের ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা উপভোগ করিবে? জাতিভেদ বিদ্যমান থাকিবে?—গুণগত হইবে বা চিরকাল জন্মগত থাকিবে? জাতিভেদে ভক্ষ্যসম্বন্ধে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টবিচার বঙ্গদেশের ন্যায় থাকিবে বা মাদ্রাজাদির ন্যায় কঠোরতর রূপ ধারণ করিবে? অথবা পঞ্জাবাদি প্রদেশের ন্যায় একেবারে তিরোহিত হইয়া যাইবে? বর্ণভেদে যৌন সম্বন্ধ মনূক্ত ধর্ম্মের ন্যায় এবং নেপালাদি দেশের ন্যায় অনুলোমক্রমে পুনঃ প্রচলিত হইবে বা বঙ্গাদি দেশের ন্যায় এক বর্ণ মধ্যে অবান্তর বিভাগেও প্রতিবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিবে? এ সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা অতীব দুরূহ। দেশভেদে, এমন কি, একই দেশে, জাতি এবং বংশ ভেদে আচারের ঘোর বিভিন্নতা দৃষ্টে মীমাংসা আরও দুরূহতর প্রতীত হইতেছে।

তবে হইবে কি?

যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্ব্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য্য, সেই কার্য্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই,—সর্ব্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।

ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে? অনন্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক ঐহিক কল্যাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ। সত্ত্বগুণাপেক্ষা মহাশক্তিসঞ্চার আর কিসে হয়? অধ্যাত্ম বিদ্যার তুলনায় আর সব 'অবিদ্যা' সত্য বটে, কিন্তু কয়জন এ জগতে সত্ত্বগুণ লাভ করে—এ ভারতে কয়জন? সে মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে, নির্ম্মম হইয়া সর্ব্বত্যাগী হন? সে দূরদৃষ্টি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সে বিশাল হৃদয় কোথায়, যাহা সৌন্দর্য্য ও মহিমা চিন্তায় নিজ শরীর পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়? যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোক সংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়।—আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটী কোটী নরনারীকে সামাজিক, আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে?

এ পেষণেরই বা কি ফল?

দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে, যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্ম্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে, যেথায় ক্রূরকর্ম্মা তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম্ম করিয়া তুলে, যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষ নিক্ষেপ, বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তককণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্ব্বিতচর্ব্বণে, এবং সর্ব্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্ত্তনে, সে দেশ তমোগুণে দিনদিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?

অতএব সত্ত্বগুণ এখনও বহুদূর। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পরমহংস পদবীতে উপস্থিত হইবার যোগ্য নহেন বা ভবিষ্যতে আশা রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণের আবির্ভাবই পরম কল্যাণ। রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ-শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে?

অপর দিকে তালপত্রবহ্নির ন্যায় রজোগুণ শীঘ্রই নির্ব্বাণোন্মুখ, সত্ত্বের সন্নিধান নিত্যবস্তুর নিকটতম। সত্ত্ব প্রায় নিত্য, রজোগুণপ্রধান জাতি দীর্ঘজীবন লাভ করে না; সত্ত্বগুণপ্রধান যেন চিরজীবী, ইহার সাক্ষী ইতিহাস।

ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।

এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা "উদ্বোধনের" জীবনোদ্দেশ্য।

যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্যবীর্য্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জ্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্ত্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়—ভয় হয় পাছে অসাধ্য, অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ হইয়া যাই—

এই জন্য ঘরের সম্পত্তি সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে—আসাধারণ—সকলে তাঁহাদের পিতৃধন সর্ব্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্ব্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক্ হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্ব্বল, দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্য্যবান্, বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর—তাহার নাশ কে করে?

কত পর্ব্বতশিখর হইতে কত চিরহিমনদী, কত উৎস, কত জলধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশাল সুরতরঙ্গিনীরূপে মহাবেগে সমুদ্রাভিমুখে যাইতেছে। কত বিবিধ প্রকারের ভাব, কত শক্তিপ্রবাহ, দেশদেশান্তর হইতে কত সাধুহৃদয়, কত ওজস্বি-মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইয়া—নর রঙ্গক্ষেত্র কর্ম্মভূমি—ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। লৌহবর্ত্ম-বাষ্পপোতবাহন ও তড়িৎসহায়—ইংরেজের আধিপত্যে বিদ্যুদ্বেগে নানাবিধ ভাব, রীতিনীতি, দেশমধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অমৃত আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গরলও আসিতেছে—ক্রোধ-কোলাহল, রুধিরপাতাদি সমস্তই হইয়া গিয়াছে, এ তরঙ্গরোধের শক্তি হিন্দুসমাজে নাই। যন্ত্রোদ্ধৃত জল হইতে মৃতজীবাস্থিবিশোধিত শর্করা পর্য্যন্ত সকলই, বহু বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও, নিঃশব্দে গলাধঃকৃত হইল; আইনের প্রবল প্রভাবে, ধীরে ধীরে, অতি যত্নে রক্ষিত রীতিগুলিরও অনেকগুলি ক্রমে ক্রমে খসিয়া পড়িতেছে—রাখিবার শক্তি নাই। নাই বা কেন? সত্য কি বাস্তবিক শক্তিহীন? "সত্যমেব জয়তে নানৃতং"—এই বেদবাণী কি মিথ্যা? অথবা যেগুলি পাশ্চাত্য রাজশক্তি বা শিক্ষাশক্তির উপপ্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে—সেই আচারগুলিই অনাচার ছিল? ইহাও বিশেষ বিচারের বিষয়।

"বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" নিঃস্বার্থভাবে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য 'উদ্বোধন' সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছে এবং দ্বেষবুদ্ধিবিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্যপ্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে।

কার্য্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে; কেবল আমরা বলি—হে ওজঃস্বরূপ! আমাদিগকে ওজস্বী কর, হে বীর্য্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীর্য্যবান্ কর; হে বলস্বরূপ! আমাদিগকে বলবান্ কর।

স্বামী বিবেকানন্দ
প্রণীত

রাজ-যোগ

[আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ, রাজযোগ সম্বন্ধে কতিপয় ইংরাজি বক্তৃতা দেন; এবং পাতঞ্জল যোগসূত্রের ইংরাজি ভাষ্য করেন। সেই বক্তৃতাগুলি ও ইংরাজি ভাষ্য, একত্রে সঙ্কলন করিয়া পুস্তকাকারে, ইংলণ্ডে লংম্যান কোম্পানীরা বাহির করেন। পুস্তকের নাম দেওয়া হয়—রাজযোগ। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় রাজযোগের অনেক সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। ইউরোপের যাবতীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ স্বামী বিবেকানন্দকৃত রাজ-যোগের বিশেষপ্রশংসা করিয়া থাকেন। কলিকাতাতে থিউম্যান ও থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোম্পানীরা যতবারই বিলাত হইতে উক্ত রাজযোগ আনয়ন করিয়াছেন, তত বারই দিনকতকের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। সম্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দ মহাশয়ের আজ্ঞানুসারে ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ, অতি সুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় রাজযোগ অনুবাদ করিয়াছেন। পাঠক মহাশয়গণের তৃপ্তিসাধনের জন্য, সেই অনুবাদিত রাজযোগের ১মঅধ্যায় হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়ে উদ্বোধনের প্রথম সংখ্যায় দিলাম। রাজযোগের বিজ্ঞাপন উদ্বোধনের বিজ্ঞাপন স্থানে দেওয়া গেল, তাহা পাঠ করিলে এতৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় জ্ঞাত হইবেন।]

মনকে বহির্বিষয়ে স্থির করা অপেক্ষাকৃত সহজ। মন স্বভাবতই বহির্মুখী, কিন্তু, ধর্ম্ম, মনোবিজ্ঞান, কিম্বা দর্শন বিষয়ে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় (বা বিষয়ী ও বিষয়) এক। এখানে প্রমেয় একটী আভ্যন্তরীণ বস্তু, মনই এখানে প্রমেয়। মনস্তত্ত্ব অন্বেষণ করাই এখানে প্রয়োজন, আর মনই মনস্তত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণ করিবার কর্ত্তা। আমরা জানি যে, মনের এমন একটী ক্ষমতা আছে, যদ্দ্বারা উহা নিজের ভিতরে যাহা হইতেছে, তাহা দেখিতে পারে। আমি তোমাদের সহিত কথা কহিতেছি; আবার ঐ সময়েই জানিতেছি যে, আমি যেন বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি—যেন আমি একজন, আর আমি যে কথা কহিতেছি, তাহা আমি জানিতেছি ও শুনিতেছি। তুমি চিন্তা করিতেছ, কিন্তু তোমার মনের আর এক অংশ যেন বাহিরে দাঁড়াইয়া, তুমি যাহা চিন্তা করিতেছ, তাহা দেখিতেছে। মনের সমুদায় শক্তি

একত্রিত করিয়া মনের উপরেই প্রয়োগ করিতে হইবে। যেমন সূর্য্যের তীক্ষ্ণ রশ্মির নিকট অন্ধকারময় স্থান সকলও তাহাদের গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করিয়া দেয়, তদ্রূপ এই একাগ্রমন নিজের অতি অন্তরতম রহস্য সকল প্রকাশ করিয়া দিবে। তখন আমরা বিশ্বাসের প্রকৃত ভূমিতে উপনীত হইব। তখনই আমাদের প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ হইবে। তখনই আত্মা আছেন কিনা, জীবন কেবল এই সামান্ত জীবিত কালেই পর্য্যাপ্ত বা অনন্তব্যাপী, ও ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন কি না, আমরা স্বয়ং দেখিতে পাইব। সমুদায়ই আমাদের জ্ঞান-চক্ষের সমক্ষে উদ্ভাসিত হইবে। রাজ-যোগ ইহাই আমাদিগকে শিক্ষা দিতে অগ্রসর। ইহাতে যত উপদেশ আছে, তৎসমুদায়ের উদ্দেশ্য, প্রথমতঃ, মনের একাগ্রতা-সাধন, তৎপরে উহার ভিতর কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য হইতেছে, তাহার জ্ঞান-লাভ, তৎপরে উহা হইতে সাধারণ সত্য সকল আবিষ্কার করিয়া তাহা হইতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এই জন্যই রাজযোগ শিক্ষা করিতে হইলে, তোমার ধর্ম্ম যাহাই হউক—তুমি আস্তিক হও, নাস্তিক হও, ইহুদি হও, বৌদ্ধ হও অথবা খ্রীষ্টানই হও—তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। তুমি মানুষ—তাহাই যথেষ্ট। প্রত্যেক মনুষ্যেরই ঈশ্বর-তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার শক্তি আছে, অধিকারও আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই যে কোন বিষয়ে হউক না কেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে, আর তাহার এমন ক্ষমতাও আছে যে, সে নিজের ভিতর হইতেই সে প্রশ্নের উত্তর পাইতে পারে। তবে অবশ্য, ইহার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করা আবশ্যক।

এতক্ষণ দেখিলাম, এই রাজযোগ সাধনে কোন প্রকার বিশ্বাসের আবশ্যক করে না। 'যতক্ষণ না নিজে প্রত্যক্ষ করিতে পার, ততক্ষণ কিছুই বিশ্বাস করিও না' রাজযোগ ইহাই শিক্ষা দেন। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অন্য কোন সহায়তার আবশ্যক করে না। তোমরা কি বলিতে চাও যে, জাগ্রৎ অবস্থায় সত্যতা প্রমাণ করিতে স্বপ্ন অথবা কল্পনার অবস্থার সহায়তার আবশ্যক হয়? কখনই নহে। এই রাজ-যোগ অভ্যাস করিতে দীর্ঘকাল ও

নিরন্তর অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। ইহার কিয়দংশ শরীর-সংযম-বিষয়ক। কিন্তু, ইহার অধিকাংশই মনঃসংযমাত্মক। আমরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব, মন শরীরের সহিত কিরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, মন কেবল শরীরের সূক্ষ্ম অবস্থা মাত্র, আর মন শরীরের উপর কার্য্য করে—এ সত্যের উপর যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, শরীরও মনের উপর কার্য্য করে। শরীর অসুস্থ হইলে মন অসুস্থ হয়, শরীর সুস্থ থাকিলে মনও সুস্থ ও সতেজ থাকে। যখন কোন ব্যক্তি ক্রোধান্বিত হয়, তখন তাহার মন অস্থির হয়, মনের অস্থিরতার জন্য শরীরও সম্পূর্ণ অস্থির হইয়া পড়ে। অধিকাংশ লোকেরই মন শরীরের সম্পূর্ণ অধীন এবং বাস্তবিক ধরিতে গেলে তাহাদের মনঃশক্তি অতি অল্প পরিমাণেই প্রস্ফুটিত। অধিকাংশ মনুষ্যই পশু হইতে অতি অল্পই উন্নত। এ কথা বলিলাম বলিয়া আপনারা কিছু মনে করিবেন না। শুধু তাহাই নহে, অনেক স্থলে সামান্য পশু পক্ষী অপেক্ষা তাহাদের সংযমের ক্ষমতা বড় অধিক নহে; আমাদের মনকে নিগ্রহ করিবার শক্তি অতি অল্পই আছে। মনের উপর এই ক্ষমতা লাভের জন্য—শরীর ও মনের উপর ক্ষমতা বিস্তার করিবার জন্য আমাদের কতকগুলি বহিরঙ্গ সাধনের প্রয়োজন। শরীর যখন সম্পূর্ণরূপে সংযত হইবে, তখন মনকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। এইরূপে মনকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে পারিলে আমরা উহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইব ও ইচ্ছামত উহাকে একাগ্র করিতে পারিব।

রাজ-যোগীর মতে এই সমুদায় বহির্জগৎ সূক্ষ্ম-জগতের স্থূল বিকাশ মাত্র। সর্ব্বস্থলেই সূক্ষ্মকে কারণ ও স্থূলকে কার্য্য বুঝিতে হইবে। এই নিয়মে বহির্জগৎ কার্য্য ও অন্তর্জগৎ কারণ। এই হিসাবেই স্থূল জগতে পরিদৃশ্যমান শক্তিগুলি আভ্যন্তরিক সূক্ষ্মতর শক্তির স্থূল ভাগ মাত্র। যিনি এই আভ্যন্তরিক শক্তিগুলিকে চালাইতে শিখিয়াছেন, তিনিই সমুদয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারেন। যোগী, সমুদয় জগৎকে বশীভূত করা ও সমুদয় প্রকৃতির উপর ক্ষমতা

বিস্তার করাকেই আপনার কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি এমন এক অবস্থায় যাইতে চাহেন, যথায় প্রকৃতির নিয়মাবলি তাঁহার উপর কোন ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারিবে না, এবং সে অবস্থায় যাইলে তিনি ঐ সমুদায়ই অতিক্রম করিয়া যাইবেন। তখন তিনি, আভ্যন্তরিক ও বাহ্য সমুদায় প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব লাভ করেন। মনুষ্যজাতির উন্নতি ও সভ্যতা, এই প্রকৃতিকে বশীভূত করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

এই প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে। যেমন দুইটী ব্যক্তির ভিতরে দেখা যায় যে, কেহ বা বাহ্য প্রকৃতি, কেহ বা অন্তঃ প্রকৃতি বশীভূত করিতে চেষ্টা পায়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে কোন কোন জাতি বাহ্য ও কোন কোন জাতি অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিবার চেষ্টা করে। কাহার মতে, অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিলেই সমুদায় বশীভূত হইতে পারে; কাহারও মতে বা, বাহ্য প্রকৃতি বশীভূত করিলেই সমুদায় বশীভূত হইতে পারে। এই দুইটী সিদ্ধান্তের চরম ভাব লক্ষ্য করিলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, এই উভয় সিদ্ধান্তই সত্য; কারণ বাস্তবিক 'বাহ্য' ও 'আভ্যন্তর' বলিয়া কোন ভেদ নাই। ইহা একটী কাল্পনিক বিভাগ মাত্র। এরূপ বিভাগের অস্তিত্বই নাই, কখনও ছিল না। বাহ্যবাদী ও অন্তর্বাদী উভয়ে যখন স্ব স্ব জ্ঞানের চরম সীমা প্রাপ্ত হইবেন, তখন এক স্থানে উপনীত হইবেনই হইবেন। যেমন বহির্বিজ্ঞানবাদী নিজ জ্ঞানকে চরম সীমায় লইয়া যাইলে শেষকালে তাঁহাকে দার্শনিক হইতে হয়, সেইরূপ দার্শনিকও দেখিবেন, তিনি মন ও ভূত বলিয়া যে দুইটী ভেদ করেন, তাহা বাস্তবিক কাল্পনিক মাত্র, তাহা একদিন একেবারেই চলিয়া যাইবে।

যাহা হইতে এই বহু উৎপন্ন হইয়াছে, যে এক পদার্থ বহুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই এক পদার্থকে নির্ণয় করাই সমুদায় বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। রাজযোগীরা বলেন, আমরা প্রথমে অন্তর্জগতের জ্ঞান লাভ করিব, পরে উহা দ্বারাই বাহ্য ও অন্তঃ উভয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিব। প্রাচীন কাল হইতেই লোকে এই বিষয় চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ভারতে

বর্ষেই ইহার বিশেষ চেষ্টা হয়, তবে অন্যান্য জাতিরাও এই বিষয় কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছিল। পাশ্চাত্য প্রদেশের লোকে ইহাকে রহস্য বা গুপ্ত বিদ্যা ভাবিত, যাহারা ইহা অভ্যাস করিতে যাইতেন, তাঁহাদিগকে ডাইন, ঐন্দ্রজালিক ইত্যাদি অপবাদ দিয়া পোড়াইয়া অথবা মারিয়া ফেলা হইত। ভারতবর্ষে নানা কারণে ইহা এমন লোক সমূহের হস্তে পড়ে, যাহারা এই বিদ্যার শতকরা ৯০ অংশ নষ্ট করিয়া অবশিষ্ট টুকু অতি গোপনে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আজকাল আবার ভারতবর্ষের গুরুগণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট গুরুনামধারী কতকগুলি ব্যক্তিকে দেখা যাইতেছে; ভারতবর্ষের গুরুগণ তবু কিছু জানিতেন, ইঁহারা কিছুই জানেন না।

এই সমস্ত যোগ-প্রণালীতে গুহ্য বা অদ্ভুত যাহা কিছু আছে, সমুদায় ত্যাগ করিতে হইবে। যাহা কিছু বল প্রদান করে, তাহাই অনুসরণীয়। অন্যান্য বিষয়ে যেমন, ধর্ম্মেও তদ্রূপ, যাহা তোমাকে দুর্ব্বল করে, তাহা একেবারেই ত্যাজ্য। রহস্য-স্পৃহাই মানবমস্তিষ্ককে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। এই সমস্ত গুহ্য রাখাতেই যোগশাস্ত্র প্রায় একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বলিলেই হয়। কিন্তু বাস্তবিক ইহা একটী মহা বিজ্ঞান। প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহা আবিষ্কৃত হয়, সেই সময় হইতে ভারতবর্ষে ইহা প্রণালীবদ্ধ হইয়া বর্ণিত ও প্রচারিত হইতেছে। একটী আশ্চর্য্য এই যে, ব্যাখ্যাকার যত আধুনিক, তাঁহার ভ্রমও সেই পরিমাণে অধিক। লেখক যতই প্রাচীন, তিনি ততই অধিক ন্যায়সঙ্গত কথা বলিয়াছেন। আধুনিক লেখকের মধ্যে অনেকেই নানাপ্রকার আজগুবী কথা কহিয়া থাকেন। এইরূপে যাহাদের হস্তে ইহা পড়িল, তাহারা সমস্ত ক্ষমতা নিজ করতলস্থ রাখিবার প্রয়াসে ইহাকে মহা গোপনীয় বা আজগুবী করিয়া তুলিল, এবং যুক্তিরূপ প্রভাকরের পূর্ণালোক আর উহার উপর পড়িতে দিল না।

আমি প্রথমেই বলিয়াছি, আমি যাহা প্রচার করিতেছি, তাহার ভিতর গুহ্য কিছুই নাই। যাহা যৎকিঞ্চিৎ আমি জানি, তাহা তোমাদিগকে বলিব। ইহা যতদূর যুক্তি দ্বারা বুঝান যাইতে পারে, ততদূর বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

কিন্তু আমি যাহা বুঝিতে পারি না, তৎসম্বন্ধে বলিব, "শাস্ত্র এই কথা বলেন"। অন্ধ বিশ্বাস করা অন্যায়; নিজের বিচার শক্তি ও যুক্তি খাটাইতে হইবে। কার্য্যে করিয়া দেখিতে হইবে যে, শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা সত্য কিনা। জড়-বিজ্ঞান শিখিতে হইলে যে ভাবে শিক্ষা কর, ঠিক সেই প্রণালীতেই এই ধর্ম্মবিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হয়। ইহাতে গোপন করিবার কোন কথা নাই, কোন বিপদের আশঙ্কাও নাই। ইহার মধ্যে যতদূর সত্য আছে, তাহা সকলের সমক্ষে রাজপথে প্রকাশ্য ভাবে প্রচার করা উচিত। কোন রূপে এ সকল গোপন করিবার চেষ্টা করিলে, অনেক বিপদের উৎপত্তি হয়।

আর অধিক বলিবার পূর্ব্বে আমি সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে কিছু বলিব। এই সাংখ্য দর্শনের উপর রাজযোগ-বিদ্যা স্থাপিত। সাংখ্য দর্শনের মতে, বিষয়-জ্ঞানের প্রণালী এইরূপ,—প্রথমতঃ, বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি যন্ত্রের সংযোগ হয়। চক্ষুরাদি, ইন্দ্রিয়গণের নিকট উহা প্রেরণ করে, ইন্দ্রিয়গণ মনের ও মন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির নিকট লইয়া যায়; তখন পুরুষ বা আত্মা উহা গ্রহণ করেন; পুরুষ আবার, যে সকল সোপান পরম্পরায় উহা আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্য দিয়া উহাদিগকে যেন ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন। এইরূপে, বিষয় গৃহীত হইয়া থাকে। পুরুষ ব্যতীত আর সকল গুলি জড়। তবে মন, চক্ষুরাদি বাহ্য যন্ত্র অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ভূতে নির্ম্মিত। মন যে উপাদানে নির্ম্মিত, তাহা ক্রমশঃ স্থূলতর হইলে তন্মাত্রার উৎপত্তি হয়। উহা আরও স্থূল হইলে পরিদৃশ্যমান ভূতের উৎপত্তি হয়। সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান এই। সুতরাং, বুদ্ধি ও স্থূল ভূতের মধ্যে প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে। একমাত্র পুরুষই চেতন। মন যেন আত্মার হাতে যন্ত্রবিশেষ। উহা দ্বারা আত্মা বাহ্য বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। মন সদা পরিবর্ত্তনশীল, একদিক হইতে অন্য দিকে যাইতেছে, কখন সমুদায় ইন্দ্রিয় গুলিতে সংলগ্ন, কখন বা একটীতে সংলগ্ন থাকে; আবার কখনও বা কোন ইন্দ্রিয়ে সংলগ্ন থাকে না। মনে কর, আমি একটী ঘড়ীর শব্দ মনোযোগ করিয়া শুনিতেছি: এরূপ অবস্থায় আমার চক্ষু উন্মীলিত থাকিলেও কিছুই দেখিতে পাইব না; ইহাতে স্পষ্ট জানা

যাইতেছে যে, মন বধির শ্রবণেন্দ্রিয়ে সংলগ্ন ছিল, কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ে ছিল না। এইরূপ, মন সমুদায় ইন্দ্রিয়েরও এক সময়ে সংলগ্ন থাকিতে পারে। মনের আবার অন্তর্দৃষ্টির শক্তি আছে, এই ক্ষমতা বলে মানুষ নিজ অন্তরের গভীরতম প্রদেশে দৃষ্টি করিতে পারে। এই অন্তর্দৃষ্টি শক্তি লাভ করা যোগীর উদ্দেশ্য; মনের সমুদায় শক্তিকে একত্র করিয়া, ও ভিতরের দিকে ফিরাইয়া, ভিতরে কি হইতেছে তাহাই তিনি জানিতে চাহেন। ইহাতে বিশ্বাসের কোন কথা নাই। ইহা মনীষিগণের প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষার কথা। আধুনিক শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, চক্ষু প্রকৃত দর্শনের সাধন নহে, কিন্তু বাস্তবিক সমুদায় ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়ার করণগুলি মস্তিষ্কের অন্তর্গত স্নায়ুকেন্দ্রে অবস্থিত। সমুদায় ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে হইবে। তাঁহারা আরও বলেন—মস্তিষ্ক যে পদার্থে নির্ম্মিত, এই কেন্দ্রগুলিও ঠিক সেই পদার্থে নির্ম্মিত। সাংখ্যেরাও এইরূপ বলিয়া থাকেন, তবে একটী ভৌতিক বিষয় ও অপরটী আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়া ব্যাপৃত। তাহা হইলেও উভয়ই এক কথা। আমাদিগকে ইহার অতীত রাজ্যের অন্বেষণ করিতে হইবে।

যোগী নিজ শরীরাভ্যন্তরে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহা জানিবার উপযোগী অবস্থা লাভ করিবার ইচ্ছা করেন। মানসিক প্রক্রিয়া সমুদায়ের মানস-প্রত্যক্ষ আবশ্যক। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, বিষয় ইন্দ্রিয়-গোচর হইবা-মাত্র যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা কিরূপে স্নায়ুমার্গে ভ্রমণ করে, মন কিরূপে উহাদিগকে গ্রহণ করে, কি করিয়া উহারা আবার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে গমন করে, কি করিয়াই বা পুরুষের নিকট যায়। শিক্ষার কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রণালী আছে। যে কোন বিজ্ঞান শিক্ষা কর না কেন, প্রথমে আপনাকে উহার-জন্য প্রস্তুত হইতে হয়, পরে এক নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর অনুসরণ করিতে হয়; তাহা না করিলে উহা শিক্ষা করিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই; রাজ-যোগ শিক্ষাতেও তদ্রূপ।

আহার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আবশ্যক; যাহাতে মন অতিশয় পবিত্র থাকে, সেই খাদ্যই ভোজন করিতে হইবে। যদি কোন পশুশালায় গমন করা যায়, তাহা হইলে আহারের সহিত জীবের কি সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে

পারা যায়। হস্তী অতি বৃহৎকায় পশু, কিন্তু শান্ত প্রকৃতি; কিন্তু যদি তুমি সিংহ বা ব্যাঘ্রের পিঞ্জরের দিকে গমন কর, দেখিতে পাইবে তাহারা ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, আহারের তারতম্যে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। আমাদের শরীরে যত শক্তি ক্রীড়া করিতেছে, তাহার সমুদায়গুলিই আহার হইতে উৎপন্ন। তাহা আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাই। যদি তুমি উপবাস করিতে আরম্ভ কর, তোমার শরীর দুর্ব্বল হইয়া যাইবে, দৈহিক শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইবে; কয়েক দিন পরে মানসিক শক্তিগুলিরও হ্রাস হইবে। প্রথমতঃ স্মৃতিশক্তি চলিয়া যাইবে, পরে এমন এক সময় আসিবে, যখন তুমি চিন্তা করিতেও সক্ষম হইবে না—বিচার করা ত দূরের কথা। সেই জন্য সাধনের প্রথমা-বস্থায় ভোজনের বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, পরে যথেষ্ট সাধন অগ্রসর হইলে ঐ বিষয়ে তত সাবধান না হইলেও চলে। যতক্ষণ গাছ ছোট থাকে, ততক্ষণ উহাকে বেড়া দিয়া রাখিতে হয়, তাহা না হইলে পশুতে উহা খাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে; কিন্তু বড় হইলে আর বেড়ার প্রয়োজন হয় না, তখন উহা সমুদায় অত্যাচার সহ্য করিতে সক্ষম হয়।

যোগী ব্যক্তি অধিক বিলাস ও কঠোরতা উভয়ই পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহার উপবাস করা অথবা শরীরকে অযথা ক্লেশ দেওয়া উচিত নহে। গীতাকার বলেন, যিনি আপনাকে অনর্থক ক্লেশ দেন, তিনি কখনও যোগী হইতে পারেন না।

"নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥"

গীতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৬।১৭।

উপবাস-শীল, অধিক জাগরণ-শীল, অধিক নিদ্রালু, অতিরিক্ত কর্ম্মী অথবা নিষ্কর্ম্মা, ইহাদের মধ্যে কেহই যোগী হইতে পারে না।

পরমহংসদেবের

উপদেশ।

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত।)

---

(১) মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে, ভগবানকে চিনতে পারে। "আমি কে" ভালরূপ বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, আমি বলে কোন জিনিষ নাই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি, এর কোনটা আমি? যেমন পাঁাজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেই রূপ বিচার করে আমিত্ব বলে কিছু পাইনে। শেষে যা থাকে, সেই আত্মা—চৈতন্য। আমার আমিত্ব দূর হলে, ভগবান দেখা দেন।

(২) রত্নাকরে অনেক রত্ন আছে, তুমি এক ডুবে পেলে না বলে রত্নাকরকে রত্নহীন মনে কোরো না। সেই রূপ একটু সাধন ভজন কোরে ঈশ্বর দর্শন হলো না বলে হতাশ হয়ো না। ধৈর্য্য ধরে সাধন করে থাক, সময়ে ঈশ্বরের কৃপা তোমার উপর হইবে।

(৩) তাঁর প্রতি কিরূপ মন চাই? যেমন সতীর পতিতে—কৃপণের ধনেতে—বিষয়ীর বিষয়েতে—এই রূপ টান যখন ভগবানের প্রতি হয়, তখন ভগবান লাভ হয়।

(৪) মৌমাছি যতক্ষণ ফুলের চারিদিকে গুন্ গুন্ করে, ততক্ষণ সে মধু পায় নাই। মধু পেলে আর সে গুন্ গুন্ করে না, চুপ ক'রে মধু পান করে। মানুষ যতক্ষণ ধর্ম্ম লয়ে গোল করে, ততক্ষণ সে ধর্ম্মের আস্বাদ পায় নাই, পেলে চুপ করে যায়।

(৫) সমুদ্রে এক রকম ঝিনুক আছে, তারা সদা সর্ব্বদা হাঁ করে জলের উপর ভাসে, কিন্তু স্বাতি নক্ষত্রের এক ফোঁটা জল তাদের মুখে পড়লে তারা মুখ বন্ধ করে একেবারে জলের নীচে চলে যায়, আর উপরে আসে না। তত্ত্ব-পিপাসু বিশ্বাসী সাধকও সেই রকম গুরু-মন্ত্র-রূপ এক ফোঁটা জল পেয়ে, সাধনার অগাধ জলে একেবারে ডুবে যায়, আর অন্য দিকে চেয়ে দেখে না।

শ্রীশ্রীমুকুন্দমালা স্তোত্রম্।

(স্বামিরামকৃষ্ণানন্দেনানুবাদিতম্।)

পূর্ব্বকালে শ্রীশ্রীকুলশেখরনামা রাজর্ষি কেরল দেশকে (Travancore) স্বকীয় শাসনে পবিত্র ও সৌভাগ্যশালী করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকিত। সেই ভাবময় পবিত্র হৃদয়সরোবর হইতে শ্রীশ্রীমুকুন্দমালারূপ সর্ব্বমনোহারিণী সহস্রদলকমলপ্রসবিনী অপূর্ব্ব কমলিনীর উদয় হইয়াছে। আমাদের দেশে সেই ভাবোচ্ছ্বাসগুলির অধিকাংশই অদ্যাবধি উপনীত হয় নাই। সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য আমরা সাহ্লাদে পাঠকবর্গকে উক্ত মনোহর, সদ্ভাবোদ্দীপক, প্রেমিক কবির হৃদয়োচ্ছ্বাসগুলি উপহার প্রদান করিতেছি। ইহা যে প্রত্যেকেরই অতি আদরের সামগ্রী হইবে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ মাত্রও নাই। আসুন পাঠকবর্গ, আমরা ভক্তকবির নির্ম্মল কবিতা-তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিবার পূর্ব্বে, তাঁহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া প্রণত হই।

ঘুষ্যতে যস্য নগরে রঙ্গযাত্রা দিনে দিনে।
তমহং শিরসা বন্দে রাজানং কুলশেখরম্॥

যাহার নগরে প্রতিদিন শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের উৎসবকাহিনী গীত হয়, আমি সেই রাজা কুলশেখরকে মস্তক অবনত করিয়া বন্দনা করি।

শ্রীবল্লভেতি বরদেতি দয়াপরেতি
ভক্তপ্রিয়েতি ভবলুণ্ঠনকোবিদেতি।
নাথেতি নাগশয়নেতি জগন্নিবাসে-
ত্যালাপিনং প্রতিদিনং কুরু মাং মুকুন্দ॥ ১॥

হে স্বর্গ এবং পৃথিবীর পতি মুকুন্দদেব! আমি যাহাতে প্রতিদিনই তোমার

"হে শ্রীবল্লভ, হে বরদ, হে দয়াপর, হে ভক্তপ্রিয়, হে ভবব্যাধির সুচিকিৎসক, হে নাথ, হে নারায়ণ, হে জগন্নিবাস" বলিয়া ডাকিয়া তোমার পবিত্র নামগুলি কীর্ত্তন করিতে পারি, তাহাই কর।

জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দনোহয়ম্
জয়তু জয়তু দেবো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তু জয়তু পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥ ২ ॥

যিনি দেবকীর আনন্দবর্দ্ধন, তাঁহার সর্ব্বতোভাবে জয় হউক; যিনি বৃষ্ণিবংশের উজ্জ্বল প্রদীপস্বরূপ, সেই দেবদেবের সর্ব্বাঙ্গীন জয় হউক; যিনি নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামকান্তিবিশিষ্ট এবং যাঁহার সুকুমার অঙ্গ কোমলতার আদর্শস্থল, তাঁহার জয় হউক, জয় হউক; যিনি পৃথিবীর ভার মোচন করেন ও যিনি স্বেচ্ছায় স্বর্গ ও পৃথিবীর আধিপত্য দান করিতে পারেন, তাঁহার নিরন্তর জয় হউক।

মুকুন্দ মূর্দ্ধ্না প্রণিপত্য যাচে
ভবন্তমেকান্তমিয়ন্তমর্থম্।
অবিস্মৃতিস্তচ্চরণারবিন্দে
ভবে ভবে মেঽস্তু ভব প্রসাদাৎ ॥ ৩ ॥

হে মুকুন্দ! ভবদীয় চরণপ্রান্তে মস্তক অবনত করিয়া কায়মনোবাক্যে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি, যেন জন্মে জন্মে তোমার কৃপাবলে ত্বদীয় শ্রীচরণপদ্ম কখনও বিস্মৃত না হই।

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যারামামৃদুতনুলতা নন্দনে নাপি রন্তুম্
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্ ॥ ৪ ॥

হে সর্ব্বসন্তাপহারিন্! শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সমূহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, ভয়ঙ্কর কুম্ভীপাক নরক নিবারণের জন্য, অথবা চিত্তহারিণী

রমণীগণের সুকোমল শরীরলতা আলিঙ্গন করিয়া স্বর্গীয় নন্দনকাননে ক্রীড়া করিবার জন্য তোমার চরণপ্রান্তে প্রণত হইতেছি না; কিন্তু যাহাতে জন্মে জন্মে হৃদয়মন্দিরে তোমায় নিরন্তর ধ্যান করিতে পারি, তাহাই আমার একমাত্র প্রার্থনীয়।

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ যদ্ ভাব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥ ৫ ॥

হে ভগবন্! সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পুণ্যসঞ্চয়, ধনোপার্জ্জন বা কামোপভোগে আমার অভিলাষ নাই; পূর্ব্বে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছি, তদনুযায়ী যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটুক। যাহাতে জন্মে জন্মে তোমার শ্রীপাদপদ্মযুগলে অচলা ভক্তি থাকে, তাহাই আমার অন্তরের একমাত্র প্রার্থনা।

দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো
নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্।
অবধীরিতশারদারবিন্দৌ
চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি ॥ ৬ ॥

হে নরকান্তকারিন্! স্বর্গে, ধরাতলে, এমন কি, নরকেও যদি আমার দীর্ঘকাল বাস হয়, ইহাই বিধান কর, যেন মৃত্যুযন্ত্রণাতেও তোমার যে চরণযুগল শরৎকালের সুবিকশিত ও প্রফুল্ল কমলকেও সৌন্দর্য্যে পরাজিত করে, সে দুটিকে বিস্মৃত না হই।

কৃষ্ণ ত্বদীয়পদপঙ্কজপঞ্জরান্তম্
অদ্যৈব মে বিশতু মানসরাজহংসঃ।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে ॥ ৭ ॥

হে কৃষ্ণ! অদ্যই আমার চিত্তরূপ রাজহংস তোমার শ্রীচরণরূপ পদ্ম-কেশরে যাইয়া প্রবেশ করুক, কারণ প্রাণবিয়োগের সময় যখন

কফ, বায়ু ও পিত্তে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইবে, তখন তোমায় কিরূপে স্মরণ করিতে পারিব ?

চিন্তয়ামি হরিমেব সন্ততম্
মন্দমন্দহসিতাননাম্বুজম্ ।
নন্দগোপতনয়ম্ পরাৎপরম্
নারদাদিমুনিবৃন্দবন্দিতম্ ॥ ৮ ॥

আমি সর্ব্বদাই সর্ব্বসন্তাপহারী হরির ধ্যান করি। তাঁহার মুখপদ্ম মধুর মন্দ হাস্যে অতি রমণীয়, তিনি গোপরাজ নন্দের পুত্র, তিনি সকলের অগ্রগণ্য, এবং নারদ প্রভৃতি মুনিগণ সর্ব্বদাই তাঁহাকে বন্দনা করেন।

করচরণসরোজে কান্তিমন্নেত্রমীনে
শ্রমমুষি ভুজবীচিব্যাকুলেঽগাধমার্গে ।
হরিসরসি বিগাহ্যাপীয় তেজোজলৌঘম্
ভবমরুপরিখিন্নঃ খেদমদ্য ত্যজামি ॥ ৯ ॥

সর্ব্বসন্তাপহারী হরি একটি প্রকাণ্ড সরোবর। তাঁহার অঙ্গকান্তি সেই সরোবরের জল, তাঁহার করতলদ্বয় ও চরণযুগল তাহার পদ্ম, মনোহর চক্ষু দুটি তাহাতে মৎস্য হইয়া আছে, ক্লেশনাশক ভুজদ্বয় রূপ তরঙ্গে তাহা নিরন্ত তরঙ্গিত। সেই সরোবরে যাইবার পথ অতি দুর্গম। (কারণ তাহা সংসার মরুভূমি মধ্যে অবস্থিত।) এই মরুতে পরিভ্রমণ করিয়া আমি সাতিশয় পরিশ্রান্ত। সুতরাং অদ্য সেই হরিসরোবরে অবগাহন পূর্ব্বক (প্রাণ ভরিয়া) তাঁহার কান্তিরূপ নির্ম্মল সুশীতল সলিল পান করতঃ সমুদয় খেদ দূর করিব।

সরসিজনয়নে সশঙ্খচক্রে
মুরভিদি মা বিরমস্ব চিত্ত রন্তুম্ ।
সুখতরমপরং ন জাতু জানে
হরিচরণস্মরণামৃতেন তুল্যম্ ॥ ১০ ॥

হে চিত্ত! পদ্মনয়ন, শঙ্খচক্রধারী, মুরহরের সহিত সম্মিলিত হইতে বিরত

হইও না। কারণ হরির শ্রীচরণধ্যানরূপ অমৃতপানের তুল্য আর অধিক আনন্দদায়ক কিছুই নাই।

মাভীর্মন্দমনো বিচিন্ত্য বহুধা যামীশ্চিরং যাতনাঃ
নামী নঃ প্রভবন্তি পাপরিপবঃ স্বামী ননু শ্রীধরঃ ।
আলস্যং ব্যপনীয় ভক্তিসুলভম্ ধ্যায়স্ব নারায়ণম্
লোকস্য ব্যসনাপনোদনকরো দাসস্য কিং ন ক্ষমঃ ॥ ১১ ॥

হে নির্ব্বোধ মন! বহুকালব্যাপী নানাবিধ যমযন্ত্রণা কল্পনা করিয়া ভীত হইও না। যদি হরি আমাদের প্রভু হন, তাহা হইলে উক্ত বিষম শত্রুগণ আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। অতএব আলস্য ত্যাগ করিয়া, যাঁহাকে ভক্তি দ্বারা অতি সহজে লাভ করা যায়, সেই নারায়ণকে ধ্যান কর। যিনি লোকত্রয়ের সমুদয় বিঘ্ন নাশ করিতে পারেন, তিনি কি নিজ দাসের দুঃখ মোচন করিতে পারিবেন না ?

ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাম্
সুতদুহিতৃকলত্রত্রাণভারার্দিতানাম্ ।
বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতামপ্লবানাম্
ভবতি শরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাম্ ॥ ১৩ ॥

মনুষ্যগণ সংসারসাগরে পতিত হইয়া শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বঝটিকায় নিরন্ত তাড়িত হইতেছে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ সেই সাগরের জল; উড়ুপ (ভেলা) না থাকায় তাহাতে তাহারা নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর পুত্র কন্যা, ভার্য্যা প্রভৃতির পরিত্রাণ চিন্তায় চিত্ত সর্ব্বদা ব্যাকুল। এরূপ নিঃসহায় মানবগণের বিষ্ণুরূপ নৌকাই একমাত্র অবলম্বন।

ভবজলধিমগাধং দুস্তরং নিস্তরেয়ম্
কথমহমিতি চেতো মা স্ম গাঃ কাতরত্বম্ ।
সরসিজদৃশি দেবে তাবকী ভক্তিরেকা
নরকভিদি নিষণ্ণা তারয়িষ্যত্যবশ্যম্ ॥ ১৩ ॥

হে চিত্ত! এই অতলস্পর্শ অপার সংসারসমুদ্র কিরূপে পার হইব, ইহা

ভাবিয়া কাতর হইও না। কারণ কমলনেত্র, নরকনিহন্তা দেবদেবের প্রতি তোমার নিশ্চলা ও ঐকান্তিকী ভক্তি স্থাপিত হইলে তাহা তোমায় অবশ্যই পর পারে লইয়া যাইবে।

তৃষ্ণাতোয়ে মদনপবনোদ্ধূতমোহোর্ম্মিমালে
দারাবর্ত্তে তনয়সহজগ্রাহসঙ্ঘাকুলে চ।
সংসারাখ্যে মহতি জলধৌ মজ্জতাং নস্ত্রিধামন্
পাদাম্ভোজে বরদ ভবতোভক্তিভাবে প্রসীদ ॥ ১৪ ॥

হে ত্রিলোকপতে! হে বরদ! আমরা সংসাররূপ মহাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। ভোগবাসনা এই সাগরের জল, স্ত্রীসম্ভোগলিপ্সারূপা ঝটিকা ইহাতে অজ্ঞানতরঙ্গ উত্থিত করিয়াছে। ভার্য্যা তাহার আবর্ত্ত (জলভ্রমি), এবং সন্তান ও ভ্রাতা কুম্ভীরস্বরূপ হইয়া তাহাকে অতিশয় ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে। অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া তোমার শ্রীপাদপদ্মে যাহাতে আমাদের ভক্তিভাব সর্ব্বদাই জাজ্বল্যমান থাকে, তাহা কর।

মা ভ্রাক্ষম্ ক্ষীণপুণ্যান্ ক্ষণমপি ভবতোভক্তিহীনান্ পদাব্জে
মা শ্রৌষম্ শ্রাব্যবন্ধং তবচরিতমপাস্যান্যদাখ্যানজাতম্।
মা স্মার্ষং মাধব ত্বামপি ভুবনপতে চেতসাপহ্নুবানান্
মা ভূবম্ ত্বৎসপর্য্যাব্যতিকররহিতো জন্মজন্মান্তরেঽপি ॥ ১৫ ॥

তোমার শ্রীপাদপদ্মে যাহাদের ভক্তি নাই, সেই সকল পুণ্যহীন লোকের সহিত আমার যেন ক্ষণকালের জন্যও সাক্ষাৎ না হয়। যে সকল আখ্যায়িকায় তোমার চরিত্র বর্ণিত হয় নাই, সুশ্রাব্য পদবাক্যসমন্বিত হইলেও সে সমুদয় যেন আমি কখন শ্রবণ না করি। হে ত্রিলোকনাথ! হে লক্ষ্মীপতে! যাহারা তোমারও অপলাপ করিতে চায়, সেই সকল নাস্তিকদিগকে যেন আমি কখন মনেও স্থান দান না করি, এবং কোন জন্মেও যেন তোমার কায়িক বাচিক ও মানসিক সেবারহিত না হই।

জিহ্বে কীর্ত্তয় কেশবম্ মুররিপুং চেতো ভজ শ্রীধরম্
পাণিদ্বন্দ্ব সমর্চ্চয়াচ্যুতকথাঃ শ্রোত্রদ্বয় ত্বং শৃণু।

কৃষ্ণং লোকয় লোচনদ্বয় হরের্গচ্ছাঙ্ঘ্রিযুগ্মালয়ম্
জিঘ্র ঘ্রাণ মুকুন্দপাদতুলসীম্ মূর্দ্ধন্ নমাধোক্ষজম্ ॥ ১৬ ॥

হে জিহ্বে! তুমি সর্ব্বদা কেশবের নামই কীর্ত্তন কর; হে চিত্ত! তুমি সর্ব্বদা মুরহরের ভজনা কর; হে হস্তদ্বয়! তোমরা সর্ব্বদাই লক্ষ্মীপতির পূজা কর; হে কর্ণদ্বয়! তোমরা সর্ব্বদাই সনাতন হরির কথাই শ্রবণ কর; হে নেত্রদ্বয়! তোমরা সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণকেই দর্শন কর; হে পদদ্বয়! তোমরা সর্ব্বদা বিষ্ণুমন্দিরেই গমন কর, হে নাসিকে! তুমি সর্ব্বদা মুকুন্দের শ্রীচরণতুলসীর আঘ্রাণ লও; হে মস্তক! তুমি সর্ব্বদাই সেই অব্যয় পুরুষের সম্মুখে অবনত হও।

হে লোকাঃ শৃণুত প্রসূতিমরণব্যাধেশ্চিকিৎসামিমাম্।
যোগজ্ঞাঃ সমুদাহরন্তি মুনয়ো যাং যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ঃ।
অন্তর্জ্যোতিরমেয়মেকমমৃতম্ কৃষ্ণাখ্যমাপীয়তাম্
তৎপীতং পরমৌষধং বিতনুতে নির্ব্বাণমাত্যন্তিকম্ ॥ ১৭ ॥

হে মানবগণ! যাজ্ঞবল্ক্যাদি যোগজ্ঞ মুনিগণ জন্মমরণরূপ ব্যাধির যেরূপ চিকিৎসা বিধান করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। স্বাভাবিক জ্যোতির্ম্ময় ও অপরিমেয় শ্রীকৃষ্ণনামক অমৃত পান কর; উক্ত পরমৌষধ পান করিলে চির-কালের জন্য সমুদয় যাতনাজাল নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে।

হে মর্ত্ত্যাঃ পরমং হিতং শৃণুত বো বক্ষ্যামি সংক্ষেপতঃ
সংসারার্ণবমাপদূর্ম্মিবহুলং সম্যক্ প্রবিশ্য স্থিতাঃ।
নানাজ্ঞানমপাস্য চেতসি নমো নারায়ণায়েত্যমুম্
মন্ত্রং সপ্রণবং প্রণামসহিতং প্রাবর্ত্তয়ধ্বং মুহুঃ ॥ ১৮ ॥

হে মানবগণ! সংসার মহাসমুদ্র বহুবিধ বিপত্তিরূপ তরঙ্গে সর্ব্বদাই অতি ভয়ঙ্কর। সেই সাগরে তোমরা সম্যক্‌রূপে নিমগ্ন হইয়াছ; অতএব যাহাতে তোমাদের পরম মঙ্গল হয়, আমি সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। অন্য সমুদয় জ্ঞানলিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া সভক্তি প্রণামসহকারে প্রণব (ওঁ মন্ত্র) উচ্চারণপূর্ব্বক সর্ব্বদাই 'নমো নারায়ণায়' এই মহামন্ত্র মনোমধ্যে ধ্যান কর।

পৃথ্বীরেণুরণুঃ পয়াংসি কণিকাঃ ফল্গুঃ স্ফুলিঙ্গো লঘুঃ
তেজো নিঃশ্বসনং মরুৎ তনুতরং রন্ধ্রং সুসূক্ষ্মং নভঃ।
ক্ষুদ্রা রুদ্রপিতামহপ্রভৃতয়ঃ কীটাঃ সমস্তাঃ সুরাঃ
দৃষ্টে যত্র স তাবকো বিজয়তে ভূমা বিধূতাবধিঃ ॥ ১৯ ॥

তোমার অসীম সর্ব্বব্যাপী ভূমামূর্ত্তি সকলকেই পরাজিত করিয়াছে। সেই বিশ্বরূপ দর্শন করিলে পৃথিবীকে পরমাণু বলিয়া বোধ হয়, সাগর সকল জল-বিন্দুবৎ, প্রত্যেক জ্যোতির্ম্মণ্ডল ক্ষুদ্র অগ্নিকণার ন্যায়, সমগ্র বায়ুমণ্ডল ক্ষণিক শ্বাসক্রিয়ার ন্যায়, বিশ্বব্যাপী আকাশ একটী অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রের ন্যায়, জগদুৎপত্তি-প্রলয়কারী ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি দেবতাকে সামান্য জীবের ন্যায় এবং অন্যান্য দেবতাগণকে কীটের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়।

বদ্ধেনাঞ্জলিনা নতেন শিরসা গাত্রৈঃ সরোমোদ্গমৈঃ
কণ্ঠেন স্বরগদ্গদেন নয়নেনোদ্গীর্ণবাষ্পাম্বুনা।
নিত্যং ত্বচ্চরণারবিন্দযুগলধ্যানামৃতাস্বাদিনাম্
অস্মাকং সরসীরুহাক্ষ সততং সম্পদ্যতাং জীবিতম্ ॥২০॥

হে কমলনেত্র! করতলদ্বয় যুক্ত করিয়া, অবনতমস্তকে, রোমাঞ্চিতকলেবরে, গদ্গদস্বরে, প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে নিয়ত তোমার শ্রীপাদপদ্ম দুটির ধ্যান দ্বারা অমৃত আস্বাদপূর্ব্বক যাহাতে আমাদের জীবন সতত অতিবাহিত হয়, সেইরূপ বিধান কর।

হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে হে সিন্ধুকন্যাপতে
হে কংসান্তক হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ হে মাধব।
হে রামানুজ হে জগত্ত্রয়গুরো হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাম্
হে গোপীজননাথ পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা ॥ ২১ ॥

হে গোপাল! হে করুণাসাগর! হে লক্ষ্মীপতে! হে কংসমর্দ্দন! হে গজেন্দ্রমোক্ষদাতঃ! হে মাধব! হে বলরামের অনুজ! হে ত্রিলোকগুরো! হে কমলাক্ষ! হে গোপীজনবল্লভ! আমায় পালন কর। আমি তুমিভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। [ক্রমশঃ]

সারদানন্দ স্বামীর

বক্তৃতার সারাংশ।

(রামকৃষ্ণমিশন সভা, রবিবার ২৮শে আষাঢ়)

সৃষ্টির অনাদিত্ব।

আজ ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে একটী গল্প পাঠ করিব ;—শ্বেতকেতু নামে একটী ব্রাহ্মণপুত্র ছিলেন ; তাঁহার পিতার নাম আরুণি বলিয়া তাঁহাকে আরুণি শ্বেতকেতু বলিত। একদিন তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিলেন, শ্বেতকেতো, তুমি ব্রহ্মচর্য্য আচরণপূর্ব্বক গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন কর। শ্বেতকেতু ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণপূর্ব্বক দ্বাদশবর্ষ গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া নিজের পাণ্ডিত্য চিন্তা করতঃ কিছু অহঙ্কারী হইয়াছেন দেখিয়া, তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিলেন, "শ্বেতকেতো, তুমি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ সত্য, কিন্তু এরূপ কিছু জানিয়াছ, যাহা জানিলে জগতের সমস্ত পদার্থই জানা যায়? মাটিকে জানিলে যেরূপ মাটির বিকার সরা, খুরি প্রভৃতি সমস্তই জানিতে পারা যায়, সেইরূপ এমন এক বস্তু আছে, যাহাকে জানিলে জগতে জানিবার আর কিছু বাকি থাকে না। এরূপ কোন বস্তু কি জানিতে পারিয়াছ?" শ্বেতকেতু বলিলেন, "না আমি এরূপ বস্তু জানি না, আমার গুরুও ইহা জানেন না, জানিলে অবশ্যই সে বস্তুর কথা আমাকে বলিতেন। অতএব আপনি যদি তাহা জানেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলুন।" আরুণি বলিলেন, "শ্বেতকেতো, অগ্রে কেবল এক সৎ বস্তুই বিদ্যমান ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। তিনিই এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন ; তিনি ঈক্ষণ করিলেন—ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব এবং তিনি বহু

হইলেন"। এইরূপে সৃষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণনা করিয়া ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত পুত্রকে শিক্ষা দিলেন। এক্ষণে আমাদের বুঝা আবশ্যক, এই যে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় বলা হইয়াছে, অগ্রে কিছুই ছিল না, কেবল এক সৎ ছিলেন, ইহার অর্থ কি? সৃষ্টি আদৌ ছিল না, বা হয় নাই ইহাই কি অর্থ? না, আমাদের শাস্ত্রের কোথাও এরূপ উল্লেখ নাই। ইহার অর্থ—সৃষ্টি বীজরূপে সেই সংবস্তুতে বর্ত্তমান ছিল, সৃষ্টি সেই সংবস্তু হইতে পৃথক্ নয়, তিনিই বহু হইয়াছেন। যখন এই সৃষ্টি তাঁহার অংশ হইল, তখন ইহা ছিল না, এরূপ কিরূপে হইবে? প্রকাশভাবে সৃষ্টি না থাকুক, বীজ-ভাবে ছিল। বৃক্ষ যেমন বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে শাখাপত্রাদি আকারে প্রকাশিত হয় ও পরে আবার বীজে পরিণত হইয়া নষ্ট হয়, সেইরূপ সৃষ্টি বারংবার প্রকাশিত ও লয় হইয়া থাকে; ব্যক্তাবস্থা হইতে আবার অব্যক্ত অবস্থায় লুক্কায়িত হয়। এইরূপে প্রকাশ ও প্রলয় এই দুই অবস্থায় প্রবাহরূপে সৃষ্টি অনাদিকাল বর্ত্তমান আছে। সংবস্তু যেরূপ অনাদি, এই সৃষ্টিও সেইরূপ অনাদি। সৃষ্টির আদি আছে বলিলে দুইটী দোষ উপস্থিত হয়, ইহা আমরা গতবারে দেখিয়াছি—১ম বৈষম্যদোষ—আমরা জগতে বৈষম্য দেখিতে পাই—কেহ রুগ্ন, কেহ সুস্থকায়; কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ ইত্যাদি; এইরূপ বৈষম্য কেন ও কোথা হইতেই বা হয়? সৃষ্টিকর্ত্তা কৃত বলিলে তাঁহাতে পক্ষপাতিত্ব দোষ পড়ে এবং ২য়, তাঁহাতে নৈর্ঘৃণ্য দোষ হয়, তাঁহার নিষ্ঠুরের ন্যায় আচরণ হয়, কারণ অকারণে তিনি কাহাকেও সুখী এবং কাহাকেও মহাদুঃখী করিতেছেন। বেদাদি শাস্ত্রে সৃষ্টি অনাদি বলিয়া বর্ণিত। উহা প্রবাহরূপে অনাদি, উহা তাঁহারই রূপ, তাঁহারই অংশ, তিনিই। সৃষ্টির আদি আছে বলিলে আর এক দোষ আছে—যখন সৃষ্টি ছিল না, তখন ভগবানের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব না থাকার জন্য হয় তাঁহার পূর্ণত্ব ছিল না—তিনি অপূর্ণ ছিলেন। সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া তাঁহার অধিক গুণ প্রাপ্তি হইয়াছে অথবা গুণের হ্রাস হইয়াছে, বলিতে হয়। কি বেদ, কি পুরাণ, কি মহাভারত, কি স্মৃতি—সকল শাস্ত্রেই সৃষ্টি অনাদি বলিয়া কথিত হইয়াছে।

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া—প্রাণ ও আকাশ।

মহাভারতাদিতে এই সৃষ্টিতত্ত্ব পাঠ করিয়া সাধারণতঃ আমরা অনেক ভুল বুঝিয়া থাকি। সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার প্রথমেই আছে যে, প্রথমতঃ, প্রাণ ও আকাশ প্রকাশিত হইল, এখন প্রাণ মানে আমরা নানারূপ বুঝিয়া থাকি। কেহ নিঃশ্বাস অর্থ বুঝিয়া লন, কেহ জীবাত্মা বুঝেন ইত্যাদি, কিন্তু এরূপ অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয় নাই। সেইরূপ আকাশ অর্থে আমরা অবকাশ বুঝি, এই আকাশের তিনরূপ অর্থ আছে। ১ম—মহাকাশ, বাহ্য জগতের সকল বস্তু এই মহাকাশে বর্ত্তমান। সম্মুখের এই আলো, টেবিল প্রভৃতি, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মনুষ্য, বৃক্ষাদি সমস্তই এই অবকাশে রহিয়াছে; ২য়,—চিত্তাকাশ, আমরা যে সমস্ত চিন্তা করি, বিচার করি বা যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই, সেই সমস্তই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আমাদের মনে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই জন্য মনকে আকাশরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, ৩য়,—চিদাকাশ অর্থাৎ জ্ঞানময় আকাশ। আমাদের যে জ্ঞান, তাহা সামান্য জ্ঞান, কিন্তু চিদাকাশ পূর্ণজ্ঞানের আকাশ। আমাদের জ্ঞান অজ্ঞানে জড়িত; কিন্তু এই জ্ঞানে অজ্ঞান নাই—পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ, এই আকাশে বাহ্য মহাকাশ ও আন্তরিক চিত্তাকাশ উভয়ই রহিয়াছে। কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় আকাশ আর এক অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। ইহা পদার্থের সূক্ষ্ম অংশ, ইংরাজীতে যাহাকে matter বলে; ইহা জড়ের সূক্ষ্ম অংশ, এবং প্রাণ অর্থে সমস্ত শক্তির মূল শক্তি। জড় জগতের যত কিছু শক্তি, যেমন গতিশক্তি, শারীরিকশক্তি, অন্নপরিপাকশক্তি, চিন্তাশক্তি, আধ্যাত্মিকশক্তি সমস্তই সেই এক প্রাণেরই বিকার; সেইরূপ আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসশক্তিও সেই প্রাণের বিকার এবং এই নিঃশ্বাসশক্তি বর্ত্তমান থাকাতেই মানুষ জীবিত থাকে বলিয়া ইহাকে প্রাণ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাণ বলিতে এক মূল শক্তিকে বুঝিতে হইবে, আর সকল শক্তিই ইহার বিকার। সেইরূপ আকাশ বলিলে বুঝিতে হইবে, মূল জড় বস্তু—আর সমস্ত জড় বস্তুই যাহার বিকার মাত্র।

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া—শাস্ত্র ও বিজ্ঞান।

আমরা শাস্ত্রের এই মত না বুঝিয়াই ইহা ভ্রান্তমত বলিয়া অগ্রাহ্য করি, কিন্ত বর্ত্তমান বিজ্ঞান এই সৃষ্টিতত্ত্ব সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া দেয়। সৃষ্টির প্রারম্ভে এই আকাশের উপর শক্তির অর্থাৎ প্রাণের কার্য্য হইতে আরম্ভ হয়, ইহার প্রথম ফল বায়ু বা কম্পন। আকাশের পরমাণু সকলের কম্পন আরম্ভ হয়। বায়ু—বা ধাতু—কম্পন অর্থ। আকাশ হইতে এই বায়ুর বা কম্পনের উৎপত্তি হয়। কম্পন হইতে তেজঃ জন্মায়, বিজ্ঞানও আজ কাল ইহা প্রমাণ করিতেছে। কোন বস্তুর গতিরোধ করিলে তাহা উত্তপ্ত হইয়া উঠে। বাতাস অত্যন্ত জোরে বহিলে উত্তাপ উৎপাদন করে। বিজ্ঞান বলেন—গ্রহ, নক্ষত্রাদি ও সমুদয় পৃথিবী প্রথমে অত্যন্ত উত্তপ্তাবস্থায় ছিল, ক্রমে শীতল হইয়া বাসোপযোগী হইয়াছে। এখনো সূর্য্যলোক অত্যন্ত উত্তপ্ত, তথায় পৃথিবীর যাবতীয় কঠিন বস্তু বাষ্পরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই তেজঃ শীতল হইয়া অপ্ বা জল হয় ও ক্রমে কঠিন হইয়া পৃথিবী বা কঠিন মৃত্তিকাদিরূপে পরিণত হয়। এই পঞ্চমহাভূত প্রথমে সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে, ক্রমে ইহাদের পরস্পরের মিশ্রণে এই স্থূল জগৎ নির্ম্মিত হয়।

সৃষ্টিতত্ত্বে—সাংখ্য ও বেদান্ত।

বেদান্ত মতে এই স্থূল জগৎ এক সত্যেরই রূপান্তর মাত্র। এক সৎবস্তুকেই অবলম্বন করিয়া এই জগৎ রহিয়াছে, তিনিই এই জগৎ হইয়াছেন। সাধারণতঃ বেদান্তের অর্থ লোকে এইরূপ করে যে, জগৎ মিথ্যা, জগৎ নাই; কিন্ত বেদান্তের এরূপ অর্থ নয়। যখন সৎবস্তু হইতে এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, তখন ইহা মিথ্যা কি করিয়া বলিব? যখন তিনিই সকল জীব জন্তুর প্রাণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তখন ইহা কিরূপে মিথ্যা হইতে পারে? আমাদের এস্থলে 'মিথ্যা' এইকথা 'কমসত্য, সেই পূর্ণ সত্য অপেক্ষা কম সত্য' এইরূপ বুঝিলে আর কোন গোল হইবার সম্ভাবনা নাই। সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব এইরূপ—পুরুষ ও প্রকৃতি দুই অনাদিবস্তু। পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হন, যেরূপ চুম্বকলৌহের

পাই। সেই জন্য আমাদের মন ও শরীর পরস্পর সংলগ্ন রহিয়াছে, যেরূপ এক সান্নিধ্য বশতঃ লৌহ আকৃষ্ট হয়। এই প্রকৃতি হইতে মহান্ অর্থাৎ বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহংজ্ঞান, অহঙ্কার হইতে পঞ্চমহাভূত ইত্যাদি ক্রমে সৃষ্টি হয়।

সাংখ্য ও বেদান্তের প্রভেদ—ঈশ্বর-তত্ত্বে।

এখন সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে প্রভেদ এই, সাংখ্য ঈশ্বর স্বীকার করেন না; বেদান্ত করেন। বেদান্ত বলেন, যেমন মানুষের এই দেহ, সেইরূপ সমগ্র স্থূল জগৎ একটী মহান্ বিরাট দেহ। আমাদের দেহ সকল সেই সমষ্টি দেহের অংশ মাত্র। প্রত্যেকের যেরূপ মন আছে, সেইরূপ এই স্থূল জগতের ভিতর এক অনন্ত মন আছে, আমাদের প্রত্যেকের মন সেই মহান্ মনের অংশমাত্র। সমস্ত দেহ পরস্পর সম্বদ্ধ; কারণ তাহারা এক বিরাট দেহের অংশ। সমস্ত মন পরস্পর সম্বদ্ধ; কারণ তাহারা এক বিরাট মনের অংশ।

বৈদান্তিক ঈশ্বর-বাদের কার্য্যকারিতা—নিঃস্বার্থপরতা।

যখন একটী দেহ ক্লেশ পায় বা একটী মনে দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন আর সকল দেহ ও মনেও সেই তরঙ্গের প্রতিঘাত হইবে। কারণ, তাহারা পরস্পর সংলগ্ন ও সেই একেরই অংশ হইয়া রহিয়াছে। অতএব তোমার মঙ্গলে আমারও মঙ্গল, ও তোমার অমঙ্গলে আমার অমঙ্গল। তোমার উন্নতি ও অবনতি তোমাতেই অবসিত হইতেছে না; তাহার প্রতিঘাত আমাতে ও সমগ্র জগতে গিয়া লাগিতেছে। সেইরূপ এক জাতির উন্নতি অবনতি অপর জাতি সমূহকে স্পর্শ করে। আমরা বেদান্তের এই মহান্ সত্য যে দিন হইতে ভুলিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমাদের অবনতির দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। স্বার্থের বশীভূত হইয়া আমরা যে স্ত্রী ও শূদ্রজাতির প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, তাহার ফলভোগ করিতেছি। সমাজশরীরের এক অংশ রোগগ্রস্ত হইলে অপর অংশও রুগ্ন হয়—পাশ্চাত্যগণ বেদান্ত না পড়িয়াও বহুদর্শিতায় ইহা বুঝিয়াছে ও এখন সেই সত্যটি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা পাইতেছে। একদেশে মহামারী হইলে অপর দেশে হইবার সম্ভাবনা, অতএব পরের দেশের মহামারী নিবারণে চেষ্টা করিতেছে।

স্ত্রীজাতির অবনতিতে, সমাজের অপর অঙ্গ পুরুষজাতিরও অবনতি হইয়া থাকে এবং অপর দেশের অমঙ্গলে নিজেদেরও অমঙ্গল, ইহা বুঝিতেছে। সকলেই সেই বিরাট মূর্ত্তির অঙ্গ, এই মহান্ ভাব বেদান্ত প্রচার করিতেছেন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, হে অর্জ্জুন, যা কিছু শক্তিমান, যা কিছু শ্রেষ্ঠ দেখিবে, তাহা আমি; নদীর মধ্যে আমি গঙ্গা, বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ ইত্যাদি বলিয়া অবশেষে বলিতেছেন, আর আমি কত বলিব, আমি একাংশে সমস্ত জগৎ হইয়া রহিয়াছি। এই বিরাটের পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা। সাধন ভজন সব এক কথায় বলিলে ইহাই বলা যায় যে—স্বার্থত্যাগ। কি জ্ঞানপথ, কি ভক্তিপথ, স্বার্থত্যাগ ভিন্ন কোন পথে সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনাকে ভুলিয়া যাওয়া—যে আপনাকে ভুলিতে পারিয়াছে, স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তাহার সাধনভজন সব হইয়াছে। ঈশ্বর কি খোসামোদের বশ যে, যে তাঁহাকে স্তব স্তুতি করিল, তাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, আর যে করিল না, তাহার প্রতি বিমুখ হইবেন? না, তিনি এরূপ নন। একজন ভগবান মানে না, কিন্তু সে স্বার্থশূন্য, পরের সেবা তার ব্রত, ইহাই তার প্রধান সাধন। জানিও, তার ঈশ্বরলাভের বিলম্ব নাই। আর যে দিবারাত্র ঈশ্বরপূজায় ব্যস্ত কিন্তু মহাস্বার্থপর, তার সাধন ভজন পণ্ডশ্রম মাত্র। সর্ব্বভূতে ভগবানকে দেখিতে হইবে, সকলেই তাঁর মূর্ত্তি জানিয়া সেবা করিতে হইবে। বেদান্ত ইহাই বলেন—সকলেই বিরাটের অংশ। সেই বিরাট মনের এক এক ক্ষুদ্র অংশ আমরা অধিকার করিয়া বলিতেছি, আমার মন। তুমি একটু লইয়া বলিতেছ, তোমার মন। যেমন গঙ্গার কোন অংশে বেড়া দিয়া আমি একটা নাম দিলাম, ঘোষ গঙ্গা, বোস গঙ্গা ইত্যাদি। সকলেই জানেন কিন্তু বাস্তবিক গঙ্গা এক। সেই এক জল, এক তরঙ্গ, কেবল নামরূপে প্রভেদ। সমুদ্রের একাংশকে এক নাম দিলাম, অন্য অংশকে আর এক নাম দিলাম, কিন্তু উহা একই সমুদ্র। সেইরূপ মন এক, কেবল উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিতেছি। যখন দুইজনের মন পরস্পরের প্রতি স্বার্থশূন্য ভালবাসায় সংযুক্ত হয়, একভাবে ভাবিত হয়, তখন তাহাদের শরীর পৃথিবীর দুই প্রান্তে থাকিলেও মনের কথা জানিতে পারে; আমরা ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে

মহাসত্য। যখন মনে পাপ চিন্তা উদয় হয়, অন্যান্য মনের পাপচিন্তা সেই মনে প্রবাহিত হইয়া তাহাকে আরো পাপে নিমগ্ন করে, আবার কোন সৎ বা শুভ চিন্তা উদয় হইলে, যত সাধুপুরুষদিগের চিন্তা তাহার মনের উপর কার্য্য করিয়া তাহাকে আরো উন্নত করিতে থাকে। আমাদের সমষ্টি মানব মন আমাদিগকে স্বার্থশূন্য করিয়া এই বিরাটের উপলব্ধির দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর করে।

ঈশ্বরের প্রকাশ—ব্যক্তি-ভেদে।

যাহার যেরূপ মন, সে বিরাটকে সেইরূপে ভাবিয়া থাকে, যে নিষ্ঠুরস্বভাব, তাহার ভগবানকে সে নিষ্ঠুরস্বভাব দেখে, যে পুণ্যবান, সে ভগবানকে অনন্ত পুণ্যময় দেখিতে পায়। আমাদের নিজের স্বভাব অনুসারে আমরা ভগবান কল্পনা করি। ইহা স্বাভাবিক এবং ইহা সত্য, কারণ মনের উন্নতি অনুযায়ী আমরা ভগবানকে ধারণা করিতে সক্ষম হই, এবং সেই সময়ে ভগবানের স্বরূপ বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। যেমন সূর্য্যকে আমরা একরূপে দেখিতেছি, ইহা সূর্য্যের প্রকৃতরূপ নহে, কিন্তু আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহাও মিথ্যা নহে। যতই সূর্য্যের দিকে অগ্রসর হই, সূর্য্যকে ততই ভিন্নরূপে অবলোকন করিতে থাকি। আর একটি দৃষ্টান্ত দেখ;—দূর হইতে পর্ব্বত দেখিলে বোধ হয়, একখানি কাল মেঘ উঠিয়াছে; যতই অগ্রসর হওয়া যায়, বৃক্ষশিলাদি দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে আরো অগ্রসর হইলে [illegible] নানা জন্তু প্রভৃতি দেখা যায়, এইরূপ যতই সেই বিরাট পুরুষের নিকট যাওয়া যায়, ততই আমরা তাঁহার নূতন নূতন ভাব ও রূপ দেখিতে পাইয়া ক্রমে পূর্ণভাবে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া যাই। পরমহংসদেব দৃষ্টান্ত দিতেন, যেমন ঘরের ভিতর একটু আলো ছাদের ফাঁক দিয়া আসছে। যে ভিতরে আছে তার আলো জ্ঞান সেই টুকু। যার ঘরে অনেক ফাঁক, সে অধিক আলো দেখিতে পায়। আবার দরজা জানলা খুল্‌লে আরো আলো হয়, কিন্তু যে মাঠে আছে, তার কাছে আলোর আলো। ভগবান এইরূপে লোকের মানসিক অবস্থা অনুযায়ী আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন।

বেদান্ত কি নাস্তিক ?

লোকে বেদান্ত শাস্ত্রকে নাস্তিক শাস্ত্র বলে। বেদান্ত নাস্তিক শাস্ত্র ? যে বেদান্ত সকলেরই ভিতর অনন্তকে দেখাইয়া দেয়, সকলকেই ব্রহ্মের অংশ বলিয়া পূজা করিতে বলে, তাহা কখন কি নাস্তিক শাস্ত্র হইতে পারে ? আমরা অতি হীন হইয়াছি, নিজের শাস্ত্র পড়ি না, বুঝি না, তাই এই দুর্দশা। আবার শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিতে হইবে। সকলের ভিতর আনন্দময় ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে, সমস্ত জগতে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। তবেই উন্নতির সময় আসিবে।

বিবিধ।

পাশ্চাত্য দার্শনিক শোপেনহাওয়ার (Schopenhaur) বলিয়াছেন—জগতে উপনিষদের তুল্য উপকারী গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। জীবনে ইহা আমার সান্ত্বনা দিতেছে, মৃত্যুকালেও ইহা আমায় শান্তি দিবে।

ইউক্লিডের (Euclid) জ্যামিতি আবিষ্কার করিবার বহুপূর্ব্বে বৈদিক ঋষিগণ যজ্ঞার্থ বেদী নির্ম্মাণ করিতে গিয়া জ্যামিতির অনেক নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মত এই যে, জগতের মধ্যে হিন্দুরাই কম রোগগ্রস্ত হয়।

ডাক্তার কারির (Dr. Currie) মত—"আমরা রোগের গুহ্য কারণ সম্বন্ধে এতদূর অনভিজ্ঞ যে, অনেক সময়ে যে ঔষধ প্রদত্ত হয়, তাহা অন্ধকারে ঢিল্ ছোড়ার ন্যায়; তাহাতে যে রোগ নিবারণের উদ্দেশে তাহা প্রদত্ত হয়, অনেক সময়ে তাহাই আনিয়া দেয়।"

[১ম বর্ষ।] ১৫ই মাঘ। [২য় সংখ্যা।]

সখার প্রতি।

আঁধারে আলোক অনুভব, দুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্যভান ;
প্রাণসাক্ষী—শিশুর ক্রন্দন, হেথা সুখ ইচ্ছ মতিমান ?

দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান ;
'স্বার্থ' 'স্বার্থ' সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আকার ?

সাক্ষাৎ—নরক-স্বর্গময়,—কেবা পারে ছাড়িতে সংসার ?
কর্ম্ম-পাশ গলে বাঁধা যার—ক্রীতদাস বল কোথা যায় ?

যোগ-ভোগ, গৃহস্থ-সন্ন্যাস, জপ-তপ, ধন উপার্জ্জন ;
ব্রত, ত্যাগ, তপস্যা কঠোর, সব মর্ম্ম দেখেছি এবার ;

জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীর-ধারণ বিড়ম্বন ;
যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।

প্রাণায়াম।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত রাজযোগের অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

[স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত ইংরাজী "রাজ-যোগের" শুদ্ধানন্দ-কৃত বঙ্গানুবাদ বঙ্গীয় পাঠকগণের তৃপ্তির জন্য ১ম সংখ্যায় কিয়দংশ দিয়াছিলাম। এই রাজযোগ স্বামীজির গভীর সাধনা এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপত্তির ফল-স্বরূপ। প্রাচীন শাস্ত্রীয়তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞান সাহায্যে কেমন সহজে বুঝান যায়, ইহা স্বামীজির রাজযোগ পাঠে অবগত হওয়া যায়। আমরা এ সংখ্যায়ও উহার কিয়দংশ দিলাম। ইহাতে অনেকে সাধন বিষয়ে নূতন আলোক পাইবেন, ও রাজ-যোগ যে কি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে, তাহার আভাস পাইবেন।]

অনেকেই বিবেচনা করেন, প্রাণায়াম শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন ক্রিয়াবিশেষ, বাস্তবিক তাহা নহে। প্রকৃত পক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার সহিত ইহার অতি অল্পই সম্বন্ধ। প্রকৃত প্রাণায়াম সাধনে অধিকারী হইতে হইলে তাহার অনেকগুলি বিভিন্ন উপায় আছে। শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া তন্মধ্যে একটি উপায়মাত্র। প্রাণায়ামের অর্থ, প্রাণের সংযম। ভারতীয় দার্শনিকগণের মতে সমুদয় জগৎ দুটী পদার্থে নির্ম্মিত। তাহাদের মধ্যে একটীর নাম আকাশ। এই আকাশ একটী সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বানুস্যূত সত্তা। যে কোন বস্তুর আকার আছে, যে কোন বস্তু অন্যান্য বস্তুর মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই এই আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই আকাশই বায়ুরূপে পরিণত হয়, ইহাই তরল পদার্থের রূপ ধারণ করে, ইহাই আবার কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়; এই আকাশই সূর্য্য, পৃথিবী, তারা, ধূমকেতু প্রভৃতিরূপে পরিণত হয়। সর্ব্ব প্রাণীর শরীর—পশু-শরীর, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি যে সকলরূপ আমরা দেখিতে পাই, যে সমুদয় বস্তু আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব করিতে পারি, এমন কি, জগতে যে কোন বস্তু আছে, সমুদায়ই আকাশ হইতে উৎপন্ন। এই আকাশকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই, ইহা এত সূক্ষ্ম যে, ইহা সাধারণ অনুভূতির অতীত। যখন ইহা স্থূল হইয়া কোন

আকৃতি ধারণ করে, আমরা তখনই ইহাকে অনুভব করিতে পারি। সৃষ্টির আদিতে একমাত্র আকাশই থাকে; আবার কল্পান্তে সমুদায় কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় পদার্থ—সকলই পুনর্ব্বার আকাশে লয় প্রাপ্ত হয়। পরবর্ত্তী সৃষ্টি আবার এইরূপে আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়।

কোন্ শক্তির প্রভাবে আকাশ এই প্রকারে জগৎ রূপে পরিণত হয়? এই প্রাণের শক্তিতে। যেমন আকাশ এই জগতের কারণীভূত অনন্ত সর্ব্বব্যাপী মূল পদার্থ, প্রাণও সেইরূপ জগদুৎপত্তির কারণীভূতা অনন্ত সর্ব্বব্যাপিনী বিকাশিনী শক্তি। কল্পের আদিতে ও অন্তে সমুদায়ই আকাশ-রূপে পরিণত হয়, আর জগতের সমুদায় শক্তিগুলিই প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়; পরকল্পে আবার এই প্রাণ হইতেই সমুদায় শক্তির বিকাশ হয়। এই প্রাণই গতিরূপে প্রকাশ হইয়াছেন—এই প্রাণই মাধ্যাকর্ষণ অথবা চৌম্বকাকর্ষণ-শক্তি-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই প্রাণই স্নায়বীয় শক্তি-প্রবাহ (nerve-current) অথবা চিন্তা-শক্তিরূপ, দৈহিক সমুদায় ক্রিয়ারূপে প্রকাশ হইয়াছেন। চিন্তা-শক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সামান্য দৈহিক শক্তি পর্য্যন্ত সমুদায়ই প্রাণের বিকাশমাত্র। বাহ্য ও অন্তর্জ্জগতের সমুদায় শক্তি যখন তাহাদের মূলাবস্থায় গমন করে, তখন তাহাকেই প্রাণ বলে। "যখন অস্তি বা নাস্তি কিছুই ছিল না, যখন তমোদ্বারা তমঃ আবৃত ছিল, তখন কি ছিল?"* এই আকাশই গতিশূন্য হইয়া অবস্থিত ছিল। প্রাণের কোন প্রকার প্রকাশ ছিল না বটে, কিন্তু তখনও প্রাণের অস্তিত্ব ছিল। আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা জানিতে পারি যে, জগতে যত কিছু শক্তির বিকাশ হইয়াছে, তাহাদের সমষ্টি চিরকাল সমান থাকে; কেবল কল্পান্তে উহারা শান্ত ভাব ধারণ করে—অব্যক্ত অবস্থায় গমন করে—পরকল্পের আদিতে উহারাই আবার ব্যক্ত হইয়া আকাশের উপর কার্য্য করিতে থাকে। এই আকাশ হইতে পরিদৃশ্যমান সাকার বস্তুজাত উৎপন্ন হয়; আর আকাশ পরিণাম প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ

* নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীম্ ইত্যাদি;
তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতম্ ইত্যাদি। ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল।

হইলে এই প্রাণও নানা প্রকার শক্তিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই প্রাণের প্রকৃত তত্ত্ব জানা ও উহাকে সংযম করিবার চেষ্টাই প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ।

এই প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইলে আমাদের যেন অনন্তশক্তির দ্বার খুলিয়া যায়। মনে কর, যেন কোন ব্যক্তি এই প্রাণের বিষয় সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন ও ইহাকে জয় করিতেও কৃতকার্য্য হইলেন, তাহা হইলে, জগতে এমন কি শক্তি আছে, যাহা তাঁহার আয়ত্ত না হয়? তাঁহার আজ্ঞায় চন্দ্র সূর্য্য স্বস্থান-চ্যুত হয়, ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম সূর্য্য পর্য্যন্ত তাঁহার বশীভূত হয়, কারণ, তিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন। প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার শক্তিলাভই প্রাণায়াম সাধনের লক্ষ্য। যখন যোগী সিদ্ধ হন, তখন প্রকৃতিতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা তাঁহার বশে না আসে। যদি তিনি দেবতাদিগকে আসিতে আহ্বান করেন, তাহারা তাঁহার আজ্ঞা-মাত্রেই তৎক্ষণাৎ আগমন করে; মৃতব্যক্তিদিগকে আসিতে আজ্ঞা করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ আগমন করে। প্রকৃতির সমুদায় শক্তিই তাঁহার আজ্ঞামাত্রে দাসবৎ কার্য্য করে। অজ্ঞ লোকেরা যোগীর এই সকল কার্য্য-কলাপ লোকাতীত বলিয়া মনে করে। হিন্দুদিগের একটী বিশেষত্ব এই যে, উহারা যে কোন তত্ত্বের যতদূর সম্ভব একটী সাধারণ ভাবের অনুসন্ধান করে; উহার মধ্যে যা কিছু বিশেষ আছে, তাহা পরে মীমাংসার জন্য রাখিয়া দেয়। বেদে এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।" এমন কি বস্তু আছে, যাহা জানিলে সমুদায় জানা যায়। এইরূপ, আমাদের যত শাস্ত্র আছে, যত দর্শন আছে, সমুদায় কেবল, যে বস্তুকে জানিলে সমুদায়ই জানা যায়, সেই বস্তুকে নির্ণয় করিতেই ব্যস্ত। যদি কোন লোক জগতের তত্ত্ব একটু একটু করিয়া জানিতে চাহে, তাহা হইলে তাহার অনন্ত সময় লাগিবে; কারণ তাহাকে অবশ্য এক এক কণা বালুকাকে পর্য্যন্ত পৃথক্‌ভাবে জানিতে হইবে। তবেই দেখা গেল যে, এইরূপে সমুদায় জানা এক প্রকার অসম্ভব। তবে এরূপভাবে জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা কোথায়? এক এক বিষয় পৃথক্ পৃথক্ জানিয়া মানুষের সর্ব্বজ্ঞ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যোগীরা বলেন, এই সমস্ত বিশেষ অভিব্যক্তির অন্তরালে এক সাধারণ সত্তা

রহিয়াছে, উহাকে ধরিতে বা জানিতে পারিলেই সমুদায় জানিতে পারা যায়। এই ভাবেই বেদে সমুদায় জগৎকে এক সত্তামাত্রে পর্য্যবসিত করা হইয়াছে। যিনি এই 'অস্তি'মাত্রকে ধরিয়াছেন, তিনিই সমুদায় জগৎকে বুঝিতে পারিয়াছেন। ঠিক এই প্রণালীতেই সমুদায় শক্তিকে এক প্রাণরূপ সামান্য শক্তিতে পর্য্যবসিত করা হইয়াছে। সুতরাং যিনি প্রাণকে ধরিয়াছেন, তিনি জগতের মধ্যে যত কিছু ভৌতিক বা মানসিক শক্তি আছে, সমুদায়কেই ধরিয়াছেন। যিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন, তিনি শুধু আপনার মন নহে, সকলের মনকেই জয় করিয়াছেন। তিনি নিজ দেহ ও অন্যান্য যত দেহ আছে, সকলকেই জয় করিয়াছেন, কারণ প্রাণই সমুদায় শক্তির সমষ্টি স্বরূপ।

কি করিয়া এই প্রাণ জয় হইবে, ইহাই প্রাণায়ামের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই প্রাণায়ামের যত কিছু সাধন ও উপদেশ আছে, সকলেরই এই এক উদ্দেশ্য। প্রত্যেক সাধনার্থী ব্যক্তিরই নিজের অত্যন্ত সমীপস্থ যাহা, তাহা হইতেই সাধন আরম্ভ করা উচিত—তাহার সমীপস্থ যাহা কিছু, সমস্তই জয় করিবার চেষ্টা করা উচিত। জগতের সকল বস্তুর মধ্যে দেহই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিহিত; আবার মন তাহা অপেক্ষাও সন্নিহিত। যে প্রাণ জগতের সর্ব্বত্র ক্রীড়া করিতেছে, তাহার যে অংশ টুকু এই শরীর ও মনকে চালাইতেছে, সেই প্রাণ টুকুই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিহিত। এই যে ক্ষুদ্র প্রাণ-তরঙ্গ—যাহা আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিরূপে পরিচিত, তাহা আমাদের পক্ষে অনন্ত প্রাণ-সমুদ্রের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী তরঙ্গ। যদি আমরা এই ক্ষুদ্র তরঙ্গকে জয় করিতে পারি, তবে আমরা সমুদয় প্রাণ-সমুদ্রকে জয় করিবার আশা করিতে পারি। যে যোগী এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হন, তিনি সিদ্ধি লাভ করেন; তখন আর কোন শক্তিই তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। তিনি একরূপ সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ হন। আমরা সকল দেশেই দেখিতে পাই, এমন সকল সম্প্রদায় আছে, যাহারা কোন না কোন উপায়ে এই প্রাণ সংযম করিবার চেষ্টা করিতেছে। * * * * *।

এই প্রাণই সমুদায় প্রাণীর অন্তরে জীবনী-শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

মনোবৃত্তি ইহার শুক্ল ও উচ্চতর অভিব্যক্তি। যাহাকে আমরা সচরাচর মনোবৃত্তি আখ্যা দিয়া থাকি, মনোবৃত্তি বলিতে কেবল তাহাকে বুঝায় না। মনোবৃত্তির অনেক প্রকারভেদ আছে। যাহাকে আমরা সহজাতজ্ঞান (instinct) অথবা জ্ঞান-বিরহিত চিত্তবৃত্তি বলি, তাহারা আমাদের সর্বাপেক্ষা নিম্নতম কার্য্য-ক্ষেত্র। আমাকে একটী মশক দংশন করিল; আমার হাত আপনা আপনি গিয়া উহাকে আঘাত করিতে লেব। উহাকে মারিবার জন্য হাত উঠাইতে নামাইতে আমাদিগের বিশেষ কিছু চিন্তার প্রয়োজন হয় না। এ একপ্রকারের মনোবৃত্তি। শরীরের সমুদয় জ্ঞান-সাহায্য-বিরহিত প্রতিক্রিয়াগুলিই (reflex actions) • এই শ্রেণীর মনোবৃত্তির অন্তর্গত। ইহা হইতে উচ্চতর আর এক শ্রেণীর মনোবৃত্তি আছে, উহাকে জ্ঞান-পূর্ব্বক মনোবৃত্তি বলে (conscious)। আমি বিচার করিয়া থাকি, চিন্তা করিয়া থাকি, সকল বিষয়ের দু দিক বিচার করিয়া দেখি, কিন্তু ইহাতেই সমুদায় মনোবৃত্তি ফুরাইল না। আমরা জানি, যুক্তি ও তর্ক অতি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বিচরণ করে। উহা আমাদিগকে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারে, তাহার উপর উহার আর অধিকার নাই। যেখান টুকুর ভিতর উহা ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা অতি অল্প—অতি সংকীর্ণ। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাইতেছি, নানাবিধ বিষয়, যাহা যুক্তির অধিকারের বহির্ভূত, তাহাও ইহার ভিতর আসিয়া পড়িতেছে। ধূমকেতু, সৌর জগতের অধিকারের অন্তর্ভূত না হইলেও যেমন কখন কখন ইহার ভিতর আসিয়া পড়ে ও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ অনেক তত্ত্ব, যাহা আমাদের যুক্তির অধিকারের বহির্ভূত, তাহাও যেন উহার অধিকারের ভিতর আসিয়া পড়ে। ইহা নিশ্চয় যে, উহারা ঐ সীমার বহির্দেশ হইতে আসিতেছে, বিচারশক্তি কিন্তু ঐ সীমা ছাড়াইয়া বড় অধিক দূর যাইতে পারে না। ঐ তত্ত্ব সমূহের প্রকৃত সিদ্ধান্ত অবশ্যই যুক্তির সীমার বহির্ভূত প্রদেশে যাইয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমাদের বিচার যুক্তি তথায় পৌঁছিতেই পারে না। কিন্তু যোগীরা বলেন,

• বাহিরের কোনরূপ উত্তেজনায় শরীরের কোন যন্ত্র, সময়ে সময়ে জ্ঞানের কোন সহায়তা না লইয়া আপনা আপনি কার্য্য করে; সেই কার্য্যসমূহকে reflex actions বলে।

ইহাই যে আমাদের জ্ঞানের চরমসীমা, তাহা কখনই হইতে পারে না। মন পূর্ব্বোক্ত দুইটী ভূমি হইতেও উচ্চতর ভূমিতে বিচরণ করিতে পারে। সেই ভূমিকে আমরা জ্ঞানাতীত (পূর্ণচৈতন্য) ভূমি বলিতে পারি। যখন মন সমাধি নামক পূর্ণ একাগ্র ও জ্ঞানাতীত অবস্থায় আরূঢ় হয়, তখন উহা যুক্তির রাজ্যের বাহিরে চলিয়া যায় এবং সহজাতজ্ঞান ও যুক্তির অতীত বিষয় সকল প্রত্যক্ষ করে। শরীরের সমুদয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তিগুলি, যাহারা প্রাণেরই অবস্থা-ভেদ-মাত্র, তাহারা যদি ঠিক প্রকৃত-পথে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে তাহারা মনের উপর বিশেষ-ভাবে কার্য্য করে। মনও তখন পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর অবস্থায় অর্থাৎ জ্ঞানাতীত বা পূর্ণ-চৈতন্য ভূমিতে চলিয়া যায় ও তথা হইতে কার্য্য করিতে থাকে।

কি বহির্জগৎ, কি অন্তর্জগৎ, যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই এক অখণ্ড বস্তুরাশি দেখিতে পাওয়া যায়। ভৌতিক জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, এক অখণ্ড বস্তুই যেন নানারূপে বিরাজ করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে, তোমার সহিত সূর্য্যের কোন প্রভেদ নাই। বৈজ্ঞানিকের নিকট গমন কর, তিনি তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন, এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর ভেদ কেবল কথার কথা মাত্র। এই টেবিল ও আমার মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। অনন্ত জড়রাশির এক বিন্দুস্বরূপ ঐ টেবিল আর আমি উহার অপর একবিন্দু। প্রত্যেক সাকার বস্তুই যেন এই অনন্ত জড়সাগরের আবর্তস্বরূপ। ঐ আবর্ত্ত গুলি আবার সর্ব্বদা একরূপ থাকে না। মনে কর, কোন স্রোতস্বিনীতে লক্ষ লক্ষ আবর্ত্ত রহিয়াছে, প্রতি আবর্ত্তে, প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন জল আসিতেছে, কিছুক্ষণ ঘুরিতেছে, আবার অপর দিকে চলিয়া যাইতেছে ও নূতন জলকণা-সমূহ তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। এই জগৎও এইরূপ নিয়তপরিবর্ত্তনশীল জড়রাশি মাত্র। আমরা উহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্তস্বরূপ। কতকগুলি ভূতসমষ্টি এই জগৎ রূপ মহা আবর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিল, কিছুদিন ঐ আবর্ত্তে ঘুরিয়া হয়ত মানব দেহে প্রবেশ করিল, পরে হয়ত উহা জন্তু-রূপ ধারণ করিল,

আবার হয়ত কয়েক বৎসর পরে খনিজ নামে আর এক প্রকার আকৃতির আকার ধারণ করিল। ক্রমাগত পরিবর্ত্তন! কোন বস্তুই স্থির নহে। আমার শরীর, তোমার শরীর বলিয়া বাস্তবিক কোন বস্তু নাই। ঐরূপ বলা কেবল কথার কথা মাত্র। এক অখণ্ড জড়-রাশি মাত্র বিরাজমান রহিয়াছে; উহার কোন বিন্দুর নাম চন্দ্র, কোন বিন্দুর নাম সূর্য্য, কোন বিন্দু মনুষ্য, কোন বিন্দু পৃথিবী, কোন বিন্দু বা উদ্ভিদ, অপর বিন্দু বা কোন খনিজ পদার্থ। ইহার কোনটাই সর্ব্বদা একভাবে থাকে না, সকল বস্তুই সর্ব্বদাই পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে; সূক্ষ্ম সকল একবার স্থূলভাব প্রাপ্ত ও আবার সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণত হইতেছে। অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও এই একই কথা। জগতের সমুদায় বস্তুই ঈথার হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ইহাকেই সমুদায় জড় বস্তুর প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রাণের সূক্ষ্ম স্পন্দনশীল অবস্থায় এই ঈথারই মনের স্বরূপ। সুতরাং সমুদায় মনোজগৎও এক অখণ্ড-স্বরূপ। যিনি নিজ মনোমধ্যে এই অতি সূক্ষ্ম কম্পন উৎপাদন করিতে পারেন, তিনি দেখিতে পান, সমুদায় জগৎ কেবল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কম্পনের সমষ্টি মাত্র। কোন কোন ঔষধের শক্তিতে আমাদিগকে ইন্দ্রিয়ের অতীত রাজ্যে লইয়া যায়, এইরূপ অবস্থায় আমরা এই সূক্ষ্ম কম্পন (Subtle vibration) স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি। তোমাদের মধ্যে অনেকের স্যর হম্ফ্রি ডেভির (Sir Humphrey Davy) বিখ্যাত পরীক্ষার কথা মনে থাকিতে পারে। হাস্যজনকবাষ্প (Laughing gas) তাঁহাকে অভিভূত করিলে, তিনি স্তব্ধ ও নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, অনেক পরে সংজ্ঞালাভ হইলে, বলিলেন, সমুদায় জগৎ কেবল ভাবরাশির সমষ্টি মাত্র। কিছুক্ষণের জন্য সমুদায় স্থূল কম্পন (Gross vibration) গুলি চলিয়া গিয়া কেবল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কম্পনগুলি—যাহা তাঁহার মতে মন, তাহাই বর্ত্তমান ছিল। তিনি চতুর্দ্দিকে দেখিতেছিলেন, কেবল এক অনন্ত ভাব-রাশি; তিনি সূক্ষ্ম কম্পনগুলি মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন। সমুদায় জগৎ তাঁহার নিকট যেন এক মহাভাব-সমুদ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। সেই মহাসমুদ্রে তিনি ও চরাচর জগতের প্রত্যেকেই যেন এক একটী ক্ষুদ্র ভাবাবর্ত্ত।

এইরূপে আমরা অন্তর্জগতের মধ্যেও এক অখণ্ড ভাব দেখিলাম। আর অবশেষে যখন আমরা আত্মা, অথবা, সকল জগৎ ছাড়াইয়া সেই আত্মার নিকট যাই, তখন সেখানে এক অখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নাই, অনুভব করি। সকল প্রকার গতিসমূহের অন্তরালে সেই এক অখণ্ড সত্তা আপন মহিমায় বিরাজ করিতেছেন, এমন কি, এই পরিদৃশ্যমান গতি-সমূহের মধ্যেও—শক্তির বিকাশ সমূহের মধ্যেও—এক অখণ্ড ভাব বিদ্যমান। এ সকল এখন আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কারণ, আজকালকার বিজ্ঞান-শাস্ত্রও উহা প্রতিপন্ন করিয়াছে। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান পর্য্যন্ত প্রমাণ করিয়াছে যে, শক্তি-সমষ্টি সর্ব্বত্র সমান; আরও ইহার মতে এই শক্তিসমষ্টি দুইরূপে অবস্থিতি করে,—কখন স্তিমিত বা অব্যক্ত অবস্থায় আবার কখন ব্যক্ত অবস্থায় আগমন করে। ব্যক্ত অবস্থায় উহা এই সকল নানাবিধ শক্তির আকার ধারণ করে; এইরূপে উহা অনন্তকাল ধরিয়া কখন ব্যক্ত কখন বা অব্যক্ত ভাব ধারণ করিতেছে। এই শক্তির, প্রাণের সংযমের নামই প্রাণায়াম।

শ্রীশ্রীমুকুন্দমালা-স্তোত্রম্।

স্বামিরামকৃষ্ণানন্দেনানুবাদিতম্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ভক্তাপায়ভুজঙ্গগারুড়মণিস্ত্রৈলোক্যরক্ষামণিঃ
গোপীলোচনচাতকাম্বুদমণিঃ সৌন্দর্য্যমুদ্রামণিঃ।
যঃ কান্তামণিরুক্মিণীঘনকুচদ্বন্দ্বৈকভূষামণিঃ
শ্রেয়ো দেবশিখামণির্দিশতু নো গোপালচূড়ামণিঃ ॥ ২২ ॥

যিনি ভক্তগণের বিপত্তিসর্পসমূহের গরুড়মণিস্বরূপ, যিনি ত্রিভুবনের রক্ষা-কবচস্বরূপ, যিনি গোপীগণের নেত্রচাতকসমূহের মেঘরত্নস্বরূপ, যিনি সৌন্দর্য্যের উৎকৃষ্ট আদর্শ স্বরূপ, যিনি রমণীরত্ন শ্রীমতী রুক্মিণীদেবীর ঘন স্তনদ্বয়ের একমাত্র অলঙ্কাররত্নস্বরূপ, যিনি যাবতীয় দেবগণের মস্তকের মণিস্বরূপ, যিনি গোপালকগণের শিরোভূষণস্বরূপ, তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

শত্রুচ্ছেদৈকমন্ত্রং সকলমুপনিষদ্বাক্যসম্পূজ্যমন্ত্রম্
সংসারোত্তারমন্ত্রং সমুপচিততমঃসঙ্ঘনির্য্যাণমন্ত্রম্।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যৈকমন্ত্রম্ ব্যসনভুজগসন্দষ্টসন্ত্রাণমন্ত্রম্
জিহ্বে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রম্ জপ জপ সততং জন্মসাফল্যমন্ত্রম্ ॥ ২৩ ॥

যে মন্ত্রে শত্রু নাশ হয়, সমুদয় উপনিষদ্বাক্য যে মন্ত্রের পূজা করেন, যাহাতে সংসারসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সঞ্চিত অজ্ঞানরাশি নাশ হয়, সর্ব্ব প্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, বিপত্তিরূপ সর্পদংশন হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, জন্ম সফল হয়, হে জিহ্বে! তুমি সেই শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র সতত জপ কর।

ব্যামোহপ্রশমৌষধম্ মুনিমনোবৃত্তিপ্রবৃত্ত্যৌষধম্।
দৈত্যেন্দ্রার্ত্তিকরৌষধম্ ত্রিভুবনীসঞ্জীবনৈকৌষধম্।
ভক্তাত্যন্তহিতৌষধম্ ভবভয়প্রধ্বংসনৈকৌষধম্
শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিকরৌষধম্ পিব মনঃ শ্রীকৃষ্ণদিব্যৌষধম্ ॥ ২৪ ॥

হে মনঃ! যে ঔষধ মোহ নাশ করে, মুনিগণের মনকে সদ্বৃত্তিতে প্রবর্ত্তিত করায়, দৈত্যরাজগণের দুঃখ জন্মায়, ত্রিভুবনকে জীবিত রাখে, ভক্তগণের সাতিশয় হিতসাধন করে, সংসারের ভয় নাশ করে, সমস্ত মঙ্গল প্রাপ্ত করায়, তুমি সেই দিব্য শ্রীকৃষ্ণৌষধ পান কর।

আম্নায়াভ্যসনান্যরণ্যরুদিতম্ বেদব্রতান্যন্বহম্
মেদশ্ছেদফলানি পূর্ত্তবিধয়ঃ সর্ব্বে হুতং ভস্মনি।
তীর্থানামবগাহনানি চ গজস্নানং বিনা যৎপদ-
দ্বন্দ্বাম্ভোরুহসংস্মৃতিং বিজয়তে দেবঃ স নারায়ণঃ ॥ ২৫ ॥

যে নারায়ণের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ না করিয়া, বেদাভ্যাস করিলে তাহা অরণ্য-রোদনের ন্যায় হয়, বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান সকল হিংসিত পশুর মেদোমাংস ভোজনেই পর্য্যবসিত হয়, অতিথিশালা-নির্ম্মাণ প্রভৃতি সৎকর্ম্ম সকল ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় হয়, নানাবিধ তীর্থে স্নান গজস্নানের * ন্যায় নিষ্ফল হয়, সেই দেববর নারায়ণই সর্ব্বোপরি জয় লাভ করেন।

শ্রীমন্নাম প্রোচ্য নারায়ণাখ্যম্
কে ন প্রাপুর্ব্বাঞ্ছিতম্ পাপিনোঽপি।
হা নঃ পূর্ব্বং বাক্ প্রবৃত্তা ন তস্মিন্
তেন প্রাপ্তং গর্ভবাসাদিদুঃখম্ ॥ ২৬ ॥

এরূপ কে পাপ-কর্ম্মা আছে যে, শ্রীমন্নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিয়া অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে নাই? হায়! পূর্ব্ব জীবনে আমাদের জিহ্বা সেই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবার প্রবৃত্তি পায় নাই, সেই জন্যই আমাদের গর্ভবাসাদিরূপ বহুবিধ যন্ত্রণা পাইতে হইতেছে।

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয়মদনুগ্রহ এষ এব।

---

* হস্তীদের স্নান করাইয়া বাঁধিয়া না রাখিলে তাহারা পুনরায় ধূলি মাখিয়া, ধূলিধূসর হইয়া পড়ে।

নমস্কার করিব। দেবশত্রুগণ কৃষ্ণের দ্বারা নিহত হইয়াছে, সেই কৃষ্ণকে নমস্কার। কৃষ্ণ হইতেই এই জগৎ সমুত্থিত হইয়াছে। আমি কৃষ্ণের দাস। অখিল চরাচর জগৎ কৃষ্ণেই অবস্থিত রহিয়াছে। হে কৃষ্ণ! তুমি আমায় রক্ষা কর।

স ত্বং প্রসীদ ভগবন্ কুরু ময্যনাথে
বিষ্ণো কৃপাং পরমকারুণিকঃ কিল ত্বম্।
সংসারসাগরনিমগ্নমনন্তদীনম্
উদ্ধর্তুমর্হসি হরে পুরুষোত্তমোঽসি ॥ ৩৪॥

হে ভগবন্! তুমি উক্তগুণবিশিষ্ট, সুতরাং আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে বিষ্ণো, আমি অনাথ, আমায় কৃপা কর, কারণ তুমি দয়াময়। সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়া আমি চিরকাল কষ্ট পাইতেছি, হে পুরুষোত্তম! হে সর্ব্বসন্তাপ-হারিন্! সুতরাং আমায় কৃপা করিয়া উদ্ধার কর।

নমামি নারায়ণপাদপঙ্কজম্
করোমি নারায়ণপূজনং সদা।
বদামি নারায়ণনাম নির্ম্মলম্
স্মরামি নারায়ণতত্ত্বমব্যয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

আমি যেন নারায়ণের পাদপদ্মে নমস্কার করি, সর্ব্বদা তাঁহার পূজা করি, তাঁহার নির্ম্মল নাম নিরন্তর জপ করি, এবং তাঁহারই নিত্য তত্ত্ব যেন ধ্যান করি।

শ্রীনাথ নারায়ণ বাসুদেব
শ্রীকৃষ্ণ ভক্তপ্রিয় চক্রপাণে।
পদ্মনাভাচ্যুত কৈটভারে
শ্রীরাম পদ্মাক্ষ হরে মুরারে ॥ ৩৬ ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ মুকুন্দ কৃষ্ণ
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।
বক্তুং সমর্থোঽপি ন বক্তি কশ্চিৎ
অহো জনানাং ব্যসনাভিমুখ্যম্। ৩৭ ॥

হে শ্রীনাথ! হে নারায়ণ! হে বাসুদেব! হে শ্রীকৃষ্ণ! হে ভক্তপ্রিয়! হে

চক্রপাণে! হে শ্রীপদ্মনাভ! হে অচ্যুত! হে কৈটভারে! হে শ্রীরাম! হে পদ্ম-নেত্র! হে হরে! হে মুররিপো! হে অনন্ত! হে বৈকুণ্ঠপতে! হে মুকুন্দ! হে কৃষ্ণ! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! এইরূপে তোমায় ডাকিবার শক্তি থাকিলেও, কেহই ডাকে না। অহো! মানবগণ বিপদকে আলিঙ্গন করিতেই অগ্রসর হয়।

ধ্যায়ন্তি যে বিষ্ণুমনন্তমব্যয়ম্
হৃৎপদ্মমধ্যে সততং ব্যবস্থিতম্।
সমাহিতানাং সততাভয়প্রদম্
তে যান্তি সিদ্ধিং পরমাঞ্চ বৈষ্ণবীম্ ॥ ৩৮ ॥

যিনি সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত এবং অচ্যুত, যিনি হৃৎপদ্মকোষে সর্ব্বদাই বাস করেন, তিনি তাঁহাতে একাগ্রচিত্তদের সর্ব্বদা অভয় দিয়া থাকেন। যে সকল সৎপুরুষ সেই শ্রীহরির ধ্যান করেন, তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

ক্ষীরসাগরতরঙ্গশীকরা—
সারতারকিতচারুমূর্ত্তয়ে।
ভোগিভোগশয়নীয়শায়িনে
মাধবায় মধুবিদ্বিষে নমঃ ॥ ৩৯ ॥

ক্ষীরসমুদ্রের তরঙ্গোত্থ বিন্দুবর্ষণে যাঁহার মনোহর মূর্ত্তি তারকাবলির দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, যিনি অনন্ত-নামক নাগের দেহ-রূপ শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, সেই মধুরিপু লক্ষ্মীপতিকে নমস্কার।

যস্য প্রিয়ৌ শ্রুতধরৌ কবিলোকবীরৌ
মিত্রে দ্বিজন্মবরপদ্মশরাবভূতাম্।
তেনাম্বুজাক্ষচরণাম্বুজষট্পদেন
রাজ্ঞা কৃতা কৃতিরিয়ং কুলশেখরেণ ॥ ৪০ ॥

বেদজ্ঞ, পণ্ডিতাগ্রগণ্য, দ্বিজশ্রেষ্ঠ পদ্ম ও শর* নামে যাঁহার দুই অতি প্রিয় বন্ধু ছিল, যিনি কমলনয়নের শ্রীপাদপদ্মের ভ্রমরস্বরূপ, এই স্তোত্র সেই ভক্ত-শ্রেষ্ঠ কুলশেখর নামক রাজার রচিত।

ওঁ তৎ সৎ।

* "পদ্ম" ও "শর" এ দুইটি ভাবপ্রকাশক উপাধিবিশেষ। পদ্মদর্শন করিলেই চিত্তে আনন্দের উদয় হয় এবং শরদর্শন করিলেই শত্রুগণের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়। তিনি কোন সদগুণাবলম্বী ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া প্রজা পালন করিতেন। এবং এক ভূরিবীর্য্যশালী দুর্দ্ধর্ষ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠের সাহায্যে শত্রুদিগকে দূরে রাখিতেন। ইহাই "পদ্ম" ও "শর" গ্রহণের অভিপ্রায়।

উদয় হইয়া উপদেশ দিয়াছেন যে, এ দৈত্যের অবস্থা, ‥ স্বার্থপূর্ণ সংসার। ভবানের ন্যায় একা বসিয়া স্বার্থচালিত শক্তির তাড়নায় ঘোর নরককুণ্ড হৃদয়ে কাটিতে হয়।" যাহা চাই, তাহা পাই, এ সুখের বিষয় বটে, কিন্তু একটা দুর্দ্ধর্ষ অবস্থা আছে। কি চাই, জানি না: যাহা যাহা চাহিয়াছি, পাইয়াছি; আর নূতন কি চাহিব? এরূপ অবস্থা অট্টালিকা কেন, অনেক ধনাঢ্য সভ্য প্রদেশে দেখা যায়। এই অভাবে চালিত হইয়া কত শত নর নারী অস্বাভাবিক পাপের সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু তৃপ্তি নাই, পাপই বৃদ্ধি হইয়াছে।

পূর্ব্বে আমি মনে মনে করিতাম, অসুর-দমনের নিমিত্ত ভগবানকে এরূপ কষ্ট পাইতে হইয়াছে কেন? লীলা বলিয়া আমার মনে তৃপ্তি জন্মিত না। এ কথার উত্তর এখন মনে করি যে, কল্পতরু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া অসুরেরা দুর্দ্দম হইত, অপরিমেয় শক্তি পাইত। সে শক্তি যদি স্বার্থ-চালিত না হইয়া নিষ্কামভাবে চালিত হইত, তাহা হইলে, সে অসুর দেবত্ব প্রাপ্ত হইত, ভগবানে লয় হইত—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় মিশাইয়া যাইত। কিন্তু অসুরেরা স্বার্থপর, ভগবান্ নিঃস্বার্থ। অসুর-তাড়নায় জীবের দুঃখে দয়াময় অবতীর্ণ হন; এবং কেবল অনিবার্য্য দয়া-শক্তি-প্রভাবে বরপ্রদত্ত আসুরিক দুর্দ্দম শক্তি পরাভূত হইত। অবতারকে নিজ শক্তির সহিত সংগ্রামে এরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়।

বিচারে দেখা যায়, রিপুর তাড়নাই দুঃখ; স্বার্থ থাকিলে সে তাড়না ঘুচিবেই না। আবার কলুষিত মন কুযুক্তি তুলে, উপদেশ দেয়—কৈ আমার জন্য কি করিয়াছি, দুটি পেটের জন্য কে ভাবে? পুত্র কলত্র ও আশ্রিত ব্যক্তির নিমিত্ত ক্লেশ করি। মায়া-মুগ্ধ মন বুঝিতে দেয় না যে, আমারই স্বার্থ শত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার আশ্রিত, তাহাদের দুঃখে দুঃখ পাইব, এই নিমিত্ত তাহাদের হিত অন্বেষণ করি। পরের পুত্র মরিয়া যদি আমার মুমূর্ষু পুত্র বাঁচে, তাহা আমার সম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা; যাহারা আমার, তাহারা সুখে থাকুক, আর সমস্ত পৃথিবী কেন ধ্বংস হউক না,—এই মহা স্বার্থ-সাধনকে পরকার্য্য বলি। কিন্তু যুক্তি পরাভূত হইলে মায়া পরাভূত হন না।

অবিদ্যা বলিতে থাকেন, স্বার্থ অন্বেষণ করিয়া অন্ততঃ এক দিনও সুখ ভোগ করিয়াছ, নিঃস্বার্থ হইলে, তাহাও ত হইত না। এরূপ মহা ভ্রমকল্পনা অবিদ্যা-মায়াই করিতে পারেন। ভ্রমের উপর দুর্দ্ধর্ষ ভ্রম—নিঃস্বার্থ অবস্থার আনন্দ নাই!

বিদ্যামায়া—যাঁহার অনুগত হইতে দুঃখ পাও, ভাব, কত কি কঠোর কার্য্য করিতে হইবে—অবিদ্যামায়ার বশীভূত হইয়া সেইরূপই কঠোর সাধন করিতেছ। আহার-অন্ন-শূন্য বিদ্যামায়া-চালিত গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী দেখিয়া ভাব—এই দেখ, ঐ দিবারাত্র—তাঁ; না জানি, আমার এ অবস্থা হইলে কি কষ্ট হইত! যদি জানিতে দেখিতে, বুঝিতে, তাঁহাকে তরুতলে দেখিয়া ভয় পাইয়াছ কিন্তু তুমি প্রাণে প্রাণে তরুতলে বসিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছ। বীরপুরুষ! রণক্ষেত্রে ঐ সন্ন্যাসীর ন্যায় থাকিয়াছ, ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াছ। ধনী ধন অন্বেষণে, মানী মানের দায়ে, ভোগী ভোগ-বাসনায়, বহুদিন এই তরুতলে আশ্রয় লইয়াছ। কেবল ঐ ত্যাগী সন্ন্যাসীর সহিত তোমার প্রভেদ এই যে, তিনি ঈশ্বরের উপর আত্মনির্ভর করিয়া তরুতল আশ্রয় করিয়াছেন, আর তুমি অবকাশ-... তোমার 'বাবুইবাসা' অট্টালিকায় বসিয়া ভ্রান্ত বুদ্ধি সহায় করিয়া ... অতুল পাবার ভাবিয়াছ। দেখিতেছ, তৃতীয় প্রহর অতীত; সন্ন্যাসীর অন্ন নাই, তোমারও জীর্ণ সমস্ত দিন লোকজনায় বিব্রত থাকিয়া উদরে অন্ন যায় নাই; একটা দিন তোমারও অন্ন জুটিবে, তাঁহারও অন্ন জুটিবে। প্রভেদ, তাঁহার উদরে নির্ভর; তুমি অন্ন-চিন্তায় কাতর। ধনরক্ষা-চিন্তা কেবল অন্ন-চিন্তার প্রতিরূপ মাত্র। কিঞ্চিৎ স্থির-চিত্ত হইলেই বুঝা যায় যে, এই যে সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষের যে সকল কষ্ট আমি মনে কল্পনা করিতেছি, তাহা অপেক্ষা শত গুণে অধিক কষ্ট করি; না না করি, অন্ততঃ, জীবন-যাত্রায় শত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি ও করিতেছি। ... মোক্ষ নিরক্তি, পুত্রের সেবা করিতেছি; ভগবানের উপাসনা না করিয়া ধনীর উপাসনা করিতেছি; তীর্থ-ভ্রমণের পরিবর্ত্তে নানা দুর্গম স্থানে যাইতেছি; দেবদর্শনে অনাসক্ত হইয়া ভয়ে আমা অপেক্ষা শক্তিমানের দ্বারে ভিক্ষুকের ন্যায় যাইতেছি। ইহা অপেক্ষাও দুর্নিত অবস্থা ...

বুঝিয়াছেন। আমার পুত্র, আমার নয় ভগবানের, এ ধারণা নিয়ত রাখা কঠিন এই বিচার করিয়া তিনি স্বতন্ত্র অবস্থান করিতেছেন। 'আমার' 'আমার' শব্দ সংসারে অনবরত হইতেছে। আমার নয়, এরূপ ধারণা কিরূপে করিবেন? তাঁহাকে উমাচরণ বলিয়া ডাকিয়াছে, তিনি উমাচরণ হইয়াছেন; 'তাঁদের' বাটী শুনিয়াছেন, তাঁদের বাটীই জানেন। এ সকল কথা মিছা, যদি তিনি জাগ্রৎ অবস্থায় সতর্ক থাকিয়া ধারণা করিতে চেষ্টা করেন, তথাপি নিদ্রায় দেখেন, সেই বাল্য সংস্কার রহিয়াছে। দূরদেশে অবস্থান, আত্মগোপন, অনবরত চেষ্টা, তিতিক্ষা, বিবেক ইহাতেও সংস্কারের দাগ ঘুচে না, তাই তিনি স্বতন্ত্র আছেন, —দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া স্বতন্ত্র আছেন, দুর্জ্জয় সংগ্রাম বোধে পলাইয়াছেন। তিনি অভিমানী নন, ভীত! অর্থ নাড়িতে সাহস করেন না, রমণীর সঙ্গ সর্প-সহবাস জ্ঞান করেন। অশান্ত হৃদয় শান্তির অনুসন্ধান করিতেছে। পরমহংস-দেব একদিন তাঁহার এক বালক শিষ্যকে বলেন যে, তোমার শরীরে যে রূপ লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে তোমার প্রচুর ধন-লাভের সম্ভাবনা, তোমার নিকট ধন থাকিলে ভালই হয়, সদ্ব্যয় হয়, কি বল ধনী হইবে?" বালক শুনিয়া আকুল, চরণে ধরিয়া মিনতি করিতে লাগিল, ভগবান আমায় রক্ষা করুন, আমার যেন ধন না হয়। কামের তাড়নায়, কেহ কেহ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন, কিসে কাম যাইবে, কিরূপে কামিনীর কটাক্ষ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন? অতি ব্যাকুলভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া উদ্ধার চাহিয়া থাকেন। সেই অর্থ-ভীরু, কামিনী-ভীরু লোকেরাই পরে সন্ন্যাসী হন। কুসুম-শয্যায় লালিত, স্বর্ণপাত্রে পালিত, হয় ত তোমার আমার দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান,—ভয়ে, অভিমানে নয়। ইঁহাদের ভণ্ড বলিলে অপরাধ হয়। তাঁহারা সন্ন্যাসী, তথাপি কার্য্য করেন। পরমহংসদেবের উপদেশমত আপনা-দিগকে ঈশ্বরের দাস জানিয়া তাঁহারা জীবের শুশ্রূষায় ব্যস্ত থাকেন। নর-নারী ভগবানের নানা রূপ, এই ধারণায় তাঁহাদের সেবা করেন। ভিক্ষা-লব্ধ দ্রব্য গুরুকে দিয়া, বুভুক্ষুর সেবায় অবকাশ পাইয়া দ্বারে দ্বারে মাধুকরী করিতে যান। অনবরত কর্ম্ম করিতেছেন, আলস্যহীন হইয়া কর্ম্ম করিতেছেন, জীবন

উপেক্ষা করিয়া পরহিত চিন্তায় নিযুক্ত আছেন। সুখ দুঃখ জীবন ধারণে অনিবার্য্য অবস্থামাত্র জানেন, সুখে স্পৃহা, দুঃখে বিদ্বেষ আর নাই; তবে পরহিতে জীবন অর্পিত, অতএব সুখ দুঃখ পরকার্য্যেই অনুভব করেন। শান্তি দেবী তাঁহাদের হৃদয়ে বসিয়া আছেন। যাঁহার দাস, তাঁহারই কার্য্য করিতেছেন, কার্য্যে শক্তি তিনিই দিতেছেন; আপনাকে দুর্ব্বল জানেন সুতরাং যখন কোন মহৎ কার্য্য সাধনে সক্ষম হন, ভগবানের হস্ত দেখিতে পান, আর অভিমান থাকে না। যদি কখন অশান্তি হয়, তাহার কারণ পরহিতে ব্যাঘাত। আপনাদিগকে সেতুবন্ধে কাঠবিড়াল জ্ঞান করেন, কার্য্যে অধিকারী হইয়াছেন, ইহাতে তিনি শত সহস্র ধন্যবাদ দেন। কার্য্যফল উপেক্ষা করিয়া কার্য্যই তাঁহাদের প্রিয়। পাকা ফলের ন্যায় যখন কার্য্য-বন্ধন খসিয়া পড়িবে, তখন ত্রিগুণাতীত হইবেন; এখন কার্য্য করেন, কিন্তু কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। একদিন বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, তিনি কর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত, সেই যুদ্ধে মৃত্যু তাঁহার অভি-লাষ, কর্ম্ম করিতে করিতে যেন তাঁহার শ্বাস-রোধ হয়। যিনি কর্ম্ম না করিয়া কর্ম্ম-ত্যাগ করিতে চান, যাঁহার কর্ম্ম আপন হইতে ঘুচে নাই, অথচ কর্ম্মত্যাগী অভিমান করেন, তিনি ঘোর তমোগুণে আচ্ছন্ন। ভগবান রামকৃষ্ণের এরূপ কর্ম্মস্পৃহা বলবান ছিল যে, একদিন জাহ্নবীজলে দেখেন, পিতৃ-লোকের তর্পণ করিতে গিয়া তাঁহার করপুটে জল থাকে না, কাঁদিয়া আকুল, যাকে তাকে কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, এ আমার কি হইল? কর্ম্মক্ষয় করিয়াছেন, তথাপি কর্ম্ম করিতেন। অতি কঠোর কর্ম্ম—জীবন উপেক্ষা করিয়া জীবকে পরমার্থ দান। নির্ম্মল চরণ পাপীর স্পর্শে দগ্ধ হইয়া যাইত, তথাপি শ্রীচরণ সকলের নিমিত্ত ছিল। মুখ দিয়া শোণিত উঠিতেছে, শিক্ষাদানে বিরত নন। জীবের দুঃখে দুঃখিত; সঙ্কল্পরহিত মনে শত শত জন্মগ্রহণ সঙ্কল্প। [ক্রমশঃ]

আমার

তিব্বত ভ্রমণের

এক পরিচ্ছেদ।

মানুষ বিবিধ ভাব-বশে পরিচালিত হইয়া থাকে। কখন সে কর্ম্মকেই সত্য বলিয়া জানিয়া কর্ম্ম-সমুদ্রে আত্ম-সমর্পণ করে; আবার কখন বা চকিত হইয়া ভাবে, তাই ত, কি করিতেছি। এই বিবিধ ভাব-সংঘর্ষে মানুষের মনে হয়, কোথায় কে আছে, কোথায় কে কি করিতেছে। মানুষের আপনাকে বিশ্বাস হয় না, যতক্ষণ না সে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখে, কোথায় কি আছে। আপনাকে হেয় মনে হয়—হইবার কারণ, আপনার সঙ্গে সদা সর্ব্বদা বাস—আপনার সঙ্গে সর্ব্বদা দেখা শুনা। Familiarity breeds contempt;—তাই মানুষ আপনাকে ফেলিয়া অপরকে দেখিতে যায়—আপনার দেশ ছাড়িয়া অপর দেশ, অপর জন দেখিবার জন্য সময়ে সময়ে ব্যাকুল হয়। ইহাতে শিক্ষাও হয়; অপর জাতির, অপর দেশের আচার ব্যবহারাদি দেখিয়া হৃদয় প্রশস্ত হয়, উদার ভাব সমুদয় হৃদয়কে অধিকার করে।

আমিও এই স্বভাব-বশে পরিচালিত হইয়া প্রায় ৭ মাস পূর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বতে যাত্রা করি। আমাদের মঠস্থ স্বামী সুরেশ্বরানন্দের সহিত মিলিত হইয়া আলমোড়া দিয়া তিব্বতস্থ মানস-সরোবর পর্য্যন্ত গিয়া প্রত্যাবৃত্ত হই। এই মানস-সরোবরে সচরাচর বড় কেহ যায় না। এই ভ্রমণে অনেক নূতন বিষয় দেখিয়াছি ও শিখিয়াছি। তন্মধ্যে একটী অপূর্ব্ব গুহার কথা সাধারণের অব-গতির জন্য লিখিলাম।—

আলমোড়া হইতে ১৩৫৷৷০ মাইল পার্ব্বত্য-পথে চলিয়া আসিয়াছি। এই পর্য্যন্ত ইংরাজের মাইল-ষ্টোন আছে। এই স্থানের নাম গার্বিয়াঙ্। এই স্থান হইতে ৭।৬ মাইল দূরে কালাপানি নামক একস্থান আছে। ইংরাজ বাহাদুর ঐ পর্য্যন্তই গমন করিয়াছেন। উহার উপরে তিব্বতীয়েরা ইংরাজ

দিগকে প্রবেশ করিতে দেয় না। এই গার্বিয়াঙ্ জায়গাটী একটী পাহাড়ের উপর। যে সকল বাঙ্গালী কখন বিদেশে ভ্রমণ করেন নাই, তাঁহারা পাহাড় কাহাকে বলে, তাই জানেন না, আর পাহাড়ের উপর মানুষ কি করিয়া থাকে, তাহাও বুঝিতে পারেন না। অনেকে রেলে বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত গিয়াই পাহাড়ের রহস্য একরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া লন। আর সাধারণের, পাহাড় এত দুর্গম বলিয়া ধারণা যে, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা নাই। আমারও পূর্ব্বে এইরূপ ভাবই ছিল। প্রথম পাহাড় দেখি, বৈদ্যনাথ হইতে তপোবন যাইতে। তখন প্রথমে সামান্য সামান্য প্রস্তর-খণ্ড দেখিয়া কি আনন্দ হইয়াছিল, তাহা কি বলিব?

লোকে পাহাড়কে যতদূর দুর্গম ভাবে, বাস্তবিক পাহাড় ততদূর দুর্গম নহে। আমরা চলিবার সময় কত দুর্গমতার কল্পনা করিয়াছিলাম। আলমোড়া হইতে চলিতে চলিতেই মনে হইত, এই বরফ আসিল, এই বরফ আসিল। কোথায় বরফ? অবশ্য শীত-কালে পার্ব্বত্য-পথে চলা অসম্ভব, অনেক স্থান বরফে আচ্ছন্ন থাকে; আর বর্ষাকালে পাহাড় মাঝে মাঝে ধসিয়া পড়ায় অনেক বিপদাশঙ্কা আছে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে পাহাড়ে চলা বড় আনন্দ-প্রদ। পার্ব্বত্য-পথে চলাতে স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে; নির্ঝর-সমূহের শীতল ও নির্ম্মল সলিল-পানে সহজে রোগের সঞ্চার হইতে দেয় না।

আলমোড়া হইতে আসিয়া যখন কাশীতে কিছুদিন ছিলাম, তখন গঙ্গার ঘাটে এক বাঙ্গালী আমাকে বলিল, আপনার সঙ্গে যিনি অন্য দিন স্নান করিতে আসিতেন, তিনি সেদিন বলিলেন, আমি হিমালয়ে ছিলাম। আমি এ কথা অপর অনেক ব্যক্তিকে বলাতে আমাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। বাস্তবিকও যাহা ঋষি দেবতার স্থান, সেখানে মানুষ কি করিয়া যাইবে? অলস মস্তিষ্ক নানাপ্রকার কাল্পনিক চিত্র প্রসব করে। আমাদের 'ঋষি-মুনি'র জ্ঞান—যাত্রার শুভ্র-শ্মশ্রু-ধারী নারদ মুনিকে দেখিয়া। আমাদের ত কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। ধ্যানের স্থানে নানাপ্রকার কাল্পনিক চিত্রে চিত্ত-রঞ্জন করি। [ক্রমশঃ]

শুদ্ধানন্দ।

পরমহংসদেবের

সত্য-নিষ্ঠা।

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত।)

ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের অদ্ভুত সত্য-নিষ্ঠা দেখিয়াছি। তিনি আমাদিগকে উপদেশ দিতেন যে, কলিতে যদি সত্যের উপর নিষ্ঠা থাকে, তবে আর কোন তপস্যার দরকার নাই। এক দিবস তিনি আহার করিতে বসিয়া দু একটী লোকের সঙ্গে ঈশ্বর বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন। আহারের দ্রব্য তাঁহাকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অতি সামান্য। একজন লোক আহারীয় দ্রব্য লইয়া আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল, আপনি আর কিছু গ্রহণ করুন। তিনি যখন ভগবৎকথা কহিতেন, তখন তাঁহার অন্য কোন দিকে জ্ঞান থাকিত না, তিনি সেই দিকেই একেবারে নিবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। তিনি অন্যমনস্কে বলিলেন—না, আর খাব না। তাঁহার আহার সমাপ্ত হইলে, নিকটস্থ ব্যক্তিগণ দেখিলেন, তাঁহার আধ-পেটা খাওয়া হইয়াছে। সকলে বলিলেন, আপনি আর কিছু খান, আপনার ত পুরা খাওয়া হয় নাই। তিনিও দেখিলেন, পুরা খাওয়া হয় নাই। কিন্তু একবার 'না' বলিয়াছিলেন বলিয়া আর খাইতে পারিলেন না। বলিলেন, যখন একবার না বলিয়াছি, তখন আর খাইব না।

আর একদিন প্রাতে তাঁহার একজন সেবককে বলিয়াছিলেন, অদ্য বৈকালের পর নিকটস্থ যদু মল্লিকের বাগানে যাইব। কিন্তু সে দিবস অনেক ভদ্রলোক তাঁহার দর্শনার্থ দক্ষিণেশ্বরে আইসে। তিনি তাঁহাদিগের সহিত ধর্ম্ম কথায় সমস্ত দিন অতিবাহিত করেন। অনেক রাত্রে তাঁহার সেই কথা স্মরণ হইল। তিনি একবার বলিয়াছেন, যাইবেন। তিনি কি না যাইয়া স্থির থাকিতে পারেন? তৎক্ষণাৎ সেই সেবককে সঙ্গে করিয়া তথায় চলিয়া গেলেন। তখন অনেক রাত্রি হওয়ায় বাগানের গেট বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি দরওয়ানকে ডাকাইয়া গেট খোলাইয়া বাগানের মধ্যে খানিক ক্ষণ বিচরণ করিলেন। তখন তাঁহার মন স্থির হইল।

তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, যাহার সত্যেতে নিষ্ঠা থাকে, সত্য-স্বরূপ ভগবান তাহার নিকট বাঁধা থাকেন।

স্বামী বিবেকানন্দের

সহিত

কথোপকথন।

(প্রবুদ্ধ ভারত হইতে গৃহীত।)

গত বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসের প্রবুদ্ধ ভারতে, উক্ত পত্রের এক প্রতিনি[illegible] সহিত স্বামী বিবেকানন্দের যে কথোপকথন প্রকাশিত হয়, তাহাতে [illegible] অনেক বিষয়ে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে তা[illegible] মর্ম্ম নিম্নে দিলাম।—

স্বামীজি বলেন,—

ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায় ভারতের মধ্যেই ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন, [illegible] বুদ্ধদেবের পর আমরাই কেবল, ভারতবর্ষের বাহিরে ধর্ম্মপ্রচার করিতে [illegible] যাছি। ভারতে এক্ষণে যে সকল হিন্দু ধর্ম্মসম্প্রদায় রহিয়াছে, তাহা[illegible] তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; ১ম, রক্ষণশীল সম্প্রদায় (Orthod[illegible]) ২য়, মুসলমানদিগের সময়ের সংস্কারক দল; ও ৩য়, আধুনিক সংস্কার[illegible]। হিন্দুগণের ভিতরে কি সাধারণ সত্যে বিশ্বাস আছে, তাহা বিচার [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সকল হিন্দুর [illegible] ভক্ষণে বিরক্তি,' এই বিষয়েই ঐক্য দেখা যায়। আমরা চাই, [illegible] 'সনাতন বেদে শ্রদ্ধায়' একীভূত করিতে। পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার সম্প্র[illegible] সহিতই আমাদের সহানুভূতি আছে। তবে আমাদিগকে অস্পৃশ্য ছুঁ[illegible] (Don't touchists) বলিয়া গণ্য করিতে চাহি না। ইহা সনাতন হিন্দু[illegible] নহে। ইহাতে জাতীয় ভাবের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। হিন্দু জাতি—[illegible] কি শিল্প, কি গণিত, কোন বিষয়েই ন্যূন নহে, তবে চাই তাহার [illegible] পূর্ব্বাবস্থা-স্মরণ। এতদিন পর্য্যন্ত ভারতে কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি, [illegible] প্রদেশে কেবল বহিঃপ্রকৃতি হইয়াছে। এক্ষণে এই দুই শক্তির মিলন [illegible]

আসিয়াছে। কোন কোন ব্যক্তিতে দেখা যায়, আধ্যাত্মিক ভাব খুব প্রবল, অথচ বহিঃ-কার্য্য-শীলতা কিছুমাত্র নাই। আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রবল হইলেই যে বহিঃ-কার্য্য বন্ধ হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। ভারতে এই দুইটী একত্রীভূত করিতে পারিলে, আমরা জগতে এক মহা আদর্শ দেখাইতে পারিব। রামকৃষ্ণ পরমহংস এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত-স্থল। তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরতা কাহারও অবিদিত নাই, অথচ তাঁহা অপেক্ষা অধিক কর্ম্ম-শীলই বা কে ছিল? আমার জীবন এই মহাপুরুষের প্রতি অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা দ্বারা নিয়মিত। অপরে তাঁহাকে যে কতদূর শ্রদ্ধা করিবে, বলিতে পারি না, তাঁহাকে শ্রদ্ধা কর বলিতেও চাহি না। আমি, কোন বিশেষ ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা কর, এরূপ প্রচার করি নাই। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজে নিজে ভগবত্তত্ত্ব লাভ করিতে হইবে, কারণ আমরা সকলেই ব্রহ্ম। ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ। ভারতকে এই দুইটী দিকে উন্নত করিতে পারিলেই ইহার অন্যান্য উন্নতি আপনা আপনিই হইবে।

একটী দুঃখের সংবাদ।

আজ পাঠকবর্গকে এক দুঃখের সংবাদ দিতে হইল। ধর্ম্মনিষ্ঠ বাবু রামচন্দ্র দত্ত—একজন বৃদ্ধ ও বিশ্বাসী ভক্ত—সে দিন ৩১। মাঘ রাত্রি ১১টার সময় সজ্ঞানে, ফেলিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া গেছেন! কলিকাতানিবাসী অনেকেই এবং তাঁহার পরিচিত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে সকলেই বিশেষ শোক ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। ইনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের একজন শিক্ষক ও সায়েন্স এসোসিয়েশনের একজন 'লেকচারার' ছিলেন; তত্ত্বমঞ্জরীর সম্পাদক এবং কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ৪।৫ ঘণ্টা ব্যতীত অহোরাত্রি-মধ্যে কখনই তাঁহাকে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম হইতে বিরত থাকিতে দেখা যাইত না। আধ্যাত্মিক চর্চ্চায় জীবনের শেষ অধ্যায় সেই যোগোদ্যানেই সমাপ্ত করিলেন।

ম্যাক্সমুলার লিখিত পরমহংসদেবের

জীবন-চরিত।

কিছুকাল পূর্ব্বে পাশ্চাত্যেরা প্রাচ্য সমুদয় বিষয়কেই কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। অনেক প্রাচ্যও তাঁহাদের পদাঙ্কসরণ করিতে গিয়া স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের নিন্দাকেই যথার্থ জ্ঞান করিতেন। ক্রমশঃ কোলব্রুক, স্যর উইলিয়ম জোন্স্ প্রভৃতি প্রাচ্যতত্ত্বান্বেষী পণ্ডিতমণ্ডলী প্রাচ্য-শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করেন। এডুইন আর্ণল্ড প্রভৃতি কবিগণও অতি সরল ভাষায় প্রাচ্য তত্ত্ব অনেক প্রকাশ করাতে ইউরোপ আমেরিকার সাধারণেও প্রাচ্যতত্ত্ব অনেক জানিতে পারেন। এক্ষণে প্রধানতঃ ম্যাক্সমুলার ও ডিউসেন প্রাচ্য দর্শনাদি পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করিতেছেন। পাশ্চাত্যেরা প্রাচ্যের ও প্রাচ্যেরা পাশ্চাত্যের জ্ঞান যতই লাভ করিবে, ততই উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধিত [illegible] স্বীকার হইবে। সম্প্রতি প্রোফেসার ম্যাক্সমুলার আমাদের [illegible]রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও উক্তি ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করিয়া এই সদ্ভাব-বর্দ্ধনের আর একটী উপায় করিয়াছেন, এই জন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি বিলাতের বিখ্যাত Nineteenth Century নামক পত্রিকায় A Real Mahatman নাম দিয়া পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কয়েকটী উপদেশের ইংরাজী অনুবাদ দেন। এক্ষণে ইনি পরমহংসদেবের বিস্তারিত জীবনী ও উক্তি লিখিয়াছেন। ইহা প্রধানতঃ স্বামী বিবেকানন্দ ও পরমহংসদেবের অন্যান্য ভক্তগণের নিকট প্রাপ্ত রামকৃষ্ণজীবনী হইতে ও ভারতীয় নানা সংবাদপত্র ও পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহার প্রধান আকর্ষণ প্রোফেসারের ন্যায় পণ্ডিতের স্বাধীন অথচ গভীর সহানুভূতি যুক্ত সমালোচনা। প্রোফেসার সুদূর ইংলণ্ডে বাস

করিয়াও প্রাচ্যতত্ত্ব সকলের, বিশেষতঃ ভারতীয় সমাজের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তত্ত্ব সমূহ অনেক সময়ে এত সুন্দর বুঝিতে পারেন যে, অনেক এ দেশী লোক তাহা পারেন না। পরমহংসদেবের জীবনী লিখিয়া ইনি আশা করেন, রামকৃষ্ণদেব যেরূপ ভগবৎ-সত্তা সর্ব্বদা অনুভব করিতেন, সেই ভগবৎ-সত্তানুভূতিরূপ সাধারণ সত্যে কালে হিন্দু ও অহিন্দু উভয়ে সম্মিলিত হইবেন।

এই পুস্তকের প্রথমে চতুরাশ্রম, সন্ন্যাসী ও যোগ সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করিয়া, পরে দয়ানন্দ সরস্বতী, পওহারী বাবা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রায় শালিগ্রাম সিং বাহাদুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়াছেন। রামকৃষ্ণদেবকে ভারতীয় অন্যান্য মহাপুরুষগণ মধ্যে একজন মহাপুরুষ-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। পরিশেষে বিবেকানন্দ স্বামী প্রেরিত রামকৃষ্ণ জীবনী একরূপ যথাযথ দিয়াছেন। এই জীবনী পরমহংসদেবের সর্ব্বপ্রকার প্রকাশিত জীবনী হইতে অধিক বিশ্বাসযোগ্য ও মনোরম। পাশ্চাত্য-মন-সুলভ তীব্র বিচার দৃষ্টিতে সমালোচনা করিয়াও ম্যাক্সমূলার ইঁহাকে একজন প্রকৃত মহাপুরুষ বলিতে সঙ্কুচিত হন নাই। পরমহংসদেবের জীবনী ও উক্তি পাশ্চাত্যদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার জন্য বেদান্ত-সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা করিয়াছেন। পরিশেষে প্রায় ৪০০ উক্তির ইংরাজী অনুবাদ ও ঐ উক্তি গুলির একটী ভাবানুসারে সূচী দিয়া পুস্তক শেষ করিয়াছেন।

আমরা ম্যাক্সমূলরের সকল মতের সহিত এক না হইতে পারি, কিন্তু আমাদের ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণদেবের চরিত ম্যাক্সমূলারের ন্যায় একজন পণ্ডিতকে নিরপেক্ষ, সত্যানুসন্ধিৎসুহৃদয়ে সহানুভূতির সহিত আলোচনা করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি। অন্যান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যদি ইহার ন্যায় সহানুভূতির সহিত প্রাচ্য তত্ত্ব সমূহের সমালোচন করেন, তাহা হইলে যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মিলন এখন অতি দূরবর্ত্তী প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা নিকটতর হইবে।

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ। ১লা ফাল্গুন। ৩য় সংখ্যা। ২য় সংস্করণ।]

জ্ঞানার্জ্জন।

(স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত।)

ব্রহ্মা—দেবতাদিগের প্রথম ও প্রধান—শিষ্যপরম্পরায় জ্ঞানপ্রচার করিলেন; উৎসর্পিণী* ও অবসর্পিণী কালচক্রের মধ্যে কতিপয় অলৌকিক সিদ্ধপুরুষ-জিনের প্রাদুর্ভাব হয় ও তাঁহাদের হইতে মানব-সমাজে জ্ঞানের পুনঃ পুনঃ স্ফূর্ত্তি হয়। সেই প্রকার বৌদ্ধমতে সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধনামধেয় মহাপুরুষদিগের বারবার আবির্ভাব। পৌরাণিকদিগের অবতারের অবতরণ—আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে বিশেষরূপে; অন্যান্য নিমিত্ত অবলম্বনেও। মহামনা স্পিতামা জরথুষ্ট্র† জ্ঞানদীপ্তি মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিলেন; হজরৎ মুসা, ঈশা ও মহম্মদও তদ্বৎ অলৌকিক উপায়শালী হইয়া অলৌকিক পথে অলৌকিক জ্ঞান মানবসমাজে প্রচার করিলেন।

কয়েক জন মাত্র জিন হন, তাহা ছাড়া আর কাহারও জিন হইবার উপায় নাই; অনেকে মুক্ত হন মাত্র। বুদ্ধ নামক অবস্থা সকলেই প্রাপ্ত হইতে পারেন। ব্রহ্মাদি—পদবীমাত্র, জীবমাত্রেরই হইবার সম্ভাবনা। জরথুষ্ট্র মুসা ঈশা মহম্মদ—লোক-বিশেষ—কার্য্য বিশেষের জন্য অবতীর্ণ। তদ্বৎ পৌরাণিক অবতারগণ; সে আসনে অন্যের দৃষ্টি-নিক্ষেপ বাতুলতা। আদম ফল খাইয়া জ্ঞান পাইলেন। নূহ (Noah) জিহোবাদেবের অনুগ্রহে সামাজিক শিল্প শিখিলেন। ভারতে সকল

---

* উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী।

† Zoroaster, স্পিতামা ইহার নাম; ইহার অর্থ শ্বেত। জরথুষ্ট্র [illegible] নাম। ইনি পারসীদিগের প্রাচীন গুরু।

শিরের অধিষ্ঠাতা—দেবগণ বা সিদ্ধপুরুষ। জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সমস্তই অলৌকিক পুরুষদিগের কৃপা। 'গুরু বিন্ জ্ঞান নহি'; শিষ্য পরম্পরায় ঐ জ্ঞানবল গুরু মুখ হইতে না আসিলে, গুরুর কৃপা না হইলে, আর উপায় নাই।

আবার, দার্শনিকেরা (বৈদান্তিকেরা) বলেন, জ্ঞান—মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ ধন, আত্মার প্রকৃতি; এই মানবাত্মাই অনন্ত জ্ঞানের আধার, তাহাকে আবার কে শিখাইবে? কুকর্ম্ম দ্বারা ঐ জ্ঞানের উপর যে একটা আবরণ পড়িয়াছে,—তাহা কাটিয়া যায় মাত্র। অথবা ঐ 'স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান' অনাচারের দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া যায়; ঈশ্বরের কৃপা ও সদাচারের দ্বারা পুনর্বিস্তারিত হয়। অষ্টাঙ্গ যোগাদির দ্বারা, ঈশ্বরে ভক্তির দ্বারা, নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা, জ্ঞান চর্চ্চার দ্বারা, অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ,—ইহাও পড়া যায়।

আধুনিকেরা, অপরদিকে, অনন্তস্ফূর্ত্তির আধারস্বরূপ মানব-মন দেখিতেছেন, উপযুক্ত দেশকালপাত্র পরস্পরের উপর ক্রিয়াবান্ হইতে পারিলেই জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইবে, ইহাই সকলের ধারণা। আবার, দেশকালের বিড়ম্বনা, পাত্রের তেজে অতীত হওয়া যায়। সৎপাত্র কুদেশে ও কুকালে পড়িলেও বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার শক্তির বিকাশ করে। পাত্রের উপর, অধিকারীর উপর, যে সমস্ত ভার চাপান হইয়াছিল, তাহাও কমিয়া আসিতেছে। সে দিনকার বর্ব্বর জাতিরাও বহু-গুণে সুসভ্য ও জ্ঞানী হইয়া উঠিতেছে—নিম্নস্তর উচ্চতম আসন অপ্রতিহত গতিতে লাভ করিতেছে। নরমাংস-ভোজী পিতা মাতার সন্তান সুবিনীত, বিদ্বান্ হইয়াছে; সাঁওতাল বংশীয়েরাও ইংরাজের কৃপায় বাঙ্গালীর পুত্রদিগের সহিত বিদ্যালয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্থাপন করিতেছে। পিতৃ-পিতা-মহাগত গুণের পক্ষপাতিতা ঢের কমিয়া আসিয়াছে।

একদল আছেন, যাঁহাদের বিশ্বাস—প্রাচীন মহাপুরুষদিগের অভিপ্রায়, পূর্ব্বপুরুষ পরম্পরাগত পথে, তাঁহারাই প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং সকল বিদ্যার জ্ঞানের একটি নির্দ্দিষ্ট ভাণ্ডার অনন্ত কাল হইতে আছে; ঐ খাজানা পূর্ব্বপুরুষদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। তাঁহারা উত্তরাধিকারী, জগতের পূজ্য। যাহাদের এ প্রকার পূর্ব্বপুরুষ নাই তাহাদের উপায়?—কিছুই নাই। তবে যিনি অপেক্ষা-

কৃতসদাশয়, উত্তর দিলেন—আমাদের পদলেহন কর, সেই সুকৃতিবলে [illegible] জন্মে আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিবে।—আর এই যে আধুনিকেরা [illegible] বিদ্যার আবিষ্কার করিতেছেন—যাহা তোমরা জান না এবং তোমাদের [illegible] পুরুষেরা যে জানিতেন, তাহারও প্রমাণ নাই; পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন [illegible] তবে লোপ হইয়া গিয়াছে, এই শ্লোক দেখ......।

অবশ্য প্রত্যক্ষবাদী আধুনিকেরা এ সকল কথায় আস্থা প্রকাশ করেন না।

অপরা ও পরা-বিদ্যায় বিশেষ আছে নিশ্চিত; আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিশেষ আছে নিশ্চিত। একের রাস্তা অন্যের না হইতে পারে; এক উপায় অবলম্বনে সকল প্রকার জ্ঞান-রাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত না হইতে পারে। কিন্তু সে বিশেষ (difference) কেবল উচ্চতার তারতম্য, কেবল অবস্থাভেদে, উপায়ের অবস্থানুযায়ী প্রয়োজন ভেদ; বাস্তবিক সেই এক অখণ্ড জ্ঞান [illegible] সব পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড-পরিব্যাপ্ত।

'জ্ঞান-মাত্রেই পুরুষ-বিশেষের দ্বারা অধিকৃত, এবং ঐ সকল [illegible] ঈশ্বর বা প্রকৃতি বা কর্ম্ম-নির্দ্দিষ্ট হইয়া যথাকালে জন্মগ্রহণ করেন, [illegible] কোনও বিষয়ে জ্ঞান-লাভের আর কোন উপায় নাই,' এইটী স্থির [illegible] সমাজ হইতে উদ্যোগ উৎসাহাদি অন্তর্হিত হয়, উদ্ভাবনী শক্তি চর্চ্চাভাবে [illegible] বিলীন হয়, নূতন বিষয়ে আর কাহারও আগ্রহ হয় না, হইবার উপায়ও [illegible] ক্রমে বন্ধ করিয়া দেন। যদি ইহাই স্থির হইল যে, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ [illegible] দ্বারা মনুষ্যের পথা অনন্ত কালের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে [illegible] সেই সকল নির্দ্দেশের রেখা-মাত্র ব্যতিক্রম হইলেই সর্ব্বনাশ হইবার ভয়, সমাজ কঠোর শাসন দ্বারা মনুষ্যগণকে ঐ নির্দ্দিষ্ট পথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে; যদি সমাজ এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়, তবে মনুষ্যের পরিণাম, যন্ত্রের ন্যায় হইয়া যায়। জীবনের প্রত্যেক কার্য্যই যদি অগ্র হইতে সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে তবে চিন্তাশক্তির পর্য্যালোচনায় আর ফল কি? ক্রমে ব্যবহার [illegible] উদ্ভাবনী শক্তির লোপ ও তমোগুণপূর্ণ জড়তা আসিয়া পড়ে, [illegible] শঃই অধোগতিতে গমন করিতে থাকে।

অপরদিকে, সর্ব্বপ্রকারে নির্দ্দেশবিহীন হইলেই যদি কল্যাণ হইত, তাহা হইলে চীন, হিন্দু, মিসর, বাবিল, ইরাণ, গ্রীস, রোম ও তাঁহাদের বংশধরদিগকে ছাড়িয়া সভ্যতা ও বিদ্যাশ্রী, জুলু, কাফ্রি, হটেন্‌টট, সাঁওতাল, আন্দামানি ও অষ্ট্রেলীয়ান প্রভৃতি জাতিগণকেই আশ্রয় করিত।

অতএব মহাপুরুষদিগের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পথেরও গৌরব আছে, গুরুপরম্পরাগত জ্ঞানেরও বিশেষ বিধেয়তা আছে, জ্ঞানের সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বও একটি অনন্ত সত্য। কিন্তু বোধ হয়, প্রেমের উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া ভক্তেরা মহাজনদিগের অভিপ্রায় তাঁহাদের পূজার সমক্ষে বলিদান করেন; এবং স্বয়ং হতশ্রী হইলে মনুষ্য স্বভাবতঃ পূর্ব্বপুরুষদিগের ঐশ্বর্য্য-স্মরণেই, কালাতিপাত করে, ইহাও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। ভক্তিপ্রবণ হৃদয় সর্ব্বপ্রকারে পূর্ব্বপুরুষদিগের পদে আত্মসমর্পণ করিয়া স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়া যায়, এবং পরবর্ত্তী কালে ঐ দুর্ব্বলতাই শক্তিহীন গর্ব্বিত হৃদয়কে পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব-ঘোষণরূপ জীবনাধার মাত্র অবলম্বন করিতে শিখায়।

পরবর্ত্তী মহাপুরুষেরা সমুদায়ই জানিতেন, কাল-বশে সেই জ্ঞানের অধিকাংশই লোপ হইয়া গিয়াছে, একথা সত্য হইলেও ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে যে, ঐ লোপের কারণ, পরবর্ত্তীদের নিকট ঐ লুপ্ত জ্ঞান থাকা না থাকা সমান; নূতন উদ্যোগ করিয়া, পুনর্ব্বার পরিশ্রম করিয়া তাহা আবার শিখিতে হইবে।

আধ্যাত্মিক জ্ঞান যে বিশুদ্ধ চিত্তে আপনা হইতেই স্ফূর্ত্ত হয়, তাহাও চিত্তবিশুদ্ধরূপ বহু আয়াস ও পরিশ্রম সাধ্য; আধিভৌতিক জ্ঞানে যে সকল গুরুতর সত্য মানব হৃদয়ে পরিস্ফুরিত হইয়াছে, অনুসন্ধানে জানা যায় যে, সে সকলগুলিও সহসা উদ্ভূত দীপ্তির ন্যায় মনীষিদের মনে সমুদিত হইয়াছে, কিন্তু বন্যঅসভ্য মনুষ্যের মনে তাহা হয় না, ইহাই প্রমাণ যে, আলোচনা ও বিদ্যাচর্চ্চারূপ কঠোর তপস্যাই তাহার কারণ।

অলৌকিকত্বরূপ যে অদ্ভুত বিকাশ, চিরোপার্জ্জিত লৌকিক চেষ্টাই তাহার কারণ; লৌকিক ও অলৌকিক কেবল প্রকাশের তারতম্যে।

মহাপুরুষ, ঋষি, অবতারও বা লৌকিক বিদ্যায় মহাবীরও সর্ব্বজীবের

মধ্যে আছে, উপযুক্ত গবেষণা ও কার্য্যাদি সহায়ে তাহা প্রকাশিত হয়। যে সমাজে ঐ প্রকার বীরগণের একবার প্রাদুর্ভাব হইয়া গিয়াছে, সেথায় পুনর্ব্বার মনীষিগণের অভ্যুত্থান অধিক সম্ভব। গুরুসহায়-সমাজ অধিকতর বেগে অগ্রসর হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু গুরুহীন সমাজে কালে গুরুর উদয় ও জ্ঞানের বেগপ্রাপ্তি তেমনই নিশ্চিত।

কর্ম্ম।

বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক 'রামকৃষ্ণ মিশনে' পঠিত।

পূর্ব্ব ৫৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতের পর।

অবিবেকী মন; ভাবিতেছি, কি করিব? সন্ন্যাসী হই। কিন্তু পরমহংসদেব বলিতেন "যে মূঢ়, বাসনা থাকিতে গৈরিক বসন পরিধান করে, তার ইহকালও যায়, পরকালও যায়।" যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুন শরাসন ত্যাগ করিয়া কমণ্ডলু ধারণ করিতে চান, কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিবারণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ ইহার একটী চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্জ্জুন যখন যুদ্ধে বিরত হইতে চান, তখন তিনি তমোগুণে আবদ্ধ। তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক, মুখ অপ্রসন্ন, ভয়ে হৃদয় কম্পিত হইয়াছিল। এ সকল তমোগুণের লক্ষণ। ভগবানের উপদেশে তাঁহার তমঃ দূর হইল; রজোগুণে যুদ্ধ করিলেন। ভগবান্ তাঁহার ভয় নাশ করিবার জন্য তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখান। অর্জ্জুন তাহাতে [illegible] বিপক্ষেরা মৃত, যাহাকে তিনি মহাবলশালী বিপক্ষ [illegible] যে [illegible] বীরপুরুষগণকে দুর্জ্জয় জ্ঞান করিয়াছিলেন, দেখেন, তাহারা [illegible] রহিয়াছে, আর [illegible] বধ করিতে হইবে না, তিনি [illegible] তাঁহার চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্ত—কার্য্য। কার্য্য ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি হয় [illegible] কার্য্য, অন্য প্রয়োজন নাই। গীতা শুনিয়া এ সমস্তের আভাস পাইয়াছিলেন, কার্য্য করিতে লাগিলেন; কর্ম্মে কর্ম্ম ক্ষয় হয়। গোড়ো গোয়ালার নিকট কৌরববিজয়ী বিজয় পরাস্ত হইয়া নিশ্চিন্ত [illegible] রহিলেন, শক্তি

তাহার মন, কর্ম্মে প্রকৃতে তিনি বিষবিরাগী ছিলেন। তাঁহার সব অব উপস্থিত রহিল, সন্ন্যাসের উপযুক্ত হইয়া মহাসন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

আমি দুঃখী, তমোগুণপূর্ণ, আলস্যে অভিভূত হইয়া ভয়ে নিঃস্বার্থপরতার ভান করিয়া সহজ-সন্ন্যাস স্বার্থ-তৃপ্তির নিমিত্ত যদি গ্রহণ করি, তাহা বিড়ম্বনা। ত্যাগী জানে, নরপতি, পদে শির লুটাইবে, অর্থ দিবে; বিদ্যাধরীগঞ্জিনী রাজরাণী পদ-সেবা করিতে নিশুতে রজনীযোগে আসিবে; সাধুব্যক্তি প্রণাম করিবে; এ সকল গ্রহ করিবার শক্তি বাসনা-জড়িত ব্যক্তির নাই। ইহকালেই তাঁহার দণ্ড আরম্ভ হইবে। সমাজচ্যুত, ধর্ম্মবর্জ্জিত কারামৃত্যুর সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইহকাল, পরকাল উভয়ই যাইবে। এ দৃষ্টান্ত চক্ষের উপর সকলেই দেখিতে পান। সংসারে ভণ্ডামি করিয়া বরং চলে; তাহার উপায় আছে, কিন্তু সন্ন্যাসীর ভানে, ঈশ্বরের সহিত বঞ্চনা, চক্রীর সহিত চক্র, মূঢ় ব্যতীত এরূপ সাহস কেহ করে না। পৌরাণিক কথা আছে যে, শ্রীরামের সহিত সংগ্রামে কাতর হইয়া রাবণ অম্বিকার শরণাপন্ন হন, অম্বিকাও আশ্রয় দেন। কিন্তু মহাদেব বলিলেন, দেবি, সরিয়া আইস। রাবণ উত্তর করেন, দেব-দেব, আমি ত চিরদিনই আপনার সেবক, আমার প্রতি বিরূপ কেন? মহাদেব বলেন, পাপিষ্ঠ, তুই যদি সন্ন্যাসবেশে রামকে আবাহন করিয়া সীতা হরণ করিতে যাইতিস্, আমি শূল করে লইয়া তোর সহায় হইতাম। দেবকন্যা, নাগকন্যা হরণ করিয়াছিস্, [illegible] আমি [illegible] নাই। কিন্তু সন্ন্যাসীর ভেক ধরিয়া তুপাবনা [illegible] তোর বিনাশ নিকট; তোর কার্য্যে সন্ন্যাসীকে আর গৃহস্থ বিশ্বাস করিবে না; তোর পূজা আর আমি গ্রহণ করিব না।

সন্ন্যাসী না হইয়াও আমাদের উপায় আছে। ধর্ম্মের নিমিত্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান স্বার্থশূন্য হইয়া [illegible] সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করি; আমি দুর্ব্বল বটে, বল আমায় বল দিবেন। [illegible] নিস্বার্থ সন্ন্যাসের ভান করিব না, তাহা হইলে সাধের মূলে সমস্ত ডুবাইব। [illegible] আছে—এক জন কাঠুরিয়া, নদী পার হইতে হইতে তাহার কুঠার জলে পড়িয়া যায়। কাতর হইয়া বিশ্বকর্ম্মার নিকট প্রার্থনা করিল, দেব, আমার জীবন-উপায় কুঠার খানি দাও। একখানি রূপার

[illegible] উঠিল। কাঠুরিয়া দেখিল, কুঠার তার নয়। সে তাহার দেবতাকে বলিল, এ কুঠার আমার নয়, আমার খানি দাও। [illegible] কুঠার [illegible] সোণার কুঠার আনিল, কাঠুরিয়া আবার সেইরূপ বলিল। অবশেষে সাধের কুঠার খানি তাহাকে দেখিয়া পরম আনন্দে গ্রহণ করিল। বিশ্বকর্ম্মা [illegible] হইয়া রূপা ও সোণার কুঠারও তাহাকে দিলেন। অপর এক জন কাঠুরিয়া তাহা [illegible]। আপনার কুঠারখানি জলে ফেলিয়া দিয়া বিশ্বকর্ম্মার নিকট প্রার্থনা করিল। রূপার কুঠার উঠিল, সোণার কুঠার উঠিল। লোভী কাঠুরিয়া আর [illegible], আমার [illegible] বলিল। পরে তাহার নিজের কুঠার ভাসিয়া উঠিলে লইতে যায়, মনে ভাবিতেছে, অপর দুইখানিও পাইবে, তাহার কুঠার খানি ডুবিয়া গেল। দেখাদেখি সন্ন্যাসের এরূপই ফল হইয়া থাকে। [illegible] নির্ম্মল স্বার্থ হয় না।

অবিদ্যা মায়ারূপে [illegible] ভান প্রকাশ করিতেছে। [illegible] দুঃখে পরিত্রাণ আছে;—যেখানে তাহারা থাকে, সে স্থান পরিত্যাগ করিলেই [illegible] না দেখিলে হয়, কুৎসিত রোগের ভয়, লোক লজ্জায় [illegible] সন্তুষ্ট হয়; কিন্তু এ নটী তোমার বাসনা। দিবা [illegible] যাহাকে [illegible] নিদ্রার সময় যাহাকে ইষ্ট স্মরণ ত্যাগ করিয়া [illegible] বক্ষে [illegible] যাহার নিমিত্ত ভগবানে যোজ-পদ হইয়া সমুদ্রে [illegible] হইলে তবে পলায়ন কর,—এ নটী তোমার বাসনা; সুন্দর বেশ [illegible] তোমার হৃদয়ে দাঁড়াইয়া আছে। আবার দূতী-বেশে [illegible] কথা কহিয়াছে, [illegible] তাহাকে পাইবার সমস্ত সুযোগ উপস্থিত [illegible] নটী সরিয়া দাঁড়াইল। ধরি ধরি, ধরা যায় না। [illegible] আমি দুর্ব্বল। কিন্তু বহুরূপী আবার অন্য মনোহারিণী [illegible] আবার দুই, আবার ঐ বল। ফলাকাঙ্ক্ষার জন্য [illegible] উপাসনা। ফলকামনায় ধর্ম্ম [illegible] [illegible] করিবেন। মনে কর, একবার [illegible] করিয়া [illegible] পাইবে [illegible] অতি অবিদ্যা-বশগা। [illegible]

আর সর্গের উপমা নাই। ইহাই নিত্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পাও। দেখিতে পাও, অনেকেই ধনমদে ধর্ম ভুলিয়াছেন। লোকেরও ভুলিবার সম্ভাবনা। যাহাতে লোক মুগ্ধ থাকে, সেই সমস্ত তাহার সঙ্কল্প হয়, অন্য চিন্তা স্থান পায় না। এ কথাটি বালককেও যুক্তি দিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। একদিন পরমহংসদেব আমায় বলেন যে, মাড়োয়ারিরা তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতে লাগিয়াছিল। বলে টাকা দিতেছি, আপনি তাহা না ছুঁন, এ টাকা ত আপনার নিমিত্ত নিতেছেন না, তবে আপত্তি কি? এ কথা শুনিয়া পরমহংস-দেব বলিলেন, আমি বলুম—'না'। আমি বুদ্ধিমান, জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, এতে আপত্তি কি?" তিনি ভঙ্গী করিয়া বলিলেন—যে ভঙ্গী তাঁহাতেই দেখিয়াছি, সে ভঙ্গী আর দেখি নাই, দেখিবও না, যে ভঙ্গী অনন্তকাল-স্রোতে কেহ কখন দেখে নাই, ভঙ্গীর সহিত পরমহংসদেব বলিলেন, (সে মনোহর ভঙ্গী এখনও চিত্তে অঙ্কিত রহিয়াছে) বলিলেন, "ও মন পড়বেক, আমার [illegible]।" যে মহাত্মা জীবের দুঃখে কাতর হইয়া শত শত জন্মগ্রহণে [illegible], স্বকপোলকল্পিত দোষের নিমিত্ত তাঁহাকে সেবা [illegible] কুণ্ঠিত দেখিলাম।

তিনি উপদেশ দিতেন, সে উপদেশের মর্ম আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা বলি। তিনি ধ্যান করিতে বলিতেন; ধ্যান করিতে করিতে কুকুর, বিড়াল, বাঁদর, বেশ্যা, [illegible], জুয়াচোর, রাক্ষস, পিশাচ, দানবের মূর্তি সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাহাতে বলিতেন, ভয় করিও না, ধ্যানে বিরত হইও না, চতুর্ভুজ ঈশ্বরের মূর্তি দেখি[illegible], মনে করিবে। কিন্তু যদি কোন বাসনা উপস্থিত হয়, জানিবে, তোমার ধ্যানে ব্যাঘাত হইয়াছে, ধ্যান ভঙ্গ করিয়া কাতরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে, 'ভগবান আমার এ বাসনা পূর্ণ করিও না।' ধ্যানের বাসনা আশু [illegible] হয়, সে ফল অতি কুফল। [illegible] মানবকে নিবৃত্ত [illegible] করি[illegible]। কুতর্ক উঠিয়া মনকে বলিতে থাকে, ফলের কামনায় ঈশ্বর উপা-[illegible], তবে কেন তাঁর উপাসনা? ধন পাইব, মান পাইব, নরনারী [illegible] এই ত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, সিদ্ধ পুরুষের ত ইহাই হইয়া [illegible] ঈশ্বর-

সেবায় তাহাই পর, কিন্তু সে তাহা চাহিতেছে কি না, তাহা [illegible] জানে, জানিলেও কিছু দুঃখ নাই। [illegible] তাহার সকলই তুচ্ছ; ঈশ্বরের সেবায় তাহার আনন্দ, শিশুর পিতামাতার সেবার ন্যায় তাহার আনন্দ; শিশু দেখে, তাহার পিতার ভোজনের সময়, [illegible] আসিয়া ব্যজন করে, সেও আনন্দে পাখা হাতে করিয়া তক্তোপর উপর দাঁড়া[illegible] করিয়া ব্যজন করিতে গিয়া পাখা গায়ে মারিয়া কি একটা অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করে; তাহার পিতাও ব্যজন পরিবর্তে পাখার আঘাত খাইয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, সেই শিশুর কথা সেথা সেথা বলে, শিশুকে নানাবিধ বসন ভূষণ ভোজ্য সামগ্রী দেয়, কিন্তু তাহাতে শিশুর লক্ষ্য নাই; ভোজন অন্তে ভৃত্য পদ-সেবা করিতেছে, টল টল করিয়া আসিয়া পদসেবা করিতে বসে, পদসেবা না করিতে পারিলে তাহার ক্ষোভ। সে সেবা করে, পিতা হাসে, সেও হাসে, আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। জগৎপিতার সেবাও সেইরূপ। পিতার সেবার নিমিত্ত কোটী কোটী দেবদূত উপস্থিত আছে, পিতার সেবার প্রয়োজন নাই। তথাপি সেবক সেবা করিতে যায়। আনন্দময় পিতা আনন্দে হাসেন, সেবকও আনন্দে হাসে; মান, মর্য্যাদা, ধন, জন যাহা আনন্দময় পিতা তাহাকে আনন্দে নিবেদন করিয়াছেন, তাহার প্রতি তাহার অপেক্ষাও নাই। বালভাবাপন্ন ঈশ্বর-সেবক সেবায় কি আনন্দ, কেবল তিনিই বুঝেন; এ জগতে [illegible] বালক পিতৃসেবা-প্রয়াসী, আনন্দময় পিতৃসেবায় আনন্দময় হইয়া বেড়াইতেছে। তত্ত্ববিৎ হিউম (Hume) সাহেব বলেন যে, সংসারে [illegible], তাহাতে [illegible] আনন্দ যে, পাদরিরা তাহার পারমার্থিক ফল কেন বর্ণনা করেন, তাহা বুঝিতে পারেন না। এ কার্য্যই ত আনন্দ, যিনি সংবারণীয়, এ কথার মর্ম কেবল তিনিই বুঝিতে পারেন। পাপের পথ যে কণ্টক-ময়, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু বহুরূপিণী মায়া, মনোহরণ করিতেছেন। মুগ্ধচিত্ত—কাঁটার উপর ছুটে; পিশাচী জানিয়াও পিশাচী বলে না—মুগ্ধচিত্ত বিবেক-রহিত।

যৌবন-পদার্পণে, ভোগ্য বস্তু দর্শনে, আশার প্রলোভনে, সংসার [illegible] ভাবি। মায়ার বৈষম্য উপলব্ধি হয় না, বুঝিতে পারি না যে, [illegible]

...র ক্রীড়াস্থল। ক্ষয়ের নাম বৃদ্ধি; যতই দিন যায়, ততই মৃত্যুর নিকট
...প্রসর হই। সুখ—দুঃখের সূচনা মাত্র। দেখিতে পাই, যে সকল বস্তু
...মাদের প্রয়োজন বিবেচনা করি, ধন বিনিময়ে তাহা পাওয়া যায়; কিন্তু ধন
...ল ধনের সাহায্যে ধন বিনিময় করিতে পারিব কি না, যে সকল বস্তু ভোগের
...আছে কি না, ভোগের শক্তি থাকিলে সে সকল সুখপ্রদ কি না, এ সকল
...হৃদয়ে উঠে না। ধনই একমাত্র কামনা হইয়া উঠে। ভোগের নিমিত্ত,
...ক্ষয়ের নিমিত্ত, মানের নিমিত্ত, সংসারের সমস্ত প্রয়োজনের নিমিত্ত, ধন
...অপেক্ষা প্রিয় হয়। কিন্তু চিত্তের তমোগুণ বশতঃ তাহা সৎপথে পরিশ্রমে
...র্জন করিতে চাহে। কেহ বা যথাসাধ্য পরিশ্রম করে, পরিশ্রমে কাতর
...হইয়া নিরস্ত কার্য্যে বিরত থাকে, কিন্তু কার্য্যের এমনই গুণ, সকাম কার্য্য
...লেও অনেক পাপস্পৃহা নিবারণ করে। শ্রমী লোক, মিথ্যা কথা, মিথ্যা
..., পরচর্চ্চা, অহেতু পরের অনিষ্ট কল্পনা, জুয়াচুরি, ঠকবুদ্ধি প্রভৃতি কার্য্য
...হইতে দূরে থাকেন। যিনি যথার্থ কার্য্যকুশল, তিনি অনেকটা বুঝিতে
...রেন, নীতি-বিরোধী হইলে কার্য্যে তাদৃশ সুফল ফলে না; ষোল আনা দেওয়া
...ইয়া করেন, নিজ লাভের নিমিত্তই প্রতারণা করেন না। সকাম কার্য্যে
...এরূপ হয়, তবে নিষ্কাম কার্য্যে যে অমৃত উঠিবে, তাহাতে সন্দেহ কি?
...হইতে উঠে যে, আমার পুত্রকলত্র ভাসাইয়া দিয়া কি নিষ্কাম কর্ম্ম করিব?
...মহংসদেব উপদেশ দিয়াছেন, সত্য যে, "ঈশ্বরের কার্য্য ভাবিয়া কার্য্য করি",
...সকে আপনার পুত্রের ন্যায় কিরূপে করিব? চেষ্টা; আর অপর উপায়
...ই। তুমি যদি নিষ্কাম কার্য্য কর, তাহাতে যদি অমৃত লাভ হয়, তোমার
...র পরিবারও তোমার দৃষ্টান্তে নিষ্কাম কার্য্যে ব্রতী হইয়া আনন্দের অধিকারী
...বেন। সকাম হইয়া পরিবারের জন্য অর্থ রাখিয়া যাইতে চাও, কিন্তু নিত্য
...ক দেখিতে পাও যে, সংসারে সকলেই অর্থ রাখিয়া যায়, কিন্তু যাহাদের
...রাখে, প্রায় তাহাদের ভোগ হয় না। যদি কোন উত্তরাধিকারী ধন-
...জন, দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যক্ষের ন্যায় ধন রক্ষা করিতেছেন
...শত শত ...কার্য্য করিতেছেন, যাহার জন্য তুমি দায়ী। দেখিতে পাইবে,

স্ত্রীর নিমিত্ত ধন রাখিয়া গিয়া অনেকেই পিতৃপিতামহদের আবাস [illegible]
বিহার স্থল করিয়াছেন, পুত্রকে ধন দিয়া, লম্পট, [illegible], অত্যাচারী করিয়া
ছেন। অর্থ-দানে হৃকম্পায়িত উত্তরাধিকারী প্রায়ই দেখিতে পাইবেন, কিন্তু
যে মহাত্মা নিজের সন্তানের নিমিত্ত নিষ্কাম ধর্ম্ম রাখিয়া গিয়াছেন, যাঁহার উত্তরা-
ধিকারী এই অতুল সম্পত্তি করগত করিয়াছেন, তিনি আপনার হিত, উত্তরাধি-
কারীর হিত, জগতের হিত, পর হিত উদ্দেশ্যে, হিতকারী দৃষ্টান্তে, মহাহিত
সাধনে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি যথার্থ মানব দেহ ধারণ করিয়াছিলেন।
পশুর সহিত কেবল তাঁহারই মনুষ্যত্ব প্রভেদ, নচেৎ স্বার্থদ্বারা পাশব কার্য্য
ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য হয় না, যিনি মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে চান,
মনুষ্যত্ব যাহার আকাঙ্ক্ষা, তিনি নিষ্কাম কার্য্যের আদর করিবেন।

উপসংহারে আমার ভক্তের চরণে প্রার্থনা, যেন কার্য্যে আমার অধিকার
হয়, কিন্তু ফলাফল ঈশ্বর-চরণে অর্পণ করিতে পারি। আমি মনে মনে বেশ
বুঝিয়াছি, আমি যতই কেন নিষ্কাম কার্য্যের চেষ্টা করি না, আমার কলুষিত
মন অতি সৎকার্য্যের সহিত দোষ মিশ্রিত করিবে, ফলত আমার আয়ত্তাধীন
নয়। সুফল ফলিবে বিবেচনায় কার্য্য করিতে গিয়া, কত অন্যায় ফল ফলি-
য়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। চোর অন্যের বাটীতে চুরি করিতে আসি-
য়াছে, তাহাকে জীবন উপেক্ষা করিয়া ধরিলাম, জেলে দিলাম, তাহার সব
পরিবারবর্গকে অনাথ করিলাম। দয়া করিয়া একজনকে চাকরি দিলাম, কত শত
শত ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিলাম। নিষ্কাম কার্য্য করিবার চেষ্টা করিলে সফল
হই না, আমার মন কলুষিত। নিষ্কাম কর্ম্ম মুখে বলা যায়, কিন্তু দেখিতে
পাই, কেবল ঈশ্বর দেহ ধারণ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে পারেন। সকল
কার্য্যের ফল যেন আমি ঈশ্বর চরণে অর্পণ করি। অতি কঠিন কার্য্যে সক্ষম
হইয়া যেন কার্য্যগরিমা না রাখি। শাস্ত্রে শুনিতে পাই, ইন্দ্র, অগ্নি, পবন,
কার্য্যের গরিমা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দেন যে,
তাঁহাদের একটী তৃণের উপরও অধিকার নাই। সত্যই, কাহারও কার্য্যের
পর অধিকার নাই। নিজ জীবন সমালোচনায় পদে পদে তাহার উপলব্ধি

মধ্যেও আপিসে গিয়া পৌঁছিতে পারি না, কাজেই সাহেব কর্ণ-মর্দ্দন করিয়া দেন, আর আমরা এমনই নির্লজ্জ যে আবার সেই জন্য দ্বার-দ্বারে নালিশ করিতে যাই। সাহেবেরা কাজ চায়, কাজের জন্য আহারাদির কথা মনে আনিবার অবসর পায় না,—আর আমরা আহার নিদ্রার জন্য কাজ ভুলিয়া যাই। সাহেব ও বাঙ্গালির এই প্রভেদ; এবং প্রভেদটুকু বড় সামান্য নহে, আকাশ-পাতাল। [ক্রমশঃ]

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দে।

আমার

তিব্বত ভ্রমণের

এক পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তবে আছে,

ইদং তীর্থ মিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ
আত্মতীর্থং ন জানাতি কথং সিদ্ধির্বরাননে।

আর, রামপ্রসাদও গাহিয়াছিলেন, 'তীর্থ-গমন মিছা ভ্রমণ, মন উচাটন কোরো না রে।' এই সকল মহাজন-বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিয়া আমাদের নিজেদের বিলাস-গৃহকেই তীর্থ ভাবিয়া সেখানেই বিচরণ করি, আর মনে মনে গিরি-কন্দরে যোগাসনে উপবিষ্ট দীর্ঘ শ্মশ্রু পুরুষ বিশেষের কল্পনা করি।

কল্পনা ছাড়িতে হইবে, কার্য্যতঃ দেখিতে হইবে। বাঙ্গালী জাতি কল্পনা পাইলে আর কিছু চাহে না; বাঙ্গালী জয়দেবের 'ললিত লবঙ্গলতা', কিম্বা পণ্ডিত 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল' চাহে। জাতীয় জীবনে এ সকলেরও উপযুক্ত স্থান আছে, তবে শুধু কল্পনা-স্রোতে গা ঢালিলে চলিবে না। যে কারণ মদিরায় মত্তভাব আনে, প্রতিক্রিয়ায় মানুষকে অবসন্ন ও

[illegible] যে কল্পনা-প্রিয়তা নানারূপ অপার্থিব [illegible] এই দুঃখময় সংসারকে আরও দুঃখময় [illegible] প্রবৃত্তি নামে অপরূপ জীবের সৃজন [illegible] প্রকার উন্নতি—যাহার উপর জাতীয় জীবন [illegible] প্রতির জন্য চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে শিখায়, হে বাঙ্গালী, [illegible] ত্যাগ করিতে শিখ; কার্য্য-পটু-শালী ও বীর্য্যবান হও।

প্রসঙ্গ-ক্রমে, বাঙ্গালীর গুণের কথাও বলিব। [illegible] উন্নত, ভূভারতীয় সকল জাতিরই বুদ্ধিমান বলিয়া খুব বিশ্বাস। [illegible] নিকট চিরকাল এ গৌরব রাখিতে পারে।

[illegible] পূর্ব্বদিক দিয়া কালী নদী প্রবল-বেগে বহিতেছে। নদীর [illegible] পার্শ্বে পড়িয়াছিলাম—চক্ষে দেখিলাম; [illegible] সৌন্দর্য্যের সমাবেশ। নদীর প্রবল গর্জ্জন [illegible] নদীর গর্জ্জন এখনও যেন কর্ণ-কুহরে [illegible] কিছু দূরে ছিল—গর্জ্জনও তাদৃশ ছিল না। [illegible] বিকট, কিন্তু যতই যাই, ততই যেন দূরে [illegible] ভূগোল বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, [illegible] কালীর [illegible] নেপাল—স্বাধীন দেশ [illegible]

পাঠক হয়ত কল্পনায় ভাবিবেন, এ স্থানে আসিয়া [illegible] ভালবাসা—এমন কি, সংসারের [illegible] ভাবিবেন, বুঝি—এখানে বুঝি মানব নাই।

কোন কালে হয়ত এরূপ ছিল। ব্রিটিশ-পতাকা [illegible] উড্ডীন হয় নাই, তখন যে অনেক স্থান অতি দুর্গম— [illegible] তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞান মহাশয় ইংরাজের [illegible] কৌশল এখানেও তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে [illegible] আর [illegible] দূর নয়। এ স্থানে এই শেষ পোষ্ট [illegible] মাসের পথ। অবশিষ্ট সময় [illegible]

ভ্রমণ করিলে বুঝা যায়, সভ্যতা ও অসভ্যতায় পার্থক্য কি—মানুষ পশু হইতে উন্নত কিসে। কবিতা-তরঙ্গে গা ঢালিয়া দিয়া, অনেকে সাধু সজ্জন ভাব প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু বোধ হয়, উন্মত্ত ব্যতীত কেহ আর এখন গিরি গুহা তরু-তল আশ্রয় করিতে চাহে না; বা ঐরূপ করাকে পরম পুরুষার্থ বোধ করে না। আমাদের শাস্ত্রের এক অপূর্ব্ব শিক্ষা—কর্ম্ম,—এই কর্ম্ম করিয়া তবে নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা লাভ করিতে হয়। ইহা ভুলিবাই ভারতের এই দুর্দ্দশা।

পার্ব্বত্য লোকদিগের দুঃখ দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তাহাদের না আছে সুখ, না আছে ভোগ। কিন্তু বর্ত্তমান সভ্য জগতে অনেক সময়ে যাহা দুষ্প্রাপ্য, সেরূপ অনেক সদ্গুণ, যথা—আতিথেয়তা, হৃদয়বত্তা ইত্যাদি দেখিয়া সময়ে সময়ে মুগ্ধ হইয়াছি।

চরিত্র ও জাতীয় মহত্ত্ব হৃদয়ে রাখিয়া কি, বাহ্য সভ্যতা লাভ করা যায় না? অন্তরে ধর্ম্ম-বীর, বাহিরে কর্ম্ম-বীর, এরূপ কি হইবে না?—হে ভগবন্, এরূপ কি হইবে না? এই সকল চিন্তায় হৃদয় সময়ে সময়ে উদ্বেগ হইত।

এখানে একটি পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে আশ্রয় লইলাম। নাম লছ্মী দৎ—জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি এখানে প্রায় ২০।২৫টী ভুটিয়া বালককে হিন্দী শিখান; একটী বালিকাও তাহাদের সঙ্গে পড়ে। কুমায়ুনে গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত এইরূপ প্রায় ৪০০ স্কুল আছে, কোন স্থানে ২২টী ছাত্র সংগ্রহ করিতে পারিলেই গবর্ণমেণ্ট একটী পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া থাকেন, এই পণ্ডিতদিগের মাহিনা সচরাচর ৭ টাকা। এই সকল স্কুলে সচরাচর হিন্দি ভাষা, ও হিন্দি ভাষায় ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক শাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা হয়। যদি গ্রামের সকল বালক পড়ে, তাহা হইলে ছাত্র-সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু কুমায়ুনের ডেপুটী কমিশনার গোবিন্দ সাহেব-লি—ত স্কুলের রিপোর্টে দেখিলাম, Driving goats and carrying trade with Thibet are more in their line than reading and writing, অর্থাৎ 'বকরা চরান ও তিব্বতের সহিত বাণিজ্য করা, লেখাপড়া অপেক্ষা তাহাদের অধিক প্রিয়।' ছাত্রেরা বৃষ্টি না হইলে একটু ফাঁকা জায়গায় বসে। সকলে একটী একটী ছাগ সঙ্গে লইয়া

[illegible]

বিদেশীয় কার্য্য বিভাগ—ভারত বহির্ভূত-প্রদেশসমূহে প্রচারক প্রেরণ এবং তত্তৎপ্রদেশে স্থাপিত আশ্রম সকলের সহিত ভারতীয় আশ্রম সকলের ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতিবর্দ্ধন এবং নূতন নূতন আশ্রম সংস্থাপন।

মান্দ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রায় দুই বৎসর হইতে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। তিনি স্বীয় জীবন ও নিয়মিত বক্তৃতা দ্বারা মান্দ্রাজবাসিগণকে মোহিত করিয়াছেন। সেখানেও একটি শাখা-মঠ সংস্থাপিত হইয়াছে।

গত বৎসর মঠ হইতে স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য সন্ন্যাসিগণ যাইয়া দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। বৈদ্যনাথে, দিনাজপুরের দুইটি স্থানে, মুর্শিদাবাদ জেলার দুই স্থানে, দক্ষিণেশ্বরে ও কলিকাতার দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষের সময় তথা হইতে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগকে বস্ত্র, অন্ন ও ঔষধাদির দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছিল। অনেককে [illegible] প্রতিমাসে অত্যধিক পরিমাণে অর্থ-সাহায্য করিতেও হইত। এক্ষণে স্বামী অখণ্ডানন্দের অদম্য অধ্যবসায় প্রাণপণ যত্নে মুর্শিদাবাদে একটী অনাথ-আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। এখানে অনেকগুলি অনাথ বালক আশ্রয় পাইয়াছে এবং তাহারা উক্ত স্বামীজির যত্নে নানা বিষয়ে শিক্ষিত হইতেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহে মান্দ্রাজ হইতে ব্রহ্মবাদিন্ ও প্রবুদ্ধ-ভারত নামে দুইখানি ইংরাজী পত্র বাহির হইতেছিল। প্রথমোক্তটী পাক্ষিক ও দ্বিতীয়টী মাসিক। প্রথমটী বেদান্ত দার্শনিক আলোচনা-প্রধান এবং দ্বিতীয়টীর উদ্দেশ্য পৌরাণিক ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক গল্পের দ্বারায় বেদান্তের উচ্চ সত্য সকল সর্ব্বসাধারণে প্রচার।' কিছুদিন হইল, 'প্রবুদ্ধ ভারতের' সুযোগ্য সম্পাদক দেহ ত্যাগ করায়, স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছাক্রমে মঠস্থ স্বামী স্বরূপানন্দ হিমালয়স্থ আলমোড়া নগর হইতে উহা পরিচালন করিতেছেন। প্রথমোক্তটী এখনও সুদক্ষতার সহিত কর্ত্তব্য-সাধন করিয়া চলিয়াছেন।

এলাহাবাদে ব্রহ্মবাদিন্ ক্লব নামে একটী সভা বাবু শরচ্চন্দ্র মিত্র ও বাবু মন্মথনাথ গাঙ্গুলী, এই উভয়ের তত্ত্বাবধানে প্রায় এক বৎসর হইতে পরিচালিত হইতেছে। রামকৃষ্ণ-মিশনকে সাধ্যমতে সহায়তা করা এই সভার উদ্দেশ্য।

স্বামী অভেদানন্দ প্রায় দুই বৎসর হইতে আমেরিকায় [illegible] করিতেছেন। স্বামী [illegible] স্বামী সারদানন্দ [illegible] [illegible] নিকট, ১০৯ নং ইষ্ট ২২ স্ট্রীট ইউনাইটেড চ্যারিটিস বিল্ডিং [illegible] হলে, উক্ত স্বামীজি [illegible] করিতেছেন; বেদান্ত-বিষয়ে [illegible], যে সকল [illegible] মুদ্রাইবার জন্য ইনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন; বেদান্তের উদারভাব ক্রমশঃ আমেরিকার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের [illegible] উহার প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন নামে নানা প্রকার সভা গঠিত হইতেছে, তাহাদের সকলে যদিও বেদান্ত স্বীকার করে না, কিন্তু তাহাদের কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহারা স্বামীজিদের [illegible] সভার [illegible] স্বামীজিগণের [illegible], [illegible] করিতেছে।

স্বামী অভেদানন্দ প্রতি সপ্তাহে দুইটী করিয়া [illegible] দেন, একটী প্রতি রবিবার, বেলা ৮ টার সময় ও [illegible] প্রতি [illegible] ৩ টার সময়, আর প্রতি [illegible] ১১ টার সময় [illegible] শিক্ষা দেন।

ইংলণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের [illegible] করিতেছেন।

হইবে। ঈশ্বর পাদি নাম অশ্রেষ্ঠ ও অকল্যাণদায়ক হইলে অন্য নামও এরূপ হইবে। পরমাত্মার সমুদয় নাম সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিয়া লইবে। শিব বা ঈশ্বর নাম যদি শ্রেষ্ঠ বা কল্যাণকর হয়, তাহা হইলে গড্‌, আল্লাহ প্রভৃতি নামও শ্রেষ্ঠ, কল্যাণকর হইবে। গড্‌, আল্লাহ প্রভৃতি নাম অশ্রেষ্ঠ, অকল্যাণকর হইলে, শিব ও ঈশ্বর নামও অশ্রেষ্ঠ, অকল্যাণকর হইবে।

এই সকল কল্পিত নাম সম্বন্ধে বুঝা উচিত যে, পিতা পুত্রের নাম রাখেন। কারণ, পিতা পুত্রের অগ্রবর্ত্তী। পুত্র পিতার নাম রাখিতে পারে না, কারণ, পুত্র পিতার পরবর্ত্তী; যাঁহার নাম ঈশ্বর, ব্রহ্ম, গড্‌, খোদা, প্রভৃতি, তিনি অদ্বিতীয়, অনাদি বিরাজমান রহিয়াছেন। তবে তিনি ছাড়া কে ছিল যে, তাঁহার ব্রহ্ম, ঈশ্বর, গড্‌, আল্লাহ প্রভৃতি নাম রাখিয়া কোন নামের শ্রেষ্ঠত্ব ও কোন নামের নিকৃষ্টত্ব স্থাপনা করিয়াছে?

তবে এ সকল নাম কে কল্পনা করিয়াছে? পরমাত্মার প্রিয় ভক্তগণ। তাঁহার পুত্ররূপী জীবাত্মা, তাঁহারা জগতের কল্যাণার্থে নানা নাম কল্পনা করিয়া সংসারকে জানাইয়া গিয়াছেন যে, সেই নাম ধরিয়া শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্ব্বক ডাকিলে, তিনি দয়াময়, দয়া করিয়া অন্তর হইতে জ্ঞান প্রকাশ করিয়া মুক্তিস্বরূপ পরমাত্মাকে আনন্দরূপ রাখিবেন, এবং ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করাইবেন। কিন্তু মানুষ এতদূর নিমকহারাম যে, এই জগৎ পিতা জগৎ মাতা, জগৎগুরু, জগতের আত্মা, পরমাত্মা যিনি সর্ব্বকালে নিরাকার সাকার, প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ থাকিয়া সকলকে সুখ প্রদান করিতেছেন, যাহাতে জীব সর্ব্বকালে পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারে, তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক জানিতে বা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে ইচ্ছা করে না। কুকুর, ঘোড়া প্রভৃতি পশুগণ আপন মনীব ও মঙ্গলকারীকে চিনে ও প্রীতি করে। কিন্তু মানুষ নিমকহারাম, জগতের মঙ্গলকারী মাতা পিতা, ঈশ্বর বিরাট্ জ্যোতিঃস্বরূপকে জানিতে চেষ্টা করা দূরে থাকুক, বরং নিন্দা করে।

অতএব হে মনুষ্যগণ, তোমাদের ন্যায় নিমকহারাম আর কোথায় আছে? তোমরা আপন আপন অভিমান ও সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া, সকলে তাঁহাকে সকল অবস্থায় দয়া কর এবং জগতের মাতা পিতা পরমাত্মার শরণাগত হও, তিনি সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

শ্রীপরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী, মনোহর পুকুর, ঢাকুরিয়া পোঃ, কলিকাতা।

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১৫ই ফাল্গুন। [৪র্থ সংখ্যা।

সারদানন্দ স্বামীর

বক্তৃতার সারাংশ।

(রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত—রবিবার ৭ই আগষ্ট, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।)

এই সভাতে বেদাদি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইবে, তাহা কথোপকথনচ্ছলে বলিব, কারণ, বক্তৃতার আকারে বলা হইলে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে দূরত্ব অনুভূত হইতে পারে। আমরা সকলে একসঙ্গে ধর্মশিক্ষা করিতে একত্রিত হইয়াছি পরস্পরের সন্দেহ-সকল ভাঙ্গিয়া বিচারপূর্ব্বক মীমাংসা করিয়া সত্যলাভ করিব এই উদ্দেশ্য। কোন মহাপুরুষের ধর্মজীবন প্রত্যক্ষ দেখিলে, বেদোক্ত ধর্ম্ম সহজে উপলব্ধি হয়, সেই জন্য অন্যান্য মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে—যাঁহাকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি—এই সকল ধর্ম কিরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে বলিব। প্রথমে আমি বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে কিছু পাঠ করিতে চাই—

এক সময়ে মিথিলার রাজা জনকবিদেহ এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন এই মিথিলা-রাজবংশের কোন রাজা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাতে তাঁহাদের বংশের উপাধি—বিদেহ হইয়াছিল। এই যজ্ঞে অনেক বেদজ্ঞ

ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। রাজা জনক এক সহস্র গাভী দক্ষিণা দিলেন, সমস্ত করিয়া তাহাদের শিং স্বর্ণদ্বারা মুড়াইয়া দিয়া বলিলেন, আপনাদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই এই গাভী গ্রহণ করুন। কেহই অগ্রসর হইলেন না। অবশেষে, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি স্বীয় শিষ্যদিগকে বলিলেন, তোমরা এই গাভী সকল গ্রহণ কর। ইহা শুনিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, ইনি আমাদের অপেক্ষা কিসে শ্রেষ্ঠ, তাহা বিচার করা যাউক; আমাদের অপেক্ষা যদি ইনি কিছু অধিক জানেন, তাহা হইলে ইহাঁকে গাভী দেওয়া যাইবে। এইরূপ স্থির হইলে গার্গী নাম্নী একটী স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। নানা-বিষয়ের উত্তর করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে নিরস্ত হইতে বলিলেন ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সহিত বিচার করিলেন। অবশেষে গার্গী আবার বলিলেন, আমি আর দুইটি প্রশ্ন করিতে চাই, যদি যাজ্ঞবল্ক্য তাহার উত্তর দিতে পারেন, তাহা হইলে, বুঝিব, ইহাঁকে কেহ পরাস্ত করিতে পারিবে না। ১ম, কাহার দ্বারা এই সমস্ত বস্তু ব্যাপ্ত হইয়া আছে এবং ২য়, তিনি কে? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলে গার্গী বলিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ, আপনারা ইহাঁকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না, কারণ, ইনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, অতএব, ইহাঁর জানিবার আর কিছু আবশ্যক নাই।

এখন আমাদের বক্তব্য, বেদ কাহাকে বলে? বেদ অর্থে জ্ঞান, যে জ্ঞান লাভ হইলে, আর সমস্ত জানিতে পারা যায়; যেমন, মৃত্তিকা কি, জানিলে মৃত্তিকার বিকার, ঘটা, খুরি ইত্যাদি সমস্তই জানিতে পারা যায়, সেইরূপ যে বস্তুকে জানিতে পারিলে এই সৃষ্টির সমস্তই জানিতে পারা যায়, আর কিছু জানি-বার বাকি থাকে না, বেদ সেই জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভের অধিকারী কে? বেদের অধিকারী কে? শাস্ত্রে কেবল দ্বিজগণকেই অধিকারী নির্দেশ করিয়া-ছেন; গীতা ও মহাভারতে এই দ্বিজত্ব গুণ-গত এবং জাতিগত এই উভয় প্রকার বর্ণনা করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি এইরূপই নির্দেশ করিয়াছেন, কারণ, পিতার গুণ সহজে পুত্রে ক্রমিত হয়, এইজন্য গুণ জাতিগত হইয়া পড়ে, কিন্তু আরও প্রাচীন কালে ইহা কেবল গুণগত ছিল বলিয়া বোধ হয়। সত্যকাম

জাবালির উপাখ্যান ইহার প্রমাণ। সত্যকাম বেদপাঠের নিমিত্ত উপস্থিত হইলে, তাঁহার গুরু তাঁহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করেন, সত্যকাম পিতার নাম বলিতে পারিলেন না। তিনি মাতার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করাতে, মাতা বলিলেন, তিনি অনেকবার অনেকের দাসী ছিলেন, তিনি কাহার ঔরসজাত, তাহা জানেন না। সত্যকাম গুরুকে আসিয়া তাহাই বলিলেন। গুরু বলিলেন, তোমাতে ব্রাহ্মণের লক্ষণ দেখিতেছি, তোমাকে আমি বেদপাঠ করাইব। ইহা বলিয়া তাঁহার উপবীত প্রদান করিয়া বেদাধ্যয়ন করাইলেন। এই সত্যকাম পরে এক জন প্রবীণ আচার্য্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মণত্ব কেবল জাতিগত হইয়া পড়িয়াছে। গুণ থাক, আর নাই থাক, ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ হইবে, কিন্তু বৈদিক সময়ে গুণের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্বের নির্দেশ হইত। এই শাস্ত্র দৃষ্টে আমরা বেদের অধিকারী ব্রাহ্মণত্ব-গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিকে স্থির করিব। যাঁহাতে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, তিনিই বেদ-পাঠে অধিকারী। আরও বেদমধ্যে দেখা যায় যে, সকলকে উপদেশ দিতে ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্রমতে এই বেদ অনাদি, ইহা জ্ঞানরূপে ঈশ্বরের সহিত অনাদি-কাল স্থিত, যখন এই জ্ঞান, বেদোক্ত বিশেষতঃ উপনিষ-দোক্ত জ্ঞান কাহার অন্তরে প্রকাশিত হয়, তখন তিনি ইহার আবিষ্কারক ঋষি বলিয়া বর্ণিত হন। সকল বেদ-মন্ত্রের ঋষি, দেবতা আছেন। যে বিষয়ের জ্ঞান আবির্ভূত হয়, তাহাকে দেবতা বলা হয় এবং যাঁহাতে ইহা আবির্ভূত হন, তাঁহাকে ঋষি বলে।

বেদ দুই ভাগে বিভক্ত,—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড। মহর্ষি জৈমিনি এই কর্ম্মকাণ্ড-মীমাংসায় বলিয়াছেন, 'অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা', অর্থাৎ ইহার পর ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। কাহার পর? নিয়ম-পূর্ব্বক বেদাধ্যয়নাদি করিয়া তাহার পর ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা করিবে। ইহাতেও বেদাধ্যায়, সত্যবাদিতা প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু, ইহাতে সত্যের জন্য সত্যকথন না হইয়া স্বর্গাদি বা অন্য কোন বাসনায় কৃত হইয়া থাকে। ইহাতে সকল কার্য্যেই সকাম। বর্ত্তমান মীমাংসাবাদী কর্ম্মবাদী, যাহা

কিছু করা যায় তাহাই কর্ম (any thing done)—এরূপ বুঝিলে ভুল হইবে। ২য়, বেদের বিভাগ, জ্ঞান-কাণ্ড—পাশ্চাত্যদার্শনিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, আমাদের আপেক্ষিক জ্ঞানের বাহিরে এক অপরোক্ষ জ্ঞান আছে, জ্ঞেয়ের বাহিরে এক অজ্ঞাত আছে, কিন্তু ইহা আমাদের বুঝিবার বা জানিবার যো নাই। বেদান্তও বলেন, এই জ্ঞান আমাদের বাক্য-মনের অগোচর; কিন্তু ইহা অপরিচ্ছিন্ন হইলেও আমরা ইহা লাভ করিতে পারি, ইহার সহিত একীভূত হইতে পারি। ব্যাস-সূত্র, যাহাতে জ্ঞান কাণ্ডের বা উপনিষদের শ্লোক-সকলের তাৎপর্য্য সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে এবং উপনিষদের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব নাই, সমগ্র উপনিষদ একই ভাব প্রকাশ করিতেছে, ইহাই মীমাংসা করিয়াছেন, জৈমিনি-দর্শনের ন্যায় 'অথাতো' বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। এই 'অথ' দুই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। এক মঙ্গল-বাচক শব্দ বলিয়া কিম্বা অনন্তর অর্থে। কাহার অনন্তর? কর্ম-কাণ্ডের অনন্তর হইতে পারে না, কারণ, কর্ম হইতে কখন জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না, কর্ম কর্ম্মেরই উৎপাদক। আচার্য্য শঙ্কর ইহার অর্থ—সাধন-চতুষ্টয়ের অনন্তর ব্যাখ্যা করেন।

এই সাধন-চতুষ্টয় কি? ১ম, নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক; জ্ঞান-বিচারদ্বারা কি নিত্য, কি অনিত্য, স্থির করিতে হইবে। অনেকে জ্ঞানকে অতিহেয় করিয়া থাকেন। সত্য বটে, জ্ঞান-বিচার সেই নিত্য বস্তুকে দিতে পারে না, তাহা বলিয়া ইহার যে কোন কার্য্য-কারিতা নাই, তাহা বলা মহাভ্রম। এই জ্ঞান-বিচারদ্বারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা জানিয়াছেন, এক অজ্ঞেয় বস্তু (Unknown) আছেন। যখন তিনি আছেন, ইহা জানিতে পারিয়াছেন, তখন তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে অধিক বিলম্ব নাই। ২য়,—ইহামুত্রফলভোগবিরাগ—অর্থ, ইহলোকের সুখ কি পরলোকের স্বর্গাদি-সুখ উভয়েতে বৈরাগ্য আবশ্যক। ৩য়,—শমদমাদিষট্‌সম্পত্তি—শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান, এই ছয় পদার্থ। (১) শম—অন্তরিন্দ্রিয়ের দমন। মনে কতরূপ কামনার উদয় হইতেছে, কতরূপ চাঞ্চল্য হইতেছে, এই সমস্ত দমন করা। ব্রহ্মচর্য্য প্রধান সাধন, যাহার ইহা নাই, তাঁহার সমস্তশক্তি ব্যয় হইয়া যায়। মন অনন্ত

শক্তির আধার, সংযমের দ্বারা এই শক্তি ক্রমে বিকাশিত হইতে থাকে। আমাদের ভিতর অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, এই শক্তি বিকাশিত করিলে আমরা সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারি। অবতারাদি ইহাই দেখাইয়া গিয়াছেন যে, আমরাও ইচ্ছা করিলে ও চেষ্টা করিলে সেই পথ অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের ন্যায় শক্তি-সম্পন্ন হইতে পারি। যদি তাহা না পারিব, তবে অবতারের আসিবার প্রয়োজন কি? অবতারাদি আমাদের কি করিতে হইবে এবং কিরূপে করিতে হইবে, ইহাই নিজ নিজ জীবনে দেখাইয়া যান। তাঁহারা এক আদর্শ দেখাইয়া যান, যাহাতে আমরা সকলে সেই আদর্শের অনুরূপ হইতে পারি। অনেকে মনে করেন, বিবাহাদি হইলে, গৃহস্থ হইলে, ইন্দ্রিয় সংযম করা অসম্ভব। ইহা অত্যন্ত ভুল। ইচ্ছা থাকিলে গৃহস্থ ও ইন্দ্রিয় সংযম করিতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, মনমুখ এক করিলে সব হয়। মনমুখ এক কর দেখি, ইহা নিশ্চয়ই হইবে। আমার একজন বন্ধু, তিনি ইঞ্জিনিয়ার। তিনি পূর্ব্বে কোনরূপ নূতন উদ্ভাবনা করিতে পারিতেন না। যাহা পড়িয়াছেন, তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতেন। তিনি ৪ বৎসর স্ত্রীর সহিত শারীরিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তাহার ফলে সম্প্রতি একজন বিখ্যাত যন্ত্রাবিষ্কারক হইয়াছেন। তিনি আমাকে লিখিয়াছেন যে, এখন কোন বিষয়ের চিন্তা করিতে গেলে, সেই বিষয়ের একখানি ছবি যেন তাঁহার মনের সম্মুখে বিস্তারিত হয়, তিনি তাহাতে সমস্তই দেখিতে পান। ব্রহ্মচর্য্য না থাকার জন্য আমাদের এত দুর্দ্দশা হইয়াছে। (২) দম, বহিরিন্দ্রিয়ের দমন, হস্তাদি ও চক্ষু প্রভৃতিকে মনের বশে আনয়ন করিতে হইবে। (৩) তিতিক্ষা, অর্থ—সহ্য করা। সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ, কতক পরিমাণে সহ্য করা। (৪) উপরতি অর্থাৎ রূপরসাদি-বিশিষ্ট বাহিরের বস্তু হইতে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা মনকে ভিতরে আনয়নকরা। (৫) শ্রদ্ধা অর্থ,—বেদশাস্ত্র ও গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস। (৬) সমাধান, ঈশ্বর-বিষয়ে মনের একাগ্রতা। ৪র্থ—মুমুক্ষুতা।—এই সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হইলে জ্ঞান-কাণ্ডে অধিকার জন্মে। আমরা জানিয়াছি, কর্ম্ম-কাণ্ডেও পরোপকার, সত্য-কথন প্রভৃতির অত্যন্ত আবশ্যকতা আছে, বেদের কর্ম্ম কাণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত। ১ম, মন্ত্রভাগ—ইহাতে দেবতা

সম্বন্ধে স্তবাদি পাঠ আছে এবং ২য়, ব্রাহ্মণ-ভাগে যাগযজ্ঞাদি করিবার নিয়মাদি কথিত হইয়াছে।

শ্রীরামানুজ-চরিত।

(স্বামীরামকৃষ্ণানন্দ-লিখিত।)

প্রথম অধ্যায়—উপক্রমণিকা।

অস্মদ্দেশে ভগবান্ শ্রীরামানুজ-সম্বন্ধে অনেকেই অনভিজ্ঞ। তাহার কারণ, উক্ত মহাত্মার মতাবলম্বিগণ এদেশে অতি বিরল। যাঁহারা শ্রীরামানুজের পদানুবর্ত্তী, তাঁহারা শ্রীসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জনসমাজে পরিচিত। দাক্ষিণাত্যে উঁহাদের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান্। শ্রীরামানুজ কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া কি ধর্ম্ম-মত প্রচার করিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে উক্ত মতের প্রচার ছিল কিনা, তাঁহার প্রবর্ত্তিত পথাবলম্বিগণকে শ্রীসম্প্রদায়ী বলা হয় কেন, ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত মতের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য আছে কিনা, এ সমুদয় তত্ত্ব এদেশে অতি অল্পলোকেই অবগত আছেন। কিন্তু নির্ব্বাণোন্মুখ বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীর জড়-বাদ, দেহাত্মবাদ, বা নাস্তিক-বাদ ভেদ করিয়া, স্বভাবতঃ মৎস্য-মাংস-প্রিয়, জীবহিংসা-নিরত, দেহের পুষ্টি ও তুষ্টি-সাধনে নিরন্তর যত্নশীল, অতএব শিব-বিষ্ণু-ব্রহ্মেশ্বর প্রভৃতির উপাসক হইলেও, প্রকৃতপক্ষে, চার্ব্বাকমতাবলম্বিসমূহের দ্বারা সম্যক্ পরিবেষ্টিত হইলেও, যাঁহার পদানুবর্ত্তী ভক্তবৃন্দ অদ্যাবধি জীবহিংসাকে মহা দুষ্কর্ম্ম বলিয়া জানেন, প্রাণ-প্রিয় প্রাণিবর্গের প্রাণ-নাশ করিয়া নিজ প্রাণের পালন ও পোষণ করাকে যাঁহার ভক্তেরা রাক্ষসী-বৃত্তি বলিয়া, তদনুষ্ঠানকারীর সংসর্গকেও সভয়ে পরিত্যাগ করেন, যাঁহার মহান্, সর্ব্ব-প্রাণি-হিত-চিকীর্ষু হৃদয়ের পবিত্র প্রতিবিম্ব স্বার্থপর, অজ্ঞতমসাচ্ছন্ন, দৈহিকপরায়ণ মানবমণ্ডলীর মধ্যে ও ভক্ত-বৃন্দের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া

"স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎপাতকং মহৎ॥"

এই আর্য হৃদয়োচ্ছ্বাসের অদ্যাবধি জীবন্ত প্রমাণ-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, যাঁহার সুগভীর ন্যায়সঙ্গত যুক্তি-জাল, অপরিমিতধীশক্তি-সম্পন্ন ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অকাট্য-যুক্তিপূর্ণ অদ্বৈত মতেরও ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বিরাজ করিতেছে, যাঁহার প্রেমপূর্ণ হৃদয় আব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্য্যন্ত সকল প্রাণিবর্গেরই আশ্রয়স্বরূপ, যাঁহাকে ভক্তেরা রাঘবানুজ ভক্তবীর লক্ষ্মণের দ্বিতীয় মূর্ত্তি বলিয়া পূজা করেন, সেই মহানুভবের জীবনলীলা, ও অনর্ঘসিদ্ধান্তমঞ্জরী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকা কি অতি অদূর-দৃষ্টির কথা নহে? যদি তাহা হয়, তাহা কি হেয় ও পরিত্যাজ্য নহে?

মহানুভবগণের জীবন সর্ব্বদাই পরার্থে উৎসর্গীকৃত হয়। তাঁহারা স্বীয় প্রয়োজন সাধনের জন্য ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করেন না। তাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদাই দীন, দরিদ্র, অসহায় জীবমণ্ডলীর দুঃখনাশ-চিন্তায় পরিপূর্ণ। এই জন্যই ইহাঁদের জীবনেতিহাসের সম্যক্ আলোচনা নিরতিশয় লাভ-জনক। সমগ্র জীবমণ্ডলীর শুভ-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া, তাঁহারা শুভপ্রাপ্তির যে সকল উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা জানা থাকিলে, ও তদনুবর্ত্তী হইলে, ইহ জগতে পরম সুখে জীবন যাপন করিতে পারা যায়, এবং পর জগতের পথও নকণ্টক ও নিরুপদ্রব হইয়া গিয়া পরিশেষে অতুল স্বর্গসুখ বা মোক্ষসুখ প্রসব করে। সুতরাং, এই ঐহিক ও পারলৌকিক শুভপ্রদ মহানুভবগণের চরিতামৃত পান করা বুদ্ধিমান মাত্রেরই যে নিরতিশয় কর্ত্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য। মহামহিম, বিশাল-হৃদয় রামানুজ মহানুভবগণের মধ্যে একজন অগ্রণী। তাঁহার প্রদর্শিত মার্গ সত্ত্বগুণের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং রজঃ ও তমঃ-প্রধান মার্গ-সমূহের ন্যায় অস্থির ও ক্ষণ-স্থায়ী নয় বলিয়া তাহা শাশ্বত ফল প্রসব করে। যদি কেহ নিত্য পরমানন্দের ভাগী হইতে চাও, ভগবান্ শ্রীরামানুজের ন্যায় মহানুভবগণের পদানুসরণ কর। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অস্মদ্দেশে শ্রীরামানুজ চরিত্র-সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকই

অনভিজ্ঞ। এরূপ অনভিজ্ঞতা যে সাতিশয় ক্ষতিজনক, তাহাও ইতিপূর্ব্বে দেখাইলাম। অতএব উক্ত ক্ষতি পূরণের জন্য আমরা পাঠকবর্গকে এই অমূল্য-নিধি উপহার দিতে মনস্থ করিয়াছি। উক্ত মহাত্মা-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পথ ধনী, নির্ধনী, পণ্ডিত, মূর্খ, উচ্চ, নীচ প্রভৃতি সকলের পক্ষেই সুগম ও পরম লাভজনক।

আর একটি কথা। দুরূহ ও দুরধিগম্য উপদেশ-রাজি কণ্ঠস্থ করা অপেক্ষা মহাপুরুষগণের জীবন-পাঠে অধিক লাভ আছে। তাহার কারণ এই যে, নিরবয়ব, সুতরাং দুর্গ্রাহ্য উপদেশগুলি সাধুজীবনে সাবয়ব হইয়া প্রকাশ পাওয়ায়, সাতিশয় সহজ-গ্রাহ্য হইয়া থাকে এবং সাধারণ মানবমণ্ডলীর পক্ষে সুখানুকরণীয় হওয়ায়, তাঁহারা অজ্ঞাতসারে তত্তাবতের অনুসরণ করিয়া সাধুতার পথে অগ্রসর হয়েন, এবং জীবভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে দেবত্ব আশ্রয় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। বাল্য-কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, সত্যকথা কহা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু যে দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই সত্যের অপলাপ দেখিয়া পরিশেষে এরূপ ধারণা হয় যে, সত্যবাক্য প্রয়োগের কর্ত্তব্যতা, কেবল অনুশাসন গ্রন্থেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। কার্য্য-কালে শুদ্ধ সত্য বাক্য প্রয়োগ করা একান্ত অ-সম্ভব। যদি ইহ-জগতে সত্য-মূর্ত্তি মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে মানব-হৃদয়ে উক্ত ধারণা "অচল-অটল-সুমেরুবৎ" বদ্ধমূল হইয়া থাকিত। কিন্তু সর্ব্বজন-পিতা, সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরমেশ্বর স্বীয় সন্তান-বর্গের উপর অসীম স্নেহ সংস্থাপন করিয়া, মধ্যে মধ্যে তাহাদের ধর্ম্মগ্লানি নাশ করিবার জন্য সাধু-বিগ্রহ ধারণ-পূর্ব্বক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন; তাহাতেই মানবগণ সাধুতার পথে অগ্রসর হইয়া ঐহিক ও পারলৌকিক শুভফল লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। সুতরাং, এরূপ সাধুজীবনের অনুশীলন করা যে একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা আর পাঠক-বর্গকে অধিক বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

(ক্রমশঃ।)

মনস্তত্ত্ব।

মনের বহির্ম্মুখা বৃত্তি স্বতঃই নিরতিশয় প্রবলা। মানব প্রথমেই বহির্জ্জগতের বৈচিত্র্য ও কার্য্য-কলাপে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। মনের এ অবস্থায় দ্রষ্টা, দৃশ্যের নিকট আত্ম-বিক্রয় করিয়া প্রথমেই কাব্য-যুগের অভ্যুদয় করিয়া দেয়। বহির্জ্জগতের অন্বেষণ শেষ হইলে মন ক্রমে অন্তর্ম্মুখী হইতে থাকে। এ অবস্থাতেই অন্তর্জ্জগতের অন্বেষণ আরম্ভ হয়। তখনই মন কি, বুদ্ধি কি, ঈশ্বর কি ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসায় জীবের ঐকান্তিক ইচ্ছা হয়। মনের এই অন্তর্ম্মুখী বৃত্তির উপক্রম হইতেই দর্শন-যুগের আরম্ভ হয়। মনোবিজ্ঞান (Psychology) দর্শন, (Philosophy) ও ধর্ম্ম (Theology) এই দর্শন-যুগের প্রধান বিদ্যা। ইংরাজি মতে মনের বহির্দৃষ্টি অব্জেক্টিভ্ (Objective) ও অন্তর্দৃষ্টি সব্জেক্টিভ্ (Subjective.)

মন যখন বহির্জ্জগৎ উপেক্ষা করিয়া অন্তর্জ্জগতে প্রবেশ করে, তখন প্রথমতঃই "মন কি?" এবিষয়ের প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। আমরা এ প্রবন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে এ প্রশ্নের মীমাংসা লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমান যুগের প্রথম পাশ্চাত্য দার্শনিক ডেকার্ট (Descartes) বলেন, "Mind is a self-knowing principle." যে নিজকে নিজে জানে, তাহার নাম মন। এরূপ সংজ্ঞা দ্বারা কিছুই বোধগম্য হইতে পারেনা। মন যদি নিজেকে নিজে জানেন, তবে তিনিই দ্রষ্টা ও তিনিই দৃশ্য হইয়া পড়িতেছেন। এক পদার্থ দ্রষ্টা (Subject) ও দৃশ্য (Object) কিরূপে হইতে পারে? যাহা দ্বারা জানা যায়, সেই করণই মন বলিয়া, সার উইলিয়ম হ্যামিল্টন বলিতেছেন, জ্ঞানের প্রত্যেক ক্রিয়ায় মনই প্রধান সহকারী কারণ। (The mind itself is the universal and principal concurrent cause in every act of knowldge.) মনস্তত্ত্ববিদ্ হ্যামিলটনের সংজ্ঞা সমধিক পরিস্ফুট। তিনি বলিয়াছেন, মনের কার্য্য দেখিয়াই মনের সংজ্ঞা কল্পিত হয়। নতুবা অন্যরূপে 'মন কি',

তাহা বুঝাইতে পারা যায় না। সেই জন্যই তিনি বলিয়াছেন, মনের কার্য্য দেখিয়াই মনের সংজ্ঞা হইতে পারে। (Mind can be defined only from its manifestations.) হ্যামিলটন আরও বলেন, জাগ্রত অবস্থাই মন; জড়ের সহিত বিস্তৃত গুণের যে সম্বন্ধ, মনের সহিত জাগ্রত অবস্থার সেই সম্বন্ধ। (Consciousness is, in fact, to the mind, what extension is to matter or body.) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেহ বলেন, মন দেহাদির গুণ বা ধর্ম, স্বতন্ত্র পদার্থ নহে; শুক্র শোণিতের রাসায়নিক ক্রিয়োৎপন্ন; ইঁহারা প্রায় ভারতীয় চার্ব্বাক-মতবাদিগণের ন্যায়। এরিষ্টট্‌ল্ (Aristotle) যাহাকে র্‍যাশন্যাল (Rational) বা এনিম্যাল সোল (Animal soul) বলিতেন, তদ্দ্বারা মনকেই উপলক্ষ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য দর্শন-মতে, অনেকস্থলে, Soul কে (আত্মাকে) Mind (মন) বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। আবার মনকেও পক্ষান্তরে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

পাশ্চাত্য কোন কোন পণ্ডিত আবার মন ও দেহ এ উভয়ের একটিকে অস্বীকার করিয়া একত্ববাদী হইয়াছেন। কেহ মনোবাদী হইয়া আইডিয়ালিষ্ট (Idealist) নামে আখ্যাত হইয়াছেন; কেহ জড়বাদী হইয়া রিয়ালিষ্ট (Realist) নাম ধারণ করিয়াছেন। যাঁহারা মন ও দেহকে দুই স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাও আবার চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ডেকার্ট, ডিলাফোর্জ ও মেলব্রান্স প্রভৃতি দ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ বলেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মন ও শরীরের কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। উহারা উভয়েই নিষ্ক্রিয়। এই মতকে ডক্‌ট্রিন অব অকেশনাল কজেস (Doctrine of Occasional causes) বলে। লেবনিজ ও উলফ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, মন ও শরীরের ক্রিয়া সম্পূর্ণ পৃথক করিয়াই ঈশ্বর উভয়কেই সৃষ্টি করিয়াছেন। উহারা অন্যোন্যাশ্রয়ী নহে। কিন্তু দুইটী সমান ঘড়ির মত উভয়ের একরূপ ক্রিয়া হইতেছে। শরীর ও মনের এই অন্যোন্য-কার্য্যকারিতা সৃষ্টিকাল হইতে ঈশ্বরই বিধান করিয়া দিয়াছেন। এই মতকে ডক্‌ট্রিন্ অব প্রি-এষ্টাব্লিশ্‌ড হারমনি (Doctrine of Pre-established harmony) কহে। কাডওয়ার্থ,

লেকলার্ক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, কোন [illegible] শরীরের সংযোগ করিয়া দিয়াছে। এই মতকে ডক্‌ট্রিন [illegible] (Doctrine of Plastic Medium) কহে। [illegible] পণ্ডিতগণ বলেন যে, [illegible] হয়। মন যেন ঠিক [illegible] এই মতকে ডক্‌ট্রিন অব্ ফিজিক্যাল ইন্‌ফ্লুয়েন্স (Doctrine of Physical Influence) বলে।

জার্ম্মেণ দার্শনিক ক্যাণ্ট মনের কার্য্যকে তিন বিভাগে [illegible], যথা, জ্ঞান, (Knowledge) অনুভব (Feeling) ও ইচ্ছা [illegible] (Willing) [illegible] ইনি বলেন, এই তিনের সমষ্টি মন। জ্ঞান, [illegible] সকলেই অন্যোন্যাপেক্ষী। [illegible] আলোচনা, উপরিউক্ত [illegible] বিকাশ-প্রতিপাদন এবং [illegible] শরীরবিদ্যায় পর্য্যাপ্তি [illegible] বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানবিদ্ [illegible] ভেদ আছে। জর্ম্মাণ [illegible] র্থন করিয়াছেন। ইঁহারা [illegible] (feeling) [illegible] স্ফূর্ত্তি, সরলতা ও নির্ভীকতা [illegible] বিকাশ অত্যন্তই দৃষ্ট হয়। [illegible] অনুভবের মূলেও অজ্ঞান জ্ঞান [illegible] তাহা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কেহ বলেন, মস্তিষ্কই মনের আধার বা মস্তিষ্কই মন [illegible] হইলে প্রস্রাবের সহিত মস্তিষ্কের অংশ বিগলিত হইতে [illegible] বয়সের সঙ্গে যখন [illegible]

হয়। তখন ক্রমেই জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির সমধিক স্ফুরণ হইয়া থাকে। পৌনঃপুনিক অনুভবই জ্ঞানের অনন্য কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। তবে দেশ, কাল, পাত্র, শিক্ষা এবং পৈত্রিক সংস্কারাদিও মনের গঠনে বিস্তর সাহায্য করে। ইঁহারা বলেন, বহির্জগৎ ইন্দ্রিয়-পঞ্চকের সংস্পর্শ মাত্রই ধমন্যাদির পরিস্পন্দন দ্বারা মস্তিকে নীত হয়, তৎপরে বস্তুজ্ঞান জন্মে। মস্তিষ্কই দেহ-রাজ্যের রাজধানী এবং মস্তিষ্ক-ক্ষয়ে জ্ঞানক্ষয়। কিন্তু, এস্থলে জিজ্ঞাসা এই যে, মস্তিষ্ক জড় পদার্থ হইয়া জ্ঞান, অনুভব ও ক্রিয়া কিরূপে উৎপাদন করিতে পারে? শৈশব ও অসভ্য-জীবন একরূপ। এজন্য, শৈশব ও অসভ্য সমাজে ক্রম বিকাশ-বাদী পণ্ডিত-গণের মতে অনুভব-শক্তি প্রধান। বেদুইনেরা এই ঘোর সাহসী, এই আবার কাপুরুষ। পেলগেভ সাহেব বলেন, আফ্রিকার আদিম অধিবাসি-গণ আধ পয়সার জন্য এখনি একজনকে হত্যা করিয়া পর মুহূর্তেই অন্যজনকে দশ টাকা দান করিবে। মনের অনুভব-শক্তি ইন্দ্রিয়াদিপথে পরিচালিত, এজন্য অসভ্য ও শিশুর অনুভবশক্তি প্রবল। নেটালের অধিবাসিগণের ঘ্রাণ-শক্তি এত প্রবল যে, কুকুরের ন্যায় তাঁহারা মৃগানুসরণ করিতে পারে। বুসমান জাতি দূর দর্শনে দূরবীক্ষণ স্বরূপ। সুতরাং পাশ্চাত্য মতে আমরা দেখিতে পাইলাম, অনুভব-শক্তিই মনের প্রথম স্ফুরণাবস্থা। দ্বিতীয়াবস্থা জ্ঞান ও তৃতীয়াবস্থা কর্ম।

বস্তুতঃ, পাশ্চাত্য মত যে ভ্রম, তাহা বলিবার উপায় নাই। 'মন কি,' যদিও তাঁহারা এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন নাই, যদিও বস্তু-জ্ঞানের ক্রম পদ্ধতি-প্রকাশে তাঁহারা সাংখ্যের ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী হইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহাদের পরীক্ষার ফল (Result) যে একান্ত সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুভবের পরে জ্ঞান, জ্ঞানের পর কর্ম, একথা উচ্চ-দর্শনানুমোদিত।

কণাদোক্ত নব দ্রব্যের মধ্যে মন নামক পদার্থের উল্লেখ আছে। ইঁহারা আত্মাকে মন হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। চক্ষুরাদি যেমন বহিঃকরণ বা বাহ্য-কার্য্য-সহায়, মন তেমনি অন্তঃকার্য্য-সম্পাদক যন্ত্র-বিশেষ, এইজন্য মনকে অন্তঃকরণ কহে। ইহাই সুখদুঃখাদি সাক্ষাৎকারের হেতু। কণাদ বলেন, মনের আটটী গুণ আছে, যথা, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব

অপরত্ব ও বেগ। মন নিত্য নহে, তবে প্রলয় বা মোক্ষের পূর্ব পর্য্যন্ত স্থায়ী বলিয়া মন প্রায় নিত্যের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়। বৈশেষিক-মতে মন জড়, কিন্তু আত্মার যোগে সে বুদ্ধি-নামক চৈতন্য পদার্থ উৎপন্ন করে। এই আত্মা ও মনের সংযোগ ধ্বংস হইলেই চৈতন্যের লোপ বা মোক্ষ হয়। গৌতমও মনকে জড় পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইনিও মন এবং আত্মাকে ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ন্যায় মতে আত্মা অনাদি-নিধন, কিন্তু মন উৎপন্ন, প্রধ্বংসী। গৌতম মানস জ্ঞানকেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু গৌতম জ্ঞানকে জড় মনের গুণ বলিয়া আত্মাকেও প্রকারান্তরে জড় বলিয়াছেন। বস্তুতঃ, কণাদ ও গৌতম উভয়েই মন-সম্বন্ধে এক-মত-বাদী।

সাংখ্য-দর্শনই এজগতে মনস্তত্ত্বের পরিস্ফুট ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কপিল বলেন, পুরুষ-সান্নিধ্য-বশতঃ প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বা জগতের অঙ্কুর-স্বরূপ সাত্ত্বিক প্রকাশই মহত্তত্ত্ব। "মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ।" কপিল এই সমষ্টি মহত্তত্ত্বকে মন আখ্যাও দিয়াছেন। সুষুপ্তির পরে জাগ্রত অবস্থা যেরূপ, প্রলয়ের পর মহত্তত্ত্বও সেইরূপ। হ্যামিলটনোক্ত কন্সাস্‌নেসের (Consciousness) সমষ্টি ও মহত্তত্ত্ব এই জন্য একরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। সাংখ্যমতে ব্যষ্টি মহত্তত্ত্বই মন বা অন্তঃকরণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি বুদ্ধি নামে উক্ত হয়। মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারে পরিণত হইলে প্রচুর সত্ত্ব অহঙ্কার হইতে মন, প্রচুর-রজঃ অহঙ্কার হইতে দশেন্দ্রিয় ও প্রচুর-তমঃ অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের ভোগ উৎপন্ন হয়। বাহ্য জগৎ ইন্দ্রিয়-দ্বারে আঘাত করিবামাত্র স্নায়ুর পরিস্পন্দন উপস্থিত হয়, তৎপরে মস্তিষ্কের কোমলাংশে যে ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র আছে, তাহাতে ঐ আঘাত পরিচালিত হয়। ইন্দ্রিয় মনের নিকট তাহা অর্পণ করিলে, মন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে অর্পণ করে। বুদ্ধি আত্মার নিকট উপস্থিত করিলে আত্মা তথা হইতে বুদ্ধিপথে আদেশ প্রের[ণ] করেন এবং পূর্ব্বোক্ত পথে প্রতিক্রিয়ারূপ আদেশ প্রচলিত হইয়া বস্তুজ্ঞান জন্মায়। সুতরাং, মন একটী অন্তর্যন্ত্র, যদ্দ্বারা বস্তুজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাংখ্য-মতেও মন জড়; কিন্তু আত্মার সন্নিকটস্থ ও প্রচুর সত্ত্ব-প্রধান বলিয়া

প্রকাশক বলিয়া অনুমিত হয়। ইন্দ্রিয়ের দ্বার চক্ষুরাদিতে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের স্থান মস্তিষ্কে; মনের স্থান হৃদয়। তবে [illegible] পুণ্ডরীক ও ত্রিদলই মনের প্রধান স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পতঞ্জলিও সাংখ্যমত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনিও মনকে ভৌতিক বলিয়াও ইহার অনবয়ব স্বীকার করেন। বেদান্তমতে মনের স্বরূপ প্রায় সাংখ্যেরই অনুরূপ। তবে একটু প্রভেদ এই যে, বৈদান্তিকগণ মনকে আধ্যাত্মিক বলেন। মায়া-শক্তি যেমন পরমাত্মাতে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা করে, ব্যষ্টি-পক্ষে মন-রূপ অবিদ্যাও তেমনি জীবাত্মাদি কল্পনা করিয়া বদ্ধ হইয়াছে। শঙ্কর বলেন, 'নহ্যস্ত্যবিদ্যা মনসোঽতিরিক্তা', মন ভিন্ন অবিদ্যা কিছুই নাই। কেবল জাগ্রত অবস্থা (Consciousness)কেই ইঁহারা মন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। জাগ্রত (Conscious), স্বপ্ন (Semiconscious) ও সুষুপ্তি (Unconscious) অবস্থাও মনের বিষয়। কেবল তুরীয় অবস্থা (Super-conscious) মনের বিষয় নয়। যে অবস্থায় মন লুপ্ত হইয়া যায়, তখনই পরমাত্মানুভূতি হয়। বেদান্ত বলেন, মনের প্রথম স্পন্দনাবস্থায় বাসনা জন্মে, তাহা হইতে সৃষ্টি বিস্তৃত হয়। এই বাসনার লোপ হইলেই মনের স্পন্দন হ্রাস হইয়া আত্মতত্ত্বে মিশিয়া যায়। বহু জন্মেও মনের এই স্পন্দনাবস্থা লুপ্ত হয় না বলিয়া বাসনা-পূরণে জীব পুনঃ পুনঃ নানা যোনি ভ্রমণ করে। অবশেষে বাসনার নিবৃত্তি হইলে মনরূপ উপাধির লোপ হয়, কাজেই জ্ঞান বা পরমাত্মা প্রকাশিত হন। সমষ্টি মায়োপহিত চৈতন্যের যেমন ঈশ্বর-সংজ্ঞা হইয়া থাকে, ব্যষ্টি অবিদ্যোপহিত চৈতন্যের তেমনি মন সংজ্ঞা হয়। এই মনের লোপই মোক্ষ বা তুরীয়াবস্থা। বেদান্ত বলেন, সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কিছুই হয় নাই, হইবেনা, কেবল—'মনরূপ মায়া উপাধি লইয়া, ভাঙ্গি, গড়ি, ধরা আমরা সবে।' শাস্ত্রাদিষ্ট কর্ম্ম ও গুরুদেবাদ্বারা মনের নিঃশেষ লয় করিলে পরমাত্মা আপনি প্রকাশিত হন। ইহাই মনতত্ত্বের এক প্রকার অস্ফুট ইতিহাস।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

আলোয়ার-দুহিতা।

(ঐতিহাসিক [illegible])

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আলোয়ার সুসজ্জিত, উজ্জ্বল আলোক মালায় দশদিক [illegible] বর্ণের পতাকা উড়িতেছে, ফুলহারে পুরী বেষ্টিত, [illegible] দিনী নগরী, আমোদিনী রাজকুমারীর বিবাহ উৎসবে আমোদিনী [illegible] মন্দার-রাজকুমার বীরেন্দ্র সিংহের সহিত কুমারী কিশোরীর বিবাহ, [illegible] দেবমন্দিরে পরস্পরের শুভদৃষ্টি হইয়াছিল। পরস্পরের [illegible] প্রকাশ হইয়াছিল, পরস্পরের প্রাণ [illegible] উপহার প্রভৃতি প্রেমের [illegible] একত্রী হইবেন, আজীবন প্রেমাস্বাদ [illegible] সকল [illegible] হইবে। সখী-পরিবেষ্টিতা কুমারী [illegible] অধীরা, হৃদয় নাচিতেছে, আশা [illegible] বহিতেছে। দূরে কোলাহল উঠিল, [illegible] পতাকার [illegible] লাগিল, গগনের গম্ভীর নিস্বনে বাদ্যধ্বনি উঠিল, [illegible] ধরিবার মানসে পুনঃ পুনঃ উত্থিত হইতে লাগিল, কেহ [illegible] গাহিতেছে, কেহ ফুল ছড়াইতেছে, [illegible] রাজকুমার অশ্ব-পৃষ্ঠে নগরে প্রবেশ করিল। [illegible] বীরপদে সৈন্যশ্রেণী চলিতেছে, [illegible] ভাব বিকশিত হইল, জন কোলাহল [illegible]

(১) আলোয়ার-দুহিতার দশ পরিচ্ছেদ প্রথমে [illegible] প্রকাশিত হয়। তিন সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত [illegible] আলোয়ার-দুহিতা এক্ষণে অনেকস্থলে [illegible] নূতন পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত সংযোজিত করিতে [illegible] দশ পরিচ্ছেদের অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবেন। [illegible]

চলিল। একজন বৃদ্ধা পরিচারিকা আসিয়া কহিল, "সর্দ্দার ঠাকুর ডাকিতেছে," বৃদ্ধা আগে আগে চলিল, কুমারী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখেন, কেহ কোথাও নাই, কুমারী কহিলেন, কোথায়, পিতা কোথায়? পরিচারিকাও নাই—কেহই উত্তর দিল না, ধীরপদে কুমারী ফিরিতেছেন, অকস্মাৎ পীন বাহুদ্বয় তাঁহাকে বেষ্টন করিল, বীরপুরুষ বক্ষে তুলিয়া লইল। কুমারী চমকিতা, অভিভূতা, কথা সরিল না, বীরপুরুষ অশ্ব-পৃষ্ঠে তাঁহাকে লইয়া লম্ফ দিয়া উঠিল, বায়ুবেগে অশ্ব চলিতেছে, দূরে অস্ত্র-ঝনাৎকার কুমারীর কর্ণে পশিল, বীরকণ্ঠে সৈন্য-সঞ্চালন, তড়বড়ি অশ্বপদধ্বনি, পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ ও আর্ত্তনাদ দূরে হইতেছে, বেগবান বাজী কুমারীকে লইয়া বায়ুবেগে চলিল।

ক্রমে আর কোলাহল শ্রুতিগোচর হয় না, আর জন-সমাগম নাই, ক্রমে অতি নিভৃত স্থানে ঘোটক আসিয়া পৌঁছিল; অতি সমাদরে বীরপুরুষ রাজ-কুমারীকে বক্ষে ধরিয়া, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। রাজকুমারী সুপ্তো-খিতার ন্যায় চাহিয়া দেখিলেন, মনোহর কুঞ্জবন, মনোহর পুষ্পবিনিন্দিত আসনে তিনি আসীনা। করযোড়ে জানু পাতিয়া বীরপুরুষ তাঁহার সম্মুখে ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "সুন্দরি, দেখ, কুম্ভরাণা তোমার পদতলে, মার্জ্জনা কর, আমি মদন-তাড়নে উন্মাদ হইয়াছি, উন্মাদকে ক্ষমা কর, দাসকে ক্ষমা কর, করুণাকটাক্ষে কিঙ্করের প্রতি দৃষ্টি কর," কুমারী নীরব, কুম্ভরাণা আবার সকাতরে বলিতে লাগিলেন, "কথা কও, তিরস্কার কর, দোষ করিয়াছি, তাহার শাস্তি দাও"। কোনও উত্তর নাই, অস্ত্রধারী প্রহরী-রক্ষিত, সুসজ্জিত শিবিকা আসিল, রাণা কুমারীকে শিবিকায় বসাইলেন, অশ্ব-পৃষ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

এদিকে ঝালোয়ারে হুলস্থূল হইতেছে, মন্দার ও ঝালোয়ার-সৈন্য রাণা-সৈন্য আক্রমণে পরাজিত, মন্দার-রাজকুমার আহত, রুধিরধারা বহিতেছে, তথাপি রণভঙ্গ নাই, দূরে তূর্য্য-ধ্বনি হইল, দেখিতে দেখিতে রাণাসৈন্য কোথায় চলিয়া গেল, আর যুদ্ধ নাই। অশ্বপৃষ্ঠ হইতে মন্দার রাজকুমার ঝালোয়ার সর্দ্দারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, রাণা-সৈন্যের সহিত সমর

অবসান হইল, সাস্থন, আর [illegible] যুদ্ধ নাই। আপনার কন্যার [illegible] আমার হৃদয় অগ্নি এই স্থানে দিয়া গেল। ঝালোয়ার কহিলেন, আমার দোষারোপ করিতেছেন কেন? মন্দার রাজকুমার উত্তর করিলেন, কিরূপে কুম্ভরাণা রাজপুরে প্রবেশ করিলেন, কিরূপে কুমারীকে অপহরণ করিলেন, তাহা আর কেহ বলিতে পারে না। শত্রুমুখে প্রকাশ পাইল, আপনি যুদ্ধ করিবেন না, আমারও প্রাণের লালসা হইতেছে, প্রতিহিংসা আশায় প্রাণ রাখিলাম। বুঝিতেছি, হৃদয় অগ্নি শত গুণে জ্বলিবে, দাবানলের ন্যায় জ্বলিবে, অহর্নিশি জ্বলিবে, চিতানলে নির্ব্বাণ হয় কি না, জানি না, কিন্তু প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা আশায় দারুণ জ্বালা সহ্য করিব। ঝালোয়ার ত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে অশ্ব ছুটিতে লাগিল, মন্দার সৈন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে, দুর্গচূড় তাহার [illegible] অকস্মাৎ রাজকুমার পড়িয়া গেলেন, যত্নে সেনাগণ রাজকুমারকে লইয়া [illegible] অভিমুখে চলিল, মন্দার পৌঁছিবামাত্র সুযোগ্য চিকিৎসক চিকিৎসায় নিযুক্ত হইল, পীড়ার কোনও উপশম হইল না, রাজকুমার মৃতপ্রায় [illegible] শয্যায় রহিলেন, অতি [illegible] কালাতিপাত করিলেন, [illegible] কিশোরীর নাম উচ্চারণ শোনা যাইত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ধন্নু নামে চারণ-বংশীয় এক ব্যক্তি [illegible] মন্দার বীরেন্দ্র সিংহের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকে, ইতিপূর্ব্বে একজন জ্যোতিষী গণনা করিয়া বলেন যে, 'কোনও চারণ হস্তে কুম্ভ রাণার মৃত্যু,' সেই গণনা অনুসারে রাণা চারণদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন, চোহানেরা প্রতিশোধ-আশায় মন্দারে আশ্রয় দেয়, চারণেরা রাণার দ্বেষী হইল, তৎকালে রাণা প্রবল-প্রতাপশালী, সহসা কোন রাজা তাঁহার বিরোধী হইতে সাহস করিতে পারিত না, ঈর্ষ্যা-বশতঃ, মন্দার রাজপুত্র রাণা-বিরোধী হইবে, এই নিমিত্ত চারণেরা মন্দার রাজকুমারকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। ধন্নুর নিকট রাজকুমার শুনিলেন যে, "কিশোরীর পিতার রাণাকুম্ভে কন্যা সম্প্রদান চির বাসনা ছিল। রাণাও মীরাবাঈকে [illegible]

হেতু নূতন কোন কৌশল অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এমন সময় কিশোরীর হস্ত প্রার্থী হইলেন। ঝালোয়ারে লোক পাঠাইলেন। উত্তর পাইলেন যে, মন্দার রাজকুমারের সহিত সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, রাণা অর্থ দিলেন, ঝালোয়ার সর্দারের রাণাকে কন্যাসম্প্রদান অভিপ্রেত, কিন্তু সাহস করিয়া লোক পাঠাইতে পারেন নাই, রাণার পদ তাহা অপেক্ষা অতি উচ্চ, মন্দারে সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, এখন অন্যমত কার্য্য করিলে বড় লোকাপবাদ হইবে, তবে যদি রাণা বলপূর্ব্বক কুমারীকে লইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে সকল দিক বজায় থাকে, ষড়যন্ত্র-মত কুম্ভরাণা ঝালোয়ার গৃহে প্রবেশ করেন, ঝালোয়ার দুর্গেই তাঁহার সৈন্য থাকে, সহজেই কিশোরী অপহৃতা হন।

প্রকাশ্য আক্রমণে রাণাকে পরাজয় করা অসম্ভব, কি উপায়ে প্রতিশোধ দিবেন, দিবারাত্র মন্দার-রাজপুত্র চিন্তা করেন, ধনু বলিল, উপায় আছে— মীরা-বাই নামে কুম্ভরাণার এক অলৌকিক রূপগুণসম্পন্না বনিতা আছেন, কুম্ভরাণার সহিত মীরার বিবাহ হইয়াছিল, এইমাত্র, কিন্তু তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী, এক মাত্র কৃষ্ণই পুরুষ জানেন, আর সকলেই প্রকৃতি, তিনি বিবাহের পর রাণাকে বলেন যে, তাঁহার একটি ব্রত আছে, ব্রত সাঙ্গ ব্যতীত স্ত্রী-পুরুষ-ভাবে রাণার সহিত আলাপ করিবেন না, রাণাও প্রতিশ্রুত ছিলেন যে, ব্রত-ভঙ্গ করিবেন না, অঙ্গীকার-কালীন রাণা বুঝেন নাই যে, হরিনাম-ব্রত দেহ থাকিতে সাঙ্গ হইবে না, এখন বুঝিয়াও প্রতিজ্ঞার অনুরোধে প্রেমাভিলাষে মীরার গৃহে যাইতেন না। মীরা বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত থাকেন, বৈষ্ণব লইয়া হরি-বাসর করেন, গোবিন্দের উদ্দেশে কবিতা লেখেন, লোকে সাধারণ কবিতা বোঝে। মীরার নামে এক ব্রতিন, বৈষ্ণবী ভ্রূক্ষেপ করেন না, হরিনাম বিতরণে সঙ্কোচ নাই, দিন রাত্রি জ্ঞান নাই, স্থান অস্থান বিবেচনা নাই,—সাধু, দস্যু প্রভেদ নাই, সকলের সঙ্গে হরিগুণগান করিয়া বেড়ান। ধনুর মুখে এই সংবাদ বীরেন্দ্র সিংহ পাইলেন, ভাবিলেন, মীরাকে অপহরণ করিবেন, ছদ্মবেশে সৈন্য লইয়া নগরের আশে পাশে রহিলেন। ধনু সংবাদ দিল, "মীরা বাহির হইয়াছেন"। সসৈন্য নগরে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কুটীরে ডুগ ডুগি বাজিতেছে, [illegible] বেষ্টিত নাচিতেছে। রাণাপুত্র উদা [illegible] সব সাবধ নৃত্য করিতে লাগিল, [illegible] গীতধ্বনি দিক পূর্ণ করিল, মীরা [illegible] এখন গান রাখ, কথা শোন, রাজপুত হইতে [illegible] কে? অজা বজা বজ্রনাদে উত্তর করিল,— উদা! উদা! উদা! [illegible] করিয়াছেন !!!

উদা।—রাজাকে মান কি কাহাকে মান?

দস্যুদ্বয় আবার বলিল, মানিয়াছি বাবাকে, মানিয়াছি [illegible] উদাকে; আর কাহাকেও মানি না।

উদা পুনর্ব্বার বলিল, "উদা যা বলে, তাহা করিতে পারিবে কি?"

'প্রাণ দিয়া করিব, প্রাণ দিয়া করিব'।

উদা।—রাজমন্ত্রী হইতে চাও কি?

দস্যু।—না, না, খাজনা লুটিতে চাই।

উদা।—ভাল রাজমন্ত্রী হইতে না চাও, অর্থ চাও কি?

দস্যু।—চাই, তাড়ি খাইতে চাই, [illegible] গাহিতে চাই, আর খাজনা লুটিতে চাই!

উদা।—তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ [illegible] জান? কুম্ভরাণা—

অজা, বজা কহিল, সে যে তোমার বাপ।

উদা।——হাঁ, আমার নবীন [illegible] সতীর সতীত্ব হরণ, কাল কুমারী [illegible] সতীর অন্বেষণ, রাজ্যে [illegible] খেপিয়াছে; শীঘ্রই তাহারা রাজকুমারী অপহরণ [illegible] আক্রমণ করিবে! রাণার কার্য্য [illegible]

[illegible] পরে অনাথা ও শোকপূর্ণা বিধবা দেখিলে পূজা যায়। চিন্তগুপ্তের পাঁজি পুঁথি [illegible] কাটিয়াছে, রাণার মৃত্যু নাই।

দস্যুদল কম্পিত হৃদয়ে উত্তর করিল, কি বল? রাণা সে তোমার বাপ!

উঃ।—— হাঁ, আমার নবীন যুবা বাপ; এদিকে সংসার যেমন দেশের তরঙ্গ, বৈষ্ণব বৈরাগী কেহ বঞ্চিত হন না, এঁর তেমনি নিত্য নূতন চাই।

অঙ্কা, বঙ্কা, রোষ-কষায়িত লোচনে উত্তর করিল, রাজকুমার! তুমি আমাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছ, এই নিমিত্ত সহিলাম, মীরাবাইয়ের নিন্দা করিওনা, মীরাবাই আমাদের মা, তোমরা রাজা রাজড়া, মা বাপের নিন্দা করিতে পার, আমরা ছোটলোক, মা বাপকে মানি, যাও, রাজকুমার, এখন চলিয়া যাও। এখনকার কথা নয়, এখন রক্ত গরম হইয়াছে। উদা থাকিতে সাহস করিল না, ক্রুদ্ধ কুক্কুরের ন্যায় পশ্চাৎ চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল। দূরে বামাকণ্ঠের স্বধুর-স্বরে হরিগুণ গান উঠিল। অঙ্কা বঙ্কা মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। সঙ্গীত ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; মুগ্ধ হইয়া শাখী পাখী শুনিতেছে, সকলে শুনিতেছে, পাষাণ-হৃদয় দস্যুদল মুগ্ধ, সঙ্গীত কুটীর-দ্বারে, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামাঙ্কিত সুন্দরী হরিগুণ গান গাহিতেছে, সুন্দরীর রূপ ধরেনা মুখজ্যোতি দেবভাব প্রকাশ করিতেছে, দেবীকণ্ঠে হরিধ্বনি অতি সুমধুর; অঙ্কা, বঙ্কা আসিয়া প্রণাম করিল। সুন্দরী বলিল, বাবা, হরিবল! অঙ্কা, বঙ্কা সকলেই হরিধ্বনি করিতে লাগিল। হরিধ্বনি করিয়া অঙ্কা, বঙ্কা নৃত্য করিতেছে, মদোন্মত্ত দস্যুদল হরিধ্বনি করিতেছে, অদ্ভুত দস্যু, অদ্ভুত নাম, অদ্ভুত রমণী, সেন কায অতি অদ্ভুত! সঘন গর্জনে হরিধ্বনি গগন ভেদিয়া উঠিতেছে, অকস্মাৎ "জয় মন্দার" শব্দে সিংহনাদ হইল, দেখিতে দেখিতে অস্ত্রধারী অশ্বারোহিগণ দস্যুদলকে বেষ্টন করিল, কিন্তু রমণীর ভ্রূক্ষেপ নাই, উন্মাদিনী দস্যুদল লইয়া হরিগুণ গান করিতে লাগিল, হরিনাম-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিতে লাগিল, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ অফুরন্ত নাম-তরঙ্গ, প্রেম-তরঙ্গ বহিতে লাগিল। অস্ত্রধারিগণ নীরব, দস্যু বেষ্টিতা পূর্ণযৌবনা কামিনী, আলুলায়িত বেণী, প্রেম উন্মাদিনা, প্রেমে হরি নাম করিতেছে, অশ্ব হইতে সর্দ্দার অবতীর্ণ হইল; মন্দার উদ্দেশ্যে রাজকুমার হরিভক্তিপ্রদায়িনী মীরাকে অপহরণ করিয়া কুম্ভরাণাকে প্রতিশোধ দিবেন, এই আশায় আসিলেন, কিন্তু হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণে তাঁহার ভাবান্তর হইল। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। পুনর্ব্বার অশ্বারোহণ-পূর্ব্বক সৈন্যগণকে আদেশ দিলেন, "ফিরিয়া চল," সৈন্য-শ্রেণী ফিরিয়া চলিল। অকস্মাৎ সর্দ্দার কহিল, "পলাইবার পথ নাই, কুম্ভরাণা সসৈন্যে বেষ্টন করিয়াছে"। ছদ্মবেশে রাণার নগর পরিভ্রমণ করা অভ্যাস ছিল, জনমুখে সংবাদ লইতেন, অধ্যক্ষেরা কিরূপ রাজ্যশাসন করে, যখন মন্দার-সৈন্য লুক্কায়িত-ভাবে রাজধানীতে প্রবেশ করে, রাণা তাহা দেখিয়াছিলেন, সত্বর সুসজ্জিত হইয়া আক্রমণে আসিলেন। দূর হইতে বজ্রনাদে শব্দ আসিল; 'অস্ত্র ত্যাগ কর,' মন্দার সর্দ্দার উত্তর করিল, "অস্ত্রধারীরা অস্ত্র লইয়া মরে, তোমাদের রাণাকে বল, দূর হইতে দেখুন, কিরূপে ক্ষত্রিয় প্রাণত্যাগ করে, "সুশিক্ষিত সেনার পশ্চাৎ থাকিয়া মন্দার রাজকুমার বীরত্ব প্রকাশ করে না। রাণাশ্রেণী হইতে দ্রুতবেগে একটি অশ্বারোহী আসিয়া, সর্দ্দারের সম্মুখীন হইল। আগত অশ্বারোহী কহিল, "রাণা সৈন্যের পশ্চাতে থাকেনা, রাণা তোমার সম্মুখে! বিক্রম প্রকাশ কর"! বেগে মন্দার রাজকুমার অসি নিষ্কাষিত করিয়া রাণার প্রতি সঞ্চালন করিলেন; ঝনাৎকার উঠিল! অগ্নি উঠিল। অমনি পতিত হইল, বীরবর ভূমিতলে! কাহাকেও আর লক্ষ্য হয় না। চতুর্দ্দিকে চন্দ্রালোকে তরবারি ঝকিতেছে! অগ্নি স্ফুলিঙ্গ উঠিতেছে! রব নাই! নীরবে কেবল অস্ত্রঝণৎকার, উভয় সৈন্য দেখিতেছে! দেখিতে দেখিতে উভয়ের ন্যায় একটি তরবারি উত্থিত হইল! মন্দার রাজকুমার নিরস্ত্র, কুম্ভরাণা বলিলেন, "স্বদেশে ফিরিয়া যাও," মন্দার-রাজকুমার ক্রোধে অবসন্ন; মৃত্যু-কামনায় নিরস্ত্র আক্রমণ করিলেন, রাণা তাঁহাকে হস্ত-সঞ্চালনে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। মূর্চ্ছিত হইয়া মন্দার রাজকুমার ভূমে পতিত হইলেন। মন্দার-সৈন্যদিগকে রাণা আদেশ করিলেন, "যাও, তোমাদের রাজকুমারকে লইয়া দেশে ফিরিয়া যাও; পুনর্ব্বার যখন আসিবে, ভালরূপ প্রস্তুত হইয়া আসিও!"

[ক্রমশঃ]

পরমহংসদেবের উপদেশ।

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত।)

(১) যেমন আঁব, পেয়ারা ইত্যাদি আস্ত ফল ঠাকুরের সেবায় ও সকল কাযে লাগ্‌তে পারে, কিন্তু একবার কাকে ঠুক্‌রে দাগি কর্‌লে, আর দেব-সেবায় সে ফল দেওয়া যায় না, ব্রাহ্মণকে দান করা যেতে পারে না, আপনি খাওয়া উচিৎ নয়, সেইরূপ পবিত্র-হৃদয় বালক ও যুবাদের ধর্ম্ম-পথে লয়ে যাবার চেষ্টা করা উচিত। কেন না, তাদের ভিতর বিষয়-বুদ্ধি একেবারে প্রবেশ করে নাই। একবার বিষয়-বুদ্ধি ঢুক্‌লে পরমার্থ-পথে লয়ে যাওয়া ভার।

(২) দুই রকম আমি আছে ; একটা পাকা আমি, আর একটা কাঁচা। আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার ছেলে, এগুলো কাঁচা আমি ; আর পাকা আমি হোচ্চে, আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান, আর আমি সেই নিত্য-মুক্ত জ্ঞান-স্বরূপ।

(৩) এক দিন স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস-দেবের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অনেক পণ্ডিত লোক বিস্তর শাস্ত্রাদি পাঠ করেন, কিন্তু তাঁদের জ্ঞান লাভ হয় না কেন ? পরমহংসদেব উত্তরে বলেন, যেমন চিল, শকুনি অনেক উঁচুতে উড়ে, কিন্তু তাদের দৃষ্টি থাকে গোভা-গাড়ে, তেম্‌নি অনেক শাস্ত্র পাঠ কর্‌লে কি হবে ? তাহাদের মন সর্ব্বদা কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত থাক্‌বার দরুণ জ্ঞান লাভ করতে পারে না।

(৪) প্রথম অবস্থায় একটু নির্জ্জনে বসে মনস্থির করতে হয়। তা না হলে অনেক দেখে শুনে মন চঞ্চল হয়। যেমন দুধে জলে এক সঙ্গে রাখলে মিশে যায়, কিন্তু দুধকে মন্থন করে মাখম কর্‌তে পালে, জলের সঙ্গে মেশে না, সে জলের উপর ভাসে, তেমনি যাদের মন স্থির হয়েছে, তাহারা যেখানে সেখানে বসে সর্ব্বদা ভগবানকে চিন্তা কর্‌তে পারে।

(৫) লুকোচুরী খেলায় যেমন বুড়ী ছুঁলে চোর হয় না, সেই রকম ভগবানের পাদপদ্ম ছুঁলে আর সংসারে বদ্ধ হয় না। যে বুড়ী ছুঁয়েছে, তাকে আর চোর করবার যো নেই। সংসারে সেই রকম যিনি ঈশ্বরকে আশ্রয় করেছেন, তাঁহাকে আর কোন বিষয়ে আবদ্ধ করিতে পারে না।

[illegible] ।

([illegible])

এখানে ১৯।২০ দিন থাকিতে হইয়াছিল, তাহার কারণ [illegible] তিব্বতে প্রবেশ বিষয়ে অনেক রাজকীয় বিঘ্ন আছে। [illegible] উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে [illegible] করিলে তাহার উপর অত্যাচার করিবার চেষ্টা করে। [illegible] গোপনে মধ্য দিয়া প্রবেশ করে, [illegible] তাহারা ভাবে, এব্যক্তি [illegible] দিগকে দিবে। সন্ন্যাসী [illegible] হইলে আর তত [illegible] তিব্বতীয় রাজার নিকট [illegible] মাত্র হয়। [illegible] আমি নাই, [illegible] দূর আসিয়া আমরা [illegible] ছিলাম, [illegible] এই বদরীনাথ আলমোড়া [illegible] উপর তাঁহার [illegible] করিয়া থাকেন। [illegible] এই বদরিনাথে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। ইঁহার [illegible] পাওয়া যাইবা। আলমোড়া হইতে ৯০ মাইল দূরে [illegible] আছে, [illegible] চতুর্দ্দিকে [illegible]

লোকে পেস্কারজী বলিয়া থাকে। তিব্বতীয় সীমা-সংক্রান্ত সমুদায় কার্য্যে ইহাকে কুমায়ুনের বর্ত্তমান ডিপুটি কমিশনর গ্রেসির (Gracy) সহায়তা করিতে হয়। আমাদের গার্ব্বিয়াঙের দিকে আসিবার সময় পথে সকলেই আমাদের মানস সরোবর যাত্রার সংকল্প অবগত হইয়া বলিত, থড়ক সিঙের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই জানিও, তোমাদের মানস-সরোবর দর্শন হইয়াছে। কেহ কেহ বলিত, থড়ক সিং বড় হুঁসিয়ার 'আদমি, অর্থাৎ বিচক্ষণ লোক। আমরা যখন এসকোটে পঁহুছিলাম, শুনিলাম থড়ক সিং Gracyর সহিত গার্ব্বিয়াঙের দিকে গিয়াছেন, গার্ব্বিয়াঙে সাক্ষাৎ হইবে ভাবিলাম। কিন্তু সেইখানে পঁহুছিয়াই শুনিলাম, কুমার Gracy সাহেবের সহিত কালাপানির দিকে গিয়াছেন। সকলে বলিল, এখানে কিছু দিন অপেক্ষা করুন, কুমার শীঘ্রই ফিরিবেন। ফিরিয়া আপনাদের সমুদয় বন্দোবস্ত করিবেন; তাঁহার নিজের কিছুই ক্ষমতা নাই, তবে এখানে গোবরিয়া পণ্ডিত নামে এক ভুটিয়া বণিক থাকেন, তিনি থড়ক সিংএর অনেক কথা শুনেন। গোবরিয়া পণ্ডিতের সহিত ইংরাজ, ভুটিয়া ও তিব্বতীয় সকলের সহিতই সদ্ভাব আছে, তিনি বাণিজ্য উপলক্ষে তিব্বতে গমনকালে আপনাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। তিনিও এক্ষণে সাহেবের সহিত উপরে গিয়াছেন। সুতরাং আমরা এখানে থাকিয়া গেলাম।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, আমরা ত কালাপানি যাইয়া থড়ক সিং ও গোবরিয়া পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতাম, তাহা করিলাম না কেন? ইহার কারণ, গার্ব্বিয়াঙের অগ্রবর্ত্তী পথ অতি দুর্গম, অনেক স্থানে থাকিবার কোন আশ্রয় নাই; আর কিছুদূর গিয়াই জ্বালানি কাঠ অপ্রাপ্য; কারণ বৃক্ষের অভাব। লোকই অনেক স্থানে নাই, ভিক্ষা কি করিয়া মিলিবে, যদি কিছু মেলে তাহা কেবল ছাতু। আরও অন্যান্য অসুবিধা ছিল। গোবরিয়া ত তখন বাণিজ্য যাত্রা করিতে যায় নাই। সে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে। তাহার মেষ-পাল, লোক জন সব এখানে।

পাঠক, এখানকার বাণিজ্য-যাত্রা দেখিতে বড় চমৎকার। ৪০০। ৫০০ মেষ চলিতেছে, প্রত্যেকের উপর মাল বোঝাই, দুটী করিয়া থলি রহিয়াছে।

মধ্যে মধ্যে এক এক জন মেষ-রক্ষক যষ্টি-হস্তে মেষ-পাল তাড়াইয়া লইয়া চলিতেছে, পালের সঙ্গে সঙ্গে একটী বৃহৎ কুকুর রহিয়াছে। ভুটিয়ারা উপরে তিব্বতের সহিত প্রধানতঃ, চাল, ডাল, গুড়, নানাবিধ বিলাতী কাপড় প্রভৃতি ও নীচে প্রধানতঃ, পশম, নুন, সোহাগা প্রভৃতি লইয়া গিয়া, কানপুর, রামনগর, কাশীপুর প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য করিয়া থাকে।

আমরা কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। লোক জন অনেক কালাপানির দিক হইতে আসিতেছে, সংবাদ দিতেছে, আজ সাহেব এখানে, কাল ওখানে, কিন্তু কেহই ঠিক বলিতে পারিতেছে না। কেহ কেহ বা বলিতেছে, সাহেব এ পথ দিয়া ফিরিবেন না। আমরা নানাপ্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া এক পত্র-বাহকের হস্তে থড়ক সিংএর নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিলাম। এ ব্যক্তি সাহেবের চিঠি পত্র গার্ব্বিয়াঙ পোষ্ট আফিস হইতে সাহেবের নিকট লইয়া যাইত। এই পত্রে লিখিলাম, আমরা দুই জন বাঙ্গালী সাধু, মানস-সরোবরদর্শনে ইচ্ছা, আপনি বোধ হয়, আলমোড়ার লালা বদরি শার পত্র পাইয়া থাকিবেন, অতএব, অনুগ্রহ করিয়া গোবরিয়া পণ্ডিতকে বলিয়া আমাদের মানস সরোবরে যাত্রার সুবিধা করিয়া দিলে ভাল হয়। পত্রের উত্তর শীঘ্রই আসিল। কুমার অতি বিনয়ের সহিত লিখিলেন, আমি বদরিশার পত্র এক্ষণেও পাই নাই, কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। সাধুসেবাই আমার জীবনের ব্রত। সাধুর কিঞ্চিৎ সেবা করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করি। আমি গোবরিয়া পণ্ডিতকে আপনাদের কথা বলিব; কিন্তু আপনাদিগকে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। সীমা লইয়া ইংরাজ ও তিব্বতীয়ের মধ্যে বড় গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। এখানকার লোকেরা ইংরাজ, তিব্বত ও নেপাল তিন রাজাকেই কর দিয়া থাকে। ইংরাজ এক্ষণে বলিতেছেন, তোমাদের তিব্বতীয়দিগকে কর দিবার প্রয়োজন কি? তোমরা আমাদের প্রজা। ইহা শুনিয়া তিব্বতীয় রাজার গবর্ণর (ঝঙ পঙ — যিনি অনতিদূরে বাস করেন,) বলেন, আচ্ছা বেশ, কিন্তু আমি ইংরাজ-রাজ্যস্থ কোন ভুটিয়া ব্যবসায়ীকেই আমার রাজ্যে ব্যবসা করিতে দিব না। সুতরাং, এ সময়ে

ইংরাজ রাজ্য হইতে কোন ব্যবসায়ী যাইবে না। সুতরাং, আপনাদের যাওয়ার অসুবিধা; আরও অসুবিধা, এক্ষণে তিব্বতীয়েরা যেরূপ চটিয়াছে, তাহাতে আপনাদের আদৌ প্রবেশ করিতে দেয় কি না সন্দেহ। সুতরাং, সাহেব এখান হইতে নীচে চলিয়া গেলে তবে আপনাদের যাওয়া হইবে। আর, যদি সাহেবের গার্ব্বিয়াঙের পথ দিয়া যাওয়া হয়, তবে আমিও আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করিতে পারিব। আমাদিগকে অগত্যা কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইল।

ইতিমধ্যে আর একটী অনুকূল ঘটনা ঘটিল। পথে আমাদের সহিত দুটী হিন্দুস্থানী সাধুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহাদের সহিত খানিক দূর আসিয়াছিলাম। একদিন তাহারা আমাদিগকে অগ্রে যাইতে বলিয়া পশ্চাৎ আসিবে বলিল, কিন্তু আসিল না। পথিমধ্যে অপরের মুখে শুনিলাম, একজনের কিঞ্চিৎ শারীরিক অসুস্থতা-বশতঃ দেরি হইতেছে। আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছিলাম, সুতরাং প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব হইল, তবে আমরা পথিকের দ্বারা তাহাদিগকে আমাদের সংবাদ পাঠাইলাম ও তাহাদের সংবাদ লইতে লাগিলাম। একদিন হঠাৎ তাহারা গার্ব্বিয়াঙে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইল। এই মহা দুর্গম পথে সঙ্গী মিলিল দেখিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম।

মানুষ যাহা সদা সর্ব্বদা দেখে, তাহার প্রতি তাহার বড় আকর্ষণ থাকে না। বাঙ্গালীর দেশে একজন বাঙ্গালী অপর বাঙ্গালীকে চাহিয়া দেখে না, কিন্তু পশ্চিমে গমন কর, তথায় একজন বাঙ্গালী দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত বন্ধুত্ব হইয়া যায়। আমরা যে পথে চলিয়াছি, তথায় একটীও বাঙ্গালী নাই, সকলেই পাহাড়ী। সুতরাং দেশী লোকের সহিত সাক্ষাৎ বড় আনন্দের বিষয়। পাহাড়ী লোকেরা "দেশ" শব্দে সমতল প্রদেশ বুঝিয়া থাকে। আবার হয়ত যেখানে কোন মনুষ্য দর্শনের সম্ভাবনা নাই, সেখানে যে কোন জাতীয় মনুষ্যকে দেখিতে পাইলেই মানুষ তৃপ্ত হয়। মানুষের সঙ্গস্পৃহা যাইয়াও যায় না— সঙ্গস্পৃহা তাহাকে কোন মতে ছাড়িতে চাহে না।

* পণ্ডিত আমাদিগকে বলিল, উপরে যাইবার জন্য ওড়পাগড়ি [illegible] করিয়া

লউন। যথা মতে [illegible] [illegible]
ভাবাপন্ন হয়। ইহাকেই ওড়পাগড়ি [illegible]
না। আমাদের আলেখিয়া [illegible]
কাহাকে বলে, তাহা সাধারণের [illegible]
করিয়া দিলাম "আলোখিয়া [illegible]
করিতে করিতে ভিক্ষা করিয়া [illegible]
দের নাম আলেখিয়া। ইহাদের সঙ্গে [illegible] ঝুলি থাকে, [illegible]
বলিয়া বিশ্বাস করে। এই ঝুলি অনুসারে ইহারা [illegible]
১—ভৈরব-ঝুলীধারী, ২ [illegible]
ভৈরব-ঝুলীধারীরা বৈকালে ও সায়ংকালে, [illegible]
এবং কালীঝুলীধারীরা বেশী [illegible]
শ্রেণীর আলেখিয়ার মধ্যে [illegible]
ভিক্ষা করে, মনে করিলে কাহারও বাড়ীতে [illegible]
কালীঝুলীধারী বা ভৈরবঝুলীধারীরা [illegible]
"অলখ', 'অলখ', এই নাম বলিতে বলিতে [illegible]
ভিক্ষা দেয়। ভৈরব ও কালীঝুলীধারীদিগের [illegible]
সাধনোদ্দেশে মেষের সঙ্গে মন্ত, ছাগলের মেটে [illegible] একখানি ঝুলি থাকে।
ভৈরব-ঝুলিধারীরা সঙ্গে কটিও রাখে, পথে কুকুর দেখিলেই তাহাকে [illegible]
খাইতে দেয়, কারণ কুকুর ভৈরবের বাহন।

ইহারা প্রায়ে [illegible] ও কয়েক প্রকার [illegible] ব্যবহার করে। [illegible]
বাম হস্তে ঝুলি ও দক্ষিণ হস্তে [illegible]
করিতে ভিক্ষার্থ বাহির হয়, [illegible]
প্রভৃতি স্থানে বাস করে, মধ্যে মধ্যে [illegible]
তীর্থ-যাত্রা করে, তাহারা আলেখিয়া [illegible]
সন্ন্যাসীকে [illegible] এই [illegible]
হয় না।"

সংবাদ ও মন্তব্য।

জেনেরাল সার এম জি জেরার্ড কিছুদিন হইল মধ্য এসিয়ায় পামির নামক অধিত্যকাতে এক দুর্গম গিরিপথ দিয়া অশ্বারোহণে একদিনে ৬৭ মাইল গিয়াছিলেন। আজও পর্য্যন্ত কেহই অশ্বপৃষ্ঠে অত দুর্গম স্থান দিয়া এত চলিতে পারেন নাই।

গত ৭ই ফেব্রুয়ারীতে পার্লিয়ামেণ্ট খুলিয়াছিল।—মহারাণীর বক্তৃতা হয়—তাহাতে বলিয়াছেন, প্রধান ২ সকল রাজ্যেরই সহিত সদ্ব্যবহার চলিতেছে। ভারতবর্ষের স্থানে ২ এখনও প্লেগ বাড়িতেছে; তজ্জন্য তিনি অতি দুঃখিত, তবে—ভরসা দিতেছেন যে—প্লেগাক্রান্তদিগকে মৃত্যু-মুখ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, অন্যান্য দেশে রোগবিস্তাররোধের জন্য এবং সমূলে একেবারে তাহার নাশের জন্যও যৎপরোনাস্তি যত্ন করা যাইতেছে। এবারে ফসলাধিক্যের সংবাদ শুনিয়া আমাদের পূজনীয়া সম্রাজ্ঞী বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

বড়লাট কর্জ্জন বাহাদুরের প্রশংসা আমরা অনেকের মুখেই শুনিতে পাইতেছি। ইনি যে একজন হৃদয়বান ব্যক্তি, তাহা দু'একটী সামান্য ঘটনা হইতেই পূর্ব্বে আমরা বুঝিয়াছি। বোধ হয়, যত দিন কর্জ্জন বাহাদুর ভারতে থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত ত কোনও মতেই কাবুল প্রভৃতির সঙ্গে আর বিবাদ বিসম্বাদ ঘটন নহে। শুনিতে পাইলাম নাকি কাবুলের সঙ্গে, আর আমাদের বড়লাটের সঙ্গে, ভারি বন্ধু-ভাবে, খবরাখবর খুব চলিতেছে। কেনই বা না হবে? —আপ্‌ ভাল ত জগৎ ভাল। বিদ্যা-বল বলুন, বুদ্ধি-বল বলুন, সৈন্য বল বলুন, আর যে বলই বলুন না কেন—চরিত্র-বল অপেক্ষা আর কোনও বলই এত বলীয়ান্ নহে।

প্রুশিয়া দেশে এচেনের পশুশালায় একটী সিংহ-শাবক স্ত্রীলোকের দ্বারা পালিত হইয়াছে। ইহার নাম প্রিন্সেস্।—স্ত্রীলোকটী উক্ত পশুশালার অধ্যক্ষের পরিচারিকা। প্রিন্সেসকে ঐ ধাত্রী দ্বারা দুধ খাওয়াইয়া লালন করা হইত; অধ্যক্ষ মহাশয়ের বাড়ীতেই সর্ব্বদা ছাড়া থাকিত—প্রায় বিলিয়ার্ড টেবিলের নীচে বা চিমনীর নীচে থাকিতে ভাল বাসিত। বাটীতে যেমন বিলাতী কুকুর শাবক গুলি বেড়াইত, প্রিন্সেসও সেইরূপ শান্ত-ভাবে খেলা করিত। প্রিন্সেস বড় ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে—শীঘ্রই বোধ হয় স্বাধীনতা খোয়াইবে। জিজ্ঞাসা কি করিতে পারি—আমাদের দেশে এমন কয় জন স্ত্রীলোক আছেন, যাঁহারা সিংহ-শাবককে "মানুষ" করিতে সাহসী হন?

ইংলণ্ডে আজও ভৃত্য-পীড়ন সময়ে২ শুনা যায়! গত ১১ই জানুয়ারীর লণ্ডনস্থ "স্কেচ" নামক কাগজ বলিতেছেন যে, "এমিলী জেন পোপজয়" নাম্নী সপ্তদশ বৎসরের বালিকা মনিবাণীর পীড়নে গত ২৭সে ডিসেম্বরে গতাসু হয়। উইকলী-ডিসপাচের গ্রাহকগণ সকলে মিলিয়া ঐ বালিকার হইয়া অনেক লড়িয়াছিলেন এবং তাহার কবর-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশে ভৃত্য-পীড়ন প্রভৃতি অসদ্ব্যবহার অনেকের ঘরেই আছে!! আমেরিকায় ভৃত্যকেও পর্য্যন্ত "আজ্ঞে" "প্রাজ্ঞে" বলিয়া কথা কহিতে হয়। তথায় কর্ম্মের বেশী আদর—কর্ম্ম-মাত্রই—জুতা সেলাই হইতে "চণ্ডীপাঠ" পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ম্ম মহা পবিত্র বলিয়া গণনা করা হয়। আর্য্য-জাতির মধ্যে কি তা আগে ছিল না?

জানালা প্রভৃতি স্থানে ছোট২ গাছ রাখা পাশ্চাত্য দেশে ভারি প্রচলিত। ইহাতে যে কেবল গৃহাভ্যন্তরের শোভা বৃদ্ধি হয়, তাহা নহে, স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধেও অনেক সাহায্য করা হয়। পাশ্চাত্যদেশে, পূর্ব্বে, ঐরূপ জানালা প্রভৃতি স্থানে ছোট২ ফুলের গাছ রাখা চলন ছিল। কিছুদিন পরে, ফুলের উপর হইতে দৃষ্টি যাইয়া পাতার উপরে পড়িল; ফুল গাছের পরিবর্ত্তে চওড়া অথবা গ্রাহারা পাতাওয়ালা গাছ বসান ব্যবহার উঠিল। "পাম" ও "ফর্‌ণেরই" আদর এক প্রকার একচেটে হইল। আজ কাল আবার উক্ত আদর পাম ও ফরণের উপর হইতে বিস্তীর্ণ হইয়া পানডেনস্‌, মারাণ্টা, ড্রেসিয়ানা, ক্রোটন প্রভৃতির উপরেও পড়িতেছে। আমাদের দেশে এইরূপ গাছের আদর ও ব্যবহার বড়ই

কম। জানলা প্রভৃতি সাজাইতে গেলে ঘটী বাটী প্রভৃতি বা বড় জোর খেলনা প্রভৃতি—দিয়া সাজাইয়া থাকি !!

সুখের বিষয় যে,—মার্কিন মহিলাগণের মধ্যে চিত্রবিদ্যা চর্চা, অতি আধুনিক হইলেও, আজকাল বেশ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। বিশ বৎসরের কথা হইল, "আমেরিকান শিল্পি সমিতি" (Society of American Artists) সমগ্র আমেরিকা হইতে খুঁজিয়া দুইটী মাত্র মার্কিন মহিলা পাইয়াছিলেন, যাঁহাদিগের চিত্র-বিদ্যায় একটু দখল ছিল। গত ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার "জাতীয় ভাবাঙ্কন-বিদ্বৎ-সমাজ" (National Academy of Design) তথায় একটী মাত্র মহিলাকে (ফিজেলিয়া ব্রিজেস) চিত্রবিদ্যায় নিপুণ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। কিন্তু, আজ কাল এই বিদ্যায় পারদর্শিনী মহিলাবর্গের সংখ্যা অসংখ্য হইয়াছে। আমরা দু এক জনার নাম দিতেছি—মেরী ক্যাসাট, সিসিলিয়া বো, ডোরা হুইলার কীথ ইত্যাদি২। প্রথমটীর নাম এ দেশের কেহ২ শুনিয়া থাকিবেন বলিয়া বোধ হয়। ইনি প্যারিস নগরে যাইয়া উক্ত বিদ্যায় নিজের পারদর্শিতায় খুব বিখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। দেখুন! দু দশ বৎসর পূর্ব্বে যেখানে 'কোনও মহিলা চিত্রাঙ্কন জানিতেন না' বলিলেও অত্যুক্তি হইত না, সেখানে আজ শত২ ভদ্র মহিলা দুই দিনেই চিত্র-বিদ্যার প্রতি-বিভাগে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন—পাশ্চাত্য দেশে এত বিদ্যানুরাগ! আর আমাদের দেশে দেখুন, ঠিক তাহার বিপরীত!—প্রাচীন কালে যখন পাশ্চাত্য দেশ জঙ্গলাকীর্ণ বা সমুদ্রতলস্থ ছিল, তখন ভারতের প্রায় প্রতি ঘরে প্রতি ভদ্রকন্যা চিত্রবিদ্যায়—এমন কি, অনুরূপ প্রতিকৃতি অঙ্কনাদি সর্ব্ব প্রকার কঠিনং চিত্র বিদ্যাবিভাগে নিপুণ ছিলেন। ইহার প্রমাণ, রামায়ণ মহাভারতে এবং ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণের গ্রন্থসমূহে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। ভারতের এমন যে গুণশালী মহিলা আজ কিনা—মনুষ্যের প্রতিকৃতি অঙ্কন করা দূরে থাক, 'ক' 'খ' অঙ্কনেও অক্ষম!

রামকৃষ্ণ মিশন

১। কলিকাতা [illegible]

(গত ২রা ফাল্গুন, কলিকাতা অ্যালবার্ট হলে, রামকৃষ্ণ-[illegible] মহতী সভা হইয়া গিয়াছে। সিষ্টার নিবেদিতা—স্বামী বিবেকানন্দের [illegible] ইংলণ্ডীয় শিষ্যা—"কালী ও কালীপূজা" এই বিষয়ের উপর একটী [illegible] প্রদান করিয়াছেন। অনেকানেক সম্রান্ত [illegible] উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার, ডাক্তার [illegible] বাবু সত্যেন্দ্র মোহন ঠাকুর, বাবু [illegible] বলিয়াছিলেন। মিসেস [illegible], শ্রীমতী [illegible] দেবী [illegible] গণও উপস্থিত ছিলেন।)

সম্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশনের [illegible] সন্ন্যাসীকে প্রচারার্থ বাহিরে প্রেরণ করিয়াছেন,—পশ্চিমে [illegible] দুইটীকে (স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী [illegible]) [illegible] দুইটীকে (স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী প্রকাশানন্দ)। স্বামী [illegible] অনেকেই শুনিয়াছেন। ইনি, স্বামী [illegible] কার্য্য অনেকানেক সহরে বিস্তৃত [illegible] আর যে তিনটী সন্ন্যাসী—ইঁহাদিগের [illegible] স্বামী তুরীয়ানন্দ [illegible] রামায়ণ, ভগবদ্গীতা এবং বৈশেষিক ও বেদান্ত-দর্শন [illegible] রামকৃষ্ণ-মিশন সভায় কিছুদিন, উপনিষৎ প্রভৃতি পাঠ ও ব্যাখ্যা [illegible]। বিরজানন্দ ও প্রকাশানন্দ স্বামিদ্বয় গত বৎসর দুর্ভিক্ষের সময় অনেক [illegible] করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় [illegible] গণ্ডা হইতে কতকগুলি [illegible]

হইয়াছিল; তাহার মধ্যে দেওঘর সেণ্টারের কার্য্যাধ্যক্ষ উক্ত স্বামী বিরজানন্দ ছিলেন; আর, প্রকাশানন্দ ছিলেন—দক্ষিণেশ্বর-সেণ্টারের কার্য্যাধ্যক্ষ।

২। আমেরিকা বিভাগ।

স্বামী অভেদানন্দ গত দুই মাসে আমেরিকায় এই সকল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন—

৬ই ডিসেম্বর—পুনর্জন্ম।	—(Re-incarnation.)
৭ই " —অহং ও অহংকার।	—(Ego and Egoism)
১৩ই " মুক্তি কি?	—(What is Salvation?)
১৪ই " —কর্ম তত্ত্ব।	(Philosophy of Work.)
২০শে " ভগবৎ-প্রেম।	(What is Divine Love?)
২১শে " —প্রকৃত ভক্তি।	—(Ideal Devotion)
৪ঠা জানুয়ারী ১৮৯৯ —মত ও কার্য্য (রাজ-যোগ)।	(Theory and practice.)
৮ই " —ভগবানের মাতৃ ভাব।	(The Motherhood of God.)
১১ই —জগদ্ব্যাপী জীবনী শক্তি (রাজ যোগ)।	—(The Cosmic Life Principle.)
১৫ই " ক্রমোন্নতি বাদ ও পুনর্জন্ম।	—(Evolution and Reincarnation)
১৮ই " —প্রাণায়াম ও ধারণা।	—(Breathing and Mentation)
২২শে " একত্ববাদ ও একেশ্বর-বাদ।	—(Monism and Monotheism)
২৫শে " একাগ্রতার সহায়। (রাজ-যোগ)—	(Preliminary to Concentration.)
২৯শে " —বেদান্তের নৈতিক মত।	—(The Ethics of Vedanta.)

সমালোচনা।

শান্তি-শতকম্।—শিহ্লন মিশ্র প্রণীত এবং কলিকাতা-নিবাসী (১২নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কম্বুলেটোলা) বাবু মন্মথনাথ মৈত্র-অনুবাদিত। মূল শ্লোকগুলি ও কবিতায় অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। শান্তি-শতক সকলেরই শান্তি-প্রদ। অনুবাদক মহাশয় শান্তি-রসাত্মক সেই শ্লোকগুলি সুন্দর বাঙ্গালা-কবিতায় অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালীর হস্তে প্রদান করিয়াছেন। পুস্তকখানি যথার্থই সর্ব্ব সাধারণের পাঠোপযোগী হইয়াছে।

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১লা চৈত্র। [৫ম সংখ্যা।

ম্যাক্সমুলার কৃত

রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি।

(স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত।)

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞদিগের অধিনায়ক। যে ঋগ্বেদ-সংহিতা পূর্ব্বে সমগ্র কেহ চক্ষেও দেখিতে পাইত না, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির বিপুল ব্যয়ে ও অধ্যাপকের বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রমে, এক্ষণে তাহা অতি সুন্দর রূপে মুদ্রিত হইয়া সাধারণের পাঠ্য। ভারতের দেশদেশান্তর হইতে সংগৃহীত হস্ত-লিপি পুঁথির অধিকাংশ অক্ষর গুলিই বিচিত্র এবং অনেক কথাই অশুদ্ধ; বিশেষ, মহাপণ্ডিত হইলেও বিদেশীর পক্ষে সে অক্ষরের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় এবং অতি স্বল্পাক্ষর জটিল ভাষ্যের বিশদ অর্থ বোধগম্য করা কি কঠিন, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের জীবনে ঋগ্বেদ-মুদ্রণ একটী প্রধান কার্য্য। এতদ্ব্যতীত আজীবন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার বসবাস, জীবন যাপন, কিন্তু তাহা বলিয়াই যে, অধ্যাপকের কল্পনায় ভারতবর্ষ বেদ-

[illegible]-প্রতিধ্বনিত ও যজ্ঞধূম-পূরিত গগন, [illegible]-বৃন্দ, ঘরে ঘরে গার্গী মৈত্রেয়ী-সুশোভিত, শ্রৌত ও গৃহ্য সূত্রের নিয়মাবলী-পরিচালিত, তা নহে। আধুনিক [illegible] আচার, নূতন ক্রিয়া, সামান্য ভারতের কোন্ কোণে কি নূতন ঘটনা ঘটিতেছে, তাহারও অধ্যাপক [illegible] জাগরূক হইয়া সংবাদ রাখেন। এদেশের অনেক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, অধ্যাপকের পদযুগল কখনও ভারত মৃত্তিকা-সংলগ্ন হয় নাই বলিয়া ভারতবাসীর রীতি নীতি আচার ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহার মতামতে নিতান্ত উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, আজীবন এদেশে বাস করিলেও অথবা এদেশে জন্ম গ্রহণ করিলেও যেপ্রকার সঙ্গ, সেই সামাজিক শ্রেণীর বিশেষ বিবরণ ভিন্ন অন্য শ্রেণীর বিষয়ে, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান রাজপুরুষকে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিতে হয়। বিশেষ; জাতি-বিভাগে বিভক্ত এই বিপুল সমাজে এক জাতির পক্ষে অন্য জাতির আচারাদি বিশিষ্ট-রূপে জানাই কত দুরূহ। কিছুদিন হইল, কোনও প্রসিদ্ধ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কর্ম্মচারীর লিখিত "ভারতাধিবাস" নামধেয় পুস্তকে এরূপ এক অধ্যায় দেখিয়াছি—"দেশীয় পরিবার-রহস্য"। মনুষ্যহৃদয়ে রহস্য-জ্ঞানেচ্ছা প্রবল বলিয়াই বোধ হয়, ঐ অধ্যায় পাঠ করিয়া দেখি যে, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান-দিগ্গজ তাঁহার মেথর, মেথরাণী ও মেথরাণীর জার-ঘটিত ঘটনা-বিশেষ বর্ণনা করিয়া স্বজাতি-বৃন্দের দেশীয় জীবন-রহস্য সম্বন্ধে উগ্র কৌতূহল চরিতার্থ করিতে বিশেষ প্রয়াসী এবং ঐ পুস্তকের অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সমাজে সমাদর দেখিয়া লেখক যে সম্পূর্ণরূপে কৃতার্থ, তাহাও বোধ হয়। শিবা বঃ সন্তু পন্থানঃ, আর বলি কি? তবে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে" ইত্যাদি। যাক, অপ্রাসঙ্গিক কথা; তবে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের আধুনিক ভারতবর্ষের দেশদেশান্তরের রীতি, নীতি ও সাময়িক ঘটনা-জ্ঞান দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ।

বিশেষতঃ, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ভারতের কোথায় কি নূতন তরঙ্গ উঠিতেছে, অধ্যাপক সেগুলি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে অবেক্ষণ করেন এবং পাশ্চাত্য জগৎ যাহাতে সেবিষয়ে বিজ্ঞপ্ত হয়, তাহারও বিশেষ চেষ্টা করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য্য-সমাজ, থিয়-

সফি সম্প্রদায়, অধ্যাপকের লেখনী [illegible] প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবাদিন্ ও প্রবুদ্ধ-ভারত [illegible] উপদেশের প্রচার দেখিয়া এবং ব্রাহ্ম [illegible] শ্রীরামকৃষ্ণের বৃত্তান্ত পাঠে, রামকৃষ্ণ [illegible] হাঁওয়া হাউসের নায় [illegible] এসিয়াটিক কোয়ার্টারলি রিভিউ নামক [illegible] মান্দ্রাজ ও কলিকাতা হইতে অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া [illegible] সেঞ্চুরি নামক ইংরাজি ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের [illegible] ও উপদেশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন। [illegible] করিয়াছেন, যে, বহু শতাব্দী যাবৎ পূর্ব্ব মনীষিগণের ও আধুনিক [illegible] প্রতিধ্বনিমাত্রকারী ভারতবর্ষে নূতন [illegible] পূরিত করিয়া সম্পাতকারী নূতন [illegible] পূর্ব্বতন ঋষি মুনি মহাপুরুষদিগের [illegible] ছিলেন, তবে এযুগে, এ ভারতে [illegible] এ প্রশ্নের যেন মীমাংসা করিয়া দিল। [illegible] ভাবী মঙ্গলের, ভাবী উন্নতির [illegible] সঞ্চার করিল।

পাশ্চাত্য জগতে কতকগুলি মহাত্মা আছেন, যাঁহারা [illegible] কল্যাণাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু ম্যাক্সমূলারের অপেক্ষা [illegible] আছেন কি না, জানি না। ম্যাক্সমূলার যে [illegible], তাহা নহে, ভারতের দর্শন-শাস্ত্রে, ভারতের ধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ [illegible]; অদ্বৈতবাদ যে, [illegible] রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্ক্রিয়া, তাহা অধ্যাপক [illegible] য়াছেন। যে সংসারবাদ * দেহাত্মবাদী খ্রীষ্টানের [illegible] স্বীয় অনুভূতি-সিদ্ধ বলিয়া দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন, [illegible] ধর্ম তাঁহার ভারতেই ছিল এবং পাছে ভারতে আমাদের [illegible]

* সংসারবাদ - পুনর্জ্জন্মবাদ।

সমুপস্থিত পূর্ণ স্ফীতরাশির প্রবল বেগ সহ্য করিতে না পারে, অধুনা এই ভয়ই তাহাদের সম্মানের প্রধান প্রতিবন্ধক। তবে গৃহস্থ মানুষ, যিনিই হউন, সকল দিক বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। যখন সর্ব্বত্যাগী উদাসীনকেও অতিবিশুদ্ধ জ্ঞানি-গণও লোকনিন্দিত আচারের অনুষ্ঠানে কম্পিত-কলেবর দেখা যায়, শূকরী-বিষ্ঠা মুখে বলিয়াও যখন প্রতিষ্ঠা লাভ, অপ্রতিষ্ঠার ভয়, মহা উগ্রতাপসেরও কার্য্য-প্রণালীর পরিচালক, তখন সর্ব্বদা লোকসংগ্রহেচ্ছু, বহুলোকপূজ্য গৃহস্থের যে, অতি সাবধানে নিজের মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে হইবে, ইহাতে কি বিচিত্রতা? যোগশক্তি ইত্যাদি গূঢ় বিষয়-সম্বন্ধেও যে অধ্যাপক একবারে অবিশ্বাসী, তাহাও নহেন।

"দার্শনিক-পূর্ণ ভারতভূমিতে যে সকল ধর্ম্ম-তরঙ্গ উঠিতেছে," তাহাদের কিঞ্চিৎ বিবরণ ম্যাক্সমুলার প্রকাশ করেন, কিন্তু, আক্ষেপের বিষয়, অনেকে "উহার মর্ম্ম বুঝিতে অত্যন্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন এবং অত্যন্ত অযথা বর্ণন করিয়াছেন।" ইহা প্রতিবিধানের জন্য এবং এসোটেরিক বৌদ্ধমত, থিয়সফি প্রভৃতি বিজাতীয় নামের পশ্চাতে "ভারতবাসী সাধুসন্ন্যাসীদের অলৌকিক ক্রিয়াপূর্ণ অদ্ভুত যে সকল উপন্যাস ইংলণ্ড ও আমেরিকার সংবাদ-পত্র সমূহে উপস্থিত হইতেছে, তাহারও মধ্যে কিঞ্চিৎ সত্য আছে," ইহা দেখাইবার জন্য অর্থাৎ ভারতবর্ষে যে কেবল পক্ষী জাতির ন্যায় আকাশে উড্ডীয়মান, বা পদতলে জলসঞ্চরণকারী অথবা মৎস্যানুকারী জলজীবী, মন্ত্র, তন্ত্র, ছিটা ফোঁটা যোগে রোগোপনয়নকারী সিদ্ধিবলে ধনাঢ্যদিগের বংশরক্ষক, স্বর্ণাদি-সৃষ্টিকারী, সাধুগণের নিবাস ভূমি, তাহা নহে, প্রকৃত অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ প্রকৃত ব্রহ্মবিৎ, প্রকৃত যোগী, প্রকৃত ভক্ত, যে একেবারে বিরল নহেন এবং সমগ্র আর্য্যজাতি এখনও এতদূর পশুভাব প্রাপ্ত হন নাই যে, শেষোক্ত নরদেবগণকে ছাড়িয়া পূর্ব্বোক্ত বাজিকরগণের পদলেহন করিতে আপামর সাধারণ দিবানিশি ব্যস্ত, ইহাই ইউরোপীয় মনীষিগণকে জানাইবার জন্য, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের অগষ্ট সংখ্যক নাইনটীন্থ সেঞ্চুরি নামক পত্রিকায় অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার "প্রকৃত মহাত্মা" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ চরিতের অবতারণা করেন।

ইউরোপ ও আমেরিকার বুধমণ্ডলী অতি সমাদরে এ প্রবন্ধটী পাঠ করেন এবং

উহার বিষয়ীভূত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি অনেকেই আস্থাবান হইয়াছেন,—আর সুফল হইয়াছে কি? এই ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্য জাতিরা নরমাংস-ভোজী, নগ্ন-দেহ, বলপূর্ব্বক বিধবা-দাহনকারী, শিশুঘাতী, মূর্খ, কাপুরুষ, সর্ব্বপ্রকার পাপ ও অন্ধতা-পরিপূর্ণ, পশুপ্রায় নরজাতিপূর্ণ বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন—এই ধারণার প্রধান সহায়, পাদরী সাহেবগণ ও বলিতে লজ্জা হয় দুঃখ হয়, কতকগুলি আমাদের স্বদেশী। এই দুই দলের প্রবল উদ্যোগে যে একটী অন্ধতামসের জাল পাশ্চাত্যদেশনিবাসীদের সম্মুখে বিস্তৃত হইয়াছিল, সেইটি ধীরে ধীরে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে লাগিল। যে দেশে শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ-দেবের ন্যায় লোকগুরুর উদয়, সে দেশ কি বাস্তবিক যে প্রকার কদাচার-পূর্ণ আমরা শুনিয়া আসিতেছি, সেই প্রকার? অথবা কুচক্রীরা আমাদিগকে এতদিন ভারতের তথ্য সম্বন্ধে মহাভ্রমে পাতিত করিয়া রাখিয়াছিল? স্বতই এ প্রশ্ন পাশ্চাত্য মনে সমুদিত।

পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় ধর্ম্ম-দর্শন-সাহিত্য-সাম্রাজ্যের চক্রবর্ত্তী অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার যখন শ্রীরামকৃষ্ণচরিত অতি ভক্তি-প্রবণ হৃদয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীদিগের কল্যাণের জন্য সংক্ষেপে নাইনটীন্থ সেঞ্চুরীতে প্রকাশ করিলেন, তখন পূর্ব্বোক্ত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভীষণ অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল, তাহা বলা বাহুল্য।

মিশনরী মহাশয়েরা হিন্দু দেব দেবীর অযথা বর্ণন করিয়া তাঁহাদের উপাসকদিগের মধ্যে যে যথার্থ ধার্ম্মিক লোক কখন উদ্ভূত হইতে পারেন না, এইটি প্রমাণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন; প্রবল বন্যার সমক্ষে তৃণগুচ্ছের ন্যায় তাহা ভাসিয়া গেল, আর পূর্ব্বোক্ত স্বদেশী সম্প্রদায় শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি-সম্প্রসারণ-রূপ প্রবল অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। ঐশী শক্তির সমক্ষে জীবের শক্তি কি?

অবশ্যই দুই দিক হইতেই এক প্রবল আক্রমণ বৃদ্ধ অধ্যাপকের উপর পতিত হইল, বৃদ্ধ কিন্তু হটিবার নহেন। এ সংগ্রামে তিনি বহুবার পারোত্তীর্ণ। এবারও

হেলায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং ক্ষুদ্র আততায়িগণকে ইঙ্গিতে নিবৃত্ত করিবার জন্য ও যে মহাপুরুষ ইদানীং ইউরোপ ও আমেরিকায় বহুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, যথায় তাঁহার শিষ্যেরা মহোৎসাহে তাঁহার উপদেশ প্রচার করিতেছেন এবং বহুব্যক্তিকে এমন কি, খৃষ্টিয়ানদের মধ্য হইতেও অনেককে রামকৃষ্ণ-মতে আনয়ন করিয়াছেন. "একথা আমাদের নিকট আশ্চর্য্যবৎ এবং কষ্টে বিশ্বাস-যোগ্য" "তথাপি প্রত্যেক মনুষ্য-হৃদয়ে ধর্ম্ম-পিপাসা বলবতী, প্রত্যেক হৃদয়ে প্রবল ধর্ম্ম-ক্ষুধা বিদ্যমান, যাহা বিলম্বে বা শীঘ্রই শান্ত হইতে চাহে"। "এই সকল ক্ষুধার্ত্ত প্রাণে রামকৃষ্ণের ধর্ম্ম বাহিরের কোন শাসনাধীনে আসে না" বলিয়াই অমৃতবৎ গ্রাহ্য হয়। "অতএব, রামকৃষ্ণ-ধর্ম্মানুচারীদের যে প্রবল সংখ্যা আমরা শুনিতে পাই, তাহা কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত যদ্যপিও হয়,...তথাপি যে ধর্ম্ম আধুনিক সময়ে এতাদৃশী সিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং যাহা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে সম্পূর্ণ সত্যতার সহিত জগতের সর্ব্ব প্রাচীন ধর্ম্ম ও দর্শন বলিয়া ঘোষণা করে, এবং যাহার নাম বেদান্ত অর্থাৎ বেদশেষ—বেদের সর্ব্বোচ্চ উদ্দেশ্য, তাহা অস্মাদাদির অতিযত্নের সহিত মনঃসংযোগার্হ।" সেই মহাপুরুষ ও তাঁহার ধর্ম্ম যাহাতে সর্ব্বসাধারণে জানিতে পারে, সেই জন্য তাঁহার অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ জীবনী ও উপদেশ সংগ্রহ করিয়া "রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি" নামক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

এই পুস্তকের প্রথম অংশে মহাত্মাপুরুষ, আশ্রম-বিভাগ, যোগ, দয়ানন্দ সরস্বতী, পওহারী বাবা, দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের নেতা রায় শালিগ্রাম সাহেব বাহাদুর প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের-জীবনীর অবতরণ করা হইয়াছে।

অধ্যাপকের বড়ই ভয়, পাছে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে, যে দোষ আপনা হইতেই আসে—অনুরাগ বা বিরাগাধিক্যে অতিরঞ্জিত হওয়া—সেই দোষ এ জীবনীতেও প্রবেশ করে। তজ্জন্য ঘটনাবলী সংগ্রহে তাঁহার বিশেষ সাবধানতা। বর্তমান লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র দাস। তৎসঙ্কলিত রামকৃষ্ণ-জীবনীর উপাদান যে অধ্যাপকের যুক্তি ও বুদ্ধি-উদূখলে বিশেষ কুট্টিত হইলেও ভক্তির আগ্রহে কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত হওয়া সম্ভব, তাহাও বলিতে ম্যাক্সমূলার ভুলেন নাই, এবং

ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীযুক্তবাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার [illegible] করিয়া অধ্যাপককে যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহার [illegible] কঠোর, মধুর কথা যত কিছু বলিয়াছেন, তাহাও পরশ্রী-কাতরতা ও [illegible] বাঙ্গালীর বিশেষ মনোযোগের বিষয়, সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা অতি সংক্ষেপে সরল ভাষায় পুস্তক-মধ্যে অর্পিত। এ জীবনীতে সত্যপ্রিয় ঐতিহাসিকের প্রত্যেক কথাটি যেন ওজন করিয়া লেখা, "প্রকৃত মহাত্মা" নামক প্রবন্ধে যে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, এখানে তাহা অনেক যত্নে আবরিত। একদিকে মিশনারি, অন্য দিকে ব্রাহ্ম-কোলাহল, এ উভয় আপদের মধ্য দিয়া অধ্যাপকের নৌকা চলিয়াছে। "প্রকৃত মহাত্মা" উভয় পক্ষ হইতে বহু ভর্ৎসনা, বহু কঠোর বাণী অধ্যাপকের উপর আনে; আনন্দের বিষয়, তাহার প্রত্যুত্তরের চেষ্টাও নাই, [illegible] নাই, আর গালাগালি সভ্য ইংলণ্ডের ভদ্রলেখক কখনও করেন না, কিন্তু [illegible] পাণ্ডিত্যের উপযুক্ত ধীর-গম্ভীর, বিদ্বেষ-শূন্য অথচ বজ্রবৎ দৃঢ় স্বরে মহাপুরুষের অলৌকিক হৃদয়োত্থিত অমানব ভাবের উপর যে আক্ষেপ হইয়াছিল, তাহা অপসারিত করিয়াছেন।

আক্ষেপ গুলিও আমাদের বিস্ময়-কর বটে, -ব্রাহ্মসমাজের গুরু স্বর্গীয় আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্রের শ্রীমুখ হইতে আমরা শুনিয়াছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সরল মধুর গ্রাম্য ভাষা অতি অলৌকিক পবিত্রতা-বিশিষ্ট; আমরা যাহাকে অশ্লীল বলি, এমন কথার সমাবেশ তাহাতে থাকিলেও তাঁহার অপূর্ব্ব বালবৎ কামগন্ধহীনতার জন্য ঐ সকল শব্দ-প্রয়োগ দোষের না হইয়া ভূষণ-স্বরূপ হইয়াছে, অথচ ইহাই একটি প্রবল আক্ষেপ!!

অপর আক্ষেপ এই যে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহাতে অধ্যাপক উত্তর দিতেছেন, যে, তিনি স্ত্রীর অনুমতি লইয়া সন্ন্যাস ব্রত ধারণ করেন এবং যতদিন মর্ত্ত্যধামে ছিলেন, তাঁহার সদৃশী স্ত্রী পতিকে গুরুভাবে গ্রহণ করিয়া [illegible] পরমানন্দে তাঁহার উপদেশ অনুসারে আকৌমার ব্রহ্মচারিণী-রূপে [illegible]

নিযুক্তা ছিলেন। আরও বলেন যে, শরীর-সম্বন্ধ না হইলে কি বিবাহে এতই অসুখ? "আর শরীর সম্বন্ধ না থাকলেও ব্রহ্মচারী পতি ব্রহ্মচারিণী পত্নীকে অমৃত-স্বরূপ ব্রহ্মানন্দের ভাগিনী করিয়া পরম পবিত্রভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন, একথা উক্ত ব্রত-ধারণকারী ইউরোপনিবাসীদিগের সম্বন্ধে কার্য্যে পরিণত হয় নাই, মনে করিতে পারি, কিন্তু হিন্দুরা যে অনায়াসে ঐ প্রকার কামজিৎ অবস্থায় কালাতিপাত করিতে পারে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি।" অধ্যাপকের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক; তিনি বিজাতি, বিদেশী হইয়া আমাদের একমাত্র ধর্ম্মসহায় ব্রহ্মচর্য্য বুঝিতে পারেন এবং ভারতবর্ষে যে এখনও বিরল নহে, বিশ্বাস করেন, আর আমাদের ঘরের মহাবীরেরা বিবাহে শরীর-সম্বন্ধ বই আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না!! যাদৃশী ভাবনা যস্য ইত্যাদি।

আবার অভিযোগ এই যে, তিনি বেশ্যাদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন না। ইহাতে অধ্যাপকের উত্তর বড়ই মধুর; তিনি বলেন, শুধু রামকৃষ্ণ নহেন, অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরাও এ অপরাধে অপরাধী।

আহা! কি মিষ্ট কথা- শ্রীভগবান বুদ্ধদেবের কৃপাপাত্রী বেশ্যা অম্বাপালী ও হজরৎ ঈশার দয়া-প্রাপ্তা সামরীয়া নারীর কথা মনে পড়ে। আবও অভিযোগ, মদ্য পানের উপরও তাঁহার তাদৃশ ঘৃণা ছিল না। হরি! হরি! একটু মদ খেয়েছে বলে সে লোকটার ছায়াও স্পর্শ করা হবে না, এই না অর্থ? দারুণ অভিযোগই বটে! মাতাল, বেশ্যা, চোর, দুষ্টদের মহাপুরুষ কেন দূর দূর করিয়া তাড়াইতেন না, আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছাঁদি ভাষায় সানাইয়ের পোঁর ধরে কেন কথা কহিতেন না, আবার সকলের উপর বড় অভিযোগ, আজন্ম স্ত্রী-সঙ্গ কেন করিলেন না!!!

আক্ষেপকারীদের এই অপূর্ব্ব পবিত্রতা এবং সদাচারের আদর্শে জীবন গড়িতে না পারিলেই ভারত রসাতলে যাইবে!! যাক, রসাতলে, যদি ঐ প্রকার নীতি-সহায়ে উঠিতে হয়।

জীবনী অপেক্ষা উক্তি-সংগ্রহ এ পুস্তকের অধিক স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ উক্তিগুলি যে সমস্ত পৃথিবীর ইংরাজী-ভাষী পাঠকের অনেক ব্যক্তির চিত্তা-

কর্ষণ করিতেছে, তাহা পুস্তকের ক্ষিপ্র বিক্রয় দেখিয়াই অনুমিত হয়। উক্তি-গুলি তাঁহার শ্রীমুখের বাণী বলিয়া মহাশক্তিপূর্ণ এবং তজ্জন্যই নিশ্চিত সর্ব্বদেশে আপনাদের ঐশীশক্তি বিকাশ করিবে। বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় মহাপুরুষ-গণ অবতীর্ণ হন, তাঁহাদের জন্ম কর্ম্ম অলৌকিক এবং তাঁহাদের প্রচার-কার্য্যও অত্যাশ্চর্য্য।

আর আমরা? যে দরিদ্র ব্রাহ্মণকুমার স্বীয় জন্ম দ্বারা ও পবিত্র কর্ম্মদ্বারা আমা-দিগকে উন্নত এবং বাণী দ্বারা রাজ-জাতিরও প্রীতি-দৃষ্টি আমাদের উপর পাতিত করিয়াছেন, আমরা তাঁহার জন্য করিতেছি কি? সত্য সকল সময়ে মধুর হয় না, কিন্তু সময়-বিশেষে তথাপিও বলিতে হয়, আমরা কেহ কেহ বুঝি-তেছি, আমাদের লাভ, কিন্তু ঐ স্থানেই শেষ। ঐ উপদেশ জীবনে পরিণত করি-বার চেষ্টা করাও আমাদের অসাধ্য। যে জ্ঞান ভক্তির মহাতরঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্বে-লিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অঙ্গবিসর্জ্জন করা ত দূরের কথা। যাহারা বুঝিয়া-ছেন, এ খেলা, বা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদিগকে বলি যে, শুধু বুঝিলে হইবে কি? বোঝার প্রমাণ কার্য্যে। মুখে বুঝিয়াছি বা বিশ্বাস করি বলিলেই কি অন্যে বিশ্বাস করিবে? সকল হৃদ্গত ভাবই ফলানুমেয়; কার্য্যে পরিণত কর, জগৎ দেখুক।

যাহারা আপনাদিগকে মহাপণ্ডিত জানিয়া এই মূর্খ, দরিদ্র, পূজারি ব্রাহ্মণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, যে দেশের এক মূর্খ পূজারি সপ্ত সমুদ্র পার পর্য্যন্ত আপনাদের পিতৃপিতামহা-গত সনাতন ধর্ম্মের জয়-ঘোষণা নিজ জীবনে অত্যল্প কালেই প্রতিধ্বনিত করিল, সেই দেশের সর্ব্বলোকমান্য শূরবীর আপনারা মহাপণ্ডিত, আপনারা মনে করিলে আরও কত অদ্ভুত কার্য্য স্বদেশের, স্বজাতির কল্যাণের জন্য করিতে পারেন। তবে উঠুন, প্রকাশ হউন, দেখান, মহাশক্তির খেলা, আমরা পুষ্প চন্দন হস্তে আপনাদের পূজার জন্য দাঁড়াইয়া আছি। আমরা মূর্খ, দরিদ্র, নগণ্য, বেশমাত্র-জীবী ভিক্ষুক; আপনারা মহারাজ, মহাবল, মহাকুল প্রসূত, সর্ব্ব-বিদ্যাশ্রয়।

আপনারা উঠুন; অগ্রণী হউন, পথ দেখান, জগতের হিতের জন্য সর্ব্বত্যাগ

সেখানে, আমরা দাসের ন্যায় পশ্চাৎপদ করি, আর যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণনামের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবে দাস-জাতি-সুলভ ঈর্ষা ও দ্বেষে জর্জরিত-কলেবর হইয়া বিনা কারণে, বিনা অপরাধে নিদারুণ বৈর-প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বলি যে, হে ভাই, তোমাদের এ চেষ্টা বৃথা। যদি এই দিগ্‌দিগন্তব্যাপী মহাধর্ম-তরঙ্গ—যাহার শুভ্রশিখরে এই মহাপুরুষমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন, আমাদের ধন, জন বা প্রতিষ্ঠা-লাভের উদ্যোগের ফল হয়, তাহা হইলে তোমাদের বা অপর কাহারও চেষ্টা করিতে হইবে না, মহামায়ার অপ্রতিহত নিয়ম প্রভাবে অচিরাৎ এ তরঙ্গ মহাজলে অনন্ত কালের জন্য লীন হইয়া যাইবে, আর যদি জগদম্বা-পরিচালিত মহাপুরুষের নিঃস্বার্থ প্রেমোচ্ছ্বাসরূপ এই বন্যা জগৎ উপপ্লাবিত করিতে আরম্ভ করিয়া থাকে, তবে হে ক্ষুদ্র মানব, তোমার কি সাধ্য, মায়ের শক্তি-সঞ্চার রোধ কর?

আশাবাণী।

(লাহোর ট্রিবিউনের সম্পাদক প্রসিদ্ধ লেখক বাবু নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত লিখিত।)

ভারতবর্ষের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত এই যে অস্ফুট শব্দ শুনিতে পাইতেছি, আসন্ন প্রভাত-সমীরণের ন্যায় যাহা এই জীর্ণজরা দেশে সঞ্চারিত হইতেছে, এ শব্দ আশাজনক না ভীতিবিধায়ক? ইহা জাগরণের সূচনা না মৃত্যুর পূর্ব্ব-লক্ষণ? নৈরাশ্যের আক্ষেপ শুনিতেছি চারিদিকে, আশার বাণী কদাপি শ্রবণে প্রবেশ করে। আক্ষেপের কারণ অনেক আছে, স্বীকার করি। যুগব্যাপী পরাধীনতা জাতীয়তার পক্ষে মঙ্গলকর নহে। বলক্ষয়ের সহিত অন্যান্য অবনতিও প্রবেশ করিয়াছে। জগতের অবিশ্রান্ত আলস্য-শূন্য কর্ম্মে আমরা যোগ দিতে পারি না। যে দেশ-বাৎসল্য দেশকে, জাতিকে জীবিত করিয়া তুলে, সে প্রগাঢ় অনুরাগ আমাদের নাই। কেমন করিয়া আমরা পৃথিবীর মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব? কে আমাদিগকে গণনার মধ্যে আনিবে?

আমাদের কি নাই? কিসের অভাব আমাদিগকে শোক মগ্ন করিতেছে? যদি সেই অভাব পূর্ণ হয়, তাহা হইলে কি আমরা শোকশূন্য হইব? এই ভারত পুণ্য-ভূমি কি আবার আনন্দ-পূর্ণ হইবে? নাই কি, আমরা সহজেই বলিতে পারি। ইউরোপের মত অথবা মার্কিনের মত কর্ম্মঠ আমরা নহি, সে অধ্যবসায়, সে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, সে মৃত্যুভয়শূন্যতা আমাদের নাই; স্বদেশের প্রতি সে অচলা ভক্তি, স্বজাতির উন্নতিতে সেই অকৃত্রিম গৌরব আমাদের নাই; নাই আমাদের জিগীষা, নাই আমাদের রাজনীতি, নাই আমাদের অ[illegible] বল, নাই সে বীরদর্প, নাই সে দিগ্বিজয়ীর অপ্রতিহত গতি। যদি এমন অঘটন ঘটে, যদি অলৌকিক সম্ভব হয়, যদি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় আমাদের এই সকল অভাব পূর্ণ হয়, তাহা হইলেই কি আমাদের মহত্বের পথ মুক্ত হয়? এই কথাটা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। যদি আমরা রুসিয়ার মত পরাক্রম-শালী কিম্বা মার্কিনের মত ঐশ্বর্য্য-শালী হইতে পারি, তাহা হইলেই কি [illegible] পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইব?

অপরাপর সৌভাগ্যশালী জাতিতে যাহা দেখিয়া আমাদের নয়ন, মন আকৃষ্ট হইতেছে, প্রাচীন কালে অন্যান্য জাতিতেও সেই সকল গুণ বর্ত্তমান ছিল। প্রাচীন মিসরে কি ঐশ্বর্য্য, বাণিজ্য, শিল্পকলা, যুদ্ধকৌশল ছিল না? আসিরিয়া, বাবিলন, ফিনীশিয়ায় কি সহস্র সহস্র ধন-কুবের বাস করিত না? অন্য দেশের কথায় কাজ কি, এই ভারতবর্ষে কি মোগলের ঐশ্বর্য্যকীর্ত্তির চিহ্ন অদ্যাবধি নাই? কিন্তু যাহারা এই কীর্ত্তিস্তম্ভসমূহ স্থাপন করিয়াছিল, তাহারা কোথায় গেল? তাহাদিগের কীর্ত্তির চিহ্ন আজি না হয় কালি বিলুপ্ত হইবে। গ্রীস, রোম, মিসর ঐতিহাসিক উপকথায় অন্তর্গত। হয়ত, এমন কত প্রভাবশালী, ঐশ্বর্য্যশালী জাতি জন্মিয়া থাকিবে, যাহাদের উল্লেখ ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ মহত্বের জন্য কি আমরা লালায়িত? সাম্রাজ্য স্থাপিত করিব, বাণিজ্যে ভাণ্ডার ধনপূর্ণ করিব, ঐশ্বর্য্যলব্ধ বহুবিধ ভোগ সুখে কালযাপন করিব, তাহার পর?—তাহার পর শুষ্কচ্যুত পত্রের ন্যায় খসিয়া পড়িয়া, ভস্মীভূত হইয়া অনন্তকালে বিলুপ্ত হইব! এই মহত্বের তরে লালসা? ইহারই অভাবে এত শোক? [illegible]

বল যে, চিরকাল কিছুই থাকে না, যেমন মানুষ যায়, তেমনি মানুষের কীর্ত্তিও যায়, তাহা হইলে যাহা নশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর, তাহার কামনা করিব কেন, তাহার জন্য বা হুতাশ করিব কেন? যাহাকে এই জাতীয় গৌরব বা মহত্ত্ব বলি, প্রকৃতপক্ষে তাহা কি? ঐশ্বর্য্য কি? না, ধরণীর গর্ভ হইতে প্রাপ্ত কতকগুলা উজ্জ্বল ধাতু বা প্রস্তরের সমষ্টি। ভোগ কি? না ক্ষয়। সহজেই এই দেহ পতনশীল, আবার ভোগের হুতাশন জ্বালিয়া শীঘ্র শীঘ্র তাহার দাহ-কার্য্য সমাধা করি। যদি কিছু চাহিতে হয়, কোন সামগ্রীর জন্য প্রার্থিত হইতে হয়, তাহা হইলে যাহা অবিনশ্বর, যাহা চিরস্থায়ী, তাহার জন্য প্রার্থনা করিব। আর যদি এই ভারত-ভূমিতে এমন প্রার্থনা না করিব, ত, এ শিক্ষা আর কোথায় পাইব?

সাম্রাজ্য গৌরবের পরিণাম—জড়ের উপাসনা। মূর্ত্তিপূজা প্রকৃত জড়ের উপাসনা নহে, ভোগের বৃদ্ধিই বাস্তবিক জড়ের উপাসনা। দেহের বিলাস, নব নব ভোগ সুখের আবিষ্কার, ক্ষণিক ঐশ্বর্য্যের গৌরব, ইহাই জড়োপাসনা। যে জাতির প্রাণ জড়ে লিপ্ত, সে জাতি অসাধারণ ক্ষমতাশালী হইলেও তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যে জাতির প্রাণ ধর্ম্মগত, সেই জাতির বিনাশ নাই। ভারতবর্ষ ইহার দৃষ্টান্ত। ভারতবাসীর নানা দিকে নানারূপ পতন হইয়াছে, দুরবস্থার সীমা নাই, কিন্তু ধর্ম্মের মূল এ দেশ হইতে কখন উৎপাটিত হয় নাই। বিকার বহুবিধ হইয়াছে, অপধর্ম্ম প্রবল হইয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মমূল কখন বিনষ্ট হয় নাই। এই পরাধীন, পদ-দলিত জাতির এই বিশেষত্ব আছে। প্রাণশূন্য, আশাশূন্য, উদ্যমশূন্য, ভগ্নমেরুদণ্ড ভারতবাসী অনেকের চক্ষে ঘৃণা ও অনুকম্পার পাত্র। ধর্ম্মে কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছে, সমাজে নীচতা, শঠতা প্রবল, বিশ্বাস অল্প, সৎসাহসের অভাব, এইরূপ অসংখ্য দোষ জন্মিয়াছে। রাজনৈতিক, সামাজিক, কোন প্রকার প্রকৃত উদ্যম আমাদের দেশে বহুদিন হইতে নাই। কিন্তু ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে এরূপ আলস্য বা অবনতি দেখিতে পাইবে না। এমন শতাব্দী হয় নাই, যাহাতে কোন না কোন মহাপুরুষ, ধর্ম্মবীর জন্ম-গ্রহণ করেন নাই। যখনই ধর্ম্মভাব শিথিল বা বিকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখনই কোনও না কোন মহাপুরুষ ধর্ম্মসংস্কারকের আবির্ভাব হইয়াছে।

বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম কেহই সনাতন ধর্ম্মের মূল-ছেদন করিতে পারে নাই। যখন কোন নূতন ধর্ম্মের তরঙ্গ আসিয়াছে, তখনই কোনও শক্তি-শালী মহাপুরুষ সেই তরঙ্গ রোধ করিয়াছেন। সমগ্র জাতি ভোগ-সুখ-নিরত হইয়া কোন কালে জড়াক্রান্ত হয় নাই। ত্যাগের আদর্শ সর্ব্বদা জাগ্রত রহিয়াছে। সংসারে অনাস্থা, ভোগবিলাসে অনাস্থা, কামিনী কাঞ্চনে বিরক্তি কোনকালে এ দেশ হইতে লুপ্ত হয় নাই। জাতীয় দীর্ঘ-জীবনের ইহাই এক মাত্র কারণ। ধর্ম্ম যত দিন আছে, ততদিন সকল আশাই আছে। জাতীয় জীবন যতদিন ধর্ম্ম-প্রধান, তত দিন বিনাশের আশঙ্কা নাই। এই মহাবাক্য যে দিন আমরা বিস্মৃত হইব, সেই দিন হইতে আমাদের প্রকৃত বিনাশের সূত্রপাত আরম্ভ হইবে। ঐশ্বর্য্যবিভবের, বিপুল সসাগরা সাম্রাজ্যের কামনা যেন আমরা কখন না করি, জড়ের জন্য যেন লালায়িত না হই। ত্যাগের জন্য যেন আমরা প্রার্থনা করি, মরণাতীত সত্যের প্রতি দৃষ্টি যেন স্থির রাখি! ক্ষীণ বায়ুমর্ম্মরের তুল্য, এই যে দেশব্যাপী চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতেছে, ইহা সনাতন সত্যের বিকাশ, আশাপ্রদ, শঙ্কাজনক নহে।

শ্রীরামানুজ-চরিত।

(স্বামি-রামকৃষ্ণানন্দ লিখিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দ্বিতীয় অধ্যায়—শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরাপ্রভাব।

শ্রীসম্প্রদায়ী কোন বৈষ্ণব যখন রামানুজ প্রভৃতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুগণের নাম-কীর্ত্তন করেন, সেই সকল পবিত্র নামাবলীর প্রভাবে তাঁহারা তখন আপনাদিগকে সর্ব্ব-কল্মষ-পরিশূন্য দেবতার ন্যায় পবিত্র বলিয়া বোধ করেন। বিশ্বাসী বৈষ্ণব-হৃদয় যতই তমসাচ্ছন্ন হউক না কেন, দুঃখ-দুর্দ্দিন, দুর্বিপাক-

ভাবনার তরঙ্গাকুল সংসার-সমুদ্রে যতই তাঁহারা উদ্বেলিত ও ভীত হউক না কেন, যখনই সেই পবিত্র নামাবলী তাঁহারা জপ করেন, তখনই তাঁহাদের সমস্ত সন্তাপ দূর হয়। ইহার কারণ কি? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব উক্ত প্রশ্নের সমুচিত মীমাংসা করিয়াছেন। গৃহ-গর্ভ সহস্র-বর্ষব্যাপী অন্ধকারের আবাস-ভূমি হইলেও যেমন একটি দীপ-শলাকার ঘর্ষণে তৎক্ষণাৎ আলোকিত হয়, ঘনীভূত তমোরাশি যুগপৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ অগ্নি-তুল্য পবিত্র ও উজ্জ্বল কোনও মহাপুরুষের নাম একবার মাত্র গ্রহণ করিলেও তখনই যাবতীয় নিবিড় পাপরাশি ভস্মসাৎ হইয়া যায়। যদি মহাপুরুষ-গণের নামের এতই প্রভাব, তাঁহাদের স্ব-স্বরূপের প্রভাব যে অনির্ব্বচনীয় ও অচিন্তনীয়, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে কি প্রমাণান্তরের আবশ্যক?

কিন্তু যেমন দীপশলাকা বিপরীত দিকে ঘৃষ্ট হইলে অন্ধকার-নাশের সম্ভাবনা নাই, যদি শত বৎসর ধরিয়াও উক্ত ঘর্ষণ-প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা যেমন কোন সুফল প্রসব করে না, কেবল পরিশ্রম মাত্র লাভ হয়, সেইরূপ মহাপুরুষগণের নাম গ্রহণ করিবারও নিয়ম আছে, তাহা জানা না থাকিলে, তদ্গ্রহণে কোন ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত, পরিশেষে নাস্তিকতা আসিয়া দেয়। সে নিয়ম কি? ভক্তাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব তাহা এইরূপে বিধি-বদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, যথা ;—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

যিনি তৃণাপেক্ষাও আপনাকে অতি ক্ষুদ্র মনে করেন, যিনি বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু, যিনি আপনি মান চাহেন না, পরন্তু অপর সকলকেই সর্ব্বদা মান দিয়া থাকেন, তিনিই হরিনাম গ্রহণ করিবার উপযুক্ত। "ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান এ তিনই এক", সুতরাং, হরিনাম-গ্রহণের জন্য যেরূপ নিয়ম আবশ্যক, হরি-ভক্ত মহাপুরুষ-গণের নাম গ্রহণ করিতে হইলেও সেই সেই নিয়ম আবশ্যক। ভক্ত ও ভগবানে ভেদ নাই কেন? কারণ, প্রকৃত ভক্তের হৃদয় সর্ব্বদাই হরির নিবাস-ভূমি; ভক্ত তাঁহার আজ্ঞাকারী দাস। দাসের যাবতীয় শারীরিক

ও মানসিক চেষ্টা প্রভুর চেষ্টারই নামান্তর। দাস নিজের জন্য কিছুই করেন না বা ভাবেন না। তাঁহার যাবতীয় কার্য্য ও চিন্তা তাঁহার নহে, কিন্তু তাঁহার প্রভুর। যেমন আমার হস্তপদ আমার আজ্ঞাকারী বলিয়া হস্তের দ্বারা ও পদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কার্য্যসকল, হস্তের বা পদের না হইয়া আমার কার্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তদ্রূপ ভৃত্যের কার্য্য ও চিন্তারাজি ভৃত্যের না হইয়া প্রভুরই হওয়া যুক্তিযুক্ত। অতএব, ভক্ত ও ভগবানে ভেদ কোথায়? ভাগবতসকলও ভগবানের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনেই বিনিযুক্ত। ভাগবত-পাঠে ভগ-বত্তত্ত্ব উপলব্ধি হয়। এই জন্যই ভগবান ব্যাস ব্রহ্ম সূত্রে "শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ" এই সূত্রের অবতারণা করিয়া, ব্রহ্ম কেবল মাত্র শাস্ত্রের দ্বারাই প্রকাশ্য ও জ্ঞেয়, এরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ভগবন্ময় বলিয়া ভাগবতও ভগবানের নামান্তর।

যখন মনুষ্য-হৃদয় অহঙ্কারে পরিপ্লুত থাকে, যখন সর্ব্ব বিষয়ে বিজিগীষা তদীয় চিত্তকে অধিকার-পূর্ব্বক তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলে, যখন সেই চঞ্চল বুদ্ধির সাহায্যে কতিপয় ইন্দ্রিয়-সুখ-লাভের সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়া সে মানব আপনাকে কৃতার্থ ও সর্ব্বজ্ঞ মনে করে, যখন সে পার্থিব সুখের প্রসূতি আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন-শাস্ত্র পাঠ করিয়া আপনাকে মানব-সমাজের নেতা ও গুরু বলিয়া মনে করে, যখন অপরা বিদ্যার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহার যাবতীয় জ্ঞান-পিপাসা ঐহিক সুখানুসন্ধানেই পর্য্যবসিত হয়, যখন সেই লঘু-চিত্ত মনুষ্য বিদ্যাভিমানে অভিমানী হইয়া আপনাকে গুরুত্বের ও গাম্ভীর্য্যের আদর্শ-স্বরূপ বলিয়া মনে করে, তখন তাহার অভিমান-মলিন, গর্ব্বস্ফীত, দুর্ব্বিনীত হৃদয়ই বা কোথায়, এবং ধীর-নম্র, নির্ম্মল ও প্রেমাশ্রুজলসিক্ত সাধু ভক্তনামানুকীর্ত্তনই বা কোথায়? যে ব্যক্তি মনে করে, "কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া" আমাপেক্ষা আর কে বড় আছে, তাহার পক্ষে তৃণের অপেক্ষা ক্ষুদ্র হওয়া, ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হওয়া সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব। সেই ব্যক্তি আপনিই মানের জন্য লালায়িত, যশঃপিপাসায় তাহার কণ্ঠ পরিশুষ্ক। ঈদৃশ মনুষ্য কিরূপে অপরকে মান দান করিবে? কিরূপেই বা অপরের যশোঽনুকীর্ত্তন করিবে?

মানব যখন ভোগ-লিপ্সার হস্ত অতিক্রম করেন, যখন ঐহিক সুখ তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে আর সমর্থ হয় না, সুতরাং, যখন সংসার-বহির্ভূত, বাক্য, মনের অতীত, পরমার্থ-সুখলিপ্সা তাঁহাকে সমাজের কোলাহল হইতে লইয়া গিয়া নিজ হৃদয়ের নিভৃত-কন্দরে শান্তিবারি অন্বেষণের জন্য প্রবর্ত্তিত করায়, তখনই তিনি ভক্ত-হৃদয়-নির্ঝর-নিঃসৃতা, ভাবময়ী অমৃত-নদীতে অবগাহন করিয়া কৃতার্থ ও অমর হইবার অধিকার পান, তখনই তিনি নিজের অকিঞ্চিৎকরত্ব উপলব্ধি করিয়া আপনাকে তৃণের তৃণ জ্ঞান করিতে সমর্থ হন, তখনই তিনি হরিময় জগৎ উপলব্ধি করিয়া কীটানুকীটেরও পূজা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখনই তিনি প্রকৃত বৈষ্ণব-নামের যোগ্য হইতে পারেন। এরূপ বৈষ্ণব কি কখন সংসার-তাড়নায় ক্ষুব্ধ হন? সকলই শ্রীহরির ক্রীড়া জানিয়া তিনি অবলীলাক্রমে খেলিতে খেলিতে ও হাসিতে হাসিতে সংসার-সমুদ্রের তরঙ্গের উপর দিয়া উন্মত্তের ন্যায় বা বালকের ন্যায় চলিয়া যান। ইঁহারা ভগবানের রূপান্তর মাত্র। হরিনাম-কীর্ত্তনে যে ফল লাভ হয়, ইঁহাদের নামানুকীর্ত্তনেও সেই ফল লাভ হয়। এরূপ বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র প্রভৃতি কোনও জাতির অন্তর্গত নহেন। ভক্ত নামক এক নিত্য, শুদ্ধ মনোবুদ্ধির গোচর, অপার্থিব স্বর্গীয় জাতি আছেন, ইঁহারা সেই মহামহিম জাতির অন্তর্ভুক্ত। ইঁহাদের নাম গ্রহণ করিতে হইলে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব-কথিত বিধি-পালনের আবশ্যক। ভক্তি ও বিশ্বাস-পূর্ণ হৃদয় সহজেই উক্ত বিধি-পালনে সমর্থ। যে সকল বৈষ্ণবগণ জাতি-বিশেষের অন্তর্গত, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকৃত বৈষ্ণব না হইলেও বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহাদের ভক্তি, বিশ্বাস, ও স্বাভাবিক আস্থা আছে। সেই জন্যই যখন তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুগণের নাম কীর্ত্তন করেন, তখন তাঁহাদের হৃদয় তৎপ্রভাবে উদ্ভাসিত হইয়া মালিন্য অন্ধকার দূরীকৃত করিতে সমর্থ হয়।

আইস পাঠকগণ, আমরাও ভক্তি-পূর্ণ-হৃদয়ে পূর্ব্বাচার্য্য-গণের নাম-গ্রহণ পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া শ্রীশ্রীরামানুজ-চরিতামৃত-সাগরে অবগাহন করিবার অধিকার পাই। তামিল ভাষায় ভক্তগণ "আল্‌ওয়ার" নামে খ্যাত। 'আল্' শব্দের অর্থ, শাসন করা এবং ওয়ার শব্দের অর্থ 'কর্ত্তা'—'যিনি করেন'। 'আলোয়ার' শব্দটির অর্থ, সুতরাং, "শাসন-কর্ত্তা"। সমস্ত জগৎ ইঁহাদের আজ্ঞাকারী বলিয়া ইঁহারা কতিপয় দিবসের জন্য কোনও একটি ক্ষুদ্র দেশের উপর আধিপত্য না করিয়া, সর্ব্বকাল ধরিয়া সমগ্র জগতের উপর আধিপত্য করিতেছেন বলিয়া 'শাসন-কর্ত্তা' নামটি ইঁহাদের প্রতিই প্রয়োগ করা সর্ব্বতোভাবে সমীচীন। কত সিকন্দর সাহ, কত নেপোলিয়ান কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, যাইতেছে ও যাইবে, কিন্তু যশোদা, মায়াদেবী, ভাগাবতী মেরিয়ম প্রভৃতির নিঃস্ব ও অকিঞ্চন সন্তানগণ চিরকালই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব সম্রাটগণের উপরও সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন। ইঁহাদিগকে সম্রাট্ বলিব না তো আর কাহাদিগকে বলিব? অতএব মহর্ষি অগস্ত্য উদ্ভাবিত তামিল ভাষায় প্রকৃত ভক্তের যে 'আলোয়ার' নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহা যে সর্ব্বতোভাবে সম্যক্ হইয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য।

(ক্রমশঃ।)

আমার

তিব্বত ভ্রমণের

এক পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমাদের সঙ্গী আলেখিয়ারা, বোধ হয়, ভৈরব-ঝুলিধারী ছিল। কারণ, ইহারা কুকুরগণের জন্য ভোজনাবশিষ্ট রুটি রাখিত; কুকুর-গণকে ভৈঁরো বলিত। ইহাদের একজনের নাম মহেশ্বরপুরী, অপরের নাম মঙ্গলপুরী। প্রথমটি বৃদ্ধ ও দ্বিতীয়টি যুবক। আমরা অবশ্য ইহাদের চরিত্র-দৃষ্টে সাধারণকে

সমুদয় সাধুর সম্বন্ধে একটা হঠাৎ সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিতে বলি না, কিন্তু সত্যের অনুরোধে ইঁহাদেরও যথাযথ ছবি পাঠকবর্গকে প্রদান করিব। ইহারা কেদারনাথ, বদরিকাশ্রম দর্শন করিয়া মানসসরোবরের দিকে আসিতেছিল। ইঁহাদের সম্বল বিশেষ কিছুই নাই, পাত্রবস্ত্রাদি অথবা গরম কাপড় কিছু ছিল না বলিলেই চলে। জটা আছে, ভস্ম মাখে, গঞ্জিকাদি প্রায় সর্ব্বপ্রকার নেশাই ইহাদের আছে—মদ পর্য্যন্ত। ইহারা বলিত, আমরা 'শখিয়া' খাই। শখিয়া—শেঁকো বিষ—Arsenic, ঈশ্বর জানেন, ইহারা তাহা খাইত কি না, তবে আমার বোধ হয়, অনেক সাধু অল্প অল্প পরিমাণে এই বিষ খাওয়া অভ্যাস করিয়া শরীরকে উত্তপ্ত করিয়া রাখে। ইহারা স্বয়ং পাক করিয়া আহার করিত,স্বপাকে ভোজন করার প্রশংসা করিত ও প্রকারান্তরে মাধুকরী-গৃহীত পক্বান্ন ভোজনের নিন্দা করিত। সাধারণ সন্ন্যাসিগণের নিয়ম—তাহারা গৃহস্থের বাটীতে অথবা কোন ভক্ত-প্রতিষ্ঠিত ছত্রে পক্বান্ন ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া ভোজন করে; অবশ্য অনেকেই ব্রাহ্মণ-গৃহে পাইলে অন্য জাতির গৃহে ভিক্ষা করে না। পূর্ব্বোক্ত আলেখিয়ারা সন্ন্যাসিগণের মধ্যে একটু নিম্নপদস্থ—ইহাদিগকে নাগাও বলিয়া থাকে। আমাদের পণ্ডিত রন্ধন করিলেও ইহারা ভোজন করিত। মহেশ্বরপুরী ততদূর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জাতিবিচার করিত না, কিন্তু মঙ্গলপুরী করিত। বাঙ্গলা দেশে এই নাগা সন্ন্যাসীই অনেকে আসিয়া থাকে, ইহা হইতেই আমরা সন্ন্যাসি-জীবন সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত করিয়া লই, কিন্তু কাশীর দশনামী সন্ন্যাসিগণকে না দেখিলে ভারতে যে সন্ন্যাসি-শক্তি এখনও সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহার মহিমা অবগত হওয়া যায় না। কাশীর সন্ন্যাসিগণ অনেকে পণ্ডিত—ভদ্র। ইঁহাদিগকে নাগা সন্ন্যাসিগণের ন্যায় ভাবিয়া হাত দেখাইতে যেন কেহ না যায়। আমি এ উপদেশ অনর্থক লিখিতেছি না। আমার কাশী অবস্থানকালে একটী বাঙ্গালী নূতন কাশীদর্শনে আসিয়া অদ্বিতীয় পণ্ডিত দণ্ডী স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীকে হাত দেখাইতে গিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি বড় অসন্তুষ্ট হন। বাঙ্গালীজাতি ভারতীয় অন্যান্য ভারতীয় জাতি হইতে—অন্যান্য জাতির আচার-ব্যবহার হইতে আপনাকে

পৃথক্ রাখিয়া আপনার জাতীয়তা হারাইতে বসিয়াছে বাঙ্গালী-জাতির এ বিষয়ে শীঘ্র সাবধান না হইলে আর উপায় নাই। যত কিছু আর্য্যদিগের কীর্ত্তি, যত কিছু আর্য্যজাতির মহত্ব, সমুদয়ই বঙ্গ বহির্ভূত প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালী জাতি যদি বঙ্গ-বহির্ভূত ভারতের প্রদেশ-সমূহে ভ্রমণ করিয়া অপরাপর ভারতীয় জাতির সদ্গুণ নিজ জীবনে গ্রহণ করিতে কৃতকার্য্য হয়, যদি সমুদয় ভারতীয় জাতিকে এক ভ্রাতা বলিয়া বুঝিতে শিখে, যদি বঙ্গ-বহির্ভূত প্রদেশের ধর্ম্মসম্প্রদায় ও সাধারণ অধিবাসীর আচার ব্যবহারের উৎকৃষ্ট অংশ নিজ-জীবনে পরিণত করিতে পারে, তবেই বাঙ্গালী জাতির পুনরুত্থান সম্ভব। ইহার প্রধান ও সহজ উপায়, দীর্ঘকাল তীর্থ-ভ্রমণ। ইউরোপে বালকগণের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ভ্রমণ ও কার্য্যকরী জ্ঞান-শিক্ষা ব্যতীত সমাপ্ত হয় না, আমাদেরও সেই বিষয় অনুকরণ করিতে হইবে। [illegible] দুটী চক্ষু বুজিয়া ভ্রমণ করিলে কি হইবে? Evenings at home-এ Eyes and no eyes শীর্ষক একটী গল্প আছে। তাহাতে এইরূপ বর্ণনা আছে, দুইটী বালক এক পথে ভ্রমণ করিয়া আসিলেও এক জনের পক্ষে সেই ভ্রমণ অতি নীরস বোধ হইয়াছিল, অপরকে কিন্তু তাহা অনেক নূতন বিষয় শিখাইয়াছিল। ভারতবাসীর একটী গুণ—সে বাহ্য-দৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া অন্তর্দৃষ্টি-প্রিয়। এই অন্তর্দৃষ্টি-প্রিয়তা এত অধিক পরিমাণে অন্য কাহারও নাই। কিন্তু সাধারণ ভারতীয়-সমাজ এই অন্তর্দৃষ্টি-প্রিয়তার ঝোঁকে বাহ্য জগতের পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা একেবারে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এই উপেক্ষা ভারতীয়ের বাহ্য বিষয়ে এতদূর অবনতির কারণ হইয়াছে। ভারতীয়ের শিক্ষা কেবল পুস্তকে—কার্য্যগত শিক্ষা নাই। কবে আমরা কার্য্যকরী শিক্ষাকে আদর করিব? কবে আমরা ইউরোপীয়গণের ন্যায় বাহ্যজগতের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে শিখিব?

ইহারা প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ধুনি জ্বালিয়া থাকে। ধুনি অর্থে কতকগুলি কাঠ লইয়া অগ্নি প্রজ্বালন; এই অগ্নি তাহারা সমস্ত রাত্রি জ্বালাইয়া রাখে। ইহাতে তাহাদের রাত্রে শীতনিবারণ ও ধূমপানের সুবিধা হয়। এই ধুনির

তাহারা বড় পবিত্র বলিয়া বিশ্বাস করে। ধুনির নিকট আরতি করে; আরতির সময় হিন্দীতে মহাদেবের স্তব-পাঠ করিত, এই স্তব অতি মনোহর, বড়ই দুঃখের বিষয়, পাঠক-বর্গকে ঐ স্তব উপহার দিতে পারিলাম না।

অতিশয় ভক্তি-পূর্ণ সেই স্তব যখন তাহারা সায়ংকালে গান করিত, তখন হৃদয় যে কি অপূর্ব্ব ভক্তি-রসে পরিপূরিত হইত, তাহা কি বলিব? আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের যদি আর কিছুই না থাকে, তাহা হইলেও এই ভক্তি-সঙ্গীত-সমূহ চিরকাল জাতীয় জীবনে তাহাদের পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিবে। আরও; মহাদেবের সহিত যেন হিমালয়ের একটী স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। পর্ব্বতের ধীর গম্ভীর অভ্রভেদী শৃঙ্গের গাম্ভীর্য্যময় সৌন্দর্য্য আর যোগাসনোপবিষ্ট মহাদেব যেন এক জাতীয়। এখানে মহাদেবের স্তব-শ্রবণে যেন সেই কুমার-সম্ভবের—'অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গং অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্"—(অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রাণ-নিরোধ-বশতঃ মহাদেব বৃষ্টি আরম্ভের পূর্ব্বকালীন জলধর-তুল্য, তরঙ্গ-রহিত জলাশয়-তুল্য ও বায়ু-রহিত-স্থান-রক্ষিত প্রদীপ-বৎ প্রতীয়মান হইতেছেন।) বর্ণনা মনে পড়ে! যে জাতির শ্রেষ্ঠ কবি এই মহাদেবের বর্ণনা করিয়াছেন, সে জাতির আধ্যাত্মিক কোন ভাবনা নাই। সেই হিমালয়ের নিস্তব্ধতার মধ্যে মহাদেবের স্তব পরম রমণীয়, গভীরভাবোদ্দীপক—প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অপূর্ব্ব শক্তি-সঞ্চারক। সাধকগণ, সাধনের পূর্ণতা করিতে চাহ ত, একবার হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিও—সার্থক হইবে।

(ক্রমশঃ।)

পরমহংসদেবের উপদেশ।

(স্বামিব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত।)

(১) যেমন গ্যাসের আলো একস্থান হ'তে এসে সহরের নানা স্থানে নানা ভাবে জ্বলছে, তেমনি নানাদেশের নানা জাতের ধার্ম্মিক লোক সেই এক ভগবান্ হ'তে আসছে।

(২) লোহা যদি একবার স্পর্শমণি ছুঁয়ে সোনা হয়, তাকে মাটীর ভিতর চাপা রাখ, আর আঁস্তাকুড়ে ফেলে রাখ, সে সোনা। যিনি সচ্চিদানন্দ লাভ করেছেন, তাঁর অবস্থাও সেই রকম। তিনি সংসারেই থাকুন, আর বনেই থাকুন, তাহাতে তাঁহার দোষ স্পর্শ করে না।

(৩) যেমন লোহার তলোয়ার স্পর্শমণি ছোঁয়ালে সোনার তলোয়ার হয়, আকার প্রকার সেই রকমই থাকে, কিন্তু তাতে আর হিংসার কাজ চলে না, সেই রকম ভগবানের পাদ-পদ্ম স্পর্শ করলে তার দ্বারা আর কোন অন্যায় কাজ হয় না।

(৪) ছাতের উপর উঠ্তে হলে মই, বাঁশ, সিঁড়ি ইত্যাদি নানা উপায়ে যেমন উঠা যায়, তেমনি এক ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্ম্মই এক একটী উপায়।

(৫) ঈশ্বর এক, তাঁর অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব। যার যে নামে ও যে ভাবে ডাকতে ভাল লাগে, সেই নামে ও সেই ভাবে ডাকলে দেখা পায়।

(৬) মার পাঁচটা ছেলে আছে। তিনি কাহাকেও খেলনা, কাহাকেও পুতুল, কাহাকেও বা খাবার দিয়ে ভুলিয়ে রেখে দিয়াছেন। তার মধ্যে যে ছেলেটী খেলনা ফেলে দিয়ে মা কোথায় বলে কাঁদে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে নিয়ে ঠাণ্ডা করেন। হে জীব! তুমি কামিনী, কাঞ্চন নিয়ে ভুলে আছ। এ সব ফেলে দিয়ে যখন ঈশ্বরের জন্য কাঁদবে, তখন তিনি এসে তোমায় কোলে করে নেবেন।

ঝালোয়ার দুহিতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কবিবর গিরিশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

শত্রু-সৈন্য বিমুখ করিয়া, যে দিকে হরিনাম হইতেছে, দ্রুত-পদে রাণা সেই দিকে চলিলেন। যথায় হরিনাম উন্মাদিনী মীরা, তথায় উপস্থিত হইলেন। মীরা সাষ্টাঙ্গে রাণার পদতলে প্রণাম করিলেন। রাণাকে দেখিয়া অন্য, বন্য সসম্ভ্রমে কহিলেন, "রাণা"; রাণা কহিলেন, "মীরা! তোমার আবার একি নূতন লীলা? একা কত লোককে প্রেম বিলাইবে"? মীরা উত্তর করিলেন, "মহারাণা! এ নূতন কি? আমি ত হরিনাম করিয়া থাকি"। "ভাল, ভাল, চল, বৈরাগীরা অনাথ হইয়া শয্যায় শুইয়া আছে, তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে, চল, তোমাকে লইয়া যাই"! মীরা বলিলেন, "মহারাণা! বৈরাগীরা কাহারও প্রতীক্ষা করে না। কৃষ্ণে তাঁহাদের মন আকৃষ্ট হইয়াছে, কৃষ্ণ ভিন্ন তাঁহারা আর কিছুই জানেন না"। রাণা কহিলেন, "মীরা! তোমার কলঙ্ক হইতেছে, তুমি বুঝ না, নিষ্কলঙ্ক কুলে তুমি কলঙ্ক অর্পণ করিতেছ, তোমার বুঝা উচিত, রাজকুলে কলঙ্ক অর্পণ করিও না। তোমার নিকট প্রতিশ্রুত আছি, কখনও রোষ করিয়া কোন কথা কহিব না। হরিনাম করিবে, কর; বৈষ্ণব সেবা করিবে, কর; যত অর্থ চাও, দিতেছি, সুযোগ্য লোক নিযুক্ত করিতেছি, স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিব, প্রতিজ্ঞা করিতেছি,তোমার প্রেমে বঞ্চিত হইয়াছি,তাহাও সহ্য করি,কিন্তু এ কলঙ্ক, এ দুর্নাম আমার সহ্য হয় না। একাকী রমণী, পুরুষের সহিত রজনী-যাপন কর, এ তোমার ভাল নয়!" মীরা উত্তর করিলেন, "মহারাণা! কলঙ্কিনীকে দূর করিয়া দিন! বৈষ্ণব-সেবায় অভাগিনীকে বঞ্চিত করিবেন না।" রাণা কহিলেন, "তুমি রাজরাণী, তোমাকে রাজরাণীর মত রাখিব, রাণাবংশীয় রাণীকে কখনও চন্দ্র সূর্য্য দেখে না, তোমাকেও কেহ দেখিবে না!" মীরা উত্তর করিলেন, "মহারাজ! বন্দী করুন, কৃষ্ণ আমার বন্ধন মোচন করিবেন।

কৃষ্ণের ইচ্ছায়, বৈষ্ণব সেবায় কেহ আমায় বঞ্চিত করিতে পারিবে না।" রাণা কহিলেন, "বুঝিব"! মীরা গৃহাভিমুখে ফিরিলেন! রাণার ইঙ্গিতে কয়জন প্রহরী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বিষণ্ণ-চিত্তে, বীর-পদ-সঞ্চালনে মীরা প্রেম বঞ্চিত রাজপুত, ঝালোয়ার রাজকুমারী কিশোরী মন্দির অভিমুখে চলিলেন! পর্ব্বতোপরি সুরম্য মন্দির, কিশোরী দাস দাসী পরিবেষ্টিতা, কিন্তু মিবারে কেহ কখনও তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে নাই, অপমানিতা হইয়া কয়দিন আহার করেন নাই! কয়দিন পরে বিনা অনুরোধে আহার করিলেন। দিবসে নিদ্রা যান, রজনী-যোগে সুসজ্জিত হইয়া গবাক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া মন্দার অভিমুখে চাহিয়া থাকেন, লক্ষ্য করিলে মন্দারে একটি আলো জ্বলিতেছে, দেখা যায়, সেই আলোর প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

মন্দার পর্ব্বতের আলোক একটি অপূর্ব্ব প্রেম-সঙ্কেত। কিশোরী নির্জ্জন গৃহে সমস্ত রাত্রি একটী আলো জ্বালিয়া বসিতেন, মনে মনে ভাবিতেন, মন্দার পর্ব্বত হইতে কি এ আলো দেখা যায়? না জানি, নিরাশ রাজকুমার কি করিতেছেন, তিনি কেমন আছেন, এ শত্রুপুরে আসিয়া কিশোরীকে কে সংবাদ দিবে? তিনি যে রাজকুমারকে ভুলেন নাই, দিবারাত্রি তাঁরই ধ্যানে নিযুক্ত থাকেন, তাহা কি রাজকুমার জানে? একদিন দেখেন, দূরে একটী আলো, রাজকুমারী একবার ভাবিলেন, বুঝি তাঁহার গৃহে আলো দেখিয়া কুমার আলো জ্বালিয়াছে, আলো কখন উজ্জ্বল, কখন ক্ষীণজ্যোতি, যেন কুমারের হৃদয়ের আশা, নৈরাশ্য প্রকাশ করিতেছে। আবার ভাবিলেন, কুহকী আশা, কেন প্রবঞ্চনা কর? কুমার এতদিন ভুলিয়া গিয়াছেন, অপর কোন আলো দেখিতেছি। কিন্তু সে আলো নিত্যই দেখিতে পান, তাঁহার ঘরে জ্বলিলেই জ্বলে, ওকি কুমারের গৃহের আলো? কিশোরীর অনুমান সত্য, সত্যই বীরেন্দ্র সিংহ আলো জ্বালিয়াছেন, যখন মন্দার রাজকুমার রুগ্ন শয্যায়, উল্লিখিত চোহান কবি সদা তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিত, রাজকুমার তাঁহাকে সদা বলিতেন, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর রজনী, বীরেন্দ্র সিংহকে ঘর দেখাইল, ঐ দেখ, কুসুমীরে আলো জ্বলিতেছে, ঐ ঘরে তোমার কিশোরী বন্দী, কাহারও সহিত আলাপ করে না

একাকিনী সমস্ত রাত্রি আলো জ্বালিয়া বসিয়া থাকেন, শুনিবামাত্র কুমার নিজ গৃহে একটী বৃহৎ আলো জ্বালাইলেন, সকলেই সেই আলো দেখিত, কিন্তু কেহ তাহার মর্ম্ম বুঝিত না, একদিন প্রকাশ পাইল ;—

কিশোরীর মনস্তুষ্টির নিমিত্ত তাঁহার মন্দিরে সুকণ্ঠ গায়িকা আসিয়া গীত শুনাইত ; তিনি কর্ণপাতও করিতেন না, একদিন একজন গাহিল ;—

গীত।

মেঘ—ধামার।

ক্ষীণ আলোক নেহারি, নিবিড় আঁধার বারি।

ঘোর পবন বহে আলোক-হারী, হেরি হেরি আশা ক্ষীণ আলোক হেরি
আশানল জ্বলে জ্বলে ধিকি ধিকি তাপ ভারি, তবু হেরি দহে তাপ ভারি॥
নিবিড় বিরহ মেঘজাল, হাহারব কঠোর কুলিষ করাল,
চমকি চমকি নিভে চপলা চিত চঞ্চলা ঘন-জলদ-বিহারী॥
দিন বহে, কত সহে, মন্দ মন্দ সমীরণ দহে, নিরাশ ভাব কহে;
ক্ষীণ আলোক দহে, সহি সহি, দহি দহি, তবু হেরি, পারি হারি॥

কিশোরী ব্যগ্র হইয়া গান শুনিতে লাগিলেন, রাণা গান শুনিলেন, দেখিলেন; দূর মন্দার পর্ব্বতে আলো জ্বলিতেছে, গানের অর্থ কিশোরী ও রাণা উভয়েই বুঝিলেন। রাণা গায়িকার নিকট শুনিলেন যে, এক ব্যক্তি গায়িকাকে ঐ গানটী শিখায় ও কিশোরীর মন্দিরে গাইতে উপদেশ দিয়া বলে যে, রাণা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন ও বিস্তর পারিতোষিক দিবেন। সেই ব্যক্তির অঙ্গুরী গায়িকার হস্তে, রাণা দেখিলেন, বহুমূল্য অঙ্গুরী। রাণা ও কিশোরী উভয়েই বুঝিলেন, উপ-ঢৌকন মন্দার রাজকুমার। তদবধি কিশোরী সেই আলোর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রাণেশ্বরের ধ্যানে রজনী যাপন করেন।

(ক্রমশঃ।)

আচার্য্য শঙ্কর ও মায়াবাদ।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখিত *।)

দেশের শিক্ষিত ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু সম্প্রদায়ের মধ্যে বেদান্ত শাস্ত্রের অনুশীলন দেখিলে মনে একটী নূতন আশা জাগিয়া উঠে, আশা কেন জাগিয়া উঠে তাহা বলি,—

হিন্দু-সমাজের গঠন-প্রণালীর প্রতি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অন্যান্য জাতির ন্যায় আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ পৃথক্ নহে, সমাজ ও ধর্ম্ম বলিলে ইউরোপ ও আমেরিকায় যাহা বুঝায়, তাহা হইতে আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ অত্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের। বর্ত্তমান শতাব্দীর ইউরোপ ও আমেরিকার খ্রীষ্টিয়ানগণের সহিত খৃষ্ট ধর্ম্মের যে প্রকার সম্বন্ধ, তাহা দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, খৃষ্টধর্ম্ম খৃষ্ট সমাজের অংশ হইলেও এজগতের অনেক কার্য্য প্রতিদিন সাধন করিতে গিয়াও প্রকৃত পক্ষে আধুনিক খৃষ্টীয় সমাজ খৃষ্ট ধর্ম্মের কোন অপেক্ষা রাখে না। বর্ত্তমান খৃষ্টধর্ম্ম একেবারে নষ্ট হইয়া গেলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ বা আমেরিকার খৃষ্টীয় সমাজ সকলের কোন বিশেষ ক্ষতি হয়, তাহা বোধ হয় না। রোমান্ ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট যাজকগণের মধ্যে মতের অনৈক্য আছে বলিয়া বিলাতের খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের কোন প্রকার সামাজিক উন্নতির স্রোত প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে, এমনও বোধ হয় না।

---

* ইনি পূর্ব্বে কাশীর দ্বারভাঙ্গা মহারাজার সংস্কৃত কলেজে দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন, অধুনা, কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজে মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের স্থানে স্মৃতির অধ্যাপক।

রাজনৈতিক একতাই যাহাদের সমাজ-শরীরের মেরুদণ্ড —ধর্ম্ম-বন্ধন শিথিল হইলেও তাহাদের সামাজিক উন্নতি প্রতিবন্ধ হয় না। ভারতের পক্ষে কিন্তু বিধির লিখন অন্যরূপ। রাজনৈতিক একতা এ দেশে কোন দিন ছিল না, এখনও নাই, কোন দিন যে হইবে, সে আশাও বড় কম। রাজনৈতিক একতার সহিত আমাদের সমাজ কোন দিন সংশ্লিষ্ট ছিল না। পারলৌকিক বিশ্বাসের সুপ্রশস্ত ও উর্ব্বরা ক্ষেত্রে ধর্ম্মরূপ সুদৃঢ় মূলকে আশ্রয় করিয়া হিন্দু সমাজ জগতে বিকাশ পাইয়াছে। সেই মূলের বলেই এখনও দাঁড়াইয়া আছে। যদি কখনও আবার ফলবান হয়, তাহাও সেই ধর্ম্মরূপ মহামূলের উপরেই নির্ভর করিবে, তাহাও স্থির। এই ধর্ম্ম মূলের জীবনী-শক্তি যখনই কাল-বশে ক্ষীণ হইয়া পড়ে, আমাদের সমাজও সেই সময় একান্ত দুর্ব্বল হয় এবং অবশেষে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়ে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অতি বিস্তারের ফলে যে সকল অগণ্য উপধর্ম্ম ভারতকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল, কাপালিক, অঘোরী প্রভৃতি দুরন্ত সম্প্রদায়ও যখন ভয়, বিস্ময় অথচ সম্মানের বিষয় হইয়াছিল, বিভিন্ন প্রকার বিশ্বাসের বলে পরিচালিত হইয়া বিবেক-হীন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সকল যখন স্বজাতির বিদ্রোহ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের সামাজিক ধ্বংসের পথকে প্রশস্ত করিতেছিল, সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে আমাদের সমাজ শাস্ত্রদর্শনের উজ্জ্বল আলোকের সাহায্যে আবার নিজের গন্তব্য পথ দেখিতে পাইয়াছিল এবং উন্নতির মনোহর ফল পাইবার জন্য ন্যায্যরূপে সেই পথকে এক মনে অবলম্বন করিতে সক্ষমও হইয়াছিল।

বৌদ্ধবিপ্লবের দিন আমাদের সমাজে যে বিপদ আসিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা এখনকার সামাজিক বিপদ অধিক বলিয়া বিশ্বাস হয় না। যে বেদান্তের প্রকৃত অনুশীলনের ফলে বৌদ্ধ-বিপ্লবের চিতাক্ষেত্রে শয়ান হইয়াও আমাদের সমাজ পুনর্ব্বার সবলে দাঁড়াইতে পারিয়াছিল, হিন্দু সমাজের গৌরবোদ্ভাসিত নাম আবার সম্মানের সহিত সকল জাতির মধ্যে আলোচিত হইয়াছিল, হিন্দু সমাজের গন্তব্য পথের একমাত্র আলোক বেদান্ত দর্শন যদি এদেশে আবার নিজের প্রকৃত প্রভা বিকীর্ণ করিতে সক্ষম হয়, অনেকের বিশ্বাস, তাহা হইলে

এই অধঃপতিত সমাজের আবার সুখের দিন ফিরিয়া আসিবে, ইহা স্থির।

তাই বলিতেছিলাম, আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেদান্ত চর্চ্চা বড়ই আশার অবলম্বন বলিয়া বোধ হয়। ভীষণ সামাজিক মরুভূমের শুষ্ক ও অধিক্ষেত্রে অমৃতধারার প্রবাহ বহাইয়া যে বেদান্ত দর্শন হিন্দু সমাজের জীবনী-শক্তিকে জাগাইয়া দিয়াছিল, সেই বেদান্ত দর্শনের আলোচনার জন্য দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান ঔৎসুক্যকে আশার ধন বলিতে আপত্তি করা অপেক্ষা মানিয়া লইলে বোধ হয়, অনেকের অন্তরাত্মা অধিকপরিমাণে পরিতোষ লাভ করে।

এই সকল ভাবিয়া ও বেদান্ত দর্শনের আলোচনা করিতে দিন দিন দেশের উৎসাহ বাড়িতেছে দেখিয়া—আশা আরও জাগিয়া উঠে—উহাদের সহিত বেদান্ত দর্শনের আলোচনা করিবার জন্য মনঃ দৃঢ়-সংকল্প হইয়া উঠে। সুতরাং, এপ্রকার অবস্থায় বেদান্ত দর্শনের সর্ব্বস্ব মায়াবাদ-সম্বন্ধে কিছু অনুশীলন যে লোকের প্রিয় হইবে, তাহা অনেক পরিমাণে আশা করা যায়।

মায়াবাদের নিগূঢ়তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মায়াবাদ-প্রচারক আচার্য্য শঙ্করের জীবন-বৃত্তের অনুশীলন বিশেষ প্রয়োজনীয়: মায়াবাদ আচার্য্য-শঙ্করের কল্পনা-কাননের মহাসৌরভময় কুসুম না হইতে পারে—অতি প্রাচীন বৈদিক ঋষিমণ্ডলীর বিশাল হৃদয়াকাশে ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় মায়াবাদ শান্তিময় কিরণ বর্ষণ করিত, একথাও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে—উপনিষদের পবিত্র বর্ণমালার অপরিস্ফুট মায়াবাদ, আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদের মূলও হইতে পারে।

তথাপি একণে যে মায়াবাদের আলোচনার জন্য সকল দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায় বিশেষ প্রযত্ন করিতেছেন, সে মায়াবাদের সঙ্গে আচার্য্য শঙ্করের সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ ও এত অনুশীলনাই যে, মায়াবাদের আলোচনার পূর্ব্বে আচার্য্য শঙ্করের পবিত্র চরিত্র বিষয়ে আলোচনা না করিলে মায়াবাদের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

ইতিহাস বলিলে একণে যাহা বুঝায়, আচার্য্য শঙ্করের চরিত্র জানিতে গেলে তাহার সাহায্য একান্ত দুর্লভ, তথাপি অতীত ও আলোচনীয় ঘটনাসমষ্টি জানি-

নার উপারকে যদি ঐতিহাস বলিলে ক্ষতি না হয়, তাহা হইলে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, আচার্য্য শঙ্করের চরিত্র সকল যেমন ঐতিহাসিক, তাহা হইতে স্ফুটভাবে কোন চরিত্র আমাদের দেশীয় ভাষায় কোন পুরাতন ইতিহাসগ্রন্থে বিকাশ পাইতে পারে, এ বিশ্বাস অনেকেরই নাই। [ক্রমশঃ।]

সংবাদ ও মন্তব্য।

রাজপুতানার অনেক স্থলে আজও দুর্ভিক্ষ প্রবল রহিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে ত এ বৎসর এখনও সুখবর।

কুচবিহারে নাকি কিছুদিন হইল, একদিন রাত্রিতে এক ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে! মিনিট খানেকের উপর স্থায়ী ছিল। ভূমিকম্প শুনিলেই যে অনেকের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়!

করাচী নগরে আজও প্রত্যহ গড়ে প্রায় তিনটী করিয়া প্লেগ-রোগে আক্রান্ত হইতেছে এবং দুইটী করিয়া গতায়ু হইতেছে। যে পাড়ায় রোগোদ্ভব হইতেছে, সে পাড়া হইতে সকলকার বসবাস উঠাইয়া দেওয়া হইতেছে।

কলিকাতায় আবার প্লেগ আসিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে তদারক করিবার জন্য অনেক লোক নিযুক্ত হইয়াছে। অবশ্য আতঙ্কের কোন ভয় নাই। যতদূর সুবন্দোবস্ত করা সম্ভব, তাহা গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন।

পুণাতে এবার প্লেগ সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষেরা প্রজাদিগকে বেশী পীড়ন করিতেছেন না। যাহাদিগের বাড়িতে রোগী রাখিবার ভাল স্থান আছে, তাহাদিগের বাটীর প্লেগাক্রান্ত রোগীদিগকে আর হাসপাতালে লইয়া যাইতেছেন না।

সম্প্রতি বরাহনগরে বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবাশ্রমে একটী ২১ বৎসরীয় বিধবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে! কোথায় সহমরণ আর কোথায় বিধবা-বিবাহ! কোথায় সেই প্রাচীন ভারতীয় সতীত্বের গৌরবস্বরূপ স্বেচ্ছায় সহমরণ, আর কোথায় এই ঘৃণার্হ চন্দপরতন্ত্রতার দৃষ্টান্তস্বরূপ আধুনিক বিধবাবিবাহ! কালে ক্রমশঃ সমাজের পরিবর্ত্তন এত দূরই হইয়া পড়ে বটে! যাহা হউক, আজ কাল যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে অগত্যা অনেক স্থলে বিধবাবিবাহ শ্রেয়ঃ বলিতে হইবে বৈ কি!

(আগামী ৬ই চৈত্র রবিবার ইং ১৯ শে মার্চ্চ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্ম-মহোৎসব বেলুড়ের মঠে (হাবড়া জেলা) হইবে। উক্ত মঠ গঙ্গার উপরেই—ঠিক বরাহনগর বাজারের আড়-পার। মঠস্থ সাধুগণ জনসাধারণকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন; যাবতীয় ভক্ত ও ভদ্রমণ্ডলীর শুভাগমন ও মহোৎসবে যোগদান প্রার্থনীয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য প্রতি বৎসর কলিকাতা হইতে জাহাজ অনবরত মহোৎসব-স্থলে যাতায়াত করিয়া থাকে। অনেকানেক স্থান হইতে ভাল ভাল অবৈতনিক সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায় আসিয়া আনন্দ-বর্দ্ধন করিবেন। মহোৎসবে স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থিত থাকিবেন। মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল (সিষ্টার নিবেদিতা) সে দিবস মহোৎসবস্থলে বক্তৃতা দিবেন।)

স্বামী অভয়ানন্দ সম্প্রতি আমেরিকা হইতে আসিয়া বোম্বাই নগরে উপনীত হইয়াছেন। গত ১৬ই ফাল্গুনে বোম্বাই সহরে তাঁহার একটী সুবৃহৎ বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে—প্রসিদ্ধ রাণাডে মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। অভয়ানন্দকে মাদ্রাজে আনাইয়া কতিপয় বক্তৃতা দেওয়াইবার জন্য দু একজন শিক্ষিত মাদ্রাজী বোম্বাই নগরে গিয়াছেন। বেদান্ত-দর্শন-সম্বন্ধে ইঁহার বক্তৃতা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মাদ্রাজে কিছুদিন বক্তৃতা দিয়া কলিকাতায় আসিবেন। আশা করি, এখানেও আসিয়া কিছু দিন বক্তৃতা দিবেন। ইঁহার নিজের ও ইঁহার বক্তৃতার কিছু পরিচয় অন্যত্রে দিলাম।

বিলাত বিভাগ।—বিলাতের লণ্ডন নগর হইতে এক সংবাদ-দাতা গত ১৫ই ফেব্রুয়ারীর ইণ্ডিয়ান মিরারে লিখিতেছেন—"ইণ্ডিয়াতে কাহারও কাহারও এরূপ ধারণা আছে যে, বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে যে সকল বক্তৃতা দিয়া গেছেন, বস্তুতঃ, তাহার কোনও ফল এখানে হয় নাই; বিবেকানন্দের বন্ধুবর্গই তাঁহার কার্য্যকলাপ অতিরঞ্জিত করিয়া বলিয়া থাকেন মাত্র। কিন্তু, আমি এখানে আসিয়া দেখিতেছি, তিনি অনেকের ভিতরে বিশেষ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডের অনেকস্থলে এরূপ অনেক লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা বিবেকানন্দকে যথোচিত সম্মান ও ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। আমি যদিও বিবেকানন্দের সম্প্রদায়-ভুক্ত নহি এবং তাঁহার মতের সঙ্গে আমার নিজের মতের অনেক গরমিলও আছে বটে সত্য, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি—বিবেকানন্দ এখানে অনেকেরই চক্ষু খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন এবং অনেকের হৃদয় প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন—এখানকার অনেকেই এখন খুব বিশ্বাস করিতেছেন যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন শাস্ত্রাগার সমূহে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক সত্য নিহিত আছে। শুধু যে ইহাই করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে—ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ার সহিত এক প্রকার সোণার সম্বন্ধ পাতাইয়া গিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আপনার কাগজে মিষ্টার হাউয়ের "ডেড্ পুল্পিট্" (The Dead Pulpit by Mr. Howie) নামক গ্রন্থ হইতে যাহা—বিবেকানন্দ-মত ("Vivekanandism") সম্বন্ধে উদ্ধৃত করিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তাহাতে বেশ স্পষ্ট বুঝিয়াছেন, বোধ হয় যে, এখানে বিবেকানন্দের মত প্রচার হওয়াতে কত শত লোক খৃষ্টান সম্প্রদায় হইতে চলিয়া গিয়াছে এবং এদেশে বিবেকানন্দের কার্য্যকলাপ কত দূর ফলদায়ক হইয়াছে, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ-স্বরূপ একটী সামান্য ঘটনা বর্ণনা করিতেছি। গত কল্য সন্ধ্যার সময় আমি এই লণ্ডন সহরের দক্ষিণাংশে আমার একটী বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলাম। যাইতে যাইতে পথে রাস্তা ভুলিয়া যাই; শেষ রাস্তার এক কোণে দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক দেখিতেছিলাম—কোন্ দিকে যাইব; এমন সময়ে একটী মহিলা এক বালককে সঙ্গে করিয়া লইয়া—আমাকে পথ বলিয়া দিয়া সাহায্য করিবেন, এই অভিপ্রায়ে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

• • • আমাকে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি বোধ হয়, রাস্তা খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন—আপনাকে কি আমি সাহায্য করিতে পারি?" • • তিনি আমাকে রাস্তা দেখাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "আমি কতিপয় কাগজে পড়িয়াছিলাম যে, আপনি লণ্ডনে আসিতেছেন। আমি আপনাকে দেখিয়াই আমার ছেলেকে বলিতেছিলাম যে, এই দেখ, তিনি সেই বিবেকানন্দ। আমাকে তাড়াতাড়ি যাইয়া ট্রেন ধরিতে হইবে বলিয়া আর তাহাকে

'আমি যে বিবেকানন্দ নহি', এ পরিচয় দিতে অবকাশ পাইলাম না; অগত্যা তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতে হইল। যাহা হউক বিবেকানন্দের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকাতেও [illegible] প্রতি মহিলাটির এতাদৃশ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা দেখিয়া আমি [illegible] এমন প্রীতিজনক ঘটনাসম্বলিত নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলাম। আমার [illegible] দ্বীকেও ধন্যবাদ দিলাম—বেচারা পাকড়ীর দরুণই আজ এত সম্মান পাইলাম। এরূপ ঘটনা ছাড়া আমি স্বয়ং এখানে এমন অনেক শিক্ষিত ভদ্র ইংরেজ দেখিয়াছি, যাঁহাদিগের ইণ্ডিয়ার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা হইয়াছে—যাঁহারা, যদি কোন ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ভারতবর্ষীয় হয়, তবে তাহা অতিশয় আগ্রহের সহিত শ্রবণ করেন।"

আমেরিকা বিভাগ—চিকাগোর অদ্বৈত সভায় স্বামী অভয়ানন্দের বক্তৃতা—বিগত ১৪ই নবেম্বরের ইণ্টার ওশান নামক আমেরিকান পত্রিকায় আমেরিকার স্বামী অভয়ানন্দের চিকাগোনগরে বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদ দিলাম। এই স্বামী অভয়ানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা। ইনি একজন অসাধারণ মহিলা। স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্যদেশে বেদান্ত প্রচার করিতেছেন। ইঁহার বক্তৃতা কি গভীর চিন্তাপূর্ণ অথচ সরস, তাহা আমরা ইঁহার বক্তৃতার সারাংশ-পাঠেই বুঝিতে পারিয়াছি।

অভয়ানন্দের বক্তৃতা।

"জীবনের উদ্দেশ্য"।—পার্ব্বত্য পথে স্ফিংস (Sphinx) * ভ্রমণকারীকে ভ্রমণে বিরত করাইয়া প্রশ্ন করিল, ও এই সমস্যার পূরণ করিতে বলিল, 'মানুষ কি? কোথা হইতে আইসে? কোথায়ই বা যায়?' মানুষ প্রকৃতির মধ্যে সুন্দর বিচিত্র বস্তু আনন্দ—চৈতন্য। তাহার বাহ্য সৌন্দর্য্য তাহার অন্তরাত্মার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও বিচিত্রতার প্রতিবিম্ব মাত্র। শক্তি—অপরিমেয় ও অনির্ব্বচনীয় শক্তি, তাঁহার ভিতরে রহিয়াছে। শুভ, অশুভ সকলেরই বীজ তাঁহার ভিতরে আর যে শক্তিতে স্ফিংসের সমুদয় সমস্যার মীমাংসা করিবে, সেই শক্তির অনন্ত প্রস্রবণও তাঁহার ভিতরে রহিয়াছে। মানুষ কোথা হইতে আসিল? মানুষ সকল বস্তুর অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী মূল হইতে আসিয়া সুখদুঃখের দ্বারা রাজ্যে (Land of Experience) ভ্রমণ করিতেছে, প্রকৃতির গভীরতম রহস্য-সমূহের অনুসন্ধান করিতেছে—পথে জ্ঞানের কুসুম চয়ন করিতে করিতে চলিয়াছে। প্রাণ হইতে প্রাণ ব্যতীত আর কি জন্মাইবে? চৈতন্য—চৈতন্য-ব্যতীত আর কি প্রসব করিবে? দেবতাদের বিরাম-ভূমিই মানুষের গৃহ—মানুষ সেখান হইতেই আসিয়াছে। • • মানুষ যায় কোথায়?—মানুষ যায় নিজের গৃহে—সমুদয় বাক্য ও মনের অগোচর পদার্থের অনন্ত [illegible]।

* সিংহ-শরীর ও মনুষ্য-মুখ-সম্পন্ন কাল্পনিক জীব-বিশেষ।

কখন জীবন-মরুতে পথশ্রান্ত পান্থরূপে, কখন জীবনের উচ্চ ভূমির সমারোহক ও কখন বা মনুষ্যের অগম্য ভূভাগে বিচরণশীল হইয়া ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিত-রূপে চরম লক্ষ্যের দিকে চলিয়াছেন—পথে সংগৃহীত ধন-রাশি হস্তে; অপদার্থ গুলি ফেলিয়া দিতেছেন। প্রকৃতির বিশাল পুস্তক পাঠ করিতেছেন, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উলটাইতেছেন। পরিশেষে জীবন-রহস্য তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িল—সে রহস্য কি? সে রহস্য এই যে, তিনি এত দিন আপনাকেই খুঁজিতেছিলেন—যে ধনরাশি সংগ্রহ করিয়াছেন, সে সকল তাঁহারই গুণরাশি। যে গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই, প্রকৃতি তাঁহার প্রতিবিম্বমাত্র। তখন প্রকৃতি-সতীর অবগুণ্ঠন-মোচন হয়, তিনি আপনাকে জানিতে পারিয়া মুক্তি-দ্বারে দণ্ডায়মান হন।

কলিকাতা বিভাগ।—রামকৃষ্ণ মিশনের সাপ্তাহিক সভা।

(১) বিগত ৮ই ফাল্গুন রবিবারে বাগবাজারে সভার অধিবেশন হয়; বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ, শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং উদ্বোধনের সহকারী-সম্পাদক স্বামী শুদ্ধানন্দ "ত্যাগ" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। (২)গত ১৫ই ফাল্গুন রবিবারে উক্ত সভা মিনার্ভা থিয়েটারে আহূত হয়; সিষ্টার নিবেদিতা (Miss Margaret Noble) "Young India Movement" সম্বন্ধে এক সুন্দর বক্তৃতা দেন।

কলিকাতা বাগবাজারে সিষ্টার নিবেদিতা যে রামকৃষ্ণ-মিশন বালিকা-স্কুল স্থাপনা করিয়াছেন, তাহাতে ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক ও মণ্ট ক্লেয়ার হইতে কতিপয় সহৃদয় বন্ধু, একশত সাড়ে বিরাশী টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। সিষ্টার নিবেদিতা তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা-সহকারে ধন্যবাদ দিয়াছেন এবং সময়ানুসারে সাহায্যের সংবাদ দিবেন, বলিয়াছেন।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা বিভাগ।—গত ২৮ শে মাঘ শুক্রবার ঢাকা সহরে বাবু শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের নাট্য মন্দিরে স্বামী প্রকাশানন্দ "হিন্দু ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী নাগ এম এ, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রোতৃ-সংখ্যা সহস্রাধিক হইয়াছিল। এই বক্তৃতার পরে, আরও দুইটী স্থলে বক্তৃতা দেন; একটি—বীরভদ্রাশ্রমের সন্নিকটে ধুলোট উপলক্ষে—"মানবজীবনের উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে; অপরটি আমনিগোলায় হিন্দুসমাজে—"ভগবৎ-প্রেম" সম্বন্ধে।

☞ ১লা বৈশাখ হইতে উদ্বোধনে নিয়মিত রূপে পাণিনির মহাভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রের (বেদান্ত দর্শন) রামানুজ-ভাষ্য, ভগবদ্গীতার শাঙ্কর ভাষ্য প্রভৃতির অতি সরল বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইবে। বৌদ্ধগ্রন্থ "ধম্মপদে"রও মূল ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া যাইবে।

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ] ১৫ই চৈত্র। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।]

বর্ত্তমান ভারত।

(স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত।)

বৈদিক পুরোহিত মন্ত্রবলে বলীয়ান, দেবগণ তাঁহার মন্ত্রবলে আহূত হইয়া পান ভোজন গ্রহণ করেন ও যজমানকে অভীপ্সিত ফল প্রদান করেন। ইহলৌকিক মঙ্গলের কামনায় প্রজাবর্গ, রাজন্যবর্গও তাঁহার দ্বারস্থ। রাজা সোম * পুরোহিতের উপাস্য, বরদ, ও মন্ত্রপুষ্ট; আহুতিগ্রহণেপ্সু দেবগণ কাজেই পুরোহিতের উপর সদয়; দৈববলের উপর মানব-বল কি করিতে পারে? মানব-বলের কেন্দ্রীভূত রাজাও পুরোহিতবর্গের অনুগ্রহপ্রার্থী। তাঁহাদের কৃপা-দৃষ্টিই যথেষ্ট সাহায্য; তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর; কখন বিভীষিকাসংকুল আদেশ, কখন সহৃদয় মন্ত্রণা, কখনও কৌশলময় নীতিজাল-বিস্তার, রাজশক্তিকে অনেক সময়েই পুরোহিতকুলের নির্দ্দেশবর্ত্তী করিয়াছে। সকলের উপর ভয়, পিতৃ-পুরুষদিগের নাম, নিজের যশোলিপি পুরোহিতের লেখনীর অধীন। মহা তেজস্বী জীবদ্দশায় অতি কীর্ত্তিমান, প্রজাবর্গের পিতৃমাতৃস্থানীয় হউন না কেন,

---

* সোমলতা। বেদে উহা 'রাজা সোম' এই অভিধানে উক্ত।

মহাসমুদ্রে শিশির-বিন্দু পাতের ন্যায় কালসমুদ্রে তাঁহার যশঃসূর্য্য চিরদিন অস্তমিত, কেবল মহাযজ্ঞানুষ্ঠায়ী, অশ্বমেধযাজী, বর্ষার বারিদের ন্যায় পুরোহিতগণের উপর অজস্র-ধন-বর্ষণ-কারী রাজগণের নামই পুরোহিতপ্রসাদে জাজ্বল্যমান। দেবগণের প্রিয়, প্রিয়দর্শী ধর্ম্মাশোক (১) ব্রাহ্মণ্য-জগতে নাম-মাত্র শেষ; পারীক্ষিত জনমেজয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার চির-পরিচিত।

রাজ্য-রক্ষা, নিজের বিলাস, বন্ধুবর্গের পুষ্টি ও সর্ব্বাপেক্ষা পুরোহিতকুলের তুষ্টির নিমিত্ত রাজরবি প্রজাবর্গকে শোষণ করিতেন। বৈশ্যেরা রাজার খাদ্য, তাঁহার দুগ্ধবতী গাভী।

কর গ্রহণে, রাজ্য-রক্ষায়, প্রজাবর্গের মতামতের বিশেষ অপেক্ষা নাই, হিন্দু জগতেও নাই, বৌদ্ধ জগতেও তদ্রূপ। যদিও যুধিষ্ঠির বারণাবতে বৈশ্য শূদ্রদেরও গৃহে পদার্পণ করিতেছেন, প্রজারা রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রার্থনা করিতেছে, সীতার বনবাসের জন্য গোপনে মন্ত্রণা করিতেছে, কিন্তু সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে রাজ্যের প্রথা-স্বরূপ, প্রজাদের কোন বিষয়ে উচ্চবাচ্য নাই। প্রজাশক্তি আপনার ক্ষমতা অপ্রত্যক্ষভাবে বিশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ করিতেছে। সে শক্তির অস্তিত্বে প্রজাবর্গের এখনও জ্ঞান হয় নাই। তাহাতে সমবায়ের উদ্যোগ বা ইচ্ছাও নাই, সে কৌশলেরও সম্পূর্ণ অভাব, যাহা দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিপুঞ্জ একীভূত হইয়া প্রচণ্ড বল সংগ্রহ করে।

নিয়মের অভাব, তাহাও নহে; নিয়ম আছে, প্রণালী আছে, নির্দ্ধারিত অংশ আছে, কর-সংগ্রহ ও সৈন্যচালনা বা বিচার-সম্পাদন বা দণ্ড পুরস্কার সকল বিষয়েরই পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়ম আছে, কিন্তু তাহার মূলে ঋষির আদেশ—দৈব শক্তি, ঈশ্বরাদেশ। তাহার স্থিতিস্থাপকত্ব একেবারেই নাই বলিলেই হয় এবং তাহাতে প্রজাবর্গের সাধারণ মঙ্গলকর কার্য্যসাধনোদ্দেশে সম্মতি হইবার বা সমবেত বুদ্ধিযোগে রাজগৃহীত প্রজার ধনে সাধারণ সম্বৃদ্ধি ও তাহার আয় ব্যয় নিয়মনের শক্তিলাভেচ্ছার কোনও শিক্ষার সম্ভাবনা নাই।

* ধর্ম্মাশোক—প্রিয়দর্শী রাজা অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণের পর ধর্ম্মাশোক নাম প্রাপ্ত হন।

আবার ঐ সকল নির্দেশ পুস্তকে। পুস্তকগত নিয়ম ও তাহার কার্য্যে পরিণতি এ দুয়ের মধ্যে দূর—অনেক। একজন রামচন্দ্র শত শত অগ্নিবর্ণের (১) পরে জন্ম গ্রহণ করেন! চণ্ডাশোকত্ব (২) অনেক রাজাই আজন্ম দেখাইয়া যান। ধর্ম্মাশোকত্ব অতি অল্পসংখ্যক; আকবরের ন্যায় প্রজা-রক্ষকের সংখ্যা আরঙ্গজীবের ন্যায় প্রজাভক্ষকের অপেক্ষা অনেক অল্প।

হউন যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্র বা ধর্ম্মাশোক বা আকবর, পরে যাহার মুখে অন্ন তুলিয়া দেয়, তাহার ক্রমে নিজের অন্ন উঠাইয়া খাইবার শক্তি লোপ হয়। সকল বিষয়ে অপরে যাহাকে রক্ষা করে, তাহার আত্মরক্ষা-শক্তির স্ফূর্ত্তি কখনও হয় না। সর্ব্বদাই শিশুর ন্যায় পালিত হইলে অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘকায় শিশু হইয়া যায়। দেবতুল্য রাজা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পালিত প্রজাও কখনও স্বায়ত্তশাসন শিখে না। রাজমুখাপেক্ষী হইয়া ক্রমে নির্বীর্য্য ও নিঃশক্তি হইয়া যায়। ঐ "পালিত" "রক্ষিত"ই দীর্ঘস্থায়ী হইলে সর্ব্বনাশের মূল।

মহাপুরুষদিগের অলৌকিক প্রতিভাজ্ঞানোৎপন্ন শাস্ত্রশাসনে সমাজের শাসন রাজা, প্রজা, ধনী, নির্দ্ধন, মূর্খ, বিদ্বান সকলের উপর অব্যাহত হওয়া অন্ততঃ বিচারসিদ্ধ, কিন্তু কার্য্যে কতদূর হইয়াছে বা হয়, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শাসিতগণের শাসন-কার্য্যে অনুমতি,—যাহা আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের মূলমন্ত্র এবং যাহার শেষ বাণী আমেরিকার শাসনপদ্ধতিপত্রে অতি উচ্চনাদে ঘোষিত হইয়াছে, "এদেশে প্রজাদিগের শাসন প্রজাদিগের দ্বারা এবং প্রজাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত হইবে" যে একেবারেই ভারতবর্ষে ছিল না, তাহাও নহে। যবন পরিব্রাজকেরা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনতন্ত্র এ দেশে দেখিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থেও স্থলে স্থলে নিদর্শন পাওয়া যায়, এবং প্রকৃতি দ্বারা

(১) অগ্নিবর্ণ—সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ। ইনি মন্ত্রিগণের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া দিবারাত্রি অন্তঃপুরে কাটাইতেন। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবাদোষে যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হয়।

(২) চণ্ডাশোক—লোক-প্রপীড়ক রাজবিশেষ।

শাসন-পদ্ধতির বীজ যে নিশ্চিত গ্রাম্য পঞ্চায়তে বর্ত্তমান ছিল এবং এখনও স্থানে স্থানে আছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু সে বীজ যে স্থানে বপিত হইয়াছিল, অঙ্কুর সেথায় উদ্গত হইল না; এভাব ঐ গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ ভিন্ন সমাজ মধ্যে কখনও সম্প্রসারিত হয় নাই।

ধর্ম্মসমাজে ত্যাগীদের মধ্যে বৌদ্ধ যতিগণের মঠে, ঐ স্বায়ত্ত শাসনপ্রণালী বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন যথেষ্ট আছে এবং অদ্যাপিও নাগা সন্ন্যাসীদের মধ্যে পঞ্চের ক্ষমতা ও সম্মান, প্রত্যেক নাগার সম্প্রদায় মধ্যে অধিকার ও উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সমবায়-শক্তির কার্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

বৌদ্ধোপপ্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতের শক্তির ক্ষয় ও রাজন্যবর্গের শক্তির বিকাশ।

বৌদ্ধযুগের পুরোহিত সর্ব্বত্যাগী, মঠাশ্রয় উদাসীন। "শাপেন চাপেন বা" রাজকুলকে পদানত করিয়া রাখিতে তাঁহাদের উৎসাহ বা ইচ্ছা নাই। থাকিলেও আহুতিস্তোত্রী দেবকুলের অবনতির সহিত তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাও নিম্নাভিমুখী; শতশত ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি বুদ্ধত্ব-প্রাপ্ত নরদেবের চরণে প্রণত এবং এই বুদ্ধত্বে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার।

কাজেই রাজশক্তি-রূপ মহাবল যন্ত্রাশ্ব আর পুরোহিত হস্ত-ধৃত-দৃঢ়-সংযত-রশ্মি নহে; সে এবার আপন বলে স্বচ্ছন্দচারী। এযুগের শক্তিকেন্দ্র সামগায়ী, যজুর্যাজী পুরোহিতে নাই, রাজশক্তিও ভারতের বিকীর্ণ ক্ষত্রিয়-বংশ-সম্ভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীপতিতে সমাহিত নহে, এ যুগের দিগ্‌দিগন্তব্যাপী, অপ্রতিহত-শাসন, আসমুদ্রক্ষিতীশগণই মানব-শক্তি কেন্দ্র। এ যুগের নেতা আর বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ নহেন, কিন্তু সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, ধর্ম্মাশোক প্রভৃতি। বৌদ্ধযুগের একচ্ছত্রা পৃথিবীপতি সম্রাটগণের ন্যায় ভারতের গৌরববৃদ্ধিকারী রাজগণ আর কখন ভারত-সিংহাসনে আরূঢ় হন নাই, এ যুগের শেষে আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম ও রাজপুতাদি জাতির অভ্যুত্থান। ইঁহাদের হস্তে ভারতের রাজদণ্ড পুনর্ব্বার অখণ্ড প্রতাপ হইতে বিচ্যুত হইয়া শত খণ্ড হইয়া যায়। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্য শক্তির পুনরভ্যুত্থান রাজশক্তির সহিত সহকারি-ভাবে উদ্যুক্ত হইয়াছিল।

এ বিপ্লবে—বৈদিক কাল হইতে আরব্ধ হইয়া জৈন ও বৌদ্ধ-বিপ্লবে বিরাটরূপে স্ফুটীকৃত পুরোহিত-শক্তি ও রাজশক্তির যে চিরন্তন বিবাদ—তাহা মিটিয়া গিয়াছে, এখন এ দুই মহাবল পরস্পর সহায়ক, কিন্তু সে মহিমান্বিত ক্ষাত্রবীর্য্যও নাই, ব্রহ্মবীর্য্যও লুপ্ত। পরস্পরের স্বার্থের সহায়, বিপক্ষ পক্ষের সমূল উৎসাদন, বৌদ্ধবংশের সমূলে নিধন ইত্যাদি কার্য্যে ক্ষয়িত-বীর্য্য এ নূতন শক্তি-সংগম, নানাভাগে বিভক্ত হইয়া, প্রায় গতপ্রাণ হইয়া পড়িল; শোণিত-শোষণ, বৈর-নির্য্যাতন, ধনহরণাদি ব্যাপারে নিরত নিযুক্ত হইয়া পূর্ব্ব রাজন্য-বর্গের রাজসূয়াদি যজ্ঞের হাস্যোদ্দীপক অভিনয়ের অভিনেতৃ-মাত্র করিয়া ভাটচারণাদি-চাটুকার-শৃঙ্খলিত-পদ ও মন্ত্র তন্ত্রের মহাবাগ্‌জাল-জড়িত হইয়া, পশ্চিমদেশাগত মুসলমান ব্যাধ-নিচয়ের সুলভ মৃগয়ায় পরিণত হইল।

[ক্রমশঃ]

শ্রীরামানুজ-চরিত।

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ লিখিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অনাদি অনন্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া যে জ্ঞান-শক্তির প্রভাবে সুশৃঙ্খলে ও অবাধে চলিতেছে, সেই জ্ঞান-সমষ্টির নাম বেদ। সুতরাং, বেদও অনাদি এবং অনন্ত। সেই বেদকে যিনি সর্ব্বতোভাবে জানেন, তাঁহারই নাম বেদবিৎ। সুতরাং, যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গ ক্রমাগত হইয়া আসিতেছে, যিনি সর্ব্বভূতের সর্ব্বপ্রকার কামনা সর্ব্ব সময়ে পূর্ণ করিতেছেন, যিনি সকল সত্ত্বের অপেক্ষা একমাত্র শ্রেষ্ঠ সত্তা, সেই পরমপুরুষই যথার্থ বেদবিৎ। এই জন্যই তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, 'বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্।' যাবতীয় ভাবরাশি তাঁহা হইতেই প্রসূত হইতেছে। সেই জন্যই তিনি অর্জ্জুনকে আবার

বলিয়াছেন যে, "যিনি আমায় যেরূপে পাইতে ইচ্ছা করেন, আমি সেই রূপেই তাঁহার আশা পূর্ণ করি। হে কুন্তীনন্দন, সমুদয় মানবমণ্ডলী মন্নির্দ্দিষ্ট পথ সমুদয় অবলম্বন করিয়াই স্ব স্ব গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।" পৃথিবীতে যাবতীয় ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে, তত্তাবৎ গুলি, সুতরাং, ভগবন্নির্দ্দিষ্ট মার্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব যখন শ্রীসম্প্রদায়ভুক্তগণ বলেন যে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রথমতঃ, স্বয়ং পদ্মনাভের মুখপদ্ম হইতে বিনির্গলিত হইয়াছিল, সমগ্র বেদ কেবল বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই শিক্ষা দিতেছেন, তখন তাঁহারা যে কোনও ভ্রান্তির পক্ষ সমর্থন করেন না, তাহা নিঃসন্দেহ। তবে যখন তাঁহারা বলেন যে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ভিন্ন আর কোনও বাদ সত্য নহে, তখন বাস্তবিকই তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতা-প্রসূত অসত্যবাণী কখনও সত্য নহে। কূপমণ্ডূকের ন্যায় কূপ সন্নিরুদ্ধ-দৃষ্টি হইলে হাস্যাস্পদ ভিন্ন তাঁহারা আর কি হইতে পারেন? নির্ম্মল-প্রকৃতি ভক্তগণ যে বাদই অবলম্বন করুন না কেন, তাঁহারা কখনও সঙ্কীর্ণ-হৃদয় হইতে পারেন না, তাঁহাদের ভিতর কূপমণ্ডূকত্ব থাকিতেই পারে না। তাঁহারা স্বভাবতই নম্র বলিয়া বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন। তাঁহারা সকলকেই মান্য করিতে জানেন বলিয়া, সকলের ভিতরই সৌন্দর্য্যরাশি দেখিতে পান। সুতরাং, তাঁহারা যে নিজ নিজ ইষ্ট-দেবতাকে ভিন্ন ধর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন সাজে দেখিতে পাইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এরূপ মহাপুরুষগণ কি কখনও কোন ধর্ম্মকে নিন্দা করিতে পারেন? ইঁহাদের পদানুবর্ত্তী হইয়া মঙ্গলাচরণ স্বরূপ শ্রীমন্নারায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া হে পাঠক! এস, আমরা প্রধান প্রধান আচার্য্যগণের শ্রীচরণধ্যান করি।

শ্রীমদ্বেদান্তসিদ্ধান্তস্থাপনাদিত্যদীক্ষিতম্।
শ্রীমন্নারায়ণং বন্দে ভাস্বং সূরি গুরুত্তমৈঃ। ১॥

যিনি সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আকর ও সাতিশয় দীপ্তিমান্, যিনি সর্ব্বদাই পণ্ডিতবর্গ এবং নিখিল জগতের তমোনাশকারী, সদ্গুরুগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত, যিনি বেদান্তের যথার্থ তত্ত্ব ধরাধামে স্থাপন করিবার জন্য সর্ব্বদাই বদ্ধপরিকর, আমি তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি।

তুলায়াং শ্রবণে জাতং কাঞ্চ্যাং কাঞ্চনবারিজাৎ।
দ্বাপরে পাঞ্চজন্যাংশং সরোযোগিনমাশ্রয়ে॥ ২॥

যিনি কার্ত্তিক মাসে, শ্রবণানক্ষত্রে, কাঞ্চী নগরীতে দ্বাপর-যুগে স্বর্ণপদ্মের ভিতর হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি শ্রীবিষ্ণুর পাঞ্চজন্য-নামক শঙ্খের অবতার, যিনি সর্ব্বদা সরোবরের ভিতর থাকিয়া যোগধ্যানে রত থাকেন, আমি তাঁহার শরণাগত হই।

কাঞ্চীপুরম (Conjeeverum) দেব-সরোবরের মধ্যে জলরাশির নিম্নে অদ্যাপি এক মন্দির বিদ্যমান আছে। সেই মন্দিরের ভিতর এই মহাপুরুষের বিগ্রহ ধ্যান-নিমীলিত-নেত্রে শয়ান আছেন। ইঁহার নাম পোইহে আলওয়ার। পঞ্চজন-নামক কোন দৈত্যকে সংহার করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু তাহার অস্থিতে যে শঙ্খ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহার নাম পাঞ্চজন্য। ইহা তাঁহার সাতিশয় প্রিয় শঙ্খ। প্রিয় হইবার কারণ এই যে, তদ্দৃষ্টে তিনি যে দানবদলনকারী, মলিনমনাঃ, হীনবুদ্ধি আসুরস্বভাবাপন্নগণের মহাকাল-সর্প-স্বরূপ এবং, বিশালমনাঃ, উদার-চরিত্র, দেব-স্বভাব, নির্ম্মল-প্রকৃতি, পরার্থ-জীবী সৎপুরুষগণের পরম-মিত্র-স্বরূপ, এই ভাব নিরন্তর তাঁহাতে আপনা আপনি আসে। যে অস্থি-পঞ্জর তাঁহার বিনাশ-কামনায় ভীষণবেগে একসময়ে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিল, অধুনা তাহাই আবার মহানন্দে তাঁহার শত্রুগণের হৃদয় শোণিত শুষ্ক করিয়া দিতেছে। কুরুক্ষেত্রে উহারই ঘোরনাদ পাণ্ডবগণের শত্রুহৃদয়, সমগ্র পৃথিবী ও নভস্তলকে বিদীর্ণ করিয়াছিল। পাঞ্চজন্য এইরূপে সর্ব্বদাই বিরুদ্ধপক্ষের তেজোহরণ করিয়া ভীতি উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহাই উহার লক্ষণ। সুতরাং, এ লক্ষণ যেখানে দেখা যায়, সেখানে যে পাঞ্চজন্যের প্রভাব আছে, ইহা স্বীকার করিতে বাধা কি? মহাত্মা পোইহে আলওয়ার নাস্তিক, দুরাত্মা ও পাষণ্ডগণের হৃদয়শল্যস্বরূপ ছিলেন বলিয়া, তাঁহার সত্ত্বগুণ-পূর্ণ, তমোনাশকারী, শ্রুতিমনোহর বাগ্মিতায় প্রতিপক্ষগণের উচ্ছেদ হইয়া যাইত বলিয়া, তিনি পাঞ্চজন্যাংশ নামে খ্যাত।

দুষ্কর্ম্মকারিগণের বিনাশ-সাধনের জন্য ভগবান্ বিষ্ণুর এক হস্তে চক্র আছে,

আসুরপ্রকৃতিগণকে চূর্ণ করিবার জন্য আর এক হস্তে গদা আছে, এবং নিজ ভৃত্যবর্গের উল্লাস বর্দ্ধন জন্য, ও গোবেদ-ব্রাহ্মণবিদ্বেষিগণের উচ্ছৃঙ্খলতা সম্পাদন করিবার জন্য, অন্য দুই হস্তে পদ্ম, শঙ্খ আছে। এগুলি বিষ্ণুশক্তির পরিচায়ক বা বিকাশ-স্বরূপ বলিয়া, সাক্ষাৎ বিষ্ণু-রূপ। যেখানে বিষ্ণুশক্তির বিকাশ দেখিতে পাই, সেখানেই আমরা বিষ্ণুর আংশিক আবির্ভাব স্বীকার করিয়া থাকি। এরূপ স্বীকার কিছুমাত্র অযৌক্তিক নহে। যাঁহারা ভালরূপ পর্য্যালোচনা না করিয়াই ইহাতে উপহাস করেন, তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে একটু গভীর-ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। পাঠক, আইস, আমরা পুনরায় পূজ্যাচার্য্যগণের পাদ বন্দনা করি।

তুলাশ্রবিষ্ঠাসম্ভূতম্ ভূতং কল্লোলমালিনঃ।

তীরে ফুল্লোৎপলান্মল্লাপূর্য্যামীড়ে গদাংশকম্।৩॥

যিনি কার্ত্তিক মাসের ধনিষ্ঠানক্ষত্রে সমুদ্রতীরবর্ত্তী মল্লাপুরীতে প্রফুল্ল উৎপল হইতে কৌমোদকী গদার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি সেই মহাপুরুষের পূজা করি।

মান্দ্রাজ হইতে প্রায় দ্বাদশ ক্রোশার্দ্ধ দক্ষিণে তিরু কড়ল্ মলই বলিয়া যে স্থানটি আছে, তাহারই পূর্ব্বনাম মল্লাপুরী। মহাত্মা পূদত্ত আলোয়ার্ সেখানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নাস্তিকের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিতেন বলিয়া, লোকে তাঁহাকে গদাংশ-সম্ভূত বলিয়া পূজা করেন।

তুলা শতভিষগ্জাতম্ ময়ূরপুরকৈরবাৎ।

মহান্তং মহদাখ্যাতং বন্দে শ্রীনন্দকাংশকম্॥৪॥

কার্ত্তিকমাসের শতভিষা নক্ষত্রে ময়ূরপুরস্থ কোন কূপ-সম্ভূত কুমুদ হইতে যে মহাত্মা শ্রীবিষ্ণুর নন্দকনামক খড়্গের অংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে বন্দনা করি।

মান্দ্রাজনগরের দক্ষিণাংশের নাম ময়লাপুর বা ময়ূরপুর। ময়ূর শব্দের তামিল অপভ্রংশ ময়লা, অতএব ময়ূরপুর এক্ষণে এখানে ময়লাপুর নামে বিখ্যাত। অদ্যাপি এই স্থলে একটি কূপ বর্ত্তমান আছে। উক্ত কূপ হইতে

পে আলোয়ার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মোহান্ধগণের মোহপাশ ছেদন করিয়া দিতেন বলিয়া তাঁহাকে সকলেই খড়্গাবতার বলিয়া পূজা করেন। 'পে' শব্দের অর্থ উন্মাদ। তিনি শ্রীহরির প্রেমে উন্মত্ত থাকিতেন বলিয়া তাঁহার নাম পে আলোয়ার হইয়াছে।

মঘায়াং মকরে মাসে চক্রাংশং ভার্গবোদ্ভবম্।

মহীসারপুরাধীশং ভক্তিসারমহং ভজে॥৫॥

যিনি মাঘ মাসে মঘা নক্ষত্রে ভার্গববংশে সুদর্শনাংশে মহীসারপুরের অধীশ্বর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ও ভগবদ্ভক্তিকেই যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার পূজা করি। এই মহাপুরুষের নাম তিরু মড়িশি আলোয়ার্। প্রতিদিন কুসুম ও তুলসীদাম চয়ন করিয়া মনোহর মাল্য রচনা পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগোবিন্দকে অর্পণ করাই ইঁহার একমাত্র কার্য্য ছিল। ইনি প্রকৃতপক্ষে কোনও ভূম্যধিকারী না হইলেও সার্ব্বভৌম সম্রাট অপেক্ষাও মাননীয় ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। ইঁহার ভক্ত্যাতিশয্যে সকলেই মগ্ন হইয়া যাইতেন।

[ক্রমশঃ]

অন্ন-চিন্তা।

(২)

ধর্ম্ম যেমন চিরকাল উন্নতি-শীল, সমাজও সেইরূপ স্থিতিশীল না হইয়া দিন দিন ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া থাকে। ভারত মহাদেশ ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ধর্ম্ম লইয়া সংগঠিত হইয়া থাকিলেও কিন্তু উক্ত স্বাভাবিক নিয়মের অধীন। ভারতবর্ষ রক্ষণশীলতার আকর ভূমি হইলেও ইহার ধর্ম্ম ও সমাজ যে দিন দিন অতি ধীরে ধীরে ও অজ্ঞাতসারে পরিবর্ত্তনের দিকে অগ্রসর হইতেছে, ইহা

স্থিরভাবে বিবেচনা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। দেশ, কাল ও পাত্র-বিশেষে সেই পরিবর্ত্তন দ্রুত বা বিলম্বে ঘটিয়া থাকে। ইউরোপে যে দ্রুতপাদবিক্ষেপে উন্নতি ও সভ্যতার বেগ চলিয়াছে, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণই অসম্ভব। আবার ইউরোপ অপেক্ষা আমেরিকায় সে গতি আরও প্রবল। সেই জন্য দেখা যায়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশের সকল নীতিই পরস্পর স্বতন্ত্র। যতই দিন যায় এবং লোক যতই শিক্ষিত হয়, ততই সকলে আপন আপন অভাব উপলব্ধি করে, এবং সেই উপলব্ধির সঙ্গে অনুভূত অভাব মোচন করিবার উপায় অন্বেষণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে সামাজিক সকল ব্যাপারই ধর্ম্মের সহিত এতই নিগূঢ়রূপে সম্বদ্ধ যে, সাময়িক অভাব সকল উপলব্ধি হইলেও, ধর্ম্মভয়ে তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিতে সহজে কেহ অগ্রসর হইতে পারে না। এই একমাত্র কারণে ভারতবাসী সহজে সমাজের উন্নতিকল্পে হস্তক্ষেপ করে না। আবার দেশাচার এদেশে এত প্রবল যে, নবোদ্ভূত নানাবিধ আচার, ক্রমে দেশাচারের অঙ্গপুষ্টি করিতেছে, তন্নিবন্ধন সমাজ-সংস্কারের পথ আরও দুর্গম হইয়া পড়িতেছে। এদেশে বিবাহ-প্রথা বড়ই জটিল। যে সময়ে বাল্য বিবাহ এদেশে প্রচলিত হইয়াছিল, সে সময়ে দেশের লোক-সংখ্যা নিতান্তই অল্প ছিল, এবং এই জন্যই বোধ হয়, তখন বাল্য বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। সে সময়ে বাল্যবিবাহ-প্রথা প্রচলন না করিলে সমাজের ঘোর অনিষ্ট হইত, সন্দেহ নাই। বর্ব্বরতার দিনে বিবাহের কারণ পুরুষ বা স্ত্রী পক্ষে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকে না, এবং তাহার প্রমাণ-স্বরূপ এখনও ভারতের নানা আদিম জাতির মধ্যে তাহা দেখা গিয়া থাকে। এই সকল জাতির মধ্যে ইহাও আবার দেখা গিয়া থাকে যে, অনেক নরনারীর আদৌ বিবাহ হয় না। বিবাহ না হইলেও স্ত্রী ও পুরুষ একত্র ঘর-কন্না করে, তবে কোন স্থলে সম্মিলন আজীবনের জন্য আবার কোন স্থলে তাহা উভয়ের ইচ্ছাধীন। এই সকল জাতির মধ্যে বিবাহের কাল এবং প্রথা নির্দিষ্ট না থাকায়, তাহাদিগের সমাজ অতিশয় ক্ষীণ। এই সকল জাতি যখন আবার শিক্ষিত হইতে থাকিবে এবং আপন সমাজের ক্ষীণতা ও দুর্নীতি উপলব্ধি করিতে থাকিবে, তখন হয়

তাহারা স্বীয় সমাজে নানাবিধ বন্ধন স্থাপন করিবে, না হয় অপর সমাজ বা সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি আপন সমাজে প্রচলন করিবে। এই নিয়মে সকল দেশ, সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়ই, ধীরে ধীরে, জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, ক্রমোন্নতির পথে আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

বিনা কারণে কোন কার্য্য হইতে পারে না, এই জন্য কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুসন্ধান করিতে হয়। পুরাকালে যে বাল্য বিবাহের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। এক্ষণে সে কাল নাই, সুতরাং তাৎকালিক প্রথাও এক্ষণে আর সমাজের উপযোগী হইতে পারে না। যে বাল্য-বিবাহ এক সময়ে সমাজের অঙ্গপুষ্টিকরণাভিপ্রায়ে বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল, এক্ষণে আবার তাহাই বিষময় ফল উৎপাদন করিতেছে। উপস্থিত প্রবন্ধে বাল্যবিবাহ-সম্বন্ধে আমরা কোন মতামত প্রকাশ করিতে চাহি না, কেন না, ইহা অনেক কাল হইতে বিচারিত হইয়া আসিতেছে, এবং তাহার সহিত প্রবন্ধের বিশেষ সম্বন্ধ নাই, তবে প্রসঙ্গক্রমে কথাটা যখন স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে একটা কথা না বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া উচিত নহে বলিয়াই বলিতে হইল। সচরাচর বাল্যবিবাহ বলিলে লোকে কন্যাপক্ষের দিকে দৃষ্টি করেন এবং বয়সের বিষয়ে মনগড়া একটা সময় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের বয়ঃক্রম যেমন দেখা উচিত, পুরুষের পক্ষেও সেইরূপ বয়সের বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমরা বালিকার বিবাহ দিয়া তাহার শরীর শক্তি ও মানসিক বৃত্তিবিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দিই। বিবাহের অব্যবহিত পরেই কন্যাকে প্রায় শ্বশুরালয়ে বাস করিতে হয়, সুতরাং, তাহাকে বাল্য-প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন করিতে হয়। আরও দেখা যায়, অল্প বয়সে বালিকাদিগের উদ্বাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইলে, তাহাদিগের সাংসারিক বা গৃহস্থালী শিক্ষা হয় না, অথবা আবশ্যক-মত হয় না। বালিকা বয়সে পিত্রালয়ে থাকিবার কালে যে শিক্ষা হইয়া থাকে, তাহা ভবিষ্যতে সংসার-কার্য্যের বিশেষ উপকারে আইসে না, কারণ, দুইখানা পুস্তক পাঠ করিতে বা চিঠি-পত্র লিখিতে পারা, পুস্তকগুলি বা মোটা বলিতে পারা স্ত্রীর গৃহিণীর উপযোগী [illegible]

নহে। অতিথিসৎকার, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি, রন্ধন-কার্য্য, ক্ষীর সর প্রভৃতি মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে পারা, ছেলে পুলের পরিধেয় জামা, মোজা তৈয়ার এবং চাদর, বালিশ সেলাই করিতে পারা প্রভৃতি কার্য্যকরী শিক্ষা না হইলে বঙ্গমহিলা সুগৃহিণী হইতে পারেন না।

[ক্রমশঃ]

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

আচার্য্য শঙ্কর ও মায়াবাদ।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আচার্য্য শঙ্করের জীবন-বৃত্ত অবলম্বন করিয়া বিরচিত দুই খানি গ্রন্থ অনেক দিন হইতে দেশে প্রচলিত আছে। এই দুইখানি গ্রন্থই শঙ্কর-দিগ্বিজয় নামে বিখ্যাত। সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহপ্রণেতা বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য্য একখানি দিগ্বিজয়ের প্রণেতা আর এক খানির প্রণেতা অনন্তানন্দগিরি। এই দুই গ্রন্থকারের মধ্যে কেহই আচার্য্যের সমসাময়িক ছিলেন না। ইহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট অবিদিত নহে। এ প্রকার অবস্থায় আচার্য্যের জীবন-বৃত্তান্ত-লেখক এই দুই জন গ্রন্থকারের মধ্যে যদি কোন প্রকার অসহনীয় মতবিরোধ না থাকিত, তাহা হইলে ইঁহাদের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে কোন বাধা থাকিত না।

দুঃখের বিষয়, এই দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে পরস্পর এতই বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাতে কোন গ্রন্থের দ্বারা আচার্য্যজীবনের ঐতিহাসিক অথচ অনুশীলনের যোগ্য ঘটনাগুলি বুঝিবার আশা স্বতঃই ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

প্রকৃত কথা এই যে, মাধবাচার্য্য ও অনন্তানন্দগিরি উভয়েই প্রগাঢ় দার্শনিক ও সুলেখক ছিলেন। উভয়েই আচার্য্য-প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া সন্ন্যাস পদাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে ইহা স্থির যে, আচার্য্য শঙ্কর এই উভয় গ্রন্থকারের জন্মের উপাস্য দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। একণে

আচার্য্য শঙ্করের ভাব-গম্ভীর অথচ সুকোমল ভাষ্যের রসাস্বাদ করিবার জন্য এই দুই মহাপুরুষই সংসারসুখের মায়া কাটাইয়া পরিণত বয়সে না নির্জ্জন তীর্থক্ষেত্রে জ্ঞানময় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে দীপশিখা দেখিয়া আচার্য্য-জীবনের গূঢ়তত্ত্ব সকলের উদ্ভেদ করিবার চেষ্টা অনেকে করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয় না।

এই কারণে অনেকেই এই দুইখানি গ্রন্থকেই ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে লিখিত মুদ্রারাক্ষস, রত্নাবলী প্রভৃতি সাহিত্যশ্রেণীর মধ্যে নিবেশিত করেন। আমার বিবেচনায় দিগ্বিজয়দ্বয়কে একেবারে উপেক্ষা না করিয়া যে যে অংশে ঐ দুইখানি গ্রন্থের ঐকমত্য আছে, সেই অংশ হইতে বিশ্বাস-যোগ্য বিষয়গুলি সংগ্রহ করিলে যতটুকু সাহায্য পাওয়া সম্ভবপর, তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করাও ঠিক নহে। তাই বলি, শঙ্কর-দিগ্বিজয়ের উপর ঐকান্তিক নির্ভর না করিয়া অন্য কোন নির্ভরযোগ্য পথ অবলম্বন করিয়া আচার্য্য-শঙ্করের জীবন-রহস্যের উদ্ভেদ করিবার জন্য প্রযত্নই এক্ষণে শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয়। সেই পথ কি?

সকলেই জানেন, আচার্য্য শঙ্কর অনেকগুলি ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। আনন্দ-লহরী বা মোহ-মুদ্গরশ্রেণীর যে কয়খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ আচার্য্যের নামে প্রচলিত আছে, তাহার দ্বারা আচার্য্য-জীবনের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে প্রযত্ন করাও নিষ্ফল। এই জন্য সেই দিকেও অগ্রসর না হইয়া শাঙ্করভাষ্য নামে প্রখ্যাত যায় বা কেবলখানি দার্শনিক-তত্ত্বে পরিপূর্ণ গ্রন্থের দক্ষতাসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে আশা করা যায়, আচার্য্যজীবনের অনেক জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে।

দশখানি উপনিষদ্ভাষ্য, গীতাভাষ্য ও শারীরক সূত্রভাষ্য এই কয়খানি গ্রন্থই যে আচার্য্য-প্রণীত, এ বিষয়ে এক্ষণে কেহই সন্দেহ করেন না। আমি বলি, এই কয়খানি গ্রন্থের গভীর লক্ষ্যের দিকে মনোনিবেশ করিলে ধীর ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, আচার্য্য শঙ্কর কিপ্রকার অবস্থায় এই দেশে আবির্ভূত হইয়া সামাজিক শোচনীয় অবনতির চরম সীমায় অবস্থিত স্বজাতির পুনরুদ্ধারের পথ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ম্যাট্‌সিনি, ওয়াশিংটন বা গ্যারিবল্ডির মত অগণ্য মানবের শোণিত-স্রোতে ধরিত্রী প্লাবিত করিয়া রণভেরীর ভয়ঙ্কর নিনাদে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে স্বজাতি-গৌরবের বিজয়পতাকা উড়াইবার জন্য আচার্য্য শঙ্কর এ দেশে আবির্ভূত হন নাই। পরাজিত জাতির স্বাধীনতা ও আত্মাভিমানের শ্মশানক্ষেত্রে শোণিতপিপাসু পঙ্গপালের মত অগণিত সৈন্যের সাহায্যে জাতীয় গৌরবের জাজ্বল্যমান অভিনয় দেখাইবার জন্য আলেকজণ্ডার, পম্পী সীজর বা নেপোলিয়নের ন্যায় দুরন্তবাসনা আচার্য্য শঙ্করের হৃদয়াকাশে কোন দিনও জাগিয়া উঠে নাই। নিরপরাধ প্রতিবেশীর বক্ষঃস্থলে শাণিত খড়্গ প্রবেশ করাইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনের ফলে অনুগত ভক্তগণের জন্য স্বর্গের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য আচার্য্য শঙ্কর একবারও প্রয়াস পান নাই।

অথচ আচার্য্য শঙ্কর যাহা করিয়া গিয়াছেন, মানব-জাতির উপকার করিবার জন্য অবতীর্ণ কোন মহাপুরুষ যে তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু করিয়াছেন বা কোন কালে করিবেন, আমি তাহা বিশ্বাস করি না। কেন যে বিশ্বাস করি না, তাহা বলি।

এই যে হিন্দুসমাজ, বিরাট, বিচিত্র—অনাদি অথচ অনন্ত—ভারতের ভাগ্য-চক্রের এই ভীষণ পরিবর্ত্তনের দিনে এই হিন্দুসমাজ এক্ষণেও যে সমাজনামে ব্যবহৃত হয়, সহস্রবৎসর হইতে বিদেশীয় পাদুকা মস্তকে বহিতে বহিতে দুর্ব্বল, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় অস্থির, অবিবেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াও যে এই হিন্দু সমাজ এক্ষণেও হিন্দুয়ানি ভুলে নাই, জাতীয় স্বাধীনতা, উচ্চ শিক্ষা, বৈদেশিক বাণিজ্য হারাইয়া শাকান্নের উপর নির্ভর করিয়া দিনযাপন করিতে করিতে এক্ষণেও যে বেদের নামে মস্তক অবনত করে, প্রাচীন আত্মগৌরবের কথা ভাবিতে ভাবিতে বর্ত্তমান ভুলিয়া যায়, পরস্পরের মধ্যে রাগ, দ্বেষ, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতির অবিশ্রান্ত কার্য্যকারিতার প্রভাবে জালাতন হইয়াও যে এই হিন্দুসমাজ এক্ষণেও হিন্দু নাম শ্রবণে স্বপ্নের ন্যায় ছায়াময় একতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়, এখনও যে এই হিন্দু-সমাজ অতীত আত্মগৌরবের কথা ভাবিতে ভাবিতে বর্ত্তমান বিস্মৃত হইয়া আশামায়াবিনীর অপরিস্ফুট আশ্বাসবাক্যে যাহা হারাইয়াছে,

আবার তাহা পাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে [illegible] করিবার উদ্যোগ করিয়া থাকে, [illegible] প্রদান করেন, আমি তাঁহাদের [illegible] আচার্য্য শঙ্করের জীবনবৃত্তান্তের অনুশীলন [illegible]।

আচার্য্যের নিজের লিপি হইতে যে সকল প্রমাণ আমরা পাইয়াছি, তাহারই দ্বারা আমরা প্রতিপন্ন করিব যে, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের সহিত আচার্য্য শঙ্করের জীবন এত আবশ্যকীয় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ যে, তাহা দেখিলে আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, হিন্দুসমাজ বলিলে এক্ষণে যাহা বুঝায়, তাহার প্রকৃত নেতৃত্ব করিবার জন্য যদি কেহ উপযুক্ত পাত্র জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আচার্য্য শঙ্কর ব্যতীত যে আর কেহই নহেন, তাহা [illegible]। এই বিষয়টী বুঝিতে হইলে আচার্য্য শঙ্করের আবির্ভাব-সময়ের [illegible] অধিবাসিগণের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে [illegible] আবশ্যক [illegible] আমরা অগ্রে সেই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইব। (ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

ভূমিকা।

(ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ লিখিত)।

শাস্ত্র-মর্ম্ম অবধারণ-পূর্ব্বক কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া বড় কঠিন। কি সামাজিক আচার-পদ্ধতি, কি [illegible] তত্ত্ব, কি [illegible] কোন বিষয়ে সকল শাস্ত্রের এক মত পাওয়া যায় না। যখনই কোন সমাজ-সংস্কারক বা ধর্ম্মপ্রচারক শাস্ত্রোক্তি উদ্ধার-পূর্ব্বক নিজ মত [illegible] প্রচার করিয়াছেন, অমনি বিরুদ্ধমতাবলম্বিগণ স্বীয় মতানুরূপ উক্তি [illegible] প্রদর্শন করিয়া তাহা খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। [illegible] সুস্থ থাকে, অকাল মৃত্যু নিবারিত হয়, [illegible] করা যায়, [illegible]

হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়—মানবের প্রথম আবশ্যকীয় স্বাস্থ্য-বিধি বিষয়েও বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কি? এরূপ অনুমান হয় যে, সমাজ-জীবনের ও ধর্ম্ম-জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় এই সকল বিভিন্ন সিদ্ধান্তের উপযোগিতা ছিল। সমাজ ও ধর্ম্মজ্ঞানের পরিবর্ত্তন ও উন্নতি বা অবনতি-বশতঃ এখন এই সকল সিদ্ধান্ত পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, পৃথিবীর কোন জাতি চিরকাল অপরিবর্ত্তনীয় থাকে নাই। উন্নতি বা অবনতির সঙ্গে তাহাদের আচার, জ্ঞানশিক্ষা ও ধর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। হিন্দু সমাজ এ প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত নহে।

সকল অসভ্য জাতির সাধারণ বিশ্বাস—ক্রূর-স্বভাব প্রেতাত্মা, জীবিতদিগের দেহে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ শারীরিক বিকার উৎপাদন করে। পৃথিবীর অন্যান্যদেশীয় অসভ্য জাতির ন্যায় ভারতবর্ষের গারো, খন্দ, সাঁওতাল, কোল প্রভৃতিরা পশুবলি ও তাণ্ডব নৃত্যাদি দ্বারা এই সকল রোগের প্রতিকার হয়, বিশ্বাস করে। হিন্দু-সমাজে অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ঠিক এইরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল। উন্মত্ততা, অজ্ঞানাবস্থায় আক্ষেপ, জ্বরকালীন প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রেতযোনিকৃত বলিয়া অবধারিত হয় এবং ওঝা ভিষকের স্থান গ্রহণ করে। অনেক মায়বীয় পীড়ার কারণ নির্দ্দেশে অসমর্থ হইয়া বৈদ্যক গ্রন্থকারগণ সে সকল ভূতযোনিকৃত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অল্পশক্তি প্রেতাত্মা ব্যক্তিবিশেষেই রোগ সঞ্চার করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু প্রভূতশক্তিশালী দেব-দেবীর কোপে বহুলোক একরূপ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকে। পীড়ার যথার্থ কারণানভিজ্ঞ লোকের এরূপ সিদ্ধান্ত অতি স্বাভাবিক। পূজা, বলি, স্তবপাঠ, স্বস্ত্যয়নাদি ভিন্ন দেব-কোপ আর কিসে উপশম হইতে পারে? এই নিমিত্ত "ভীমস্ত্রিপাদস্ত্রিশিরঃ ষড়্‌ভুজো নবলোচনঃ" জ্বরদেবতার কোপপ্রশমনার্থ পূজা, বলিদানাদির ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যে মহাদেবীর ইচ্ছায় ভীষণ বসন্তরোগ দেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তিনি বিবিধ নামে, বিভিন্ন মূর্ত্তিতে সভ্য ও অসভ্য জাতির ভিতর নানাভাবে পূজিত হইতেছেন। কিন্তু যে মহামারী সমাগমে—

হাহাকারা ভবেয়ুর্ম্মী মনুজক্ষয়করী ফেরুরাবৈশ্চ ভীমৈঃ।
শূন্যগ্রামা ভবেয়ুর্নরপতিরহিতা ভূরিকঙ্কাল-মালা॥

সংঘটিত হয়, তাহা সৃষ্টি করিতে মহাপ্রভাববান্‌, পৃথিবীব্যাপী শক্তি-সঞ্চারকারী, প্রত্যক্ষ অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষাদি বিপৎপাতের কারণ-স্বরূপ দেবশ্রেষ্ঠ সূর্য্য চন্দ্রাদি গ্রহগণের শুভাশুভ দৃষ্টি ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য নাই। পূর্ব্বের বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়া এইরূপ কারণ অবধারণও স্বাভাবিক বোধ হয়। ক্রম-বিকাশের নিয়মাধীনে মানব, জ্ঞান বিস্তারের সহিত অবশেষে এই উচ্চতম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয় যে, অল্পশক্তি অসংখ্য প্রেতযোনি, প্রভূতশক্তি দেবযোনি ও দেবশ্রেষ্ঠ সূর্য্যচন্দ্রাদিরও নিয়ন্তা এক অপরিমিতশক্তি বিধাতা আছেন। রোগ, মহামারী প্রভৃতি তাঁহারই ইচ্ছায় উপস্থিত হয়, তাঁহারই ইচ্ছায় নিবারিত হয়। প্রেতযোনি, দেবযোনি, গ্রহাদির শুভাশুভ তাঁহারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। অতএব রোগাদির হস্ত হইতে পরিত্রাণ মনুষ্যের আয়ত্তাধীন নহে। বিধাতার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হয়। অদৃষ্টে যাহা লিখিত থাকে, তাহাই ঘটে। অদৃষ্ট-লিপি বিধাতৃকৃত। অস্মদ্দেশে সূতিকাগারে ষষ্ঠরাত্রে মসীলেখনী-সংস্থাপন এই বিশ্বাস-সম্ভূত। যাহা অদৃষ্টে লিখিত থাকে, যদি তাহাই সংঘটিত হয়, তাহা হইলে জরা, ব্যাধি, মড়কাদি নিবারণের চেষ্টা বৃথা। সুতরাং অদৃষ্ট-বাদীর শারীরিক ও মানসিক নিশ্চেষ্টতা অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু মনুষ্য সম্পূর্ণ অদৃষ্টবাদী ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। মনুষ্যের অন্তরে ইচ্ছাশক্তি আছে। ইচ্ছাশক্তি-প্রেরিত হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়, ক্রমশঃ কার্য্যদক্ষতা নিবন্ধন দূরদর্শিতা লাভ করেন। তিনি কার্য্যক্ষেত্রে দেখিতে পান, নির্ম্মল বায়ু-সেবন, পরিষ্কার জলপান, উপযুক্ত ও পরিমিত আহার দ্বারা শরীর সুস্থ থাকে। সুস্থ ও সবল শরীরে জরা সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। তিনি বুঝিতে পারেন যে, আহার ও পানীয়দোষে অধিকাংশ রোগের উৎপত্তি হয়। সুতরাং, সিদ্ধান্ত করেন—

সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ।

শরীরস্থ মল (বায়ু, পিত্ত, কফ) কুপিত হইয়া সমস্ত রোগের কারণ হয় এবং

"বিবিধ অহিত সেবন" মলকোপের কারণ। এইরূপ বহু-সঞ্চিত বহুদর্শিতার ফল-স্বরূপ স্বাস্থ্য-বিধির অমূল্য সত্য সকল ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে লিপিবদ্ধ আছে। শাস্ত্রবক্তা মহর্ষিগণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন—

> জরা চ ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং শবদ্ ভ্রমন্তি ভূতলং।
> এতে চোপায়বেত্তারং ন গচ্ছন্তি চ সংযতং।
> পলায়ন্তে চ তং দৃষ্ট্বা বৈনতেয়মিবোরগাঃ॥

রোগ সকল উপায়বেত্তার নিকট গমন করে না। গরুড়ের নিকট হইতে সর্পের ন্যায় তাহাকে দেখিয়া পলায়ন করে।

রোগের কারণ-নির্ণয় না হইলে তাহার নিবারণোপায় নির্দ্ধারণ হইতে পারে না। এই নিমিত্ত রোগের যথার্থ তত্ত্ব যতই বোধগম্য হইতে থাকে, স্বাস্থ্য-বিধি ততই উৎকর্ষ লাভ করে। কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করিলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কার্য্যের বাহিরে তাহার কারণ অবস্থান করে না। কার্য্য কারণেরই রূপান্তর মাত্র। ইহা বিজ্ঞান-সম্মত। * অনভিজ্ঞ লোকেই কার্য্যের বহির্দ্দেশে কারণের অনুসন্ধান করিতে যায়। অসভ্য জাতিরা প্রেতাত্মা প্রভৃতিতে রোগের কারণ নির্দ্দেশ করে। জ্ঞানের বিস্তারের সহিত দেহের ভিতর রোগের কারণ অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। ক্রমে সূক্ষ্মদর্শী নিদানবেত্তার নিকট "কালান্তকযমোপমঃ" জ্বরদেবতার স্থান তস্য জনক দেহাভ্যন্তরীয় মলাদি কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়।

> জনকঃ সর্ব্বরোগাণাং দুর্জ্জয়ো দারুণো জ্বরঃ।
> পিত্তশ্লেষ্মসমীরাশ্চ প্রাণিনাং দুঃখদায়কাঃ॥

অস্মদ্দেশীয় সুশ্রুত, চরকাদি বৈদ্যক গ্রন্থাবলী এইরূপ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও

* The explanation which is the outcome of the nature of the thing itself is a scientific explanation and any explanation which is entirely outside of the thing in question is unscientific.

Lectures on Practical Vedanta.

By Swami Vivekananda London 1896

গভীর চিন্তাশীলতার ফল। এই সকল গ্রন্থে রোগের নিদান ও চিকিৎসা যেরূপ সাবধানে আলোচিত হইয়াছে, স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সেরূপ দেখা যায় না। অনেক বহুমূল্য স্বাস্থ্যবিধি এই সকল গ্রন্থের স্থানে স্থানে প্রসঙ্গক্রমে সন্নিবেশিত আছে বটে, কিন্তু ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ আলোচনা নাই।

স্বাস্থ্য-বিধির উপকারিতা সমাজের শিক্ষিত লোকেরাই অগ্রে উপলব্ধি করেন। ইহার তত্ত্বসকল প্রথমে ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ থাকিয়া ক্রমে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত হয়। মন্বাদি স্মৃতি সংহিতা ও পুরাণ সংহিতা শৌচ ও সদাচার বর্ণনায় অনেক স্বাস্থ্যবিধি প্রচার করিয়া লোকদিগকে ধর্ম্মশাসনে বিধি পরায়ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মানব সংহিতায় উক্ত আছে ;—

> অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনম্।
> অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাৎ তৎ পরিবর্জয়েৎ॥

অতিভোজন যেরূপ শরীর রোগাক্রান্ত করে, তদ্রূপ ইহা স্বর্গ ও ধর্ম্মের বিরোধী। কিন্তু শাস্ত্রকারগণ এই সকল নিয়ম ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ ভিন্ন নিকৃষ্ট বর্ণের শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নাই। নিজেকে সুস্থ রাখিতে হইলে নির্ম্মল বায়ু, পরিশুদ্ধ জল, বিহিত আহার প্রভৃতি যেরূপ প্রয়োজনীয়, অধীনস্থ পরিজনবর্গ, পরিচারকগণ, পার্শ্বস্থ প্রতিবেশী, দেহরক্ষার্থ যাহাদের সহিত কোন সংস্রবে আসিতে হয়, সকলেই যাহাতে স্বাস্থ্যবিধি পালন করে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখাও তদ্রূপ কর্ত্তব্য ; কারণ, ইহারা অজ্ঞতা-নিবন্ধন স্বাস্থ্যবিধির বিপরীতাচরণ করিলে বায়ু, জল, আহারাদি বিকৃত হইয়া পীড়া উৎপাদন করিতে পারে। মনুষ্য-দেহের ন্যায় সমাজ-শরীরের এক অঙ্গ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে সমস্ত সমাজ পীড়িত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত শাস্ত্রাদিতে স্বাস্থ্যবিষয়ক অনেক মহামূল্য সত্য নিবদ্ধ থাকিলেও এবং তাহা সমাজের একাঙ্গ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও ভারতবর্ষ বসন্ত, বিসূচিকা প্রভৃতি পীড়ার নিবাসস্থান হইয়াছে।

শতবর্ষ অতীত হয় নাই, পাশ্চাত্য খণ্ডে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ব্যবস্থা সকল কার্য্যে পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই [illegible]রা, মৃত্যু সম্বন্ধে তথায় যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। [illegible]

প্রতি সহস্র লোকের মধ্যে ৮০ জন প্রতিবৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হইত। এক্ষণে মৃত্যুসংখ্যা ২০ জনেরও কম। ভারতবর্ষে ইংরাজ সৈন্যের নিম্নোদ্ধৃত মৃত্যু-তালিকা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে—

১৮০০-১৮৩০ পর্য্যন্ত গড় মৃত্যুসংখ্যা প্রতি ১০০০ জীবিত মধ্যে				৮০.৬ ছিল
১৮৩০-১৮৫৬	"	"	"	৫৬.৭
১৮৯৭ সালে	"	"	"	১৫.০ হইয়াছে।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের এই মহামঙ্গলকর কার্য্য দেখিয়া কাহার মনে না আশার সঞ্চার হয়? বসন্ত, বিসূচিকা প্রভৃতি সকল প্রকার সংক্রামক ব্যাধি মনুষ্য-সমাজ হইতে নির্ম্মূলিত হইতে পারে, স্বাস্থ্য তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন। এতদ্দেশে প্রতিবৎসর প্রায় ১৮ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা ও বসন্তরোগে কালগ্রাসে পতিত হয়। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান এ সকলকে নিবার্য্য পীড়া আখ্যা প্রদান করিয়াছে, কারণ, স্বাস্থ্যোন্নতির সহিত এ সকল পীড়ার মৃত্যুসংখ্যা সর্ব্বত্র হ্রাস হইয়াছে।

যদি স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নিয়ম প্রতিপালন করিলে এই ভয়ানক অকাল-মৃত্যু কতকাংশেও নিবারিত হয় এবং নিবার্য্য পীড়া সকলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক কষ্টের লাঘব হয়, তাহা হইলে এদেশীয় লোকের এ বিষয়ে অমনোযোগিতা আত্মদ্রোহিতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? যদি অহিত কোন ধর্ম্মবিরোধী হয়, তাহা হইলে বিবিধ স্বাস্থ্য-বিধির অনাচরণের নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ অকালমৃত্যু কি নামে অভিহিত হইবে? ঊনবিংশ শতাব্দীর অবসান সময়ে ভারতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে ইউরোপ খণ্ডের সেই মধ্যকালীন ঘোর অমানিশার কথা মানস-পথে উদিত হয়, যখন লোক-সংহারকারী মহামারীর বিভীষিকা মূর্ত্তি তাহার সর্ব্বত্র বিচরণ করিত ও শত শত সমৃদ্ধ জনপদ লোকশূন্য করিয়া সেই মহাদেশ ভূরিকঙ্কালমালায় আবৃত করিয়াছিল। কোটি কোটি অর্থব্যয়ে কোটি কোটি জীবনের বিনিময়ে কষ্ট-পরায়ণ ইউরোপ যে শিক্ষালাভ করিয়াছে, যে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া এখন উপভোগ করিতেছে। অদৃষ্টপরতা নিবন্ধন শারীরিক ও মানসিক নিশ্চে-

ষ্টতা এবং শিক্ষার অভাব এ দেশে সকল প্রকার উন্নতি, বিশেষতঃ স্বাস্থ্য উন্নতির বিষম অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। এক্ষণে শারীরিক ও মানসিক নিশ্চেষ্টতা পরিহার করিয়া বর্ণনির্ব্বিশেষে সংশিক্ষার বিস্তার করা ভিন্ন উপায় আর নাই। ইউরোপে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। এই অজ্ঞাত বিভাগের অল্পমাত্রই আবিষ্কৃত হইয়াছে, অনেক বিষয় এক্ষণে তমসাচ্ছন্ন। সর্ব্বদেশীয় প্রতিভাশালী সত্যান্বেষী পণ্ডিতগণের সমবেত অধ্যবসায় ও গবেষণার উপর ইহার অজ্ঞাত তত্ত্ব সকলের মীমাংসা নির্ভর করিতেছে। কিন্তু যাহা জানা গিয়াছে, তাহাও উপেক্ষার বস্তু নহে। যাহাতে সেই সকল সত্য ধনী ও দরিদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ, উচ্চ ও নীচ সকলের হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহার জন্য ক্ষমতাবান প্রত্যেকেরই যত্নশীল চেষ্টা নিতান্ত আবশ্যক।

ধম্মপদ।

(বাবু চারুচন্দ্র বসু অনুবাদিত।)

ভূমিকা।

ভগবান শাক্যমুনি বুদ্ধ পঞ্চচত্বারিংশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা স্থানে যে অমৃতপ্রদ উপদেশ প্রদান করেন, তাহা পালি ভাষায় "ত্রিপিটক" নামে বৌদ্ধ ধর্ম্ম-গ্রন্থে রক্ষিত আছে। ইহার ছত্রে ছত্রে বৌদ্ধ ভারতের অপূর্ব্ব জ্যোতি লক্ষিত হয়। একদিন যে ভারতভূমি জ্ঞানগরিমায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল, ত্রিপিটক গ্রন্থ তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। ভিক্ষুবর শাক্য-মুনি দুঃখজরাব্যাধিমরণসঙ্কুল জীবের মুক্তির জন্য যে প্রেমের ধর্ম্ম জগতে প্রচার করেন, তাহা মহাপ্রাণ ভারত-ভূমিরই উপযুক্ত। বৌদ্ধদর্শন, বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞান ভারতের অপূর্ব্ব সামগ্রী; একদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দিগ্দিগন্ত-বিভাসিত মহা জ্যোতি, আর একদিকে বুদ্ধদেবের অপূর্ব্ব প্রতিভা। এই দুই মহাশক্তির সম্মিলনে বৌদ্ধদর্শনের উৎপত্তি। ত্রিপিটক-গ্রন্থ তিন ভাগে

বিভক্ত : বিনয়, সূত্র এবং অভিধর্ম্ম। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী, উপাসক ও উপাসিকা মণ্ডলীর আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সুবৃহৎ নিয়মাবলী বিনয় পিটকে, বৌদ্ধ দর্শন—সূত্র পিটকে ও মনোবিজ্ঞান—অভিধর্ম্ম পিটকে বর্ণিত আছে। বিখ্যাত ধম্মপদ-গ্রন্থ সূত্র পিটকের অন্তর্গত ও ষড়্বিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত। হিন্দুর নিকট শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যেমন, খৃষ্টানদিগের নিকট বাইবেল গ্রন্থ যেমন, বৌদ্ধদিগের নিকট ধম্মপদও সেইরূপ। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রাজগৃহের বিশাল ধর্ম্মমঠে বুদ্ধশিষ্য মহাকাশ্যপের নেতৃত্বাধীনে যে মহাসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতেই এই সুবৃহৎ ত্রিপিটক গ্রন্থ প্রথম সংগৃহীত হয়। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর ঠিক একশত বৎসর পরে বৈশালির বিস্তীর্ণ সাঙ্ঘারামে (মঠে) যে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসমিতি আহূত হয়, তাহাতে এই গ্রন্থ পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হয়। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহে ও অন্যান্য বন্ধুবর্গের সাহায্যে, এই সূত্রপিটকান্তর্গত ধম্মপদের বাঙ্গালা অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। গ্রন্থ খানি পালি ভাষায় লিখিত। অনুবাদে যদি কোন ত্রুটি হয়, আশা করি, পাঠকবর্গ মার্জ্জনা করিবেন।

ধম্মপদ।

যমকবগ্গ।

মনো পুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া
মনসা চে পদুট্‌ঠেন ভাসতি বা করোতি বা।
ততো নং দুক্খমন্বেতি চক্কং ব বহতোপদং ॥ ১ ॥

অন্বয় : ধম্মা মনো পুব্বঙ্গমা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া পদুট্‌ঠেন মনসা চে ভাসতি বা করোতি বা, ততো চক্কং বহতো পদং ব নং দুক্খমন্বেতি।

সংস্কৃত।—ধর্ম্মাঃ মনঃপূর্ব্বাঙ্গমাঃ মনঃ শ্রেষ্ঠাঃ মনোময়াঃ। প্রদুষ্টেন মনসা চেৎ (কোঽপি) (কিঞ্চিৎ) ভাষতে (কিঞ্চিৎ) করোতি বা ততঃ চক্রং বহতো (বলীবর্দস্য) পদমিব তম্ (পুরুষম্) দুঃখমন্বেতি (অনুসরতি)।

অনুবাদ।—মন ধর্ম্মের (স্বভাবের) পূর্ব্বগামী, মন ধর্ম্মের মধ্যে প্রধান পদার্থ এবং ধর্ম্ম মন হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। যদি কেহ দুষ্টচিত্তে কথা [illegible] করেন বা কার্য্য করেন, তবে চক্র যেমন ভারবাহী বলীবর্দ্দের পদচিহ্ন [illegible] করে, দুঃখও তাহাকে সেইরূপ অনুসরণ করে।

(বৌদ্ধমতে ধর্ম্ম অর্থে স্বভাব। [illegible] নামান্তর ধর্ম্ম। আমাদের বর্ত্তমান মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ও [illegible] চিন্তার ফলের নাম ধর্ম্ম)।

মনো পুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া
মনসা চে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা।
ততো নং সুখ মন্বেতি ছায়া ব অনপায়িনী [illegible]

অন্বয়—ধম্মা মনো পুব্বঙ্গমা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া
পসন্নেন মনসা চে ভাসতি বা করোতি বা ততো
অনপায়িনী ছায়া ব নং সুখমন্বেতি।

সংস্কৃত—ধর্ম্মাঃ মনঃপূর্ব্বাঙ্গমাঃ মনঃশ্রেষ্ঠা মনোময়াঃ। প্রসন্নেন ([illegible]) মনসা চেৎ (কোঽপি কিঞ্চিৎ) ভাষতে (কিঞ্চিৎ) করোতি বা ততঃ [illegible] ছায়া ইব তং সুখমন্বেতি (অনুসরতি)।

অনুবাদ—মন ধর্ম্মের পূর্ব্বগামী, মন ধর্ম্মের মধ্যে প্রধান পদার্থ [illegible] মন হইতেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। যদি কেহ নির্ম্মলান্তঃকরণে কথা [illegible] কিম্বা কার্য্য করেন, তবে সুখ তাঁহাকে সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে।

পরমহংসদেবের উপদেশ।

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত।)

(১) কোন ব্যক্তি পরমহংসদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ;—সিদ্ধপুরুষ হ'লে কিরূপ অবস্থা হয় ?

উত্তরে তিনি বলিলেন,—

যেমন আলু, বেগুন সিদ্ধ হলে নরম হয়, তেমনি সিদ্ধ-পুরুষের স্বভাব নরম হইয়া থাকে। তাঁর সব অভিমান চলে যায়।

(২) সংসারে অনেক প্রকারে সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয় ; যেমন,—স্বপ্ন-সিদ্ধ, মন্ত্র সিদ্ধ, হঠাৎ-সিদ্ধ ও নিত্য-সিদ্ধ।

স্বপ্নেতে কেহ কেহ ইষ্ট মন্ত্র পেয়ে তাই জপ করে সিদ্ধ হয়। মন্ত্রসিদ্ধ ;—সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করে সাধনার দ্বারা সিদ্ধ হয়। হঠাৎ-সিদ্ধ ;—দৈব-যোগে কোন মহাপুরুষের কৃপা লাভ করে সিদ্ধ হয়, তাহাকে হঠাৎসিদ্ধ বলে। নিত্যসিদ্ধ ;—তাদের বালককাল থেকেই ধর্ম্মে মতি থাকে। যেমন লাউ, কুমড়া গাছে আগে ফল হয়, পরে ফুল ফোটে।

(৩) বাসনা-হীন মন কেমন জান ? যেন শুক্‌নো দেশলাই। উহা একবার ঘস্‌লে ফস্ করে জ্বলে উঠে। আর ভিজে হলে ঘস্‌তে ঘস্‌তে কাটি ভেঙ্গে গেলেও জ্বলে না। সেইমত সরল, সত্যনিষ্ঠ নির্ম্মলস্বভাব লোককে একবার উপদেশ দিলেই ঈশ্বরানুরাগ উদয় হয়। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে শত শত বার উপদেশ করিলেও কিছু হয় না।

(৪) মায়ার স্বভাব কেমন জান ? যেমন জলের পানা। ঠেইয়ে দিলে সব পানা সরে গেল। আবার একটু পরেই আপনা আপনি পুরে এল। তেমনি যতক্ষণ বিচার কর, সাধুসঙ্গ কর, যেন কিছুই নাই। একটু পরেই বিষয়বাসনা আবরণ করে।

(৫) ঠাকুর বলিতেন,—

গ্রন্থ নয় গ্রন্থ—গাঁট। বিবেক, বৈরাগ্যের সহিত বই না পড়িলে, পুস্তক-পাঠে দাম্ভিকতা, অহঙ্কারের গাঁট বাড়িয়া যায় মাত্র।

হৃদ্দ্বন্দ্ব।

(কবিবর গিরিশ চন্দ্র ঘোষ লিখিত।)

কেহ কি বিশ্বাস কভু করেছ হৃদয়ে,
সত্য কহে হৃদয় তোমায় ?
হৃদে অবিশ্বাস জেনো বাসনার তরে,
হৃদয় তোমায় সত্যময়।

সতত বিলাস চাহে বাসনা অসার,
প্রতিবাদী হৃদয় কেবল।
ভাব সত্য—যাহা তব বিলাস আধার,
মম হৃদি করি যুক্তি বল।

শয়তান, অবিদ্যা, ভ্রম, অদৃষ্ট (যে নাম)
দুঃখমূল করিয়াছ স্থির,
জানিহ কেবল তব বিলাসের কাম
মন সদা করেছে অধীর।

বশ নয় বাসনা উপায় কিবা তার ?
কেননা করিব সুখ আশ ?
কি হেতু এ দেহ মম বাসনা আগার ?
মম ঘটে দেখে কি নিরাশ ?

বাসনার তৃপ্তি—সুখ—যুক্তির ধারণা।
কখন কি পূরেনি বাসনা ?
তৃপ্ত বাসনার হেতু অতৃপ্ত বাসনা।
মন কি বুঝনা প্রতারণা ?

কামনায় তৃপ্তি দান কর বাসনার,
রক্তবীজ উঠে কোটি কোটি,
তৃপ্ত কর বাসনা তথাপি বার বার
বাসনার হেরিবে ভ্রুকুটি।

বাসনার মত ধন হলে উপার্জ্জন
মিটে কভু ধনের কামনা।
যত ধন উপার্জ্জন তত উত্তেজন,
শত গুণে ধন উপাসনা।

নরনারী পৃথিবীর সবে বশীভূত
কামনায় হের মুগ্ধচিত,
কাম-তৃপ্তি মান-তৃপ্তি বাসনা সম্ভূত,
পিপাসায় কি হেতু পীড়িত ?
বারেক শুধাও মন, হৃদয় তোমার---
আন কিছে হৃদয় কি তব ?
স্বার্থহীন তৃপ্তি (নহে কিছুর আশায়)—
যে তৃপ্তি আশ্রিত এই ভব।

যে তৃপ্তি মিলিত ক্ষুদ্র কীটাণুর সনে
স্রষ্টার প্রধান নিদেবণ
যে তৃপ্তি আশ্রয়ে এই পামর জীবনে
দেবাধিক তোমার গণন।

সেই তৃপ্তিময় সদা হও কায়মনে
স্বার্থহীন বাসনা বর্জ্জনে,
নির্ভীক নিরহঙ্কার মিলি বিশ্ব সনে
মৃত্যুঞ্জয় ভঙ্গুর জীবনে।

প্রেরিত পত্র।

আমরা স্বামী বিরজানন্দের নিকট হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ পাইলাম—

ঢাকা, ২০এ মার্চ, ৯৯।

মহাশয়,

"প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদানে ছাত্রগণ ব্যস্ত থাকায় আমরা কিছুদিন পাঠ বন্ধ করিয়া ৮ই মার্চ্চ শিবরাত্রি উপলক্ষে চন্দ্রনাথ দর্শনে যাত্রা করি। এ দিককার মধ্যে চন্দ্রনাথ ও কামাখ্যাই প্রধান তীর্থ। শিবরাত্রি উপলক্ষে প্রতি বৎসর চন্দ্রনাথে বহুযাত্রীর সমাগম হয়, এ বৎসর অন্য বৎসর অপেক্ষা লোকসংখ্যা অধিক হইয়াছিল—প্রায় ৪০।৫০ হাজার। চন্দ্রনাথ, বিরূপাক্ষ ও শম্ভুনাথ তিনটী বিভিন্ন পর্ব্বতের চূড়ায় অবস্থিত। এখানে বাড়বাকুণ্ড, লবণাক্ষ ও সূর্য্যকুণ্ডে স্নান করিতে হয়। এই সকল কুণ্ড পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত, ইহাদের জল উষ্ণ ও লবণাক্ত। কুণ্ডগুলি খুব গভীর; ইহাদের গাত্রে ছিদ্রের মধ্য হইতে নীলাভাযুক্ত অগ্নিশিখা লক্ লক্ করিয়া জ্বলিতেছে। তথায় ধুনি ও নেত্রানল দেখিলাম—প্রস্তর হইতে অনবরত অগ্নি জ্বলিতেছে। অনেকে ইহাতে সমস্ত বিল্বপত্র দ্বারা হোম করিতেছেন। এখানে চারিদিন ছিলাম। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় অনেক ভদ্রলোকের সহিত কথাবার্ত্তা হইত।

ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশন সভার শাখা স্থাপন হইবার কথা কিছু দিন হইতে হইতেছিল। একণে ইহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। রামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির দিবস বাবু নৃত্যগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের বাটীতে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। সভাস্থলে সকলেই এরূপ একটী সভার আবশ্যকতা স্বীকার করেন। নৃত্যগোপাল বাবু "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যাহা ইচ্ছা তাহি কর" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে রামকৃষ্ণদেবের জীবন সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনার পর সভা ভঙ্গ হয়। স্বর্গীয় মোহিনীমোহন দাস মহাশয়ের বৈটকখানা বাটীতে এই সভার কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে, স্থিরীকৃত হয়। গত কল্য ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্বামী প্রকাশানন্দ একটী স্তোত্র পাঠ করিয়া এই সভার উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী পাঠ করেন, তৎপরে কেন উপনিষৎ হইতে কিয়দংশ পাঠ ও তাহার বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আমি "ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করি। ইতি

বিরজানন্দ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফয়ের সম্প্রতি পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। ইঁহার জীবনকাহিনী অত্যাশ্চর্য্য ও শিক্ষাপ্রদ। প্রথমে ইনি একজন সামান্ত বিনামা বিক্রেতার দোকানে শিক্ষানবীশ ছিলেন। পরে দোকানদার, ক্রমে এক ধনাঢ্য বণিক-রূপে পরিণত হন। ইহার পর তিনি একখানি জাহাজের মালিক হন। শেষে প্রেসিডেন্ট পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন।

আমাদের সহরের একটী প্রধান অভাব—বিশুদ্ধ খাবারের দোকান। অনেকে বিশুদ্ধ খাবারের অভাবে কদর্য্য জিনিষ খাইয়া পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়েন। সম্প্রতি বাবু প্রিয়নাথ সিংহ নামক জনৈক ভদ্রসন্তান সিমলার বাজারে একটী বিশুদ্ধ ঘৃতে প্রস্তুত খাবারের দোকান খুলিয়া সাধারণের এই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে মোচন করিয়াছেন। অন্তান্ত ভদ্রসন্তান ইঁহার অনুকরণ করিলে সহরের স্বাস্থ্য-বিষয়ক উন্নতির যথেষ্ট সাহায্য করা হয়। সিংহ মহাশয়কে সাধারণের উৎসাহ দান করা উচিত।

গত ৩০শে ফাল্গুন বেলুড়ের গঙ্গাতীরস্থ মঠে রামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে অহোরাত্রব্যাপী পূজাহোমাদি হইয়াছিল। এই তিথি উপলক্ষে হিন্দু-ধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যাবতীয় দেবদেবী, অবতারাদি ও অন্তান্ত ধর্ম্মাচার্য্য-গণেরও পূজা হইয়া থাকে। পরমহংসদেবের শিক্ষা—সকল ধর্ম্মই সত্য। তদীয় ভক্তগণ তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে এইরূপ বিরাট পূজা দ্বারা তাঁহার মহান্ সার্ব্বজনীন ভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে উপলব্ধির চেষ্টা করিয়া থাকেন।

স্বামী অভয়ানন্দ গত ৪ ঠা চৈত্র কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন।

গত ৫ই চৈত্র অপরাহ্নে রামকৃষ্ণমিশনের সভাগৃহে উক্ত মিশনের সভ্যগণ ও ইণ্ডিয়ান মিররের সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি মহোদয়গণ স্বামী

অভয়ানন্দের সহিত সদালাপার্থ সমবেত হন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিনী ভিক্ষুণী কানা-ভারো এবং একটী সিংহলদেশীয়া বৌদ্ধমহিলাও উপস্থিত ছিলেন। অভয়ানন্দ স্বামীর সতেজ অথচ মধুর ভাব এবং সারগর্ভ অথচ উদার কথাবার্ত্তায় সকলেই প্রীতিলাভ করেন।

কথাবার্ত্তার মধ্যে বলেন, আমি বৈদান্তিক, হিন্দু নহি। বেদান্ত বলিলে একটী সার্ব্বভৌমিক ভাব বুঝায়। বৈদান্তিক হিন্দু হইতে পারে, আর্ম্যান হইতে পারে, গ্রেক হইতেও পারে। খ্রীষ্টকে কি আপনি বৈদান্তিক বলিয়া মনে করেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, খ্রীষ্ট যে শুধু বৈদান্তিক, তাহা নহেন, তিনি একজন অদ্বৈতবাদী ছিলেন।

কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় একটী চমৎকার ঘটনা হয়। যখন সন্ধ্যা সমাগমে চতুর্দ্দিক হইতে শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, তখন ইনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি বাজিতেছে? তাঁহাকে একটা শঙ্খ আনিয়া দেখান হইল ও বাজাইয়া শুনান হইল। বুঝাইয়া দেওয়া হইল, সান্ধ্য পূজা ধ্যানাদির ইহা সূচনাস্বরূপ। তখন ইনি সেই সভাস্থলেই কিয়ৎক্ষণ ধ্যান করিয়া পরে পুনরায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন।

গত ৬ই চৈত্র বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণজন্মোৎসব কার্য্য অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল—ভদ্রলোকই অধিকাংশ। বিভিন্ন সম্প্রদায় একত্র সমবেত হইয়াছিলেন। কালীকীর্ত্তন, হরিসঙ্কীর্ত্তনাদি হয়। উৎসবস্থলে স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অভয়ানন্দ স্বামী ও বঙ্গবাসী সম্পাদক বাবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সময়োপযোগী বক্তৃতা প্রদান করেন।

তারযোগে সংবাদ পাইলাম ;—

মাদ্রাজ মঠে রামকৃষ্ণজন্মোৎসব উপলক্ষে ২০০০ কাঙ্গালী ভোজন হইয়া গিয়াছে।

—•—

মুর্সিদাবাদের অনাথাশ্রমেও রামকৃষ্ণজন্মোৎসব হইয়াছিল। অনেক জমিদার ও ভদ্রসন্তানের সমাগম হয়। ভগবন্নামসঙ্কীর্ত্তনাদিতে উৎসব সকলেরই প্রীতিদায়ক হইয়াছিল।

—•—

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মুষ্টিযোগ ও চিকিৎসা প্রবেশ।—দ্বিতীয়খণ্ড কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা নং ১৯৯ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু যশোদানন্দন সরকার কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় প্রণীত। পাঁচ অধ্যায়ে ডিং ১২ পেজী ২৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১৷০ মাত্র। পুস্তকখানি সর্ব্বাংশেই সুন্দর। ইহা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বহি হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় বলিয়া বোধ হয় না। ডাক্তারী-চিকিৎসা এবং কবিরাজী চিকিৎসার যে কতদূর পর্য্যন্ত মিল আছে, তাহা এই পুস্তকপাঠে বিশেষ অবগত হওয়া যায়। ইহার ভাষা অতীব সরল। গৃহস্থমাত্রেই, এমন কি, অনেক অনেক ডাক্তার কবিরাজ পর্য্যন্তও—এই "মুষ্টিযোগ' পাঠে বিশেষ উপকার পাইবেন বলিয়া বোধ হইতেছে। কৃতজ্ঞতার সহিত আমরা ইহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। আশা করি সকলেই এই পুস্তকের সমাদর করিয়া কবিরাজ মহাশয়কে সকলশ্রম করিবেন।

আর্য্যধর্ম্মতত্ত্ব।—ময়মনসিংহ, হর্ডিঞ্জ স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্তবাবু ঈশান চন্দ্র রায়চৌধুরী প্রণীত—মূল্য ২৲। উপক্রমণিকা ও পরিশিষ্ট সমেত ১৯ অধ্যায়ে ১৬ পেজী ডবল ক্রাউন ২৯১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ছাপাই প্রভৃতি সুন্দর। এমন ধর্ম্মতত্ত্বই নাই যাহার চর্চ্চা গ্রন্থকর্তা ইহাতে সংক্ষেপে কথঞ্চিৎ পরিমাণে না করিয়াছেন। গ্রন্থখানি ধর্ম্ম-পথের প্রবেশকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী

হইয়াছে। ধর্ম্মজীবনের প্রথম সোপানে যে সকল প্রশ্নের উদয় হয়, সে সমস্ত প্রশ্নেরই মীমাংসা ইহাতে করিতে প্রণেতা যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছেন। সমালোচনার্থ আমাদিগকে ইহা একখানি প্রদান করার জন্য গ্রন্থকর্ত্তাকে আমরা ধন্যবাদ দিতেছি।

প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি।—জনৈক "আসাম প্রবাসী" প্রণীত এবং সাহিত্য-সভা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৷৷০। ডিমাই ১২ পেজী ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। কতিপয় স্থলে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক দৃশ্যের চিত্র সংযোজিত হইয়াছে। ভ্রমণবৃত্তান্ত সাহিত্যের পুষ্টিসাধন বিশেষরূপে করিয়া থাকে। উপস্থিত ভ্রমণবৃত্তান্তখানি প্রকাশ করার জন্য আমরা লিপিং সাহিত্যসভাকে সাদরে ধন্যবাদ দিতেছি। গ্রন্থখানিতে পূর্ব্ববাঙ্গালার কথা—বিশেষ, আসাম অঞ্চলের কথাই বেশী। ইহা সাধারণের বেশ পাঠোপযোগী হইয়াছে। উক্ত সভার নিকট ইহার প্রাপ্তিস্বীকার আমরা ধন্যবাদের সহিত করিলাম।

প্রয়াস।—মাসিকপত্র ও সমালোচক—কলিকাতা, ২৬।১নং গিরিষ্ট্রীট, সাহিত্য-সেবক-সমিতি হইতে প্রকাশিত। উদ্দেশ্য—নবীন লেখকগণকে উৎসাহ প্রদান দ্বারা ক্রমে [illegible] সাহিত্য সমাজের উন্নতি বিধান করা। উদ্দেশ্য অতিশয় সৎ—সন্দেহ কি? "সাহিত্য পরিষদ" যে দু একটি অভাবকে অভাব বলিয়া স্বীকার করেন না অথবা স্বীকার করিলেও যে অভাব মোচন করিতে ইচ্ছুক নহেন, "সাহিত্য-সেবক-সমিতির" সেই অভাব দূর করিবার প্রয়াস। "সাহিত্য পরিষৎ" হইতে বর্ত্তমান বঙ্গীয় সাহিত্য যথেষ্ট সাহায্য পাইতেছে। আশা করি "সাহিত্য-সেবক-সমিতি"ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে অনেকের উপকার করিবেন। ১ম সংখ্যা প্রয়াসে "মৌখিক আলাপের অনেক স্থল খুব সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে।

কোকিল।—ছাত্রপরিচালিত মাসিকপত্র—শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] কর্তৃক সম্পাদিত এবং ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ সেন কর্তৃক প্রকাশিত। উল্লিখিত 'প্রয়াসের' ন্যায় 'কোকিলের'ও অতি সৎ উদ্দেশ্য। বিদ্যার্থিগণ একেবারেই ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠিতে পারেন না। নবীন লেখক

লেখিকাবর্গের—বিশেষ ছাত্রগণের—প্রবন্ধ প্রকাশের জন্যই সাহিত্য কাননে কোকিলের আবির্ভাব। প্রার্থনা করি, ইঁহাদিগের সৎ-ইচ্ছা পূর্ণ হউক—বঙ্গীয় সাহিত্যকাননচারিগণের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয়, ততই দেশের মঙ্গল।

বিনিময়ে প্রাপ্তি স্বীকার।

কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমরা নিম্নলিখিত কাগজগুলি নিয়মিতরূপে পাইয়া থাকি, Dawn, Brahmavadin, Prabuddha Bharata, Mahabodhi Journal, Eastern Herald, Indian Standard. ব্রহ্মতত্ত্ব, হিন্দুপত্রিকা, নব্যভারত, সাহিত্য, ভারতী, প্রদীপ, মুকুল, তত্ত্ববোধিনী, বামাবোধিনী, পন্থা, হিতবাদী, সময়, বসুমতী, প্রতিবাসী, কোকিল, প্রয়াগ ও আর্য্যসমাচার।

এম সংখ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত "রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি"র মধ্যে কতকগুলি গুরুতর ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। পাঠকবর্গ অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
ভারতবর্ষে	ভারতবর্ষ	১০২	১৬
যোগোপদয়নকারী	রোগাপনয়নকারী	১০২	১৮
মনীষিদের	মনীষিদের	১০২	১৮
যে মহাপুরুষ...... ......করিয়াছেন	"যে মহাপুরুষ...... ......করিয়াছেন"	১০৩	২ হইতে ৫
যাঁর জন্ম দ্বারা ও পবিত্র কর্ম যারা আমাদিগকে উন্নত	যাঁর জন্ম দ্বারা পবিত্র, কর্ম দ্বারা উন্নত	১০৭	৬ ও ৭

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ] ১লা বৈশাখ। [৭ম সংখ্যা।]

বর্ত্তমান ভারত।

(স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত।)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

যে পুরোহিতশক্তির সহিত রাজশক্তির সংগ্রাম বৈদিক কাল হইতেই চলিতেছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অমানব প্রতিভা স্বীয় জীবদ্দশায় যাহার স্বতন্ত্র প্রতিবাদিতা প্রায় ভঞ্জন করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল, যে ব্রাহ্মণ্যশক্তি জৈন ও বৌদ্ধ উপপ্লাবনে ভারতের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে প্রায় অপসৃত হইয়াছিল, অথবা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতেছিল, যাহা মিহিরকুলাদির * ভারতাধিকার হইতে কিছুকাল প্রাণপণে পূর্ব্ব প্রাধান্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং ঐ প্রাধান্য স্থাপনের জন্য মধ্য এসিয়া হইতে সমাগত ক্রূরকর্ম্মা বর্ব্বরবাহিনীর পদানত হইয়া, তাহাদের বীভৎস রীতি নীতি স্বদেশে স্থাপন করিয়া, বিদ্যাবিহীন বর্ব্বর ভুলাইবার সোজা পথ মন্ত্রতন্ত্রমাত্র আশ্রয় হইয়া, এবং তজ্জন্য নিজে সর্ব্বতোভাবে হতবিদ্য, হতবীর্য্য, হতাচার হইয়া, আর্য্যাবর্ত্তকে একটী প্রকাণ্ড বাম বীভৎস ও বর্ব্বরাচারের আবর্ত্তে পরিণত করিয়াছিল, এবং যাহা কুসংস্কার ও অনাচারের অবশ্যম্ভাবী

* মিহিরকুল—রাজপুতজাতির পূর্ব্বপুরুষ।

ফলস্বরূপ সারহীন ও অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, পশ্চিম হইতে সমুত্থিত মুসলমানাক্রমণরূপ প্রবল বায়ুর স্পর্শমাত্রেই তাহা শতধা ভগ্ন হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইল।—পুনর্ব্বার কখনও উঠিবে কি কে জানে?

মুসলমান রাজত্বে অপরদিকে পৌরোহিত্য-শক্তির প্রাদুর্ভাব অসম্ভব। হজরত মহম্মদ সর্ব্বতোভাবে ঐ শক্তির বিপক্ষ ছিলেন, এবং যথাসম্ভব ঐ শক্তির একান্ত বিনাশের জন্য নিয়মাদি করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান রাজত্বে রাজাই স্বয়ং প্রধান পুরোহিত; তিনিই ধর্ম্মগুরু; এবং সম্রাট্ হইলে প্রায়ই সমস্ত মুসলমান জগতের নেতা হইবার আশা রাখেন। য়াহুদি * বা ঈসায়ী † মুসলমানের নিকট সম্যক্ ঘৃণ্য নহে, তাহারা অল্পবিশ্বাসী মাত্র; কিন্তু কাফের, মূর্ত্তিপূজাকারী হিন্দু এ জীবনে বলিদান ও অন্তে অনন্ত নরকের ভাগী। সেই কাফেরের ধর্ম্মগুরুদিগকে—পুরোহিতবর্গকে—দয়া করিয়া কোনও প্রকারে জীবন ধারণ করিতে আজ্ঞামাত্র মুসলমান রাজা দিতে পারেন, তাহাও কখনও কখনও; নতুবা রাজার ধর্ম্মানুরাগ একটু বৃদ্ধি হইলেই কাফেরহত্যারূপ মহাযজ্ঞের আয়োজন!

একদিকে রাজশক্তি ভিন্নধর্ম্মী, ভিন্নাচারী প্রবল রাজগণে সঞ্চারিত; অপর দিকে পৌরোহিত্যশক্তি সমাজশাসনাধিকার হইতে সর্ব্বতোভাবে বিচ্যুত। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের স্থানে কোরাণোক্ত দণ্ডনীতি, সংস্কৃত ভাষার স্থানে পারসী আরবী। সংস্কৃত ভাষা বিজিত, ঘৃণিত হিন্দুদের ধর্ম্মমাত্রপ্রয়োজন রহিল, অতএব পুরোহিতের হস্তে যথাকথঞ্চিৎ প্রাণ ধারণ করিতে লাগিল আর ব্রাহ্মণ্যশক্তি বিবাহাদি রীতিনীতি পরিচালনেই আপনার দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে রহিল—তাহাও যতক্ষণ মুসলমান রাজার দয়া।

বৈদিক ও তাহার সন্নিহিত উত্তরকালে পৌরোহিত্য শক্তির পেষণে রাজশক্তির স্ফূর্ত্তি হয় নাই। বৌদ্ধবিপ্লবের পর ব্রাহ্মণ্যশক্তির বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজশক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিয়াছি। বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের বিনাশ ও মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপন, এই দুই কালের মধ্যে রাজপুত জাতির দ্বারা

* সচরাচর যাহাকে য়িহুদী বলে—Jew.

† খৃষ্টিয়ান

রাজশক্তির পুনরুত্থাপনের চেষ্টা যে নিষ্ফল হইয়াছিল, তাহারও কারণ পৌরোহিত্য শক্তির নব জীবনের চেষ্টা।

পদদলিতপৌরোহিত্যশক্তি মুসলমান রাজা বহু পরিমাণে মৌর্য্য, গুপ্ত, আন্ধ্র, ক্ষাত্রপাদি * সম্রাড়্বর্গের গৌরবশ্রী পুনরুদ্দীপিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এই প্রকারে কুমারিল হইতে শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজাদি পরিচালিত, রাজপুতাদিবাহু, জৈনবৌদ্ধরুধিরাক্তকলেবর, পুনরভ্যুত্থানেচ্ছু ভারতের পৌরোহিত্যশক্তি মুসলমানাধিকারযুগে চিরদিনের মত প্রসুপ্ত রহিল। যুদ্ধবিগ্রহ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এ যুগে কেবল রাজায় রাজায়। এ যুগের শেষে যখন হিন্দুশক্তি মহারাষ্ট্র বা শিখবীর্য্যে ঘনাগত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের কথঞ্চিৎ পুনঃস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল, তখনও তাহার সঙ্গে পৌরোহিত্য শক্তির বিশেষ কার্য্য ছিল না; এমন কি, শিখেরা প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মণচিহ্নাদি পরিত্যাগ করাইয়া স্বধর্ম্মলিঙ্গে ভূষিত করিয়া ব্রাহ্মণসন্তানকে স্বসম্প্রদায়ে গ্রহণ করে।

এই প্রকারে বহু ঘাতপ্রতিঘাতের পর রাজশক্তির শেষ জয় ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী রাজন্যবর্গের মাঝে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভারত আকাশে প্রতিধ্বনিত হইল। কিন্তু এই যুগের শেষভাগে ধীরে ধীরে একটি অভিনব শক্তি ভারত-সংসারে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

এ শক্তি এত নূতন, ইহার জন্ম কর্ম্ম ভারতবাসীর পক্ষে এমন অভাবনীয়, ইহার প্রভাব এমনই দুর্দ্ধর্ষ যে, এখনও অপ্রতিহতদণ্ডধারী হইলেও মুষ্টিমেয় মাত্র। ভারতবাসী বুঝিতেছে, এ শক্তিটি কি

আমরা ইংলণ্ডের ভারতাধিকারের কথা বলিতেছি।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধনধান্যপূর্ণ ভারতের বিশাল ক্ষেত্র প্রবল বিদেশীর অধিকারস্পৃহা উদ্দীপিত করিয়াছে। বারম্বার ভারতবাসী বিদেশীর পদদলিত হইয়াছে। তবে ইংলণ্ডের ভারতাধিকাররূপ বিজয়ব্যাপারকে এত অভিনব বলি কেন?

অধ্যাত্মবলে মন্ত্রবলে শাস্ত্রবলে বলীয়ান, শাপাস্ত্র, সংসারস্পৃহাশূন্য [illegible]

* আর্য্যাবর্ত্ত ও গুজরাটের পারস্যদেশীয় [illegible]

ভ্রূকুটি সম্মুখে দুর্দ্ধর্ষ রাজশক্তিকে কম্পান্বিত হইতে ভারতবাসী চিরকালই দেখিয়া আসিতেছে। সৈন্যসহায়, মহাবীর, শস্ত্রবল রাজগণের অপ্রতিহত বীর্য্য ও একাধিপত্যের সম্মুখে প্রজাকুল, সিংহের সম্মুখে অজাযূথের ন্যায়, নিঃশব্দে আজ্ঞাবহন করে, তাহাও দেখিয়াছে; কিন্তু যে দেশের বৈশ্যকুল, রাজগণের কথা দূরে থাকুক, রাজকুটুম্বগণের কাহারও সম্মুখে মহাধনশালী হইয়াও সর্ব্বদা বদ্ধহস্ত ও ভয়ত্রস্ত, মুষ্টিমেয় সেই দেশবাসী বৈশ্য একত্রিত হইয়া ব্যাপার অনুরোধে নদী সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া কেবল বুদ্ধি ও অর্থবলে ধীরে ধীরে চিরপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু মুসলমান রাজগণকে আপনাদের ক্রীড়াপুত্তলিকা করিয়া ফেলিবে, শুধু তাহাই নহে, স্বদেশীয় রাজন্যগণকেও অর্থবলে আপনাদের ভৃত্যত্ব স্বীকার করাইয়া তাহাদের শৌর্য্যবীর্য্য ও বিদ্যাবলকে নিজেদের ধনাগমের প্রবল যন্ত্র করিয়া লইবে— যে দেশের মহাকবির অলৌকিক তুলিকায় উন্মেষিত, গর্ব্বিত লর্ড একজন সাধারণ ব্যক্তিকে বলিতেছেন, 'পামর, রাজসামন্তের পবিত্র দেহ স্পর্শ করিতে সাহস করিস্', অচিরকালমধ্যে ঐ দেশের প্রবল সামন্তবর্গের উত্তরাধিকারীরা যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক বণিক্ সম্প্রদায়ের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া ভারতবর্ষে প্রেরিত হওয়া মানবজীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ সোপান ভাবিবে, ভারতবাসী কখনও দেখে নাই!!

সত্বাদি গুণত্রয়ের বৈষম্য তারতম্যে প্রসূত ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ সনাতন কাল হইতেই সকল সভ্য-সমাজে বিদ্যমান আছে। কালপ্রভাবে আবার দেশভেদে ঐ চতুর্ব্বর্ণের কোন কোনটির সংখ্যাধিক্য বা প্রতাপাধিক্য ঘটিতে থাকে, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনায় বোধ হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ব্রাহ্মণাদি চারিজাতি যথাক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করিবে।

চীন, সুমের, * বাবিল, † মিসরি, খল্‌দে ‡ আর্য্য, ইরাণি, ¶ য়াহুদি, আরাব, এই সমস্ত জাতির মধ্যেই সমাজনেতৃত্ব প্রথমযুগে ব্রাহ্মণ বা

* খল্‌দিয়ার আদিম নিবাসী।
† প্রাচীন বাবিলন নিবাসী।
‡ খল্‌দিয়া (Chaldea) নিবাসী।
¶ প্রাচীন পারস্য নিবাসী।

পুরোহিত হস্তে। দ্বিতীয়যুগে ক্ষত্রিয়কুল অর্থাৎ রাজসমাজ বা একাধিকারী রাজার অভ্যুদয়।

বৈশ্য বা বাণিজ্যের দ্বারা ধনশালী সম্প্রদায়ের সমাজনেতৃত্ব কেবল ইংলণ্ড-প্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্যজাতিদিগের মধ্যেই প্রথম ঘটিয়াছে।

[ক্রমশঃ]

শ্রীরামানুজ চরিত।

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ লিখিত।)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

দ্বিতীয় অধ্যায়—শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরাপ্রভাব।

বৈশাখে তু বিশাখায়াং কুরুকাপুরিকারিজম্।
পাণ্ড্যদেশে কলেরাদৌ শঠারিং সৈন্যপং ভজে॥ ৬॥

যিনি বৈশাখ মাসে বিশাখা নক্ষত্রে, কলিযুগের প্রারম্ভে, পাণ্ড্যদেশস্থ কুরিকা পুরীতে, মহাত্মা কারির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন, আমি সেই সেনাপতি বিষ্বক্‌সেনের অবতার শঠারির পূজা করি।

কুরুকাপুরি, কুরুকুর বা শ্রীনগর তাম্রপর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদী দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণদিক্ দিয়া প্রবাহিতা হইতেছে। ইহার দক্ষিণে ভারতবর্ষে আর নদী নাই। উক্ত কুরুকুর তিরুনভেলি (Tirunevelly) নগরের নিকট। তিরুশিরঃপল্লী * (Trichinapoly) হইতে আরম্ভ করিয়া কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত, দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণাংশের সমস্ত পূর্ব্বভাগকে পাণ্ড্যদেশ কহে। মদুরা (Madura) বা দক্ষিণ মথুরা এই পাণ্ড্যদেশের রাজধানী ছিল। কুমারিকা অন্তরীপ ও তিরুভেন্দ্রম্ (শ্রীমহেন্দ্রপুরম্, Trivandrum) হইতে আরম্ভ করিয়া কান্নানোর [Cannanore] পর্য্যন্ত পশ্চিম ঘাট সম্বলিত পশ্চিম প্রদেশকে

* তামিল ভাষায় 'তিরু' শব্দটি 'শ্রী' শব্দের অপভ্রংশ।

মালাবার (মলয়দেশ) বা কেরলদেশ কহে। ইহার উত্তরে কানাড়া প্রদেশ। কানাড়ার পূর্ব্বে কঙ্কণদেশ অবস্থিত। কঙ্কণের দক্ষিণপূর্ব্বভাগে কর্ণাট প্রদেশ (Mysore Province &c)। ত্রিচিনাপল্লী হইতে আরম্ভ করিয়া নেল্লোর (Nellore) পর্য্যন্ত সমস্ত পূর্ব্ব প্রদেশের নাম চোলরাজ্য। কাঞ্চীপুর (Conjeevorum) চোলরাজ্যের রাজধানী ছিল। নেল্লোর হইতে রাজমহেন্দ্রপুর (Rajamundri) পর্য্যন্ত গোদাবরী নদীর দক্ষিণাংশকে অন্ধ্রদেশ কহে। রাজমহেন্দ্রপুর হইতে গঞ্জাম পর্য্যন্ত যে প্রদেশটি বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহার নাম কলিঙ্গ। কলিঙ্গের পূর্ব্বে ও উত্তরে ওড্রদেশ বা উড়িষ্যা। পাণ্ড্য ও চোল প্রদেশে তামিল-ভাষা প্রচলিত। মালাবার প্রদেশে মালেয়ালম্ ভাষা, কর্ণাট ও কানাড়া প্রদেশে কানাড়া (Canarese) ভাষা এবং অন্ধ্র ও কলিঙ্গ প্রদেশে তেলুগু ভাষা প্রচলিত। উক্ত চারিভাষাকে দ্রাবিড় ভাষা কহে (Dravidian Languages)। দাক্ষিণাত্যবাসী ভক্তগণের বিষয় জানিতে হইলে এ গুলিও জানা আবশ্যক।

বিষক্সেন নারায়ণের দ্বিতীয় মূর্ত্তি। ইনি বৈষ্ণবীসেনার অধিনায়ক। ইনি চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রকান্তি, চতুর্ভুজ এবং সর্ব্ববিঘ্নের বিনাশকর্ত্তা। বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীগণপতি ও শ্রীশ্রীকার্ত্তিকেয়ের পরিবর্ত্তে বিষক্সেনের পূজা করেন। বিষক্সেন সর্ব্ববিঘ্নবিনাশী ও নারায়ণের সেনানায়ক। একদা মহাত্মা কারি সস্ত্রীক পুত্রার্থ নারায়ণমন্দিরে গমন করিয়া ব্রতোপবাসাদি করেন। তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ংই তাঁহাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন, এইরূপ প্রত্যাদেশ করেন। সেই প্রত্যাদেশ অনুসারে শঠারিপুর জন্ম হয়। শঠরিপু, শঠারি ও শঠকোপা একই অর্থে প্রযুক্ত। তিনি এতাদৃশ প্রেমিক ও মধুরস্বভাব ছিলেন যে, তাঁহার সহিত যিনিই আলাপ করিতেন, তিনিই তাঁহাকে পরম আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করিতেন। সকলের আত্মীয় ছিলেন বলিয়া, সকলে তাঁহাকে "উনি আমাদের আলোয়ার" বলিতেন বলিয়া, তাঁহার নাম নম্মা আলো-য়ার হইয়াছে। 'নম্মা' শব্দের অর্থ 'আমাদের'। ইঁহার আর একটী নাম 'পরাঙ্কুশ', কারণ, ইনি সর্ব্বজনবৈরী মোহমাতঙ্গের অঙ্কুশস্বরূপ ছিলেন। ইনি নীচ-

কুলোদ্ভব। ইঁহার পিতা মহাত্মা কারি একজন সম্পত্তিশালী [illegible] ছিলেন।

নম্মা আলোয়ার কলিযুগের প্রথম বৎসরে অর্থাৎ ৩১০২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার এক অতি বৃদ্ধ ভক্ত ছিল। ঐ ভক্তটী মধুর [illegible] কবিতা লিখিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহার নাম মধুরকবি আলোয়ার ছিল। ইনি [illegible] সন্নিকটে জন্মগ্রহণ করেন। তামিল পণ্ডিতগণ ইঁহার জন্মকাল ৩২২৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে স্থির করিয়াছেন।

চৈত্রে চিত্রাসমুদ্ভূতম্ পাণ্ড্যদেশে খগাংশকম্।
শ্রীপরাঙ্কুশসদ্ভক্তং মধুরং কবিমাশ্রয়ে॥ ৭॥

চৈত্র মাসে চিত্রানক্ষত্রে যিনি গরুড়াংশে পাণ্ড্যদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি পরাঙ্কুশ শঠরিপুর [illegible] ভক্ত ছিলেন, [illegible] শরণাগত হই। ইঁহার জন্মভূমি শঠারিপুর জন্মভূমির নিকট ছিল।

কুম্ভে পুনর্ব্বসূদ্ভবং কেরলে চোলপট্টনে।
কৌস্তুভাংশং ধরাধীশং কুলশেখরমাশ্রয়ে॥ ৮॥

যিনি ফাল্গুন মাসের পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে শ্রীবিষ্ণুর কৌস্তুভাংশে কেরল বা মালাবার দেশস্থ চোলপট্টন বা তিরুভঞ্জিকোলম নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন, যিনি কেরলের অধিপতি ছিলেন, আমি সেই রাজা কুলশেখরের শরণাগত হই।

ইনি 'মুকুন্দমালা'র রচয়িতা। ইঁহার প্রাণ ভক্ত অতি বিরল। [illegible] গুরু বাদশীতে ৩১০২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি রাঘবের [illegible]

পূর্ব্ব কথিত তিরুমড়িশি খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪২০২ অব্দে পুনাবেলীর দুই মাইল [illegible] নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, এই গ্রামই পূর্ব্বে মহীসার নামে বিখ্যাত ছিল। [illegible] তিনজন আলোয়ার কলিযুগের পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪২০২ অব্দের পূর্ব্বে [illegible] জন্মগ্রহণ করেন। তিরুমড়িশি [illegible] অর্থাৎ ৪২০২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে জন্মগ্রহণ [illegible] তাঁহার জীবনের জ্ঞানবিজ্ঞানের [illegible] বিখ্যাত। ইহার পর ১১০০ বৎসর [illegible] হয়। এই সময়ে মধুর কবি নামক [illegible] জন্মগ্রহণ করেন।

শালী ছিলেন বলিয়া বৈষ্ণবেরা ইঁহাকে নারায়ণের কৌস্তভমণির অংশাবতার বলিয়া পূজা করেন।

(ক্রমশঃ)

ঝালোয়ার দুহিতা।

(৫ম সংখ্যার প্রকাশিতের পর।)

কবিবর গিরীশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

এদিকে মীরাবাই নিজ মন্দিরে উপনীতা, গৃহদ্বারে একজন বৈষ্ণব, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বৈষ্ণব যুবাবয়সে ভেকধারী! বিষাদ-পূর্ণ সুন্দর বদন। সুন্দর নেত্রে, মীরার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, আমার একটী ভিক্ষা আছে। করযোড়ে মীরাবাই উত্তর করিলেন, আমার সাধ্যাতীত না হয়, যাহা চান, দিন। বৈষ্ণব-পদে প্রাণ রাখিতে কুণ্ঠিত নহি। যুবা ভেক-ধারী বলিলেন, তোমার সঙ্গে প্রহরী। প্রহরীর সম্মুখে কথা ব্যক্ত করিব না। মীরা প্রহরীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি বৈষ্ণব-সেবা করিব; যদি তোমরা কৃষ্ণ-বিদ্বেষী না হও, দূরে অবস্থান কর। মধুর-ভাষিণী মীরার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কেহ সাহস করিল না।

বৈষ্ণব বলিলেন, আমার ভিক্ষা দিন।

মীরা। আজ্ঞা করুন।

বৈষ্ণব। তোমার মন্দিরের পূর্ব্বদ্বার দিয়া ঝালবনে প্রবেশ করা যায়। প্রবেশ করিতে পারিলে,ঝালোয়ার-সর্দ্দার-দুহিতা কিশোরী যে পুরে বন্দী আছেন, তথায় যাইতে পারিব। আমি মন্দার রাজকুমারের নিকট প্রতিশ্রুত, তাঁহাকে একটী পত্র দিব। যদি পত্র দিতে না পারি, আমি মিথ্যাবাদী হইব।

মীরা কহিলেন, "ভাল, যান।"

বৈষ্ণব। আমার অর্দ্ধভিক্ষা চাহিয়াছি, আর অর্দ্ধ ভিক্ষা এই, প্রত্যাগমন-কালীন যাহাকে ইচ্ছা, সঙ্গে লইয়া আসিব, তাহাকে কেহ না রোধ করে।

মীরা। আমি রোধ করিব না। আমার আজ্ঞায় কেহ রোধ করিবে না। অপর কেহ রোধ :র, তন্নিমিত্ত আমাকে দোষী করিবেন না।

মীরা দ্বার খুলিয়া দিলেন, যুবা শ্বাপদ-সঙ্কুল ঝালবনে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে কুম্ভরাণা কিশোরীর মন্দিরে উপস্থিত, কিশোরীকে কত অনুনয় বিনয় করিতেছেন। কিশোরী উল্লিখিত আলোর প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছেন, ফিরিয়াও চান না। অবশেষে রাণা বলিতে লাগিলেন, "বুঝিলাম, এ জীবনে আমার জ্বালা নির্ব্বাণ হইবে না! বুঝিলাম, তোমার হৃদয়ে আমি কখনও স্থান পাইব না। তোমায় তোমার প্রণয়ীর নিকট যাইতে দিই নাই, বন্দী করিয়াছি, পিতৃ-গৃহ হইতে অপহরণ করিয়াছি, স্বীকার করিতেছি, তোমার পিতাকে অর্থে বশীভূত করিয়া গৃহ প্রবেশ করিয়াছিলাম। এ সকল দোষের প্রতিশোধ গ্রহণ কর; এই তরবারি লও। আমার বক্ষে আঘাত কর। শত্রুকে শাস্তি দাও, এই অঙ্গুরী লইয়া মন্দার অভিমুখে চলিয়া যাও, কেহ প্রতিরোধ করিবে না।"

বলিতে বলিতে রাণার চক্ষু হইতে ধারা পতিত হইতে লাগিল। কিশোরী কোন উত্তর করিল না।

রাণা বলিতে লাগিলেন, "তুমি কি আমাকে আত্মঘাতী দেখিলে সুখী হও? আচ্ছা, আমার সঙ্গে আইস। চল, তোমাকে মন্দারে লইয়া যাইতেছি; তোমার নিকট সহস্র দোষে অপরাধী।" কিশোরী কোন কথার উত্তর না দিয়া, গৃহদ্বার হইতে ফিরিলেন, শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া, যেন রাণা কুম্ভকে যাইতে বলিলেন। যথায় কিশোরী দাঁড়াইয়াছিলেন, রাণা তথায় দাঁড়া-ইলেন, দূর আলোকের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, হঠাৎ দেখেন, গুড়ি মারিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে কে উঠিতেছে। প্রথম অনুভব হইল, কোন জন্তু। পরে মনুষ্য আকার অনুভব হইল। পরিচিত আকার বোধ হইল। মন্দার রাজকুমার নিশ্চিত জানিলেন।

মন্দার রাজকুমার গবাক্ষের সন্নিকটে। রাণা বজ্রনাদে বলিলেন, "রাজকুমার! ঝালবন ভেদ করিয়াছেন, কিন্তু ঝালানীর দর্শন পাইবেন না।"

[ক্রমশঃ]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন।

বিগত জানুয়ারি মাসের "মাইণ্ড" নামক আমেরিকা হইতে পরিচালিত পত্রিকায় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা লিউইস্ জি জেন্স্ (Lewis G. James) লিখিত। ইনি আমেরিকায় তুলনায় ধর্মালোচনায় কেম্ব্রিজ সমিতি ও মন্সালভাট বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। (Director of the Cambridge Conferences and of the Monsalvat School of Comparative Religion.) ইনি একজন পরম পণ্ডিত। এই প্রবন্ধে পাশ্চাত্য জগতে প্রাচ্য দর্শনের প্রভাবের বিষয় প্রাচ্য দর্শনের প্রতি এতদূর সহানুভূতির সহিত আলোচনা করিয়াছেন যে, আমরা এই প্রবন্ধের অধিকাংশের মর্মানুবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না ;—

"১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো সহরে যে বিরাট ধর্মসভা (Parliament of Religion) হয়, তাহাতে প্রাচ্য ধর্ম, সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি পাশ্চাত্যগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বিগত ৫ বৎসর হইতে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য প্রাচ্য প্রদেশ হইতে অনেক পণ্ডিত আসিয়া বেদান্তের গভীর দার্শনিকতত্ত্ব, বৌদ্ধ ধর্মের অনেক উচ্চ নীতি ও মনোবিজ্ঞান আর পার্শীদের অপেক্ষাকৃত সহজ-বোধগম্য ধর্মনীতি শিক্ষা দিয়াছেন। এই প্রাচ্য চিন্তার সম্বর্দ্ধের ফল এক্ষণে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে।

ইনি বলেন, "অনেকেরই, হুজুগে পড়িয়া অবিচারিতচিত্তে, অনেক সময়ে প্রাচ্য গুরুগণের নিষেধসত্বেও অনুপযুক্ত অবস্থায় যোগ অভ্যাস করিতে যাইয়া মানসিক ও শারীরিক বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু আবার অনেকে নিয়ত-পরিবর্তনময় পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে বাস করিয়াও ধ্যানাদিজনিত বিমল শান্তি, আনন্দ, চিরংকালের জন্যও অনুভব করিয়াছেন।

"প্রাচ্যদেশ হইতে আগত আচার্য্যগণের ও তাঁহাদের শিক্ষাপ্রণালীর সহিত

বিশেষ সংস্পর্শে আসিয়া আমার এই নিশ্চিত ধারণা হইয়াছে যে, তাঁহারা খাঁটি ধীরভাবে ও বিবেচনার সহিত আমাদের দেশে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। * * আমার নিশ্চিত ধারণা যে, এই প্রাচ্য আচার্য্যগণ পাশ্চাত্য জগতে যথার্থই কিছু সারবান জিনিষ আনয়ন করিয়াছেন।

"শব্দ-বিদ্যা ও ধর্মে তুলনার প্রণালীর ব্যাখ্যাতা প্রোফেসার ম্যাক্সমূলার তাঁহার ধর্ম-বিজ্ঞান নামক (Science of Religion) পুস্তকে গেটে (Goethe) উক্ত একটি প্রহেলিকা (যিনি একটী ভাষা জানেন, তিনি কোন ভাষাই জানেন না)—উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, এ সত্য ধর্ম্ম বিষয়েও খাটে ; যিনি একটি ধর্ম্ম জানেন, তিনি কোন ধর্ম্মই জানেন না। আমার বিশ্বাস, কি শব্দবিদ্যা, কি দর্শন, কি ধর্ম্ম সমুদয়েই তুলনার প্রণালী অবলম্বন করিলেই যথার্থ উপকার হইতে পারে। তাহা না করিয়া কেবল একটি দর্শন বা একটি ধর্ম্ম অন্ধভাবে আলোচনা করিলে নানারূপ ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা।

"অবশ্য পাশ্চাত্য দর্শন সমূহ আমাদের বিশেষ আলোচনার সামগ্রী বটে, কিন্তু প্রাচ্য দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে আধুনিক দর্শন সমূহ কোন কালে শিখা যায় না। অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিকের সিদ্ধান্ত—গ্রীসই সমুদয় দর্শনের জন্মভূমি। কিন্তু প্রাচ্য দর্শন সম্বন্ধে যাঁহারা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও অবগত, তাঁহারাও এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। রিটার (Ritter) ও জেলার (Zeller) প্রভৃতি দর্শনের ইতিহাস-লেখকগণ অতি প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণের প্রাচ্য দর্শন হইতে অনেক তত্ত্ব গ্রহণ করার কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। তৎপরে ম্যাক্সমূলর ও ডিউসেন প্রভৃতির গবেষণাও তাঁহাদের উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিতেছে।

তৎপরে ম্যাক্সমূলারের "ভারত ; উহা আমাদের কি শিখাইতে পারে ?" (India, what can it teach us ?) নামক গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, ম্যাক্সমূলার কিরূপে সকল দর্শনশিক্ষার্থীদিগকে বেদাস্তাধ্যয়নে অনুরোধ করিতেছেন।

পুনরায় বলিতেছেন—"সোপেনহাওয়ারের আধুনিক দার্শনিক চিন্তার উপর বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। তিনিও তাঁহার নিজ দর্শনে বেদান্তের প্রভাব স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। সোপেনহাওয়ার বলিয়াছেন,—উপনিষদ্ তুল্য মনের উন্নতি-বিধায়ক ও উপকারক আর কিছু নাই; জীবনে ইহা আমায় শান্তি দিয়াছে, মৃত্যুতেও সান্ত্বনা দিবে। বেদান্তের পাশ্চাত্য ব্যাখ্যাতা ডিউসেনও জীবনে বেদান্তের সৎ প্রভাবের বিষয় খুব জোরের সহিত বলিয়াছেন। লিবনিজ ও লোট্জেও যে অনেক অংশে প্রাচ্য দর্শনের নিকট ঋণী, তাহাও বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। আর ভন হার্টম্যান (Von Hartmann) যে বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞান ও দর্শনের নিকট ঋণী, তাহাও সহজ-বোধগম্য। কান্ট, (Kant) ফিক্‌টে, (Fichte) হেগেল (Hegel) ও জর্মান মনোবাদিগণ (Idealists) বিশেষ-রূপে প্রাচ্য দর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। আমার বিশ্বাস, প্রাচ্য দর্শনের চর্চা যত বাড়িবে, ততই ইহা আমাদের স্পষ্ট বোধগম্য হইবে। * *

"আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে, খ্রীষ্ট ধর্মও প্রাচ্য ধর্ম; যদিও উহাতে বিধিবদ্ধ কোন দার্শনিক ভাব অতি অল্পই পাওয়া যায়, তথাপি, প্রাচ্য-চিন্তালোকে উহা না দেখিলে, উহার প্রাথমিক সৌন্দর্য্য কিছুই বুঝিতে পারি না। ম্যাথিউ আরনল্ড (Matthew Arnold) বহুপূর্ব্বে স্পষ্ট-রূপে দেখাইয়াছেন যে, খ্রীষ্ট ধর্ম্মমত যীশু ও পলের প্রাচ্য রূপক শিক্ষা-সমূহের অগষ্টান (Augustine) ও রোমক চর্চ্চের ফাদারগণ কৃত আক্ষরিক-ভাব-গ্রহণজ বিকৃতি স্বরূপ। প্রতাপ চন্দ্র মজুমদারের প্রাচ্য খ্রীষ্ট (Oriental Christ) অনেক পাশ্চাত্য মনে যীশুর প্রকৃতভাব উদ্দীপনা করিয়া দিয়াছে এবং ভারতাগত আচার্য্যগণের শিক্ষায় অনেক সন্দেহবাদীকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধাবান করিয়াছে। আমি অনেক উদাহরণ জানি, যাহাতে ইহা একেবারে চরিত্রকে ভালদিকে গঠিত করিয়া ফেলিয়াছে।

"বেদান্তাচার্য্যগণ, অন্ততঃ, অপরকে নিজ ধর্ম্মে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন নাই। অবশ্য, তাঁহারা, পাশ্চাত্য শিক্ষার্থীদিগের নিকট প্রাচ্য চিন্তার সৌন্দর্য্য ও

গভীরতার কিয়দংশ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু, তাঁহারা খ্রীষ্টানকে বলিয়াছেন, 'তুমি আরও ভাল খ্রীষ্টান হও, আমরা তোমাকে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু হইতে বলিতেছি না।'

"আমাদের গুরু, র‍্যাল্‌ফ ওয়াল্ডো এমার্সনও (Ralph Waldo Emerson) বেদান্তের ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁহার লেখার যদি কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, বেদান্তেই তাহা পাওয়া যায়। তাঁহার 'ব্রহ্ম' শীর্ষক ক্ষুদ্র কবিতা ক্ষুদ্রাকারে ভগবদ্গীতা। তাঁ[illegible] চিঠিপত্রে তিনি বলিয়াছেন, সাহিত্য-রঙ্গ-ভূমে অবতরণের প্রথম অবস্থায় কারলাইল (Carlyle) তাঁহাকে একখানি ভগবদ্গীতা উপহার দেন। ইহারই প্রভাব তাঁহার প্রতিভার উপর কার্য্য করিয়া পাশ্চাত্য জগতের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। চার্ল্‌স ম্যালয়, এমার্সনের একজন ভক্ত। তিনিও এমার্সনের উপর বেদান্তের প্রভাব ও এমার্সনের লেখা বুঝিবার পক্ষে প্রাচ্য দর্শনাদির আলোচনার উপকারিতা স্বীকার করেন।

"ভারতাগত আচার্য্য-গণ আমাদের আর এক উপকার করিয়াছেন। আমরা এতদিন দর্শন হইতে ধর্ম্মকে পৃথক্ করিতাম—নীতির সহিত সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের কোন সংস্রব আছে, তাহা ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছিলাম। ভারতাগত আচার্য্যেরা ধর্ম্ম, নীতি, দর্শন, সমাজাদির পরস্পর সাপেক্ষতার উপর জোর দিয়া আমাদের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ। যে ধর্ম্ম বিচারশক্তি ও হৃদয় উভয়কেই চরিতার্থ করে না, তাহা অসম্পূর্ণ।

"আমাদের পাশ্চাত্য দর্শন অনেক সময়ে প্রকৃত যুক্তির উপর নিজেদের সিদ্ধান্ত সমূহ স্থাপন না করিয়া আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, ইহাতে অনেক ভুল ও গোঁড়ামি আসিয়া পড়ে।

"ভাবী দর্শন প্রাচীন মত সমূহের সত্য সমুদয় লইয়া বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তার সহিত মিলাইবে। কান্টের ভাব অনেক গ্রহণ করিবে, কান্টের পরবর্ত্তী দার্শনিকগণের নিকটও কিছু লইবে, কিন্তু হারবার্ট স্পেন্সার ও তাঁহার ক্রমো-

দ্ধি-বাদের নিকট ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লইবে। প্রাচ্য দর্শন সমূহের আলোচনায় ইহা অধিকতর সংয়হৃতিসম্পন্ন হইবে। এই প্রাচ্য দর্শন সমূহে আধ্যাত্মিক জীবনের সহায়ক অনেক জিনিষ আছে।

"অনেক আধুনিক বৈজ্ঞানিক জর্ম্মন দর্শন অপেক্ষা বেদান্তে অধিক বৈজ্ঞানিক ভাব দেখিতে পান। আমাদের উপর স্থাপিত অনেক পাশ্চাত্য দর্শন অপেক্ষা উহার সহিত বর্ত্তমান বিজ্ঞানের অধিকতর ঐক্য দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকপ্রণালীসহায় হইয়া জীবনের গভীর সমস্যা সমূহের দার্শনিক মীমাংসা অন্বেষণ করিতে করিতে, সর্ব্বপ্রকার সাহায্য গ্রহণ করিয়া আমরা আদর্শ সংস্কার অনুসন্ধানে অগ্রসর হইতে পারি।"

আমার

তিব্বত ভ্রমণের

এক পরিচ্ছেদ।

(৫ম সংখ্যার প্রকাশিতের পর।)

ইহাদের চরিত্র কিরূপ? পাঠককে দুই একটী উদাহরণ হইতে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সাবধান করিয়া ইহাদের চরিত্রের কথা কিছু বলিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অতিথি সৎকার বিষয়ে ইহারা আদর্শ, কিন্তু যাহাকে সচরাচর চরিত্র বল বলে, তাহা ইহাদের বড় দেখিলাম না। ইহারা মিথ্যা বলিতে সঙ্কুচিত নহে। মঙ্গলপুরী বলিত, আমি নানাপ্রকার ঔষধ জানি। ইহারা লোককে এই ঔষধ প্রদান করিয়া ভিক্ষা ও নেশার বস্তু সংগ্রহে প্রাণপণে চেষ্টা পাইত। ইহাদের নিকট এক আধখানি সংস্কৃত পুস্তক ছিল—বোধ হয়—শঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বাণাষ্টক প্রভৃতি স্তব। ইহাদের শিক্ষা অতি অল্প, বলাই বাহুল্য। অন্য কোন বিশেষ চরিত্রদোষ দেখি নাই। ইহারা বলিত, আমরা ৮ মাস ভ্রমণ ও চার মাস একস্থানে থাকি। এই চারমাস একস্থানে বাসকেই চাতুর্ম্মাস্য বলে—বর্ষাকালে সন্ন্যাসীরা এইরূপ করিয়া থাকেন। ...

জীবন খুব তীব্রদৃষ্টিতে সমালোচন করিয়া থাকেন; অনেক সময়েই তাঁহারা সন্ন্যাসি-জীবনের কিছুমাত্র না জানিয়াই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু [illegible] কখন তাঁহাদের কথায় আমাদের অনেক শিখিবার বিষয় থাকে। যথার্থ বিদ্বান্, চরিত্রবান্, ধ্যানী ও সাধনসম্পন্ন হইলে যে ম্লেচ্ছগণেরও ভক্তি আকৃষ্ট হয়, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। সন্ন্যাসিগণ যদি কেবল কঠোরতা ও [illegible] বাহ্যনিয়মের উপর নির্ভর করিয়া চলা পরিত্যাগ করিয়া আন্তরিক সাধনের দিকে বেশী দৃষ্টি করেন, বিদ্যাশিক্ষা কেবল সংস্কৃত অথবা নিজ নিজ দেশীয় ভাষা শিক্ষায় আবদ্ধ না রাখিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষা সকলও শিক্ষা করেন, আর শিক্ষা কেবল পুঁথিগত না হইয়া গভীরচিন্তাসংযুক্ত হয়, আর যদি তাঁহারা আপন আপন সাধন ভজনের ন্যায়—সর্ব্বসাধারণে ধর্ম্মপ্রচার ও বিদ্যাবিস্তারকেও আপনাদের কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেন, তবে তাঁহারা আপনাদের ও সমাজের যে কত কল্যাণসাধন করিতে পারেন, তাহার সীমা নাই।

আমরা আরও কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। [illegible] খড়কসিংকে পত্র লিখিলাম, উত্তর আসিল—শীঘ্রই আসিতেছেন, এই দিক দিয়াই আসিবেন। ইতিমধ্যে গোবরিয়া আসিল, আমরা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লছমীদত্তের সহিত তাহার গৃহে গেলাম—নিকটেই তাহার গৃহ। গৃহ হইতে একটি কৃষ্ণকায় লোক বাহির হইল, গায়ে একটি বৃহৎ লোমযুক্ত [illegible] জামা। আমাদের খুব অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। আমাদের [illegible] গাজা খাওয়াইল। আমাদের কি দিয়া অভ্যর্থনা করিবে?—সুপারি খাইতে দিল। ক্রমশঃ তিব্বতযাত্রাসম্বন্ধে প্রসঙ্গ পড়িল। আমাদের [illegible] ছিল, মানস-সরোবর ও কৈলাস দর্শন করিয়া লিপিলাস দিয়া [illegible] কেদারনাথে যাইব। গোবরিয়া ঐ পথের অত্যন্ত দুর্গমতা বর্ণনা করিল, আমাদিগকে পরামর্শ দিল, আপনারা অতদূর না যাইয়া মানস-সরোবর পর্য্যন্ত যান, আমাদিগকে আশ্বাস দিল, আমাদের যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। [illegible] এখন অসুখ, নিজে যাইতে পারিবে না, [illegible] ...

ব্যবসায়ীকে তিব্বতের সহিত বাণিজ্য করিতে দিবে না, সুতরাং, গোবরিয়াও এখন যাইবে না, তবে কালীর অপর পারস্থ ছাংরু গ্রামের পাধান (প্রধান বা মণ্ডল) শীঘ্রই তিব্বত প্রবেশ করিবে, তৎসহ আমাদিগকেও পাঠাইয়া দিবে।

আমাদের নিকট অনেক প্রকার লোক আসিত, কতক আলেখিয়া-গণের নিকট গাঁজা খাইবার জন্য ও তাহাদের নিকট ঔষধ লইবার জন্য, কেহ কেহ বা সদুপদেশ শুনিবার ও কোন কোন ধর্ম্মপুস্তক বুঝাইয়া লইবার জন্য। পোষ্ট আফিসের মুন্সী অর্থাৎ পোষ্টমাষ্টার সংস্কৃত স্তব বুঝাইয়া লইয়া যাইত। যত লোক আসিত, তাহার মধ্যে জয়মল নামক একটী ভুটিয়া বণিকের নাম করা আমার উচিত বোধ হয়। এ লোকটি বড় সাধুভক্ত। এ লোকটি আমাদের নিকট মধ্যে মধ্যে আসিত; হিন্দীভক্তমাল, সুন্দরদাস-প্রণীত সুন্দর-বিলাস-নামক একখানি হিন্দি বেদান্ত-গ্রন্থ প্রভৃতি লইয়া আসিত। আমি যদিও ভাল হিন্দী জানিতাম না, তথাপি যথাসাধ্য বুঝাইয়া দিতাম। জয়মল আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে ভিক্ষা দিত। যাইবার উদ্যোগ দেখিয়া আমাদিগকে এক টিন চা ও এক ভেলি গুড় দিল। যদি ইংরাজ-রাজ্যস্থ ভুটিয়া-গণকে বাণিজ্য করিতে দিত, তবে জয়মল আমাদিগকে তাহার তাঁবুতে স্থান দিত। সকলেই বলিতে লাগিল, যত সাধু এই দিক দিয়া মানস সরোবর বা কৈলাস-দর্শনে যায়, সকলেই জয়মলের তাঁবুতে থাকে। সে সাধুগণকে নিজ তাঁবুর মধ্যেই রন্ধন করিতে দেয়।

আমরা এ রূপ প্রস্তুত—কেবল অপেক্ষা খড়ক সিং ও সাহেবের আগমন। দুই এক দিনের মধ্যেই উভয়ে সদলবলে আসিয়া পড়িলেন। খড়ক সিং আসিয়াই একেবারে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যুবা পুরুষ—বেশ বলিষ্ঠ-শরীর—অবয়বে অগ্রমান হয়, বুদ্ধিমান ও বিনয়ী। আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের ক্ষুদ্র ঘর খানিতে যেন উৎসব পড়িয়া গেল। সাহেবের লোকজন সব আসিয়া পণ্ডিতের গৃহে ধূমপান করিতে লাগিল। খড়ক সিং, গোবরিয়াকে আরও ভাল করিয়া বলিয়া দিবেন, আশ্বাস দিয়া ও নানাপ্রকার শিষ্টালাপ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

[ক্রমশঃ।]

ভগবদ্গীতা-শাঙ্করভাষ্যের

বঙ্গানুবাদ।

উপক্রমণিকা।

(পণ্ডিত প্রমথ নাথ তর্কভূষণানুবাদিত)

ভাষ্য-মূল।

ওঁ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী॥

বঙ্গানুবাদ।

মঙ্গলাচরণ।

নারায়ণ অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি) হইতে পর। [অব্যক্ত শক্তি সকল জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ হইয়াও তাহার বশীভূত নহেন।] অব্যক্ত হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। এই সপ্ত-দ্বীপবতী পৃথিবী ও স্বর্গ প্রভৃতি লোকসমূহ সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিদ্যমান আছে।

ভাষ্য-মূল।

স ভগবান্ সৃষ্ট্বেদং জগৎ তস্য চ স্থিতিং চিকীর্ষুর্মরীচ্যাদীনগ্রে সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্মং গ্রাহয়ামাস বেদোক্তং, ততোঽন্যাংশ্চ সনকসনন্দনাদীনুৎপাদ্য নিবৃত্তিধর্ম্মং জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং গ্রাহয়ামাস।

বঙ্গানুবাদ।

সেই ভগবান (স্বীয় অব্যক্ত শক্তির প্রভাবে) এই (পরিদৃশ্যমান) জগত সৃষ্টি-পূর্ব্বক ইহার স্থিতি (ব্যবস্থা) করিতে অভিলাষী হইয়া প্রথমে মরীচি প্রভৃতি

প্রজাপতিগণকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও তাঁহাদিগকে বেদোক্ত প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম পরিগ্রহ করাইয়াছেন। অনন্তর তিনি সনক ও সনাতন প্রভৃতি অন্য

জগতের স্থিতি ও দ্বিবিধ ধর্ম।

মহর্ষিগণকে সৃষ্টি করিয়া জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণ (তত্ত্বজ্ঞান ও বিষয়-বৈরাগ্যের আধিক্যে যাহার পরিস্ফুটরূপে বিকাশ উপলব্ধ হয়, তাহাই জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণ শব্দে প্রতিপাদিত হয়) (শম, দম, তিতিক্ষা প্রভৃতি) বেদোক্ত নিবৃত্তি ধর্ম্ম পরিগ্রহ করাইয়াছেন।

ভাষ্য-মূল।

দ্বিবিধোহি বেদোক্তোধর্ম্মঃ, প্রবৃত্তিলক্ষণোনিবৃত্তিলক্ষণশ্চ।

বঙ্গানুবাদ।

প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ এই দ্বিবিধ ধর্ম্মই বেদশাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। (অনাদিকাল হইতে প্রচলিত লৌকিক ব্যবস্থার অবিরোধে ঐহিক ও

দ্বিবিধ ধর্ম্মের স্বরূপ।

পারত্রিক সম্পদ্‌লাভ করিবার জন্য যাগহোম প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম চিরদিন অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে, সেই সকল ধর্ম্মকেই প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম বলা যায়। ঐহিক বা পারত্রিক সুখের আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও শোক প্রভৃতি অপরিমেয় দুঃখ রাশির একমাত্র নিদান অজ্ঞানবন্ধনের উচ্ছেদসাধন দ্বারা নিত্য নির্ব্বাণপদ পাইবার জন্য, সংসারবিরাগী পরমহংসগণ, শম, দম ও তিতিক্ষা প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাকেই নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম বলা যায়)।

ভাষ্য-মূল।

তত্রৈকোজগতঃ স্থিতিকারণং প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতুর্যঃ, স ধর্ম্মঃ ব্রাহ্মণাদ্যৈর্ব্বর্ণিভিরাশ্রমিভিঃ শ্রেয়োহর্থিভিরনুষ্ঠীয়মানো দীর্ঘেণ কালেন অনুষ্ঠাতৄণাং কামোদ্ভবাদ্ধীয়মানবিবেকবিজ্ঞানহেতুকেনাধর্ম্মেণাভিভূয়মানে ধর্ম্মে, প্রবর্দ্ধমানে চাধর্ম্মে, জগতঃ স্থিতিং পরিপালয়িষুঃ স আদিকর্ত্তা নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুর্ভৌমস্য ব্রহ্মণোব্রাহ্মণত্বস্য চ রক্ষণার্থং দেবক্যাং বসুদেবাদংশেন কিল সম্বভূব, ব্রাহ্মণত্বস্য হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাদ্বৈদিকোধর্ম্মঃ, তদধীনত্বাদ্বর্ণাশ্রমভেদানাং।

বঙ্গানুবাদ।

দ্বিবিধ ধর্ম্মের মধ্যে প্রবৃত্তি ধর্ম্মই জগতের রক্ষার প্রতি হেতু। যাহার দ্বারা জগতের ব্যবস্থা প্রতিপালিত হয়, যাহার আশ্রয়ে ঐহিক ও পারত্রিক

ধর্ম্মের সামান্য লক্ষণ।

সম্পদ্ কিম্বা নিত্য নির্ব্বাণপদ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারা যায়, অনাদিকাল হইতে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণিগণ ও গৃহস্থ প্রভৃতি আশ্রমিগণ (পরম বিশ্বাসসহকারে) শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির কামনায় যাহার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন তাহাই ধর্ম।

বহুকাল হইতে (বিনাবাধায় এই ভারতবর্ষে) পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছিল। (কিন্তু দ্বাপরযুগের শেষ ভাগে) ধর্ম্মানুষ্ঠাতৃ মনুষ্য

ধর্ম্মবিপ্লব ও ভগবানের অবতার।

গণের মধ্যে বিষয়ভোগবাসনার বৃদ্ধি হওয়ায় চিরপ্রচলিত ধর্ম্মে বিষম বাধা উপস্থিত হয় ও (প্রকৃত বিবেক জ্ঞানের হানির সহিত) অধর্ম্মের প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। (এই কারণে সনাতন লৌকিক ব্যবস্থার প্রতিদিন ব্যতিক্রম হইতে থাকে। লোক সমাজের এই শোচনীয় ভীষণ বিপদের সময়), সেই আদিকর্ত্তা নারায়ণ (সর্ব্বনাশকর ধর্ম্মবিপ্লব হইতে) জগৎকে রক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়া (সকল প্রকার ধর্ম্মের একমাত্র নিদান) বেদ এবং ব্রাহ্মণধর্ম্মের রক্ষা করিবার জন্য বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে (মনুষ্যাকৃতিতে) অংশস্বরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বেদবিহিত দ্বিবিধ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণধর্ম্মের (সর্ব্বতোভাবে) রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। কারণ, ব্রাহ্মণধর্ম্মের রক্ষার উপরই, সকল প্রকার বেদোক্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের স্থিতি নির্ভর করিতেছে।

ভাষ্য-মূল।

স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্যাজোহব্যয়োভূতানামীশ্বরোনিত্যশুদ্ধবুদ্ধ মুক্তস্বভাবোহপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্ লক্ষ্যতে,

বঙ্গানুবাদ।

ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, সহায় সম্পদ, অতীব পরাক্রম ও অপরিমিত তেজ…

ছয়টী গুণ পরমেশ্বরের স্বভাবসিদ্ধ। জগতের মূল প্রকৃতি স্বীয় বৈষ্ণবীশক্তি মায়াকে বশবর্ত্তিনী করিয়া পরম করুণাময়, জন্মহীন, অব্যয়, অবিনাশী ও প্রাণিনিবহের নিয়ন্তা সেই পরমেশ্বর স্বয়ং নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব হইলেও লোক নিবহের উপর অনুগ্রহ করিবার জন্য নিজ মায়াবশে জন্মবান্ দেহাভিমানী জীবের ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকেন।

ভগবান মনুষ্য মূর্ত্তিতে জন্ম পরিগ্রহ করিলেও প্রকৃত ভাবে মনুষ্য নহেন।

ভাষ্য মূল।

স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া বৈদিকং হি ধর্ম্মদ্বয়মর্জ্জুনায় শোকমোহমহোদধৌ নিমগ্নায়োপদিদেশ গুণাধিকৈর্হি গৃহীতোঽনুষ্ঠীয়মানশ্চ ধর্ম্মঃ প্রচয়ং গমিষ্যতীতি।

বঙ্গানুবাদ।

নিজের কোন প্রকার স্বার্থ না থাকিলেও (ধর্ম্মবিপ্লবে বিপন্ন) জীবগণের উপর অনুগ্রহ করিবার অভিলাষেই তিনি (কুরুক্ষেত্র সমরের প্রারম্ভ সময়ে) শোক ও মোহরূপ মহাসমুদ্রে নিমগ্ন অর্জ্জুনকে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অধিক গুণশালী ব্যক্তিগণ যে ধর্ম্মের স্বীকার পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাই লোকমধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রচার লাভ করিয়া থাকে। (সেই সময় প্রতাপ, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ঔদার্য্য প্রভৃতি সদ্গুণরাশির অধিকারী হওয়া প্রযুক্ত অর্জ্জুন জগতে প্রধানতম পুরুষ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। সুতরাং আন্তরিক বিশ্বাস সহকারে তিনি যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন, সেই ধর্ম্মই বহুল পরিমাণে মনুষ্যগণের মধ্যে প্রচারিত হইবে, এই জন্যই ভগবান বাসুদেব উপযুক্ত সময়ে অর্জ্জুনকেই এই চিরন্তন ও সংসারস্থিতির কারণ বৈদিক ধর্ম্মদ্বয়ের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন)।

কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে ভগবান এই দ্বিবিধ ধর্ম্মের উপদেশ করেন কেন ?

ভাষ্য মূল।

তং ধর্ম্মং ভগবতা যথোপদিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ গীতাখ্যৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ।

বঙ্গানুবাদ।

(কুরুক্ষেত্র সমরের প্রারম্ভে) ভগবান বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই দ্বিবিধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ভগবান সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস সাত শত শ্লোকে তাহাই সংগ্রহ করিয়া গীতা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

ধর্ম্মদ্বয় অবলম্বনে গীতা প্রণয়ন

ভাষ্য মূল।

তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থসারসংগ্রহভূতং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ার্থং তদর্থাবিষ্করণায়ানেকৈর্বিবৃতপদপদার্থবাক্যার্থন্যায়মপ্যত্যন্তবিরুদ্ধানেকার্থত্বেন লৌকিকৈর্গৃহ্যমাণমুপলভ্যাহং বিবেকতোঽর্থনির্দ্ধারণার্থং সংক্ষেপতো বিবরণং করিষ্যামি।

বঙ্গানুবাদ।

যে সকল অর্থ বেদের মধ্যে সার, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই গীতাশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে, এই কারণে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নিশ্চয় করা একান্ত কঠিন। যদিচ অনেক পণ্ডিত ইহার ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস করিয়াছেন এবং ইহার পদ, বাক্য, পদার্থ ও বাক্যার্থের বিভাগ করিয়া (স্ব স্ব যুক্তির বলে এক এক প্রকার) তাৎপর্য্যার্থও প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি ঐ সকল পণ্ডিতগণকৃত ব্যাখ্যা অনেক স্থলেই বহুপ্রকার বিরুদ্ধার্থে পরিপূর্ণ হওয়াতে (গীতার তাৎপর্য্যানভিজ্ঞ লোকগণের নিকট) নানাপ্রকার শাস্ত্রবিরুদ্ধ মতের প্রকাশক হইয়া উঠিয়াছে, ইহা বিলোকন করিয়া এই গীতা শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিবার জন্য আমি সংক্ষেপতঃ ইহার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

গীতার বহুব্যাখ্যা থাকিতেও এ ভাষ্য কেন ?

ভাষ্য মূল।

তস্যাস্য গীতাশাস্ত্রস্য সংক্ষেপতঃ প্রয়োজনং পরং নিঃশ্রেয়সং সহেতুকস্য সংসারস্যাত্যন্তোপরমলক্ষণং, তচ্চ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকাদাত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপাদ্ধর্ম্মাদ্ভবতি, তথেমমেব গীতার্থধর্ম্মমুদ্দিশ্য ভগবতৈবোক্তং স হি ধর্ম্মঃ সুপর্য্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদনে ইত্যনুগীতাসু কিঞ্চান্যদপি তত্রৈবোক্তং নৈব ধর্ম্মী ন চাধর্ম্মী ন চৈব হি শুভাশুভী। যঃ স্যাদেকাসনে লীনস্তূষ্ণীং কিঞ্চিদচিন্তয়ন্॥ জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণমিতি চ। ইহাপি চান্তে উক্তমর্জ্জুনায় সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজেতি। অভ্যুদয়ার্থোহপি যঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমাংশ্চোদ্দিশ্য বিহিতঃ স চ দেবাদিস্থানপ্রাপ্তিহেতুরপি সন ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যানুষ্ঠীয়মানঃ সত্ত্বশুদ্ধয়ে ভবতি ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিতঃ, শুদ্ধসত্ত্বস্য চ জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতাপ্রাপ্তিদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন চ নিঃশ্রেয়সহেতুত্বমপি প্রতিপদ্যতে, তথা চেমমর্থমভিসন্ধায় বক্ষ্যতি, ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি যতচিত্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ। যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি, সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে। ইতি

বঙ্গানুবাদ।

এই গীতা শাস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন, পরম নির্ব্বাণ। (পরম নির্ব্বাণ কাহাকে বলে ?) (শোক, তাপ, জরা, ব্যাধি, জন্ম, মৃত্যুরূপ দুঃখময়) সংসার ও তাহার একমাত্র কারণ মহা মোহ হইতে জীবের আত্যন্তিক পরিত্রাণই পরম নির্ব্বাণ। সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপ ধর্ম্মই এই পরম নির্ব্বাণ লাভ করিবার একমাত্র উপায়।

গীতাশাস্ত্রের প্রয়োজন ও তাহার লাভের উপায়।

পূর্ব্বোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মই যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভের উপায়রূপে গীতাশাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্টরূপে ভগবান অনুগীতাতে প্রকাশ করিয়াছেন যথা,—

"সহি ধর্ম্মঃ সুপর্য্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদনে"

সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপ ধর্ম্মই ব্রহ্মপদ (নির্ব্বাণ) লাভ করিবার উপায়। অনুগীতাতে আর একটী ভগবানের বচন দেখিতে পাওয়া যায় যে,—

"নৈব ধর্ম্মী ন চাধর্ম্মী ন চৈব হি শুভাশুভী।
যঃ স্যাদেকাসনে লীনস্তূষ্ণীং কিঞ্চিদচিন্তয়ন॥"

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়ই পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকল প্রকার শুভ ও অশুভ [illegible] করিয়া যে ব্যক্তি এক পরমাত্মস্বরূপ আসনে নিশ্চলভাবে [illegible] করিতে পারিবে (সে নির্ব্বাণপদ লাভে সমর্থ হইবে)।

অনুগীতাতে তিনি আরও কহিয়াছেন যে,—

"জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণম্"।

জ্ঞানের লক্ষণ সন্ন্যাস (সকল বিষয়েই আসক্তি পরিত্যাগই যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্তির উপায়।)

এই ভগবদ্গীতার শেষভাগে ভগবান অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন যে,

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

সমুদয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও।

[দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয় এই ত্রিবিধ বস্তুর ধর্ম্মই আত্মাতে আরোপিত [illegible] জীব সংসারে আবদ্ধ হইয়া থাকে—দেহের স্থূলতা বা কৃশতা আত্মার উপর আরোপ করিয়া জীবগণ, আমি স্থূল হইয়াছি বা কৃশ হইয়াছি [illegible] ব্যবহার করে। ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম অন্ধত্ব ও বধিরতাদি আত্মার উপর আরোপিত [illegible] জীবগণ আমি অন্ধ হইলাম, আমি বধির হইলাম এই প্রকার ব্যবহার [illegible] ভোগ্যবিষয় স্ত্রীপ্রভৃতির বিনাশ হইলে আমি বিনষ্ট হইলাম, [illegible] জীবগণ, বিষয়ধর্ম্মও আত্মার উপরে আরোপ করে। [illegible] আছেন যে, নিত্য চিদানন্দময় আত্মার উপর এই ত্রিবিধ ধর্ম্মের মিথ্যা [illegible] ই সংসারের সকল অনর্থের মূল।) হে অর্জ্জুন, তুমি এই ত্রিবিধ [illegible] মান ত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্র একস্বরূপ (এবং সকল জীবের আত্মস্বরূপ [illegible] শরণ গ্রহণ কর। (তাহা হইলে আমি তোমাকে (অজ্ঞানকল্পিত [illegible] পাপ (সংসার) হইতে মুক্ত করিব।]

(ভগবানের এ সকল বাক্যের [illegible] পর্য্যালোচনা করি[illegible] স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব জ্ঞানই পরম নির্ব্বাণ লাভের একমাত্র কারণ।)

বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বিগণের পারলৌকিক স্বর্গীয় সুখ ভোগ [illegible] কারণ বলিয়া যে সকল প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম বেদে বিহিত হইয়াছে, [illegible] অধিকারিগণের) স্বর্গ প্রাপ্তি [illegible] হেতু হইলেও [illegible] করিয়া ঈশ্বরে [illegible] যথাবিধি অনুষ্ঠান [illegible]

প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কি প্রকারে মোক্ষলাভের উপায় হইতে পারে।

চিত্তশুদ্ধির কারণ হয় এবং সম্যক্‌প্রকার বিশুদ্ধ অবস্থা লাভ করিলে চিত্ত, পরমাত্মসাক্ষাৎকারের যোগ্য হয়। (জ্ঞানলাভই নির্ব্বাণ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে)। এই কারণে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত হইয়া অনুষ্ঠিত হইলে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণেরও ক্রমে নির্ব্বাণ লাভের উপায় হইয়া থাকে। এই বিষয়টী বুঝাইবার জন্য এই গীতাতেই ভগবানের এই বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় যে,—

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি।"

সকল কর্ম্মেরই ফল পরমেশ্বরে অর্পণ করিয়া।

"যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।"

(সকল প্রকার ফলের আসক্তি পরিহার পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধিলাভ করিবার জন্য যোগিগণ বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

ভাষ্য মূল।

ইমং দ্বিপ্রকারং ধর্ম্মং নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং পরমার্থতত্ত্বঞ্চ বাসুদেবাখ্যং পর-ব্রহ্মাভিধেয়ভূতং বিশেষতোঽভিব্যঞ্জয়ন্ বিশিষ্ট প্রয়োজনসম্বন্ধাভিধেয়বদ্গীতা-শাস্ত্রং যতস্তদর্থবিজ্ঞানেন সমস্তপুরুষার্থসিদ্ধিরতস্তদ্বিবরণে যত্নঃ ক্রিয়তে ময়া, অত্র চ ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদি।

বঙ্গানুবাদ।

(যাগ, হোম ও পূজা প্রভৃতি) প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম এবং শম, দম ও তিতিক্ষা প্রভৃতি নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম এই দ্বিবিধ ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কি প্রকারে নির্ব্বাণ লাভের প্রতি কারণ হইয়া থাকে, তাহা এই গীতাশাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং সেই পরমতত্ত্ব পরমব্রহ্ম ভগবান্ বাসুদেব, (যাঁহার স্বরূপজ্ঞানব্যতিরেকে পরমনির্ব্বাণলাভের প্রতি সাক্ষাৎ অন্য কোন প্রকার উপায় বিদ্যমান নাই,) এই গীতাশাস্ত্রের প্রধানতঃ প্রতিপাদ্য, এই কারণ, গীতা শাস্ত্রের প্রয়োজন, প্রতিপাদ্য এবং সম্বন্ধ অন্যান্য শাস্ত্র হইতে বিলক্ষণ।

উপক্রমণিকা

উপসংহার

গীতাশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে জীবের সকল প্রকার পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়। এই কারণে ইহার তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিবার জন্য আমার এই প্রযত্ন।

ইতি শাঙ্কর গীতাভাষ্যানুবাদের

উপক্রমণিকা সমাপ্তা।

মহাভাষ্যম্।

প্রথমাহ্নিকম্।

(পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।)

ওঁ নমঃ শ্রীমহর্ষিভ্যঃ পাণিনিকাত্যায়নপতঞ্জলিভ্যঃ॥

॥ ওঁ ॥

ভাষ্য মূল।

অথ শব্দানুশাসনম্। অথেত্যয়ং শব্দোঽধিকারার্থঃ প্রযুজ্যতে। শব্দানু-শাসনং নাম শাস্ত্রমধিকৃতং বেদিতব্যম্। কেষাং শব্দানাম্? লৌকিকানাং বৈদিকানাঞ্চ। তত্র লৌকিকাস্তাবদ্ গৌরশ্বঃ পুরুষো হস্তী শকুনির্ম্মৃগো ব্রাহ্মণ ইতি। বৈদিকাঃ খল্বপি। "শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে।" "ইষেত্বোর্জ্জেত্বা"। "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্।" "অগ্ন আয়াহি বীতয়ে"। ইতি।

বঙ্গানুবাদ।

শব্দানুশাসন অর্থাৎ শব্দনিরূপণ শাস্ত্র। "অথ" এই শব্দটী অধিকারার্থ অর্থাৎ আরম্ভবোধক। শব্দানুশাসন নামক শাস্ত্র আরম্ভ করিলাম জানিবে। কোন্ শব্দের অনুশাসন? লৌকিক ও বৈদিক শব্দসমূহের। তন্মধ্যে লৌকিক-শব্দসমূহ; যথা,—গো, অশ্ব, পুরুষ, হস্তী, শকুনি, মৃগ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। বৈদিক-শব্দসমূহ; যথা,—"শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে" "ইষেত্বোর্জ্জেত্বা" "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" "অগ্ন আয়াহি বীতয়ে" ইত্যাদি।

ভাষ্য মূল।

অথ গৌরিত্যত্র কঃ শব্দঃ? কিং যৎ সাস্নালাঙ্গুলককুদখুরবিষাণ-রূপং স শব্দঃ? নেত্যাহ, দ্রব্যং নাম তৎ। যৎ তর্হি তদিঙ্গিতং চেষ্টিতং নিমি-ষিতমিতি স শব্দঃ? নেত্যাহ, ক্রিয়া নাম সা। যৎ তর্হি শুক্লো নীলঃ কপিলঃ

কপোত ইতি স শব্দঃ? নেত্যাহ, গুণো নাম সঃ। যত্তর্হি ভিন্নেষ্বভিন্নং ছিন্নেষ্বচ্ছিন্নং সামান্যভূতং স শব্দঃ? নেত্যাহ, আকৃতির্নাম সা।

বঙ্গানুবাদ।

"গৌঃ" (গো) এই স্থলে শব্দ কোন্‌টি? যাহা গলকম্বল-লাঙ্গুল-ককুদ-খুর ও শৃঙ্গবিশিষ্ট তাহাই কি শব্দ? না; তাহাকে দ্রব্য বলে। তবে, যাহা তাহার ইঙ্গিত, চেষ্টা ও নিমেষ প্রভৃতি, তাহাই কি শব্দ? না; তাহাকে ক্রিয়া বলে। তবে, যাহা শুক্ল, নীল, কপিল, কপোত প্রভৃতি বর্ণ, তাহাই কি শব্দ? না; তাহাকে গুণ কহে। তবে যাহা ভিন্ন বস্তুতেও অভিন্ন থাকে, বস্তু ছিন্ন হইলে অর্থাৎ নষ্ট হইলেও ছিন্ন হয় না এবং সামান্যভূত অর্থাৎ জাতির ন্যায়, তাহাই কি শব্দ? না; তাহাকে আকৃতি কহে। (১)

ভাষ্য মূল।

কতমস্তর্হি শব্দঃ? যেনোচ্চারিতেন সাস্নালাঙ্গুলককুদখুরবিষাণিনাং সম্প্রত্যয়ো ভবতি, স শব্দঃ। অথবা প্রতীতপদার্থকো লোকে ধ্বনিঃ শব্দ ইত্যুচ্যতে। তদ্‌যথা শব্দং কুরু, মা শব্দং কার্ষীঃ, শব্দকার্য্যয়ং মাণবক ইতি, ধ্বনিং কুর্ব্বন্নেবমুচ্যতে। তস্মাদ্ ধ্বনিঃ শব্দঃ।

বঙ্গানুবাদ।

তবে শব্দ কোন্‌টি? যাহা উচ্চারণ করিলে গলকম্বল-লাঙ্গুল-ককুদ-খুর-শৃঙ্গবিশিষ্টের জ্ঞান হয়, তাহাকে শব্দ কহে। অথবা যে ধ্বনির দ্বারা জগতে পদার্থের প্রতীতি জন্মে, সেই ধ্বনিকে শব্দ কহে। যেমন, "শব্দ কর," "শব্দ করিও না," "এই বালক শব্দকারী," এই সকল স্থলে যে শব্দ করে, তাহাকেই ঐরূপ বলা হয়। অতএব ধ্বনিই শব্দ।

(১) একটী গরুতে যেমন আকৃতি থাকে, অপর গোসমূহেও তদ্রূপ আকৃতি আছে। গোত্বজাতি যেমন একই প্রকার, তদ্রূপ গবাকৃতিও একই প্রকার। যেমন, ঘটটি ভগ্ন হইলেও ঘটত্ব জাতি একেবারে যায় না, উহা নিত্য, তদ্রূপ গবাকৃতিও নিত্য।

ভাষ্য মূল।

কানি পুনঃ শব্দানুশাসনস্য প্রয়োজনানি? রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্। রক্ষার্থং বেদানামধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। লোপাগমবর্ণবিকারজ্ঞো হি সম্যগ্ বেদান্ পরিপালয়িষ্যতীতি। ঊহঃ খল্বপি। ন সর্ব্বৈর্লিঙ্গৈর্ন চ সর্ব্বাভির্বিভক্তিভির্বেদে মন্ত্রা নিগদিতাস্তে চাবশ্যং যজ্ঞগতেন যথাযথং বিপরিণমযিতব্যাঃ। তান্নাবৈয়াকরণঃ শক্নোতি যথাযথং বিপরিণময়িতুম্। তস্মাদধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। আগমঃ খল্বপি। ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চেতি। প্রধানঞ্চ ষট্‌স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্। প্রধানে চ কৃতো যত্নঃ ফলবান্ ভবতি। লঘ্বর্থঞ্চাধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। ব্রাহ্মণেনাবশ্যং শব্দা জ্ঞেয়া ইতি। নচান্তরেণ ব্যাকরণং লঘুনোপায়েন শব্দাঃ শক্যা বিজ্ঞাতুম্। অসন্দেহার্থঞ্চাধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি, স্থূলপৃষতীমাগ্নিবারুণীমনড়্বাহীমালভেতেতি। তস্যাং সন্দেহঃ, স্থূলা চাসৌ পৃষতী চ স্থূলপৃষতী, স্থূলানি পৃষন্তি যস্যাঃ সেয়ং স্থূলপৃষতীতি। তাং নাবৈয়াকরণঃ স্বরতোঽধ্যবস্যতি। যদি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ততো বহুব্রীহিঃ, অথ সমাসান্তোদাত্তত্বং ততস্তৎপুরুষঃ।

বঙ্গানুবাদ।

শব্দানুশাসনের প্রয়োজন কি? রক্ষা, ঊহ, আগম, লঘু ও অসন্দেহ [illegible] ইহারাই প্রয়োজন। বেদের রক্ষার নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত। যিনি লোপ (১), আগম (২) ও বর্ণবিকার (৩) জানেন, তিনিই বেদ সকল যথার্থ প্রকারে রক্ষা করিবেন (৪)। বেদে মন্ত্রসমূহ সকল লিঙ্গানুসারে ও [illegible]

(১) বর্ণের অদর্শন হওয়াকে লোপ কহে।

(২) যে বর্ণ নাই, তাহার উপস্থিতিকে আগম কহে।

(৩) এক বর্ণ অন্যবর্ণে পরিবর্ত্তিত হওয়াকে বর্ণবিকার কহে।

(৪) লোপ, আগম ও বর্ণবিকারের উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। [illegible] লোপ ও আগমের উদাহরণ যথা,—"দেবা অদুহ্র"। [illegible]

বিভক্তি অনুসারে উক্ত হয় নাই, পুরুষকে যজ্ঞ করিতে বসিয়া অবশ্যই যে স্থলে যে মন্ত্র যেরূপ হইতে পারে, সেই স্থলে সেইরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হয়। ইহাকেই উহ কহে। ব্যাকরণ শাস্ত্রে জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ মন্ত্র সকলকে যথার্থরূপে বদলাইয়া লইতে পারে না; অতএব ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত (১)। বেদেও উক্ত আছে, "ব্রাহ্মণ কোন কারণের অপেক্ষা না করিয়া

ধাতুর লঙ্ বিভক্তির প্রথমপুরুষের বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। হূহ্ ধাতুর লঙের ঝস্থানে অৎ আদেশ ও "অট্" আগম করিলে "অহূহ্ + অত" এইরূপ হইল। (আধুনিক কলাপ, মুগ্ধবোধ প্রভৃতি ব্যাকরণানুসারে "ঝ্" স্থানে "অৎ" আদেশ না করিয়া একেবারে "অত" প্রত্যয় গৃহীত হইয়াছে।) তৎপরে "লোপস্ত আত্মনেপদেষু।" এই নিয়মানুসারে তকারের লোপ হইয়া "অহূহ্ + অ" এইরূপ হইল। তৎপরে, "বহুলং ছন্দসি" এই সূত্রানুসারে "রুট্" করিয়া "অহূহ্র' হইল। বেদে এই পদ ব্যবহৃত হয়। (লৌকিক প্রয়োগে হূহ্ ধাতুর লঙ্ বিভক্তির প্রথম পুরুষের বহুবচনে "অহূহত" এইরূপ হয়।) বর্ণবিকারের উদাহরণ; যথা, "উৎ" পূর্ব্বক "গ্রহ" ধাতুর উত্তর "ঘঞ্" প্রত্যয় করিলে "হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি-হস্যেতি বক্তব্যম্।" এই নিয়মানুসারে "হ" স্থানে "ভ" হইয়া "উদ্গ্রাভ" এইরূপ হয়। লৌকিক প্রয়োগে "উৎ" পূর্ব্বক "গ্রহ" ধাতুর উত্তর "ঘঞ্" প্রত্যয় করিলে "উদ্গ্রাহ" এইরূপ হয়। অতএব, যিনি বৈদিক ব্যাকরণ না জানেন, তিনি কি প্রকারে বৈদিকপ্রয়োগ সমূহের শুদ্ধাশুদ্ধতা বিবেচনা করিয়া বেদপাঠ করিতে সক্ষম হইবেন?

(১) বেদে অগ্নি দেবতায় চরু নির্ব্বপণের মন্ত্র আছে;—"অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি" এবং স্থানান্তরে উক্ত আছে,—"সৌর্য্যং চরুং নির্বপেদ্ব্রহ্মবর্চ্চসকামঃ।" অর্থাৎ ব্রহ্মতেজ কামনা করিয়া সূর্য্যদেবতায় চরু নির্ব্বপণ করিবে। এই স্থলে ঐরূপ মন্ত্র নিরূপণ করা হয় নাই; কিন্তু এই স্থলেও ঐরূপ "সূর্য্যায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি।" এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। যিনি ব্যাকরণ শাস্ত্র না জানেন,

অর্থাৎ ধনোপার্জ্জন প্রভৃতি কোন প্রয়োজন না থাকিলেও ষড়ঙ্গের (১) সহিত বেদ অধ্যয়ন করিবেন ও তাহাতে জ্ঞান লাভ করিবেন; তাহাই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।' ষড়ঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণই প্রধান। প্রধান বিষয়ে যত্ন করিলেই তাহাতে ফল লাভ হয়। লঘু উপায়ে শব্দ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ হয়; এই কারণ বশতঃও ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। শব্দ সকল ব্রাহ্মণের অবশ্যই জানা উচিত। কিন্তু, ব্যাকরণ শাস্ত্রে জ্ঞান ব্যতীত লঘু উপায়ে শব্দ সকল উত্তম রূপে জানিতে পারা যায় না। সন্দেহ নিরাসের নিমিত্তও ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। যাজ্ঞিকগণ পাঠ করেন, "স্থূলপৃষতীমাগ্নিবারুণীমনড্বাহীমালভেত।' স্থূল বিন্দুগাভীকে অগ্নিবরুণ দেবতায় যজ্ঞে হিংসা করিবে। এই শ্রুতিতে এই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, "স্থূলপৃষতী" এই পদে স্থূল এইরূপ পৃষতী "স্থূলপৃষতী" এইরূপে কর্ম্মধারয় সমাস হইবে অথবা স্থূল এইরূপ পৃষৎ অর্থাৎ বিন্দু যাহার সে "স্থূলপৃষতী" এইরূপে বহুব্রীহি সমাস হইবে? সেই শ্রুতির অর্থ ব্যাকরণ শাস্ত্রে জ্ঞানবিহীন ব্যক্তি স্বরের দ্বারা বিনির্ণয় করিতে সমর্থ নহেন। যদি পূর্ব্বপদের প্রকৃতির স্বর হয়, তাহা হইলে বহুব্রীহি সমাস হইবে; এবং যদি সমাসান্তস্বর উদাত্ত হয়, তাহা হইলে তৎপুরুষ সমাস হইবে (২)।

তিনি কি প্রকারে ঐ উহ সকলকে অর্থাৎ মন্ত্রের পরিবর্ত্তন সকলকে জানিতে সমর্থ হইবেন?

(১) বেদের অঙ্গ ছয়টি; যথা,—শিক্ষা, অর্থাৎ উচ্চারণ করিবার শাস্ত্র. কল্প অর্থাৎ যজ্ঞাদি নিরূপণ শাস্ত্র, ব্যাকরণ শাস্ত্র, ছন্দঃশাস্ত্র, এবং নিরুক্ত অর্থাৎ বৈদিক শব্দাভিধান।

(২) কর্ম্মধারয় সমাস তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্গত। আমাদিগের বঙ্গ-দেশে স্বরানুসারে অধ্যয়নের রীতি এক্ষণে প্রচলিত নাই। কিন্তু এই রীতি প্রচলিত থাকিলে অর্থবোধের বিশেষ সৌকর্য্য হয়। ইহা আমরা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিব।

ভাষ্য মূল।

ইমানি চ ভূয়ঃ শব্দানুশাসনস্য প্রয়োজনানি। তেঽসুরাঃ। দুষ্টঃ শব্দঃ। যদধীতম্। যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে। অবিদ্বাংসঃ। বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি। যো বা ইমাম্। চত্বারি। উত ত্বঃ। সক্তুমিব। সারস্বতীম্। দশম্যাং পুত্রস্য। সুদেবো অসি বরুণ ইতি।

তেঽসুরাঃ। "তেঽসুরা হেলয়ো হেলয় ইতি কুর্ব্বন্তঃ পরাবভূবুস্তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ ম্লেচ্ছো হ বা এষ যদপশব্দঃ"। ম্লেচ্ছা মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। তেঽসুরাঃ।

বঙ্গানুবাদ।

এবং এই বক্ষ্যমাণ প্রমাণ সকলও শব্দ শাস্ত্রের প্রয়োজন। "তেঽসুরাঃ"—সেই অসুরগণ। "দুষ্টঃ শব্দঃ"—দোষযুক্ত শব্দ। "যদধীতম্"—যাহা অধ্যয়ন করা হয়। "যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে"—যে প্রয়োগ করে। "অবিদ্বাংসঃ"—বিদ্যাবিহীন লোকেরা। "বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি"—বিভক্তি প্রয়োগ করে। "যো বা ইমাম্"—যিনি এই। "চত্বারি"—চারি। "উত ত্বঃ"—অপর লোকও। "সক্তুমিব"—সক্তুর ন্যায়। "সারস্বতীম্"—সরস্বতীসম্বন্ধীয়। "দশম্যাং পুত্রস্য"—দশম দিবসের পরে পুত্রের। "সুদেবো অসি বরুণঃ"—বরুণ! তুমি সুদেব (১)।

তেঽসুরাঃ।—সেই অসুরগণ "হে অলয়ঃ! হে অলয়ঃ" (২)! "হে অরিগণ! হে অরিগণ!" এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া পরাভূত হইয়াছিল; সেই হেতু, ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছাচারী হইবেন না; অপশব্দ (অশুদ্ধ শব্দ) প্রয়োগ করিবেন না। এই যে অপশব্দ, ইহাই ম্লেচ্ছ অর্থাৎ ম্লেচ্ছাচার। ম্লেচ্ছ না হই, এই নিমিত্ত ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে। "তেঽসুরাঃ" (সেই অসুরগণ) এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

(১) এই উদ্ধৃত অংশ সকল প্রমাণ বাক্যের অংশ। এই সকল প্রমাণ সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাত হইতেছে।

(২) হে অরয়ঃ" এইরূপ প্রয়োগের পরিবর্ত্তে অজ্ঞতাবশতঃ "হে অলয়ঃ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছিল এবং "হৈ হে প্রয়োগে ঙৈহযোঃ।" এই সূত্রানুসারে

ভাষ্য-মূল।

দুষ্টঃ শব্দঃ। "দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ।" দুষ্টান্ শব্দান্ মা প্রযুক্ষ্মহীত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। দুষ্টঃ শব্দঃ।

বঙ্গানুবাদ।

দুষ্টঃ শব্দঃ।—স্বরদ্বারা অথবা বর্ণদ্বারা দোষযুক্ত শব্দ (অর্থাৎ যে শব্দ প্রয়োগে স্বরের অথবা বর্ণের দোষ থাকে, সেই শব্দ) মিথ্যা প্রযুক্ত হইয়া (অর্থাৎ যে প্রকার অর্থ প্রতিপাদনের নিমিত্ত প্রয়োগ করা হয়, স্বরের এবং বর্ণের দোষবশতঃ অপর অর্থ বুঝাইয়া) সেই অর্থ (অর্থাৎ প্রয়োগকর্ত্তার অভিপ্রেত অর্থ) প্রকাশ করে না। সেই বাক্যরূপ বজ্র যজমানকে বিনষ্ট করে; যেমন স্বর প্রয়োগের দোষে "ইন্দ্রশত্রু" এই শব্দ যজমানের অনিষ্ট সম্পাদন করিয়াছিল" (১)। দোষযুক্ত শব্দ প্রয়োগ না করি, এই নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত। "দুষ্টঃ শব্দ" 'দোষযুক্ত শব্দ' এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

এই স্থলে "হে" এই পদটীর স্বর প্লুত। "প্লুত প্রগৃহ্যা অচি নিত্যম্" এই সূত্রানুসারে প্লুতস্বরের সন্ধি হয় না। অজ্ঞতাবশতঃ "হেলয়ঃ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া সন্ধির নিয়মানুসারে অকারের লোপ করিয়া অশুদ্ধতা সম্পাদন করিয়াছিল।

(১) এইরূপ আখ্যায়িকা আছে যে, বৃত্রাসুরের পিতা ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বধসাধনের নিমিত্ত একটী যজ্ঞ করেন; তাহাতে পুরোহিত "ইন্দ্রশত্রু বর্দ্ধস্ব" এই স্থলে তৎপুরুষ সমাসের স্বরের পরিবর্ত্তে বহুব্রীহি সমাসের স্বর উচ্চারণ করিয়াছিলেন; তজ্জন্য বৃত্র ইন্দ্রের শত্রু না হইয়া ইন্দ্র বৃত্রের শত্রু হইয়াছিলেন।

ভাষ্য মূল।

যদধীতম্। "যদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে। অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ।" তস্মাদনর্থকং মাধিগীষ্মহীত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। যদধীতম্।

বঙ্গানুবাদ।

"যদধীতম্"—"যাহা অধ্যয়ন করা হয়"।—সম্পূর্ণরূপে জানা নাই (অর্থাৎ যাহার স্বরাদির বা অর্থের বোধ নাই) কেবল শব্দ দ্বারা উচ্চারণ করা হয় মাত্র; এইরূপ যাহা অধ্যয়ন করা হয়। তাহা অগ্নিবিহীন স্থলে শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় কখনই প্রজ্বলিত হয় না (অর্থাৎ তাদৃশ অধ্যয়ন নিষ্ফল)। অতএব অনর্থক অধ্যয়ন না করি, এই নিমিত্তও ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। "যদধীতম্ (যাহা অধ্যয়ন করা হয়) এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

ভাষ্য-মূল।

যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে। "যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে কুশলো বিশেষে শব্দান্ যথাবদ্ ব্যবহার-কালে। সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র বাগ্‌যোগবিদ্ দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ॥" কঃ, বাগ্‌যোগবিদেব। কুত এতৎ? যো হি শব্দান্ জানাতি অপশব্দানপ্যসৌ জানাতি।

বঙ্গানুবাদ।

"যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে" (যিনি প্রয়োগ করেন)—যে কুশল (অর্থাৎ শব্দ প্রয়োগে নিপুণ ব্যক্তি) ব্যবহার কালে শব্দ সকলকে যথাযথরূপে বিশেষ বিষয়ে প্রয়োগ করেন (অর্থাৎ যে স্থলে যে শব্দ যেরূপে প্রযুক্ত হওয়া উচিত, সে স্থলে সেই শব্দ সেই রূপেই প্রয়োগ করেন), তিনি অনন্ত জয়লাভ করেন; বাগ্‌যোগবিদ্ ব্যক্তি (অর্থাৎ যিনি শব্দের যথার্থ ব্যবহার জানেন, তিনি) অপশব্দ প্রয়োগ দ্বারা দূষিত হয়েন। কে দূষিত হয়েন? বাগ্‌যোগবিদ্ ব্যক্তিই দূষিত হয়েন। কেন ইহা হয়? যিনি শব্দ জানেন, সেই ব্যক্তি অপশব্দও জানেন।

স্বামী যোগানন্দ।

গত ১৫ই মাঘ অপরাহ্ন ৩টা ১০ মিনিটের সময় আমরা একটী উজ্জ্বল রত্ন হারাইয়াছি! ত্যাগের জলন্ত মূর্ত্তি, বিশ্বাসের উজ্জ্বল আদর্শ, ভক্তি ও সরলতার অপূর্ব্ব ছবি, মহাতেজস্বী, নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী স্বামী যোগানন্দ ইহ জগতে আর নাই!! আর সেই সহাস্য বদন, সেই অপূর্ব্ব উদাসব্যঞ্জক নয়ন কেহ দেখিতে পাইবেন না!!!

স্বামী যোগানন্দ পরমহংসদেবের একজন ভক্ত। পরমহংসদেব তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। যোগানন্দও কিরূপে গুরুসেবা করিতে হয়, তাহা জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রবল ছিল। সেই ধর্ম্মভাবরূপ অঙ্কুর ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের করুণাবারি-সিঞ্চনে প্রবৃদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ একটী প্রকাণ্ড তরুরূপে পরিণত হয়। সেই মহান্ তরু অনেক সংসার-তাপ-তাপিত জীবকে ছায়াদানে শীতল করিয়াছিল।

যখন পরমহংসদেব কাশীপুর-উদ্যানে পীড়িত অবস্থায় ছিলেন, তখন ইনি অতিশয় যত্নসহকারে তাঁহার সেবা করিতেন। তাঁহার দেহরক্ষার পর কখন মঠে কখন পশ্চিমে কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে বাস করিতেন। বারাণসীধামে অতিশয় কঠোর তপস্যার ভারে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া যায়। ক্রমে তিনি গ্রহিণীরোগে আক্রান্ত হন। এইরোগ তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে অতিশয় কষ্ট দিত, কিন্তু তাঁহার সেই অমানুষী তেজঃপূর্ণ মুখমণ্ডল কখনও ম্লান হইতে দেখা যায় নাই।

এই সময় তিনি কিছুদিন কলিকাতায় বাস করিয়া ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইঁহার উদ্যম ও যত্নে এই মহোৎসবের এতদূর উন্নতি হইয়াছিল।

গত অগ্রহায়ণ মাস হইতে জ্বর ও উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন, আর উঠিলেন না। ক্রমাগত চারিমাস ধরিয়া রোগের দুর্ব্বিষহ কষ্ট যেরূপ অকাতরে ও অদ্ভুত ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় ত্যাগী পুরুষ ভিন্ন অন্যে সম্ভবে না।

অন্তিম সময়ের অবস্থা যে না দেখিয়াছে, সে তাঁহার সেই অপূর্ব্ব ভাবের কিছুই বুঝিবে না। ইহ পরলোকের মধ্যবর্ত্তী অপূর্ব্ব প্রহেলিকাময়ী যবনিকা অপসরণের কিছুপূর্ব্বে যোগানন্দ স্বামীর মুখমণ্ডল কি এক স্বর্গীয় জ্যোতি ও হাস্যে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল—যেন তিনি কোন অতীন্দ্রিয় জগতের কোন অতীন্দ্রিয় দেবতার দর্শন পাইলেন। সহসা রোমাঞ্চ হইল—প্রেমাশ্রু ঝরিল! যবনিকা নিপতিত হইল!!!

এ দুঃখের দিন—কি আনন্দের দিন, এ কাঁদিবার দিন—কি হাসিবার দিন,

মহাপুরুষদের নাম স্মরণেও মন পবিত্র হয়। যোগানন্দ স্বামী যথার্থই একজন আদর্শ মহাপুরুষ ছিলেন। অপূর্ব্ব পবিত্রতা, ত্যাগ ও চরিত্রগুণে তিনি অনেকের হৃদয়ে দেববৎ পূজিত। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হইত, তিনি শরীরে বাস করিয়াও যেন কোন অশরীরী, অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণশীল।

স্বামী অভেদানন্দ কলিকাতায় নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি দিয়াছেন। সকলে শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন :—

(১৮ই চৈত্র—"ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ"—("The Material and Spiritual Evolution.")

২১শে চৈত্র—"কর্ম্মফলবাদ"—("Law of Karma")

২২শে চৈত্র—"স্যালভেশন্ ও লিবরেশন" ("Salvation Versus Liberation.)

শান্তি।

কোথা' শান্তি এ সংসারে—বৃথা অন্বেষণ!
বিষাদ কালিমা মাখা এই বসুন্ধরা ;
শান্তি আশে কেন জীব করিছ ভ্রমণ ?
কোথা'পা'বে শান্তি-বারি, এ যে শুষ্কধরা!
ওই দেখ কত শত মানব হৃদয়,
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ শান্তির আশায়,
মগ্নপ্রায় জীব যত করিছে আশ্রয়
অতীব সামান্ত তৃণ, সকলি বৃথায়!
ভ্রান্ত জীব! পা'বে শান্তি বিলাস-বৈভবে ?
শান্তি তরে ভাল বাস রমণীর রূপ ?
কাল-অলি মধু পানে সব লীন হবে;
জান নাকি এ জগতে সকলি বিরূপ ?
দয়াময় নাম শুধু শান্তির আধার,
হরি সত্য সনাতন কর জীব সার।

শ্রীবিহারী চন্দ্র দত্ত।

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ] ১৫ই বৈশাখ। [৮ম সংখ্যা।]

বর্ত্তমান ভারত।

(স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যদ্যপিও প্রাচীন টায়র, কার্থেজ এবং অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন কালে ভেনিস প্রভৃতি বাণিজ্যপ্রাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বহুপ্রতাপশালী হইয়াছিল, কিন্তু তথায়ও যথার্থ বৈশ্যের অভ্যুদয় ঘটে নাই।

প্রাচীন রাজকুলের বংশধরেরাই সাধারণ লোকদিগের ও আপনাদিগের দাসবর্গের সহায়তায় ঐ বাণিজ্য করাইতেন এবং তাহার উদ্বৃত্ত ভোগ করিতেন। দেশশাসনাদি কার্য্যে সেই কতিপয় পুরুষ ভিন্ন, অন্য কাহারও কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তির অধিকার ছিল না। মিসরাদি প্রাচীন দেশসমূহে ব্রাহ্মণ্যশক্তি অল্পদিন প্রাধান্য উপভোগ করিয়া রাজন্য শক্তির অধীন ও সহায় হইয়া বাস করিয়াছিল। চীন দেশে কংফুছের (Confucius) প্রতিভায় কেন্দ্রীভূত ব্রাহ্মণশক্তি সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসরেরও অধিককাল পৌরোহিত্য শক্তিকে আপন ইচ্ছানু...

পালন করিতেছে, এবং গত দুই শতাব্দী ধরিয়া সর্ব্বগ্রাসী তিব্বতীয় লামারা রাজগুরু হইয়াও সর্ব্ব প্রকারে সম্রাটের অধীন হইয়া কালযাপন করিতেছেন।

ভারতবর্ষে রাজশক্তির জয় ও বিকাশ অন্যান্য প্রাচীন সভ্য জাতিদের অপেক্ষা অনেক পরে হইয়াছিল, এবং তজ্জন্যই চীন মিসর বাবিলাদি জাতিদিগের অনেক পরে ভারতে সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান। এক য়াহুদী জাতির মধ্যে রাজশক্তি বহু চেষ্টা করিয়াও পৌরোহিত্য শক্তির উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াছিল। বৈশ্যবর্গও সে দেশে কখনও ক্ষমতা লাভ করে নাই। সাধারণ প্রজা পৌরোহিত্য-বন্ধন-মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়া, অভ্যন্তরে ঈশাহি ইত্যাদি ধর্ম্মসম্প্রদায়-সংঘর্ষে ও বাহিরে মহাবল রোমক রাজ্যের পেষণে উৎসন্ন হইয়া গেল।

যে প্রকার প্রাচীন যুগে রাজশক্তির পরাক্রমে ব্রাহ্মণ্য শক্তি বহু চেষ্টা করিয়াও পরাজিত হইয়াছিল, সেই প্রকার এই যুগে নবোদিত বৈশ্যশক্তির প্রবলাঘাতে, কত রাজমুকুট ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল, কত রাজদণ্ড চিরদিনের মত ভগ্ন হইল। যে কয়েকটী সিংহাসন সুসভ্য দেশে কথঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠিত রহিল, তাহাও তৈল লবণ শর্করা বা সুরা ব্যবসায়ীদের পণ্যলব্ধ প্রভূত ধনরাশির প্রভাবে আমীর ওমরাহ সাজিয়া নিজ নিজ গৌরব বিস্তারের আস্পদ বলিয়া।

যে নূতন মহাশক্তির প্রভাবে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাড়িৎ প্রবাহ এক মেরুপ্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে বার্ত্তা বহন করিতেছে, মহাচলের ন্যায় তুঙ্গ তরঙ্গায়িত মহোদধি যাহার রাজপথ, যাহার নির্দ্দেশে এক দেশের পণ্যচয় অবলীলাক্রমে অন্যদেশে সমানীত হইতেছে এবং আদেশে সম্রাট্‌কুলও কম্পমান, সংসারসমুদ্রের সর্ব্বজয়ী এই বৈশ্য শক্তির অভ্যুত্থানরূপ মহাতরঙ্গের শীর্ষস্থ শুভ্র ফেনরাশির মধ্যে ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত।

অতএব ইংলণ্ডের ভারতাধিকার বাল্যে শ্রুত ঈশামসি বা বাইবেল পুস্তকের ভারতজয়ও নহে, পাঠান মোগলাদি সম্রাড়্‌গণের ভারত বিজয়ের ন্যায়ও নহে। কিন্তু ঈশামসি, বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গবলের ভূকম্পকারী পদক্ষেপ, তূরীভেরীর নিনাদ, রাজসিংহাসনের বহু আড়ম্বর, এ সকলের

পশ্চাতে বাস্তব ইংলণ্ড বিদ্যমান। সে ইংলণ্ডের ধ্বজা—কলের চিম্নি, বাহিনী—পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র—জগতের পণ্যবীথিকা এবং সম্রাজ্ঞী—স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।

এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি, এটি অতি অভিনব ব্যাপার—ইংলণ্ডের ভারত-বিজয়। এ নূতন মহাশক্তির সংঘর্ষে ভারতে কি নূতন বিপ্লব উপস্থিত হইবে, ও তাহার পরিণামে ভারতের কি পরিবর্ত্তন প্রসাধিত হইবে, তাহা ভারতেতিহাসের গত কাল হইতে অনুমিত হইবার নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণ পর্য্যায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে। প্রত্যেক বর্ণেরই রাজত্ব কালে কতকগুলি লোকহিতকর এবং অপর কতকগুলি অহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়।

পৌরোহিত্য শক্তির ভিত্তি বুদ্ধিবলের উপর, বাহুবলের উপর নহে, এজন্য পুরোহিতদিগের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাচর্চ্চার আবির্ভাব। অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জগতের বার্ত্তা ও সহায়তার জন্য সর্ব্বমানব-প্রাণ সদাই ব্যাকুল। সাধারণের সেথায় প্রবেশ অসম্ভব; জড়রাজ্য ভেদ করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমী অতীন্দ্রিয়দর্শী সত্ত্বগুণপ্রধান পুরুষেরাই সে রাজ্যে গতিবিধি রাখেন, সংবাদ আনেন এবং অন্যকে পথ প্রদর্শন করেন। ইঁহারাই পুরোহিত, মানব সমাজের প্রথম গুরু, নেতা ও পরিচালক।

দেববিৎ পুরোহিত দেববৎ পূজিত হয়েন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আর তাঁহাকে অন্নের সংস্থান করিতে হয় না। সর্ব্বভোগের অগ্রভাগ দেবপ্রাপ্য, দেবতাদের মুখাদি পুরোহিত কুল। সমাজ তাঁহাকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যথেষ্ট সময় দেয়, কাজেই পুরোহিত চিন্তাশীল হয়েন এবং তজ্জন্যই পুরোহিত-প্রাধান্যে প্রথম বিদ্যার উন্মেষ। দুর্দ্ধর্ষ ক্ষত্রিয়সিংহের এবং ভয়কম্পিত প্রজা-অজাযূথের মধ্যে পুরোহিত বর্ত্তমান। সিংহের সর্ব্বনাশেচ্ছা পুরোহিত-হস্তস্থ অধ্যাত্মরূপ কশার তাড়নে নিয়মিত। ধনজন-মদোন্মত্ত ভূপালবৃন্দের যথেচ্ছাচাররূপ অগ্নিশিখা সকলকেই ভস্ম করিতে সক্ষম, কেবল ধনজনহীন দরিদ্র তপোবলসহায় পুরোহিতের বাক্যরূপ জলে সে অগ্নি নির্ব্বাপিত। পুরোহিত-প্রাধান্যে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, পশুত্বের উপর দেবত্বের প্রথম বিজয়,

জড়ের উপর চেতনের প্রথম অধিকার বিস্তার, প্রকৃতির ক্রীতদাস জড়-পিণ্ডবৎ মনুষ্যদেহের মধ্যে অস্ফুটভাবে যে অধীশ্বরত্ব লুকায়িত, তাহার প্রথম বিকাশ। পুরোহিত জড় চৈতন্যের প্রথম বিভাজক, ইহপরলোকের সংযোগ-সহায়, দেবমনুষ্যের বার্ত্তাবহ, রাজা প্রজার মধ্যবর্ত্তী সেতু। বহুকল্যাণের প্রথমাঙ্কুর, তাঁহারই তপোবলে, তাঁহারই বিদ্যানিষ্ঠায়, তাঁহারই ত্যাগমন্ত্রে, তাঁহারই প্রাণসিঞ্চনে সমুদ্ভূত; এজন্যই সর্ব্বদেশে প্রথম পূজা তিনিই পাইয়াছিলেন, এজন্যই তাঁহাদের স্মৃতিও আমাদের পক্ষে পবিত্র।

দোষও আছে, প্রাণ-স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবীজ উপ্ত। অন্ধকার আলোর সঙ্গে সঙ্গে চলে। প্রবল দোষও আছে, যাহা কালে সংযত না হইলে সমাজের বিনাশ সাধন করে। স্থূলের মধ্য দিয়া শক্তির বিকাশ সার্ব্বজনীন প্রত্যক্ষ; অস্ত্রশস্ত্রের ছেদভেদ, অগ্ন্যাদির দাহিকাদিশক্তি, স্থূল প্রকৃতির প্রবল সঙ্ঘর্ষ সকলেই দেখে, সকলেই বুঝে। ইহাতে কাহারও সন্দেহ হয় না, মনেও দ্বিধা থাকে না। কিন্তু যেখানে শক্তির আধার ও বিকাশকেন্দ্র কেবল মানসিক, যেখানে বল কেবল শব্দবিশেষে, উচ্চারণ বিশেষে, জপ বিশেষে, বা অন্যান্য মানসিক প্রয়োগ বিশেষে, সেথায় আলোয় আঁধার মিশিয়া আছে; বিশ্বাসে সেথায় জোয়ার ভাটা স্বাভাবিক, প্রত্যক্ষেও সেথায় কখন কখন সন্দেহ হয়। যেথায় রোগ, শোক, ভয়, তাপ, ঈর্ষা, বৈরনির্য্যাতন সমস্তই উপস্থিত বাহুবল ছাড়িয়া, স্থূল উপায় ছাড়িয়া ইষ্ট সিদ্ধির জন্য কেবল স্তম্ভন, উচ্চাটন, বশীকরণ, মারণাদির আশ্রয় গ্রহণ করে, স্থূল সূক্ষ্মের মধ্যবর্ত্তী এই কুজ্ঝটিকাময়, প্রহেলিকাময় জগতে যাঁহারা নিয়ত বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যেও যেন একটা ঐ প্রকার ধূম্রময়ভাব আপনা আপনি প্রবিষ্ট হয়। সে মনের সম্মুখে সরলরেখা প্রায়ই পড়ে না, পড়িলেও মন তাহাকে বক্র করিয়া লয়। ইহার পরিণাম অসরলতা—হৃদয়ের অতি সঙ্কীর্ণ, অতি অনুদার ভাব; আর সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক, নিদারুণ ঈর্ষাপ্রসূত অপরাসহিষ্ণুতা। যে বলে আমার দেবতা বশ, রোগাদির উপর আধিপত্য, ভূত প্রেতাদির উপর বিজয়, যাহার বিনিময়ে আমার পার্থিব সুখ, স্বচ্ছন্দ, ঐশ্বর্য্য, সাহা অম্লান কেন দিব? আবার তাহা সম্পূর্ণ

মানসিক। গোপন করিবার সুবিধা কত! এ ঘটনাচক্রমধ্যে মানবপ্রকৃতির যাহা হইবার তাহাই হয়; সর্ব্বদা আত্মগোপন অভ্যাস করিতে করিতে স্বার্থ-পরতা ও কপটতার আগমন, ও তাহার বিষময় ফল। কালে গোপনেচ্ছার প্রতিক্রিয়াও আপনার উপর আসিয়া পড়ে। বিনাভ্যাসে বিনা বিতরণে প্রায় সর্ব্ব বিদ্যার নাশ, যাহা বাকী থাকে তাহাও অলৌকিক দৈব উপায়ে প্রাপ্ত বলিয়া, আর তাহাকে মার্জ্জিত করিবারও (নূতন বিদ্যার কথা ত দূরে থাকুক) চেষ্টা বৃথা বলিয়া ধারণা হয়। তাহার পর বিদ্যাহীন, পুরুষকারহীন, পূর্ব্ব পুরুষদের নামমাত্রধারী পুরোহিতকুল, পৈতৃক অধিকার, পৈতৃক সম্মান, পৈতৃক আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যেন তেন প্রকারেণ চেষ্টা করেন; অন্যান্য জাতির সহিত কাজেই বিষম সঙ্ঘর্ষ।

[ক্রমশঃ।]

ধম্মপদ।

৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর।

[বাবু চারুচন্দ্র বসু অনুবাদিত]

অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে।
যে চ তং উপনয়হন্তি বেরং তেসং ন সম্মতি॥ ৩

অন্বয়—মং অক্কোচ্ছি, মং অবধি, মং অজিনি, মে অহাসি, যে চ তং উপনয়হন্তি তেসং বেরং ন সম্মতি।

সংস্কৃত—মাং অক্রোশীৎ, মাং অবধীৎ, মাং অজৈষীৎ, মে অহার্ষীৎ যে চ তং উপনহ্যন্তি তেষাং বৈরং ন শাম্যতি।

অনুবাদ—আমায় তিরস্কার করিল, আমায় প্রহার করিল, আমাকে পরাস্ত করিল, আমার দ্রব্য অপহরণ করিল, এই চিন্তা যাহারা মনে সর্ব্বদা পোষণ করে, তাহাদের বৈরভাব কখনই শান্ত হয় না।

অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে।
যে তং ন উপনয্হন্তি বেরং তেসূপসম্মতি ॥ ৪

অন্বয়—মং অকোচ্ছি, মং অবধি, মং অজিনি, মে অহাসি, যে তং ন উপ-নয্হন্তি তেসু বেরং উপসম্মতি।

সংস্কৃত—মাং অক্রোশীৎ, মাং অবধীৎ, মাং অজৈষীৎ, মে অহার্ষীৎ ; যে তৎ ন উপনহ্যন্তি তেষু বৈরং উপশাম্যতি।

অনুবাদ—আমায় তিরস্কার করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে পরাস্ত করিল, আমার দ্রব্য অপহরণ করিল, এইরূপ চিন্তা যাহারা মনে পোষণ করে না, তাহাদের বৈরভাব নষ্ট হইয়া যায়।

নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো ॥ ৫

অন্বয়—নহি কুদাচনং ইধ বেরানি বেরেন সম্মন্তি, অবেরেন চ সম্মন্তি. এস সনন্তনো ধম্মো।

সংস্কৃত—নহি কদাচন ইহ বৈরাণি বৈরেণ শাম্যন্তি, অবৈরেণ চ শাম্যন্তি, এষ সনাতনো ধর্ম্মঃ।

অনুবাদ—ক্রোধ দ্বারা কখনই ক্রোধকে শান্ত করা যায় না, পরন্তু অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে শান্ত করা যায়, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

লীলা।

(বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিত।)

প্রশান্ত সলিল অনন্ত বারিধি,
নির্বাত নিষ্কম্প নীরবে রাজে।
দিক্ দেশ কাল উপাধি বর্জ্জিত।
ইন্দ্রিয়াদির সদা অগোচর তেজে।

সর্ব্ব নিষেধের সাম্য প্রদেশ,
কোন বিশেষণে বিশিষ্ট নয়
নাহি রবি, শশী, গ্রহ, তারা গণ
নাহিক সৃজন, পালন, লয়।

কোথা হ'তে মায়া ঝটিকা ছুটিল,
জলধি করিল তরঙ্গময়।
দেখিতে দেখিতে নামরূপাত্মক
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রসূত হয় ॥

মায়াতে ব্যোমের প্রথম অধ্যাস,
ব্যোমেতে অনিল খাইল ছুটি।
বায়ুমাঝে তেজ, তেজেতে সলিল,
সলিলে পৃথিবী উঠিল ফুটি ॥

দেখিতে দেখিতে কোটি রবিশশী
গ্রহ তারাগণে ছাইল আকাশ।
দশদিশি হল জ্যোতি নিমগন,
প্রকৃতির মুখে ফুটিল হাস ॥

ক্রমে ক্রমে কাল বিভক্ত হইল,
দিনরাত্রি পক্ষ বৎসর মাসে।
ক্রম ক্রম রূপে পূর্ব্বকল্প মত
ভূলোকাদি সপ্ত ভুবন ভাসে ॥

সপ্তদ্বীপযুতা ভাসিল মেদিনী
অন্ন ফলফুলে শোভিল ধরা।
আকীট মানব জনমি ছুটিল
পূর্ব্ব সংস্কারের পূরণে ত্বরা ॥

স্থখতণ জরা জনম মরণে
ধরাতল হল দুর্গম অতি।
স্বস্বরূপ ভুলি মহামোহে গলি
হইল সকলে ভ্রমমতি॥

আঁখির পলকে বারিধি উচ্ছলে
পৃথিবী হইল সলিলময়।
তেজে বিশোষিত হইল সলিল
তেজ হ'ল ক্রমে মরুতে লয়॥

বায়ু মহাব্যোমে গ্রাসিল পলকে
ব্যোম হ'ল মহামায়াতে লয়।
মায়াঝড় শান্তে প্রশান্ত সাগর
আবার যেমন তেমন হয়॥

আর নাহি দেখি শশাঙ্ক সুন্দর
আর নাহি সেই দিনেশ তারা।
স্তিমিত সলিল স্তব্ধ বারিধি
পুন দেখা দিল অনাদি ধারা।

তাই বুঝিলাম অলীক এ লীলা
অলীক সৃজন পালন লয়।
এক ব্রহ্ম আছে অনন্ত জুড়িয়া,
ভ্রমে যাহে লীলা আরোপ হয়॥

আলোয়ার দুহিতা।

(কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

কিশোরী গবাক্ষে দণ্ডায়মানা; স্থিরনেত্রে, দূর মন্দার পর্ব্বতের পানে চাহিয়া আছেন। শিখরে আলো নাই, পরিচিত আলো জ্বলিতেছে না। সম্মুখে নিবিড় অন্ধকার, অন্তরে নিবিড় অন্ধকার, জীবন-সঙ্গিনী আশা অন্ধকারে আচ্ছন্ন; জগৎ অন্ধকারময়। সহসা মেঘমাঝে তড়িদ্গমনের ন্যায়, আঁধার হৃদয়ে চমকিল, "রাজকুমার নাই!" আবার আঁধার, হাহাকার! নাই নাই শব্দ অনিবার উঠিতে লাগিল। শৃঙ্গে, শৃঙ্গে নাই নাই শব্দ প্রতিধ্বনিত; গগনে, পবনস্বনে, কাননে, নাই নাই শব্দ, নাই নাই, রাজকুমার নাই! দূরে পেচক ঘুৎকার কাঁদিল, "নাই!" ঘোর অন্ধকার, অন্তরে বাহিরে অন্ধকার, ঘোর অন্ধকারে "নাই" "নাই" তরঙ্গ বহিতে লাগিল। দুর্দ্দমান "নাই" "নাই" তরঙ্গ বহিতেছে। আঁধার হৃদয়ে প্রেতদেহের ন্যায়. স্মৃতিপথে কত ছায়াছবি চলিতে লাগিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন ছায়াদেহী বালিকা কিশোরী, ছায়াদেহী মাতার অঞ্চল ধরিয়া, ছায়াময়ী উপবনে ভ্রমণ করিতেছে। ছায়ার আকাশ, ছায়ার চাঁদ, ছায়ার তারা, ছায়ার গাছ, ছায়ার সরোবর, ছায়ার ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ছায়ার পাখী নীরবে গাহিতেছে। ধীরে ধীরে দৃশ্য চলিয়া গেল। ছায়ার উন্নত-শির দেবীমন্দির, ছায়ালোক নীরবে কম্পন করিতেছে। স্বর্ণছায়ার স্বর্ণকান্তি সম্মুখে আসিল। ছায়াময়ী কিশোরী পলকহীন নেত্রে দেখিতেছে। ধীরে ধীরে ছায়াছবি চলিয়া গেল।

কলিকা যৌবনে, আবার ছায়াময়ী কিশোরী, আবার লিপি পাঠ করিতেছে। সত্য লিপি, স্বর্ণাক্ষরে লিপি জ্বলিতেছে, কিন্তু মলিন। ছায়া চলিয়া গেল, ছায়া বাহু বেষ্টন করিল। নীরবে ছায়া অশ্রু ঝনংকার কর্ণে পশিল। ছায়াকুঞ্জ, ভীষণ ছায়ামূর্ত্তি সম্মুখে, হৃদয়ে বিষাদ আতঙ্কের পট পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। নীরবে অভিনয় হইতেছে, হৃদয়ালোক মন্দার পর্ব্বতে দীপালোক জ্বলিতেছে

না; আমার জীবনালোক কেন নিভিল না? কুক্ষণে রাজকুমার দেবমন্দিরে আসিয়াছিল, কুহকিনী কুক্ষণে রূপে, কুহকিনী হাবভাবে, সরলপ্রাণ কুহকে আবদ্ধ করিলাম। কুক্ষণে প্রেমলিপি লইলাম, কুক্ষণে প্রেমলিপি লিখিলাম, কুক্ষণে বিবাহে সম্মত হইলাম। কুক্ষণে রাজকুমার ঝালোয়ার প্রবেশ করিল, কুক্ষণে রাজকুমার অপমানে অবনত, শত্রুহস্তে পরাভূত, মুমূর্ষু শয্যায় ছয়মাস রহিল। কুক্ষণে রাজ্যত্যাগী, সংসারত্যাগী, সর্ব্বত্যাগী হইয়া বিজন পর্ব্বতে কারাগারে বন্দীর ন্যায়, আলোক জ্বালিয়া বসিল। কৈ? সে আলোক নাই, নিভিয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইল, দেহ শিথিল, ইন্দ্রিয় শিথিল, জীবনক্রিয়া স্তম্ভিত—শ্বাস স্তম্ভিত, মন স্তম্ভিত—টলে না, হেলে না, নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় মন স্থির হইয়া রহিল। ক্রমে যেন কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, "আহা অভাগিনী"! কর্ণে পশিল, ধীরে ধীরে মনের গোচর হইল। কিশোরী শুনিল, "তুমি কি কোনও অভাগিনী? কথা কও, যদি দুঃখিনী হও, তোমার দুঃখে আমিও দুঃখিনী।"

"দুঃখিনী?" কিশোরী উত্তর করিল, "আমি দুঃখিনী নই। আমি দুঃখিনী শুনিলে, আবার হাসি আসে। আমার দুঃখ কি? দুঃখ পাইয়াছে সে—মন্দার রাজকুমার। আমার নিমিত্ত, সে উন্মত্ত। আমার কথায় স্বর্গ পাইত, আমার পত্রপাঠে আত্মহারা হইত, আমায় পাইবার আশায় আসিয়াছিল, অপমানে শত্রুহস্তে মুমূর্ষু হইয়া ফিরিয়া গেল। আমার আশায় জীবন তার রহিয়াছিল, ঐ দেখ দীপ নির্ব্বাণ, আমার আশা ছাড়িয়া যুবরাজ চলিয়া গিয়াছে। দেখ! দেখ! আমি কথা কহিতেছি, শ্বাস পড়িতেছে। জীবিত রহিয়াছি, যাও—যাও। তুমিও ফিরিয়া যাও,—আমি দুঃখিনী নহি। এখানে কি করিতেছ? আহা! তোমার কথা অতি মধুর। না—না, আমি দুঃখিনী নই। তুমি কে? আমার নিমিত্ত কাতরা, তুমি কে? এ শত্রুপুরে আমার ব্যথায় ব্যথী কে হইতে চাহে? না, যাও, আমি দুঃখিনী নহি। তোমার দেবীমূর্ত্তি, তুমি দেবী! যাও, তাহার সংবাদ আনিয়া দাও। অবশ্যই সে দেবমণ্ডলে, নন্দনকাননে, বিহার করিতেছে। যাও দেবী, তাহার সংবাদ আমায় আনিয়া দাও। যাও দেবী,

আসিয়া বলিও, সে নন্দনকাননে আছে, প্রেমিক প্রণয়িনী পাইয়াছে, আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে। আর দীপ জ্বালিয়া একাকী পর্ব্বতশৃঙ্গে বসিয়া থাকে না। তাহার নিরানন্দ হৃদয়ে চিরানন্দ বসিয়াছে। আসিয়া আমায় সংবাদ দিও, দেবীর কার্য্য করিও।" কিশোরী মধুকণ্ঠে উত্তর শুনিলেন, "আমি দেবী নই। আমি তোমার ন্যায় মানবী, আমার নাম মীরা, আমি তোমার সে প্রেমিক বৈরাগীকে ঝালবনে পাঠাইয়া দিয়াছি। বৈরাগী আসিবে বলিয়া গেল, আর ফিরিল না। ঝালবনে প্রবেশ করিলাম—শ্বাপদসঙ্কুল বন দেখিলাম—কণ্টক-পরিপূর্ণ বন দেখিলাম—সূর্য্যরশ্মি ঢাকা দেখিলাম—বৃক্ষে বৃক্ষে, লতায় লতায় ভীষণ বেষ্টন দেখিলাম—বনমাঝে তমোময়ী যামিনী দেখিলাম, বৈরাগীকে দেখিলাম না; সে তিলকধারী, কন্থাধারী বনমধ্যে নাই। কোথায় গেল খুঁজিতেছি। বন খুঁজিয়াছি, পৃথিবী খুঁজিব, দিগন্ত খুঁজিব। বৈরাগীর দর্শন না পাইলে, এ জীবনে জীবনব্রত নিষ্ফল হইল। জন্ম জন্মান্তর তপস্যা করিলে বৈষ্ণব দর্শন হয়। বৈষ্ণব দেখিলাম, সেবা করিতে পারিলাম না। ঝালবনে পাঠাইলাম, ঝালবনে বৈষ্ণবকে দেখিলাম না।"

কিশোরী শুনিল, কথায় অর্থ বুঝিল, উত্তর করিল না। আবার নাই, নাই শব্দ শুনিতে লাগিল। মীরার মনে মনে উঠিতে লাগিল, না—না, আর অনুতাপ করিব না। এ অদ্ভুত প্রেমের যদি এই পরিণাম হয়,—তাহা হইলে প্রেমের আদর কেন? দীপালোক জ্বালিয়া, যে প্রেমের আশায়, দিবানিশি কাটাইয়াছে, সে আশা কি মিথ্যা? আশায় আলোক চাহিয়া, যার দিন বহিয়াছে, আশা কত বলিয়াছে, তাহাও কি মিথ্যা? আমার আশা কি মিথ্যা? প্রেমিকের আশা মিথ্যা হইলে, সকলই মিথ্যা। এ জগতে বিশ্বাসের আর কি আছে? প্রেম! না—না, বিশ্বাস-হারা হইব না। বৈষ্ণবকে খুঁজিব, বৈষ্ণবের দেখা পাইব। অশ্রুজলে পাদপদ্ম ধৌত করিয়া মার্জ্জনা চাহিব। "ঝালোয়ার কুমারী!" মীরা বলিতে লাগিলেন,—"ঝালোয়ার কুমারী! দীপ নির্ব্বাণ হউক, চন্দ্র, সূর্য্য, তারালোক নির্ব্বাণ হউক, বিশ্বাস-হারা হইও না,—প্রেম হারাইবে। তোমার প্রেমিককে আমি খুঁজিয়া দিব।"

উন্মাদিনীর ন্যায়, কিশোরী উত্তর করিলেন, "না—না; নাই। অনেক প্রবোধ কথা একা বসিয়া হৃদয়ে শুনিয়াছি, অনেক শুনিয়াছি, অনেক বিশ্বাস করিয়াছি, আর শুনিতে চাহি না, আর বিশ্বাস করিতে চাহি না,—কেবল এই বিশ্বাস আমার হৃদয়ে আসুক, সে আমায় ভুলিয়া গিয়াছে। সে আনন্দে আছে। না—না, সে নাই!" আবার নাই নাই শব্দে পর্ব্বতশৃঙ্গ পরিপূর্ণ। শৃঙ্গে শৃঙ্গে, পবনে, ঝালবনে, গগনে, নাই, নাই ধ্বনি। উন্মাদিনী "নাই, নাই" বলিয়া চলিয়া গেল।

মীরা স্তম্ভিতা, স্থিরনেত্রে গবাক্ষ অভিমুখে চাহিয়া রহিলেন। পাশে দেখেন, অন্ধা বন্ধা। অন্ধা বলিতেছে—"মাগী, তোর কি মরণার ভয় নাই? তুই কদিন আমাদের তাড়িখানায় যাস্‌নি, মনটা কেমন কর্‌তে লাগ্‌লো। তাড়ি ভাল লাগ্‌লো না, আর যেখানে যাই, তাকে ভাল লাগ্‌লো না। তোকে দেখ্‌তে বড় ইচ্ছা হ'ল। তোর ঘরের দোরে পাহারা, আমাদের আটক কর্‌বে। ফাঁকি দিয়া এলেম, জানিস্ ত, সব ঘরেই পাহারা থাকে; মাল লুট করে আনি। তোর দাসী বল্লে, ঝালবনে গিয়াছিস্, ভাবলুম,—ও মাগী! ঝালবনে কি কর্‌তে গেলি? বাঘকে হরিনাম বল্‌বি নাকি? তা তুই পারিস্, এই খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে তোর কাছে এলেম।"

মীরা। বাবা! তোমরা আমায় খোঁজ কেন? হরিকে খোঁজ। তোমাদের দুষ্প্রবৃত্তি দূর হইবে, মন নির্ম্মল হইবে, গোলকে হরিলীলা দেখিতে পাইবে।

বন্ধা। আর রাখ্, মাগী, তোর গোলক: আমরা তাড়িখানা ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। কোনও হরিকে চাই না। তোকে দেখ্‌তে চাই, তোর মুখে হরিনাম শুন্‌তে চাই, তুই হরি বল্ শুনি। তোর মুখে হরিনাম যেমন মিষ্টি, আমাদের গান তেমন মিষ্টি নয়, বল্ বল্ হরি বল্।

নীরব পর্ব্বতে হরিধ্বনি উঠিল। গগনভেদী ধ্বনি, দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিল। অন্ধা, বন্ধা বাহু তুলিয়া নাচিতেছে। মীরা নাচিতেছেন, করতালি দিতেছেন। আলুলায়িত কেশপাশ পবনে উড়িতেছে, পবনে অঞ্চল উড়িতেছে, অশ্রুধারা বহিতেছে। হরিপ্রেমে উন্মত্তা, মত্ত দস্যুদলের সহিত হরিধ্বনি করিতে করিতে নাচিতেছেন! কাননে, গগনে, বিহঙ্গশ্রবণে হরিধ্বনি পশিতে লাগিল। হরি-

ধ্বনিতে ধ্বনি মিশাইয়া, আনন্দে কোকিল কুহরিল। আনন্দলহরী পবনে দুলিয়া চলিল। বীণাযন্ত্রে ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে হরিধ্বনি হইতেছে। ধীরে ধীরে প্রহরী আসিয়া, বেড়িতে লাগিল। সর্দ্দার মহা উদ্বিগ্ন, রাজআজ্ঞায় ঝালবন অতি সাবধানে রক্ষিত, কে পক্ষব আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, আর কেহ না প্রবেশ করে। এই তিন জন কিরূপে প্রবেশ করিল? উচ্চরবে সর্দ্দার আজ্ঞা দিল, "ধর বন্দী কর;" প্রহরীর পা চলে না, হরিনামে স্তম্ভিত। বজ্রনাদে সর্দ্দারের আজ্ঞা আসিতে লাগিল। প্রহরীরা পুত্তলিকার ন্যায় চলিতে লাগিল। অস্ত্রের ঝনৎকার বন্ধা শুনিল। অস্ত্রধারী বেড়িতেছে দেখিল। বন্ধা বলিল,—"ওরে অন্ধা, আমাদের ধ'র্‌তে আস্‌ছে রে।"

অন্ধা। আসুক না, হরিনাম কর না, দূরে আছে। আসুক, আসুক, ফস্ করে মাগীকে নিয়ে সরে যাব।

শৃঙ্গ হইতে একবার নিম্নদৃষ্টি করিল। তুঙ্গ শৃঙ্গ, পাষাণময়ী মেদিনী তিন ক্রোশ নিম্নে, মধ্যে লতাবন হইয়াছে। প্রহরীরা নিকটে আসিল, ধরে, ধরে, অন্ধা বন্ধা মীরাকে ধরিয়া, পর্ব্বতগায় পৃষ্ঠ দিয়া উপদেবতার ন্যায় নামিয়া গেল। তখনও হরিধ্বনি, উঁকি মারিয়া প্রহরীরা দেখে, লতাবন সহিত নামিয়া গিয়াছে। সোজাপথে যাইলে তিন দিনে তথায় যাওয়া যায়। আর ধরিবার উপায় নাই। "ভূত! ভূত! পেত্নী! নামিয়া গেল, পর্ব্বত বাহিয়া নামিয়া গেল!" দূর হরিধ্বনি তখনও উঠিতেছে।

[ক্রমশঃ]

পূর্ব্ব সংখ্যায়—অতিরিক্ত (১) পৃষ্ঠার প্রথম লাইনে ১৫ই মাঘের পরিবর্তে ১৫ই চৈত্র পড়িবেন।

পরমহংসদেবের উপদেশ।

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত।)

(১) পাপ আর পারা কেহ হজম করতে পারে না। যদি কেহ লুকিয়ে পারা খায়, তাহা হইলে কোন দিন না কোন দিন গায়ে ফুটে বেরোবে। পাপ করেও তেমনি তার ফল এক দিন না এক দিন নিশ্চয় ভোগ কর্ত্তে হবে।

(২) বিষয় লাভ হ'লো না ছেলে হলোনা ব'লে লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ভগবান লাভ হ'লো না, ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তি হ'লো না বলে এক ফোঁটা চোকের জল কজন লোকে ফেলে?

(৩) বাসনার লেশ মাত্র থাকতে ভগবান লাভ হয় না। যেমন সুতোতে একটু ফেঁসো বেরিয়ে থাকতে ছুঁচের ভেতর যায় না। মন যখন বাসনা-রহিত হয়ে শুদ্ধ হয়, তখনই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়।

(৪) পরমহংসদেব সর্ব্বদা বলিতেন "হাত তালি দিয়ে সকালে ও সন্ধ্যা কালে হরিনাম কোরো।" তা হলে সব পাপ তাপ চলে যাবে। যেমন গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাত তালি দিলে গাছের সব পাখি উড়ে যায়, তেমনি হাত তালি দিয়ে হরিনাম করে দেহগাছ থেকে সব অবিদ্যা রূপ পাখী উড়ে পালায়।

(৫) সাঁকোর নীচে দিয়ে জল সহজেই বেরিয়ে যায়, জমে না, তেমনি মুক্ত পুরুষদিগের হাতে যে টাকা পয়সা আসে, তাহা থাকে না, অমনি খরচ হইয়া যায়। তাদের সঞ্চয়বুদ্ধি একেবারেই নাই।

(৬) পাড়াগাঁয়ে মাছ ধর্‌বার জন্য বিলের ধারে এবং মাঠে ঘুনি পাতে। ঘুনির ভিতর চিক্ চিক্ করে জল যায় দেখে, ছোট ছোট মাছগুলি আনন্দে তার ভিতর চলে যায়, তারা আর বার হতে পারে না, সেই খানে আট্‌কে যায়, পরে একেবারে প্রাণে মরে। দুটো একটা মাছ ঘুনির নিকটে গিয়ে ঐ দেখে একেবারে লাফাইয়া অন্যদিকে চলে যায়। সংসারের বাহ্য চাকচিক্য দেখে লোক সাধ কোরে প্রবেশ করে, পরে মায়া মোহে জড়িয়ে দুঃখ কষ্ট পেয়ে নাশ পায়। আর যারা এই সব দেখে কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত না হয়ে ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তাঁহারাই যথার্থ সুখ ও আনন্দ পান।

রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব।

(নিউ ইয়র্ক)

আমরা আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি পাইলাম।

নিউ ইয়র্ক ১লা চৈত্র।

সম্পাদক মহাশয়েষু

গত রবিবার ২৯ শে ফাল্গুনের রাত্রিতে আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় যখন ৩০শে ফাল্গুনের প্রাতঃকাল, নিউ ইয়র্কে তখন ২৯শে ফাল্গুনের সায়ংকাল। সেই নিমিত্ত এখানে জন্মতিথি পূজা সোমবারে না হইয়া রবিবার রাত্রিতে হইয়াছে।

গত রবিবার সায়ংকালে ৬টার পর কতিপয় নরনারী—যাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশানুসারে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ব্রতী হইয়াছেন এবং যাঁহারা ভবিষ্যতে ঐ ব্রত অবলম্বন করিবার জন্য তীব্র ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, (তাঁহারা) ভক্তিভরে পত্র পুষ্প ফলাদি আহরণ করিয়া এক ব্রহ্মচারিণীর গৃহে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রায় ৭০টার সময় আমি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ভগবান্ রামকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি নানাবিধ পত্র ও সুগন্ধি পুষ্পের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। ধূপ, ধূনা, দীপ, পত্র, পুষ্প ও ফল ইহাই পূজার উপকরণমাত্র। ভক্তিমতী ব্রহ্মচারিণী এরূপ নিপুণতার সহিত সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন যে, আমি দেখিয়া তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না; এবং তাঁহার নিষ্কাম ভক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, যেন আমি কলিকাতার নিকটস্থ রামকৃষ্ণ মঠে উপস্থিত হইয়া মহাপূজা দর্শন করিতেছি। আনন্দোচ্ছ্বাসে সকলেই মাতোয়ারা হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমরা ধন্য, যে হেতু আমাদের মধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান বিদ্যমান।"

সাতটার সময় আমি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটী স্তোত্র পাঠ করিলাম এবং ইংরাজীতে ঐ স্তোত্রের অর্থ বুঝাইয়া দিলাম। তৎপর প্রোফেসর ম্যাক্সমূলার প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনচরিত এবং কয়েকটি উপদেশ পাঠ করিলাম। যথাসময়ে ধূপ,ধূনা, দীপ, ফলাদি নিবেদিত হইবার পর সকলে মিলিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যভাব (Divine spirit) চিন্তা করিতে করিতে ধ্যানমগ্ন হইলেন। ধ্যানকালে সকলেই যেন অপার আনন্দসাগরে পুনঃ পুনঃ নিমগ্ন হইতে লাগিলেন এবং ভগবান রামকৃষ্ণের পবিত্র শক্তির (Holy spirit) আবির্ভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। অবশেষে সকলেই পরমানন্দের সহিত প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। এইরূপে জন্ম তিথি পূজা সমাপ্ত হইল।

অলমতি বিস্তরেণ—

ইতি অভেদানন্দ।

(মান্দ্রাজ)

মান্দ্রাজ মঠ হইতে কোন পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন ;—

এখানে ৬ই চৈত্র রামকৃষ্ণ মহোৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকাল ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত পূজা, তৎপরে সঙ্কীর্ত্তন। ৪টী সম্প্রদায় যথাক্রমে অতি সুন্দর স্বরে ভগবন্নামাবলি কীর্ত্তন করিয়া শত শত শ্রোতৃবর্গের অন্তঃকরণে স্বর্গীয় আনন্দ বিস্তার করিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তন চলিতে লাগিল, ইত্যবসরে ১০টা হইতে ৪॥০টা পর্য্যন্ত দরিদ্রভোজন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল। আমরা পূর্ব্ব দিবস ২ সহস্র দরিদ্রকে টিকিট বিতরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু টিকিটধারী ছাড়া সহস্রাধিক দরিদ্রের সমাগম হইয়াছিল। সকলেই সুন্দররূপে প্রসাদ ভোজন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। এদিকে পাঁচ শতেরও অধিক ভদ্রলোক শ্রীমৎ বিলগিরি আয়েঙ্গারের রামানুজ কুটমে শ্রীশ্রীভগবদ্দৃষ্টিপরিশুদ্ধ অন্ন ভোজন করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করিয়াছিলেন। সমারোহের সীমা ছিল না। সকলেই দরিদ্রগণের সুখভোজনের জন্য ব্যস্ত।

সায়াহ্নে সার্দ্ধ চারি ঘণ্টার পর ভোজন ব্যাপার এক প্রকার শেষ হইয়া গেল। এমন সময় স্বীয় দল বল লইয়া শকটারোহণে হরিকথৈকপরায়ণ কোনও ভক্তবর শকট হইতে অবরোহণ করিয়া সমবেত জনগণের হৃদয়কে পুলকিত করিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহাকে দেখিয়া সকলেরই ভগবৎ-কথা-পিপাসা বলবতী হইয়া উঠিল। অনতিবিলম্বে কথা আরম্ভ হইল। নীচ-কুলোদ্ভব নন্দনামা কোনও সামন্তপ্রধানের ভক্তিরসপরিপ্লুত জীবনাখ্যায়িকা কথকমহাশয়ের কথার বিষয় হইয়াছিল। তিনি স্বীয় সুমধুর তান-লয়-মান-সম্বলিত সঙ্গীত সহযোগে যে কথামৃতের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই সাতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। কথান্তে আরাত্রিক সমনুষ্ঠিত হইল। সন্ধ্যা ৭টা বাজিল। প্রেসিডেন্সি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রঙ্গাচারী "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও বর্ত্তমান সময়" সম্বন্ধে দেড় ঘণ্টাকালব্যাপী একটি সুদীর্ঘ ভাবপূর্ণ, গভীরচিন্তাপ্রসূত মনোহর বক্তৃতা করিয়া সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন। সকলের সুবিধার জন্য বক্তৃতাটি ইংরাজি ভাষায় দেওয়া হইয়াছিল। সার্দ্ধ অষ্ট ঘটিকার পর—বক্তৃতা শেষ হইলে পুনরায় আরাত্রিক হইল। আরাত্রিক ক্রিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎপরে শ্রীশ্রীগুরুরাজস্তোত্র গম্ভীরস্বরে পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীমহোৎসব কার্য্য সুসম্পন্ন করা হইল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের শতাধিক ছাত্রগণ অতি উৎসাহের সহিত সমস্ত দিবস ধরিয়া সর্ব্ববিধ পরিশ্রম করতঃ আপনাদের কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। ইতি

ভগবদ্গীতা শাঙ্করভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

প্রথম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ,—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।

(হে) সঞ্জয়! যুযুৎসবঃ (যোদ্ধুমিচ্ছবঃ সন্তঃ) ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ (মিলিতাঃ) মামকাঃ (মৎপুত্রাঃ) পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত (কুর্ব্বন্তিস্ম)। ১।

অনুবাদ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—

হে সঞ্জয়, যুদ্ধ করিবার অভিলাষে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়া আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডুতনয়গণ কি করিয়াছে? । ১।

সঞ্জয় উবাচ,—

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

ব্যূঢ়ং (ব্যূহরচনয়া অধিষ্ঠিতং) পাণ্ডবানীকং (পাণ্ডবসৈন্যং) দৃষ্ট্বা (অবলোক্য) রাজা দুর্য্যোধনস্তদা আচার্য্যং (দ্রোণং) উপসঙ্গম্য (বিনয়েন উপসৃত্য) বচনং (বাক্যং) অব্রবীৎ (অকথয়ৎ)। ২।

অনুবাদ।

ব্যূহসন্নিবেশে যুদ্ধের নিমিত্ত সজ্জিত পাণ্ডবসৈন্য বিলোকন করিয়া সেই সময় রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্য দ্রোণের নিকটে গমন করতঃ এই প্রকার বাক্য কহিলেন। ২।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা। ৩॥

অন্বয়ঃ।

আচার্য্য! (গুরো) এতাং (পুরঃস্থিতাং) মহতীং তব শিষ্যেণ ধীমতা দ্রুপদপুত্রেণ ব্যূঢ়াং (ব্যূহং আপাদ্য অধিষ্ঠিতাং) পাণ্ডুপুত্রাণাম্ চমূং (সেনাং) পশ্য (বিলোকয়)। ৩।

অনুবাদ।

হে আচার্য্য, আপনার শিষ্য ও দ্রুপদনৃপতির পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের বিরচিত, ব্যূহরচনায় সজ্জিত, পাণ্ডুপুত্রগণের এই বিশাল সৈন্য বিলোকন করুন। ৩।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চবীর্য্যবান্।
পুরুজিৎকুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চনরপুঙ্গবঃ॥ ৫॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চবীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বএব মহারথাঃ॥ ৬॥

অন্বয়ঃ।

অত্র (পাণ্ডবসেনায়াং) যুধি (যুদ্ধে) ভীমার্জ্জুনসমা মহেষ্বাসাঃ (মহাধনুঃশালিনঃ) শূরাঃ (বিক্রান্তাঃ) (বর্ত্তন্তে ইতি শেষঃ।) (কে তে ইত্যাহ) যুযুধানঃ বিরাটঃ মহারথঃ দ্রুপদশ্চ। (তথা) ধৃষ্টকেতুঃ চেকিতানঃ বীর্য্যবান্ কাশিরাজশ্চ পুরুজিৎ কুন্তিভোজঃ নরপুঙ্গবঃ শৈব্যঃ বিক্রান্তঃ যুধামন্যুঃ বীর্য্যবান উত্তমৌজাঃ সৌভদ্রঃ (সুভদ্রাপুত্রঃ) দ্রৌপদেয়াশ্চ (দ্রৌপদীপুত্রাঃ) (এতে) সর্ব্বএব মহারথাঃ। ৪। ৫। ৬।

অনুবাদ।

এই পাণ্ডব সেনার মধ্যে যুদ্ধে ভীম ও অর্জ্জুনের সদৃশ মহাধনুর্দ্ধারী ও বিক্রান্ত যুযুধান, বিরাট ও দ্রুপদ বিদ্যমান আছেন এবং ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান উত্তমৌজা, সুভদ্রাতনয় (অভিমন্যু) ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ (এই সেনার মধ্যে) আছেন। ইহাঁরা সকলেই মহারথ। ৪। ৫। ৬।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥ ৭॥

অন্বয়ঃ।

হে দ্বিজোত্তম! অস্মাকং তু যে বিশিষ্টা মম সৈন্যস্য নায়কাঃ (সন্তি) সংজ্ঞার্থং (বিশেষ পরিচয়ার্থং) তান্ তে (তব সমীপে) ব্রবীমি (কথয়ামি) নিবোধ (অবধারয়)। ৭।

অনুবাদ।

আমাদের মধ্যে সমধিক উৎকর্ষশালী যে সকল আমার সৈন্যের নায়কগণ (বিদ্যমান আছেন), ভাল করিয়া পরিচয়ের জন্য তাঁহাদের নাম বলিতেছি। হে দ্বিজোত্তম, আপনি অবধারণ করুন। ৭।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ॥ ৮॥

অন্বয়ঃ।

(কে তে ইত্যাহ) ভবান্, ভীষ্মঃ, কর্ণঃ, কৃপঃ, সমিতিঞ্জয়ঃ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণঃ, সৌমদত্তিশ্চ তথৈব (সর্ব্বেব এতে মহারথাঃ)। ৮।

অনুবাদ।

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, সমিতিঞ্জয়, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও সোমদত্ততনয় (ভূরিশ্রবা) (ইঁহারা সকলেই মহারথ)। ৮।

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ॥ ৯॥

অন্বয়ঃ।

অন্যে চ বহবঃ মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ (মৎকার্য্যসিদ্ধয়ে জীবিতমপি ত্যক্তুমুদ্যতাঃ) নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ (বহুবিধশস্ত্রশালিনঃ) শূরাঃ (বিক্রমবন্তঃ) (মম সেনায়াং বর্ত্তন্তে) সর্ব্বে (তে) যুদ্ধবিশারদাঃ (রণকুশলাঃ।)। ৯।

অনুবাদ।

আমার কার্য্যের সিদ্ধির নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প, বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আরও অনেক পরাক্রান্ত নৃপতিগণ (মদীয় সেনাতে) বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ। ৯।

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তন্ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥ ১০॥

অন্বয়।

অস্মাকং (কৌরবাণাং) তৎ (প্রসিদ্ধং) ভীষ্মাভিরক্ষিতং (ভীষ্মাধিষ্ঠিতং) বলং (সৈন্যং) অপর্য্যাপ্তং (অপরিমিতং)। এতেষাং (পাণ্ডবানাং) ইদং ভীমাভিরক্ষিতং (ভীমাধিষ্ঠিতং) বলং (সৈন্যং) পর্য্যাপ্তং (পরিমিতং)। ১০।

অনুবাদ।

আমাদের সেনা (সমরে) প্রসিদ্ধ, অপরিমিত এবং ভীষ্মপরিরক্ষিত। পাণ্ডবগণের এই সেনা পরিমিত ও ভীমসেনরক্ষিত। ১০।

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি॥ ১১॥

অন্বয়।

সর্ব্বেষু অয়নেষু (নিয়তদেশেষু) যথাভাগং (নিয়তবিভাগমনতিক্রম্য) অবস্থিতাঃ সর্ব্ব এব ভবন্তঃ ভীষ্মমেব অভিরক্ষন্ত (সর্ব্বতঃ প্রতীক্ষন্তাং)। ১১।

অনুবাদ।

নির্দ্দিষ্ট স্থান সকলে নিজ নিজ বিভাগানুসারে অবস্থিতি করিয়া আপনারা সকলে (সেনাপতি) ভীষ্মকে সর্ব্বতোভাবে (গুপ্ত আক্রমণ হইতে) রক্ষা করিতে থাকুন। ১১।

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ১২॥

অন্বয়।

তস্য (দুর্য্যোধনস্য) হর্ষং (প্রীতিং) সঞ্জনয়ন্ (সম্যক্ উৎপাদয়ন্) কুরুবৃদ্ধঃ প্রতাপবান্ পিতামহঃ (ভীষ্মঃ) উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য (সিংহনাদসদৃশং নাদং কৃত্বা) শঙ্খং দধ্মৌ (মুখমারুতেন আপূরয়ামাস)। ১২।

অনুবাদ।

(এই সময়ে) প্রতাপশালী কুরুকুলশ্রেষ্ঠ পিতামহ (ভীষ্ম) তাঁহার (দুর্য্যোধনের) হর্ষ উৎপাদন করিবার জন্য উচ্চ সিংহনাদ সহকারে শঙ্খধ্বনি করিয়াছিলেন। ১২।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ১৩॥

অন্বয়।

ততঃ (ভীষ্মস্য শঙ্খধ্বনেরনন্তরং) শঙ্খাঃ চ ভের্য্যঃ চ পণবানকগোমুখাঃ (বাদ্যবিশেষাঃ) সহসা অভ্যহন্যন্ত (শব্দবন্তঃ সম্পাদিতাঃ) স শব্দঃ (বাদ্যধ্বনিঃ) তুমুলঃ (অত্যুচ্চঃ) আসীৎ। ১৩।

অনুবাদ।

ভীষ্মের শঙ্খধ্বনির পরেই সহসা কৌরবসেনার মধ্যে শঙ্খ, ভেরী, পণব

আনক ও গোমুখ প্রভৃতি (রণবাদ্যবিশেষ) বাজিয়া উঠিল। সেই সকল (মিলিত বাদ্য বিবরের) ধ্বনি শত্রুগণকে অতি ভয়োৎপাদক হইয়াছিল। ১৩।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়।

ততঃ (তুমুলশব্দানন্তরং) শ্বেতৈঃ (শুভ্রৈঃ) হয়ৈঃ (অশ্বৈঃ) যুক্তে মহতি (বিশালে) স্যন্দনে (রথে) স্থিতৌ মাধবঃ (বাসুদেবঃ) পাণ্ডবশ্চ (অর্জ্জুনশ্চ) দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ (মুখমারুতেন পরিপূরয়ামাসতুঃ। ১৪।

অনুবাদ।

কৌরব সেনার মধ্যে এই প্রকার তুমুল শব্দ হইবার পর শুভ্রবর্ণ বিশাল রথে অবস্থিত (ভগবান) কেশব ও পাণ্ডব (অর্জ্জুন) দিব্য শঙ্খধ্বনি করিলেন। ১৪।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।

হৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্যং, ধনঞ্জয়ঃ দেবদত্তং, ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ পৌণ্ড্রং মহাশঙ্খং দধ্মৌ। ১৫।

অনুবাদ।

হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য শঙ্খ, ধনঞ্জয় দেবদত্ত শঙ্খ ও ভীমকর্ম্মা বৃকোদর পৌণ্ড্র-নামক মহাশঙ্খ বাজাইয়াছিলেন। ১৫।

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।

কুন্তীপুত্রো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং (তথা) নকুলঃ সহদেবশ্চ (যথাক্রমং, সুঘোষমণিপুষ্পকৌ (প্রদধ্মুরিতিশেষঃ।) (ততঃ) পরমেষ্বাসঃ (মহাশরাসনঃ) কাশ্য, মহারথঃ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, বিরাটঃ, অপরাজিতঃ সাত্যকিশ্চ, দ্রুপদো, দ্রৌপদেয়াশ্চ, (দ্রৌপদীপুত্রাশ্চ) পৃথিবীপতে (ধৃতরাষ্ট্র!) (তথা) মহাবাহুঃ সৌভদ্রশ্চ (অভিমন্যুঃ) সর্ব্বশঃ (এতে সর্ব্বে) পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ। ১৬—১৮।

অনুবাদ।

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল ও সহদেব সুঘোষ ও মণিপুষ্পক শঙ্খ বাজাইয়াছিলেন। (সেই সময়) মহাশরাসনধারী কাশ্য, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ ও দ্রৌপদীপুত্রগণ, ইঁহারা সকলে হে পৃথিবীপতে! (নিজ নিজ) শঙ্খ পৃথক্ পৃথক্ বাজাইয়াছিলেন। ১৬—১৮

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোব্যনুনাদয়ন্ ॥

অন্বয়।

নভশ্চ পৃথিবীঞ্চ ব্যনুনাদয়ন্ [প্রতিধ্বনয়ন্] স তুমুলঃ মহান্ ঘোষঃ (শব্দঃ) ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং (দুর্য্যোধনাদীনাং) হৃদয়ানি (মনাংসি) ব্যদারয়ৎ। (বিদারিতবানিব)। ১৯

অনুবাদ।

আকাশ ও পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিয়া উত্থিত সেই মহাশব্দ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের হৃদয়কে বিদীর্ণপ্রায় করিয়াছিল।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০ ॥
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।

অর্জ্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১ ॥

অন্বয়।

অথ (অনন্তরং) শস্ত্রসম্পাতে (শরাদিবর্ষণোদ্যোগে) প্রবৃত্তে (অভিমুখে সতি) কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ (অর্জ্জুনঃ) ব্যবস্থিতান্ (সাহসেন অপ্রচলিতান্) ধার্ত্তরাষ্ট্রান (কুরুসৈনিকান্) দৃষ্ট্বা (বিলোক্য) ধনুঃ উদ্যম্য উত্থাপ্য ইদং (বক্ষ্যমাণপ্রকারং) বাক্যং হৃষীকেশ উবাচ। (হে) অচ্যুত ! মে রথং উভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে স্থাপয়, (সন্নিবেশয়)। ২০—২১ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর শস্ত্রপাতের প্রারম্ভ সময়ে ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় সৈন্যগণকে (সাহসভরে) অবিচলিত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন স্বীয় শরাসন উত্থাপিত করিয়া হৃষীকেশকে এই প্রকার বাক্য বলিলেন। অর্জ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত, এই উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন করুন ॥ ২০—২১।

যাবদেতান্ নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২।

অন্বয়।

এতান্ (পুরতঃ স্থিতান্) অবস্থিতান্ (অচঞ্চলান্) যোদ্ধুকামান্ (যুদ্ধেচ্ছুঃ) যাবৎ (সাকল্যেন) অহং নিরীক্ষে, (বিলোকয়ামি) অস্মিন্ রণসমুদ্যমে (সমরারম্ভে) ময়া কৈঃ সহ যোদ্ধব্যং (যুদ্ধং কর্ত্তব্যং।)। ২২ ॥

অনুবাদ।

এই সকল পুরঃস্থিত নির্ভীক যুদ্ধার্থিগণকে আমি বিলোকন করিব। রণারম্ভ হইলে আমি কোন্ সকল ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিব (তাহাদিগকে ও একবার দেখিব) ২২।

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩।

[ক্রমশঃ।

শারীরক সূত্র রামানুজ ভাষ্যম্।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।)

(ভাষ্য)

অখিলভুবনজন্মস্থেমভঙ্গাদিলীলে
বিনতবিবিধভূতব্রাতরক্ষৈকদীক্ষে।
শ্রুতিশিরসি বিদীপ্তে ব্রহ্মণি শ্রীনিবাসে
ভবতু মম পরস্মিন্ শেমুষী ভক্তিরূপা ॥ ১ ॥

(অনুবাদ)

যাঁহার লীলায় সকল ভুবনের উৎপত্তি স্থিতি ও বিলয় হইয়া থাকে, প্রণত বিবিধ প্রাণিনিবহের রক্ষার নিমিত্ত যিনি সর্ব্বদা দীক্ষিত আছেন, উপনিষৎসমূহের যিনি একমাত্র প্রতিপাদ্য, সেই পরমব্রহ্ম শ্রীনিবাস নারায়ণে আমার ভক্তিরূপা বুদ্ধির উদয় হউক। ১।

(ভাষ্য)

পারাশর্য্যবচঃসুধামুপনিষদ্দুগ্ধাব্ধিমধ্যোদ্ধৃতাম্
সংসারাগ্নিবিদীপনব্যপগতপ্রাণাত্মসঞ্জীবনীম্।
পূর্ব্বাচার্য্যসুরক্ষিতাং বহুমতিব্যাঘাতদূরস্থিতা-
মানীতাং তু নিজাক্ষরৈঃ সুমনসো ভৌমাঃ পিবন্ত্বন্বহম্ ॥ ২ ॥

(অনুবাদ)

উপনিষদ্রূপ দুগ্ধসমুদ্রের মধ্য হইতে (ব্যাসদেব রচিত) ব্রহ্মসূত্ররূপ—সুধা উদ্ধৃত হইয়াছে, সংসারের ত্রিবিধ তাপরূপ অগ্নির জ্বালায় যাঁহারা পরমাত্

নারায়ণের শান্তিময় স্বরূপ বিস্মৃত হওয়া সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া থাকেন, এই ব্যাস-সূত্র অমৃত পান করিলে তাঁহারা পুনরায় সর্ব্বশান্তিনিকেতন পরমেশ্বরের স্বরূপদর্শনে সমর্থ হইয়া সকল প্রকার সংসারতাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। প্রাচীন (বোধায়ন দ্রবিড়াচার্য্য প্রভৃতি) আচার্য্যগণ নিজ নিজ যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়নের দ্বারা এই ব্রহ্মসূত্ররূপ অমৃতকে লোকনিবহের সুগম করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু কালবশে নবীন অথচ বিরুদ্ধভাবলম্বী ব্যাখ্যাতাগণের পরস্পর বিরুদ্ধ ও শাস্ত্রাসঙ্গত ব্যাখ্যার প্রভাবে সেই অমৃততুল্য ব্যাসসূত্রসমূহ একণে তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী জনগণের পক্ষে একান্ত দুর্জ্ঞেয় হইয়া উঠিয়াছে। (প্রাচীন আচার্য্যগণের ভাবাবলম্বনে) আমার নিজ ভাষায় বিরচিত এই ভাষ্যের উদয় হইলে সেই ব্যাসসূত্রামৃত পুনর্ব্বার অনায়াসে তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছুগণের আস্বাদের উপযোগী হইবে। একণে সাত্ত্বিক সাত্ত্বিকপ্রকৃতিসম্পন্ন জনগণ প্রতিদিন মদীয় ভাষ্যের সাহায্যে সেই সর্ব্বভাপহর অমৃতের সদাস্বাদনে সমর্থ হউন (ইহাই মদীয় অভিলাষ)। ২।

(ভাষ্য)

ভগবদ্বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্ব্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে।

(অনুবাদ)

ভগবান্ বোধায়ন প্রথমে এই ব্যাসপ্রণীত শারীরক সূত্রের অতিবিস্তৃত বৃত্তি (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) প্রণয়ন করেন। অনন্তর দ্রবিড়াচার্য্য ভগবান বোধায়নকৃত বৃত্তির প্রতিপাদ্য অর্থ সকল অবলম্বন করিয়া অতি সংক্ষেপে এই বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। (অতি বিস্তৃত কিম্বা অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ বর্ত্তমান সময়ে অল্পজ্ঞ অথচ বহুগ্রন্থ পাঠে অসমর্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের পক্ষে বিশেষ সুবিধাকর হইতেছে না বিবেচনা করিয়া) আমি ভগবান বোধায়ন ও দ্রবিড়াচার্য্যের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সার অবলম্বন করিয়া (অনতিবিস্তৃত অথচ অনতিসংক্ষিপ্তভাবে) এই ব্যাসসূত্র সকলের ভাষ্য প্রণয়ন করিব।

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ১। সূত্র

ভাষ্য।

ইতি অত্রাথশব্দ আনন্তর্য্যে ভবতি, অতঃ শব্দো বৃত্তস্য হেতুভাবে। অধীতসাঙ্গসশিরস্কবেদস্যাধিগতাল্পাস্থিরফলকেবলকর্ম্মজ্ঞানতয়া সংজাতমোক্ষাভিলাষস্য অনন্তস্থিরফলব্রহ্মজিজ্ঞাসা হ্যনন্তরভাবিনী॥

(অনুবাদ)

এই সূত্রে যে অথশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার অর্থ 'অনন্তর'। অতঃ এই শব্দের অর্থ 'এই কারণ'। (ব্যাকরণ প্রভৃতি) অঙ্গ এবং উপনিষদের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিবার পর (গুরুগৃহে বাস করিয়া মীমাংসাশাস্ত্রের সাহায্যে) বেদের প্রতিপাদ্য কর্ম্ম সকলের স্বরূপ অবগত হয়, বেদের প্রতিপাদ্য অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি চিরস্থায়ী নহে (অদৃষ্টবলে লব্ধ) ঐ স্বর্গাদিফলের তারতম্যও আছে (এবং ঐ সকল ফল একেবারে দুঃখের সহিত অমিশ্রিত নহে) এই কারণে বেদপ্রাপ্য স্বর্গাদি লাভের কারণ ঐ সকল অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্মের উপর বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইয়া থাকে। এই জন্য কর্ম্মস্বরূপজ্ঞানের পর (অবিনাশী ও দুঃখবিহীন) মোক্ষলাভের একমাত্র কারণ যে ব্রহ্ম তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসার উদয় হয় (ইহা নিশ্চিত)। (সুতরাং অথাতঃ এই শব্দদ্বয়ের মিলিত অর্থ ইহাই হইতেছে যে, সাঙ্গবেদার্থবিচারের পর বেদের প্রতিপাদ্য কর্ম্মসকলের অনিত্য ফলের প্রতি যেহেতু বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয় এই কারণে) ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এই পদের অর্থ ব্রহ্মকে জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছা।

(ভাষ্য)

ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ব্রহ্মণ ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতীতি বিশেষবিধানাৎ। যদ্যপি সম্বন্ধসামান্যপরিগ্রহেঽপি জিজ্ঞাসায়াঃ কর্ম্মাপেক্ষত্বেন কর্ম্মার্থত্বসিদ্ধিঃ তথাপি আক্ষেপতঃ প্রাপ্তাদাভিধানিকস্যৈব গ্রাহ্যত্বাৎ কর্ম্মণি ষষ্ঠী গৃহ্যতে।

(অনুবাদ)

ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসা এই সমাস বাক্যে (ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হইল। ...

জিজ্ঞাসা এই পদটী সিদ্ধ হয়। ব্রহ্মণ্ এই শব্দের উত্তর কর্ম্মবোধক ষষ্ঠী বিভক্তি হইতে ব্রহ্মণঃ এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। "কর্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি" এই পাণিনিসূত্রের নিয়মানুসারে কর্ম্ম বা কর্তৃরূপ অর্থবোধ স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তি না হইয়া ষষ্ঠী বিভক্তিই হইয়া থাকে। যদিও ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ সম্বন্ধসামান্য (সম্বন্ধসামান্যের অন্তর্গত কর্ম্মত্ব কর্তৃত্ব রূপ নানাপ্রকার সম্বন্ধ হইলেও) এস্থলে জিজ্ঞাসা শব্দের সহিত কর্ম্মকারকের অপেক্ষা থাকায় সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠী বিহিত হইলেও কর্ম্মত্ব-রূপ সম্বন্ধের বোধ হইতে পারে (অতএব কর্ম্মের স্থানে ষষ্ঠী না করিয়া সম্বন্ধ-সামান্যরূপ অর্থে ষষ্ঠী করিলেও কোন হানি বোধ হয় না) তথাপি সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠীর বিধান করিয়া—অপেক্ষাবশতঃ সম্বন্ধসামান্যের কর্ম্মত্বরূপ বিশেষ সম্বন্ধ রূপ অর্থ কল্পনা করা অপেক্ষা সাক্ষাৎ কর্ম্মত্ববোধক ষষ্ঠীর বিধানই উচিত এই কারণে (সম্বন্ধসামান্যে বিহিত ষষ্ঠীকে উপেক্ষা করিয়া) কর্ম্মার্থে সাক্ষাৎ বিহিত ষষ্ঠীর গ্রহণ করা হইয়াছে।

(ভাষ্য)

নচ প্রতিপদবিধানা ষষ্ঠী ন সমস্যত ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যাঃ সমাসনিষেধঃ শঙ্কনীয়ঃ কৃদ্যোগা চ ষষ্ঠী সমস্যত ইতি প্রতিপ্রসবসদ্ভাবাৎ।

অনুবাদ।

কর্ম্ম কিম্বা কর্তৃকারকে বিহিত যে ষষ্ঠী বিভক্তি তাহার সহিত অন্যপদের সমাস, ব্যাকরণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ এই কারণে সম্বন্ধসামান্যরূপ অর্থে বিহিত ষষ্ঠীরই গ্রহণ করিতে হইবে এই প্রকার শঙ্কা করাও উচিত নহে, কারণ কৃৎপ্রত্যয় যোগে কর্ম্ম বা কর্তৃকারকের অর্থে বিহিত ষষ্ঠীর সমাস হইতে পারে, ইহা 'কৃদ্-যোগা চ ষষ্ঠী সমস্যতে' এই [নিষেধ সত্ত্বেও বিশেষ বিধি] প্রতিপ্রসব দ্বারা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

(ভাষ্য)

ব্রহ্মশব্দেন চ স্বভাবতো নিরস্তনিখিলদোষোঽনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণগণঃ পুরুষোত্তমোঽভিধীয়তে। সর্ব্বত্র বৃহত্ত্বগুণযোগেন হি ব্রহ্ম-শব্দঃ বৃহত্ত্বঞ্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যত্রানবধিকাতিশয়ং সোঽস্য মুখ্যোঽর্থঃ। স চ সর্ব্বেশ্বর এব অতো ব্রহ্মশব্দস্তত্রৈব মুখ্যবৃত্তঃ।

(অনুবাদ)

ব্রহ্ম শব্দের বাচ্যার্থ পুরুষোত্তম (নারায়ণ)। তিনি স্বভাবতঃ সকলপ্রকার দোষ হইতে নির্ম্মুক্ত এবং সকল জীবের কল্যাণকর অসংখ্য গুণরাশিতে ভূষিত। ঐ সকল গুণরাশির সীমা নাই (এবং অন্য কোন পুরুষেও ঐ সকল গুণের অধিকরূপে সমাবেশ হইবার সম্ভাবনা নাই)। ব্রহ্মশব্দের যৌগিক অর্থ বৃহৎ অর্থাৎ মহান্—যিনি নিজস্বরূপে মহান্ ও যাঁহার গুণ রাশিও মহান্। ফলতঃ যাহা হইতে বৃহত্তর বস্তু বিদ্যমান নাই এবং যাঁহার লোককল্যাণকর গুণরাশি হইতে বৃহত্তর গুণরাশিও অন্য কোন পুরুষে হইতে পারে না। সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরই ব্রহ্ম শব্দের প্রকৃত অভিধেয় অর্থ। সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরই পুরুষোত্তম সুতরাং এই সূত্রে ব্রহ্ম শব্দ সেই সর্ব্বেশ্বর পুরুষোত্তম রূপ বাচ্যার্থকে বোধ করাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

(ভাষ্য)

তস্মাদন্যত্র তদ্গুণলেশযোগাদৌপচারিকঃ অনেকার্থকল্পনাযোগাৎ ভগ-বচ্ছব্দবৎ তাপত্রয়াতুরৈরমৃতত্বায় স এব জিজ্ঞাস্যঃ। অতঃ সর্ব্বেশ্বরো জিজ্ঞাসা-কর্ম্মভূতং ব্রহ্ম।

(অনুবাদ)

সেই সর্ব্বেশ্বর ব্যতিরেকে (অন্য কোন আপেক্ষিক ঐশ্বর্য্যশালী জীবেও যদ্যপি ব্রহ্মশব্দের ব্যবহার হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এরূপ স্থলে ব্রহ্ম-অভিধেয় অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু লাক্ষণিক (সুতরাং লক্ষণারূপ গৌণশক্তি অবলম্বনেই ব্রহ্ম শব্দ সর্ব্বেশ্বর ব্যতিরিক্ত অন্য কোন ব্যক্তিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে)। যে প্রকার ভগবান এই শব্দটী সেই সর্ব্বেশ্বরেরই বাচক হইলেও লোক-অন্যত্র (মাননীয় পূজ্য ব্যক্তি তাৎপর্য্যেও) ঐ শব্দের ব্যবহার করে এবং ঐ স্থলে অর্থে ভগবান্ এই শব্দটী লাক্ষণিক। (এই প্রকারই শাস্ত্রকর্ত্তারা অঙ্গীকা-

করেন ব্রহ্মশব্দের বা ভগবান এই শব্দের) অনেক যাথার্থ কল্পনা করা উচিত নহে (কারণ তাহাতে কল্পনাগৌরব হয়, এই কারণে এই সকল শব্দের মুখ্যার্থ একমাত্র সেই পরমেশ্বর। এতদ্ভিন্ন যত অর্থে এই সকল শব্দের ব্যবহার হউক না কেন, সকল স্থলে উহার লাক্ষণিক প্রয়োগ স্বীকার করিতে হইবে। আধ্যাত্মিক আধিভৌতিকও আধিদৈবিক এই) ত্রিবিধ তাপে তাপিত জীবগণের তাপত্রয় পরিহার পূর্ব্বক অমৃতপদ লাভ করিতে হইলে সেই সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ নারায়ণের প্রকৃত স্বরূপ জানিবার জন্য অভিলাষ করা উচিত। এই কারণে এই সূত্রে মোক্ষের কারণ জিজ্ঞাসার কর্ম্ম (বিষয়) স্বরূপে সেই সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

(ভাষ্য)

জ্ঞাতুমিচ্ছা জিজ্ঞাসা ইচ্ছায়া ইষ্যমাণপ্রধানত্বাদিষ্যমাণং জ্ঞানমিহ বিধীয়তে।

(অনুবাদ)

জিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ জ্ঞান লাভের ইচ্ছা। (ইচ্ছার যাহা বিষয় তাহার লাভ হইলেই ইচ্ছা নিবৃত্ত হয় এই কারণে) ইচ্ছার বিষয় যে বস্তু তাহাই বিধেয় ও প্রধান (বলিয়া ব্যবহৃত হয়)। এই স্থলে ইচ্ছার বিষয় ব্রহ্মজ্ঞান সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানই প্রধান ও বিধেয় হইতেছে।

(ভাষ্য)

মীমাংসাপূর্ব্বভাগজ্ঞাতস্য কর্ম্মণোঽল্পাস্থিরফলত্বাৎ উপরিতনভাগাবসেয়স্য ব্রহ্মজ্ঞানস্যানন্তাক্ষয়ফলত্বাচ্চ পূর্ব্ববৃত্তাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদনন্তরং তত এব হেতোর্ব্রহ্ম জ্ঞাতব্যমিত্যুক্তং ভবতি। তদাহ বৃত্তিকারঃ "বৃত্তাৎ কর্ম্মাধিগমাদনন্তরং ব্রহ্ম বিবিদিষা" ইতি।

মীমাংসা শাস্ত্রের পূর্ব্বভাগে প্রতিপাদিত কর্ম্মের ফল অল্প ও অস্থির এবং মীমাংসা শাস্ত্রের উত্তরভাগের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানের ফল অনন্ত এবং অক্ষয় এই কারণে মীমাংসার পূর্ব্বভাগপ্রতিপাদ্য কর্ম্মজ্ঞানের পর ব্রহ্মকে জানা আবশ্যক

ইহাই সূত্রে উক্ত হইতেছে। (মহর্ষিজৈমিনিপ্রণীত মীমাংসাশাস্ত্রকে কর্ম্মমীমাংসা কহে এবং মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত ব্রহ্মসূত্র সকলকে ব্রহ্মমীমাংসা কহে। এই কর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা উভয়কেই মীমাংসাশাস্ত্র বলা যায়, সুতরাং মীমাংসার পূর্ব্বভাগ বলিলে জৈমিনিপ্রণীত কর্ম্মমীমাংসাশাস্ত্রকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং মীমাংসার উত্তর ভাগ বলিলে ব্রহ্মসূত্র সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে। অথ এবং অতঃ এই দুইটী শব্দ মিলাইলে কি প্রকার অর্থ হইতে পারে, তাহাই এই ভাষ্যে প্রদর্শিত হইতেছে। সূত্রে যে অথ শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ "সম্যক্ প্রকারে জৈমিনি প্রণীত কর্ম্মমীমাংসা শাস্ত্রের অধ্যয়নের অনন্তর" ইহাই বুঝিতে হইবে। কর্ম্মমীমাংসাশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য যাগ হোম প্রভৃতি বেদোক্ত কর্ম্মসকলের স্বর্গাদিরূপ ফল বিনাশী ও সাতিশয়। ইহা কর্ম্মমীমাংসাশাস্ত্রাধ্যয়নের পর যেহেতু লোক বুঝিতে সক্ষম হয় এই কারণেই কর্ম্মমীমাংসাশাস্ত্রের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে অনন্ত ও নিরতিশয় মোক্ষরূপ ফল লাভের উপায় রূপ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি কর্ম্মফলে বিতৃষ্ণ ব্যক্তির ইচ্ছা উৎপন্ন হয়)। এই বেদান্তসূত্রের বৃত্তিকার (ভগবান্ বোধায়ন) সূত্রার্থ বর্ণন করিতে গিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, বৈদিক কর্ম্ম সকলের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞান হইবার পরই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে।

(ভাষ্য)

বক্ষ্যতি চ কর্ম্মব্রহ্মমীমাংসয়োরৈকশাস্ত্র্যং "সংহিতমেতচ্ছারীরকং জৈমিনীয়েন ষোড়শলক্ষণেনেতি শাস্ত্রৈকত্বসিদ্ধিঃ" ইতি অতঃ প্রতিপিপাদয়িষিতার্থভেদেন ষট্কভেদবদধ্যায়ভেদবচ্চ পূর্ব্বোত্তরমীমাংসয়োর্ভেদঃ।

(অনুবাদ)

বৃত্তিকার স্বীয় বৃত্তিতে কিয়দ্দূরে গিয়া আরও বলিয়াছেন যে "(জৈমিনি-মুনি-প্রণীত দ্বাদশাধ্যায়ে বিভক্ত) পূর্ব্ব মীমাংসার সহিত মিলিত হইয়া (অধ্যায় চতুষ্টয়ে বিভক্ত) এই উত্তরমীমাংসা এক শাস্ত্ররূপেই পরিগণিত হইয়া থাকে। (সুতরাং সমুদায় মীমাংসাশাস্ত্র ষোড়শ অধ্যায়ে বিভক্ত ইহাই স্থির হইতেছে)।

(প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা এই দুই মীমাংসাই মিলিত হইয়া এক মীমাংসাশাস্ত্র বলিয়া ব্যবহৃত হয়,) পরস্পরের প্রতিপাদ্য অবান্তর ভেদ আছে বলিয়া পূর্ব্বমীমাংসার অধ্যায় সকল পরস্পর ভিন্ন হইলেও প্রধানতঃ প্রতিপাদ্য ধর্ম্মরূপ বিষয়ের একরূপতা নিবন্ধন যে প্রকারে দ্বাদশাধ্যায়ে বিভক্ত কর্ম্মমীমাংসাকে এক শাস্ত্র বলা গিয়া থাকে এবং পূর্ব্বের অধ্যায় ছয়টি ও পরবর্ত্তী অধ্যায় ছয়টীর প্রতিপাদ্য অর্থের ভেদ থাকিলেও ঐ ছয়টী অধ্যায়ে মিলিত হইয়া এক মীমাংসা শাস্ত্র বলিয়া ব্যবহার করিতে কাহারও আপত্তি নাই সেই প্রকার ধর্ম্ম ও ব্রহ্মরূপ অবান্তর বিষয়ে পার্থক্য থাকা প্রযুক্ত অধ্যায় ভেদের ন্যায় পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসার আপেক্ষিক ভেদ বিদ্যমান থাকিলেও উভয় ভাগেরই বিচার্য্য বেদার্থরূপ বিষয়ের ঐক্য প্রযুক্ত পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা মিলিত হইয়া এক শাস্ত্র বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে।

(ভাষ্য)

মীমাংসাশাস্ত্রমথাতোধর্ম্মজিজ্ঞাসেত্যারভ্যানাবৃত্তিঃ শব্দাদিত্যেবমন্তং সঙ্গতিবিশেষেণ বিশিষ্টক্রমং তথাহি—

(অনুবাদ)

কর্ম্মমীমাংসার প্রথম অধ্যায়ের প্রথমসূত্র "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" হইতে ব্রহ্মমীমাংসার শেষ অধ্যায়ের শেষ সূত্র "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" এই পর্য্যন্ত মীমাংসা শাস্ত্র। এই মীমাংসা শাস্ত্রের প্রথমভাগ কর্ম্মমীমাংসা যে ব্রহ্মমীমাংসা শাস্ত্রের পূর্ব্বেই পাঠ্য এবং কর্ম্মমীমাংসা শাস্ত্র অধ্যয়নের পরই যে ব্রহ্মমীমাংসার পাঠ হওয়া আবশ্যক এই প্রকার পূর্ব্বাপর পাঠের ক্রম থাকা প্রযুক্ত কর্ম্মমীমাংসা শাস্ত্রকে মীমাংসা শাস্ত্রের পূর্ব্বভাগ বলা যায় এবং ব্রহ্মমীমাংসা শাস্ত্রকে মীমাংসা শাস্ত্রের উত্তরভাগ বলা যায়। এই প্রকার বৃত্তিকার বর্ণন করিয়াছেন। ইহার প্রতি কারণ হইতেছে, এই মীমাংসা শাস্ত্রদ্বয়ের পরস্পর সঙ্গতি। কিরূপ সঙ্গতি আছে বলিয়া মীমাংসা শাস্ত্রকে এইরূপ পূর্ব্বাপর ভাগদ্বয়ে বিভাগ করা গিয়া থাকে, তাহাই এক্ষণে বিশদরূপে প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

[ক্রমশঃ]

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১লা জ্যৈষ্ঠ। [৯ম সংখ্যা।]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

—:*:—

(শ্রীম—কথিত।)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরমহংসদেবের কথোপকথন।

প্রায় সপ্তদশ বর্ষ অতীত হইল। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাসপ্তমী তিথি। শনিবার প্রায় চারিটা বাজিয়াছে। পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী হইতে গাড়ি করিয়া কএকটী ভক্তের সহিত শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানের বাটীতে আসিতেছেন। বিদ্যাসাগরকে দেখিবেন তাঁর ইচ্ছা।

পরমহংসদেব বিদ্যাসাগরকে দেখিবার জন্য মাষ্টারের সহিত অনেক দিন পরামর্শ করিতেছিলেন। অবশেষে তাঁহাকে বিদ্যাসাগরের নিকট পাঠাইলেন। বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করিলেন,'কি রকম পরমহংস? বুঝি গেরুয়া কাপড় পরা?' মাষ্টার উত্তরে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন "না মহাশয়, তিনি আমাদের মত কাপড় ও জামা পরেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে থাকেন, ঈশ্বর বই আর কিছুই জানেন না; এক আশ্চর্য্য মানুষ, আপনি দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারবেন।" বিদ্যাসাগর বলিলেন, 'আচ্ছা বেশ, শনিবার বৈকালে আনিও।'

গাড়ি Amherst street এ আসিয়াছে ও রাজা রামমোহন রায়ের বাড়ীর পার্শ্ব দিয়া যাইতেছে। এতক্ষণ পরমহংসদেব কথা কহিতে কহিতে, আনন্দ করিতে করিতে, আসিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে হঠাৎ স্থির ও বাক্যশূন্য হইলেন।

মাষ্টার বুঝিতে পারেন নাই যে, পরমহংসদেব জগন্মাতার শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা করিতেছেন, তাই বলিলেন, এইটী রাজা রামমোহন রায়ের বাড়ী। পরমহংসদেব বিরক্ত হইয়া বলিলেন "থাক্ থাক্, ও সব কথা আমার এখন ভাল লাগ্‌ছে না।"

কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়ী বিদ্যাসাগরের বাড়ীর ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইল। পরমহংসদেব একজন ভক্তের হাত ধরিয়া নামিলেন। সঙ্গে ভবনাথ, মাষ্টার, হাজরা ও অন্যান্য ভক্ত। বৈঠকখানা যাইতে সিঁড়ি উঠিবার সময় পরমহংসদেব কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া একজন ভক্তকে বলিলেন, 'তুমি কি বল, আমার বোতামগুলি কি বন্ধ করিয়া যাব ?'

ভক্তটী বলিলেন, 'এজন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন না ; বোতাম না দিলে আপনার কিছু দোষ হবে না।' পরমহংসদেব বালকস্বভাব ; একথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। যেন পাঁচ বছরের ছেলে।

সিঁড়ি উঠিয়াই যে ঘর, সেই ঘরেই সকলকে লইয়া যাওয়া হইল। ঘরটী দক্ষিণমুখো। বিদ্যাসাগর দক্ষিণাস্য হইয়া কেদারায় বসিয়াছিলেন। সাহেবের ন্যায় সম্মুখে টেবিল্। তাহাতে অনেক গ্রন্থ ও কাগজপত্র ছিল। ঘরে আরো কয়েকটী লোক ছিল তন্মধ্যে একটী ছেলে বিনা বেতনে স্কুলে ভর্ত্তি হইবার প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন। একটী ভক্ত অগ্রসর হইয়া বলিলেন, পরমহংসদেব আসিয়াছেন। বিদ্যাসাগর আসন পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। পরমহংসদেব পশ্চিমাস্য, একটি হাত টেবিলের উপর, এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, এক দৃষ্টে নিঃশব্দে বিদ্যাসাগরকে দেখিতেছেন। পরমহংসদেবের মুখমণ্ডল আনন্দে পূর্ণ, মাঝে মাঝে বালকের ন্যায় হাসিতেছেন।

ক্রমে ক্রমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন ও গভীর ভাব সমাধিতে মগ্ন হইলেন।

অনেকক্ষণ পরে হুঁস হইলে আসন গ্রহণ করিলেন ও বলিলেন, 'আমি জল খাব।' সমাধিভঙ্গের অব্যবহিত পরে প্রায়ই তিনি জল খাইতে চাইতেন। বিদ্যাসাগর ভক্তদের বলিলেন, "বর্দ্ধমান থেকে মিঠাই আসিয়াছে, উনি কি খাবেন ?" ভক্তেরা কোনও আপত্তি না করাতে তিনি বাড়ীর ভিতর হইতে মিঠাই নিজে আনিয়া পরমহংসদেবের সম্মুখে রাখিলেন। পরমহংসদেব জগন্মাতাকে নিবেদন করিয়া কিছু মুখে দিবার পর বিদ্যাসাগর ভক্তদের খাইতে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ আমার খুব দিন; আজ সাগরে এসে মিলিলাম। এতদিন খাল, বিল, বড় জোর নদী পর্য্যন্ত আসিয়াছিলাম। (সকলের হাসা)

বিদ্যাসাগর। তা বেশ মশাই, আপনারা সাগর থেকে এখন কিছু নোনা জল লইয়া যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না গো, তুমি কেন লবণ সমুদ্র হতে যাবে ? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও ! তুমি যে বিদ্যার সাগর, তুমি ক্ষীর সমুদ্র ! (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগর। মশাই, তা বল্‌তে পারেন বটে (সকলের হাসা)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার সত্ত্বগুণ; তবে সত্ত্বের রজঃ। দয়া, পরোপকার ইহার ধর্ম্ম। এ রজোগুণের দোষ নাই। অনাসক্ত হয়ে পরোপকার করলে আর ঈশ্বরে ভক্তি থাকিলে ঈশ্বর লাভ নিশ্চয় হয়। আর আমি বলি তুমিই সিদ্ধ, তুমি যে কালে এত নরম হয়েছ। সিদ্ধ না হলে আলু পটল কখন নরম হয় না। (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগর। কিন্তু মশাই কলাই বাটা সিদ্ধ হলে শক্ত হয়, নরম হয় না। (সকলের হাসা)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাঁসিতে হাঁসিতে) ওগো তুমি সে সব কিছুই নও। তুমি শুধু পণ্ডিত নও। শুধু পণ্ডিত গুলো শুক্‌নো, একটুও রসকস নাই। অনেকে মুখে পণ্ডিত, কাজে কিছুই নয়। পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, পাঁজি টিপলে কিন্তু এক ফোঁটাও পড়ে না। সেইরূপ পণ্ডিতরা লম্বা লম্বা ক...

কয়, নির্গুণ ব্রহ্মের কথা কয়, তত্ত্বজ্ঞানের কথা কয়, নানাশাস্ত্রের কথা কয়। কিন্তু তাদের মধ্যে কজন ধারণা করে? আর ঈশ্বরকে জানাই জ্ঞান, ঈশ্বরকে জানাই বিদ্যা। শাস্ত্র বল, দর্শন বল, ব্যাকরণ বল, যদি এ সকল ঈশ্বর লাভের পথে না নিয়ে যায়, তা হলে কি হ'ল? ওতে কেবল মনের ভেতর কতকগুলো বোঝা আনা হ'ল।

সমস্ত গীতা পড়্‌বার কি দরকার? গীতা গীতা দশবার জপ দেখি, তা হোলেই হবে। কেন না দশ বার বোল্‌তে গেলে, 'ত্যাগী' হোয়ে যায়। অর্থাৎ এক কথায় গীতায় বলেছে, 'ত্যাগ কর।' অতএব গীতার সার এই,—হে জীব, ঈশ্বর লাভের জন্য সমস্ত ত্যাগ কর।

সন্ন্যাসী বাহিরের ত্যাগ করবে ও মনে ত্যাগ কর্‌বে, বিষয়কর্ম্ম ত্যাগ করবে আর যে কিছু কর্ম্ম করবে তা অনাসক্ত হয়ে করবে। সংসারী লোকের ঈশ্বর লাভের জন্য মনে ত্যাগ করা উচিত।

[ক্রমশঃ]

আমার

তিব্বত ভ্রমণের

এক পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সাহেব ক্রমশঃ নীচে চলিয়া গেল। আমরাও যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। একদিন একটী প্রৌঢ়াবস্থাপন্ন ভুটিয়া ভদ্রলোক আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। পরিচয়ে বুঝিলাম, ইনিই আমাদের সহিত যাইবেন। লোকটা অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞ বলিয়া বোধ হইল। এ ব্যক্তি হিন্দী বঙ্গবাসীর গ্রাহক—সংবাদ পত্র রীতিমত পাঠ করে, ইংরাজী শিখিবার জন্য একখানি হিন্দী-ইংরাজী পুস্তক ক্রয় করিয়া সেইটী পাঠ করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু

শিক্ষকাভাবে বড় উন্নতি করিতে পারে নাই। এ ব্যক্তি বলিত, আমার অনেক গুলি প্রশ্ন মনে উদয় হয়, কিন্তু তাহার কিছুই মীমাংসা করিতে পারি না। স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলায় বলিত, যদি কখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাঁহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিব। নিজের জাতির মধ্য-গত কদাচার সমূহের উল্লেখ করিয়া সময়ে সময়ে দুঃখ করিত। কিন্তু কুসংস্কারের আশ্চর্য্য প্রভাব! একদিন সে আমাদের নিকট অতি ম্লানবদনে আসিয়া উপস্থিত হইল। জিজ্ঞাসিলে বলিল, আমার একটী কন্যার অশুভ নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে, সকলে পরামর্শ দিতেছেন, ইহাকে ত্যাগ কর। কি করি, স্নেহ বশতঃ, একেবারে ফেলিয়া দিতে পারিতেছি না। মনে করিতেছি, অপরকে বিলাইয়া দিব। আমরা তাহাকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিলেও সে নিবৃত্ত হইল না। পরিশেষে বিষণ্ণ-চিত্তে পঁচ্‌পন (পঞ্জিকা) খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিল, তাহার দিন দেখা ভুল হইয়াছে। তখন একটু স্থির হইল।

ইহার নাম ধনিরাম—গোবরিয়া পণ্ডিতের আত্মীয়। ইহার সহিতই আমাদিগকে তিব্বত যাইতে হইবে—ইহার সহিত গোবরিয়ার পাঠাইয়া দিবার আরও কারণ ছিল। কালী নদীর অপর পারে নেপাল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই নেপালের মধ্য দিয়া যাইলে তিব্বতীয়েরা কম সন্দেহ করিবে, এই ভাবিয়া গোবরিয়া এই পথ দিয়া আমাদিগকে পাঠান পরামর্শ স্থির করিল। আমরা ধনিরামের সহিত আলাপে বিশেষ প্রীত হইলাম। গার্ব্বিয়াঙ হইতে বাহির হওয়া স্থির হইল।

প্রস্তাবের প্রথমে পাঠক-বর্গকে এক অপূর্ব্ব গুহার বিবরণ প্রদানে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। এইবার সেই কথা বলিব। আমাদের পণ্ডিত লছ্‌মীদত্তের সহিত প্রত্যহই ধুনির ধারে বসিয়া গল্প হইত। একদিন পণ্ডিত বলিল—"ছাংরু গ্রামের অনতিদূরবর্ত্তী পর্ব্বতে এক অপূর্ব্ব গুহা আছে, একবার আমরা উহা দেখিতে গিয়াছিলাম। উহার মধ্যে অনেক মহাত্মা যোগ-মগ্ন হইয়া সমাধিস্থ রহিয়াছেন, দেখিলাম। তাঁহাদের অস্থি, চর্ম্ম, মাংস, সমুদয়ই অবিকৃত ভাবে রহিয়াছে. তাঁহারা যে কত বর্ষ বয়স্ক তাহা

কিছুই সীমা পরিসীমা নাই।” আরও অনেকে পণ্ডিতের কথা সমর্থন করিল। তবে পণ্ডিতও ঐ স্থানে যাইবার দুর্গমতা বর্ণনা করিল। বলিল—যাইবার পথ ভাল নাই। গাছ ধরিয়া ধরিয়া যাইতে হয়, উহার আরও উর্দ্ধে বাসাশ্রম আছে; সেখানে অনেক বৃক্ষ-লতা ও জলাশয়াদি আছে। যাহা হউক, সেখানে কেহ কখন যাইতে পারে নাই। পণ্ডিতের কথা শুনিয়া আমাদের ভয়ানক কৌতূহল হইল। আমরা পণ্ডিত ও অপর সকলের নিকট যথা-সাধ্য এই বিষয়ের অনুসন্ধান লইতে লাগিলাম।

এইবার ছাঙ্কে যাইবার সময় আসিল। চর্ম, কমণ্ডলু, কম্বল, জুতাপাণড়ি প্রভৃতি কোনরূপে লইয়া আমরা চলিতে উদ্যুক্ত হইলাম। পণ্ডিত লছমীদত্ত, জয়মল, পোষ্ট আফিসের মুনসী প্রভৃতি আমাদিগকে অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দিতে আসিল। পণ্ডিতজীর গৃহে আমাদের লাঠি ও একটু আধটু যা কাগজ পত্র ছিল, সব রাখিয়া গেলাম। কাগজ রাখিয়া গেলাম—কেবল তিব্বতীয়দের ভয়ে। উহাতে পরমার্থবিষয়ক সঙ্গীত ব্যতীত আর বিশেষ কিছু ছিল না। মানুষের একত্র বাসেই মায়া হয়। পণ্ডিতের সহিত আমরা ১৯।২০ দিন ছিলাম, পণ্ডিতের আমাদের উপর কিছু মায়া হইয়াছিল—বিদায় দিবার সময় কাঁদিয়া ফেলিল। আমরাও তাহাকে কষ্টে বিদায় দিলাম।

চলিতে লাগিলাম—এতদিন যে পথে আসিয়াছিলাম, তাহা যতই দুর্গম হউক না কেন, এক্ষণে যে পথে চলিতে লাগিলাম, তাহা দুর্গমতর প্রতীত হইতে লাগিল। প্রত্যেকের পৃষ্ঠে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভার আছে। তাহা লইয়া এরূপ পথে চলিতে অতিশয় কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। সময়ে সময়ে মনে হইতে লাগিল, বুঝি পড়িয়া যাইব। যাহা হউক, ক্রমশঃ চলিতে লাগিলাম। এ নেপালের সীমানা, এখানকার পথ-ঘাট বড় ভাল নহে দেখিলাম। ক্রমশঃ কালী নদীর নিকটবর্ত্তী হইলাম—এই নদীর উপর দুইটী জীর্ণাবস্থাপন্ন পুল রহিয়াছে, অতি সাবধানে অপর পারে গেলাম।

(ক্রমশঃ)

অন্নচিন্তা।

(৩)

পূর্ব্ব প্রস্তাবে যে আমরা বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়াছি, তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, বাল্য বিবাহের দ্বারা লোক সংখ্যা বৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে। বাল্য বিবাহের দ্বারা যে কতক পরিমাণে সমাজে লোকবৃদ্ধি হইতেছে, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বিবাহের বয়স কিঞ্চিৎ পিছাইয়া দিলে স্ব স্ব পরিবারবর্গকে অনেক পরিমাণে লোক বৃদ্ধির হাত হইতে রক্ষা করিতে পারা যায় এবং তাহা ব্যতীত, পুরুষগণের বিবাহের বয়স আরও পরে নির্দ্দিষ্ট হইলে, পুরুষগণ সংসারজালে বিজড়িত হইবার পূর্ব্বে উপার্জ্জনক্ষম হইয়া সংসারের বর্ত্তমান অবস্থাকে অনেক পরিমাণে উন্নত করিতে পারে এবং নিজে নিজেও উপস্থিত ব্যয়ের অল্পতা প্রযুক্ত, আবশ্যকীয় ব্যয় সংকুলান করিয়াও কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে। আজ কাল ও প্রায়ই ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরুষ বা বালকগণ উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় এবং উহার ফলে অন্নের গলগ্রহ হইতে হয় কিম্বা দারিদ্র্যে নিষ্পীড়িত হইতে হয়। এক-বার দারিদ্র্য বা অভাব আসিয়া পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে যদি সমধিক আয়ের উপায় না হয়, তাহা হইলে, আর সেই উন্নতিকাম যুবকের মস্তক উত্তোলন করিবার শক্তি থাকে না এবং সেই কোমল ও স্থিতিস্থাপক হৃদয়মনোবিশিষ্ট দম্পতী চিরদিনের মত উদ্যম ও উৎসাহ হীন হইয়া পড়েন। এই সকল কারণে আমাদের মনে হয় যে, বিবাহই আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছে এবং যতদিন এই বিবাহের প্রতি লালসা লোকের হৃদয় হইতে না বিদূরিত হইবে, ততদিন সুশৃঙ্খলতা, সচ্ছলতা এবং শান্তিভাব সংসারে স্থান পাইতে পারেই না। পৃথিবীতে জীবন ধারণ করিয়া চিরদিন দৈন্যদশাগ্রস্ত ও দুঃখে জর্জ্জরিত হওয়া কখনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। যাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বরের সৃষ্ট

রক্ষা করিবার জন্য বিবাহ করা নিতান্তই প্রয়োজন, তাঁহাদিগকে আমাদিগের একমাত্র বক্তব্য এই যে, বিশ্বকর্তার সৃষ্টি-রক্ষার জন্য তোমার আমার ভাবিবার কোন আবশ্যক নাই, কোন অধিকার নাই। জীর্ণকলেবর, অনাহারী, স্বীয় অন্ন উপার্জ্জনে অক্ষম হইয়া ভগবানের দোহাই দিয়া ঘোর অদূরদর্শিরূপে বিবাহিত হইয়া সংসারের কলেবর অন্যায় রূপে বৃদ্ধি করা ঘোর পাপ বলিয়া মনে হয়। সংসারের অন্যান্য পাঁচটা কাজের ন্যায় ইহাকেও যদি একটা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বিবাহ কার্য্যটাকে একটা প্রধান কার্য্য বলিয়া মনে হয় না। আমাদের সমাজে আধুনিক অবস্থায় দেখা যায়, বিবাহ করা জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সংসারের সুখ দুঃখ ভাবিবার বিষয় নহে। এই অপরিণামদর্শিতার ফলে দেশ মধ্যে অন্নের জন্য এত হাহাকার, বালক বালিকা এই জন্য এত মলিন, যুবক যুবতী উদ্যমহীন ও ক্ষীণকায়, এবং প্রৌঢ়গণ প্রকৃত প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন, ইহা কি অল্প পরিতাপের বিষয়?

ভারতবাসী যে উদ্যমহীন, উৎসাহহীন, তাহার কারণ কি? অল্প বয়সে বিবাহিত হইয়া, তাহারই অচিরকাল মধ্যে সন্তানসন্ততিগ্রস্ত হইয়া অর্থের জন্যে দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটাছুটি করিতে বাধ্য হয়। অর্থের জন্য অপরিমিত কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম না করিয়া পারে না, তথাপিও যথেষ্ট উপার্জ্জনাভাবে আবশ্যকমত আহার পরিধান ঘটে না।

ইহার পরে দেখা যায়, আজ কালের বিদ্যালয়ে যে প্রণালীতে লেখা পড়া শিখান হইয়া থাকে, তাহাতে বোধ হয়, শত করা নব্বই জনের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ একবারে রোধ হইয়া যায়। বিদ্যালয় সমূহে কার্য্যকরী কোন শিক্ষা প্রদানের আজও পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয় নাই। এতদ্ব্যতীত বিদ্যালয় সমূহের কর্তৃপক্ষীয়গণ স্বীয় শিক্ষাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়াই বোধ হয়, বালকগণকে সুকোমলমতি মনে করিতে পারেন না, অথবা মনে করিয়া থাকেন যে, বালকেরাও তাঁহাদিগের ন্যায়ই প্রতিভাবিশিষ্ট এবং সেই কারণে সেই অপরিণতবয়স্ক বালকদিগকে কঠিন ও অসংখ্য পুস্তক পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বালকগণ

বাল্যকাল হইতেই অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়ে এবং অল্পবয়সেই কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া ইহ জীবনের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়গণের জানা উচিত যে, সকল যুবকই উচ্চ শিক্ষা পাইতে পারে না, আর্থিক অবস্থা সকলের সচ্ছল নহে। সুতরাং অবিমৃষ্যভাবে শিক্ষা দিতে থাকিলে, বালকদিগের সময় নষ্ট হয় মাত্র। এক্ষণে কার্য্যকরী শিক্ষার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। সুতরাং বাজে পুস্তকাদি পাঠ করাইয়া সময় নষ্ট না করাইয়া, যাহাতে বালকগণ ভবিষ্যতে সংসার ক্ষেত্রে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। উচ্চ ইংরাজি শিক্ষার কুহকে পড়িয়া শিল্পী ও শ্রমজীবিকুল উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। আর যাহারা মসীজীবী, তাহারাও উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মস্তকের (বিকার ভিন্ন ইহাকে আর কি বলা যায়?) বিকারবশতঃ ক্ষুদ্র ব্যবসায় বা চাকরীতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, অথচ অভিলষিত কার্য্যও জুটে না, সুতরাং এই বিষম সমস্যায় পড়িয়া তাহারাও সংসারে দুঃখ আনিবার সহায়তা করিয়া থাকে।

শ্রী প্রবোধ চন্দ্র দে।

[ক্রমশঃ।]

আচার্য্য শঙ্কর ও মায়াবাদ।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখিত।)

৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর।

বিষয়ে দোষ দর্শন ও প্রকৃত বৈরাগ্য এই দুইটী গুণই বৌদ্ধধর্ম্মের মূলভিত্তি। স্বভাবের বৈচিত্র্যে, ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের এই মূলদ্বয়ের উপর অবিশ্রান্ত ভা... বহুশত বর্ষের কুঠারাঘাতে যে সময়ে বৌদ্ধপ্রাবল্য ভারতে নষ্টপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল, সেই সময়কে আমরা বৌদ্ধবিপ্লব বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। বৌদ্ধ

ধর্ম্ম, ধর্ম্মজগতে যুগান্তর আনিয়াছিল, ইহা সত্য; বৌদ্ধ ধর্ম্মের শান্তিময় সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করিয়া বৈরাগ্য ও জ্ঞানের অমৃত সরোবরে অবগাহন করিতে করিতে, সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ নীচজাতীয় মনুষ্যও প্রাচীন ভারতের সমাজের শীর্ষস্থানে বিরাজমান ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী শক্তির প্রতি অবজ্ঞার নয়নে চাহিতে সমর্থ হইয়াছিল, ইহা যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা ঐতিহাসিকের অবিদিত নহে। পীড়িতের ক্লেশ, দুঃখিতের অশ্রুজল, আত্মাভিমানের বৃশ্চিক দংশন, ধনের উন্মত্ততা, ও সৌন্দর্য্যের দুরভিমান প্রভৃতি দুরন্ত রিপু-গণকে দূর করিবার যাহা কিছু সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণ, সেই সকলের একত্র সমাবেশ বৌদ্ধধর্ম্মে যত অধিক পরিমাণে উপলব্ধ হয়, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের পরে আবির্ভূত অন্য কোন ধর্ম্মে পরিদৃষ্ট হয় না, একথাও অনেক পণ্ডিত একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন।

সকলিই ছিল সত্য, কিন্তু এই ভারতে যাহা না থাকিলে কোন ধর্ম্মই সার্ব্বভৌম হইয়া চিরস্থায়ী হইতে পারে না, বৌদ্ধধর্ম্মে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ছিল না। ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তির জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হয় নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য নির্ব্বাণ, সংসারের বিষময় বৃশ্চিক দংশনের অবিশ্রান্ত জ্বালা অনুভব করিতে করিতে নৈরাশ্যের অন্ধকারে যাহাদের আত্মপ্রকাশ মলিন হইয়া পড়ে, অনেক দিনের গাঢ় অনুশীলনে জগতের আধি ব্যাধি ও মৃত্যু যাহাদের নিকট দুঃখময় বলিয়াই আর কিছু বোধ হয় না, রোগ, শোক, সন্তাপ, নৈরাশ্য, সংশয় ও ব্যাকুলতা যাহাদের হৃদয়াকাশে প্লাবনের জলধরজালের ন্যায় অবিশ্রান্ত ক্লেশধারাবর্ষণ ও হৃদয়-বিদারণ ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া থাকে, বৌদ্ধধর্ম্মের শান্তিময় অঙ্ক তাহাদের পক্ষে সুখসেব্য হইতে পারে ইহা স্থির, কিন্তু নির্ব্বাণ সকল জীবেরই যে একমাত্র লক্ষ্য হইবে, তাহা সম্ভবপর নহে। এই সংসারে থাকিয়া সংসারের সুখ সম্পদ্ ভোগ করিয়া, মৃত্যুর পরে আবার সুখরাজ্যের প্রজা হইতে উৎকট বাসনা মানবীয় হৃদয়ের একটী স্বাভাবিক বৃত্তি। এই বৃত্তির চরিতার্থতাকে পণ্ড করিয়া নির্ব্বাণের সর্ব্বশূন্যময় অনন্ত সাগরে মগ্ন হইবার জন্য পূর্ণ বৈরাগ্য

সংসারে অতি অল্প লোকেরই হইয়া থাকে। বুদ্ধদেবের চরিত্র ও [illegible] গুণে এবং তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যগণের কৌশলময় বাগ্মিতা ও লোকপ্রিয় সর্ব্বপ্রিয়তার প্রসাদে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথমে সার্ব্বজনীনতার ধারণ করিবার উপক্রম করিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ; কৃষকের সঙ্কীর্ণ গৃহাগ্র হইতে ভারতসম্রাটের বিশাল প্রাসাদের গগনস্পর্শি মণ্ডপের উপর লম্বমান পতাকাবলি, বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিজয়প্রকাশক জয়ধ্বনিতে অলঙ্কৃত হইয়া অবিরত বায়ুপ্রবাহে ক্রীড়া করিত, ইহা কে অবিশ্বাস করিবে? কিন্তু কালে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে ক্ষীণ হইতে লাগিল। বুদ্ধদেবের ললিত [illegible] মধুর বর্ণাবলীতে যে নির্ব্বাণ শারদ-চন্দ্রিকার ন্যায় ফুটিয়া উঠিত, আনন্দ, মৌদ্গল্যায়ন, শারীপুত্র প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্ম্মবীরগণের সুবিমল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নির্ব্বাণের আলোচনা শান্ত হৃদয়ে চিরশান্তির অমৃত প্রস্রবণ ছুটাইয়া দিত, বুদ্ধদেব, আনন্দ, শারীপুত্র, প্রভৃতি মহাপুরুষগণের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই নির্ব্বাণ বড় একটা লোকের স্পৃহনীয় রহিল না।

অস্বাভাবিক অথচ সংকীর্ণ নির্ব্বাণতৃষ্ণার প্রাবল্যনিবন্ধন যাহা এত দিন সমাজহৃদয়ের অন্তস্তলে অতি মৃদুভাবে বহিতেছিল, সেই ধর্ম্মার্থকামের স্বভাবসিদ্ধ কামনা সমাজে আবার জাগিয়া উঠিল। দুর্ব্বল নির্ব্বাণবাসনা ধীরে ধীরে হৃদয়ের এক কোণে মিশাইয়া যাইতে লাগিল; পার্থিব উন্নতির চিরসেবক বৃন্দের প্রতিদিনবিকাশশীল নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে, এমন উপকরণে বৌদ্ধধর্ম্ম গঠিত হয় নাই। মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গিয়া অমৃতসাগরে ডুবিয়া থাকিতে যাহাদের একান্ত বাসনা, তাহাদের পক্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম বড় একটা কার্য্যের উপযোগী রহিল না। বৌদ্ধধর্ম্মের এই সকল অভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্যগণ যদ্যপি বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে অনেক বিচিত্র বিচিত্র কল্প, নানা প্রকার মন্ত্র, কিম্ভূতকিমাকার দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি অনেক নূতন উপকরণ প্রবেশ করাইয়াছিলেন, কিন্তু সেই নূতন উপকরণ সকল উপযুক্তভাবে এবং উপযুক্ত সময়ে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ না হওয়ায় প্রকৃত পক্ষে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের স্থিতির পক্ষে কিছু অনুকূলতা করিতে পারে নাই। ঐ সকল উপকরণ বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশের পূর্ব্বেই ততক্ষণে হিন্দু ধর্ম্ম পুনর্ব্বার নিজ সর্ব্বসংগ্রাহক বিরাট ভাবের বিকাশে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অতিপ্রিয় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

বৌদ্ধবিপ্লবের দিনে ভারতে যে ভীষণ সমাজবিপ্লব হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত স্বরূপ জানিবার জন্য শঙ্করদিগ্বিজয় নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দুই খানি বিশেষ উপযোগী। মগধের সম্রাট্কুলের পতনের পর সাম্রাজ্যলক্ষ্মীও এ ভারতে [illegible]

ভাগ করিয়াছিল। নিত্য খণ্ড খণ্ড নূতন রাজ্য গঠিত হইতে লাগিল, নূতন বিশ্বাসে বলীয়ান্ হইয়া কত শত নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের বিষ সমাজশরীরের শিরায় শিরায় ঢালিয়া দিতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ধর্ম্মান্ধতা স্বার্থপরতায় পরিচালিত হইয়া নূতন নূতন রাজা কিম্বা নূতন নূতন ধর্ম্মবীরের উত্তেজনায় শতশত লোক একত্রিত হইয়া কতবার নররক্তের স্রোতে ভারতের ক্ষেত্র সকল প্লাবিত করিয়াছে, তাহার পরিচয় শঙ্করদিগ্বিজয়ে স্পষ্ট পাওয়া যায়।

শঙ্করদিগ্বিজয় পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রকৃত শিক্ষার ঐকান্তিক অভাবে বৌদ্ধবিপ্লবের দিনে এক একটা নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠন করিয়া দেবতার স্থান অধিকারপূর্ব্বক ইষ্ট সিদ্ধি করা বুদ্ধিমান ও বলশালী ব্যক্তি মাত্রেরই সহজ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। কর্ম্মমার্গের ও উপসনার প্রকৃত লক্ষ্য হইতে সমাজ বিচ্যুত হইয়া পড়িল, সাম্রাজ্য শক্তির তিরোভাবের অবশ্যম্ভাবী ফলে ছোট ছোট যথেচ্ছাচারী ও অচিরস্থায়ী নরপতির উদয় ও পতনের সঙ্গে জগতে নূতন নূতন বিশ্বাস, নূতন নূতন ধর্ম্ম এবং নূতন নূতন সামাজিক সম্প্রদায় আবির্ভূত ও তিরোভূত হইতে লাগিল, অঘোরপন্থী, কাপালিক, শাক্ত, পাশুপত নামে বিখ্যাত উদ্ধত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পরস্পর জিগীষা ও অবিশ্রান্ত সঙ্ঘর্ষে সর্ব্বদা বিভীষিকাময় অশান্তি গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে রাজ্য করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে পুনর্জ্জীবন লাভের জন্য বদ্ধপরিকর বৌদ্ধ সম্প্রদায় এক একজন নূতন নেতার নেতৃত্বে নূতন নূতন কাল্পনিক ভূত প্রেত পিশাচ সৃষ্টি করিয়া অজ্ঞ নীচ জাতির মধ্যে নিজ প্রাধান্য স্থাপন করিতে লাগিল।

একমাত্র ধর্ম্মান্ধতায় দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ভারতীয় সমাজ, রাজনৈতিক একতার প্রতি নিতান্ত শৈথিল্য প্রকাশ করিতে লাগিল। ভারতের ন্যায় বিশাল ভূখণ্ডে স্থায়ী সাম্রাজ্যশক্তির পরিচালনা না থাকিলে যে সকল বিপদ্ অবিশ্রান্তভাবে সমাজে বিচরণ করিতে থাকে, তাহাদের ভয়ঙ্কর উদয়ে সমাজের ব্যক্তি মাত্রেই উৎপীড়িত হইতে লাগিল। দূরদেশের সহিত বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গেল। দস্যুতস্করের ভয়ে যাতায়াত এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। দেশান্তরের সহিত সকল প্রকার সংস্রব দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কীর্ণতা সমাজহৃদয়ে একাধিপত্য লাভ করিতে লাগিল। দুই খানি শঙ্করদিগ্বিজয়েই এই প্রকার বৌদ্ধবিপ্লবের বিষময় ফল বিস্পষ্টভাবে চিত্রিত হইয়াছে, আচার্য্য শঙ্করের লিপিতেও মধ্যে মধ্যে দেশের এই দুর্দ্দশার চিত্র দান করিয়া বুঝিতে পারা যায়।

বৌদ্ধ বিপ্লবের দিনে সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক পণ্ডিতগণের পরস্পর মতের অনৈক্য

ও ভিত্তিহীন কল্পনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য বলিয়াছেন যে, "তর্কজ্ঞানানামন্যোন্যবিরোধাৎ প্রসিদ্ধা বিপ্রতিপত্তিঃ, যদ্ধি কেনচিৎ তার্কিকেন ইদমেব সম্যগ্‌জ্ঞানমিতি প্রতিপাদিতং তদপরেণ ব্যুত্থাপ্যতে তেনাপি প্রতিষ্ঠাপিতং ব্যুত্থাপ্যতে ইতি প্রসিদ্ধং লোকে। কথমেকরূপানবস্থিতবিষয়ং তর্কপ্রভবং সম্যগ্‌জ্ঞানং ভবেৎ।" সূত্রভাষ্য ২।১।১২।

(অর্থ)।

কেবল তর্কের সাহায্যে যে জ্ঞান হয়, তাহাতে পরস্পর বিরোধ থাকা প্রযুক্ত মতের অনৈক্য (এক্ষণে) প্রসিদ্ধই আছে। কোন এক তার্কিক নিজ তর্কের বলে ইহাই সম্যক্ জ্ঞান বলিয়া যাহা ব্যবস্থাপিত করিতেছেন আর একজন তার্কিক তাহায় খণ্ডন করিতেছেন, তাঁহার স্থাপিত মতও অপর একজন তার্কিক খণ্ডন করিতেছেন, ইহা বর্ত্তমান লোকে বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং কেবল তর্কের বলে অব্যবস্থিত ও বিরুদ্ধ নানা বিষয় লইয়া সর্ব্ববাদিসিদ্ধ এক অখণ্ডনীয় সম্যক্ জ্ঞান কিপ্রকারে উদিত হইতে পারে? সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস থাকা প্রযুক্ত প্রাচীন শাস্ত্রীয় ব্যবহারের প্রতি মিথ্যা বলিয়া যাহারা উপহাস করিত, তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য বলিয়াছেন যে, "ইদানীমিব নান্যদাপি সার্ব্বভৌমঃ ক্ষত্রিয়োঽস্তীতি ব্রূয়াৎ। ..... ইদানীমিব চ কালান্তরেঽপি অব্যবস্থিতপ্রায়ান্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ প্রতিজানীত।"

শারীরক সূত্রভাষ্য ১।৩।৩৩।

(অর্থ)

(একালে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা কোন কালে ছিল না এরূপ যে বলিয়া থাকে) সে বলিতে পারে যে, কোন কালে ভারতে চক্রবর্ত্তী নরপতি ছিল না, কারণ এক্ষণে চক্রবর্ত্তী নরপতি এদেশে নাই। সে আরও বলিতে পারে যে, ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কোন দিন অব্যবস্থিত ভাবে প্রচারিত হয় নাই, কারণ, এক্ষণে ভারতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অব্যবস্থিতরূপে প্রচার পরিলক্ষিত হয় না।

আচার্য্য শঙ্করের এই কয়টী কথার পর্য্যালোচনায় বেশ বুঝা যায় যে যে সময়ে আচার্য্য শঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে ভারতে একচ্ছত্রী নরপতি কেহই ছিলেন না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভের একমাত্র উপায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সে সময়ে ভারতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল। নূতন নূতন তার্কিকের বাগ্‌জালের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় কয়েকের জন্য আধিপত্য লাভ করিতে গিয়া উদয়োন্মুখ জাতীয় সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

অধিকারীর অবস্থানুসারে কর্ত্তব্য কর্ম্মও বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। ইহা লোকে সচরাচর সকলেই স্বীকার করেন। পথের কাঙ্গালকে ধরিয়া রাজসিংহাসনে বসাইলে সিংহাসন পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্মের যে অনেক ত্রুটি ঘটিবে তাহা নিশ্চিত। একজন কুড়িটাকা বেতনের কেরাণীর স্কন্ধে হঠাৎ গবর্ণমেন্টের বড় সেক্রেটারীর কার্য্যভার চাপাইলে যে সে কার্য্য অচল হইবে, তাহা কে না স্বীকার করিবে? বাহিরের জগতে অধিকারিভেদে কার্য্যের বৈলক্ষণ্য যেমন অপরিহার্য্য, সেই প্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে একমাত্র উদ্দেশ্যের ধর্ম্মজগতেও অধিকারিভেদে ধর্ম্মকর্ম্মের বৈলক্ষণ্যও অপরিহার্য্য। দরিদ্রের দুঃখ মোচন করা যে একটী সর্ব্বসম্মত ধর্ম্মকার্য্য তাহা কে না বলে? কিন্তু এই দরিদ্রের দুঃখমোচনরূপ মহাধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে আন্তরিক ইচ্ছা থাকিতে বল দেখি কয়টা লোক ঐ ধর্ম্মকার্য্য করিতে সক্ষম হয়? ধন বা বল না থাকিলে দারিদ্র্যের দুঃখ দূর করা যায় না। ধন বা বল যে সকলেরই থাকিবে, তাহা সম্ভবপর নহে।

(ক্রমশঃ)

সংকীর্ত্তন।

কলিকাতা আনন্দ ধাম।
("প্লেগ") বন্ধু হয়ে এসেছে হে হড়াহড়ি হরিনাম॥
কাঁপিয়ে ভুবন গগনভেদী রোল,
হুহুঙ্কারে উথলে উঠে হরি হরি বোল,
মত্ত হয়ে নৃত্য সদা গর্জ্জে শত খোল,—
বাজায়ে করতালি রঙ্গে সব অবিরাম।
মরণ তো হবে, এড়ায় কে কবে,
চার যুগে কে মরে এমন নামের উৎসবে?
হরিবোল বোল হরিবোল হরি হরি—লুটোপুটি রজ ভবে,
ওরে ভয় কি ভবে গভীর রবে—
নাম শেষে আর পুরাই কাম।
যে নামে হবে মৃত্যুঞ্জয়,

ভব ভেবে মত্ত হয়ে গাহরে মৃত্যুঞ্জয়,
যে অভয় নামে নাইরে যমের ভয়,—
নামের সনে জন্মাকারে নাচে সব ঘন শ্যাম॥
"প্লেগ" থাকবি যদি থাক্,
শমনদমন নামে শমন হয়েছে অবাক্,
হরিনাম প্রাণ ভরে শোন্ এই কথাটি রাখ,—
নাম শুনে প্রাণ ত্যজ্‌বে যে জন কিন্‌বে হরি গুণধাম॥

শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

আমরা নিম্নে স্বামী অভেদানন্দের প্রেরিত আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের বিজ্ঞাপনের ভাবানুবাদ দিলাম। ইহা হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, আমেরিকায় বেদান্ত কি ভাবে প্রচারিত হইতেছে।

বেদান্তদর্শন,—ভারতাগত স্বামী বা আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক আমেরিকায় আনীত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেদান্তের অর্থ—সমুদয় জ্ঞানের পরিসমাপ্তি।

বেদান্তের উদ্দেশ্য কোন নবসম্প্রদায় গঠন বা এক ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তরে আনয়ন নহে, জগতের সকল ধর্ম্ম যে সকল আধ্যাত্মিক সত্যের উপর স্থাপিত, তাহারই যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা; বিভিন্ন দেশের ধর্ম্মাচার্য্যগণ যে সকল সত্য শিখাইয়াছেন ও নিজ জীবনের দ্বারা দেখাইয়াছেন, তাহার প্রচার ও ঐ সত্যসমূহ দ্বারা মানুষের যাহাতে সর্ব্বপ্রকার অভাব মোচনে সাহায্য করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা।

বেদান্ত খ্রীষ্টপ্রচারিত সত্যসমূহই শিক্ষা দিতেছেন, ও অনন্তকালের অন্ধকার ঘুচাইয়া আলোক আনয়নে ও যীশুর উপদেশ সমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশে নিযুক্ত। ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রচারিত নহে। কোন বিশেষ গ্রন্থের উপরও উহা নির্ভর করে না. উহা জগতের সকল শাস্ত্রকেই আপনার বলিয়া আলিঙ্গন করে। অপর ধর্ম্মে সহানুভূতি ও ভ্রাতৃভাবেরও উপরে যাইয়া উহা সকল জীবাত্মা ও প্রকৃতির মধ্যেও পরমাত্মার সত্তা দর্শন করায়। উহা খ্রীষ্টের 'আমি ও আমার পিতা এক'—এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য জীবনে উপলব্ধি করিতে শিখায়। আধুনিক বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত সমূহের সহিত উহা একসুর। যাথার্থ্য লোকব্যাপী কুসংস্কারের অশুভ ফল দেখাইয়া উহা মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার পথ প্রদর্শন করে।

অভেদানন্দ স্বামী বিগত মার্চ্চ মাসে আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি দিয়াছেন,—

"কার্য্য কিরূপে করা উচিত,' 'বেদান্তের ঈশ্বর-ধারণা,' 'প্রার্থনার আবশ্যকতা.' 'প্রাণায়াম ও ধারণা,' 'ক্রমোন্নতিবাদ ও পুনর্জ্জন্মবাদ,' 'পূর্ণতা কি ?' 'আত্মসংযম ও একাগ্রতা,' 'ভগবৎপ্রেম,' 'আধুনিক চিন্তার উপর বেদান্তের প্রভাব।"

আমাদের পাঠকগণ আমেরিকার বিখ্যাত পণ্ডিত লিউইস, জি, জেন্‌স, (Lewes. G. Janes.) এর নাম বিলক্ষণ অবগত আছেন। আমরা সপ্তম সংখ্যার মাইণ্ড পত্রিকায় ইঁহারই লিখিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন নামক প্রবন্ধের ভাবানুবাদ দিয়াছিলাম। ইঁহাদের ন্যায় উদার ও সহৃদয় পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারাই পাশ্চাত্য জগতে প্রাচ্য আলোকের প্রভা ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইতেছে। বিগত জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারি মাসে আমেরিকার কেম্ব্রিজ সহরে যে কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, সেই বক্তৃতা কয়েকটির নাম হইতেই আমরা ইঁহার উদার ভাবের আভাস পাইতেছি। শেষ বক্তৃতাটি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় নিয়মিতরূপে মুদ্রিত হইতেছে।

(১) জ্ঞানের স্বরূপ ও বিশ্বাসের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি।
(২) আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত ঈশ্বর ধারণা।
(৩) বিজ্ঞান ও মনুষ্য-জীবন-রহস্য।
(৪) নীতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও প্রমাণ।
(৫) বিজ্ঞান স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণে কিরূপে সহায়তা করে ?
(৬) বিজ্ঞান, দর্শন ও প্রাকৃতিক নিয়ম।

স্বামী অভয়ানন্দ ঢাকানিবাসিগণ কর্ত্তৃক আহুত হইয়া সম্প্রতি তথায় গমন করিয়াছেন। অনেকে ষ্টেশনে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ গমন করেন। ৭ই এপ্রেল নর্থব্রুক হলে রামকৃষ্ণমিশন শাখা সভা হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হয়—অসংখ্য গণ্য মান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। এত লোকের একত্র সমাবেশ ঢাকায় কোন সভাতে এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। গত ১০ই এপ্রেল জগন্নাথ কলেজগৃহে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ১লা এপ্রেল স্বামী বিরজানন্দ ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন সভায় 'ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ভগবদ্গীতা

শাঙ্করভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

অন্বয়।

অত্র (কুরুক্ষেত্রে) যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধেঃ (মন্দবুদ্ধেঃ) ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য (দুর্য্যোধনস্য) প্রিয়চিকীর্ষবঃ (হিতং বিধাতুমিচ্ছবঃ) যে এতে সমাগতাঃ (তান্) যোৎস্যমানান্ (যুদ্ধার্থমভ্যুদ্যতান্) অহং অবেক্ষে (পশ্যামি)

অনুবাদ

রণক্ষেত্রে অল্পবুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয় করিবার জন্য সমাগত ও যুদ্ধ করিতে উদ্যত এই সকল (যোদ্ধাগণকে) আমি বিলোকন করিব। ২৩।

সঞ্জয় উবাচ। এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥ ২৪।
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥

অন্বয়।

(হে) ভারত! গুড়াকেশেন (জিতনিদ্রেণ অর্জ্জুনেন) এবং (উক্ত প্রকারং) উক্তঃ হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োর্ম্মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাং (ভূপালানাং অগ্রতঃ) রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা হে পার্থ! এতান্ সমবেতান্ কুরূন্ পশ্য ইতি উবাচ। ২৪—২৫।

অনুবাদ।

হে ভরতকুলোদ্ভব (ধৃতরাষ্ট্র!) জিতনিদ্র (অর্জ্জুন) এই প্রকার বলিলে, পরে উভয় সেনার মধ্যস্থলে, ভীষ্ম দ্রোণ ও অন্যান্য নরপতিগণের সম্মুখে (সেই)

উভয় রথ স্থাপন করিয়া হৃষীকেশ অর্জ্জুনকে কহিলেন যে, হে পার্থ যুদ্ধার্থে সম্মিলিত কুরুগণকে বিলোকন কর। ২৪—২৫।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি। ২৬।

অন্বয়।

তত্র উভয়োঃ সেনয়োঃ (মধ্যে) স্থিতান্ পিতৄন্ পিতামহান্ আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীন্ শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চ পার্থঃ অপশ্যৎ (আলোকয়ৎ)। ২৬।

অনুবাদ।

(অনন্তর সেই উভয় সেনার মধ্যে অর্জ্জুন দেখিলেন, যে তাঁহার পিতৃতুল্য ব্যক্তিগণ পিতামহ আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর ও সুহৃদ্গণ অবস্থিত রহিয়াছেন। ২৬।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয় সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ॥ ২৭।

অন্বয়।

তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ অবস্থিতান্ সমীক্ষ্য পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ স কৌন্তেয়ঃ বিষীদন্ (উপতাপং কুর্ব্বন্) ইদং অব্রবীৎ। ২৭।

অনুবাদ।

সেই সকল বন্ধুগণকে (রণক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ) অবস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত করুণা বেগে অনুতাপ করিতে করিতে অর্জ্জুন ইহা বলিলেন। ২৭।

অর্জ্জুন উবাচ—

দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥ ২৮।

অন্বয়।

(হে) কৃষ্ণ! যুযুৎসুং (যোদ্ধুমিচ্ছুঃ) সমুপস্থিতং ইমং স্বজনং দৃষ্ট্বা মম গাত্রাণি সীদন্তি (অবসন্নানি ভবন্তি) মুখং চ পরিশুষ্যতি (শোষং প্রাপ্নোতি)। ২৮।

অনুবাদ।

(অর্জ্জুন কহিলেন। হে কৃষ্ণ যুদ্ধের ইচ্ছায় উপস্থিত এই সকল আত্মীয় জনকে বিলোকন করিয়া আমার অঙ্গ অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে। ২৮।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।

অন্বয়।

মে শরীরে বেপথুঃ (কম্পঃ) রোমহর্ষশ্চ (রোমাঞ্চঃ) জায়তে (ভবতি) হস্তাৎ গাণ্ডীবং স্রংসতে (স্খলতি) ত্বক্ চ পরিদহ্যতে ([illegible] দাহঃ সম্পদ্যতে)। ২৯।

অনুবাদ।

আমার শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্খলিত হইয়া পড়িতেছে এবং ত্বক্ দাহ প্রাপ্ত হইতেছে। ২৯।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব॥ ৩০।

অন্বয়।

হে কেশব! (অহং) অবস্থাতুং ন শক্নোমি, মে মনঃ ভ্রমতীব, বিপরীতানি নিমিত্তানি চ পশ্যামি। ৩০।

অনুবাদ।

হে কেশব! আমি অবস্থান করিতে পারিতেছি না, আমার মন স্থির হইতেছে না, আমি বিপরীত নিমিত্ত সকল দেখিতেছি। ৩০।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥ ৩১।

অন্বয়।

আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং হত্বা (বিনাশ্য) চ (ভোঃ) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলং) ন অনুপশ্যামি। হে কৃষ্ণ বিজয়ং ন কাঙ্ক্ষে (ন প্রার্থয়ে) ন চ রাজ্যং ন চ সুখানি (কাঙ্ক্ষে)। ৩১।

অনুবাদ।

যুদ্ধে স্বজন সকলকে বিনাশ করিয়া আমি কোন মঙ্গল দেখিতেছিনা। হে কৃষ্ণ আমি বিজয়, রাজ্য, কিম্বা সুখের অভিলাষ করি না। ৩১।

কিংনো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
তইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ॥ ৩২ ৩৩।

অন্বয়।

হে গোবিন্দ! নঃ (অস্মাকং) রাজ্যেন কিং ভোগৈঃ কিং জীবিতেন বা কিং (ন কিমপি ফলংস্যাৎ) যেষামর্থে নঃ (অস্মাকং) রাজ্যংকাঙ্ক্ষিতং (অভিলষিতং) ভোগাঃ (কাঙ্ক্ষিতাঃ) ধনানি চ (কাঙ্ক্ষিতানি) তে ইমে যুদ্ধে প্রাণান্ ধনানি চ ত্যক্ত্বা (ত্যক্তুং ইত্যর্থঃ) সমুপস্থিতাঃ। ৩২—৩৩।

অনুবাদ।

হে গোবিন্দ আমাদের রাজ্য, ভোগ বা জীবনে কি প্রয়োজন? যাহাদের জন্য আমরা রাজ্য ভোগও ধনের অভিলাষ করিয়া থাকি তাহারাই (এই রণক্ষেত্রে) ধনও প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উপস্থিত হইয়াছে। ৩২-৩৩।

আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্য রাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে। ৩৪—৩৫।

অন্বয়।

আচার্য্যাঃ (গুরবঃ) পিতরঃ (পিতৃবন্মান্যাঃ) পুত্রাঃ (পুত্রবৎস্নেহপাত্রাণি) পিতামহাঃ (ভীষ্মাদয়ঃ) মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ তথা (অন্যে) সম্বন্ধিনঃ (অত্র উপস্থিতাঃ) হে মধুসূদন ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ (কৃতে) এতান্ ঘ্নতোঽপি (প্রহর্ত্তুমুদ্যতানপি) হন্তুং (মারয়িতুং) ন ইচ্ছামি। নু (ভোঃ মহীকৃতে (পৃথিবীমাত্রস্য হেতোঃ) কিং (হন্মি অপিতু নৈব ইত্যর্থঃ)। ৩৪-৩৫।

অনুবাদ।

হে মধুসূদন! এই সকল আচার্য্য পিতৃসদৃশ পূজ্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, ও অন্যান্য সম্বন্ধীগণ আমাদিগকে মারিতে উদ্যত হইলেও ত্রৈলোক্য রাজ্য লাভ করিবার নিমিত্তও আমি ইহাদিগকে বিনাশ করিতে

ইচ্ছা করি না কেবল পৃথিবী রাজ্য লাভ করিবার জন্য আমি ইহাদিগকে বিনাশ করিব ইহা কি প্রকারে সম্ভব? । ৩৫।

নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ। ৩৬।

অন্বয়।

(হে) জনার্দ্দন! ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রান বিনাশ্য) নঃ (অস্মাকং) কা প্রীতিঃ স্যাৎ? (নৈবকাপি প্রীতিঃ স্যাৎ) এতান্ আততায়িনো হত্বা (স্থিতান্) অস্মান্ পাপমেব আশ্রয়েৎ (সমাশ্রয়েৎ)। ৩৬।

অনুবাদ।

হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণকে বিনাশ করিয়া আমাদের কি সুখ হইবে? (অধিকন্তু) এই সকল (আচার্য্য দ্রোণ প্রভৃতি) আততায়িগণকে বিনাশ করিলে আমরা পাপী হইব। ৩৬।

তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব॥ ৩৭।

অন্বয়।

তস্মাৎ (প্রাগুক্তাদ্ধেতোঃ) বয়ং সবান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ হন্তুং ন অর্হাঃ (যোগ্যাঃ) হে মাধব! স্বজনং হত্বা কথং হি সুখিনঃ স্যাম। ৩৭।

অনুবাদ।

এই কারণে সবান্ধব দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে বিনাশ করিতে আমরা সমর্থ নহি। হে মাধব! স্বজন বিনাশ করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব? ।৩৭।

যদ্যপ্যেতে নপশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্। ৩৮।

অন্বয়।

যদ্যপি এতে (ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ) লোভোপহতচেতসঃ (লোভলুপ্তবুদ্ধয়ঃ) কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে পাতকঞ্চ ন পশ্যন্তি। ৩৮।

অনুবাদ।

যদি চ এই সকল ধৃতরাষ্ট্রপুত্র লোভাবেশে নষ্টবুদ্ধি হইয়া কুলক্ষয় নিবন্ধন দোষও মিত্রহিংসার পাতক বুঝিতে সমর্থ হইতেছে না। ৩৮।

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন। ৩৯।

অন্বয়।

হে জনার্দ্দন কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিরস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপান্নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্?। ৩৯।

অনুবাদ।

হে জনার্দ্দন কুলক্ষয়ে যে দোষ হয়, তাহা যখন আমরা বিশেষরূপে বুঝিতেছি, তখন আমরা এই পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার যোগ্য জ্ঞান কেন না লাভ করিব। ৩৯।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত। ৪০।

অন্বয়।

কুলক্ষয়ে (সতি) সনাতনাঃ (চিরন্তনাঃ) কুলধর্ম্মাঃ প্রণশ্যন্তি ধর্ম্মে নষ্টে (সতি) অধর্ম্মঃ কৃৎস্নং (সমগ্রং) কুলং অভিভবতি। ৪০।

অনুবাদ।

কুলের ক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্মসমূহ নাশ প্রাপ্ত হয় এবং কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্ম সকলকুলকে অভিভূত করিয়া থাকে। ৪০।

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ। ৪১।

অন্বয়।

হে কৃষ্ণ অধর্ম্মাভিভবাৎ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি হে বার্ষ্ণেয়! (বৃষ্ণিকুলোদ্ভব!) স্ত্রীষু দুষ্টাসু (সতীষু) বর্ণসঙ্করঃ জায়তে। ৪১।

অনুবাদ।

হে কৃষ্ণ কুল অধর্ম্মে অভিভূত হইলে কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারাদি দোষে লিপ্ত হয় এবং হে বৃষ্ণিকুলোদ্ভব! কুল স্ত্রীসকল (ব্যভিচারাদি দোষে) দূষিত হইলে বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে। ৪১।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ। ৪২।

অন্বয়।

সঙ্করঃ কুলঘ্নানাং কুলস্য চ নরকায়ৈব (ভবতি) হি (যস্মাৎ) এষাং পিতরঃ লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ পতন্তি। ৪২।

অনুবাদ

সঙ্কর, কুলক্ষয়কারীগণের ও সেই কুলের, নরকপতনের কারণ হয়। কারণ এই সকল কুলক্ষয়কারীগণের পিতৃপুরুষগণ শ্রাদ্ধ ও তর্পণ লাভে বঞ্চিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৪২।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ। ৪৩।

অন্বয়।

এতৈঃ বর্ণসঙ্করকারকৈঃ দোষৈঃ কুলঘ্নানাং শাশ্বতাঃ (সনাতনাঃ) জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ উৎসাদ্যন্তে (বিনাশিতা ভবন্তি)। ৪৩।

অনুবাদ

এই সকল বর্ণসঙ্করকারক দোষের উদয়ে কুলক্ষয় কারীগণের বর্ণাশ্রম ও স্বকুলধর্ম্ম বিনাশিত হইয়া থাকে। ৪৩।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম। ৪৪।

অন্বয়।

হে জনার্দ্দন উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং (বিনষ্টকুলধর্ম্মাণাং) মনুষ্যাণাং নিয়তং (নিশ্চিতং) বাসঃ (স্থিতিঃ) ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম। ৪৪।

অনুবাদ

হে জনার্দ্দন, যাহাদের কুলোচিত ধর্ম্ম বিনষ্ট হয় তাহাদের নিশ্চয়ই নরকে বাস হয় ইহা আমরা শাস্ত্রে শ্রবণ করিয়াছি। ৪৪।

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ। ৪৫।

অন্বয়।

অহো বত বয়ং মহৎপাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতাঃ (কৃতনিশ্চয়াঃ) যৎ (যস্মাৎ) রাজ্যসুখলোভেন (বয়ং) স্বজনং হন্তুমুদ্যতাঃ। ৪৫।

অনুবাদ।

হায়! আমরা অতিশয় পাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, যেহেতু রাজ্যসুখের লোভে আমরা স্বজন বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। ৪৫।

যদিমামপ্রতীকারমশস্ত্রংশস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মেক্ষেমতরং ভবেৎ। ৪৬।

অন্বয়।

যদি শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ মামশস্ত্রমপ্রতীকারং রণে হন্যুঃ—তত্ মে ক্ষেমতরং ভবেৎ। ৪৬।

অনুবাদ

শাস্ত্রপাণি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ, যদি প্রতীকার করিতে বিরত ও অশস্ত্র আমাকে রণে বিনাশ করে আমাদের পক্ষে তাহাই বিশেষ মঙ্গলকর হইবে। ৪৬।

সঞ্জয় উবাচ। এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যেরথোপস্থউপাবিশৎ।
বিসৃজ্যসশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ। ৪৭।

ইতিশ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে
অর্জ্জুনবিষাদযোগোনাম
প্রথমোহধ্যায়ঃ॥

অন্বয়।

সংখ্যে (যুদ্ধে) শোকসংবিগ্নমানসঃ রথোপস্থঃ অর্জ্জুনঃ এবং উক্ত্বা সশরং চাপং বিসৃজ্য উপাবিশৎ। ৪৭।

রণক্ষেত্রে শোকব্যাকুলহৃদয় রথোপরিস্থিত অর্জ্জুন এই প্রকার বলিয়া ধনু ও শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন্।

ইতি ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়
অর্জ্জুনবিষাদযোগ।

[ক্রমশঃ]

মহাভাষ্যম্।

(পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

ভাষ্যমূল।

যথৈব হি শব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম এবমপশব্দজ্ঞানেঽপ্যধর্ম্মঃ। অথবা ভূয়ানধর্ম্মঃ প্রাপ্নোতি। ভূয়াংসোঽপশব্দা অল্পীয়াংসঃ শব্দাঃ। একৈকস্য হি শব্দস্য বহবোঽপভ্রংশাঃ। তদ্‌যথা—গৌরিত্যস্য গাবীগোণীগোতাগোপোতলিকেত্যেবমাদয়োঽপভ্রংশাঃ। অথ যোঽবাগ্‌যোগবিদ্ অজ্ঞানং তস্য শরণম্। বিষম উপন্যাসঃ। নাত্যন্তায় অজ্ঞানং শরণং ভবিতুমর্হতি। যোহ্যজানন্ বৈ ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সুরাং বা পিবেৎ সোঽপি মন্যে পতিতঃ স্যাৎ। এবং তর্হি সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র বাগ্‌যোগবিদ্ দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ। কঃ, অবাগ্‌যোগবিদেব।

বঙ্গানুবাদ।

যেরূপ শব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম হয়, তদ্রূপ অপশব্দজ্ঞানে অধর্ম্ম আছে। অথবা অধিক অধর্ম্মই উপস্থিত হয়। অপশব্দ অত্যন্ত অধিক, শব্দ অল্প সংখ্যক! এক একটি শব্দের আবার অনেকগুলি অপভ্রংশ শব্দ আছে। যেমন "গো" এই শব্দের গাবী, গোণী, গোতা, গোপোতলিকা (১) ইত্যাদি অপভ্রংশ শব্দ। অথবা যিনি অবাগ্‌যোগবিৎ (অর্থাৎ যিনি শব্দের যথার্থ ব্যবহার জানেন না) অজ্ঞানই তাঁহার আশ্রয়। ইহা বিষম কথা। অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় হইতে পারে না। "যে না জানিয়া ব্রাহ্মণকে হত্যা করে অথবা সুরাপান করে; সেও পতিত হয়।" অতএব তবে তিনি অনন্ত জয়লাভ করেন, বাগ্‌যোগবিৎ ব্যক্তি অপশব্দ প্রয়োগ দ্বারা দূষিত হয়েন।" কে? অবাগ্‌যোগবিদ্ ব্যক্তিই।

ভাষ্য-মূল।

অথ যো বাগ্‌যোগবিদ্ বিজ্ঞানং তস্য শরণম্। ক্ব পুনরিদং পঠিতম্। ভ্রাজা নাম শ্লোকাঃ, কিঞ্চ ভোঃ শ্লোকা অপি প্রমাণম্। কিং চাতঃ। যদি শ্লোকা অপি প্রমাণময়মপি প্রমাণং ভবিতুমর্হতি।

---

(১) প্রাকৃত ভাষায় এই গুলির ব্যবহার আছে।

যদুদুম্বরবর্ণানাং ঘটীনাং মণ্ডলং মহৎ।
পীতং ন গময়েৎ স্বর্গং কিং তৎ ক্রতুগতং নয়েৎ॥

ইতি। প্রমত্তগীতএষ তত্রভবতো যস্ত্বপ্রমত্তগীতস্তৎ প্রমাণম্। যস্তু প্রযুঙ্ক্তে।

অবিদ্বাংসঃ। "অবিদ্বাংসঃ প্রত্যভিবাদে নাম্নো যে ন প্লুতিং বিদুঃ। কামং তেষু তু বিপ্রোষ্য স্ত্রীষ্বিবায়মহং বদেৎ॥" অভিবাদে স্ত্রীবন্মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। অবিদ্বাংসঃ।

বঙ্গানুবাদ।

যে ব্যক্তি শব্দ প্রয়োগে জ্ঞানসম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞানই তাহার অভ্যুদয় (অর্থাৎ বাগ্‌যোগবিদ্ ব্যক্তি শব্দ ও অপশব্দ এই উভয় জানিয়াই শব্দ প্রয়োগ করেন, অপশব্দ প্রয়োগ করেন না; তিনি জ্ঞানপূর্ব্বক প্রয়োগ করেন, এই হেতু তিনি অভ্যুদয়ভাগী হবেন।) কোন স্থলে এই বাক্য পঠিত হইয়াছে? ভ্রাজ নামক শ্লোক আছে তাহাতে, শ্লোকও আপনার প্রমাণ হইবে? ইহা অপেক্ষা আর কি প্রমাণ? যদি শ্লোকও প্রমাণ হয়, তবে ইহাও প্রমাণ হইবে,— "তাম্রবর্ণ ঘটীর (১) অত্যধিকসংখ্যক পান করিলেও স্বর্গলাভ হয় না; তবে, তাহা কেন যজ্ঞগত করা হয় (২)।" ইহা আপনার প্রমত্তবাক্য, যাহা প্রমত্ত বাক্য নহে, তাহা প্রমাণ (৩)। "যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে" 'যিনি প্রয়োগ করেন' এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

"অবিদ্বাংসঃ" "বিদ্যাবিহীন ব্যক্তি"—"যাহারা প্রত্যভিবাদন বাক্যে নামের প্লুতস্বর (৪) জানেনা তাহারা বিদ্যাবিহীন, তাহাদিগের সমীপে যেরূপ স্ত্রীলোকের সমীপে বলা হয়, তদ্রূপ "অয়মহম্" "এই আমি" এইরূপ বলিবে (৫)।

(১) ঘটী শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র ঘট। এস্থলে লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা ঘটীশব্দের অর্থ সুরাপূর্ণ পাত্র বুঝাইতেছে।

(২) এই শ্লোকটী সৌত্রামণিনামকযাগেসুরাপানের দোষ প্রকটিত করিতেছে

(৩) কাত্যায়নোক্ত ভ্রাজনামক শ্লোক মধ্যে পঠিত "যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে"...... এই শ্লোকের শ্রুতি প্রমাণ আছে। যথা,—"একঃশব্দঃ সম্যগ্‌জ্ঞাতঃ সুষ্ঠু প্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্‌ভবতি।" একটী শব্দ সুন্দররূপে জ্ঞাত হইয়া উত্তমরূপে প্রযুক্ত হইলে তাহা স্বর্গলোকে কামধুক্‌ হয়। অতএব উক্ত ভ্রাজনামক শ্লোক প্রমত্তবাক্য নহে।

(৪) তিন মাত্রা যুক্ত স্বরকে প্লুতস্বর কহে।

(৫) ইহার নিয়ম "প্রত্যভিবাদেঽশূদ্রে ৮।২।৮৩।" এই সূত্রে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত আছে।

অভিবাদন বাক্যে স্ত্রীলোকের ন্যায় না হই; এই নিমিত্তও ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। "অবিদ্বাংসঃ" বিদ্যাহীন ব্যক্তি এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

ভাষ্য-মূল।

বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি। যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি "প্রযাজাঃ সবিভক্তিকাঃ কার্য্যাঃ" ইতি। ন চান্তরেণ ব্যাকরণং প্রযাজাঃ সবিভক্তিকাঃ শক্যাঃ কর্ত্তুম্। বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি।

বঙ্গানুবাদ।

"বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি"—"বিভক্তি প্রয়োগ করেন।"—যাজ্ঞিকগণ পাঠ করেন, "প্রযাজাঃসবিভক্তিকাঃ কার্য্যাঃ।" প্রযাজমন্ত্র সকল বিভক্তিযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিবে। ব্যাকরণ শাস্ত্র ব্যতিরেকে প্রযাজ মন্ত্র সকলকে বিভক্তি যুক্ত করিতে পারা যায় না। "বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি" "বিভক্তি প্রয়োগ করেন।" এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

ভাষ্য-মূল।

যো বা ইমাম্। "যো বা ইমাং পদশঃ স্বরশোঽক্ষরশো বাচং বিদধাতি স আর্ত্বিজীনো ভবতি। আর্ত্বিজীনাঃ স্যামেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। যো বা ইমাম্।

বঙ্গানুবাদ।

"যো বা ইমাম্।" "যিনি এই বাক্যকে।"—"যিনি এই বাক্যকে পদানুসারে স্বরানুসারে ও বর্ণানুসারে ব্যবহার করেন, তিনি আর্ত্বিজীন অর্থাৎ যাজক বা যজমান হয়েন।" যাজক বা যজমান হইবে, এই নিমিত্তও ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। "যো বা ইমাম্।" "যিনি এই বাক্যকে।" এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

ভাষ্যমূল।

চত্বারি। "চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্ত্যাঁ আবিবেশ॥' ইতি।

চত্বারি শৃঙ্গাণি চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাশ্চ। ত্রয়ো অস্য পাদাঃ। ত্রয়ঃকালা ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানাঃ। দ্বে শীর্ষে দ্বৌ শব্দাত্মানৌ নিত্যঃকার্য্যশ্চ। সপ্তহস্তাসো অস্য। সপ্ত বিভক্তয়ঃ। ত্রিধাবদ্ধস্ত্রিষু স্থানেষু বদ্ধ উরসি কণ্ঠে শিরসীতি। বৃষভোবর্ষণাৎ। রোরবীতি শব্দংকরোতি কুত এতদ্‌ রৌতিঃ শব্দকর্ম্মা। মহোদেবো মর্ত্ত্যা আবিবেশেতি। মহান্ দেবঃ

শব্দোমর্ত্ত্যা মরণধর্ম্মাণোমনুষ্যাস্তানাবিবেশ মহত্তা দেবেন নঃ সাম্যং যথা স্যাদিত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।

বঙ্গানুবাদ।

"চত্বারি।" ("চারি।")—"ইহার চারি শৃঙ্গ, তিন চরণ ও দুই মস্তক। ইহার সপ্ত হস্ত। ত্রিভাগে বদ্ধ, বৃষস্বরূপ, মহান্‌দেব শব্দ রব করিতেছেন এবং মনুষ্যসকলে আবিষ্ট হইতেছেন।"

চারিটি শৃঙ্গ,—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত এই চারিপ্রকার পদ সমষ্টিই শব্দরূপ বৃষের শৃঙ্গ। তিনটি চরণ, অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এই তিন কালই ইহার চরণ। দুই মস্তক,—নিত্য ও কার্য্য (১) এই দুইপ্রকার শব্দ রূপই ইহার দুইটি মস্তক। ইহার সাতটি হস্ত,—সাতপ্রকার বিভক্তি—(২) তিন অংশে বদ্ধ—বক্ষোদেশ, শিরোদেশ ও কণ্ঠদেশ এই তিন স্থানে বদ্ধ অর্থাৎ এই তিন স্থান অবলম্বন করিয়াই শব্দসমূহ সমুৎপন্ন হয়; এই কারণ বশতঃই উক্ত তিন প্রকার স্থানই ইহার বন্ধনস্থান।)। বর্ষণ করেন অর্থাৎ অভীষ্ট পূরণ করেন, এই কারণবশতঃই ইহাকে বৃষ কহা যায়। "রোরবীতি" অর্থাৎ শব্দ করেন। কেন, এইরূপ বলিলে? (অর্থাৎ "রোরবীতি" এই এই পদের অর্থ শব্দ করেন" এই বাক্য হইল কেন?) রু ধাতু শব্দকর্ম্মক (অর্থাৎ রুধাতু প্রয়োগ করিলেই শব্দ তাহার কর্ম্মরূপে অন্তর্নিহিত থাকে মহান্ দেব মর্ত্ত্যসমূহে আবিষ্ট হইয়াছেন,—মহান্‌দেব অর্থাৎ শব্দ, মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণধর্ম্মবিশিষ্ট মনুষ্যসকলে আবিষ্ট অর্থাৎ অনুস্থিত আছেন। মহান্‌দেবের সহিত (৩) আমাদিগের যাহাতে সাম্য উপস্থিত হয়, তন্নিমিত্তও ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

---

(১) যাহা ব্যঙ্গ অর্থাৎ প্রকাশ্য; তাহা নিত্যশব্দ এবং ব্যঞ্জক অর্থাৎ প্রকাশক, তাহা কার্য্যশব্দ।

(২) সাতপ্রকার বিভক্তি; যথা,—প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী।

(৩) এই স্থলে ভাষ্যপ্রদীপকার কৈয়ট "মহান্ দেব" ইহার অর্থ পরমব্রহ্ম বলিয়াছেন।

ভাষ্য-মূল।

অপর আহ। "চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ। গুহাত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি॥" চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি। চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাশ্চ তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ। মনস ঈষিণো মনীষিণঃ। গুহাত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি ন চেষ্টন্তে ন নিমিষন্তীত্যর্থঃ। তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি। তুরীয়ং বা এতদ্বাচো যন্মনুষ্যেষু বর্ত্ততে। চতুর্থমিত্যর্থঃ। চত্বারি।

বঙ্গানুবাদ।

অপর কেহ বলেন;—"চারিপ্রকার পদ বাক্যপরিমিত; যে ব্রাহ্মণগণ মনীষী, তাঁহারাই সেই সকলকে অর্থাৎ বাক্যসকলকে জানেন। ইহাদিগের তিনভাগ গুহায় নিহিত আছে, তাহা ইঙ্গিত হয় না। মনুষ্যেরা বাক্যের চতুর্থ ভাগ ব্যবহার করে।" চারি প্রকার, বাক্যপরিমিত পদ—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত এই চারি প্রকার পদ সমষ্টিই বাক্য (১) যে ব্রাহ্মণগণ মনীষী তাঁহারাই সেই সকলকে জানেন। যাহারা মনকে বশীভূত করিয়াছেন তাঁহারাই মনীষী। তিনভাগ গুহায় নিহিত আছে তাহা ইঙ্গিত হয় না;—গুহাতে অজ্ঞানেতে তিনভাগ নিহিত রহিয়াছে, তাহা ইঙ্গিত হয় না, কার্য্যকারী হয় না অর্থাৎ প্রকাশিত হয় না। মনুষ্যেরা বাক্যের চতুর্থ ভাগ ব্যবহার করে;—"মনুষ্য লোকে যাহা আছে, ইহার বাক্যের তুরীয় অংশ আছে (২)।" তুরীয় অর্থ চতুর্থ। "চত্বারি।" "চারি।" এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

---

(১) মূলে আছে,—"বাক্‌পরিমিতা পদানি।" "বাক্‌পরিমিতা" এইটি বৈদিক প্রয়োগ। লৌকিক ভাষায় এই স্থলে 'বাক্‌পরিমিতানি' এইরূপ প্রয়োগ হইবে এই স্থলে কৈয়ট পরিমিত শব্দের অর্থ পরিচ্ছিন্ন বলিয়াছেন। অতএব "চারি প্রকার পদ বাক্ পরিমিত।" অর্থাৎ চারি প্রকার পদসমষ্টিই বাক্য।

(২) "তুরীয়ং বা এতদ্বাচো যন্মনুষ্যেষু বর্ত্ততে।" এইটি শ্রুতি। ই... প্রামাণ্যের নিমিত্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।" ইহা... ব্যাখ্যা নহে।

ভাষ্য-মূল।

উত ত্বঃ।—"উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচ-

মুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।

উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে

জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥"

অপি খল্বেকঃ পশ্যন্নপি ন পশ্যতি, অপি খল্বেকঃ শৃণ্বন্নপি ন শৃণোত্যে নামিতি। অবিদ্বাংসমাহার্দ্ধম্। উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে তনুং বিবৃণুতে। জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ। তদ্যথা জায়া পত্যে কাময়মানা সুবাসাঃ স্বমাত্মানং বিবৃণুতে। এবং বাগ্ বাগ্বিদে স্বমাত্মানং বিবৃণুতে। বাঙ্নো বিবৃণুয়াদাত্মানমিত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। উত ত্বঃ।

বঙ্গানুবাদ।

"উত ত্বঃ।" ("অন্য এক ব্যক্তি।") অন্য এক ব্যক্তি বাক্যকে দেখিয়াও দেখেন না (অর্থাৎ প্রত্যক্ষে শব্দের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াও অর্থজ্ঞানের অভাবে বোধগম্য করিতে পারেন না।)। অপর কোন ব্যক্তি শ্রবণ করিয়াও শ্রবণ করেনা (অর্থাৎ অর্থজ্ঞানের অভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন না।) এই অর্দ্ধ শ্লোক বিদ্যা বিহীন ব্যক্তির সম্বন্ধে বলা হইল। পতিলাভাভিলাষী জায়া যেমন সুবস্ত্রে ভূষিত হইয়া নিজের আত্মাকে বরণ করে (দান করে); তদ্রূপ, বাগ্দেবী অপর এক ব্যক্তিকে অর্থাৎ বাগ্বিদ্ ব্যক্তিকে নিজ আত্মা বরণ করেন। বাগ্দেবী আমাদিগকে নিজ আত্মা বরণ করুন, (দান করুন) এই নিমিত্তও ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। "উত ত্বঃ।" ("অপর এক ব্যক্তি।") এই প্রতীক ব্যাখ্যাত হইল।

ভাষ্য-মূল।

সক্তুমিব।"—সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো

যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত।

অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে

ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধিবাচি॥"

সক্তুঃ সচতের্দুর্ধাবো ভবতি কসতের্বা বিপরীতাদ্বিকসিতো ভবতি। তিতউ পরিপবনং ভবতি। ততবদ্বা তুন্নবদ্বা। ধীরা ধ্যানবন্তো মনসা প্রজ্ঞানেন বাচমক্রত অকৃষত। অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে। ক এষ দুর্গো মার্গঃ। একগম্যো বাগ্বিষয়ঃ। কে পুনস্তে। বৈয়াকরণাঃ। কুত এতৎ। ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধিবাচি। এষাং বাচি ভদ্রা লক্ষ্মীর্নিহিতা ভবতি। লক্ষ্মীর্লক্ষণাদ্ভাসনাৎ পরিবৃঢ়া ভবতি। সক্তুমিব।

বঙ্গানুবাদ।

তিতউ দ্বারা অর্থাৎ কুলা বা চালনী দ্বারা সক্তুর ন্যায় (অর্থাৎ যেমন মনুষ্যগণ কুলা বা চালনী দ্বারা সক্তুকে পবিত্র অর্থাৎ তুষাদিবিহীন করিয়া লয়, তদ্রূপ) ধীর ব্যক্তিগণ যাহাতে মনের দ্বারা বাক্যকে পবিত্র করিয়া ব্যবহার করেন। ইহাতে সাধুগণ সখ্য জানেন। ইঁহাদিগের বাক্যে ভদ্রা অর্থাৎ মঙ্গলকারিণী লক্ষ্মী নিহিত আছেন। সচ্ ধাতুর সক্তু দুর্ধাব অর্থাৎ দুঃশোধ্য হয় (অর্থাৎ 'সক্তু' এই শব্দটী সচ ধাতু হইতে উৎপন্ন বলিলে, "সচ" ধাতুর অর্থ সেচন করা, যাহাকে সেচন করিতে হয় অর্থাৎ বিশেষ প্রকারে শোধন করিতে হয়, তাহা সক্তু।)। বিপরীত কস ধাতুর বিকসিত অর্থাৎ প্রস্ফুটিত হয় (স্থল বিশেষে বর্ণ সকলের ব্যত্যয় হয়; যেমন,—হিন্স্ ধাতু হইতে 'সিংহ' এই শব্দ নিষ্পন্ন হয়; তদ্রূপ, 'কস্' ধাতুর বর্ণ ব্যত্যয় হইলে 'সক্' হয়, অনন্তর 'সক্তু' এই শব্দ নিষ্পন্ন হয়। সক্তু এই শব্দটি 'কস্' ধাতু হইতে উৎপন্ন হয় বলিলে, যাহা বিকসিত হয় অর্থাৎ ক্লেশ স্বীকার করিলে পরিষ্কৃত করা যায়, অসাধ্য নহে, তাহা সক্তু।)। পরিপবনকে অর্থাৎ যাহা দ্বারা সক্তু, তণ্ডুল প্রভৃতিকে পরিপূত অর্থাৎ তুষাদিবিহীন করা যায়, তাহাকে তিতউ কহে। তাহা ততবৎ অর্থাৎ বিস্তারযুক্ত (যেমন, কুলা) অথবা তুন্নবৎ অর্থাৎ বহু ছিদ্রযুক্ত (যেমন, চালনী)। ধীর অর্থাৎ ধ্যানশীল ব্যক্তিগণ মনের দ্বারা অর্থাৎ প্রজ্ঞাদ্বারা (১) বাক্যকে ব্যবহার করেন অর্থাৎ অপশব্দ হইতে পৃথক্ করেন।

(১) এই জ্ঞানকে প্রজ্ঞা কহে।

ইহাতে সাধুগণ (১) সখ্য জানেন অর্থাৎ সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়েন। (ইহাতে) কোথায়? এই দুর্গম মার্গে। বাক্যের বিষয় একগম্য অর্থাৎ কেবল মাত্র জ্ঞানের দ্বারা লভ্য। তাহারা কে? (অর্থাৎ সাধুগণ কে?) বৈয়াকরণেরা। ইহা কেন? (অর্থাৎ বৈয়াকরণগণই সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়েন, কেন?) ইঁহাদিগের বাক্যে ভদ্রা অর্থাৎ মঙ্গলকারিণী লক্ষ্মী নিহিত আছে। লক্ষ্মী লক্ষণ অর্থাৎ প্রকাশবশতঃ পরিবৃঢ়া অর্থাৎ প্রভুস্বরূপা। ("সক্তুমিব" "সক্তুর ন্যায়।") এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

ভাষ্য-মূল।

সারস্বতীম্। যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি।—"আহিতাগ্নিরপশব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্ব্বপেদিতি।" প্রায়শ্চিত্তীয়া মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। সারস্বতীম্।

বঙ্গানুবাদ।

"সারস্বতীম্।" "সরস্বতীসম্বন্ধীয়া।" "আহিতাগ্নি অর্থাৎ সাগ্নিক ব্যক্তি অপশব্দ প্রয়োগ করিয়া প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত সরস্বতী দেবতার যাগ করিবে।" প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য না হই, এই নিমিত্তও ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত।" "সারস্বতীম্।" "সরস্বতীসম্বন্ধীয়া।" এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

(ক্রমশঃ)

(১) এই স্থানে মূলে পাঠ আছে,—"সখায়ঃ।" কৈয়ট তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—সখায়ঃ সমানখ্যাতয়ো ভেদগ্রহণ্য নিবৃত্তত্বাৎ সর্ব্বমেকমিতি মন্যন্তে।"

পৃঃ	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
২০৯	৯ম	"শক্তি সকল"	"শক্তির প্রভাবে"
২৪৩	১৪	কর্ণ, কৃপঃ, সমিতিঞ্জয়ঃ	কর্ণ, সমিতিঞ্জয়ঃ (যুদ্ধবিজয়ী) কৃপঃ
২৪৩	২৫	সৌমদত্তিশ্চ তথৈব	সৌমদত্তিঃ জয়দ্রথশ্চ তথৈব
২৪৪	২	বিকর্ণ ও	বিকর্ণ
২৪৪	৩	(ভূরিশ্রবা) (ইহারা—)	(ভূরিশ্রবা) ও জয়দ্রথ (ইহারা)

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১৫ই জ্যৈষ্ঠ। [১০ম সংখ্যা।]

বর্ত্তমান ভারত।

(স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত।)

৮ম সংখ্যায় প্রকাশিতের পর।

প্রাকৃতিক নিয়মে জরাজীর্ণের স্থানে নবপ্রাণোন্মেষের প্রতিস্থাপনের স্বাভাবিক চেষ্টায় উহা সমুপস্থিত হয়। এ সংগ্রামে জয় বিজয়ের ফলাফল পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

উন্নতির সময় পুরোহিতের যে তপস্যা, যে সংযম, যে ত্যাগ সত্যের অনুসন্ধানে সম্যক্ প্রযুক্ত ছিল।—অবনতির পূর্ব্বকালে তাহাই আবার কেবলমাত্র ভোগ্যসংগ্রহে বা আধিপত্যবিস্তারে সম্পূর্ণ ব্যয়িত। যে শক্তির আধারত্বে তাঁহার মান, তাঁহার পূজা, সেই শক্তিই এখন স্বর্গধাম হইতে নরকে সমানীত। উদ্দেশ্যহারা, খেইহারা পৌরোহিত্যশক্তি ঊর্ণাকীটবৎ আপনার কোষে আপনিই বদ্ধ, যে শৃঙ্খল অপরের পদের জন্য পুরুষানুক্রমে অতি যত্নের সহিত বিনির্ম্মিত, তাহা নিজের গতিশক্তিকে শত বেষ্টনে প্রতিহত করিয়াছে, যে

সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ বহিঃশুদ্ধির আচারজাল সমাজকে বজ্রবন্ধনে রাখিবার জন্য চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহারই তন্তুরাশিদ্বারা আপাদ-মস্তক-বিজড়িত পৌরোহিত্যশক্তি হতাশ হইয়া নিদ্রিত। আর উপায় নাই, এজাল ছিঁড়িলে আর পুরোহিতের পৌরোহিত্য থাকে না। যাহারা এ কঠোর বন্ধনের মধ্যে স্বাভাবিক উন্নতির বাসনা অত্যন্ত প্রতিহত দেখিয়া এ জাল ছিঁড়িয়া অন্যান্য জাতির বৃত্তি অবলম্বনে ধনসঞ্চয়ে নিযুক্ত সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের পৌরোহিত্য অধিকার কাড়িয়া লইতেছেন। শিখাহীন, টেড়িকাটা, অর্দ্ধ ইউরোপীয় বেশভূষা আচারাদিসুমণ্ডিত ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যে সমাজ বিশ্বাসী নহেন। আবার ভারতবর্ষে যেথায়, এই নবাগত ইউরোপীয় রাজ্য, শিক্ষা এবং ধনাগমের উপায় বিস্তৃত হইতেছে, সেথায়ই পুরুষানুক্রমাগত পৌরোহিত ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে ব্রাহ্মণযুবকবৃন্দ অন্যান্য জাতির বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধনবান হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই পুরোহিত পূর্ব্বপুরুষদের আচার ব্যবহার একেবারে রসাতলে যাইতেছে।

গুর্জ্জরদেশে ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে প্রত্যেক অবান্তর সম্প্রদায়েই দুইটি করিয়া ভাগ আছে,—একটী পুরোহিত ব্যবসায়ী অপরটী অপর কোনও বৃত্তি দ্বারা জীবিকা করে। এই পুরোহিতব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই উক্ত প্রদেশে ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত এবং অপর সম্প্রদায় একই ব্রাহ্মণকুলপ্রসূত হইলেই পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হন না। যথা নাগর ব্রাহ্মণ বলিলে উক্ত ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে যাহারা ভিক্ষাবৃত্ত পুরোহিত, তাঁহাদিগকেই কেবল বুঝাইবে। নাগর বলিলে উক্তজাতির যাঁহারা রাজকর্ম্মচারী বা বৈশ্যবৃত্ত, তাঁহাদিগকে বুঝায়। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে, যে উক্ত প্রদেশ সমূহেও এ বিভাগ আর বড় চলে না। নাগর ব্রাহ্মণের পুত্রেরাও ইংরাজী পড়িয়া রাজ-কর্ম্মচারী হইতেছে, অথবা বাণিজ্যাদি ব্যাপার অবলম্বন করিতেছে। টোলের অধ্যাপকেরা সকল কষ্ট সহ্য করিয়া আপনাপন পুত্রদিগকে ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইতেছেন এবং বৈদ্য কায়স্থাদির বৃত্তি অবলম্বন করাইতেছেন। যদি এই প্রকার স্রোত চলে, তাহা হইলে বর্ত্তমান পুরোহিতজাতি আর

কতদিন এদেশে থাকিবেন, বিবেচ্য বিষয় সন্দেহ নাই। যাঁহারা সম্প্রদায় বিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের উপর ব্রাহ্মণজাতির অধিকার-বিস্তারচেষ্টার দোষারোপ করেন, তাঁহাদেরও জানা উচিত যে, ব্রাহ্মণ জাতি প্রাকৃতিক অবশ্যম্ভাবী নিয়মের অধীন হইয়া আপনার সমাধিমন্দির আপনিই নির্ম্মাণ করিতেছেন। ইহাই কল্যাণপ্রদ, প্রত্যেক আভিজাত জাতির স্বহস্তে নিজের চিতা নির্ম্মাণ করাই প্রধান কর্ত্তব্য।

শক্তিসঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকীরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। হৃৎপিণ্ডে রুধিরসঞ্চয় অত্যাবশ্যক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এককালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্ব্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীকৃত। যদি তাহা না হইতে পায়, সে সমাজশরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অপরদিকে রাজসিংহে মৃগেন্দ্রের গুণদোষরাশি সমস্তই বিদ্যমান। একদিকে আত্মভোগেচ্ছায় কেশরীর করাল নখরাজী তৃণগুল্মভোজী পশুকুলের হৃৎপিণ্ড বিদারণে মুহূর্ত্তও কুণ্ঠিত নহে, আবার কবি বলিতেছেন, ক্ষুৎক্ষাম জরাজীর্ণ হইলেও ক্রোড়াগত জম্বুক সিংহের ভক্ষ্যরূপে কখনই গৃহীত হয় না। প্রজাকুল রাজশার্দ্দূলের ভোগেচ্ছার বিঘ্ন উপস্থিত করিলেই তাঁহাদের সর্ব্বনাশ, বিনীত হইয়া রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেই তাহারা নিরাপদ। শুধু তাহাই নহে, সমান প্রযত্ন, সমান আকূতি, সাধারণ স্বত্বরক্ষার্থ ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ, পুরাকালের কি কথা, আধুনিক সময়েও কোনও দেশে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ হয় নাই। রাজন্যকেন্দ্র তজ্জন্যই সমাজ দ্বারা সৃষ্ট, শক্তি সমষ্টি সেই কেন্দ্রে পুঞ্জীকৃত এবং তথা হইতেই চারিদিকে সমাজ শরীরে প্রসৃত। ব্রাহ্মণাধিকারে যে প্রকার জ্ঞানেচ্ছার প্রথম উদ্বোধন, ও শৈশবাবস্থায় যত্নে পরিপালন, ক্ষত্রিয়াধিকারে সেই প্রকার ভোগেচ্ছার পুষ্টি এবং তৎসহায়ক বিদ্যানিচয়ের সৃষ্টি ও উন্নতি।

মহিমান্বিত লোকেশ্বর কি পর্ণকুটীরে উন্নত মস্তক লুক্কায়িত রাখিতে পারেন, বা জনসাধারণলভ্য ভোজ্যাদি তাঁহার তৃপ্তি সাধনে সক্ষম?

নরলোকে যাঁহার মহিমার তুলনা নাই, দেবত্বের যাহাতে আরোপ, তাঁহার উপভোগ্য বস্তুর উপর অপর সাধারণের দৃষ্টিক্ষেপই মহাপাপ, স্পর্শচ্ছোঁয়ার ত কথাই নাই। রাজশরীর সাধারণ শরীরের ন্যায় নহে, তাহাতে অশৌচাদি দোষ স্পর্শে না, অনেক দেশে সে শরীরের মৃত্যু হয় না। অসূর্য্যম্পশ্যরূপা রাজদারাগণও এইভাব হইতে সর্ব্বতোভাবে লোকলোচনের সাক্ষাতে আবরিত। কাজেই পর্ণকুটীরের স্থানে অট্টালিকার সমুত্থান, গ্রাম্যকোলাহলের পরিবর্ত্তে মধুর কৌশলকলাবিশিষ্ট সঙ্গীতের ধরাতলে আগমন। সুরম্য আরাম, উপবন, মনোমোহন আলেখ্যনিচয়, ভাস্কর্য্যরত্নাবলী, সুকুমার কৌষেয়াদি বস্ত্র, শনৈঃ পদসঞ্চারে প্রাকৃতিক কানন, জঙ্গল, স্থূল বেশভূষাদির স্থানঅধিকার করিতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিজীবী পরিশ্রমবহুল কৃষিকার্য্য ত্যাগ করিয়া অল্পশ্রমসাধ্য ও সুক্ষ্মবুদ্ধির রঙ্গভূমি শত শত কলায় মনোনিবেশ করিল। গ্রামের গৌরব লুপ্ত হইল। নগরের আবির্ভাব হইল।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গাল।

(কবিবর গিরীশচন্দ্র ঘোষ লিখিত।)

হরেন্দ্র ও রাধাকান্ত স্কুলে এক ক্লাশে পড়িত। রাধাকান্ত পাড়াগেঁয়ে ভালমানুষ,—স্কুলে বাঙ্গাল বলিত। হরেন্দ্র দাঙ্গাবাজ, চট্‌পটে, বড় মানুষের ছেলে। জুড়ি গাড়ী চড়িয়া আসে, স্কুলে সকলে ভয় করে, এমন কি মাষ্টার পর্য্যন্ত তটস্থ। রাধাকান্তের চক্ষে হরেন্দ্র দেবতা। রাধাকান্ত মনে করিত যে, হরেন্দ্রের মত হইলে জীবনে আর কিছু বাকী রহিল না।

স্কুলের দিন ফুরাইল, এখন উভয়েই সংসারে। হরেন্দ্র রাধাকান্তকে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু রাধাকান্ত হরেন্দ্রকে ভুলে নাই। পথে হাওয়া খাড়ে করিয়া

যাইতেছে, দেখে—হরেন্দ্র তীর বেগে টম্ টম্ হাঁকাইয়া চলিল। ভেপু শুনিয়া ফিরিয়া দেখে—হরেন্দ্র হাঁকাইতেছে। ঘোড়সওয়ারে ঘোড় দেখিতে যাইতেছে। যেখান দিয়া হরেন্দ্র যায়,—এদেকের আমোদ করিয়া যায়। বেশের পারিপাট্য সৌখিন লোকের আদর্শ। যেখানে যায়, সেইখানেই পাঁচ জন চাহিয়া দেখে।

একদিন রাধাকান্ত একটা থিয়েটারে আট আনার টিকিট থিয়েটারের দোর খুলে না—সেজন্য সামনে বেড়াইতেছে। এমন হরেন্দ্রের জুড়ী আসিয়া লাগিল। হঠাৎ রাধাকান্তের প্রতি নজর অমনি পূর্ব্ব পরিচিত স্বরে, “কিরে বাঙ্গাল” বলিয়া হাত ধরিল। একেবারে মুণ্ডু ঘুরিয়া গেল। তখন সে স্বর্গে কি মর্ত্তে, তাহার না। হরেন্দ্র বলিল, ‘কিরে বাঙ্গাল, থিয়েটার দেখ্‌বি?’ রাধাকান্তে সরিতেছে না। “চল্” বলিয়া উপরে লইয়া গেল। দ্বাররক্ষকেরা হরেন্দ্রকে সেলাম দিল। ম্যানেজার তটস্থ হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ বক্‌সের চাবি খুলিয়া দিয়া হরেন্দ্রকে বসিতে অনুরোধ করিল। ধূমপান নিষেধ, কিন্তু হরেন্দ্র থিয়েটারের ম্যানেজারের সামনে সুন্দর হইতে সিগার বাহির করিয়া, রূপার কৌটা হইতে মোমের দেশেলাই চুরুট ধরাইয়া ধূমপান করিতে লাগিল। যাহারা হরেন্দ্রের সঙ্গে ছিল, তাহারাও হরেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া লাটের মত চুরুট মুখে দিয়া লাগিল। রাধাকান্ত অবাক্! হরেন্দ্র রাধাকান্তকে চুরুট দিল, কিন্তু পান করিতে সাহস করিল না। একটী সুন্দর ছোট শিশি বাহির হরেন্দ্র রাধাকান্তের গায়ে এসেন্স ছড়াইয়া দিল। রাধাকান্ত আরেবিয়ান নাইটের গল্প চলিতেছে। রাধাকান্ত থিয়েটার দেখিবে কি দেখে! “ড্রপসিন” পড়িল। বিশেষ খাতির করিয়া ম্যানেজার “গ্রিন রুমে” লইয়া গেল। রাধাকান্তের হাত বগলে লইয়া, হরেন্দ্র গেল। সঙ্গীরাও সঙ্গে রহিয়াছে। “গ্রিন রুমে” রাধাকান্ত দেখে ট্রেস’ সকলেই হরেন্দ্রকে চেনে ও বড় খাতির করে। ‘এক্‌টার

বিশেষ অনুগত। একজন হরকরার কাছে কতকগুলি ফুলের তোড়া, ফুলের মালা ছিল,—হরেন্দ্র 'একট্রেস' মহলে বিতরণ করিল। খড়ি মাখা, চোখ আঁকা, পরচুলপরা সুন্দরীরাও বিশেষ যত্নের সহিত হরেন্দ্রের দান গ্রহণ করিল। রাধাকান্ত অবাক্। হরেন্দ্র রাধাকান্তকে বলিল, 'চল্ বাঙ্গাল,' এখানে আর নয়। তুই কোথা থাকিস্? চল্ তোর বাসা দেখে যাই।" রাধাকান্তের ঘোর বিপদ হইল,—একটা ছোট হোটেলে থাকে, বাপ্রে কি করে হরেন্দ্রকে লইয়া সেথা যায়! মাথা চুলকাইতেছে,—হরেন্দ্র বলিল, কেনরে, তুইত মেসে থাকিস্। চল্না, কোথা থাকিস্ দেখে যাই।" "রাধাকান্ত মাথা চুলকাইয়া বলিতে লাগিল, "সে বড় ভাল জায়গা নয়,—সে বড় ভাল বাসা নয়।" হরেন্দ্র বলিল, "তবে আয়, আমার বাড়ীতে আয়।" সঙ্গীদের পশ্চাৎ রাখিয়া, "তোমরা সেকেনক্লাস গাড়ী ভাড়া করিয়া আসিও" বলিয়া, রাধাকান্তকে জুড়ীতে লইয়া, হরেন্দ্র নিজ বাড়ীতে আসিল। রাধাকান্ত দেখে,—ইন্দ্রালয়! বৈঠকখানায় সুন্দর কার্পেট পাতা দেখিয়া রাধাকান্ত জুতা খুলিতে যায়। হরেন্দ্র বলিল, "দূর বাঙ্গাল! চল্ জুতা পায়ে দিয়াই চল্।" "ভিক্টোরিয়া কোচে রাধাকান্তকে বসাইয়া হরেন্দ্রও বসিল। গোলাপ জলে ফেরান গুড়গুড়িতে অম্বুরী তামাক সাজিয়া, শুভ্র-পরিচ্ছদ খানসামায় আনিয়া দিল। রূপার পাত মোড়া পানের খিলি, পরিপুষ্ট ছোট এলাচ, স্বর্ণপাত্রে একটী টিপাই সাজাইয়া, ভৃত্য তাহার উপর রাখিল। স্বর্ণ গ্লাসে বরফ দেওয়া সরবত আনিয়া দিল। হরেন্দ্র বলিল, "বাঙ্গাল খা।" রাধাকান্ত এক চুমুক পান করিয়াই ভাবিল—"ইহাই অমৃত!" পরে,—'কেমন আছিস্?' 'কি করিস্?'—এই সমস্ত খপর হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল। রাধাকান্ত সদাগরের বাড়ীতে বিল সরকারী করে, মেসে হোটেলে থাকে, ২৫্ টাকা বেতন পায়—কোনরূপ কায়ক্লেশে চলে। এ কথা ও কথার পর হরেন্দ্র হুকুম দিল, "বাবুকে গাড়ী করিয়া বাড়ীতে রাখিয়া আয়।" রাধাকান্ত পথের মাঝেই নামিতে চায়,—কেননা রাজসদৃশ পরিচ্ছদ ভূষিত সহিস কোচম্যানকে তাহার হোটেল দেখাইতে নারাজ। নামিতে চাহিল,—সহিস দোর খুলিয়া দিল। কিন্তু উৎপাত থামিল না! পেছনে

পেছনে চোপদার রাধাকান্তের বাসা দেখিতে চলিল। নিত্য রাধাকান্ত নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যায়—সে দিন আর নিদ্রা নাই।

পরদিন প্রাতে রাধাকান্তকে এক জন চোপদার খুঁজিতেছে। হোটেলের দোরে এক জুড়ী। চোপদার রাধাকান্তকে সেলাম করিয়া, বাবু সেলাম দিয়াছে—জানাইল। রাধাকান্ত মুখে জল দিয়া, পূর্ব্ব পরিচ্ছদ পরিধানে জুড়ীতে হরেন্দ্রের বাটী আসিল। যে ঘরে হরেন্দ্র শুইয়া আছে, সে ঘরে টেবিল চেয়ার নাই, গদী পাতা ঢালা বিছানা। হরেন্দ্র শুইয়া আলবোলায় তামাক টানিতেছে। রাধাকান্ত যাইবামাত্র, হরেন্দ্র বলিল,—"চল্, নাইবি চল্।" রাধাকান্ত ভাবিতে ছিল যে, চৌবাচ্চায় নাইতে যাইব। তাহা নহে দো'তালা ঘরের ভিতর দিয়া চলিল। দো'তালা ঘরের ভিতর নাইবার ঘর! চারিদিকে সারসি আঁটা। টব সুবাসিত জলে পরিপূর্ণ,—সুগন্ধি তৈল ও সাবান। স্নানান্তর পরিচ্ছদ, তোয়ালে, ও গামছা রহিয়াছে। দুইটি জলের নল। একটীতে গরম জল, একটিতে শীতল জল। দুইজন চাকরে রাধাকান্তকে স্নান করাইল। স্নান সমাপ্ত হইল—সুন্দর বসন, সুন্দর জামা,—তাহার ছেঁড়া জুতার পরিবর্ত্তে একটী সুন্দর ক্রাপর্শটের স্লিপার রহিয়াছে। নানাবিধ ফল, মিষ্টান্ন, সরবৎ।—জলযোগের পর রাধাকান্ত আফিসে যাইতে ব্যস্ত হইল। হরেন্দ্র বলিল, "আজ আর আফিসে যাস্ নি।" সর্ব্বনাশ—মাহিনা কাটিবে!—কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না। আহারাদি সমাপ্ত হইল। উত্তমশয্যায় রাধাকান্ত নিদ্রা গেল। নিদ্রাভঙ্গে হরেন্দ্র বলিল, তুই আর সে বাসায় যাস্ নি। তোর হিসাব পত্তর চুকাইয়া দিতেছি। আমার বাড়ীর সাম্‌নে বৈটকখানা বাড়ীতে তুই থাক্।—আর খরচার জন্য এই টাকা নে।"—দশ টাকার করিয়া পাঁচখানা টাকার নোট দিল। নোট হাতে দিয়া বলিল, আমোদ আহ্লাদ খরচ কর্, আর আফিসে যাস্ নি।" রাধাকান্তের পিতাও এত টাকা একসঙ্গে দেখেন নাই। ভাবিতে লাগিল, একি স্বপ্ন দেখিতেছি! একসপ্তাহ এইরূপে যাইবার পর, একদিন হরেন্দ্র বলিল, চল্—"তোদের দেশে যাব।" রাধাকান্তের হৃৎকম্প হইল, কিন্তু হরেন্দ্র ছাড়িল না। রাধাকান্তকে অগত্যা হরেন্দ্রকে দেশে লইয়া যাইতে হইল। হরেন্দ্র একাই রাধাকান্তের সহিত চলিল।

চাকর বাকর সঙ্গে লইল না। পথে রাধাকান্ত কতই ভাবিতে লাগিল; কিন্তু হরেন্দ্র চণ্ডীমণ্ডপে যখন মাদুরে বসিয়া দাকাটা তামাক পরম তৃপ্তির সহিত টানিতে লাগিল,—রাধাকান্তর কতক চিন্তা দূর হইল। রাধাকান্তর মা, ছেলের বন্ধুকে ছেলের মত যত্ন করিয়া চিড়েভাজা, চালভাজা, তিলভাজা তেলনুন মাখিয়া জল খাইতে দিল। তখন রাধাকান্ত আড়ষ্ট। কিন্তু হরেন্দ্র যেরূপ তৃপ্তির সহিত ভাজাভুজি, গুড়পাটালী খাইল, অতি উপাদেয়দ্রব্য তাহাকে এরূপ ভাবে খাইতে রাধাকান্ত দেখে নাই। তাহার পর অন্ন, কলাইএর ডাল, সজিনা খাড়া চচ্চড়ি, আংপোড়া পোনা মাছ ভাজা, উত্তম ঘৃত দুগ্ধ,—পুত্রবৎ যত্নের সহিত রাধাকান্তের মা, হরেন্দ্রকে খাইতে দিল। হরেন্দ্র বাটীতে যাহা খাইত—তাহার দ্বিগুণ খাইল। তথাপি মা মাগী ঘোমটা টানিয়া কথা কহিয়া বলিল, "বাবা, আর দুইটী ভাত ভাঙ্গিয়া নাও। আহা বাবা,—ঐ খেয়ে জোয়ান বয়সে কি করে থাকবে?" এই সকল স্নেহবাক্যে হরেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। রাধাকান্ত সাবান সঙ্গে লইয়াছিল। বালিসের ওড় বিছানা প্রভৃতি কাচিয়া রাখিয়াছিল। শয্যা প্রস্তুত করিয়া ভাবিতেছিল, হরেন্দ্রের নিকট শয়ন করিবে। হরেন্দ্র জেদ করিয়া বাড়ীর ভিতর শুইতে পাঠাইল। পরদিন প্রাতে রাধাকান্তের চাকর—"রাখাল" "মাহিন্দর"ও অন্যান্য কৃষি চাকরেরা, হাতে কলিকা টানিতে টানিতে হরেন্দ্রকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "হ্যাঁগা বাবু, তোমার বাড়ী কি নিজ কোলকাতায়?" চোখ টিপিয়া রাধাকান্ত বারণ করে, তাহারাও মানে না, হরেন্দ্রও শোনে না। রাধাকান্তর বাপ বাড়ী ছিল না। মাঠে কৃষাণদের জলখাবার লইয়া যাইতে লোকের অভাব হইতেছিল। রাধাকান্ত সভয়ে শুনিল, হরেন্দ্র বাড়ী ভিতর গিয়া বলিতেছে, "মা, আমাকে দাও আমি জল খাবার লইয়া যাই।" মা মাগীরও আক্কেল নাই!—একধামা মুড়ি ও খানিকটা গুড় দিয়া বলিল,—"হ্যাঁ বাবা যাও, কর্ত্তা বাড়ী নাই, দু'জনে গিয়ে দিয়ে এস।" মাগীর একদিনেই হরেন্দ্রকে ঘরের ছেলে বলিয়া বোধ হইয়াছিল। রাধাকান্তের বাপ ফিরিয়া আসিয়া হরেন্দ্রকে যথেষ্ট যত্ন করিল। আপনি তামাক সাজিয়া, দু'এক টান টানিয়া হুঁকা রাখিয়া যায়। হরেন্দ্রের ব্যবহারেও

রাধাকান্তের পিতা পরম পরিতুষ্ট হইল। ভয়ের প্রাতেই কৃষিদিগকে খাওয়ায় ও তাহাদের সহিত খায়। সন্ধ্যায় পর তাহাদের সহিত নৃত্যগীত করে। সাঁতার দেয়,—এক সঙ্গে ছোটে,—কখনও বা তাহাদিগকে তামাক সাজিয়া খাওয়ায়। এই সকল দেখিয়া রাধাকান্তের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল।—"একে!—এ কি আমার সত্যকার আপনার ভাই?"

এইরূপ কয়েক দিন যায়। এক দিন কলিকাতা হইতে হঠাৎ পত্র আসিল,—হরেন্দ্রের নামে পুলিশ হইতে ওয়ারিণ বাহির হইয়াছে। রাধাকান্তকে হরেন্দ্র বলিল, "কে ওয়ারিণ বাহির করিয়াছে জানিস্? আমার মা!" রাধাকান্ত কিছুই বুঝিতে পারিল না। কলিকাতায় আসিয়া দেখিল, সত্যই তাহার মা ওয়ারিণ বাহির করিয়াছে। দিন দিন রাধাকান্ত বুঝিতে লাগিল,—যে, হরেন্দ্রের এ কি সংসার! মার সহিত নানান্ মকদ্দমা চলিতেছে। মাগী, পুত্রের কথা না শুনিয়া দাওয়ানের কথায় ওঠে বসে।—সে যা বলে, তাই শোনে। শুনিতে পাইল, স্ত্রীও খোরাকের নালিশ করিয়া পুলিশ হইতে খোরাকির বন্দোবস্ত করিয়াছে। সমান চালই চলে। রাধাকান্ত হরেন্দ্রের বাজার সরকার, হরেন্দ্রের কার্য্যাধ্যক্ষ। যে সকল দ্রব্যাদির প্রয়োজন সকলই আনে,—তাহার কমিশনে বিশেষ লাভ। সাহেব সুবো, উকীল মোক্তার, দোকানদার, দালাল সকলে সভয়ে বশীভূত—রাধাকান্তের বিশেষ সুবিধা হইতে লাগিল।

রাধাকান্ত হরেন্দ্রের প্রিয় বন্ধু, সকলেই জানিয়াছে; কিন্তু বাগানপার্টিতে রাধাকান্তকে দেখে না। একদিন মহাসমারোহের বাগানপার্টি। হরেন্দ্র যাইতেছে। রাধাকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবে?" হরেন্দ্র বলিল, "বাগানে।" রাধাকান্তের মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিল,—তাহার যাইতে নেহাৎ ইচ্ছা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, "যাইবি?" রাধাকান্ত কিছু বলে না। হরেন্দ্র আপনিই বলিল, "চল, ঘরের সুখ দেখিয়াছিস,—বাহিরের সুখ দেখিবি।" বাগান যেন অমরাবতী,—তাহে মহা সমারোহের নিমিত্ত সুসজ্জিত। চারিদিকে নাচ, গান, বাদ্য, স্যাম্পেনের ফোয়ারা চলিতেছে। ক্রমে যেন দৈত্যের কৌশলে

আনন্দস্থান নিরানন্দময় হইল। ঝগড়া, মারামারি, কান্না, কলহ! মুদ্যন্নের ন্যায় গড়াগড়ি. মল,মূত্র বমন, স্থান অতি কুৎসিৎ হইল। রাধাকান্তকে হরেন্দ্র বলিল, "দেখ্‌লি? এখন আর এক কীর্ত্তি দেখ্‌বি চল্।" হরেন্দ্রের জুড়ী সোনাগাছির এক বড় বাড়ীর দোরে আসিয়া লাগিল।

পশ্চাৎ পশ্চাৎ একখানি পাল্কীগাড়ী আসিয়াও পৌঁছিল। এ গাড়ীর সোয়ারী চারিটি স্ত্রীলোক। তন্মধ্যে একটি স্ত্রীলোক গাড়ী হইতে নামিয়া, বাটীর ভিতর গিয়া, সিঁড়ীতে উঠিতে না উঠিতে হরেন্দ্রকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিল। হরেন্দ্র কিছু না বলিয়া রাধাকান্তকে বলিল, "দেখছিস্ বাঙ্গাল দেখছিস্। এ কথায় স্ত্রীলোকটির আরও তর্জ্জন গর্জ্জন বাড়িল। কিল, চড় চলিতে লাগিল। হটাৎ কর্ণকুহর ভেদিয়া একটি শিশের ধ্বনি হইল। রমণী চমকিল, হরেন্দ্র বলিল, "রাধাকান্ত, শ্যামের বাঁশী বেজেছে শুন্‌তে পেয়েছিস? এবং প্রিয় উপপতি সিস দিয়া ইসারা করিতেছেন। যুবতী উত্তরে কত কথা বলিতে লাগিল, সে সকলে কর্ণপাত না করিয়া রাধাকান্তের সহিত হরেন্দ্র জুড়িতে উঠিল। গাড়ীতে রাধাকান্ত পরিচয় পাইল যে, স্ত্রীলোকটী থিয়েটারের "একট্রেস"। হরেন্দ্র তাহার রূপমোহে আবদ্ধ হইয়াছে। ইহার একজন প্রিয় উপপতি, অতি কদর্য্য, হীন ব্যক্তি। হরেন্দ্র যে সময় না থাকে, সে সময়ে তাহার অধিকার। জানিয়া শুনিয়াও হরেন্দ্র তাহার রূপমোহ কাটাইতে পারে না। হরেন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কথা সমাপ্ত করিল। কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল, "কেমন সুখে আছি দেখ্‌ছিস্?" তোর সখ হয়েছিল দেখাইলাম। আর এরূপ স্থানে আস্‌বার ইচ্ছা করিস্ নি!"

হরেন্দ্র উপদেশ দিল বটে, কিন্তু রাধাকান্তের বক্ষে একজন তয়ফাওয়ালীর নয়নবাণ বিদ্ধ হইয়াছে। পাপচিত্র দর্শন করিয়া যিনি মনে করেন,—পাপ লিপ্সা দূর হয়, তিনি তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে কখনও পাপের ছবি দেখেন নাই। পাপের অতি অদ্ভুত আকর্ষণ! যিনি পাপ দৃশ্য কালসর্পের ন্যায় না পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি জীবনে পাপসংচর হইবেন—সন্দেহ নাই। এ বাসনামুক্তির সংকল্প চরণ ব্যতীত সদুপোপায়! দুঃখের তাড়নাতেও বাসনা-সাগর নিবৃত্ত হয় না। রোগে শোকে মনোমোহনকারী চিত্র,হৃদয় হইতে দূর করিতে পারে না। যদি কাহারও কখন হয়, তিনি অতি ভাগ্যধর।

পাপ বাসনা উদ্দীপ্ত। হাতে যথেষ্ট অর্থ,—সময়, সুযোগও সহকারী, রাধাকান্তের শীঘ্রই অধঃপতন হইল। রোজকারে কুলায় না, চারিদিকে দেনা, ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। রাধাকান্ত ঋণজালে জড়িত হইল। হরেন্দ্রের বাড়ী যাতায়াত করে, কিন্তু প্রায়ই দেখা হয় না। হরেন্দ্র নির্জ্জনেই থাকে। বাজারে রাষ্ট্র, হরেন্দ্রের সর্ব্বস্ব গিয়াছে। কিন্তু গাড়ী, জুড়ি, লোক, লস্কর, আসবাব, পোষাক, তাহার কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই। রাধাকান্ত কিছু বুঝিতে পারে না। রাধাকান্তের দেনদারেরা বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। হরেন্দ্রের খাতিরে যে সকল স্থানে তাহার খাতির ছিল ও যথায় যথায় অখোপায় হইত, তাহা সমস্তই বন্ধ হইয়াছে। দেনা প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা। এ অবস্থায় কি করে। একদিন কোনও ক্রমে হরেন্দ্রের সহিত দেখা করিল ও আপনার অবস্থা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া সাহায্য চাহিল। হরেন্দ্র নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, বলিল,—"এখন যা।"

দিন দুই পরে সহরে রাষ্ট্র হয়, হরেন্দ্রের এক খুড়ীর কাশীলাভ হইয়াছে। বিস্তর বিষয়,—হরেন্দ্র তাহার অধিকারী। ইহার দুই চারিদিন পরেই এক দিন রাত্রে হরেন্দ্র রাধাকান্তকে ডাকাইল। রাধাকান্ত বাড়ী ঢুকিতে, এমন সময়ে পূর্ব্বকথীর একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বাটী হইতে বাহির হইয়া গাড়ীতে উঠিল। রাধাকান্ত তাহাকে চেনে এবং অনেকবার তাহার নিকট টাকাও কর্জ্জ করিয়াছে। হরেন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া আছে,—এমন সময়ে রাধাকান্ত পৌঁছিল। হরেন্দ্র বলিল,—"বাঙ্গাল, আমার কথা শুনিস্ নাই, আপনার সর্ব্বনাশ করেছিস্! যা, এবার তোর ঋণ মুক্ত করিয়া দিতেছি।—এই ত্রিশ হাজার টাকা ঋণ শোধ করিস্, আর এই দশ হাজার টাকা নে,—ইহা লইয়া দেশে গিয়া থাক্। যদি ভাল হইয়া না চলিস্, তা' হলে তোর সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। তোকে আমি এখনও ভালবাসি। এবার যদি বুঝিয়া না চলিস্, তা'হলে আমার মন হ'তে দূর হবি!" হরেন্দ্র আবার বলিতে লাগিল

"তোরে কেন ভালবাসি জানিস্? বোধ হয় জানিস্ না? মা, আমার নয় জানিস্,—স্ত্রী আমার নয় জানিস্,—যে কাঠকুড়ানীকে রাজরাণী করিয়াছি, সে আমার নয় জানিস্,—যে সকল পথের ভিখারীরা আমার ধনে অট্টালিকায় "বাবু" হইয়া বসিয়াছে—তাহারা আমার উপহাস করে জানিস্,—পারিষদেরা, যাহারা আমার অর্থে প্রতিপালিত হইতেছে, তাহারা পশ্চাতে আমাকে গালি দেয় তাহাও জানিস্!—দাসদাসীরা, অর্থের উপাসনা করে—আমার নয়। কিন্তু সত্যই হউক,—আমার ধারণা, তুই সেই স্কুল হইতে আমাকে, আমার নিমিত্ত ভাল বাসিতিস্। স্কুলে তোর মাথায় চাটি মারিয়াছি, "বাঙ্গাল" বলিয়া উপহাস করিয়াছি;—কিন্তু তত্রাচ তুই আমার অতি ক্ষুদ্র উপকার করিতে পারিলে, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতিস্। চুরী করিবার যত সুযোগ দিতে হয়, দিয়াছিলাম, ইহাতে তুই ধনকুবের হতে পারতিস্, কিন্তু আমার টাকা তোর দেহের শোণিত জ্ঞান করিয়াছিস্। কাহাকে কখনও বলি নাই, আজ তোকে বলি,—আমার জীবন দুঃখময়। কবে সুখী হইয়াছি জানিস্?—যে কয়দিন তোদের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তোর মাকে 'মা' বলিয়া, তোর বাপের চরণ বন্দনা করিয়া, তোর চাকরদের সঙ্গে খেলিয়া, প্রিয়তমা স্ত্রী অপেক্ষা তোর পরিবারের আদর পাইয়া, মরুময় উত্তপ্ত জীবনে, কএকদিন শীতল বারি পড়িয়াছিল। যা এখন যা,—আমি শোব।"

রাধাকান্ত টাকা লইয়া, বাটী হইতে বাহির না হইতে হইতে গাড়ী তৈয়ার করিবার হুকুম শুনিল। এক জন ভৃত্য ছুটিতেছে, তাহার নিকট সংবাদ পাইল,—বোটমাঝীকে তলপ। রাধাকান্ত কিছু বুঝিতে পারিল না। হরেন্দ্রের কথা শুনিয়া, হরেন্দ্রের নিমিত্ত তাহার হৃদয় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল। ভাবিতেছিল, আবার তাহাকে দেশে লইয়া যাইবে, যেরূপে তাহাকে সুখী করিতে পারি—সেইরূপে করিব।

পরদিন প্রাতে রাধাকান্ত একখানি চিঠী পাইল,—হরেন্দ্রের হস্তাক্ষর—পড়িয়া রাধাকান্তের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। পত্রের মর্ম্ম এই,—"আমার খুড়ী কোন কালে কেহ ছিল না। জাল করিয়া তোকে টাকা দিয়াছি। আমার

যদি কোন উপকার করিতে চাস্—তাহা হইলে শোন্ রে! কুসঙ্গ ছাড়িয়া, আমার সংসর্গে মিশিবার অগ্রে যেরূপ ছিলি, সেইরূপ থাকিবি।—তা'হলে জানবি, আমি পরম শান্তিতে থাকিব। পৃথিবীতে আর কেহ কখনও আমার দেখা পাইবে না। কখন কখনও আমায় মনে করিস্।" পত্র পাঠ করিয়া রাধাকান্ত উন্মত্তের ন্যায় হরেন্দ্রের বাটী ছুটিল। শুনিল, বাবু 'বোটে' করিয়া কোথায় যাইতেছিল। মাঝগঙ্গায় জালি বোট করিয়া মাঝি মাল্লাদিগকে কূলে পাঠাইয়া দিয়াছেন। কূলে উঠিয়া মাঝীরা সভয়ে দেখিতে পাইল, বোট খানি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহার পর আর হরেন্দ্রের কোনও সংবাদ নাই। রাধাকান্ত বাসায় ফিরিয়া আসিয়া যে টাকা হরেন্দ্রের নিকট পাইয়াছিল,—সঙ্গে লইল। দ্রুত গমনে যে পূর্ব্বদেশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিকে গত রাত্রিতে হরেন্দ্রের বাটী হইতে বাহিরে আসিতে দেখিয়াছিল, তাহার নিকট চলিল। ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট দলিল দেখিয়া বুঝিল যে, হরেন্দ্র খুড়ীর বিষয় মর্টগেজ করিয়া টাকা লইয়াছে। সমস্ত টাকা ফেরত দিয়া ও পত্রখানি দেখাইয়া দলিল পুড়াইয়া ফেলিল। ধনী আশ্চর্য্য হইল। রাধাকান্তের সততায় ভাবিল, ইহার ন্যায় কর্ম্মচারী পাইলে, আমার কার্য্য উত্তমরূপে চলিবে। রাধাকান্তের দেনদারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাহার বৃহৎ পাকের কারবারের বখরাদার করিল। কিছু দিনের মধ্যে সমস্ত ঋণ রাধাকান্তের লভ্য হইতে পরিশোধ হইল এবং অল্প দিনে কিছু ধন সঞ্চয় করিয়া, কার্য্যে অবসর লইয়া রাধাকান্ত স্বদেশে গেল। নিত্য সন্ধ্যার সময় বন্ধুর জন্য কাঁদে। এক দিন ভোরে স্বপ্ন দেখিল,—হরেন্দ্র পূর্ব্বাপেক্ষা প্রফুল্লভাবে তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। মধুর হাসিয়া বলিতেছে,—"বাঙ্গাল, তুই আমার জন্য আর ভাবিস্ নি আমি তোর ভালবাসায় পরম শান্তি লাভ করিয়াছি।"

—:o:—

পরমহংসদেবের উপদেশ

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত।)

---

(১) নিষ্ঠা ভক্তি না হ'লে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না। যেমন এক পতিতে নিষ্ঠা থাকলে সতী হয়, তেমনি আপনার ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা হলে ইষ্ট দর্শন হয়।

(২) হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাটি জ্বাললে তখনই আলো হয়, তেমনি জীবের জন্ম জন্মান্তরের পাপও তাঁর একবার কৃপা দৃষ্টিতে দূর হয়।

(৩) মলয়ের হাওয়া লাগলে, যে সব গাছের সার আছে, সেই সব গাছে চন্দন হয়; কিন্তু অসার—যেমন বাঁশ, কলা ইত্যাদি—গাছে কিছু হয় না। ভগবৎকৃপা পাইলে যাঁদের সার আছে তাঁরাই মুহূর্তের মধ্যে মহা সাধুভাবে পূর্ণ হনে, কিন্তু বিষয়াসক্ত অসার মানুষের সহজে কিছু হয় না।

(৪) মানুষ—যেমন বালিসের খোল; বালিসের খোল উপরে দেখতে কোনটা লাল, কোনটা কাল; কিন্তু সকলের ভিতরে সেই একই তুলো। মানুষ দেখতে কেউ সুন্দর, কেউ কাল, কেউ সাধু, কেউ অসাধু. কিন্তু সকলের ভিতর সেই এক ঈশ্বরই বিরাজ করছেন।

(৫) যেমন আমার ভিতর কোনখানে একটা ছোট ছিদ্র থাকিলে জলে ক্রমে সব জল বেরিয়ে যায়; তেমনি সাধকের ভিতরও একটু সংসারাসক্তি থাকিলে সব সাধনা বিফল হইয়া থাকে।

(৬) পরমহংসদেব কোন এক তার্কিক লোককে বলেছিলেন, যদি এক কথায় বুঝতে পার ত আমার কাছে এস; আর খুব তর্ক যুক্তি করে যদি বুঝতে চাও, তো কেশবের (কেশবচন্দ্র সেন) কাছে যেও।

(৭) আর এক ব্যক্তি তাঁকে বলেছিলেন "আমার এক কথায় জ্ঞান হয় এমত উপদেশ দিন।" তিনি বলিলেন,—'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা।' এইটী ধারণা কর এই বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

ভাব্‌বার কথা।

ঠাকুর দর্শনে এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত। দর্শন লাভে তাহার যথেষ্ট প্রীতি ও ভক্তির উদয় হইল। তখন সে—বুঝি আদান প্রদান সামঞ্জস্য করিবার জন্য—গীত আরম্ভ করিল। দালানের এক কোণে থাম হেলান দিয়া চোবেজি ঝিমাইতেছিলেন। চোবেজি মন্দিরের পূজারী, পাহলওয়ান, সেতারী—দুই লোটা ভাং দুবেলা উদরস্থ করিতে বিশেষপটু এবং অন্যান্য আরও অনেক সদ্‌গুণশালী। সহসা একটা বিকট নিনাদ চোবেজির কর্ণপটহ প্রবলবেগে ভেদ করিতে উদ্যত হওয়ায় সবিদা-সমুৎপন্ন বিচিত্র জগৎ ক্ষণকালের জন্য চোবেজির বিরাট্‌ বিশাল বক্ষস্থলে "উধার হৃদিলীয়ন্তে"—হইল। তরুণ অরুণ কিরণ বর্ণ ঢুলু ঢুলু দুটি নয়ন ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিয়া মনশ্চাঞ্চল্যের কারণানুসন্ধানী চোবেজি আবিষ্কার করিলেন যে, এক ব্যক্তি ঠাকুরজির সামনে আপনভাবে আপনি বিভোর হইয়া কর্মবাড়ির কড়া নাড়ার ন্যায় মর্মস্পর্শী স্বরে নারদ, ভরত, হনুমান, 'সারঙ্গ,' কণ্ঠাবত ওষ্ঠের সপিণ্ডিকরণ করিতেছে। সচ্চিদানন্দ উপভোগের প্রত্যক্ষ বিঘ্নস্বরূপ পুরুষকে মর্মাহত চোবেজি তীব্র বিরক্তি-ব্যঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "বলি বাপুহে—ও বেসুর বেতাল কি চীৎকার করছ?" ক্ষিপ্র উত্তর এলো "সুর তালের আমার আবশ্যক কিহে? আমি ঠাকুরজির মন ভিজুচ্ছি।" চোবেজি—"হঁ, ঠাকুরজি এমনই আহাম্মক কি না? পাগল তুই—আমাকেই ভিজুতে পারিস্ নি—ঠাকুর কি আমার চেয়েও বেশী মূর্খ?"

[illegible] বলেছেন—তুমি আমার শরণ লও, আর কিছু করবার দরকার নাই, আমি তোমার উদ্ধার করিব। ভোলাচাঁদ তাই লোকের কাছে শুনে মহাখুসী; থেকে থেকে বিকট চীৎকার—আমি প্রভুর শরণাগত আমার আবার ভয় কি? আমার কি আর কিছু কর্‌তে হবে? ভোলাচাঁদের ধারণা—ঐ কথা গুলা খুব ঝিট্‌কেল আওয়াজে বারবার বল্‌তে পারলেই যথেষ্ট ভক্তি

হয়, আবার তার উপর মাঝে মাঝে পূর্ব্বোক্ত স্বরে জানানও আছে, যে তিনি সদাই প্রভুর জন্ম প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত! এতভক্তির জোরে যদি প্রভু স্বয়ং না বাঁধা পড়েন তবে সবই মিথ্যা। পার্শ্বচর দু চার টা আহম্মকও তাই ঠাওরায়। কিন্তু ভোলাচাঁদ প্রভুর জন্য একটিও দুষ্টামি ছাড়্‌তে প্রস্তুত নন। বলি ঠাকুর জি কি এমনই আহাম্মক? এতে যে আমরাই ভুলিনা!!

ভোলা পুরি বেজায় বেদান্তী—সকল কথাতেই তাঁর ব্রহ্মত্ব সম্বন্ধে পরিচয়টুকু দেওয়া আছে। ভোলাপুরির চারিদিকে যদি লোকগুলো অন্নাভাবে হাহাকার করে—তাকে স্পর্শও করে না; তিনি সুখ দুঃখের অসারতা বুঝিয়ে দেন। যদি রোগে শোকে অনাহারে লোকগুলো ম'রে ঢিপি হয়ে যায় তাতেই বা তাঁর কি? তিনি অমনি আত্মার অবিনশ্বরত্ব চিন্তা করেন! তাঁর সামনে বলবান দুর্ব্বলকে যদি মেরেও ফেলে, ভোলা পুরি—"আত্মা মরেণও না, মারেণও না" এই শ্রুতি বাক্যের গভীর অর্থসাগরে ডুবে যান। কোনও প্রকার কর্ম্ম কর্ত্তে ভোলাপুরি বড়ই নারাজ। পেড়াপিড়ি কর্‌লে জবাব দেন যে, পূর্ব্ব জন্মে ও সব সেরে এসেছেন। এক জায়গায় ঘা পড়লে কিন্তু ভোলাপুরির আত্মৈক্যানুভূতির ঘোর ব্যাঘাত হয়,—যখন তাঁর ভিক্ষার পরিপাটিতে কিঞ্চিৎ গোলহয় বা গৃহস্থ তাঁর আকাঙ্ক্ষানুযায়ী পূজা দিতে নারাজ হন, তখন পুরিজির মতে গৃহস্থের মত ঘৃণ্যজীব জগতে আর কেহই থাকে না এবং যে গ্রাম তাঁহার সমুচিত পূজা দিলে না সে গ্রাম যে কেন মুহূর্ত্ত মাত্রও ধরণীর ভার বৃদ্ধি করে, এই ভাবিয়া তিনি আকুল হন।

ইনিও ঠাকুরজিকে আমাদের চেয়েও আহাম্মক ঠাওরেছেন।

বলি, রামচরণ! তুমি লেখাপড়া শিখ্‌লেনা, ব্যবসা বাণিজ্যেরও সঙ্গতি নাই, শারীরিক শ্রমও তোমা দ্বারা সম্ভব নহে, তার উপর নেসা ভাঙ্‌ এবং দুষ্টামি গুলাও ছাড়্‌তে পার না, কি করে জীবিকা কর বল দেখি? রামচরণ—"সে সোজা কথা মহাশয়—আমি সকলকে উপদেশ করি।"

রামচরণ ঠাকুরজিকে কি ঠাওরেছেন?

ভগবদ্গীতা।

শাঙ্করভাষ্যের

বঙ্গানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদন। ১।

অন্বয়।

তথাকৃপয়া আবিষ্টং অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং বিষীদন্তং তং (অর্জ্জুনং) (প্রতি) মধুসূদনঃ ইদং বাক্যং উবাচ। ১।

অনুবাদ

(সঞ্জয় কহিলেন)

সেইরূপ কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণাকুলনেত্র এবং বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া মধুসূদন এই বাক্য বলিতে লাগিলেন। ১।

শ্রীভগবান্‌ উবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন। ২।

হে অর্জ্জুন কুতঃ (কস্মাৎ) বিষমে (অস্মিন্‌ ভয়াবহে স্থানে) কশ্মলং (পাপং) অকীর্ত্তিকরং অনার্য্যজুষ্টং (সদ্বিগর্হিতং) অস্বর্গ্যং অপরলোকহিতকরং (প্রাপ্তং)। ২।

শ্রীভগবান কহিলেন।

হে অর্জ্জুন! পাপস্বরূপ অনার্য্যসেবিত পরলোকে অহিতকর এবং ইহলোকে অকীর্ত্তিকর এই সমরপরাঙ্মুখত্ব, এই ভয়াবহ রণক্ষেত্রে কোথা হইতে তোমার নিকট উপস্থিত হইল। ২।

মাক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ। ৩।

অন্বয়।

হে কৌন্তেয় (কুন্তীতনয়) ক্লৈব্যং (অধৈর্য্যং) মা গচ্ছ এতৎ (ক্লৈব্যং) ত্বয়ি ন উপপদ্যতে (নযুক্তং ভবতি) হে পরন্তপ (শত্রুতাপন) ক্ষুদ্রং (নীচ জনোচিতং) হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বা (বিহায়) উত্তিষ্ঠ (রণায় উৎসাহং কুরু)। ৩।

অনুবাদ।

কুন্তীনন্দন! অধীর হইও না, এই প্রকার অধীর হওয়া তোমার পক্ষে প্রশংসনীয় নহে, হে শত্রুতাপন! প্রাকৃতজনোচিত মানসিক দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উত্থান কর ॥ ৩।

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

অন্বয়।

হে মধুসূদন! হে অরিসূদন! অহং সংখ্যে ইষুভিঃ (বাণৈঃ) পূজার্হৌ (পূজ্যৌ) ভীষ্মং দ্রোণঞ্চ কথং (কেন প্রকারেণ) প্রতিযোৎস্যামি (প্রতিযোৎস্যে) ৪।

অনুবাদ।

হে মধুসূদন! হে অরি সূদন! আমি কিরূপে শরসমূহের দ্বারা পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিব? ৪।

গুরূনহত্বাহি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্। ৫।

অন্বয়।

মহানুভাবান্ গুরূন্ (ভীষ্মদ্রোণাদীন্) অহত্বা ইহলোকে ভৈক্ষ্যং (ভিক্ষান্নং) অপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ (প্রশস্যতরং) হি। তান্ অর্থকামান্ (গুরূন্) হত্বা (বিনাশ্য) রুধিরপ্রদিগ্ধান্ (রুধিরলিপ্তান্) ভোগান্ ভুঞ্জীয় (অনুভবেয়ম্)। ৫।

অনুবাদ।

(এই সকল) মহানুভাব গুরুজনকে বিনাশ না করিয়া এই জগতে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করাও (আমার পক্ষে) প্রশস্যতর। অর্থপ্রয়াসী (এই সকল) গুরুজনকে বিনাশ করিয়া আমি রুধিরলিপ্ত ভোগ আস্বাদন করিব? ৫।

নচৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নোগরীয়ো
যদ্বাজয়েম যদিবা নোজয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ। ৬।

অন্বয়।

যদ্ বা (যদিবা) জয়েম যদিবা নঃ (অস্মান্) জয়েয়ুঃ (ধার্ত্তরাষ্ট্রা ইতি শেষঃ) (এতয়োঃ পক্ষয়োর্মধ্যে) নঃ (অস্মাকং) কতরৎ গরীয়ঃ (শ্রেয়স্কর) (তৎ) এতৎ ন বিদ্মঃ (জানীমঃ) যানেব হত্বা (বয়ং) ন জিজীবিষামঃ। (ন জীবিতুমিচ্ছামঃ) তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ প্রমুখে (সম্মুখে) অবস্থিতাঃ। ৬।

অনুবাদ।

আমরা বিজয় লাভ করিব, কিম্বা আমাদিগকে (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ পরাজয় করিবে এই উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ শ্রেয় তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; যাহাদিগকে বিনাশ করিয়া আমরা জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্রসুত প্রভৃতি (আমার) সম্মুখে। (যুদ্ধের নিমিত্ত) অবস্থিত রহিয়াছে। ৬।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ;
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্। ৭।

অন্বয়।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ (দৈন্যদোষকলুষিতধীবৃত্তিঃ) ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ (অহং) ত্বাং পৃচ্ছামি যৎ নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ স্যাৎ (তৎ) ব্রূহি (কথয়) অহং তে (তব) শিষ্যঃ প্রপন্নং (একান্তাশ্রিতং) মাং শাধি (উপদিশ) ।৭।

অনুবাদ।

স্বার্থাসক্ততাপ্রযুক্তদৈন্যদোষে আমার স্বভাব মলিন হইয়াছে, আমার চিত্তে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিবেক প্রকাশ পাইতেছে না আমি তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি আমার পক্ষে যাহা নিশ্চিত শ্রেয়স্কর, তাহা বল আমি তোমার শিষ্য (হইলাম) শরণাগত আমাকে (সৎ) উপদেশ প্রদান কর। ৭।

নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮।

অন্বয়।

ভূমৌ অসপত্নং ঋদ্ধং রাজ্যমবাপ্য সুরাণাংচ (বা) আধিপত্য (মবাপ্য) (স্থিতস্য) যৎ মম ইন্দ্রিয়াণাং উচ্ছোষণং শোকং অপনুদ্যাৎ (অপসারয়েৎ) তৎ ন প্রপশ্যামি। ৮।

অনুবাদ।

এই পৃথিবীতে শত্রুহীন সমৃদ্ধিযুক্ত রাজ্য লাভ করিলে বা দেবগণের উপরেও আধিপত্য লাভ করিলে, যাহা আমার এই ইন্দ্রিয়তাপকর শোকের অপহরণ করিতে পারিবে, এমন কোন উপায় আমি দেখিতে পাইতেছি না।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ। ৯।
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০।

অন্বয়।

পরন্তপঃ গুড়াকেশঃ (অর্জ্জুনঃ) হৃষীকেশং গোবিন্দং এবং উক্ত্বা (চ) তূষ্ণীং (মৌনী) বভূব। হে ভারত! (ভরতকুলোদ্ভব ধৃতরাষ্ট্র!) উভয়োঃ সেনয়োর্ম্মধ্যে প্রহসন্নিব (উপহাসং কুর্ব্বন্নিব) হৃষীকেশঃ বিষীদন্তং তং (অর্জ্জুনং) ইদং উবাচ। ৯—১০।

অনুবাদ।

সঞ্জয় কহিলেন। এই কথা বলিবার পরে পরন্তপ অর্জ্জুন "আমি যুদ্ধ করিব না" হৃষীকেশ গোবিন্দকে এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

হে ভারত! (সেই সময়ে) উভয় সেনার মধ্যে উপহাসচ্ছলে উচ্চ হাস্য করিয়া হৃষীকেশ বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে এই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৯—১০।

শ্রীভগবানুবাচ—

ভাষ্যম্।

তদেব বচনমুদাহরতি শ্রীভগবানিতি।

অনুবাদ।

(ব্যাসদেব) শ্রীভগবান্ ইত্যাদিরূপে সেই বচন প্রদর্শন করিতেছেন।

ভাষ্য।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকমিত্যারভ্য নযোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূবহ ইত্যেতদন্তঃ প্রাণিনাং শোকমোহাদিসংসারবীজভূতদোষোদ্ভবকারণপ্রদর্শনার্থত্বেন ব্যাখ্যেয়োগ্রন্থঃ।

অনুবাদ।

"দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং" ইত্যাদি শ্লোক হইতে "নযোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা-তূষ্ণীম্ বভূবহ" এই শ্লোক পর্য্যন্ত গ্রন্থ, প্রাণিগণের শোক (মনস্তাপ) মোহ (অবিবেক) প্রভৃতি যে (দুঃখময়) সংসারের বীজভূত দোষ, তাহারই উদ্ভবের প্রতি কারণ (অবিদ্যার) প্রদর্শনার্থ (নিবদ্ধ হইয়াছে,) এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

ভাষ্য।

তথাহি অর্জ্জুনেন রাজ্যগুরুপুত্রমিত্রসুহৃৎস্বজনসম্বন্ধিবান্ধবেষু অহমেষাং মম এতে ইত্যেবং ভ্রান্তিপ্রত্যয়নিমিত্তস্নেহবিচ্ছেদাদিনিমিত্তাবাত্মনঃ শোকমোহৌ প্রদর্শিতৌ "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদিনা।

অনুবাদ।

আমি যুদ্ধে কি প্রকারে ভীষ্ম ও দ্রোণকে বধ করিব এই প্রকার বাক্য দ্বারা, অর্জ্জুন, শোক ও মোহ প্রকাশ করিয়াছেন। রাজ্য, গুরু, পুত্র, মিত্র, সুহৃৎ, স্বজন, সম্বন্ধি, ও বান্ধবগণের প্রতি "আমি ইহাদের," ও "ইহারা আমার" এই প্রকার ভ্রান্তিবুদ্ধিজনিত স্নেহ ও ইহাদের সহিত বিচ্ছেদাদি সম্ভাবনাই শোক ও মোহের কারণ।

ভাষ্য।

শোকমোহাভ্যাং হি অভিভূতবিবেকবিজ্ঞানঃ স্বতএব ক্ষাত্রধর্ম্মে যুদ্ধে প্রবৃত্তোঽপি তস্মাদ্‌যুদ্ধাদুপররাম, পরধর্ম্মং চ ভিক্ষা জীবনাদিকং কর্ত্তুং প্রববৃতে।

অনুবাদ।

শোক ও মোহাদির উদয়ে বিবেক বিজ্ঞান অভিভূত হইয়াছিল, এইজন্যই অর্জ্জুন স্বেচ্ছাক্রমে যুদ্ধ রূপ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও তাহাহইতে নিবৃত্ত হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং পরধর্ম্ম ভিক্ষাবৃত্তিপর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ভাষ্য।

তথাচ সর্ব্বপ্রাণিনাং শোকমোহাদিদোষাবিষ্টচেতসাং স্বভাবতএব স্বধর্ম্ম পরিত্যাগঃ প্রতিষিদ্ধসেবা চ স্যাৎ স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তানামপি তেষাং বাঙ্‌মনঃকায়াদীনাং প্রবৃত্তিঃ ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বিকৈব সাহঙ্কারা চ ভবতি।

অনুবাদ।

এই প্রকার স্বভাবতঃ শোক ও মোহে আবিষ্টহৃদয় প্রাণিমাত্রেরই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ এবং প্রতিষিদ্ধ সেবা হইয়া থাকে। যাহাদের হৃদয় শোক ও মোহাদির আবেশে কলুষিত, তাহারা স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ফলাভিসন্ধানপূর্ব্বক ও সাহঙ্কার হইয়া থাকে।

ভাষ্য।

তত্রৈবং সতি ধর্ম্মাধর্ম্মোপচয়াদিষ্টানিষ্টজন্মসুখদুঃখসম্প্রাপ্তিলক্ষণঃ সংসারোঽনুপরতোঽভবত্তীত্যতঃ সংসারবীজভূতৌ শোকমোহৌ তয়োশ্চ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকাদাত্মজ্ঞানান্নান্যতোনিবৃত্তিরিতি তদুপদিদিক্ষুঃ সর্ব্বলোকানুগ্রহার্থং অর্জ্জুনং নিমিত্তীকৃত্যাহ ভগবান্ বাসুদেবঃ—অশোচ্যানিত্যাদি।

অনুবাদ।

এই প্রকার ফলাভিসন্ধান ও অহংকারপূর্ব্বক প্রবৃত্তির বশে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বৃদ্ধি পায়, ধর্ম্মের ফল ইষ্ট ও অধর্ম্মের ফল অনিষ্টরূপকারণ হইতে সুখ ও দুঃখের সম্প্রাপ্তি হয় এই প্রকার সুখ ও দুঃখ প্রাপ্তিকেই সংসার কহে এই প্রকারে সুখদুঃখময় সংসার নিবৃত্ত হয় না। এই কারণেই শোক ও মোহ সংসারের নিমিত্ত (রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে)। সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসপূর্ব্বক আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে সেই সংসার নিমিত্ত শোক ও মোহের নিবৃত্তি অন্য কোন উপায়ের দ্বারা হইতে পারে না। এই কারণে সর্ব্ব লোকের অনুগ্রহার্থ সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ করিবার অভিলাষে ভগবান বাসুদেব অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া অশোচ্যানিত্যাদি শ্লোক বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ভাষ্য।

অত্র কেচিদাহুঃ—সর্ব্ব কর্ম্মসংন্যাসপূর্ব্বকা দাত্মজ্ঞাননিষ্ঠামাত্রাদেব কেবলাৎ কৈবল্যং ন প্রাপ্যত এব কিংতর্হি? অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মসহিতা জ্জ্ঞানাৎ কৈবল্যপ্রাপ্তিরিতি সর্ব্বাসু গীতাসু নিশ্চিতোঽর্থ ইতি। জ্ঞাপকঞ্চাহুরস্যার্থস্য "অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি" "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" "কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ" ইত্যাদি।

অনুবাদ।

জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয় বাদ।

কেবলজ্ঞানই মোক্ষের কারণ এই প্রকারসিদ্ধান্তপ্রসঙ্গে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সর্ব্ব কর্ম্মসংন্যাসপূর্ব্বক কেবল আত্মজ্ঞান নিষ্ঠাতেই যে কৈবল্যলাভ হয়, তাহা নহে। কি

উপায়ে তবে কৈবল্য লাভ হয়? শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত আত্ম জ্ঞান, কৈবল্য লাভের কারণ ইহাই সকল গীতা শাস্ত্রের নির্ণীত অর্থ। জ্ঞান ও কর্ম্ম মিলিত হইয়া মোক্ষ লাভের কারণ হয় এই সিদ্ধান্তটীকে প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহারা এই সকল গীতার বচন উদ্ধৃত করিয়া থাকেন যে "অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি" (তুমি যদি এই ধর্ম্মহেতু সংগ্রাম না কর) "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" (তোমার কর্ম্মেতেই অধিকার আছে) "কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং" (এই কারণে তুমি কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর) ইত্যাদি।

ভাষ্য।

হিংসাদিযুক্তত্বাৎ বৈদিকং কর্ম্ম অধর্ম্মায় ইতীয়মাশঙ্কা ন কার্য্যা। কথং? ক্ষত্রকর্ম্ম যুদ্ধলক্ষণং গুরুভ্রাতৃপুত্রাদিহিংসালক্ষণং অত্যন্তং ক্রূরতরমপি স্বধর্ম্ম ইতি কৃত্বা নাধর্ম্মায়। তদকরণে চ "ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি" ইতি বদতা যাবজ্জীবাদিশ্রুতিচোদিতানাং স্বকর্ম্মণাং পশ্বাদিহিংসালক্ষণানাং চ কর্ম্মণাং [illegible] সুনিশ্চিতমুক্তং ভবতীতি।

অনুবাদ।

স্বধর্ম্ম হিংসা যুক্ত হইলেও পাপজনক নহে।

হিংসাদি দোষের যোগ আছে বলিয়া বেদ-বিহিত কর্ম্ম অধর্ম্মের কারণ হয়, এই প্রকার আশঙ্কা করা উচিত নহে কেন? (তাহা বলি) যুদ্ধরূপ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, গুরু ভ্রাতা ও পুত্রাদির হিংসা স্বরূপ অত্যন্ত ক্রূর কর্ম্ম হইলেও যে কারণে ইহা ক্ষত্রিয় জাতির স্বধর্ম্ম এই কারণেই ইহা অধর্ম্মের হেতু নহে। এই যুদ্ধরূপ বিহিতকর্ম্মের অকরণে "ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি" (তাহা হইলে নিজধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া পাপভাগী হইবে) এই প্রকার বলিয়া (ভগবান্) প্রথমেই যে যাবজ্জীব বিহিত পশু প্রভৃতি হিংসারূপ বৈদিক যাগ প্রভৃতির অধর্ম্মরূপতা নাই, তাহা সুনিশ্চিতরূপে বলিয়া দিয়াছেন।

[ক্রমশঃ।]

শারীরকসূত্র রামানুজ ভাষ্যম্।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিতম্।)

ভাষ্য।

প্রথমং তাবৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য ইত্যধ্যয়নেনৈব স্বাধ্যায়শব্দবাচ্যবেদাখ্যাক্ষররাশের্গ্রহণং বিধীয়তে।

অনুবাদ।

"স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ—" (বেদের অধ্যয়ন করিবে) এই বিধিবাক্যের দ্বারা—স্বাধ্যায় শব্দের অর্থ বেদের অক্ষরসমূহের জ্ঞান বিহিত হইয়াছে।

ভাষ্য।

তচ্চাধ্যয়নং কিংরূপং? কথং কর্ত্তব্যং? ইত্যপেক্ষায়াম্ "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত তমধ্যাপয়েৎ" ইত্যনেন "শ্রাবণ্যাং প্রৌষ্ঠপদ্যাং বা উপাকৃত্য যথাবিধি। যুক্তশ্ছন্দাংস্যধীয়ীত মাসান্ বিপ্রোঽর্দ্ধপঞ্চমান্" ইত্যাদি ব্রতনিয়মোপদেশৈশ্চাপেক্ষিতানি বিধীয়ন্তে।

অনুবাদ।

সেই অধ্যয়ন কিরূপ? কি প্রকারেই বা তাহা করিতে হইবে? এই প্রকার জিজ্ঞাসা হইলে—"অষ্টবর্ষীয় ব্রাহ্মণকে উপনীত করিবে ও তাহাকে অধ্যয়ন করাইবে" এই প্রকার বৈদিক বাক্য ও "শ্রাবণী বা ভাদ্রী পূর্ণিমার দিনে যথাবিধি উপাকর্ম্ম করিয়া নিয়ম সহকারে ব্রাহ্মণ—সার্দ্ধ মাস চতুষ্টয় পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন করিবে" এই সকল সংহিতাস্থিত ব্রত ও নিয়ম প্রভৃতির উপদেশ বাক্য দ্বারা অপেক্ষিত অধ্যাপনাদি বিহিত হইয়াছে।

ভাষ্য।

এবং সৎসন্তানপ্রসূতসদাচারনিষ্ঠাত্মগুণোপেতবেদবিদাচার্য্যোপনীতস্য ব্রতনিয়মবিশেষযুক্তস্যাচার্য্যোচ্চারণানূচ্চারণমক্ষররাশিগ্রহণফলমধ্যয়নমিত্যবগম্যতে।

অনুবাদ।

এই প্রকারে বুঝা যায় যে—সৎকুলপ্রসূত, সদাচারনিষ্ঠ ও আত্মগুণোপেত আচার্য্যের দ্বারা উপনীত, ও শাস্ত্রবিহিত ব্রত নিয়ম বিশেষ যুক্ত ব্যক্তির আচার্য্য

মুখ হইতে শ্রুত উচ্চারণের সদৃশ বেদের অক্ষররাশির উচ্চারণকেই অধ্যয়ন কহা যায়; এই অধ্যয়নের সাক্ষাৎ ফল বেদের বর্ণরাশির স্বরূপজ্ঞান।

ভাষ্য।

অধ্যয়নঞ্চ স্বাধ্যায়সংস্কারঃ—স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য ইতি স্বাধ্যায়স্য কর্ম্মত্বাবগমাৎ। সংস্কারো হি নাম কার্য্যান্তরযোগ্যতাকরণং সংস্কার্য্যত্বং চ স্বাধ্যায়স্য যুক্তম্ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপপুরুষার্থচতুষ্টয়তৎসাধনবোধিত্বাৎ জপাদিনা স্বরূপেণাপি তৎসাধনত্বাচ্চ।

অনুবাদ।

অধ্যয়ন শব্দের অর্থ বেদের সংস্কার—"স্বাধ্যায় (বেদ) অধ্যয়ন করিবে" এই প্রকার বিধি বাক্যের দ্বারা বেদের (সংস্কার্য্যস্বরূপ) কর্ম্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, কোন এক বস্তুতে কার্য্যান্তরের প্রতি অনুকূলতা সম্পাদনকেই সংস্কার কহা যায়। ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয় ও তাহার সাধন যাগ হোম প্রভৃতির জ্ঞানরূপকার্য্যান্তরের অনুকূলতা, এবং স্বরূপতঃ জপাদি দ্বারা সাক্ষাৎ ধর্ম্মাদি পুরুষার্থের হেতুতা, বেদের উপর বিদ্যমান আছে বলিয়া বেদ সকলের সংস্কার্য্যত্ব উপপন্ন হয়। (এবং এইজন্য অধ্যয়নকে বেদের সংস্কার কহা যায়, অধ্যয়নের দ্বারা বেদের সংস্কার্য্যত্ব সিদ্ধ না হইলে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকলের সাধন বেদের দ্বারা হইতে পারে না)।

ভাষ্য।

এবমধ্যয়নবিধির্যথাক্রমবদক্ষররাশিগ্রহণমাত্রে পর্য্যবস্যতি। অধ্যয়নগৃহীতস্য স্বাধ্যায়স্য স্বভাবত এব প্রয়োজনবদর্থাববোধিত্বদর্শনাৎ।

অনুবাদ।

এই প্রকার (বেদোক্ত) অধ্যয়নবিধির, সমগ্রকনিয়মসহকারে বেদাক্ষর সমূহের স্বরূপজ্ঞানই ফল ইহা পর্য্যবসিত হইতেছে। যথাবিধি অধ্যয়ন পূর্ব্বক জ্ঞাত বেদসমূহের, প্রয়োজনযুক্তঅর্থপ্রকাশই স্বাভাবিকধর্ম্ম ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাষ্য।

গৃহীতাৎ স্বাধ্যায়াদবগম্যমানান্ সপ্রয়োজনবতোঽর্থান্ আপাততো দৃষ্ট্বা তৎস্বরূপপ্রকারবিশেষনির্ণয়ফলবেদবাক্যবিচাররূপমীমাংসাশ্রবণে অধীতবেদঃ পুরুষঃ স্বয়মেব প্রবর্ত্ততে।

অনুবাদ।

এই প্রকারে অধীত বেদের সাহায্যে, আপাততঃ (অবিশদরূপে) প্রকাশমান, নিজ নিজ প্রয়োজনসাধন যাগাদিরূপ অর্থের স্বরূপ বুঝিয়া, বেদাধ্যয়নকারী, সেই সকল প্রয়োজন যুক্ত (অগ্নিহোত্র প্রভৃতি) বেদার্থের—প্রকার ও বিশেষরূপের অবগতিরূপ ফল লাভের জন্য, অধীতবেদবাক্যের বিচাররূপ মীমাংসা শাস্ত্র শ্রবণের নিমিত্ত স্বতঃই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

ভাষ্য।

তত্র কর্ম্মবিধিস্বরূপে নিরূপিতে কর্ম্মণামল্পাস্থিরফলং দৃষ্ট্বা অধ্যয়নগৃহীতস্বাধ্যায়ৈকদেশোপনিষদ্বাক্যেষু চামৃতত্বরূপানন্তস্থিরফলাপাতপ্রতীতেস্তন্নির্ণয়ফলবেদান্তবাক্যবিচাররূপশারীরকমীমাংসায়ামধিকরোতি। তথাচ বেদান্তবাক্যানি কেবল কর্ম্মফলস্য ক্ষয়িত্বং ব্রহ্মজ্ঞানস্য চ অক্ষয়ফলত্বং দর্শয়তি।

অনুবাদ।

পূর্ব্বমীমাংসা পাঠে কর্ম্মবিধি সকলের স্বরূপ নির্ণীত হইলে ঐ সকল কর্ম্মের ফল অল্প ও অস্থির ইহা বুঝিতে পারিয়া এবং অধ্যয়নদ্বারা গৃহীত বেদের একাংশ উপনিষদ্বাক্যসমূহে আপাততঃ মোক্ষরূপ অনন্ত ও স্থির ফলের প্রতীতি অস্পষ্টরূপে অবগত হইয়া তাহারই স্বরূপবিশেষের নির্ণয়রূপফললাভের নিমিত্ত (পুরুষ) বেদান্তবাক্যবিচাররূপ শারীরকমীমাংসাশাস্ত্রে অধিকার লাভ করিয়া থাকে। বেদান্তবাক্যসমূহও কেবল কর্ম্মফলের অনিত্যতা এবং ব্রহ্মজ্ঞানের অক্ষয় ফল প্রদর্শন করিয়া থাকে যথা—

ভাষ্য।

"তদ্যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" "অন্তবদেবাস্য তদ্ ভবতি" "নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ" "প্লবা এতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ" "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।"

অনুবাদ।

"এ জগতে কর্ম্মের দ্বারা সঞ্চিত ফল যেমন ক্ষয় পায় সেইরূপ পরকালে ও যাগাদিক্রিয়াজন্য পুণ্যের ফল স্বর্গাদিও ক্ষয় পায়।" "অজ্ঞ পুরুষের কর্ম্মফল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" "নিত্য কৈবল্য কখনই অজ্ঞানকৃত কর্ম্মের দ্বারা লব্ধ হয় না।" এই সকল যজ্ঞরূপ প্লব (ভেলা) দৃঢ় নহে।" "কর্ম্মের ফল সমূহ অনিত্য ইহা নিশ্চয় করিয়া ব্রাহ্মণ নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইবে, কর্ম্মের দ্বারা নিত্য (কৈবল্য) লাভ হয় না, সেই ব্রহ্ম জ্ঞানের জন্য সংসার বিরক্ত পুরুষ (উপহারের জন্য অন্ততঃ) হোমের কাষ্ঠ হস্তে লইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে গমন করিবে। সেই বিদ্বান আচার্য্য, বিনীত শরণাগত প্রশান্তচিত্ত ও শমান্বিত সেই সংসারবিরাগী ছাত্রকে সেই পারমার্থিক ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ প্রদান করেন, যাহার প্রসাদে (সেই) অক্ষর সত্য ব্রহ্ম জ্ঞাত হইয়া থাকে।"

ভাষ্য।

"ব্রহ্মবিদাপ্নোতিপরং নপুনর্ম্মৃত্যবে" "তদেকং পশ্যতি ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি স স্বরাড় ভবতি" "তমেব বিদ্বান্ অমৃত ইহ ভবতি" "তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতীত্যাদীনি।

অনুবাদ।

"ব্রহ্মবিদ্ পর (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়। তাঁহার আর মৃত্যু হয় না।" সেই এক পরমাত্মারই দর্শন করিবে পরমাত্মদর্শী পুরুষ মৃত্যু দর্শন করে না। সে কর্ম্মের বশীভূত হয় না।" "পরমাত্মদর্শী পুরুষ এই জগতেই অমৃত ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে।" "তাঁহাকে (পরমাত্মাকে) জানিয়াই জীব মৃত্যু অতিক্রমণ করতঃ কৈবল্যলাভ করিতে পারে, পরমাত্মজ্ঞানব্যতিরেকে কৈবল্যপ্রাপ্তির অন্য কোন উপায় নাই।" জীবের আত্মা হইতে পৃথক্ (অথচ জীবের প্রেরয়িতা) সেই পরমাত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া তাঁহার প্রীতিলাভে সমর্থ জীব তাঁহার কৃপায় অমৃত পদ লাভ করিতে সমর্থ হয়, ইত্যাদি প্রকার বহুতর বেদান্তবাক্য সকল (ব্রহ্ম জ্ঞানের নিত্য ফল প্রতিপাদন করিয়াছে)।

ভাষ্য।

নন্বু চ সাঙ্গ বেদাধ্যয়নাদেব কর্ম্মণাং স্বর্গাদিফলত্বং স্বর্গাদীনাং চ ক্ষয়িত্বং ব্রহ্মোপাসনস্য অমৃতফলত্বং চ জ্ঞায়ত এব অনন্তরং মুমুক্ষোর্ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়ামেব প্রবর্ত্তিতাং কিমর্থাচ ধর্ম্মবিচারাপেক্ষা। এবং তর্হি শারীরকমীমাংসায়ামপি ন প্রবর্ত্তিতাং সাঙ্গাধ্যয়নাদেব কৃৎস্নস্য জ্ঞাতত্বাৎ।

অনুবাদ।

কর্ম্মফলের ক্ষয়িত্ব বেদাধ্যয়নেই বুঝিতে পারা যায়। মীমাংসা শাস্ত্র পড়িবার ফল কি?

এই প্রকার শঙ্কা করা যাইতে পারে যে সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিলেই কর্ম্মের স্বর্গাদি রূপ ফল, স্বর্গাদি ফলের ক্ষয়িত্ব এবং ব্রহ্মোপাসনার ফলঅবিনশ্বর, এই সকল সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারা যায়, এই প্রকার জ্ঞান হইবার পরে মোক্ষাভিলাষী জীব, ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইতে পারে সুতরাং (তাহার পক্ষে) ধর্ম্মবিচারের অপেক্ষা নিষ্প্রয়োজন।

আশঙ্কার পরিহার

(এই প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে না, কারণ) ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে (বলিলে চলে যে) সাঙ্গ বেদ পাঠের পর ব্রহ্মস্বরূপও জ্ঞাত হইয়া থাকে সুতরাং (ব্রহ্মমীমাংসাতেও প্রবৃত্তি না হউক।)

ভাষ্য।

সত্যম্। আপাততঃ প্রতীতিবিদ্যতে এব তথাপি ন্যায়ানুগৃহীতস্য বাক্যার্থস্য অনিশ্চায়কত্বাৎ প্রতীতোঽপ্যর্থঃ সংশয়বিপর্য্যয়ৌ নাতিবর্ত্ততে অতস্তন্নির্ণয়ায় বেদান্তবাক্যবিচারঃ কর্ত্তব্য ইতি চেৎ তদ্বৈব ধর্ম্মবিচারঃ কর্ত্তব্য ইতি পশ্যতু ভবান্।

অনুবাদ।

(বেদান্ত বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান ও তাহার ফল নিত্য, ইহা আপাততঃ জানিতে পারা যায় তাহা) সত্য কিন্তু ঐ সকল বেদান্তবাক্যের দ্বারা আপাততঃ যাহা বুঝা যায় তাহার দ্বারা ন্যায়ানুগৃহীত নিশ্চিত বাক্যার্থের প্রতীতি হইতে পারে না, এই কারণ ঐ আপাততঃ প্রতীতিবিষয় অর্থ, সংশয় বা বিপরীত

জ্ঞানের সত্ত্ব অতিক্রম করিতে পারে না এই নিমিত্ত প্রমাণের বলে বেদান্ত প্রতিপাদ্য বস্তুর স্বরূপ নিশ্চয় করিবার জন্য বেদান্তবাক্যসমূহের বিচার করিবার আবশ্যকতা আছে, ইহাই যদি শারীরকমীমাংসার প্রয়োজনীয়তাসাধক যুক্তি হয়, তাহা হইলে ঐ যুক্তিবলেই কর্ম্ম মীমাংসার প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হইতেছে, ইহা আপনি বুঝিয়া দেখুন।

মন্তব্য।

অদ্বৈতবাদীগণ বলিয়া থাকেন যে, বেদান্ত বিচার করিবার পূর্ব্বে ধর্ম্ম বিচারাত্মক মীমাংসার অনুশীলন নিষ্প্রয়োজন ; ভগবান্ রামানুজাচার্য্য বলেন যে, যেমন বেদাধ্যয়নের পর সামান্যরূপে ব্রহ্মজ্ঞান হইলেও বিশেষরূপে ভ্রম ও সংশয় নিরাস করিয়া প্রকৃত বেদান্তের ব্রহ্মরূপঅর্থে তাৎপর্য্যনিশ্চয় দ্বারা ব্রহ্ম বিজ্ঞান লাভ করিবার জন্য অদ্বৈতবাদী বেদান্তীগণ শারীরকমীমাংসাশাস্ত্রের অনুশীলনকে একান্ত প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন, সেই প্রকার বেদাধ্যয়নের পরই ধর্ম্মরূপ বেদার্থের আপাততঃ সামান্যরূপে জ্ঞান হইলেও প্রমাণসিদ্ধরূপে নিশ্চয় না হওয়ায় সংশয় ও ভ্রম নিরাস হয় না, সুতরাং প্রমাণের সাহায্যে বিশেষরূপে বেদার্থের নিশ্চয় করিবার জন্য ধর্ম্মবিচার রূপ জৈমিনীয় কর্ম্ম মীমাংসার অনুশীলন ও একান্ত প্রয়োজনীয় হইতেছে, ইহা কে অস্বীকার করিবে।

ভাষ্য।

ননু চ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যদেব নিয়মেনাপেক্ষতে তদেব পূর্ব্ববৃত্তং কিঞ্চিৎ বক্তব্যং ন ধর্ম্ম বিচারাপেক্ষা ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াঃ। অধীতবেদান্তস্যানধিগতকর্ম্মণোঽপি বেদান্তবাক্যার্থবিচারোপপত্তেঃ।

অনুবাদ।

পূর্ব্বপক্ষ
ধর্ম্মনিশ্চয়ের জন্য কর্ম্মমীমাংসার অপেক্ষা থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মবিচারের পূর্ব্বে কর্ম্ম মীমাংসার কি প্রয়োজন ?

আশঙ্কা হইতে পারে যে, নিয়মতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যাহার অপেক্ষা করিয়া থাকে (অর্থাৎ যাহা না হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতে পারে না) ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার পূর্ব্বভাবি বলিয়া তাহারই নির্দ্দেশ করা উচিত। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, ধর্ম্ম বিচারের অপেক্ষা করে না, যে ব্যক্তি বেদান্ত (উপনিষদ) পাঠ করিয়াছে, তাহার কর্ম্মস্বরূপজ্ঞান না থাকিলেও বেদান্তবাক্যার্থ বিচার করিতে কোন বাধা নাই।

ভাষ্য।

কর্ম্মাঙ্গাশ্রয়াণ্যুদ্গীথাদ্যুপাসনাদীনি অত্রৈব চিন্ত্যন্তে তদনধিগতকর্ম্মণো ন শক্যং কর্ত্তুমিতিচেৎ অনভিজ্ঞোঽসি ভবান্ শারীরকশাস্ত্রবিজ্ঞানস্য।

অনুবাদ।

বৈদিক কর্ম্ম বিশেষের অঙ্গ উদ্গীথ * প্রভৃতির উপাসনাদি বেদান্তশাস্ত্রে চিন্তিত হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি মীমাংসাশাস্ত্রপাঠের দ্বারা কর্ম্ম সকলের স্বরূপ অবগত হয় না, সে ব্যক্তি বেদান্তের প্রতিপাদ্য ঐ সকল উদ্গীথ উপাসনাদি কি প্রকারে করিতে পারিবে ? (এই জন্য শারীরকমীমাংসার পূর্ব্বে কর্ম্মমীমাংসার অনুশীলন একান্ত প্রয়োজনীয়) ইহাই যদি (ব্রহ্মমীমাংসার পূর্ব্বে কর্ম্মমীমাংসার প্রয়োজনীয়তা সাধনকারীর) মত হয়। তাহা হইলে (আমি বলি) যে আপনি (ব্রহ্মমীমাংসার পূর্ব্বে কর্ম্মমীমাংসার আবশ্যকতাবাদী) শারীরকশাস্ত্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে একান্ত অনভিজ্ঞ।

ভাষ্য।

অস্মিন্ শাস্ত্রে অনাদ্যবিদ্যাকৃতবিবিধভেদদর্শননিমিত্তক[illegible]

. . . .

* এক সামগানের—পাঁচটী করিয়া ভাগ যথা—প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার, উপদ্রব ও নিধন ; উহার মধ্যে প্রস্তাব গান করিতে হইলে প্রথমে হিংকারের উচ্চারণ করিতে হইবে, উদ্গীথ গান করিতে হইলে পূর্ব্বে ওঁকার উচ্চারণ করিতে হইবে ইত্যাদি নিয়ম বিদ্যমান আছে, উপনিষদের মধ্যে কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে "লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত" (লোকে পাঁচপ্রকার সামের উপাসনা করিবে।) এই সকল উপনিষদ্ বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ বিচার করিতে হইলে কর্ম্ম ও মন্ত্র প্রভৃতির স্বরূপনিশ্চয়ের জন্য কর্ম্মমীমাংসার অধ্যয়ন একান্ত আবশ্যক, ইহাই কর্ম্মাঙ্গাশ্রয়াণীত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে।

সাংসারিকদুঃখসাগরনিমগ্নস্য নিখিলদুঃখমূলভূতমিথ্যাজ্ঞাননিবর্হণায় আত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানং প্রতিপিপাদয়িষিতম্। অস্যহি ভেদাবলম্বি কর্ম্মজ্ঞানং কোপযুজ্যতে? প্রত্যুত বিরুদ্ধমেব।

অনুবাদ।

অদ্বৈতবোধ বাদীর সিদ্ধান্ত — এই শারীরক শাস্ত্রে, অনাদি অবিদ্যাকৃত নানাবিধ ভেদদর্শনের ফলস্বরূপ জন্ম, জরা ও মরণ প্রভৃতি সাংসারিক দুঃখ সাগরে নিমগ্ন ব্যক্তির নিখিল দুঃখের মূল কারণস্বরূপ মিথ্যাজ্ঞানকে বিনষ্ট করিবার জন্য আত্মার সহিত পরব্রহ্মের অভেদজ্ঞানই প্রতিপাদনেচ্ছার বিষয় হইয়াছে। ভেদবিষয়ক কর্ম্মজ্ঞান এই শাস্ত্রের কোন্ অংশে উপযোগি হইতে পারে? বরঞ্চ কর্ম্মজ্ঞান বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ।

ভাষ্য।

উদ্গীথাদি বিচারস্য কর্ম্মশেষভূত এব জ্ঞানস্বরূপস্যাবিশেষাদি হৈব ক্রিয়তে সত্ন ন সাক্ষাৎ সম্বদ্ধঃ অতো যৎপ্রধানং শাস্ত্রং তদপেক্ষিতমেব পূর্ব্ববৃত্তং কি মপি বক্তব্যং।

অনুবাদ।

উদ্গীথ প্রভৃতির বিচার (কর্ম্মজ্ঞানের সঙ্গ অপেক্ষিত এই কারণ উহা) কর্ম্মাঙ্গ হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান ও কর্ম্মজ্ঞানের পরস্পর জ্ঞানস্বরূপে সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে, বলিয়াই এই ব্রহ্মজ্ঞান বিচার শাস্ত্রে ঐ সকল কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথ প্রভৃতির বিচার করা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল কর্ম্মাঙ্গ বিচার বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য প্রধান বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নহে। এই কারণে এই বেদান্তশাস্ত্রে যাহা প্রধান, সেই ব্রহ্ম বিচারের পূর্ব্বে, যাহা অবশ্য অপেক্ষিত, তাহারই উল্লেখ করা উচিত।

অদ্বৈতবাদীর মতের উপসংহার

[ক্রমশঃ।]

মুর্শিদাবাদ

অনাথ-আশ্রম।

উদ্বোধন সম্পাদক সমীপেষু,—

আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, মুর্শিদাবাদের শ্রীযুক্ত নবাব বাহাদুর মুর্শিদাবাদ অনাথ আশ্রমে এককালীন ২০০, দুই শত টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার এই বদান্যতার জন্য তিনি সর্ব্ব সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা নামক স্থানের জমীদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় সাহেবের উদারতা বিশেষ প্রশংসনীয়। আমি তাঁহার নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া আশ্রমের ৩টী বালকসহ সম্প্রতি তাঁহার রাজধানীতে গিয়াছিলাম। তাঁহার সরল ব্যবহারে ও দানশীলতায় আমরা যার পর নাই আপ্যায়িত হইয়াছি।

তাঁহার এমনি দয়া যে, তিনি প্রত্যহ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অনাথ বালক কয়টীকে ভোজন করাইতেন। তাঁহার সদয় ব্যবহারে আমরা প্রকৃতই মুগ্ধ। সম্প্রতি তিনি অনাথ আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ২৫, টাকা নগদ এবং আশ্রমস্থ সকলকেই নূতন যথোপযোগী পরিধেয় বস্ত্রাদি দিয়া বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি প্রতি বৎসর ১০০, এক শত টাকা নগদ, ৪৮ মন রবিশস্য এবং ১৫০ দেড় শত নূতন বস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তাঁহার এই সহানুভূতি লাভ করিয়া আমরা বিশেষরূপে উৎসাহিত হইয়াছি এবং আশা করি, তাঁহার সহানুভূতি স্থায়ী হইলে এই অনাথ আশ্রম স্থায়ী হইয়া লোক সমাজের প্রকৃত হিত সাধন করিবে। ইতি।

অখণ্ডানন্দ।

রামকৃষ্ণ মিশন হইতে

কলিকাতায় প্লেগকার্য্য।

সম্পাদক—সিস্টার নিবেদিতা।

প্রধান কার্য্যধ্যক্ষ—স্বামী সদানন্দ। অন্যান্য কার্য্যকারীগণ,—১। স্বামী শিবানন্দ। ২। স্বামী নিত্যানন্দ। ৩। স্বামী আত্মানন্দ।

৩১শে মার্চ্চ আমাদিগের মিশন হইতে প্লেগনিবারক কার্য্য আরম্ভ হয়। ঘর বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাই প্লেগ নিবারণ করিবার প্রথম ও প্রধান উপায়। বসতিতে ইহা হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। সহরের মধ্যে যদি কোন স্থানে অনেকগুলি গরীব কুটীর বাঁধিয়া বাস করে, সেই স্থানকে "বসতি"

বলে। বসতির লোকেরা প্রায় নিম্নশ্রেণীর হইয়া থাকে; কেমন করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়, তাহারা তাহা জানে না, জানিলেও, অর্থাভাবে অক্ষম। ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানী হইলেও, কলিকাতায় এরূপ বসতি বা গরীব পল্লী অনেক। প্লেগ প্রথমে বসতিই আক্রমণ করেন; পরে ক্রমশঃ প্রাসাদিতে প্রবেশ করেন।

স্বামী সদানন্দ সাতজন ধাঙড় লইয়া বাগবাজার বোসপাড়ার বসতি সাফ করিতে প্রথম শুরু করেন।

৫ই এপ্রেল, সিস্টার নিবেদিতা অর্থের জন্য ইংরাজি সংবাদ পত্রে আবেদন বাহির করেন। ‘আমাদের যাহা ছিল, তাহার উপর ২৩৫্ টাকা আরও পাওয়া গেল। ৬ই এপ্রেল সিষ্টার নিবেদিতা ৭ জন ধাঙড় ছাড়া আরও ৫ জন ধাঙড় নিযুক্ত করিলেন।

ইতি পূর্ব্বেই নিকিরীপাড়ার বসতিতে কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছিল। নিকিরীপাড়া শ্যামবাজারের নিকটে। এই বসতি অনেক দিন হইতে এতদূর অস্বাস্থ্যকর ও অপরিষ্কার ছিল যে, তাহা আর কি বলিব। ১৫ই এপ্রেল নাগাদ আমাদিগের নিকিরী পাড়ার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। উক্ত তারিখে স্থানীয় ডিসট্রীক্ট মেডিকাল অফিসর ডাক্তার বেইলী সাহেব নিকিরীপাড়ার কার্য্য দেখিয়া সাতিশয় সন্তোষ লাভ এবং খুব উৎসাহ প্রদান করেন। ১৭ই এপ্রেল চেয়ারম্যান্ ব্রাইট্ সাহেব স্বয়ং দেখিতে আসিয়াছিলেন,—তিনিও খুব উৎসাহ প্রদান করিয়া যান।

শিয়ালদহের নিকট মুচিবাগানে একটা মস্ত লম্বা ড্রেন অনেক দিন হইতে অত্যন্ত ময়লায় ভর্ত্তি হইয়া ছিল। কতকগুলি ভদ্রলোকের অনুরোধে সিস্টার নিবেদিতা সেই ড্রেন পরিষ্কার করিবার জন্য ১৯শে এপ্রেল সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ইহার-জন্য আমাদের পূর্ব্বেকার ধাঙড় ছাড়া আরও অনেক কুলি নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। ৩০শে এপ্রেল শিয়ালদহের কার্য্য শেষ হইয়া যায়।

২১শে এপ্রেলে ক্লাসিক থিয়েটারে এক সভা আহ্বান করা হয়; সিস্টার নিবেদিতা "প্লেগ এবং ছাত্রগণের কর্ত্তব্য" বিষয়ে বক্তৃতা দেন; স্বামী বিবেকানন্দ সভাপতি ছিলেন। ১৫ জন ছাত্র প্লেগে কার্য্য করিবার জন্য ভলান্টিয়ার হন। তাঁহারা নিজের নিজের পাড়ায়—কোথা অপরিষ্কার আছে—কোথা প্লেগ হইয়াছে—প্রতি গৃহে অনুসন্ধান লইবেন। এই সম্বন্ধে প্রতি রবিবারে সন্ধ্যার সময় ৫৭ নম্বর রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে রামকৃষ্ণ মিশন গৃহে উক্ত ছাত্রবৃন্দ এবং অন্যান্য সকলে একত্রে মিলিয়া সিস্টার নিবেদিতার সহিত কথোপকথন করিতেন।

১লা মে পুনরায় ওয়ার্ড নম্বর একে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কতিপয় ব্রাহ্ম-মহোদয় সিস্টার নিবেদিতাকে খুব সাহায্য করিয়াছেন।—ইতি ৬ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬।

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১লা আষাঢ়। [১১শ সংখ্যা।]

গোবরা।

(কবিবর গিরীশচন্দ্র ঘোষ লিখিত।)

তারিণী চাটুয্যে সওদাগর আফিসে "সদর মেট" কায করিয়া বিলক্ষণ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে পরম সুখ্যাতির সহিত কার্য্যে অবসর লইয়া আফিস হইতে "পেনসন" পান। সাহেবরা এখনও বড় আদর করে, তারিণীর মাথাটী ধরিলে বড় সাহেব আপনার ফ্যামিলি ডাক্তার পাঠান। স্বয়ং সাহেবরা দেখিতে আসিয়া বিশ্বাসী ভৃত্যের শয্যাপার্শ্বে বসেন। তারিণীর প্রতি তাঁহাদের বড় স্নেহ। তারিণী চাটুয্যে সদাচারী, হিতৈষী, পরোপকারী ও নির্ব্বিরোধী। অবসর পাইয়া আপনার পূজাদি লইয়া থাকেন। চাটুয্যের পরিবারও অতি পবিত্রা—নাম অন্নদা—কার্য্যেও অন্নদা! "আহা, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!" এ কথা সমবয়স্কা নারীগণ ঈর্ষ্যা ভুলিয়া বলে। বামনীকে দেখিলে,—তাহার স্নেহ-বাক্য শুনিলে, আপনা হইতেই মাতৃ বাক্য আইসে। বামুনের মেয়ে—পাড়াশুদ্ধ লোকের মা। কিন্তু মা বলিবার গর্ভের সন্তান নাই। সুখের সংসারে ভগবান এই দাগা দিয়াছেন। বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছে,—সন্তান হইবার

আর সম্ভাবনা নাই। চাটুয্যে ভাবিতেন, যাহা আছে দেবসেবায় দান করিবেন। এ অবস্থায় ত্রিপুরা ঠাকুরাণী নাম্নী একটী পাড়াপড়সী ব্রাহ্মণী কোথা হইতে চণ্ডীর ঔষধ আনিয়া বলিল,—"অন্নদা, এই চণ্ডীর ঔষধ খা,—তোর ছেলে হবে।"

বৃদ্ধবয়সে, চাটুয্যে একটী পুত্র সন্তান লাভ করিল। অন্নপ্রাশনে বৃদ্ধের আর আনন্দের সীমা নাই। বাজ্‌না বাদ্যি! হিজড়েরা আনন্দে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ফিরিল। বড় সাহেবও "রিটায়ার" হইবার সময়, তারিণীর ছেলে হইয়াছে শুনিয়া, লাখ্ টাকা ছেলের নামে দিয়াছে। চাটুয্যের মহা আনন্দ! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘোর বিষাদ! শুভক্ষণে, শুভলগ্নে পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে। জ্যোতিষপারদর্শী ব্রাহ্মণেরা বলিয়াছেন,—সন্তান হইতে বংশের মর্য্যাদা থাকিবে,—তর্পণে পিতৃলোক তৃপ্ত করিবে। ব্রাহ্মণের পরম আনন্দের বিষয়, পুংনামক নরক হইতে রক্ষা পাইয়াছেন,—সন্তান উৎপাদনে পিতৃ কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু গৃহিণীর প্রসব করিয়া অবধি বড় অসুখ। ক্রমে রোগ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। এদিকে জাত শিশুর নিমিত্ত মাইদিউনী পাওয়া যায় না। এক মাগী বাগ্দিনী,—মণি তাহার নাম;—"হস্‌পিটা'লে" প্রসব করিয়া সেইদিনই আসিয়াছে,—ছেলেটা দুই ঘণ্টা বাঁচিয়াছিল মাত্র। বাগ্দিনী নব শিশুর মাই-দিউনী হইল। মাতৃস্তন আর শিশুর ভাগ্যে ঘটিল না। বাগ্দিনীই প্রতিপালন করে। দুই মাস কাল শয্যাধায়া হইয়া অন্নদা দেবী ক্রমে আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু ছেলেটী বাগ্দিনীর কাছেই থাকে। মণি বাগ্‌দিনী বড় দজ্জাল,—নষ্ট, দুষ্ট, খাণ্ডার যত নাম আছে,—মণি বাগ্‌দিনীকে দিলে ফুরায় না; কিন্তু সন্তান প্রতিপালনে মণি বাগ্দিনী সাক্ষাৎ জননীরূপ ধারণ করিয়াছে। যাহার সহিত মণি বাগ্‌দিনী কোন্দল করে,—সে যদি ভয় দেখায় যে, ছেলে ঘুমাইলে সে চীৎকার করিয়া ছেলের ঘুম ভাঙ্গাইবে—বাগ্‌দিনী অতি শান্ত,—পায়ে ধরিয়া কোন্দল মিটায়! মণি বাগ্‌দিনী আর সে বাগ্দিনী নাই। সেখানে দেব দেবী দেখে, মাথা খোঁড়ে,—ছেলে যেন অন্নদা বামনীর না বশ হয়! অষ্ট প্রহর ভাবে,—বড় হয়ে গোবরা আমায় "মা" বল্‌বে কি?

ছেলের নাম মাগী গোবরা রাখিয়াছে। গোবরার গল্প শুনাইয়া,—"গোবরা এখন হেসেছে,"—"গোবরা এখন হাত নেড়েছে,"—মাগীর কাছে যা চাও দিবে। ছেলে কোলে করিয়া চাটুয্যে যেখানে বসে, সেইখানে যায়। কিন্তু অন্নদা দেবী "দিদি" সম্বোধন করিয়া মিষ্ট কথায় ছেলে কাছে আনিতে বলিলে বলিত,—"রাখগো রাখ,—তোমার রস রাখ,—ছেলে এখন ঘুমাবে।" একটা না একটা ওজর করিয়া, প্রায়ই ছেলে কাছে লইয়া যাইত না। অন্নদা দেবী হাসিতেন। সে হাসি দেখিয়াও মাগী রাগিত, বলিত,—"হাস্‌বে না কেন? ওর ছেলে, ও হাস্‌বে না কেন? আমি ত পেটে ধরি নাই!" বিস্তর চেষ্টায় বাম্‌নি তার অন্তর হইতে ঈর্ষা দূর করিতে পারিল না।

ছেলের নামকরণ হইল,—"উমাচরণ।" কিন্তু বাগ্‌দিনী "গোবরা" বলে মায়েরও উপর যেন! এ সকল প্রথম প্রথম মিষ্ট ছিল, এখনও যে মিষ্ট নয়, তা' নয়,—কিন্তু ক্রমে বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। ছেলে লইয়া যায় তার সঙ্গে ঝগড়া হয়,—"চাকর ভাল দুধ আনে নাই,"—"দাসী উনানে আগুন দেয় নাই,"—"দুধ ভাল জ্বাল দে'য়া হয় নাই,"—"ও পোড়ারমুখো ছেলের দিকে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে গেল,—"ও মাগী নিশ্বেস ফেলে গেল!" একে দেখে ছেলে লুকায়,—ওকে দেখে ছেলে লুকায়,—মামা সঙ্গে ছোট পাড়ায় ছেলে লইয়া যায়। আবার অকথা কুকথা শুনিয়া ছেলে আধ আধ ভাষায় সেই সকল বলিতে চেষ্টা করে! ক্রমে ছেলে যত বড় হইতে লাগিল,—বাগ্দিনীকে লইয়া ততই বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। লেখাপড়া করিতে যাইতে দিবেনা। গেঁড়ি গুগলি, ঝিনুক, ভদ্রলোকের অখাদ্য মৎস্য,—বাগ্দিনী ভাল বাসিত। সেই সকল দ্রব্য বাগ্দীপাড়ায় রন্ধন করিয়া, গোপনে ছেলেকে খাইতে দিত। ছেলে যদি একবার কাঁদিয়া থাকে,—সে দিনত' ত্রিভুবনে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। ক্রমে ছেলে যত বাড়ে, বাগ্দিনী ততই অসহ্য হইয়া উঠিল। উপনয়নের পর শূদ্রের মুখ দেখিতে নাই, মাগী না'কি বাধা না মানিয়া উঁকি মারিয়া দেখিত। উপনয়নের পর মাগী "ভিক্ষা মা" হইল। এবার ভাবিল, বামুন মাগীর যে অধিকার ছিল, সেই অধিকার তাহার সম্পূর্ণ হইয়াছে। এত দিন চাটুয্যে

মহাশয়কে মানিত,—এখন আর তাহাও নহে। আবার বাগ্দীপাড়ায় কে না কি বলিয়াছে,—"ছেলে এখন তোর!"—ধির্তে দেবেনা, পড়্তে দেবে না!—"কেন,—পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাবে!—হাজার মানা করুক,—আমি লুকিয়ে রেঁধে খাওয়াব।"—কিন্তু আবার ভয়ও পায়,—বামুনের ছেলে—কি হতে কি হবে! গাল মন্দ সহ করিয়াও বাগ্দিনীর এ পর্য্যন্ত জবাব হয় নাই। কিন্তু কুপুত্র হইলে পিতৃলোকের অধোগতি হইবে। বাগ্দিনী কোন মতেই শোনে না। কুপুত্র—শতপুত্র ত্যজ্য,—ব্রাহ্মণের এ মর্ম্মে মর্ম্মে ধারণা। ক্রিয়াবান পূর্ব্বপুরুষের অকর্ম্মণ্য পুত্র বলিয়া মনে মনে আপনাকে জান। বাগ্দিনীর কাছে রাখিলে সন্তান কুসন্তান হইবে। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের জন্য নিজ শিরশ্ছেদ করিতে প্রস্তুত। বাগ্দিনীকে জবাব দিলেন। বাগ্দিনী কিছু বলিল না,—কাঁদিল না,—চলিয়া গেল!—সকলে আশ্চর্য্য হইল! কিঞ্চিৎ দূরে একটা কুটীর লইয়া, ঘুঁটে বেচিয়া—অন্য মত জল বেচিয়া—ও অজ্ঞাত লোকের ফাই-ফরমাস খাটিয়া দিন গুজ্রাণ করিতে লাগিল।—উমাচরণের আর খোঁজও লয় না। অন্নদাদেবী, সন্তানের কল্যাণকামনায় কত স্তব স্তুতি করিয়া পাঠান,—বাটীতে আসিতে বলেন,—উত্তম সামগ্রী তুষ্টির নিমিত্ত প্রেরণ করেন। কিন্তু বাগ্দিনী আসেও না, দ্রব্যগুলিও ব্যবহার করে না,—ভিকারী নাগাড়ীকে দেয়। বাটীর কোনও নিয়ম নাই,—এক নিয়ম—অতি নিভৃতে বসিয়া আহার করে। সে সময়ে দুয়ার বন্ধ করিয়া দেয়,—কাহাকেও আসিতে দেয় না, দেখিতে দেয় না। যাহা রন্ধন করে; তাহার কিঞ্চিৎ লইয়া একটা পাত্রে রাখে, পরে কাককে খাওয়ায়।

এদিকে উমাচরণ দিগ্গজ হইয়া উঠিয়াছে। অসামান্য বুদ্ধিবলে কিছু শিখিতে পারে বটে, কিন্তু বাটীর পণ্ডিতকে ঘুষ দিয়া বশ করিয়াছে। বাটীর পণ্ডিত পড়াইতে আসিলে, পান আনাইয়া, তামাক আনাইয়া দাবা খেলিতে বসায়। দুষ্টের অকার্য্য কুকার্য্য পাড়ার ছেলেরা যত করে, তার সর্দ্দার উমাচরণ। কুসংসর্গের ভয়ে চাটুয্যে মহাশয় স্কুলে দেন নাই। সে স্কুলের পক্ষে মঙ্গল, স্কুলে গেলে সকলকে "বয়াটে" করিত। কখন কখন বাগ্দিনী মণি যার কাছে যায়,

বাগ্দিনী দূর দূর করে। যা কিছু জল টল পায় তুলিয়া লয়। বাগ্দিনী অবাচ্য গালি দেয়। তবু মাঝে মাঝে যায়, বাগ্দিনী পলাইল।

উমাচরণের মাতৃবিয়োগ হইল। পৃথিবীতে যদি উমাচরণ কাহাকেও ভয় করিত—তাহা মাকে। তাড়না ভিন্ন তিনি উমাচরণকে কখনও মিষ্টবাক্য বলেন নাই। কুকার্য্য করিলে প্রহার করিতেও ত্রুটি করিতেন না। উমাচরণ ভয় করিত, কিন্তু মনে মনে ক্ষোভ ছিল, দুষ্টের ছেলে পুলেকে যত্ন করেন, চাকর দাসীকেও যত্ন করেন, কিন্তু আমায় ভালবাসেন না। মাতার প্রতি কোপ না হইয়া কিসে মাতার প্রিয়পাত্র হইবে, এই চেষ্টা উমাচরণের বিলক্ষণ ছিল। কিন্তু তাহার মাতার কঠোরভাব দূর করিতে পারিল না। পীড়ার সময় সেবা করিতে যাইলে, তাহার মাতা তাড়াইয়া দিতেন, বলিতেন, "দূর হ," "দূর আমার কাছে আসিস্‌নি, মুখে আগুন দিবার সময় আগুন দিস্।" উমাচরণ কাঁদিত, গৃহের বাহিরে বসিয়া থাকিত। বাহিরের জলটা দেওয়া, ফাইফরমাস খাটিত। মৃত্যু-শয্যায় গৃহিণী একদিন সকলকে বাহিরে যাইতে বলিয়া কর্ত্তাকে ডাকিলেন। গিন্নী ধীরে ধীরে বলিতেছেন, উমাচরণ দোরের পাশে বসিয়া শুনিল। গিন্নী কর্ত্তাকে বলিতেছেন, "তোমার পদসেবা করিয়া আমার কোনও অভাব নাই। একটা কথা আমার রেখো, পেটের কাঁটা, কেটে কি কর্ব্বে! তুমি জান উমো বড় অভাগা, একদিনও স্তন দিতে পারি নাই। বৃদ্ধ বয়সের সন্তান, পাছে অকল্যাণ হয়, এই ভয়ে ওর প্রতি আমি চাই নাই কখনও আদর করি নাই, পাছে তুমি তাড়না কর, এই ভয়ে আমি আগেই তাড়না করিতাম, কিন্তু বাছা সকলের কাছেই দুরন্ত শুনিতে পাই! আমার তাড়নায় কেঁদেছে মাত্র, কখনও মুখ তুলে চায় নাই। আমার পুত্র-স্নেহ আমি তোমায় দিয়া গেলাম।" উমাচরণ শুনিল, "মা মা" রবে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই দিনেই ব্রাহ্মণীর গঙ্গালাভ হয়। অতি যত্ন সহকারে, শোক ভুলিয়া উমাচরণ সৎকার করিল। পাছে কোনরূপ অনিয়ম হয়, সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ঠিক হইয়াছে কি না!" পরে অতি কঠোর নিয়ম পালন পূর্ব্বক অশৌচ অতিক্রম করিল। অতি শ্রদ্ধার সহিত শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিল। শ্রদ্ধা

দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য! এতদিন বাগিদনীর কোন সংবাদ ছিল না, কিন্তু গঙ্গাতীর হইতে বরাবর শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত দিন দিন সংবাদ লইয়াছে। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজনের পর উমাচরণ সরবত পান করিয়াছে শুনিয়া, তবে পাড়া হইতে চলিয়া গেল। উমাচরণের ক্রিয়ায় ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, আমার সুসন্তান।

সকলেই সেইরূপ ভাবিয়াছিল, বুঝি মাতৃবিয়োগে পরিবর্ত্তন হইল। কিন্তু দিন দিন সম্পূর্ণরূপ বিপরীত। কুপ্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ শাসন করিতে গিয়া, স্ত্রীর শেষ কথা মনে পড়ে, আর কঠোর শাসন করিতে পারেন না,—পারিবেনও না—উমাচরণ জানে। উকীল আনিয়া ভয় দেখান —ত্যাজ্যপুত্র করিবেন, উমাচরণ ভ্রূক্ষেপও করে না। ভালর মধ্যে এক সখ আছে, "ইংরাজী কথা কহিব, ইংরাজী বক্তৃতা করিব।" একজন সাহেব রাখিয়া পড়ে। সাহেব কিছু দিনেই বুঝিল, উমাচরণের পড়াশুনায় যত্ন নাই। বই পড়িয়া কিছু শিখিবে না! সুবিজ্ঞ সাহেব নানা ছলে বিদ্যা দান করিতে লাগিল, শিকার করিতে লইয়া যায়, সেখানে পক্ষী জীব জন্তুর চরিত্র বর্ণনা করিয়া শুনায়। নানা-বিধ পক্ষী প্রভৃতির ছবি দেখায়, কথায় ইতিহাস বলে। কবিতা পাঠ করিয়া শুনায়, দূরবীক্ষণ দিয়া তারা দেখায়, ফটোগ্রাফ তুলিতে শেখায়। "সাহেব হইব" এই লোভে লোভে কথা কহিবার ছলে উমাচরণ শেখে। আর এরূপ দৃঢ় করিয়া সাহেব শিক্ষা দেয় যে, ভোলে না। বৈজ্ঞানিক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া বিজ্ঞানে রুচি হইল। অনিচ্ছুক ছাত্রকে সাহেব যত শিখাইতে পারিলেন, তত শিখাইলেন। সাহেব দেশে গেলেন। কিছুদিনের পর চাটুয্যে মহাশয়ের মৃত্যু হইল। পরের কার্য্য পূর্ব্ববৎ সুসম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু যৌবনে বিষয়প্রাপ্তির ফল ফলিতে লাগিল। ইংরাজ সহবাসে, ইংরাজপ্রিয় আমোদে সখ, তোষামোদ সহবাসেও নীচ প্রবৃত্তি তেমনি প্রবল। একদিন বড়লোকের ছেলেরা সখে ঘোড়দৌড় করিবেন, উমাচরণ একজন সওয়ার। সেখানে দূর দর্শকের ভিতর উমাচরণ যেন বাগ্দিনীকে দেখিল। ঘোড়দৌড় জিতিয়া সঙ্গীদের সহিত মদ্যপান করিয়া টম্ টম্ হাঁকাইয়া উমাচরণ ফিরিল। হটাৎ টম্ টম্ উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। সংজ্ঞাহীন!

রাস্তার লোক তামাসা দেখিতেছে, এমন সময় এক মাগী ছুটিয়া আসিয়া কোলে করিয়া বসিল, "ওগো জল লয়ে এস, ওগো জল লয়ে এস!" বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। পাশে দোকানীরা জল আনিল ও উমাচরণের মুখে দিতে লাগিল। উমাচরণ চক্ষু চাহিল। উমাচরণকে সকলেই চিনিল। চিনিবার পর আর মাগীর সেবার প্রয়োজন রহিল না। মাগীকে তাড়াইয়া দিয়া শত শত আত্মীয় ব্যক্তি উপস্থিত। সাংঘাতিক আঘাতে উমাচরণকে একমাস শয্যাগত থাকিতে হইল। পাঁচ ছয় দিন একরূপ সংজ্ঞাহীন ছিল; পাঁচ ছয় দিন মণি বাগ্দিনী জলস্পর্শও করিল না, কেহ উঠাইতেও পারিল না! শিয়রে বসিয়া রহিল। পাঠক চিনিয়াছেন, রাস্তার সে মাগী মণি বাগ্দিনী। যতদিন রুগ্ন অবস্থা, ততদিন সংবাদ লইয়া বাগ্দিনী আবার অদৃশ্য হইল

ইংরাজী চালে বদমাইসি আরম্ভ করিলে, গৃহস্থের ঘরে লক্ষ্য করিলে, কথায় কথায় বিবাদ করিলে কুবেরের সম্পত্তিও থাকে না। নানারূপেত ব্যয় হইয়াছে; তারপর পারিষদের ছলে এক সামান্য গৃহস্থের কুমারীর প্রতি বল প্রকাশের নালিশ হওয়ায়, বিস্তর অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল। কিন্তু অর্থব্যয়েও নিষ্কৃতি হইল না। সুবিধা—অর্দ্ধেক বিষয় ব্যয়েও জেলের হাতে এড়ান পাইল না। বলপ্রকাশ প্রমাণ হইল না বটে, কিন্তু ব্যভিচারের সাজা দুইমাস কারাবাস ও বিশ হাজার টাকা জরিমানা দণ্ড হইল। কষ্টে কাটিল!—মুক্তির দিন গাড়ীতে উঠিতেছে, দেখিলেন দূরে বাগ্দিনী দাঁড়াইয়া।

একবারকার রোগী আরবারকার রোজা হয়। উমাচরণ নাবালক ছেলেদের সর্ব্বনাশ করিতে বসিলেন! বেশ্যালয় আছে, মদ আছে, বরফ জল, পাখা, ফুলের মালা—তাহার মাঝে বসিয়া ধনীর সন্তানেরা একশ' টাকা লইয়া হাজার টাকা লিখিয়া দিয়া যায়। দিনকতক কাণ্ডটা একপ্রকার চলিল। এবার দিনে সাক্ষীতে ধরা পড়িয়াছে। জজ সাহেব "পাকজারীর" সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন, যে ছেলেকে ঠকাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার এক্জিকিউটারেরা পুলিসে ওয়ারিণ বাহির করিবে। এক্জিকিউটার, ছেলের খুড়ো, বড় কড়া লোক, ভাবিয়াছিল, পরদিনেই ওয়ারিণ বাহির করিবে। হটাৎ তাহার স্ত্রী বলপূর্ব্বক

আক্রান্তা হয়। বাড়ীতে আত্মীয় লোক বেশী নাই, কন্যা বা পুত্রবধূ নাই, ভয়ঙ্কর রোগের ভয়ে দাস দাসীরা কাছে ঘেঁসে না। এমন সময় একটী চাকরাণী পাওয়া গেল। চাকরাণী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, সেবা করিতে লাগিল। তাহার যত্নে এক্‌জিকিউটারের স্ত্রী জীবিতা হইলেন। দাসীর প্রতি গৃহস্বামী পরম সন্তুষ্ট, যাহা চায় দিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। দাসীও বাড়ী যাইব বলিতেছে। কর্ত্তা গৃহিণীকে বলিলেন, "ও কি চায়?" গৃহিণী বড় অদ্ভুত উত্তর দিল, "ও কিছুই চায় না, তুমি কি কারও নামে পুলিশে নালিশ করিয়াছ? কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" গৃহিণী বলিল, "দাসী বলে, ওর যা দোষ মার্জ্জনা কর। কর্ত্তা দাসীকে ডাকাইলেন, "ও তোর কে? তুই কেন মার্জ্জনা চাস্? দাসী কেবল "মার্জ্জনা কর, মার্জ্জনা কর!" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কর্ত্তা ক্ষণকাল স্থিরভাবে থাকিয়া উত্তর করিলেন, "ভাল আমি মার্জ্জনা করিলাম, কিন্তু ও তো ঐরূপ কার্য্যই করিয়া বেড়াইবে; তার উপায় কি করবি?" দাসী বলিল, "আপনি এবার মার্জ্জনা করুন, আমি তার উপায় করিব।"

সহরে ধুম পড়িয়াছে, বড় জুয়াচোরী মকদ্দমা! যে বাড়ীতে খপরের কাগজ নেয়—সে বাড়ীতে ভিড়! "পায়ব্বারীয়" দাবীতে উমাচরণের নামে মকদ্দমা চলিতেছে, কেহ জামীন হয় নাই, নিশ্চয় সেসান হইবে, সাত বৎসর কেহই ছাড়াইতে পারিবে না! তারিণী চাটুয্যের অনুরোধে অনেকেই এক্‌জিকিউটারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণের ছেলেকে এবার মার্জ্জনা করুন।" এক্‌জিকিউটার কাহারও কথা শুনেন নাই। মকদ্দমার শেষদিন। ম্যাজিষ্ট্রেট সেসান সুপারদ্দ করিবেন স্থির করিয়াছেন। আসামীকে হাজত হইতে আনা হইয়াছে; বাদী উপস্থিত নাই! সে দিন মকদ্দমা স্থগিত রাখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ভাবিলেন, মহারাণীর উকীলের দ্বারা মকদ্দমা চালাইবেন। হটাৎ ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী গাড়ীতে আসিয়াছেন! তাড়াতাড়ি কার্য্য সারিয়া, চিঠী না লিখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মেমের গাড়ীতে উঠিলেন। সে সময় মেম আসিবার কথা নয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন সময় কেন?" মেম উত্তর করিল, নিত্য কে আমাকে একটী ফুলের তোড়া দিয়া যায়। চাপরাসীকে জিজ্ঞাসা করি,

কে?" বলে—একটী স্ত্রীলোক—কিছু বলে না,—বলে মেম সাহেবকে দিও,—বুঝিতে পারিবে। আজ আমি তাহাকে ডাকাইয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করায় বুঝিতে পারিলাম, সে কোন বড়মানুষের আয়া ছিল। যে বাবাকে মানুষ করিয়াছিল, তাহার এক্ষণে তোমাদ্বারা সাজা হইবার সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত আমার উপাসনা করা। তাহার কথা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "আশ্চর্য্য!" পরদিন আসিয়া বাদীর অভাবে মকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিলেন।

উমাচরণের প্রায়ই আর কিছু নাই। সর্ব্বস্ব আদালতে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। মকদ্দমা করিতে পারিলে কিছু সম্পত্তি ফিরিয়া পাওয়া যায়। মকদ্দমাও রুজু হইয়াছে, জিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু আর দুই তিন হাজার টাকা ব্যতীত খরচা চলে না, টাকারও কোথাও যোগাড় নাই। উকীল টাকা দিতে চায় না, অনেক "আউট অফ পকেট" খরচা সে নিজ হইতে দিয়াছে। মকদ্দমা যে জিত হইবে, সে এরূপ বুঝিতেছে না; একপ্রকার সঙ্কল্পই করিয়াছে যে, টাকা না পাইলে আর মকদ্দমা চালাইবে না। কোনও উপায় নাই—সব দিক শূন্য! মুদীখানায় ধারে দ্রব্য দেয় না এরূপ অবস্থা! হটাৎ মণি বাগ্দিনী আসিয়া পাঁচ হাজার টাকার নোট দিয়া গেল। বলিয়া গেল, "গোবরা, আর একবার তোর সঙ্গে দেখা হবে। আমি ঠিক দেখিয়াছি মকদ্দমায় জিতিবি, কিন্তু বুঝিয়া চলিস্। তোর ঠেঁয়ে কখনও কিছু চাই নাই—আর একদিন আসিয়া একটী জিনিষ চাহিব। আমি তোরে মানুষ করেছি আমায় দিস্।"

মকদ্দমা জিত হইল। সব দিকে সচ্ছল;—কিন্তু এবার মণিবাগ্দিনী একটী দৃঢ় ছাপ তাহার হৃদয়ে দিয়াছে। এ দুঃখিনী বাগ্দিনী টাকা কোথা পাইল? ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গোপনে শুনিয়াছিল,—যে, কোনও এক স্ত্রীলোকের অনুরোধে সে বাঁচিয়াছে! এক্‌জিকিউটারেরও অদ্ভুত ব্যাপার। ইহাও শুনিল যে, তাহার স্ত্রীর বসন্তরোগে একটী রমণী শুশ্রূষা করিয়াছে। মাতার গাড়ী হইতে পড়িয়াছিল—বাগ্দিনী তখন;—মহা দুর্দ্দিনে টাকা আনিয়া দিল। পূর্ব্বকথা স্মরণ হইতে লাগিল,—মাতার মৃত্যু শয্যার কথা,—

পিতার যন্ত্রণা—আপনার চরিত্র—স্মৃতি পথে উঠিতে লাগিল। যখন তিনি অন্ন গ্রহণ করেন নাই, দেবসেবায় পিতা তাঁহার সম্পত্তি দিয়া যাবেন,—সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার অনমে, তাঁহার সে সঙ্কল্প ভঙ্গ হইল। সেই দেব-উৎসর্গ অর্থ, বেশ্যা, শুঁড়ী, বদমাইসে খাইয়াছে,—অকলঙ্ক কুলে প্রতারণার দাগ পড়িয়াছে! ক্রমে তীব্র হইয়া স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। সুদিন,—সহচরেরা ফিরিল, আর স্থান পাইল না। পরিবার মরিয়াছে; বেশ্যার প্রেমে আর দারপরিগ্রহ করে নাই; সুতরাং আপনার বলিবার আর কেহই ছিল না। সর্ব্বদা নির্জ্জনেই বাস। একদিন দেখিল বাগ্দিনী!—বাগ্দিনী কাঁপিতেছে,—অতি কষ্টে শ্বাস ত্যাগ করিতেছে। বাগ্দিনী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—"গোবরা, আজ আমি মরিব। তোর নিকট সেই জিনিস চাহিতে এসেছি। ভয় নাই,—তুই ব্রাহ্মণের ছেলে,—তোকে আমি সৎকার করিতে বলিব না,—আমি আপনি মায়ের ঘাটে গিয়া মরিতে পারিব,—তারপর আমার আর ভয় কি? তোর মনে আছে—তোর বাপ আমায় তাড়াইয়া দেয়,—আমি কাঁদি নাই,—তোকে দেখিবার সাধ করি নাই। তুই কাছে গেলে, দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতাম। কেন জানিস্?—আমায় কে দেবতা বলিয়া দিল যে, ব্রাহ্মণ তোর ভালর নিমিত্ত আমাকে তাড়াইতে চায়,—তাই চলিয়া গেলাম। তোর ভাল হবে—এই ধারণায়,—তোর অকল্যাণ হবে—এই ভয়ে, চক্ষের জল ফেলি নাই। পাছে তুই স্নেহবশতঃ আমার কাছে আসিস্, তাই দূর ছাই করিতাম। তোর মা যে সামগ্রী পাঠাইত, তাহা ব্রাহ্মণ সজ্জনকে দিয়া তোর কল্যাণ চাহিতাম। কিন্তু আমার খাবার সময় বড় কষ্ট হইত। আমি মনে মনে তোকে কাছে বসাইয়া—তোকে খাওয়াইয়া খাইতাম। ক্রমে তুই আমার কাছে আসিতিস্, তুই জানিস্ না তুই আসিতিস্। তুই কোথা যাইবি,—কি করিবি,—আমায় বলিয়া যাইতিস্। তোর বিপদ হবে,—এ কথা কে আমাকে বলিয়া দিত,—আমি সেই দিন তোর সঙ্গে থাকিতাম। আমি তোর নিমিত্ত আত্মবঞ্চনা করিয়া, সোনা দানা যা' তোদের বাড়ীতে পাইয়াছিলাম, তাহা পোদ্দারকে দিয়া,—ঘুঁটে বেচিয়া,—শ্রম করিয়া—পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। তোর শত সহস্র দোষ। তথাচ আমি নিরাশ হই নাই। দেখিয়াছি—তোর পিতা মাতার প্রতি অচলা ভক্তি,—তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি অতি শ্রদ্ধার সহিত করিয়াছিলি। আমিও তোর মা—শাস্ত্রমত মা—ভিক্ষা মা। আমারও তোর উপর অধিকার আছে। আমার একটী কার্য্য কর্,—আর কুপথে চলিস না। যে বংশে জন্মিয়াছিস্,—সেই বংশের মুখ উজ্জল কর্। তা'হলে তোর পিতা মাতার নিকট গিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারিব,—দ্যাখ্,—তোরা পারিস্‌নি, আমি তোদের ছেলে সুধরাইয়া দিয়াছি। উমাচরণ কাঁদিয়া বলিল, "মা, আমি শুধরাইব।" তবে আয়—আমার সঙ্গে আয়!—বাগ্দিনী ধীরে ধীরে গঙ্গা অভিমুখে চলিল। অতি কষ্টে চলে,—উমাচরণ ধরিতে যায়,—বাগ্দিনী নিষেধ করিল। উমাচরণ সভয়ে নিষেধ মানিল।—সম্মুখে তেজস্বিনী দেবী দেখিতেছে,—ধীরে ধীরে সঙ্গে চলিল। বাগ্দিনী অর্দ্ধ গঙ্গাজলে, অর্দ্ধ স্থলে শয়ন করিয়া বলিল,—"গোবরা আমায় নাম শোনা।" উমাচরণ হরিনাম শুনাইল। বাগ্দিনী হরিনাম করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। বৈষ্ণব ডাকাইয়া উমাচরণ চন্দন কাষ্ঠে শবদাহ করাইল ও চিতা পরিবেষ্টন করিয়া হরি হরি ধ্বনি করিতে লাগিল। চিতায় জল ঢালিয়া হরি হরি ধ্বনি করিতে করিতে বাটী ফিরিল। বাগ্দিনীর উদ্দেশে অকাতরে দান ধ্যান করিয়া, আপনার সমস্ত সম্পত্তি বেচিয়া,—গঙ্গায় ঘাট ও শিব প্রতিষ্ঠা করিল। সাহেবের উপদেশে নানাবিধ কার্য্য শিখিয়াছিল। স্বহং রোজকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আপনার মত ভাবিয়া—দুঃখীদিগকে দান করে। ক্রমে সমস্ত সৎকার্য্যে ব্রতী। যথায় হয়—কিঞ্চিৎ আহার হইলেই হইল। এই রূপে অতি সৎকার্য্য, উমাচরণের জাহ্নবীতীরে কার্য্যের অবসান হইল। সকলে বলিল,—কুলতিলক জন্মিয়াছিল।

বর্ত্তমান ভারত।

(স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত।)

ভারতবর্ষে আবার বিষয়ভোগতৃপ্ত মহারাজগণ অন্তে অরণ্যাশ্রয়ী হইয়া অধ্যাত্মবিদ্যায় প্রথম গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। অত ভোগের পর বৈরাগ্য আসিতেই হইবে। সে বৈরাগ্য এবং গভীর দার্শনিক চিন্তার ফলস্বরূপ অধ্যাত্মতত্ত্বে একান্ত অনুরাগ এবং মন্ত্রবহুল ক্রিয়াকাণ্ডে অত্যন্ত বিতৃষ্ণা, উপনিষদ, গীতা এবং জৈন ও বৌদ্ধদের গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে প্রচারিত। এস্থানেও ভারতে পৌরোহিত্য ও রাজন্যশক্তিদ্বয়ের বিষম কলহ। কর্ম্মকাণ্ডের বিলোপ পুরোহিতের বৃত্তিনাশ, কাজেই স্বভাবতঃ সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের পুরোহিত প্রাচীন রীতিনীতির রক্ষায় বদ্ধপরিকর, অপরদিকে শাপ ও চাপ উভয়হস্ত জনকাদি ক্ষত্রিয়কুল, সে বিষম দ্বন্দ্বের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

পুরোহিত যে প্রকার সর্ব্ববিদ্যা কেন্দ্রীভূত করিতে সচেষ্ট, রাজা সেইপ্রকার সকল পার্থিবশক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে যত্নবান। উভয়েরই উপকার আছে। উভয় বস্তুই সময় বিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য আবশ্যক, কিন্তু সে কেবল সমাজের শৈশবাবস্থায়। যৌবনপূর্ণদেহ সমাজকে বাল্যোপযোগী বস্ত্রে বলপূর্ব্বক আবদ্ধ করিলে, হয় সমাজ স্বীয় তেজে বন্ধন ছিন্ন করিয়া অগ্রসর হয় ও যথায় তাহা করিতে অক্ষম, সেথায় ধীরে ধীরে পুনর্ব্বার অসভ্যাবস্থায় পরিণত হয়।

রাজা প্রজাদিগের পিতামাতা, প্রজারা তাঁহার শিশুসন্তান। প্রজাদের সর্ব্বতোভাবে রাজমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা উচিত এবং রাজা সর্ব্বদা নিরপেক্ষ হইয়া আপন ঔরসজাত সন্তানের ন্যায় তাহাদিগকে পালন করিবেন। কিন্তু যে নীতি গৃহে গৃহে প্রযোজিত, তাহা সমগ্র দেশেও প্রচার। সমাজ গৃহের সমষ্টি মাত্র। 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে' যদি প্রতি পিতার পুত্রকে মিত্রের ন্যায় গ্রহণ করা উচিত, সমাজশিশু কি সে ষোড়শবর্ষ কখনই প্রাপ্ত হয় না? ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, সকল সমাজই এক সময়ে উক্ত যৌবনদশায় উপনীত হয় এবং

সকল সমাজেরই সাধারণ ব্যক্তিনিচয়ের সহিত শক্তিমান শাসনকারীদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এ যুদ্ধে জয় পরাজয়ের উপর সমাজের প্রাণ, বিকাশ ও সভ্যতা নির্ভর করে। ভারতবর্ষ ধর্ম্মপ্রাণ, ধর্ম্মই এ দেশের ভাষা এবং সকল উদ্যোগের লিঙ্গ। বারবার এ বিপ্লব ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এ দেশে তাহা ধর্ম্মের নামে সংসাধিত। চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্ম্মতরঙ্গ, পশ্চাতে নৈতিক অভাবের পূরণ। অর্থহীন শব্দনিচয়ের উচ্চারণে যদি সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কে আর বাসনাতৃপ্তির জন্য কষ্টসাধ্য পুরুষকারকে অবলম্বন করিবে? সমগ্র সমাজশরীরে যদি এই রোগ প্রবেশ করে, সমাজ একেবারে উদ্যমবিহীন হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। কাজেই প্রত্যক্ষবাদী চার্ব্বাকদিগের মজ্জমাংসভেদী শ্লেষের আবির্ভাব। পশুমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ ইত্যাদি বহুল কর্ম্মকাণ্ডের প্রাণ-নিষ্পীড়ক ভার হইতে সমাজকে সদাচার ও জ্ঞানমাত্রাশ্রয় জৈন এবং অধিকৃতজাতিদিগের নিদারুণ অত্যাচার হইতে নিরন্তর মনুষ্যকুলকে বৌদ্ধবিপ্লব ভিন্ন কে উদ্ধার করিত? কালে যখন, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল সদাচার মহা অনাচারে পরিণত হইলেও, সাম্যবাদের আতি-শয্যে স্বগৃহে প্রবিষ্ট নানা বর্ব্বর জাতির পৈশাচিক নৃত্যে সমাজ টলমলায়মান হইল, তখন যথাসম্ভব পূর্ব্বভাব পুনঃস্থাপনের জন্য শঙ্কর ও রামানুজের চেষ্টা। আবার কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজ না জন্মগ্রহণ করিলে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান ও কৃশ্চীয়ানের সংখ্যা যে ভারতে অনেক অধিক হইত, তাহাতে সন্দেহমাত্রও নাই।

ভোজ্যদ্রব্যের ন্যায় নানাধাতুবিশিষ্ট শরীর ও অনন্ত ভাবতরঙ্গশালী চিত্তের আর কি প্রকৃষ্ট উপাদান? কিন্তু যে খাদ্য দেহরক্ষা ও মনের বলসমাধানে একান্ত আবশ্যক, তাহারই শেষাংশ যথাসময়ে শরীর হইতে বহিষ্কৃত হইতে না পারিলেই সকল অনর্থের মূল হয়।

সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে

সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু—পালনে অমরত্ব। প্রকৃতির চক্ষে ধূলি দিবার শক্তি কাহার? সমাজের চক্ষে অনেকদিন ধূলি দেওয়া চলে না। উপরে আবর্জনারাশি যতই কেন সঞ্চিত হউক না, সেই স্তূপের তলদেশে প্রেমস্বরূপ, নিঃস্বার্থ সামাজিক জীবনের প্রাণস্পন্দন হইতেছে। সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু এক দিন না একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগযুগান্তের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

তমসাচ্ছন্ন পাশবপ্রকৃতি মানব আমরা, সহস্রবার ঠেকিয়া এ মহান্ সত্যে বিশ্বাস করি না, সহস্রবার ঠকিয়াও আবার ঠকাইতে যাই—উন্মত্তবৎ কল্পনা করি যে, আমরা প্রকৃতিকে বঞ্চনা করিতে সক্ষম। অত্যল্পদর্শী, মনে করি, যে কোন প্রকারে হউক, নিজের স্বার্থসাধনই জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীর্য, যাহা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন, তাহা পুনর্বার সঞ্চারের জন্য, এ কথা মনে থাকে না, গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই সর্বনাশের সূত্রপাত।

প্রজাসমষ্টির শক্তিকেন্দ্ররূপ রাজা অতি শীঘ্রই ভুলিয়া যান যে, তাঁহাতে শক্তিসঞ্চয় কেবল 'সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুং।' বেন রাজার ন্যায় তিনি সর্বদেবত্বের আরোপ আপনাতে করিয়া, অপর পুরুষে কেবল হীন মনুষ্যত্বমাত্র দেখেন, সু হউক বা কু হউক, তাঁহার ইচ্ছার বাধাতই মহাপাপ। পালনের স্থানে কাজেই পীড়ন আসিয়া পড়ে—রক্ষণের স্থানে ভক্ষণ। যদি সমাজ নির্বীর্য হয়, নীরবে সহ্য করে, রাজা ও প্রজা উভয়েই হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং শীঘ্রই বীর্যবান অন্যজাতির ভক্ষ্যরূপে পরিণত হয়। যেথায় সমাজশরীর বলবান, শীঘ্রই অতি প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার আস্ফালনে ছত্র, দণ্ড, চামরাদি অতিদূরে বিক্ষিপ্ত ও সিংহাসনাদি চিত্রশালিকারক্ষিত প্রাচীন দ্রব্যবিশেষের ন্যায় হইয়া পড়ে।

যে মহাশক্তির ভ্রূভঙ্গে 'থরথরি রক্ষনাথ কাঁপে লঙ্কাপুরে,' যাহার হস্তধৃত

সুবর্ণভাণ্ডরূপ বকাণ্ডপ্রত্যাশায় মহারাজ হইতে ভিক্ষুক পর্যন্ত বকপংক্তির ন্যায় বিনীতমস্তকে পশ্চাদ্গমন করিতেছে, সেই বৈশ্যশক্তির বিকাশই পূর্বোক্ত প্রতিক্রিয়ার ফল।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, বিদ্যা সকল বলের বল, আমি সেই বিদ্যা উপজীবী, সমাজ আমার শাসনে চলিবে, দিন কতক তাহাই হইল। ক্ষত্রিয় বলিলেন, আমার অস্ত্রবল না থাকিলে বিদ্যাবল সহিত কোথায় লোপ পাইয়া যাও, আমিই শ্রেষ্ঠ; কোষমধ্যে অসিঝনৎকার হইল, সমাজ অবনতমস্তকে গ্রহণ করিল। বিদ্যার উপাসকও সর্বাগ্রে রাজোপাসকে পরিণত হইলেন। বৈশ্য বলিতেছেন, উন্মাদ! 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং' তোমরা যাঁহাকে বল, তিনিই এই মুদ্রারূপী, অনন্তশক্তিমান, আমার হস্তে। দেখ, ইহার কৃপায় আমিও সর্ব-শক্তিমান। হে ব্রাহ্মণ, তোমার তপ, জপ, বিদ্যাবুদ্ধি, ইহারই প্রসাদে, আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ, তোমার অস্ত্র শস্ত্র, তেজ বীর্য, ইহার কৃপায় আমার অভিমত সিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে। এই যে অতিবিস্তৃত, অত্যুচ্চ কারখানা সকল দেখিতেছ, ইহারা আমার মধুক্রম। ঐ দেখ, অসংখ্য মক্ষিকা-রূপী শূদ্রবর্গ তাহাতে অনবরত মধু সঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু সে মধুপান করিবে কে?—আমি—যথাকালে আমি পশ্চাদ্দেশ হইতে সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি।

[ক্রমশঃ।]

পরমহংসদেবের

উপদেশ।

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত।)

(১) ধ্যান কর্‌বে মনে, বনে, আর কোণে।

(২) প্রথম অবস্থায় একটু নির্জ্জনে বসে ধ্যান অভ্যাস কর্‌তে হয়, তার পর যখন ঠিক অভ্যাস হয়, তখন যেখানে সেখানে ধ্যান কর্‌তে পারে। যেমন গাছ, যখন ছোট ছোট থাকে, তখন তাদের যত্ন করে বেড়া দিয়ে রাখ্‌তে হয়, তা না হ'লে গরু ছাগলে খেয়ে নষ্ট করে ফেলে, পরে যখন গুঁড়ি মোটা হয়, তাতে দশটা গরু ছাগল বাঁধলেও কিছুই কর্‌তে পারে না।

(৩) সত্বগুণীর ধ্যান কি রূপ জান, তারা রাত্রে মশারি খাটিয়ে তাহার ভিতর বসে ধ্যান করে। লোকে মনে করে যে, ঘুমুচ্চে। তাঁদের বাহিক লোক দেখান ভাব একেবারে নাই।

(৪) "ধ্যান সিদ্ধ যে জন মুক্তি তার ঠাঁই"। ধ্যান সিদ্ধ কাহাদের বলে জান, যারা ধ্যান কর্‌তে বস্‌লেই ভগবানের ভাবে বিভোর হয়ে যায়।

(৫) নেংটা তোতাপুরীকে পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তোমার যে অবস্থা, তাহাতে রোজ ধ্যান কর্‌বার আবশ্যক কি? তোতাপুরী উত্তরে বলিয়াছিল, ঘটি যদি রোজ রোজ না মাজা যায়, তা'হলে কলঙ্ক পড়ে। নিত্য ধ্যান না করিলে চিত্ত অশুদ্ধ হয়। পরমহংসদেব উত্তরে বলিলেন, যদি সোনার ঘটী হয়, তা হ'লে পড়ে না। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ লাভ করিলে আর সাধনের দরকার নাই।

(৬) (সাধকের) ধ্যানের সময় মধ্যে মধ্যে এক প্রকার নিদ্রার মতন আসে, তাহাকে যোগনিদ্রা বলে। সে অবস্থায় অনেক সাধক ভগবানের রূপ দর্শন পায়।

ভগবদ্গীতা-

শাঙ্করভাষ্যের

বঙ্গানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।)

ভাষ্য।

তদসৎ জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োর্ বিভাগবচনাৎ বুদ্ধিদ্বয়াশ্রয়য়োরশোচ্যানিত্যাদিনা ভগবতা যাবত স্বধর্ম্মমপিচাবেক্ষ্য ইত্যেতদন্তেন গ্রন্থেন যৎপরমার্থাত্মতত্ত্বনিরূপণং কৃতং তৎ সাংখ্যং তদ্বিষয়াবুদ্ধিরাত্মনো জন্মাদিষড়্‌বিক্রিয়াভাবাদকর্ত্তাত্মেতি প্রকরণার্থনিরূপণাৎ যা জায়তে সা সাংখ্যাবুদ্ধিঃ সা যেষাং জ্ঞানিনাং ভবতি তে সাংখ্যাঃ।

অনুবাদ।

জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়বাদিগণের যে মত প্রদর্শিত হইল, তাহা ঠিক নহে। (সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধি এই) দ্বিবিধ বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া (যথাক্রমে) জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্ম-নিষ্ঠার বিভাগবচন বিদ্যমান আছে বলিয়া সমুচ্চয়-বাদ গীতাশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে। অশোচ্যা-ন্বিত্যাদি শ্লোক হইতে "স্বধর্ম্মমপিচাবেক্ষ্য" এই শ্লোক পর্য্যন্ত গ্রন্থের দ্বারা ভগ-বান্ যে পরমার্থ আত্ম-তত্ত্বের নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই সাংখ্যশব্দের দ্বারা অভিহিত। জন্ম প্রভৃতি ছয় প্রকার বিকার আত্মার হইতে পারে না, এই কারণ আত্মা অকর্ত্তা, এইরূপ প্রকরণের অর্থ নিরূপিত হইলে যে সাংখ্যবিষয়ে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম সাংখ্যবুদ্ধি, যে সকল জ্ঞানিগণের এই প্রকার সাংখ্যবুদ্ধি অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহারা সাংখ্য শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়।

জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ে মিলিত হইয়া মোক্ষের কারণ হইতে পারে না। সাংখ্যবুদ্ধি কাহাকে বলে।

ভাষ্য।

এতস্যা বুদ্ধের্জন্মনঃ প্রাগাত্মনোদেহাদিব্যতিরিক্তস্য কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যপেক্ষো ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকপূর্ব্বকোমোক্ষসাধনানুষ্ঠাননিরূপণলক্ষণোযোগঃ, তদ্বিষয়া বুদ্ধির্যোগবুদ্ধিঃ সা যেষাং কর্ম্মিণামুচিতা ভবতি তে যোগিনঃ।

অনুবাদ।

যোগবুদ্ধি কাহাকে বলে?

এই প্রকার সাংখ্যবুদ্ধির উদয় হইবার পূর্ব্বে আত্মা শরীরাদি হইতে ভিন্ন হইলেও কর্ত্তা ও সুখদুঃখভোক্তা এই প্রকার নিশ্চয় থাকা প্রযুক্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বিবেকপূর্ব্বক, মোক্ষলাভের পরম্পরায় কারণ কর্ম্মানুষ্ঠানের স্বরূপনির্দ্ধারণকে যোগ কহা যায়, এই যোগবিষয়ে যে বুদ্ধি, তাহাই যোগবুদ্ধি, যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠায়ীগণের এই যোগবুদ্ধি অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহারাই যোগী।

ভাষ্য।

তথা চ ভগবতা বিভক্তে দ্বে বুদ্ধী নির্দ্দিষ্টে "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" ইতি তয়োশ্চ সাংখ্যবুদ্ধ্যাশ্রয়াং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং সাংখ্যানাং বিভক্তাং দর্শয়তি "পুরা বেদাত্মনা ময়া প্রোক্তা" ইতি। তথা চ যোগবুদ্ধ্যাশ্রয়াং কর্ম্মযোগেন নিষ্ঠাং বিভক্তাঞ্চ বক্ষ্যতি "কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্"। ইত্যেবং সাংখ্যবুদ্ধিং যোগবুদ্ধিঞ্চ আশ্রিত্য দ্বে নিষ্ঠে বিভক্তে ভগবতৈবোক্তে জ্ঞানকর্ম্মণোঃ কর্ত্তৃত্বাকর্ত্তৃত্বৈকত্বানেকত্ববুদ্ধ্যাশ্রয়য়োরেকপুরুষাশ্রয়ত্বাসম্ভবং পশ্যতা।

অনুবাদ।

সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধি এককালে এক পুরুষের হওয়া অসম্ভব।

(যে প্রকার বুদ্ধিদ্বয়ের বিভাগ প্রদর্শিত হইল, তাহাই ভগবানের অভিমত কারণ) স্বয়ং ভগবান ঐ দ্বিবিধ বুদ্ধির বিভাগ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" (এই তোমার নিকট সাংখ্য বিষয়ে বুদ্ধি অভিহিত হইল, এক্ষণে তুমি যোগবিষয়ে বুদ্ধি শ্রবণ কর) সেই

দ্বিবিধ বুদ্ধির মধ্যে সাংখ্যবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া, পূর্ব্বোক্ত সাংখ্য জ্ঞানীগণের বিভক্তরূপে, জ্ঞানযোগের দ্বারাই নিষ্ঠা হইয়া থাকে ইহা "পুরা" বেদাত্মনা ময়া প্রোক্তা" এই সকল বাক্যের দ্বারা ভগবান প্রতিপাদন করিবেন। এই প্রকার যোগবুদ্ধির অবলম্বনে, বিভক্তরূপে কর্ম্মযোগের দ্বারাই নিষ্ঠালাভ হয়, ইহা "কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্" এই বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদন করিবেন। আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও অনেকত্বজ্ঞান থাকিলে লোক কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং আত্মার অকর্ত্তৃত্ব ও একত্বজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞাননিষ্ঠার কারণ, এই কারণে এক পু- এককালে কর্ম্মনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকারী হইবে, ইহা সম্ভব নহে, ইহাই পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভগবান্ সাংখ্য ও যোগবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া (যথাক্রমে) বিভাগপূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ভাষ্য।

যথৈতদ্বিভাগবচনং, তথৈব দর্শিতং শাতপথীয়ে ব্রাহ্মণে,—"এতমেব প্রব্রাজিনোলোকমিচ্ছন্তোব্রাহ্মণাঃ প্রব্রজন্তি" ইতি সর্ব্ব কর্ম্মসন্ন্যাসং বিধায়, তচ্ছেষেণ "কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোকঃ" ইতি। তত্রৈব চ প্রাগ্‌দারপরিগ্রহাৎ পুরুষাত্মা প্রাকৃতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসোত্তরকালং লোকত্রয়সাধনং পুত্রং দ্বিপ্রকারঞ্চ বিত্তং মানুষ্যং দৈবঞ্চ তত্র মানুষ্যং বিত্তং কর্ম্মরূপং পিতৃলোকপ্রাপ্তিসাধনং বিদ্যাঞ্চ দৈবং বিত্তং দেবলোকপ্রাপ্তিসাধনং সোঽকাময়ত" ইত্যবিদ্যাকামবত এব সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি শ্রৌতাদীনি দর্শিতানি। "তেভ্যো ব্যুত্থায় প্রব্রজন্তি" ইতি ব্যুত্থানমাত্মানমেব লোকমিচ্ছতোঽকামস্য বিহিতং। তদেতদ্বিভাগবচনমনুপপন্নং স্যাৎ যদি শ্রৌতকর্ম্মজ্ঞানয়োঃ সমুচ্চয়োঽভিপ্রেতঃ স্যাদ্ভগবতঃ।

অনুবাদ।

গীতাশাস্ত্রে যেমন এই জ্ঞান ও কর্ম্মের বিভাগ উক্ত হইয়াছে, শতপথব্রাহ্মণেও সেই প্রকার জ্ঞান ও কর্ম্মের বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে (শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত আছে যে) "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তো ব্রাহ্মণাঃ প্রব্রজন্তি।" (এই নিত্য বিজ্ঞানময় আত্মস্বরূপ লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া লৌকিক ও অলৌকিক ভোগে বিতৃষ্ণচিত্ত ব্রাহ্মণগণ (সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসপূর্ব্বক) প্রব্রজ্যা অব-

লম্বন করিয়া থাকেন) (এই বাক্যের দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম সংন্যাসের বিধান করিয়া "কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ যেষাং নোঽয়মাত্মায়ংলোকঃ" (আমরা সন্ততির দ্বারা কি করিব ? আমাদের আত্মাই একমাত্র লব্ধব্য লোক) এই শেষ বাক্যের দ্বারা বিষয়বিরক্ত ও আত্মরূপলোককামী সন্ন্যাসীগণের পক্ষে (সর্ব্বকর্ম সন্ন্যাসরূপ জ্ঞাননিষ্ঠার অনুকূল) ব্যুত্থান (প্রব্রজ্যা) বিহিত হইয়াছে। সেই শতপথ ব্রাহ্মণেই বর্ণিত আছে যে, গুরুগৃহে বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক ধর্ম্মবিচার শেষ করিয়া বিবাহ করিবার পূর্ব্বে ত্রৈবর্ণিকগণের বিষয়ভোগবাসনায় আবৃত আত্মাকে প্রকৃত কহা যায়, সেই প্রাকৃত আত্মা দেবলোক মনুষ্যলোক ও পিতৃলোকপ্রাপ্তির সাধনরূপে মানুষ, ও দৈববিত্ত লাভ করিতে উদ্যত হয়, এবং পত্নী প্রভৃতির কামনা করিয়া থাকে। ঐ দ্বিবিধ বিত্তের মধ্যে বিহিত কর্ম্ম সকলকেই মানুষ বিত্ত কহা যায়, উহা পিতৃলোকপ্রাপ্তির সাধন। কর্ম্মের অনুকূল দ্রব্য দেবতাপ্রভৃতির যথার্থস্বরূপের যে বিজ্ঞান, তাহাই দৈববিত্ত, দৈব বিত্তের ফল দেবলোকপ্রাপ্তি। এই প্রকার বাক্যসকলের দ্বারা অবিদ্যা ও কাম যুক্ত প্রাকৃত আত্মাই যে শ্রৌত কর্ম্মের অধিকারী তাহাই স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে! শতপথ ব্রাহ্মণে যে প্রকার জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠার বিভাগবচন পরিদর্শিত হইল, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে অনুপপন্ন হইত, যদি শ্রুতি-বিহিত কর্ম্ম ও আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সমুচ্চয়। (যুগপদনুষ্ঠান) ভগবানের অভিমত হইত।

ভাষ্য।

ন চ অর্জ্জুনস্য প্রশ্ন উপপন্নো ভবতি জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে ইত্যাদি। একপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বাসম্ভবং বুদ্ধিকর্ম্মণোঃ ভগবতা পূর্ব্বমনুক্তং কথমর্জ্জুনোঽশ্রুতং বুদ্ধেশ্চ কর্ম্মণো জ্যায়স্ত্বং ভগবত্যধ্যারোপয়েন্মৃষৈব জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তেমতা বুদ্ধিরিতি।

অনুবাদ।

(জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় যদি ভগবানের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে "কর্ম্ম হইতে জ্ঞানই যদি শ্রেষ্ঠ ইহাই তোমার অভিমত" ইত্যাদি অর্জ্জুনের প্রশ্ন উপপত্তি যুক্ত হইতে পারে না; কারণ (জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়বাদে) জ্ঞান ও কর্ম্ম একবালে এক

জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় পক্ষে অর্জ্জুনের প্রশ্ন অনুপপন্ন।

পুরুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, ইহা ভগবান্ কখনই বলিতে পারেন না, সুতরাং ভগবান যাহা বলেন নাই, অথচ অর্জ্জুন যাহা শুনেন নাই, সেই জ্ঞান ও কর্ম্মের এক পুরুষের দ্বারা এককালে অনুষ্ঠানাসম্ভব ও কর্ম্ম হইতে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব বৃথা ভগবানের উপর আরোপ করিয়া অর্জ্জুনের এই প্রকার প্রশ্ন কি প্রকারে উপপন্ন হইতে পারে ?

ভাষ্য।

কিঞ্চ যদি বুদ্ধিকর্ম্মণোঃ সর্ব্বেষাং সমুচ্চয় উক্তঃ স্যাদর্জ্জুনস্যাপি স উক্ত এবেতি "যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্" ইতি কথমুভয়োরুপদেশে সত্যন্যতরবিষয় এব প্রশ্নঃ স্যাৎ ? নহি পিত্তপ্রশমনার্থিনো বৈদ্যেন মধুরং শীতলঞ্চ ভোক্তব্যমিত্যুপদিষ্টে তয়োরন্যতরৎ পিত্তপ্রশমনকারণং ব্রূহীতি প্রশ্নো সম্ভবতি।

অনুবাদ।

জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় বাদে আর একটী দোষ (এই যে) যদি সকলের পক্ষেই জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় উক্ত হইত, তাহা হইলে অর্জ্জুনের পক্ষেও তাহা হইত। (ইহা স্থির, এ প্রকার হইলে) "জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে যাহা শ্রেয়ঃ নিশ্চয় করিয়া তাহা একটী আমাকে বলুন" অর্জ্জুনের এ প্রকার একতর বিষয়ে প্রশ্ন কি প্রকারে সঙ্গত হইবে ? মিষ্ট ও শীতল বস্তু ভোজন করা উচিত, এই প্রকার বৈদ্য উপদেশ করিলে "মধুর ও শীতলের মধ্যে যাহা পিত্তনাশের উপায়, তাহা একটী আমাকে বল" পিত্তরোগপ্রশমনার্থীর এইপ্রকার প্রশ্ন হইতে পারে না।

ভাষ্য।

অথার্জ্জুনস্য ভগবদুক্তবচসার্থবিবেকানবধারণনিমিত্তঃ প্রশ্নঃ কল্প্যেত, তথাপি ভগবতা প্রশ্নানুরূপং প্রতিবচনং দেয়ম্ "ময়া বুদ্ধিকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয় উক্তঃ কিমর্থমিত্থং ত্বং ভ্রান্তোঽসীতি"। ন তু পুনঃ প্রতিবচনং অননুরূপং পৃষ্টাদন্যদেব "যে নিষ্ঠে ময়া পুরা প্রোক্তে ইতি বক্তুং" যুক্তম্।

অনুবাদ।

ভগবৎকথিত বাক্যের অর্থের বিবেক অবধারণ করিতে অসমর্থ হওয়াতেই অর্জ্জুনের ঐ প্রকার প্রশ্ন হইয়াছিল, ইহা যদি কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে অর্জ্জুনের প্রশ্নের অনুরূপ উত্তরই ভগবানের দেওয়া উচিত। "আমি পূর্ব্বে দুই প্রকার নিষ্ঠা বলিয়াছি" এই প্রকার প্রশ্নের অননুরূপ অন্য প্রকার প্রত্যুত্তর দেওয়া (কোন প্রকারেই) সঙ্গত হয় নাই।

ভাষ্য।

নাপি স্মার্ত্তেনৈব কর্ম্মণা বুদ্ধেঃ সমুচ্চয়োঽভিপ্রেতে বিভাগবচনাদি সর্ব্ব মুপপন্নম্।

অনুবাদ।

কেবল স্মার্ত্তকর্ম্মের সহিত ও আত্মজ্ঞানের সমুচ্চয় অভিপ্রেত হইলে (প্রাগুক্ত নিষ্ঠাদ্বয়ের) বিভাগবোধক বাক্যাদির সঙ্গতি হইতে পারে না।

ভাষ্য।

কিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধং স্মার্ত্তং কর্ম্ম স্বধর্ম্ম ইতি জানতঃ "তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সীত্যুপালম্ভোঽনুপপন্নঃ তস্মাদ্গীতাশাস্ত্রে ঈষন্মাত্রেণাপি শ্রৌতেন স্মার্ত্তেন বা কর্ম্মণা আত্মজ্ঞানস্য সমুচ্চয়োন কেনচিদ্দর্শয়িতুং শক্যঃ।

অনুবাদ।

স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় অঙ্গীকারপক্ষে আর একটী দোষ (এই যে) ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধরূপ কর্ম্ম স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত, সুতরাং ইহা স্বধর্ম্ম, ইহা জানিয়াও অর্জ্জুনের "তবে আমাকে (এই) ঘোর কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ" এই প্রকার তিরস্কার সর্ব্বপ্রকারে অনুপপন্ন হইয়া উঠে। এই কারণে এই গীতাশাস্ত্রে স্বল্পমাত্রও শ্রৌত বা স্মার্ত্ত কর্ম্মের সহিত আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের সমুচ্চয় প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহা কেহই দেখাইতে পারেন না।

ভাষ্য।

অথ ত্বজ্ঞানাদ্রাগাদিদোষতো বা কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্য যজ্ঞেন দানেন তপসা বা বিশুদ্ধসত্ত্বস্যজ্ঞানমুৎপন্নং পরমার্থতত্ত্ববিষয়মেকমেবেদং সর্ব্বং ব্রহ্মাকর্ত্তৃচেতি তস্য কর্ম্মণি কর্ম্মপ্রয়োজনে নিবৃত্তেঽপি লোক সংগ্রহার্থং যত্নপূর্ব্বং যথাপ্রবৃত্ত স্তথৈব কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্য যৎপ্রবৃত্তিরূপং দৃশ্যতে ন তৎ কর্ম্ম যেন বুদ্ধেঃ সমুচ্চয়ঃ স্যাৎ।

অনুবাদ।

অজ্ঞান বা রাগাদিদোষবশতঃ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যজ্ঞ, দান কিম্বা তপস্যার প্রভাবে চিত্তের বিশুদ্ধি হওয়াতে যাহার "এই সকলই এক ব্রহ্ম—ব্রহ্ম পরিণামবর্জ্জিত ও অকর্ত্তা" এই প্রকার পরমার্থবিষয়জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার (আসক্তিপূর্ব্বক) কর্ম্ম কিম্বা কর্ম্মের প্রয়োজন নিবৃত্ত হইলেও যত্নপূর্ব্বক প্রথমে যেমন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই প্রকারই লোক সংগ্রহের জন্য (তখনও কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকা প্রযুক্ত) সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তির যে প্রবৃত্তিরূপ কর্ম্ম পরিদৃষ্ট হয় (প্রকৃত পক্ষে) তাহা (প্রবৃত্তি লক্ষণ) কর্ম্ম হইতে পারে না, যাহা দেখিয়া (তোমরা বলিবে যে জ্ঞানী পুরুষের) কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় হইতে পারে।

ভাষ্য।

যথা ভগবতো বাসুদেবস্য ক্ষাত্রকর্ম্ম চেষ্টিতং ন জ্ঞানেন সমুচ্চীয়তে পুরুষার্থ সিদ্ধয়ে, তদ্বৎ তৎফলাভিসন্ধ্যহংকারাভাবস্য তুল্যত্বাৎ বিদুষঃ। তত্ত্ববিত্তু নাহং করোমীতি মন্যতে ন চ তৎফলমভিসন্ধত্তে। যথা চ স্বর্গাদিকামার্থিনঃ অগ্নিহোত্রাদিকামসাধনায় আহিতাগ্নেঃ কাম্য এব অগ্নিহোত্রাদৌ প্রবৃত্তস্য সামিকৃতে বিনষ্টেঽপি কামে তদেবাগ্নিহোত্রাদ্যনুতিষ্ঠতোঽপি ন তৎ কাম্যমগ্নিহোত্রাদি ভবতি।

অনুবাদ।

ভগবান্ বাসুদেবের ক্ষত্রিয়জনোচিত যুদ্ধাদিব্যাপার প্রকৃতপক্ষে অভিমান সহকারে কৃত হয় নাই, এইজন্য ইহা প্রবৃত্তিলক্ষণকর্ম্ম না হওয়াতে তাঁহার জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সমুচ্চয় হয় না, সেই প্রকার আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরও কর্ম্ম ফলে অভিসন্ধি ও অহঙ্কার না থাকায় ভগবানের ন্যায় জ্ঞানের সহিত তাহাদের কর্ম্মেরও সমুচ্চয় হইতে পারে না। (অভিমান সহিত বিহিত কর্ম্মের সহিতই জ্ঞানের সমুচ্চয় হওয়া সম্ভবপর নহে, ইহাই জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদ

নিরাকরণের তাৎপর্য্য) যেমন স্বর্গাদিকামার্থী স্বর্গাদিকামসাধন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্য অগ্নি স্থাপন করিয়া কাম্য অগ্নিহোত্রাদি আরম্ভ করার পর ঐ কর্ম্মের অর্দ্ধেক অনুষ্ঠানকালে কাম বিনষ্ট হইলেও ঐ ব্যক্তি যদি ঐ সকল কর্ম্মের পূর্ব্ববৎ অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলেও ঐ ব্যক্তির পক্ষে ঐ কর্ম্ম কাম্য কর্ম্ম হয় না (কারণ সে সময় তাহার কামনা থাকে না।)

ভাষ্য।

তথা চ দর্শয়তি ভগবান্—"কুর্ব্বন্নপি ন করোতি নলিপ্যতে" ইতি। অত্র যত্ত "পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং" "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" ইতি, তত্তু প্রবিভজ্য জ্ঞেয়ম্ তৎ কথম্? যদি তাবৎ পূর্ব্বে জনকাদয়স্তত্ত্ব-বিদোঽপি প্রবৃত্তকর্ম্মাণঃ স্যুস্তে লোকসংগ্রহার্থং "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে" ইতি জ্ঞানেনৈব সংসিদ্ধিমাস্থিতাঃ। কর্ম্মসংন্যাসে প্রাপ্তেঽপি কর্ম্মণা সহৈব সংসিদ্ধি-মাস্থিতা ন কর্ম্মসন্ন্যাসং কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ।

জ্ঞানোদয় হইলে কৃত কর্ম্ম যে প্রকৃত পক্ষে বন্ধহেতু কর্ম্ম স্বরূপ হয় না, তাহা ভগবানও "কুর্ব্বন্নপি ন করোতি নলিপ্যতে" এই সকল বাক্যের দ্বারা দেখাইবেন। "পূর্ব্ব পূর্ব্বতর প্রাচীনগণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন" "জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ম্মের দ্বারাই সম্যক্‌প্রকার সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন" ইত্যাদি বাক্য (জ্ঞানও কর্ম্মের সমুচ্চয় অঙ্গীকার না করিলে) কি প্রকারে সঙ্গত হইবে? (এই প্রকারে প্রশ্নের এই উত্তর হইতেছে যে) যদি জনকপ্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মাগণ পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ হইয়াও (শ্রৌত ও স্মার্ত্ত) কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে (ইহাই বলিতে হইবে যে) তাঁহারা "গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তে" এই শ্লোকে প্রদর্শিত জ্ঞানাবলম্বনে লোকসংগ্রহের নিমিত্ত (কর্ম্মমার্গে অবস্থিতি করিয়াই) সম্যক্ প্রকার সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন (অর্থাৎ) জ্ঞানের উদয়ে তাঁহাদের কর্ম্মের আসক্তি পরিহৃত হইলেও তাঁহারা (লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্মের সহিতই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই। ইহাই ঐ সকল বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ।

[ক্রমশঃ।]

মহাভাষ্যম্।

(পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্নকর্ত্তৃক অনুবাদিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভাষ্য-মূল।

দশম্যাং পুত্রস্য।—যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি। "দশম্যুত্তরকালং পুত্রস্য জাতস্য নাম বিদধ্যাদ্ ঘোষবদাদ্যন্তরন্তঃস্থমবৃদ্ধং ত্রিপুরুষানুকমনরিপ্রতিষ্ঠিতং, তদ্ধি প্রতিষ্ঠিততমং ভবতি দ্ব্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা নাম কৃতং কুর্য্যাত্র তদ্ধিতমিতি।" নচান্তরেণ ব্যাকরণং কৃত্তদ্ধিতা বা শক্যা বিজ্ঞাতুম্। দশম্যাং পুত্রস্য।

বঙ্গানুবাদ।

"দশম্যাং পুত্রস্য।" "দশম দিবসের পরে পুত্রের।" নবাভিজাত পুত্রের দশম দিবসের পরে ঘোষবদাদি (অর্থাৎ বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ এবং য র ল ব হ ইহাদিগকে ঘোষবান্ বর্ণ কহে। এই সকল বর্ণ যাহার আদিতে থাকে; এইরূপ।) অন্তঃস্থমধ্য (অর্থাৎ য, র, ল, ব ইহাদিগকে অন্তঃস্থবর্ণ বলে) (এই সকল বর্ণ যাহার মধ্যে আছে; এইরূপ) অবৃদ্ধ, ত্রিপুরুষানুক (অর্থাৎ পিতা নামকরণের অধিকারী, তাহার পূর্ব্ব তিন পুরুষের নাম বর্ণযুক্ত) শত্রুনাম-বিহীন, দুই অক্ষর বা চারি অক্ষর বিশিষ্ট কৃৎপ্রত্যয়ান্ত নাম অতিশয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত নাম করিবে না। ব্যাকরণশাস্ত্রে জ্ঞান ব্যতিরেকে কৃৎপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয় জানিতে পারা যায় না। "দশম্যাং পুত্রস্য।" "দশম দিবসের পরে পুত্রের।" এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

ভাষ্য-মূল।

"সুদেবোঽসি।"—সুদেবোঽসি বরুণ যস্য তে সপ্তসিন্ধবঃ।
অনুক্ষরন্তি কাকুদং সূর্ম্ম্যং সুষিরামিব॥"

সুদেবো অসি বরুণ সত্যদেবোঽসি যস্য তে সপ্ত সিন্ধবঃ সপ্ত বিভক্তয়ঃ।

অনুক্ষরন্তি কাকুদম্। কাকুদং তালু। কাকুর্জিহ্বা সাস্মিন্নুদ্যত ইতি কাকুদম্। সূর্ম্যাং সুষিরামিব। তদ্‌যথা। শোভনামূর্ম্মিং সুষিরামগ্নিরন্তঃ প্রবিশ্য দহতি এবং তে সপ্তসিন্ধবঃ সপ্তবিভক্তয়স্তাল্বনুক্ষরন্তি তেনাসি সত্যদেবঃ। সত্যদেবাঃ স্যামেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। সুদেবোঽসি।"

বঙ্গানুবাদ।

"সুদেবো অসি।" "বরুণ! তুমি সুদেব!" হে বরুণ! তুমি সুদেব অর্থাৎ সত্যদেব! যে তোমার সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ সপ্ত বিভক্তি তালুতে অনুক্ষরিত হইতেছে অর্থাৎ প্রকাশিত হইতেছে। কাকুশব্দের অর্থ জিহ্বা, তাহাতে উদিত হয় অর্থাৎ উৎক্ষিপ্ত হয়, এই অর্থে কাকুদ শব্দে তালু। সুষিরা সূর্ম্মীর ন্যায়।—সুন্দর ঊর্ম্মি সূর্ম্মি। (১) যেমন অগ্নি ছিদ্রস্থানে প্রবেশ করিয়া দগ্ধ করে; তদ্রূপ, তোমার সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ সপ্তবিভক্তি তালুতে অনুক্ষরিত হইতেছে; সেই কারণবশতঃ তুমি সত্যদেব। সত্যদেব হইব, এই নিমিত্ত ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। "সুদেবোঽসি। "বরুণ! তুমি সত্যদেব।" এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

ভাষ্য-মূল।

কিং পুনরিদং ব্যাকরণমেবাধিজিগাংসমানেভ্যঃ প্রয়োজনমন্বাখ্যায়তে ন পুনরন্যদপি কিঞ্চিৎ।

বঙ্গানুবাদ।

ইহা কি কেবলমাত্র যাঁহারা ব্যাকরণশাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইতে অভিলাষী, তাঁহাদিগের নিমিত্ত ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রয়োজন বলা হইল; অন্য কিছুই নহে কি? (অর্থাৎ যাঁহারা বেদশাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইতে অভিলাষী, তাঁহাদিগের নিমিত্তও বলা হইল।

(১) এই স্থলে মূলে "সূর্ম্যং সুষিরামিব।" এই পাঠ আছে। "সূর্ম্যম্" এইটি বৈদিক প্রয়োগ। লৌকিক ভাষায় "সূর্ম্মিম্" এইরূপ প্রয়োগ হইবে।

ভাষ্য-মূল।

ওঁ ইত্যুক্ত্বা বৃত্তান্তশঃ শমিত্যেবমাদীন্ শব্দান্ পঠন্তি। পুরাকল্প এতদাসীৎ। সংস্কারোত্তরকালং ব্রাহ্মণা ব্যাকরণং স্মাধীয়তে। তেভ্যস্তত্তৎস্থানকরণনাদানুপ্রদানজ্ঞেভ্যো বৈদিকাঃ শব্দা উপদিশ্যন্তে তদদ্যত্বে ন তথা। বেদমধীত্য ত্বরিতা বক্তারো ভবন্তি। বেদান্নো বৈদিকাঃ শব্দাঃ সিদ্ধা লোকাচ্চ লৌকিকাঃ অনর্থকং ব্যাকরণমিতি। তেভ্য এবং বিপ্রতিপন্নবুদ্ধিভ্যোঽধ্যেতৃভ্যঃ সুহৃদ্ভূত্বা আচার্য্য ইদং শাস্ত্রমন্বাচষ্টে। ইমানি প্রয়োজনান্যধ্যেয়ং ব্যাকরণমিতি। উক্তঃ শব্দঃ। স্বরূপমপ্যুক্তম্। প্রয়োজনান্যপ্যুক্তানি।

বঙ্গানুবাদ।

"ওঁ" ইহা উচ্চারণ করিয়া প্রপাঠকক্রমে (১) "শম্" (২) ইত্যাদি শব্দ সকলকে পাঠ করে। পূর্ব্বকল্পে এই নিয়ম ছিল,—ব্রাহ্মণগণ সংস্কারলাভের পর ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহারা বর্ণের স্থান, করণ, নাদ ও অনুপ্রদান (৩) জ্ঞাত হইলে তাহাদিগকে বৈদিকশব্দ উপদেশ করা হইত। একণে তাহা নাই। সত্বর বেদ অধ্যয়ন করিয়া বক্তা হয়। বেদ হইতে আমাদিগের বৈদিকশব্দসমূহ এবং লোক হইতে লৌকিকশব্দসমূহ সিদ্ধ আছে; অতএব, ব্যাকরণশাস্ত্র অনর্থক? যে অধ্যেতৃগণ এইরূপ বিপ্রতিপন্নবুদ্ধি, তাহাদিগের নিমিত্ত আচার্য্য সুহৃৎ হইয়া এই ব্যাকরণশাস্ত্রের অনুশাসন করিতেছেন। এই সকল প্রয়োজন আছে, অতএব, ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। শব্দ উক্ত হইয়াছে। শব্দের স্বরূপও বলা হইয়াছে। এবং ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রয়োজনও বলা হইয়াছে।

ভাষ্য-মূল।

শব্দানুশাসনমিদানীং কর্ত্তব্যম্। তৎ কথং কর্ত্তব্যম্। কিং শব্দোপদেশঃ কর্ত্তব্য আহোস্বিদপশব্দোপদেশ আহোস্বিদুভয়োপদেশ ইতি। অন্যতরোপদেশেন কৃতং

(১) বেদের অংশবিভাগবিশেষকে প্রপাঠক কহে।
(২) "শম্" এইটি মঙ্গলবোধক শব্দ।
(৩) স্থান, করণ, নাদ ও অনুপ্রদান এইগুলি পরে ব্যাখ্যাত হইতেছে

স্যাৎ। তদ্যথা, ভক্ষ্যনিয়মেনাভক্ষ্যপ্রতিষেধো গম্যতে। পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ইত্যুক্তে গম্যতে এতদতোঽন্যেঽভক্ষ্যা ইতি। অভক্ষ্যপ্রতিষেধেন বা ভক্ষ্যনিয়মঃ। তদ্যথা,—অভক্ষ্যো গ্রাম্যকুক্কুটঃ; অভক্ষ্যো গ্রাম্যশূকর ইত্যুক্তে গম্যতে এতদারণ্যো ভক্ষ্য ইতি। এবমিহাপি। যদি তাবচ্ছব্দোপদেশঃ ক্রিয়তে গৌরিত্যেতস্মিন্ উপদিষ্টে গম্যতে এতদ্ গাব্যাদয়োঽপশব্দা ইতি। অথাপ্যপশব্দোপদেশঃ ক্রিয়তে গাব্যাদিষ্ উপদিষ্টেষু গম্যত এতদ্ গৌরিত্যেষ শব্দ ইতি।

বঙ্গানুবাদ।

এক্ষণে শব্দসমূহের অনুশাসন করা উচিত। তাহা কি প্রকারে করা উচিত? শব্দসমূহের উপদেশই করা উচিত, অথবা অপশব্দসমূহের উপদেশ করা উচিত, অথবা শব্দ ও অপশব্দ এই উভয়েরই উপদেশ করা উচিত? একটির উপদেশ করিলেই কার্য্য সাধিত হয়। যেমন, ভক্ষ্যের নিয়ম করিলেই অভক্ষ্যপ্রতিষেধ বুঝিতে পারা যায়. "পঞ্চ পঞ্চনখ (১) ভক্ষ্য।" ইহা বলিলে বুঝিতে পারা যায়, ইহার অন্য অভক্ষ্য। অভক্ষ্যপ্রতিষেধের দ্বারাও ভক্ষ্য নিয়ম হয়। যেমন,—"গ্রাম্য কুক্কুট অভক্ষ্য।" "গ্রাম্য শূকর অভক্ষ্য।" ইহা বলিলে বুঝিতে পারা যায়, ইহাদিগের বন্য অর্থাৎ বন্য কুক্কুট বা বন্য শূকর ভক্ষ্য। এই স্থলেও এইরূপ। যদি শব্দসমূহের উপদেশ করা হয়, তবে, 'গো' এই শব্দটী উপদেশ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, গাবী প্রভৃতি অপশব্দ। আর যদি অপশব্দসমূহের উপদেশ করা হয়, তাহা হইলে গাবী প্রভৃতির উপদেশ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে. 'গো' এইটি শব্দ।

ভাষ্য-মূল।

কিং পুনরত্র জ্যায়ঃ। লঘুত্বাচ্ছব্দোপদেশঃ। লঘীয়ান্ শব্দোপদেশঃ। গরীয়ানপশব্দোপদেশঃ। একৈকস্য শব্দস্য বহবোঽপভ্রংশাঃ। তদ্যথা,—

(১) শ্বাবিধং শল্যকং গোধাং খড়্গকূর্ম্মশশাংস্তথা।

ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকতোদতঃ॥ মনু।

সজারু, গোসাপ, গণ্ডার, কচ্ছপ ও খরগোস এই পাঁচটিকে পঞ্চ পঞ্চনখ কহে; ইহাদিগের মাংস ভক্ষ্য।

গৌরিত্যস্য গাবীগোণীগোতাগোপোতলিকেত্যেবমাদয়োঽপভ্রংশাঃ। ইষ্টান্বাখ্যানং খল্বপি ভবতি।

বঙ্গানুবাদ।

অতএব এক্ষণে কোনটি শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ শব্দোপদেশের দ্বারা অপশব্দ উপদেশ করা উচিত অথবা অপশব্দোপদেশের দ্বারা শব্দ উপদেশ করা উচিত?) শব্দোপদেশ লঘু, অতএব শব্দোপদেশই করা উচিত। শব্দোপদেশ লঘু অর্থাৎ অল্প এবং অপশব্দোপগুরু অর্থাৎ অত্যন্ত অধিক। এক একটি শব্দের অপভ্রংশ বহুসংখ্যক, যেমন, 'গৌঃ' এই শব্দটীর গাবী, গোণী, গোতা, গোপোতলিকা প্রভৃতি অপভ্রংশ। ইহাতে ইষ্টলাভও হয়। (১)

ভাষ্য-মূল।

অথৈতস্মিন্ শব্দোপদেশে সতি কিং শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠঃ কর্ত্তব্যঃ। গৌরশ্বঃ পুরুষো হস্তী শকুনির্মৃগো ব্রাহ্মণ ইত্যেবমাদয়ঃ শব্দাঃ পঠিতব্যাঃ। নেত্যাহ। অনভ্যুপায় এষ শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠঃ। এবং হি শ্রূয়তে বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ নান্তং জগাম। বৃহস্পতিশ্চ প্রবক্তা ইন্দ্রশ্চাধ্যেতা দিব্যং বর্ষসহস্রমধ্যয়নকালো ন চান্তং জগাম। কিং পুনরদ্যত্বে যঃ সর্ব্বথা চিরং জীবতি স বর্ষশতং জীবতি।

বঙ্গানুবাদ।

এক্ষণে এই শব্দোপদেশ কর্ত্তব্য হইলে কি শব্দসমূহের জ্ঞানলাভের নিমিত্ত প্রতিপদ পাঠ (অর্থাৎ যত শব্দ আছে, তাহার প্রত্যেক শব্দের পাঠ) করা উচিত? 'গৌঃ' 'অশ্বঃ' 'পুরুষঃ' 'হস্তী' 'শকুনিঃ' 'মৃগঃ' 'ব্রাহ্মণঃ' প্রভৃতি যাবতীয়

(১) এই স্থলে কৈয়ট ব্যাখ্যা করেন,—"সাধুশব্দপ্রয়োগাদ্ধর্ম্মাবাপ্তেরিত্যর্থঃ। অথবা উপাদেয়শব্দোপদেশাৎ সাক্ষাৎ প্রতিপত্তির্ভবতীতি ভাবঃ॥"

সাধু শব্দ প্রয়োগ করাতে ধর্ম্মলাভ হয়; এই হেতু। অথবা কেবলমাত্র যাহা উপাদেয় অর্থাৎ গ্রাহ্য তাহার উপদেশ করিলে সাক্ষাৎ সম্যক প্রকারে জ্ঞানলাভ হয়।

শব্দই পাঠ করিতে হইবে? বলিতেছেন,—না। শব্দসমূহের সম্যক্‌প্রকারে জ্ঞানলাভবিষয়ে এই প্রতিপদপাঠ উৎকৃষ্ট উপায় নহে। এইরূপ শ্রুতি আছে যে, বৃহস্পতি ইন্দ্রকে দিব্য সহস্রবর্ষ (১) প্রতিপদোক্তশব্দসমূহের শব্দপারায়ণ (২) বলিয়াছিলেন; তথাপি সম্পূর্ণ হয় নাই। বৃহস্পতি বক্তা, ইন্দ্র অধ্যেতা, দেবলোকের সহস্র বর্ষ অধ্যয়নের সময়, তথাপিও সম্পূর্ণ হইল না। ইদানীন্তন লোকের সম্বন্ধে কি বলিব, যিনি সম্পূর্ণ রূপে দীর্ঘজীবী, তিনি শতবর্ষ জীবন ধারণ করেন।

ভাষ্য-মূল।

চতুর্ভিশ্চ প্রকারৈর্বিদ্যোপযুক্তা ভবতি। আগমকালেন, স্বাধ্যায়কালেন, প্রবচনকালেন, ব্যবহারকালেনেতি। তত্র চাস্যাগমকালেনৈবায়ুঃ কৃৎস্নং পর্য্যুপযুক্তং স্যাৎ। তস্মাদনভ্যুপায়ঃ শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠঃ।

বঙ্গানুবাদ।

চারি প্রকারে বিদ্যা উপযুক্ত হয়। আগমকালদ্বারা অর্থাৎ বিদ্যাগ্রহণের সময় দ্বারা, স্বাধ্যায়কাল দ্বারা অর্থাৎ অভ্যাসের সময় দ্বারা, প্রবচনকাল দ্বারা অর্থাৎ অধ্যাপনের সময় দ্বারা এবং ব্যবহারকাল দ্বারা অর্থাৎ যজ্ঞাদি কার্য্যে প্রয়োগ দ্বারা (অর্থাৎ গ্রহণ, অভ্যাস, অধ্যাপন এবং ব্যবহার এই চারিটী উপায়ই অনুষ্ঠিত না হইলে বিদ্যা সম্যক্‌প্রকারে স্ফূর্ত্তি লাভ করে না।) তন্মধ্যে ইদানীন্তন দীর্ঘজীবী মনুষ্যের আগমকালদ্বারাই সম্পূর্ণ জীবন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অতএব, শব্দসমূহের সম্যক্‌প্রকারে জ্ঞানলাভের বিষয়ে প্রতিপদপাঠ উৎকৃষ্ট উপায় নহে।

---

(১) দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাৎ দক্ষিণায়নম্॥ মনু।
মনুষ্যলোকের এক বর্ষে দেবলোকের এক দিন।। উত্তরায়ণ দেবলোকের দিন ও দক্ষিণায়ণ দেবলোকের রাত্রি। এই হিসাব অনুসারে মনুষ্যলোকের ৩৬০ বৎসরে দেবলোকের এক বৎসর হয়।

(২) শব্দশাস্ত্রবিশেষ।

ভাষ্য-মূল।

কথং তর্হীমে শব্দাঃ প্রতিপত্তব্যাঃ। কিঞ্চিৎ সামান্যবিশেষবল্লক্ষণং প্রবর্ত্ত্যং যেনাল্পেন যত্নেন মহতো মহতঃ শব্দৌঘান্ প্রতিপদ্যেরন্।

বঙ্গানুবাদ।

তবে কি প্রকারে এই শব্দসমূহে সম্যক্ প্রকারে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে? কোন সামান্যলক্ষণ (১) এবং বিশেষলক্ষণ (২) প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে, যাহাদ্বারা অল্পয়ত্নে মহান্ মহান্ শব্দরাশিসকলকে সম্যক্‌প্রকারে অবগত হইতে পারা যায়।

ভাষ্য-মূল।

কিং পুনস্তৎ। উৎসর্গাপবাদৌ। কশ্চিদুৎসর্গঃ কর্ত্তব্যঃ কশ্চিদপবাদঃ। কথং জাতীয়কঃ পুনরুৎসর্গঃ কর্ত্তব্যঃ কথং জাতীয়কোঽপবাদঃ। সামান্যেনোৎসর্গঃ কর্ত্তব্যঃ। তদ্যথা,—"কর্ম্মণ্যণ্।" তস্য বিশেষেণাপবাদঃ। তদ্যথা,—"আতোঽনুপসর্গে কঃ।"

বঙ্গানুবাদ।

তাহা অর্থাৎ সামান্যলক্ষণ ও বিশেষলক্ষণ কি প্রকার? উৎসর্গ এবং অপবাদ। কোনটি উৎসর্গ করিতে হইবে এবং কোনটি অপবাদ করিতে হইবে? উৎসর্গ কি প্রকার করিতে হইবে এবং অপবাদই বা কি প্রকার করিতে হইবে? সামান্যপ্রকারে উৎসর্গ করিতে হইবে। যেমন, "কর্ম্মণ্যণ্।" "কর্ম্মপদ পূর্ব্বে থাকিলে ধাতুর উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়" (৩)।

---

(১) বহবো বিষয়া যস্য স সামান্যবিধির্ভবেৎ।
যে লক্ষণের বিষয় বহু, তাহাকে সামান্যলক্ষণ কহে।
(২) অতঃ স্বল্পে বিষয়ো যস্য স বিশেষবিধির্মতঃ।
যে লক্ষণের বিষয় অপেক্ষাকৃত অল্প, তাহাকে বিশেষলক্ষণ কহে।
(৩) কর্ম্মণ্যণ্। ৩। ২। ১। পাণিনিঃ।
কর্ম্মণ্যুপপদে ধাতোরণ্ প্রত্যয়ঃ স্যাৎ। কুম্ভং করোতীতি কুম্ভকারঃ। সিদ্ধান্ত-কৌমুদী

তাহার বিশেষ প্রকার উক্তি দ্বারা অপবাদ করিতে হইবে। যেমন,—আতোঽনুপসর্গে কঃ।" 'কর্ম্মপদ পূর্ব্বে থাকিলে উপসর্গবিহীন আকারান্তধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় হয়।' (১) (এইস্থলে বিশেষ প্রকারে বলাতে ক প্রত্যয়ই হইবে, অণ প্রত্যয় হইবে না।)

ভাষ্য-মূল।

কিং পুনরাকৃতিঃ পদার্থ আহোস্বিদ্ দ্রব্যম্। উভয়মিত্যাহ। কথং জ্ঞায়তে। উভয়থা হ্যাচার্য্যেণ সূত্রাণি পঠিতানি। আকৃতিং পদার্থং মত্বা "জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্ বহুবচনমন্যতরস্যাম্" ইত্যুচ্যতে। দ্রব্যং পদার্থং মত্বা "সরূপাণাম্—" ইত্যেকশেষ আরভ্যতে।

বঙ্গানুবাদ।

আকৃতিই পদার্থ? অথবা দ্রব্যই পদার্থ? উভয়কেই পদার্থ কহে। কি প্রকারে জানা যায়? উভয়প্রকারেই আচার্য্য (অর্থাৎ মহর্ষি পাণিনি) সূত্র সকল পাঠ করিয়াছেন। আকৃতিকে পদার্থ বিবেচনা করিয়া "জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্ বহুবচনমন্যতরস্যাম্।" "জাতি বুঝাইলে এক ব্যক্তিতে বিকল্পে বহুবচন হয়।" ইহা বলিয়াছেন। "দ্রব্যকে পদার্থ বিবেচনা করিয়া "সরূপাণাম্" "সমান রূপ শব্দসমূহের (২) একশেষ নির্ণয় করিয়াছেন।

(১) আতোঽনুপসর্গে কঃ। ৩।২।৩। পাণিনিঃ।

আদন্তাদ্ধাতোরনুপসর্গাৎ কর্ম্মণ্যুপপদে কঃ স্যাৎ নাণ্। গোদঃ। সিদ্ধান্ত-কৌমুদী।

(২) "সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ"। ১।২।৬৪।পাণিনিঃ।

একবিভক্তৌ যানি সরূপাণ্যেব দৃষ্টানি তেষামেকএব শিষ্যতে। (এক বিভক্তিতে যে সকল তুল্যরূপ শব্দ দেখা যায়, তাহার মধ্যে একটী মাত্র শব্দ অবশিষ্ট থাকে। যথা,—'মনুষ্য এবং মনুষ্য' এইস্থলে একটি মনুষ্যমাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া দ্বিবচনে "মনুষ্যৌ" এইরূপ প্রয়োগ হয়।) সিদ্ধান্তকৌমুদী।

[ক্রমশঃ]

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১৫ই আষাঢ়। [১২শ সংখ্যা।]

শ্রীরামানুজ চরিত।

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ লিখিত।)

১ম সংখ্যায় প্রকাশিতের পর।

দ্বিতীয় অধ্যায়।—শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরাপ্রভাব।

জ্যৈষ্ঠে স্বাতীভবং বিষ্ণুরথাংশং ধন্বিনঃ পুরে।
প্রপদ্যে শ্বশুরং বিষ্ণোঃ বিষ্ণুচিত্তং পুরঃশিখম্॥ ৯॥

যিনি জ্যৈষ্ঠমাসে স্বাতীনক্ষত্রে শ্রীবিল্লিপুত্তূর নগরে (ধন্বিনঃপুরে) বিষ্ণুর রথাংশে জন্মগ্রহণ করেন, (যাঁহার কন্যাকে স্বয়ং নারায়ণ বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া) যিনি বিষ্ণুর শ্বশুর নামে খ্যাত, যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা বিষ্ণুময় হইয়া থাকিত, আমি সেই সর্ব্বজনশিরোমণি ভক্তশ্রেষ্ঠের শরণাগত হই।

এই মহাপুরুষের কন্যার নাম অণ্ডাল। অণ্ডাল বাল্যকাল হইতে নারায়ণ-সেবানিরতা থাকিতেন, এবং বলিতেন যে, নারায়ণ ভিন্ন আর কাহাকেও তিনি বিবাহ করিবেন না। বয়স্থা হইলে পিতা তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু তিনি বিষ্ণু ভিন্ন অন্য কোন বরকে বিবাহ করিবেন না বলিয়া

ক অপকন্যা হওয়ায়, পিতা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নারায়ণের ধ্যান করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, সেই রজনীতে স্বয়ং বিষ্ণু স্বপ্নে তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন যে "আমায় তোমার কন্যারত্ন দিতে কুণ্ঠিত হইও না। উনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।" সেই রজনীতে শ্রীবিষ্ণুমন্দিরের অর্চ্চকও স্বপ্নে এইরূপ প্রত্যাদিষ্ট হন যে, "কল্য প্রাতঃকালে তুমি যাবতীয় বিবাহোপযোগী দ্রব্য অণ্ডালের পিতার আলয়ে লইয়া যাইও এবং অণ্ডালকে সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া শিবিকা দ্বারা আমার মন্দিরে লইয়া আসিও।" অর্চ্চক তাহাই করিলেন। যখন অণ্ডালের পিতা এই শুভসম্বাদ শুনিলেন, তখন তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। অণ্ডাল শিবিকারোহণে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমকে বিবাহ করিতে চলিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অসংখ্য লোক চলিল। যখন তিনি মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, নারায়ণ তাঁহাকে কর প্রসারিত করিয়া গ্রহণ ও আলিঙ্গন করিলেন। সেই আলিঙ্গনে অণ্ডাল দ্রবীভূতা ও শ্রীবিগ্রহে একীভূতা হইয়া গেলেন। তাঁহাকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। তাঁহার পিতাকে চিন্তিত দেখিয়া শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, অদ্য হইতে আপনি আমার শ্বশুর হইলেন। আপনি গৃহে প্রত্যাগমন করুন। আপনার কন্যা সর্ব্বদা আমাতেই থাকিবেন।" অণ্ডাল-পিতা হর্ষোৎফুল্ল চক্ষে, রোমাঞ্চিতকলেবরে বার বার সর্ব্বজীবের পালনকর্ত্তা পরমপুরুষ বিষ্ণুকে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার নাম "পেরিয়া আলোয়ার্" অর্থাৎ "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত" বলিয়া বিখ্যাত হইল। ৩০৫৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইঁহার জন্ম।

আষাঢ়ে পূর্ব্বফল্গুন্যাং তুলসীকাননোদ্ভবাম্ ।
পাণ্ড্যে বিশ্বম্ভরাং গোদাং বন্দে শ্রীরঙ্গনায়িকাম্ ॥ ১০ ॥

আষাঢ়মাসে পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রে পাণ্ড্যদেশস্থ তুলসীকাননে যাহার জন্ম হয়, যিনি বিশ্বজননী লক্ষ্মীর মূর্ত্তিবিশেষ, যিনি সাক্ষাৎ বাগ্দেবী সুতরাং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাগ্বিন্যাসনিপুণা আমি সেই শ্রীরঙ্গনাথমহিষী * অণ্ডালের বন্দনা করি।

* শ্রীরঙ্গনাথ। শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্রে সপ্তপ্রাকারবিশিষ্ট সর্ব্বোৎকৃষ্ট মন্দিরাভ্যন্তরে যে অনন্তশায়ী নারায়ণ আছেন, তাঁহারই নাম শ্রীরঙ্গনাথ। ইঁনিই অণ্ডালকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী তিন মূর্ত্তিতে আপনাকে বিভাগ করিয়াছেন। শ্রীদেবী ইঁহার প্রথম রূপ। ইনি শ্রীবিষ্ণুর বক্ষঃস্থলবিলাসিনী। ভূদেবী ইঁহার দ্বিতীয় রূপ। ইনি শ্রীমন্নারায়ণের সৃষ্টিরূপ বিলাসক্ষেত্র। নীলাদেবী ইঁহার তৃতীয় রূপ। এইরূপে তিনি নারায়ণের মাধুর্য্য ও মহিমাদি কীর্ত্তন করিয়া ও হরিপ্রেমমদিরাপানে নিরন্তর বিহ্বলা ও উন্মত্তা হইয়া আপনাকে চরিতার্থা জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই নীলাদেবীই অণ্ডালরূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন।

কথিত আছে যে, পেরিয়া আলোয়ার্ একদা শ্রীশ্রীবিষ্ণুসেবার্থ স্বীয় তুলসীকাননে তুলসীচয়নার্থ গমন করেন। চয়ন করিতে করিতে হঠাৎ একটী পরমাসুন্দরী, স্মিতবিকসিতাননা, চঞ্চলকরচরণা, ভূমিশায়িনী ক্ষুদ্র স্তনন্ধয়ীকে দেখিয়া তাঁহার যুগপৎ বিস্ময় ও হৃদয়ে প্রগাঢ় স্নেহের সঞ্চার হইল। তিনি অপুত্রক ছিলেন। কন্যারত্ন লাভ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ মনে করিলেন। শৈশব হইতেই কন্যাটির নারায়ণে স্বাভাবিকী প্রীতি পরিলক্ষিত হইত। তিনি অন্যান্য বালক বালিকাগণের সহিত ক্রীড়া করিতে ভাল বাসিতেন না। দেব মন্দিরের সম্মুখে বসিয়া আপনা আপনি কত কি বলিতেন, কখন হাসিতেন, কখন শ্রীবিগ্রহের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমানভরে কাঁদিয়া আকুল হইতেন, আবার সান্ত্বনা লাভ করিয়া পরম আনন্দে করতালি দিয়া নৃত্য করিতেন। কখন, কেহ না থাকিলে, তিনি দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া নারায়ণের জন্য স্থাপিত মালা স্বয়ং গলদেশে ধারণ করিতেন, আবার রাখিয়া দিতেন। ইহাই তাঁহার খেলা ছিল। একদা তাঁহার পিতা দেখিলেন যে, অণ্ডাল বিষ্ণুর জন্য রচিত তুলসীমালাটী স্বীয় গলদেশে ধারণ করিয়াছেন। দেখিয়া তিনি বালিকাকে তিরস্কার করিলেন। সে দিন আর বিষ্ণুকে মালা দেওয়া হইল না। রজনীতে বিষ্ণু তাঁহার স্বপ্নে উপনীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "আজ আমায় তুলসীমালা দাওনি কেন? আমি ভক্তের অঙ্গসংলগ্ন দ্রব্যে সমধিক প্রীতি পাই। অণ্ডালকে মানুষী জ্ঞান করিও না।" পরদিন পেরিয়া আলোয়ার্ দেখিলেন যে, পূর্ব্বদিনের অণ্ডালপরিহৃত তুলসীমালাটী শুষ্ক না হইয়া গিয়া সদ্যোরচিত নূতন মালাপেক্ষা অধিকতর সমুজ্জ্বল, ও গন্ধবিশিষ্ট হইয়া [illegible]। তিনি আর কি

বৈধ না করিয়া তৎক্ষণাৎ মালাটি গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহে লম্বিত করিয়া দিলেন, এবং সেই দিবস স্বীয় ইষ্টদেবের অসাধারণ সৌন্দর্য্যবিকাশ অবলোকন করিয়া রোমাঞ্চিতকলেবরে, হর্ষোৎফুল্লবদনে নেত্র দিয়া প্রেমবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে পরম নির্বৃত্তি লাভ করিতে লাগিলেন।

অণ্ডাল বয়স্থা হইয়াও বালিকার ন্যায় সরলা, ও কৃষ্ণগতপ্রাণা ছিলেন। বিষ্ণুভক্তি বিগ্রহবতী হইয়া যেন অণ্ডালরূপে প্রকাশ পাইতেছিলেন। তিনি মধুর বাক্‌বিন্যাসসহকারে, প্রেমরূপ অমৃতসরোবরে নিমজ্জিত করিয়া, তামিল ভাষায় যে ত্রিংশৎসংখ্যক অতুলনীয় স্তোত্ররত্নাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহা চিরকালই ভাগবতভক্তগণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পৎ বলিয়া পরিগণিত হইবে। তাঁহার প্রেমঘন হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যেন উক্ত স্তোত্রাকারে পরিণতি লাভ করিয়াছে। পাঠকবর্গের সন্তোষ সম্পাদনের জন্য আমরা উহা সময়ান্তরে বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

তিনি সর্ব্বদাই মধুর বাক্য প্রয়োগ করিতেন বলিয়া তাঁহার আর একটী নাম গোদা। গাং (মনোহরাং) বাচং দদাতি (সর্ব্বস্মৈ) প্রযচ্ছতি ইতি গোদা। (সেই মধুরভাষিণী শ্রীশ্রীরঙ্গনাথ বিভুর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আর একটী নাম রঙ্গনায়িকা। তিনি ৩০০৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ধরণীতলে অবতীর্ণা হয়েন।

কোদণ্ডে জ্যেষ্ঠনক্ষত্রে মাণ্ডূরিপুরোদ্ভবম্।
চোলোর্ব্ব্যাং বনমালাংশং ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুমাশ্রয়ে ॥ ১১ ॥

যিনি পৌষমাসে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে চোলরাজ্যস্থ মাণ্ডূড়িপুরে (ত্রিচিনপল্লির নিকট) জন্মগ্রহণ করেন, আমি সেই "ভক্তপদরেণু" নামক শ্রীবিষ্ণুর বনমালাংশে অবতীর্ণ ভক্তশ্রেষ্ঠের শরণাগত হই। তামিল ভাষায় ইঁহার নাম তোণ্ডারডিপ্পোড়ি আলোয়ার (ভক্তপদরেণু)। ইনি শ্রীবিষ্ণুকে মালা গাঁথিয়া দিতে ভাল বাসিতেন বলিয়া ভক্তেরা ইঁহায় শ্রীশ্রীবনমালার অংশে জন্ম এরূপ স্থির করিয়াছেন। নারায়ণের সেবা ভিন্ন আর তাঁহার কোন কার্য্য ছিল না। ভগবান্ তাঁহার সেবায় সমধিক পরিতুষ্ট হইতেন। তিনি ২৮১৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ।)

ঝালোয়ার দুহিতা।

(কবিবর গিরীশচন্দ্র ঘোষ লিখিত।)

৮ম সংখ্যায় প্রকাশিতের পর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পিঙ্গলা আবার বেশ্যা, বনমধ্যে আসিয়াছে। পিঙ্গলা অতি সুন্দরী, গৌরবর্ণা, দীর্ঘাক্ষি, গুরুনিতম্বী, পীনপয়োধরা, যামিনীজাগরণে বিলাসচিহ্ন চক্ষের কোণে দেখা যায়। গণ্ডস্থলে গোলাপী আভা কিঞ্চিৎ মলিন, স্বচ্ছ সুনির্ম্মিত ললাটে কিঞ্চিৎ কালিমা আভা, অধররাগ তাম্বুল সাহায্যে রহিয়াছে। পিঙ্গলা অনেক যুবার প্রাণ হরণ করিয়াছিল, তাহার কুহকে অনেকে সর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন, আপাততঃ একটী ধনাঢ্য যুবক তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী। যুবা অতি সুন্দর পুরুষ, পিঙ্গলা যখন যাহা চায়, তখন তাহা দেয়। পিঙ্গলার শত অপরাধ মার্জ্জনা করে। পিঙ্গলা দুর্ব্বাক্য বলে, দূর করিয়া দেয়,—অদের আভরণের ন্যায় এ সকল অপমান ধারণ করে। পরপুরুষের সহিত আলাপ করিলে সহ করে, পায়ে ধরিয়া কাঁদে, পিঙ্গলার নিমিত্ত যুবা উন্মত্ত; যুবার নাম মদনলাল।

মদনের আশ্চর্য্য কৌশল, পিঙ্গলা মদের নিমিত্ত উন্মত্ত, মদের নিমিত্ত যাহা অর্জ্জন করিয়াছিল, প্রায়ই নষ্ট করিয়াছে। ভাঁড়িখানায় মদকে ডাকিতে যায়, মার খায়, নিত্য কলহ কচ্‌কচি,—মদ নইলে বাঁচে না।

কয়দিন আর মদ আইসে না। ভাঁড়িখানায় দেখিতে পায় না; কোথা গিয়াছে, সন্ধান পায় না। দুই তিন দিন পোষা পাখী পড়াইয়া, রাত্রি যাপন করিল। মদনলাল আসিলে দূর করিয়া দেয়, দোর দিয়া একাকী বসিয়া থাকে, দাসদাসী আহার আনিয়া দেয়, কখনও স্পর্শ করে, কখনও না। তৃতীয় দিনে বুড়ি কসবী মাসী আসিল। মাসী বলিল, "আমর্! একটা গুণগান কর্। উপত্যকায় মাণিকযোড় গাছ আছে। দুটী গাছ, পাতায় পাতায়, ডালায়

ডাঁটায়, মেশামিশি করিয়া জন্মিয়াছে। কাল শনিবার, অমাবস্যা, রাত্রি দুই প্রহরে যদি স্নান করিয়া, সোঁৎ চুলে সোঁৎ কাপড়ে, দুটি গোড়া শুদ্ধ তুলিয়া আনিতে পারিস্,—জোড়া বাঁশের ছাল,—নিশিন্দের আগডালের পাতা, কাল গরুর ধেড়ালে গোবরে যদি একটি পুতুল আঁকিয়া, টিপ্ দিতে পারিস্, বেটা কোথায় থাকিবে? যেখানে থাকুক; প্রাণের জ্বালায় ছুটিয়া আসিবে।"

শুভ্রকেশা করবী মাসী, দুটো কথা বলিতে হয়, দুটো প্রবোধ দিতে হয়, একটু চক্ষের জল ফেলিতে হয়, যাহা যাহা করিতে হয়, করিয়া চলিয়া গেল। কেবল বলিল, "যদি বলিস্, আমার হাতে মানুষ আছে। এখন নয়, একটু স্থির হ, একথা আর একদিন আসিয়া কহিব।

অমাবস্যা গভীরা যামিনী। পিঙ্গলা স্নান করিল। আকুল কেশরাশি নিতম্ব ছাইল। আর্দ্রবসনে বনে প্রবেশ করিল। তথায় দেখে, শত শত লক্ষণা বৃক্ষ, পাতা জ্বলিতেছে। বিশল্যকরণীর পত্রে আভা নির্গত হইতেছে, শালকাঁটা, বড়বিছুটিগাছে ঝোপ করিয়া রাখিয়াছে। কোনও পাতা হইতে সুগন্ধ আসিতেছে, কোনও পাতার তীব্র ঘ্রাণ, অনেক পত্রেই অন্ধকারে জ্যোতি দেখা যাইতেছে। ঔষধের বন! কিন্তু মাণিকযোড় গাছত দেখিতে পায় না। আলো জ্বালিয়া অন্বেষণ করিতেছে। লতায় লতায়, পাতায় পাতায়, ডাঁটায় ডাঁটায় মিলিত, কই ও দুটী গাছ নাই। দূরে শ্বাপদের সিংহনাদ, পিঙ্গলা ভয় পাইল না। দেউটী হস্তে অন্বেষণ করিতেছে। পায়ে কাঁটা ফুটিতেছে; গায়ে কাঁটা ফুটিতেছে, বিছুটি পাতায় আর্দ্র অঙ্গ ফুলিতেছে, ভ্রূক্ষেপ নাই। হঠাৎ দেখিতে পাইল, তিলকধারী কণ্ঠিধারী, পরমসুন্দর এক যুবা শায়িত। বারবিলাসিনী দেখিতে লাগিল, সতৃষ্ণনয়নে দেখিতে লাগিল, বার বার দেখিতে লাগিল, মাণিকযোড় ভুলিয়া গেল, ব্যথা ভুলিয়া গেল, যুবার রূপ-কুহকে মগ্ন হইল। এখানে পড়িয়া কে? শ্বাস বহিতেছে! গৃহে লইয়া যাইব। যে উপায়ে বাঁচে, তাহা করিব। যুবা পীনবাহু, বিশালবক্ষ, বরদেহ, ভারবিশিষ্ট। পিঙ্গলা কোমলাঙ্গি, তথাপি বাহুদ্বয় বেষ্টন করিয়া, অলৌকিক বলে, যুবাকে বক্ষে তুলিল; গৃহাভিমুখে চলিল।

মাঝে মাঝে আর্দ্রবসনের জল, যুবার মুখে দিতে লাগিল। সংজ্ঞাহীন যুবার মস্তক স্কন্ধে রাখিয়া, যেন হৃদকমলে চুমিতে লাগিল। বক্ষে বক্ষঃস্থল অনুভব করিয়া দেখিতেছে। এখনও ধক্ ধক্ করিতেছে, পৃষ্ঠে শ্বাস পড়িতেছে। গুরুভার বহন করিয়া পিঙ্গলা চলিল, দৃঢ়সঙ্কল্প, যুবাকে বাঁচাইবে। গৃহে পৌঁছিল। উত্তম শয্যায় শোয়াইল। রঘুদাসকে ডাকিল, অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল, "আমি তোমার। এ যুবার প্রাণ বাঁচাও। অনেক মিথ্যা অনেক চাতুরী করিয়াছি, আমার চাতুরীর শেষ হইয়াছে, এ যুবার প্রাণ বাঁচাও, আমার প্রাণ বাঁচাও দাসী করিয়া পায়ে পায়ে ঘোরাও, আমি তোমার, এ যুবার প্রাণদান দাও, ভাবিও না, আমি এ যুবার সহিত সাক্ষাৎ করিব না, তোমারই থাকিব। যুবা প্রাণ পাইয়াছে, ইহা জানিতে পারিলেই আমার স্বর্গ!" বলিতে বলিতে পিঙ্গলার কণ্ঠরোধ হইল। আবার বলিতে লাগিল, তুমি প্রেমিক, চাতুরী করিতেছি কি সত্য বলিতেছি, অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। আমি যুবার প্রেমে, আবদ্ধ হইয়াছি। জীবনে মরণে যুবার সহিত আমার প্রাণ মিলিবে [illegible] আমি অঙ্গীকার করিতেছি, দেহ তোমার! একবার সুস্থ শরীরে যুবাকে দেখিব, তাহার পর, জন্মের মতন বিদায় দিব, আর দেখিব না। সর্বাঙ্গে সুবেশ করিয়া তোমার কাছে দিবারাত্র থাকিব, মদনোদ্দীপক হাব ভাব, বিলাস বাক্যালাপে তোমায় পরিতৃপ্ত করিব, তুমি যুবকের প্রাণদাতা, তোমায় ভালবাসিব।"

[illegible]চিকিৎসক যেন দেশান্তর হইতে আসিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিল। ধনবলে, জনবলে, উৎসাহবলে, যাহা হইবার হইতে লাগিল। যুবা সংজ্ঞাহীন। পিঙ্গলা শিয়রে বসিয়া কাঁদে।

দিন বহিতে লাগিল, একদিন পিঙ্গলা দেখিল, যুবা নেত্র মেলিয়াছে। স্থির নেত্রে, [illegible] নেত্রে, দেখিতে লাগিল। যেন কিছু খুঁজিতেছে, নেত্রের ভাবে অনুভব হইল, যেন কি খুঁজিতেছে, যেন কি সম্মুখে ছিল, সরিয়া গিয়াছে। বিভোরনেত্রে চাহিয়া রহিল।

—:—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এখনও জেকধারী আরোগ্যলাভ করে নাই। দিন দিন বৈদ্যেরা ভরসা দিতেছে, কিন্তু সেই দৃষ্টি, যেন কি খুঁজিতেছে। চক্ষের ভাবে,উন্মত্ততার আশঙ্কা। পিঙ্গলা আর স্বয়ং সেবা করে না, চারিজন সুদক্ষ দাসী সেবায় নিযুক্তা। পরস্পর ঈর্ষা করিয়া সেবা করে,—কে অধিক পিঙ্গলার প্রিয়পাত্রী হইবে। পিঙ্গলা প্রায়ই কক্ষগৃহে যায় না;—কখনও কখনও দ্বারের আড়াল হইতে দেখে। চাহিলেই সেই দৃষ্টি! দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যায়।

সুরদাসের যথেষ্ট আদর। সুবেশা হইয়া, নিত্য তাহার নিকট যায়, আমোদ, পরিহাস, নৃত্য, গীত. যাহাতে সুরদাসের তৃপ্তি হয়, বহুপ্রকারে চেষ্টা করে। যদি পরিহাসছলে সুরদাস কখনও বন্ধার নাম উল্লেখ করে, বলিবামাত্র বুঝিতে পারে, বন্ধার প্রতি আর অনুরাগ নাই। কিন্তু সুরদাস অসুখী! বন্ধার ঈর্ষায়, তাহার যে জ্বালা ছিল, সে জ্বালা সহস্রগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। মানব চিত্ত, বিধাতার আশ্চর্য্যকৌশলে গঠিত। সুরদাস এখন বন্ধার অন্বেষণ করে। বন্ধা যাহাতে পিঙ্গলার নিকট আসে, ইহা তাহার চেষ্টা। হাস্য, পরিহাস, প্রেমবিলাস তাহার দিন দিন তিক্ত হইতে লাগিল। মনে মনে ধারণা জন্মিল, এ একটা সুসজ্জিত শবদেহধার আমার নিকট আসে, অন্তর কদর্য্যতায় পচিয়া আছে। যদি পূর্ব্বকার বন্ধার অনুরাগিণী হয়, একদিন বিচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা। প্রত্যক্ষ বিচ্ছেদ হইয়াছে। কিন্তু এ অন্তরের গাঢ় প্রবাহ, পর্ব্বতাবরোধেও বহিবে। সুরদাস দিন দিন মলিন। অর্থ, মান,সম্ভ্রম, প্রাণ বিসর্জ্জনেও পিঙ্গলা তাহার হইবার নয়। কখনও কখনও জিজ্ঞাসা করে, "তোমার রুগী কেমন আছে?"

[ক্রমশঃ]

কারিষ্ট।*

(বাবু কিরণচন্দ্র দত্ত লিখিত।)

মথিলীন পঞ্চদশবর্ষীয়া একটী সুন্দরী বালিকা, চঞ্চলস্বভাবা ও অসহনশীলা। তাহার প্রকৃতি কেমন এক রকমের। সর্ব্বদাই ব্যস্ত,সর্ব্বদাই চঞ্চল। মতির স্থিরতা নাই, কোন না কোন একটী কার্য্যে ব্যস্ত। কিন্তু তাহার স্বভাব অতীব সরল। চঞ্চল অথচ সরল, তাই বলিতেছি, কেমন এক রকমের। তাহার এই বিচিত্রতাময়ী প্রকৃতিকে সকলেই ভাল বাসিত। মথিলীনকে সকলে 'পাগলী সখি' বলিয়া ডাকিত।

মথিলীন বেশ বড় ঘরের মেয়ে। তাহার কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু সে পরদুঃখে,কাতরা। একদা গ্রীষ্মকালে সহরে গ্রীষ্মাতিশয্যবশতঃ তাহার পিতা মাতা মথিলীনকে পল্লীগ্রামে পাঠাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মথিলীনের বড় সুবিধা বোধ হইল। সে তাহার ধাত্রীমাতার সঙ্গে এক বৃদ্ধা খুল্ল-তাত-পত্নীর আবাসবাটীতে গমন করিল। তাহার খুল্লতাতপত্নী পিরটনামক গ্রামের পার্শ্বস্থ এক বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিকারিণী। ফ্রান্সের দক্ষিণ পশ্চিমে ল্যাণ্ডেস্ প্রদেশে এই পিরট গ্রাম অবস্থিত। গ্রামখানি ক্ষুদ্র, মাত্র চারিশত লোকের বাস। তাহার মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্রশ্রেণীর। গ্রামের চারিদিক জলাশয়ে পরিপূর্ণ। এই সকল জলাশয়ে অধিকপরিমাণে জলৌকা জন্মায়। এদেশের অধিকাংশ লোকেরই ছোট ছোট পুকুরে জোঁক ছাড়িয়া রাখা ও উহাই ধরিয়া কেনা বেচা করাই একমাত্র উপজীবিকা। পিরট আসিয়া অবধি মথিলীন একদণ্ডও সুস্থির নয়। পথ, হাট, ঘাট, মাঠ, বন ও উপবন কিছুরই আটক নাই; মথিলীন সমস্ত দিনই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। তাহাকে বাধিবার লোক এখানে কেহই নাই।

* একটি ফরাসী গল্পের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে লিখিত।

মথিলীনের বৃদ্ধা খুল্ল-তাত-পত্নী তাহার অদ্ভুত প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া বিস্মিতা হইলেন। মধ্যে মধ্যে তাহার চঞ্চলস্বভাবের জন্য তাহাকে প্রার্থনা-মন্দিরে পাঠাইতেন। সেই সময়ে একটু নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন। মথিলীনের আসা অবধি পিরটি গ্রামে যেন একটা সাড়া পড়িয়াছে। তাহার অদ্ভুত পুরুষোচিত সাহস, সদা প্রফুল্ল আনন, আর তাহার এলো মেলো অথচ মধুর বাক্যাবলী সকল গ্রামবাসীকেই মুগ্ধ করিয়াছে।

একদিন প্রাতঃকালে মথিলীন তাহার ধাত্রী-মাতার সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণ উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া হঠাৎ এক মাঠের মাঝখানে ধাত্রী-মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া এক দৌড়ে এক ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিল। ধাত্রী-মাতা মথিলীনের স্বভাব বিশেষরূপে জানিতেন। তিনি খানিক এদিক খানিক ওদিক দেখিয়া একাকিনী গৃহে ফিরিয়া গেলেন। মথিলীন ঝোপের ভিতর কিয়দ্দূর যাইয়া এক পচা পুকুরের ধারে পঁহুছিল। পুকুরের ধারে এক বৃদ্ধ কৃষক জলে পা ঝোলাইয়া বসিয়াছিল। নীরব কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ কৃষকের ক্ষীণদেহ দেখিয়া মথিলীনের কেমন সন্দেহ হইল। কিন্তু সাহসে ভর করিয়া বৃদ্ধের নিকটে যাইয়া বলিল, "নমস্কার কর্ত্তা, তুমি ওখানে কি করিতেছ?" বৃদ্ধ কৃষক মস্তক ফিরাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "নমস্কার মা ঠাকুরাণী, আমি জোঁক ধরিবার জন্য বসিয়া আছি।"

"জোঁক ধরিয়া কি করিবে?"

"আজ্ঞে, বিক্রয় করিব।"

দুই তিনবার বৃদ্ধ বালিকার দিকে চাওয়ায় বালিকা দেখিল, তাহার চক্ষু দুইটা কেমন ঘোলাপড়া। "কেমন করিয়া জোঁক ধরে" এই প্রশ্ন করিল।

"পিরটির যে কোন পুকুরের ধারে পা ঝোলাইয়া বসিয়া থাকিলে এই সকল শোণিতপিপাসু জোঁক পা দংশন করে। ঐ সময়ে সাবধানে উহাদিগকে ধরিতে হয়।" বৃদ্ধের নিকট আসিবার কিছু পূর্ব্বেই মথিলীন ঝোপের ভিতর হইতে একটী কাঁটাগাছের ক্ষুদ্র শাখা ভাঙ্গিয়া লইয়া আসিয়াছিল। ধীরে ধীরে বৃদ্ধের পাশে বসিয়া বঞ্চনার উদ্দেশ্যে সেই কাঁটাগাছের ডালটী জলের মধ্যে ডুবাইয়া বৃদ্ধের পায়ে ফুটাইতে লাগিল।

কৃষক মনে করিল, এত ঘন ঘন জোঁক আসিতেছে কেন। ধরিতে চেষ্টা করে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য জোঁক পলাইয়া যায়। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ বালিকার বৃক্ষশাখা ধরিয়া ফেলিল। মথিলীন বড়ই অপ্রস্তুত, মনে করিল, পলায়ন করি। তাহার মনে বড়ই কষ্ট হইল, পলাইতে পারিল না। পকেট হইতে একটী মুদ্রা বাহির করিয়া বলিল, "এই লও, তোমাকে একটী পাঁচ ফ্রাঙ্ক দিতেছি, সমস্ত দিনে যত জোঁক ধরিতে পারিতে, তাহার মূল্য পাইলে; এই কথা শুনিয়া দরিদ্র কৃষক উত্তেজিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। ক্রোধে তাহার পা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মাথার টুপি খুলিয়া বলিল, "মা ঠাকুরাণী! আমার নাম কারিষ্টু। আমি এই গ্রামে স্বায়ত্ত-শাসন-সভার সদস্য, ২৫ বৎসর বৎসর যাবৎ উক্ত পদে অধিষ্ঠিত। আমি দরিদ্র বটে, কিন্তু কদাপি ভিক্ষা গ্রহণ করি না।" রাগে সেই পাঁচ ফ্রাঙ্কটী বালিকার দিকে নিক্ষেপ করিল। ধীরে ধীরে পুনরায় জোঁকের জন্য স্বাধীন কৃষক পা ঝোলাইয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

মথিলীন কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল। সেইদিন দিবারাত্র ভাল করিয়া সে আহার করিতে পারিল না। রাত্রে ভালরূপ নিদ্রা হইল না। পর দিন প্রত্যুষে খুল্ল-তাত-পত্নীর আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়াই প্রার্থনা-মন্দিরে চলিয়া গেল। বেলা দুইটা অবধি সরল মনে ভগবানের নিকট আপনার পূর্ব্ব দিবসের অপরাধের নিমিত্ত প্রার্থনা করিল। মথিলীন আপনাকে মহা অপরাধে অপরাধিনী বিবেচনা করিয়াছিল।

অপরাহ্ণে সেই পুকুরের ধারে যাইয়া দেখিল, পূর্ব্বদিনের মত বৃদ্ধ কৃষক বসিয়া আছে। ধীরে ধীরে তাহার নিকট যাইয়া বাষ্পাকুললোচনে গদগদ-কণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। বৃদ্ধ প্রথমে অনভিমত প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু সেই অদ্ভুত বালিকার স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া হৃষ্টমনে তাহাকে ক্ষমা করিল। মথিলীন কৃষকের সরল হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিল। বৃদ্ধের নিকটে বসিয়া বলিল, "কারিষ্টু! আজ হইতে তুমি আমার বন্ধু। তোমার বয়স কত এবং কিরূপেই বা তুমি স্বায়ত্ত-শাসন-সভার সদস্য হইলে, সমস্ত কথা আমায়

ঋণ। বৃদ্ধ মথিলীনের বাক্যলহরীতে মোহিত হইয়া আপনার জীবনের যথাবৎ ইতিহাস বর্ণন করিল। বৃদ্ধ অশীতিপর, তাহার সদস্য হইবার কারণ—সে কিছু লেখাপড়া জানিত। গ্রামের অনেকেই মূর্খ, সেইজন্য তাহার প্রাধান্য। সে সংবাদ-পত্র পাঠ করিতে পারিত, এমন কি তদানীন্তন সমর-সচিবের নাম অবধি বিনা পরিশ্রমে বলিতে পারিত। তাহার পর কারিষ্ট্ আপনার দুরবস্থার বিষয় বলিতে লাগিল। সে বলিল, তাহার খাজানা বাকী পড়িয়াছে, উপস্থিত সত্তর ফ্রাঙ্ক তাহার ঋণ। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে উহা নিশ্চয়ই পরিশোধ করিতে হইবে। না পারিলে পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে তাহার সদস্য পদ অনিশ্চিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সেই নিমিত্ত, দৃষ্টিহীনতাবশতঃ কৃষিকর্ম্মে অপারগ হইয়াও, সারাদিন জোঁক ধরিয়া থাকে। যদিও তাহার দুই চারিটী এমন বন্ধু আছেন, যাহারা তাহাকে সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু সে এমনই স্বাধীনচেতা,যে না খাইয়া মরিবে সেও ভাল, তথাপি কাহারও নিকট অর্থসাহায্য গ্রহণ করিবে না। আরও বলিল, পিয়টির অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার ধর্ম্ম-পিতা।

এই সকল কথা শুনিয়া মথিলীনের কোমল হৃদয় দয়ায় গলিয়া গেল, সে ভাবিল, কল্য এই স্বাধীন কৃষকের যে ক্ষতি করিয়াছি, তাহার প্রতিকার বিশেষ আবশ্যক। তাহাকে যদি সে সত্তর ফ্রাঙ্ক দান করে, সে কখনই লইবে না। বার বার তিনবার মথিলীন করযোড়ে আকাশের দিকে চাহিয়া প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "কতগুলি জোঁক পাইলে তোমার ঋণ পরিশোধ হইবে?

প্রায় তিনশত আবশ্যক। যদি আমার পা যুবার ন্যায় সরস থাকিত, তাহা হইলে প্রতিদিন আমি পঞ্চাশটা জোঁক ধরিতে পারিতাম।

বালিকা বুঝিল, তিনশত সে তিনমাসেও ধরিতে পারিবে না। কোন না কোন উপায়ে কারিষ্ট্‌কে উক্ত কার্য্যে সাহায্য করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে উপায় স্থির হইল। পরদুঃখকাতরা মথিলীন আনন্দে উৎফুল্ল হইল, তাহার আঁখিদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কম্পিতহস্তে ধীরে ধীরে জুতা খুলিয়া ফেলিল।

একবার এদিক একবার ওদিক চাহিয়া মোজা জোড়াটী খুলিয়া রাখিল। সে ভাবিল, "অন্ধ কারিষ্ট্ ব্যতীত এখানে আর কেহ নাই।" মথিলীন জানিত না যে, সেই অখিলসংসারপরিব্যাপ্ত পরমপিতা পরমেশ্বরের চিরমুক্ত চক্ষু তাহার অলৌকিক কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছে। চিরদিন সুখের ক্রোড়ে পালিতা, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী মথিলীন—সেই অপূর্ব্বচরিত্রা মথিলীন আপনার সুকোমল পদযুগল নিঃশব্দে জলের মধ্যে জোঁক ধরিবার জন্য ডুবাইয়া দিল। অতি সাবধানে কারিষ্ট্‌র সাহায্যের জন্য বরফের ন্যায় শীতল জলে পা ডুবাইয়া বসিল। কিছুতেই বৃদ্ধকে জানিতে দিল না। এইভাবে অল্পক্ষণ থাকিবামাত্র সত্য সত্যই শোণিতলোলুপ জোঁকসকল বালিকার সুকোমল পদে দংশন আরম্ভ করিতে লাগিল। প্রথমে মথিলীনের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সে তাহাতে বিচলিত হইল না। পরোপকাররূপমহাব্রত যাহার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, সে কি আপনার কষ্টে বিচলিত হয়। স্বার্থত্যাগই তাহার প্রধান অবলম্বন। দেখ জগৎবাসী! তোমাদের সেই চঞ্চলা অসহনশীলা 'পাগলী মথি' আজ কি করিতেছে! আজ সে কত ধীরা! আজ সে কত সহনশীলা! একবার দেখ! চক্ষু সার্থক হইবে। এ দৃশ্য দেখিবার, এ দৃশ্য দেখাইবার। কাল কারিষ্ট্‌র সহিত বিদ্রূপ করিয়া তাহার যে অনিষ্ট করিয়াছিল; আজ তাহার দ্বিগুণ প্রতিকার করিতে বসিয়াছে। প্রতিকারের জন্য আজ মথিলীন যে মহাব্রত ধারণ করিয়াছে, কয়জন এজগতে তাহা পারেন; যাঁহারা মথিলীনের ন্যায় অল্পবয়স্কা হইয়া আপনার শরীরের শোণিত দিয়া স্বকৃত সামান্য অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেন, তাঁহারাই এজগতে মান্যার্হা—সাধারণের অনুকরণীয় আদর্শ। ধন্য মথিলীন! তুমিই ধন্য! আর স্যুতঃ বন্দুল্যে! তুমিও ধন্য! যখন মথিলীনের ন্যায় দেবীচরিত্রা মানবকন্যা হৃদয়ে ধারণ করিয়াছ।

এই ভাবে বসিয়া থাকিয়া মথিলীন একে একে দুতিন ঘণ্টার মধ্যে ৩০।৩৫টী জোঁক ধরিয়া দিল। কিন্তু প্রত্যেকবারেই কারিষ্ট্‌কে ছলনা করিল। কোন বার বলিল, "জোঁক জলের উপরে ভাসিতেছিল, ধরিলাম," কোন বারে বা "তোমার বৃদ্ধাবস্থাপ্রযুক্ত পা এরূপ অসাড় হইয়াছে যে, জোঁক দংশন করিয়া

পলাইতেছে, তুমি জানিতে পারিতেছ না, এই দেখ ধরিলাম", ইত্যাদি বলিয়া জোঁক ধরিয়া দিল। বৃদ্ধ কারিষ্টু অতগুলিন জোঁক একদিনে পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল। কিন্তু 'পাগলী মথির' আনন্দের সীমা নাই। পৃথিবীতে আসিয়া অবধি এমন বিমল আনন্দ সে কখনও উপভোগ করে নাই।

কারিষ্টু বলিল, "এইরূপে ৫।৬ দিন জোঁক সংগ্রহ করিতে পারিলে আমার সব ঋণ পরিশোধ হইবে। তখন আর আমায় পায় কে।

মথিলীন বলিল, "তাহাই হইবে, তজ্জন্য চিন্তা করিও না।"

এক সপ্তাহ ধরিয়া এই ভাবে জোঁক সংগ্রহ হইতে লাগিল। কারিষ্টু কিছুতেই জানিতে পারে নাই, কি উপায়ে এ কয় দিন এত জোঁক পাইতেছে। তাহার বিশ্বাস ছিল, যে পিরটি গ্রামের কোন স্ত্রীলোকই আপনার পায়ের ক্ষতি করিয়া আপন শরীরের শোণিত দিয়া এরূপ কার্য্যে ব্রতী হইবে না। তায় আবার মথিলীন পারিসনিবাসিনী জমিদারকন্যা। "এই জোঁক জলের উপরে ভাসিতেছে" ইত্যাদি শুনিয়া কোনরূপ সন্দেহ করিতে পারে নাই।

এই ভাবে জোঁক সংগ্রহ হইতেছিল। একদিন অকস্মাৎ "হায় ভগবান্! আমার পরিবারস্থ কন্যা কিনা জোঁকপুকুরে পা ঝোলাইয়া বসিয়া থাকে!" এই বিস্ময়সূচক শব্দ এক বৃদ্ধার মুখ হইতে ধ্বনিত হইল। মথিলীন পশ্চাতে চাহিয়া দেখে, তাহার খুল্ল-তাত-পত্নী কথা কয়টী বলিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মানা। এদিকে বৃদ্ধ কারিষ্টুও অজ্ঞান হইয়া পুকুরধারে পড়িয়া গেল। সে এতক্ষণে বুঝিতে পারিল, কি উপায়ে জোঁক সংগ্রহ হইয়াছে।

মথিলীন তাহার দরিদ্র বৃদ্ধ কৃষকবন্ধু কারিষ্টুর এই অবস্থা দেখিয়া শোকে অধীরা হইল। খুল্ল-তাত-পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "হায় খুড়ি মা! তুমি আজ যে কি অনিষ্ট করিলে, তাহা জানিতে পারিতেছ না। আমি অন্যায় করিলে তুমি আমায় প্রার্থনা মন্দিরে পাঠাও, অদ্য তোমায় প্রার্থনা-মন্দিরে যাইবার সময় উপস্থিত।

কারিষ্টু পুকুরধারে পতিত। এরূপ নিশ্চল ভাবে পতিত, যে মথিলীন মনে করিল, হয়ত বৃদ্ধের ক্ষুদ্র প্রাণ মহাপ্রাণে মিশিয়াছে। সে অতিমাত্র ব্যগ্র

হইয়া বৃদ্ধকে উঠাইল। কারিষ্টু তার দৃষ্টিহীন চক্ষু জন্মের মত একবার মেলিল। মথিলীন আপনার স্কন্ধে ভর দিয়া কারিষ্টুকে তাহার বাটীতে লইয়া গেল। তথায় কারিষ্টুর দুইজন বন্ধুর সাহায্যে তাহাকে ধীরে ধীরে শয়ন করাইল। সেই শয়নই তাহার শেষ শয়ন—সেই নিদ্রাই তাহার মহানিদ্রা। হতভাগ্য কারিষ্টু আর জাগিল না—আর উঠিল না। মথিলীন খুল্ল-তাত-পত্নীর নিষেধসত্ত্বেও সেইখানে বসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ভাই কারিষ্টু! তুমি স্বর্গে চলিলে; কিন্তু বন্ধু! তুমি এখনও পিরটি গ্রামের স্বায়ত্ত-শাসন-সভার সদস্য থাকিবে। আমি এই স্থানে একখানি বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া 'ভোট' সংগ্রহ করিব। 'ভোট' দিয়া তোমাকে দ্বিতীয় সহকারী 'মেওর' করিব। আরও শুন, এইখানে আমি বিবাহ করিব। বিবাহের সময় তোমাকে 'মেওরে'র পদে অধিষ্ঠিত দেখিয়া আনন্দে নাচিব। এইরূপে ক্রন্দন করিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইল। তাহার অরুণরাগরঞ্জিত কপোলযুগল হঠাৎ বিমলিন হইল। নতজানু হইয়া ঊর্দ্ধমুখে করজোড়ে সাশ্রুনয়নে মথিলীন তাহার প্রিয় কৃষকবন্ধু বৃদ্ধ কারিষ্টুর স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশে প্রার্থনা করিল।

পার্শ্বে কারিষ্টুর মৃত দেহ। মুখে ক্ষীণ হাস্য রেখা লক্ষিত হইতেছে।

রামকৃষ্ণ-মিশন।

ইষ্টার্ সণ্ডে উপলক্ষে আমেরিকা নিউইয়র্ক সহরে স্বামী অভেদানন্দের নিকট চারিজন ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। অল্টারটী গেরুয়া কাপড় ও পুষ্প দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। ধূপধূনার গন্ধে ঘর আমোদিত হইয়াছিল, সুগন্ধিপুষ্প দ্বারা সজ্জিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি করিয়া স্বামী চারিজনকে ব্রহ্মচারী করিয়াছিলেন ও যথাক্রমে শান্তিকাম, সত্যকাম, মুক্তিকাম ও গুরুদাস নাম প্রদান করেন।

স্বামী অভয়ানন্দ সম্প্রতি আমেরিকা শুভযাত্রা করিয়াছেন।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার ৫ ঘটিকার সময় সিস্টার নিবেদিতা বাগবাজার কাশী-ঘাটের নাটমন্দিরে কালীপূজা সম্বন্ধে এক মনোহারিণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন

বক্তৃতাশ্রবণে সভাস্থসকলে চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। হালদার মহাশয়েরা ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

১৮৯৮ খৃঃ অব্দের মে হইতে ১৮৯৯ খৃঃ অব্দের এপ্রিল পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদ অনাথাশ্রমের আয় ব্যয়ের বিবরণ।

আয়।

এক কালীন সাহায্যকারীগণ—	৬৮২॥৵ ৫
মাসিক সাহায্যকারীগণ (১৮৯৮ অক্টো হইতে) ...	১৪১॥৵০
বিবিধ	৯॥ ১৫
	৮৪০৸/০

ব্যয়।

চাল, ডাল প্রভৃতি	২৩২।৶০
ঔষধাদি	১০। ১০
আসবাব প্রভৃতি	৮০ ৶ ৫
বস্ত্রাদি, ...	২৪৸৶১৫
বাজে খরচ (যাতায়াত খরচ, মুটেভাড়া ইত্যাদি)	২৭৬৸৶॥৫
	৬২৪।/ ৫
উদ্বৃত্ত	১৬।৶১৫
	৮৪০৸/০

আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ অনাথাশ্রমের বাটীনির্ম্মাণ ফণ্ডে এককালীন দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নবাব বাহাদুর মুর্শিদাবাদ জেলা	...	...	২০৸০
মিসেস্ সি, ই, সেভিয়ার, আলমোরা	...	...	১০৸০
সেখ মহম্মদ মনিরুদ্দিন সাহেব, বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ			৫০৲
হাজী সেখ নকীবদ্দিন সাহেব, দেবকুণ্ড		ঐ	২৫৲
শ্রীযুক্তবাবু শিবনারায়ণ আগরওয়ালা, বেলডাঙ্গা		ঐ	৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ	ঐ	ঐ	৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস আচ্য	ঐ	ঐ	৫৲
পাঁচ টাকার ন্যূন সাহায্যকারীগণ	ঐ	ঐ	১০৲
			৪০০৲

আমরা সাহায্যকারীগণকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি।

ভগবদ্গীতা-

শাঙ্করভাষ্যের

বঙ্গানুবাদ।

[পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।]

ভাষ্য।

অথ ন তে তত্ত্ববিদ ঈশ্বরসমর্পিতেন কর্ম্মণা সাধনভূতেন সংসিদ্ধিং সত্বশুদ্ধিং জ্ঞানোৎপত্তিলক্ষণাং বা সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয় ইতি ব্যাখ্যেয়ম্।

অনুবাদ।

যদি জনকাদির পরমাত্ম সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় নাই (ইহা বিবেচনা করা যায়) (তাহা হইলে) তাঁহারা সাধনভূত ঈশ্বরসমর্পিত কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি-স্বরূপ সংসিদ্ধি কিম্বা তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিরূপ সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

ভাষ্য।

এতমেবার্থং বক্ষ্যতি ভগবান্ সত্বশুদ্ধয়ে কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবা" ইত্যুক্ত্বা সিদ্ধিপ্রাপ্তস্য চ পুনর্জ্ঞাননিষ্ঠাং বক্ষ্যতি "সিদ্ধিং প্রাপ্তোযথা ব্রহ্ম" ইত্যাদিনা।

অনুবাদ।

"সত্বশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন" এই প্রকার বাক্যের দ্বারা ভগবান্ এই বিষয়টাই বলিবেন। "নিজকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সেই (পরমেশ্বরের) অর্চ্চনা করিয়া মানবগণ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে" এই প্রকার বাক্য বলিয়া সিদ্ধি (চিত্তশুদ্ধি) প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে, "সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যে প্রকারে ব্রহ্ম (সাক্ষাৎকার লাভ করে)" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠার উপদেশ করিবেন।

ভাষ্য।

তস্মাদ্‌গীতাসু কেবলাদেব তত্ত্বজ্ঞানান্মোক্ষপ্রাপ্তি র্ন কর্ম্মসমুচ্চিতাদিতি নিশ্চিতোঽর্থঃ। যথা চায়মর্থস্তথা প্রকরণশো বিভজ্য তত্র তত্র দর্শয়িষ্যামঃ।

অনুবাদ।

এই কারণে গীতাশাস্ত্রে, কেবল তত্ত্বজ্ঞান হইতেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, কর্ম্মের সহিত সমুচ্চিত তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের কারণ নহে, ইহাই নিশ্চিত অর্থ (তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে) এইপ্রকার তাৎপর্য্যার্থ যাহাতে বিশদীকৃত হয়, তাহা প্রকরণানুসারে বিভাগ করিয়া সেই সেই স্থানে প্রদর্শন করিব।

ভাষ্য।

তত্রৈবং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতসো মিথ্যাজ্ঞানবতো মহতি শোকসাগরে নিমগ্নস্য অর্জ্জুনস্য অন্যত্রাত্মজ্ঞানাৎ উদ্ধরণমপশ্যন্ ভগবান্ বাসুদেবস্ততোঽর্জ্জুনমুদ্দিধারয়িষুরাত্মজ্ঞানায়াবতারয়ন্নাহ অশোচ্যানিত্যাদি।

অনুবাদ।

এইপ্রকার অজ্ঞানের বশে কর্ত্তব্যপালনবিষয়ে সংমূঢ়চিত্ত ও মহান্ শোকসাগরে নিমগ্ন অর্জ্জুনের আত্মজ্ঞান ব্যতিরিক্ত অন্য কোন উপায় দ্বারা উদ্ধার দেখিতে না পাইয়া ভগবান্ বাসুদেব সেই শোকসাগর হইতে অর্জ্জুনের উদ্ধার করিতে অভিলাষী হইয়া আত্মজ্ঞানের জন্য অবতারণার্থ বলিলেন যে, অশোচ্যানিত্যাদি॥

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১১॥

অন্বয়।

ত্বং অশোচ্যান্ (শোচিতুমনর্হান্) অন্বশোচঃ অনুশোচিতবানসি প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে (বুদ্ধিমতাং বচনানি কথয়সি) পণ্ডিতাঃ গতাসূন্ (গতপ্রাণান্) অগতাসূন্ (জীবতঃ) চ ন অনুশোচন্তি॥ ১১॥

মূলের অনুবাদ।

(হে অর্জ্জুন!) তুমি অনুশোচনায় অযোগ্য ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতির জন্য শোক প্রকাশ করিতেছ, অথচ পণ্ডিতগণের ন্যায় বাক্য বলিতেছ! (এ জগতে) পণ্ডিতগণ গতপ্রাণ কিংবা জীবিত ব্যক্তিগণের জন্য শোক করেন না॥ ১১॥

ভাষ্য।

ন শোচ্যা অশোচ্যা ভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ সদ্বৃত্তত্বাৎ। তান্ অশোচ্যান্ অন্বশোচঃ অনুশোচিতবানসি। "তে ম্রিয়ন্তে মন্নিমিত্তং তৈর্বিনাভূতঃ কিং করিষ্যামি রাজ্যসুখাদিনেতি", ত্বং প্রজ্ঞাবতাং বুদ্ধিমতাং বাদাংশ্চ বচনানি চ ভাষসে তদেতৎ মৌঢ্যং পাণ্ডিত্যঞ্চ বিরুদ্ধং আত্মনি দর্শয়স্যুন্মত্ত ইবেত্যভিপ্রায়ঃ। যস্মাৎ গতাসূন্ গতপ্রাণান্ মৃতান্ অগতাসূন্ অগতপ্রাণান্ জীবতশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতা আত্মজ্ঞাঃ পণ্ডা আত্মবিষয়া বুদ্ধির্যেষাং তে হি পণ্ডিতাঃ "পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য" ইতি শ্রুতেঃ। পরমার্থতস্তু নিত্যানশোচ্যান্ শোচসি অতো মূঢ়োঽসীত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১১॥

অনুবাদ।

শোকের অবিষয় (কে) অশোচ্য (কহে) সৎস্বভাব ও পরমার্থরূপে নিত্যতাপ্রযুক্ত, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি অশোচ্য, সেই অশোচ্য (ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে) উদ্দেশ করিয়া তুমি অনুশোচনা করিয়াছ (যে) "তাহারা মরিয়া যাইবে", তাহাদের বিরহে রাজ্য সুখাদি লইয়া আমি কি করিব! তুমি "প্রজ্ঞাবান্" (বুদ্ধিমান্‌দিগের "বাদ" বচনসকল বলিতেছ,) এই প্রকার (পরস্পর) বিরুদ্ধ পাণ্ডিত্য ও মূঢ়তা নিজের প্রকাশ করিতেছ। (তুমি) উন্মত্তের ন্যায়, (এককালে নানা বিরুদ্ধ কথা বলিতেছ) ইহাই তাৎপর্য্য। যে হেতু 'গতাসু' গতপ্রাণ (অর্থাৎ) মৃত "অগতাসু" অগতপ্রাণ (অর্থাৎ জীবিত) ব্যক্তিগণকে উদ্দেশ করিয়া) "পণ্ডিত" আত্মজ্ঞগণ অনুশোচনা করেন না। আত্মবিষয়িণী বুদ্ধিকে পণ্ডা কহা যায়, পণ্ডা যাহাদের আছে, তাহারা পণ্ডিত। "পাণ্ডিত্য (আত্মজ্ঞান) লাভ করিয়া।" ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত শ্রুতি দ্বারা বুঝা যায় যে, পণ্ডা শব্দের অর্থ আত্মজ্ঞান। পরমার্থতঃ নিত্য অতএব অশোচ্য (ভীষ্ম

দ্রোণ প্রভৃতিকে উদ্দেশ করিয়া অনুশোচনা করিতেছ, এই কারণে তুমি মূঢ় হইয়াছ, ইহাই (শ্লোকের) তাৎপর্য্য ॥ ১১ ॥

ভাষ্য।

কুতস্তে অশোচ্যা? যতো নিত্যাঃ, কথম্?

অনুবাদ।

কি কারণে সেই ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি অশোচ্য? যেহেতু তাহারা নিত্য, কেন (তাহারা নিত্য)?

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়।

ন ত্বেব জাতু (কদাচিৎ) অহং নাসং (নাভূবম্) (কিন্তু আসমেবেত্যর্থঃ) ন ত্বং ন ইমে জনাধিপাঃ (রাজানঃ) অতঃপরং সর্ব্বে বয়ম্ ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ (কিন্তু ভবিষ্যাম এব ইত্যর্থঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

আমার, তোমার ও এই সকল নরপতিগণের কোন দিন অভাব হয় নাই, এই বর্ত্তমান দেহনাশের পরও আমাদের সকলের বিনাশ হইবে না ॥ ১২ ॥

ভাষ্য।

ন ত্বেব জাতু কদাচিদহং নাসং, কিন্ত আসমেব। অতীতেষু দেহোৎপত্তি-বিনাশেষু নিত্য এবাহমাসমিত্যভিপ্রায়ঃ। তথা ন ত্বং নাসীঃ কিন্ত আসীরেব। তথা নেমে জনাধিপাঃ নাসন্ কিংতু আসন্নেব। তথা ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ কিন্ত ভবিষ্যাম এব সর্ব্বে বয়মতোঽস্মাৎ দেহবিনাশাৎ পরমুত্তরকালেঽপি, ত্রিষপি কালেষু নিত্যা আত্মস্বরূপেণেত্যর্থঃ। দেহভেদাভিপ্রায়েণ বহুবচনং নাত্মভেদাভিপ্রায়েণ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

আত্মা কি কারণে অশোচ্য?

কোন সময়েই আমি ছিলাম না, তাহা নহে, কিন্ত (পূর্ব্বে) (সর্ব্বদাই) আমি বিদ্যমান ছিলাম (যেরূপ ঘট ভাঙ্গিয়া গেলেও ঘটস্থিত আকাশ বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ) পূর্ব্ববর্ত্তী দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ হইলেও ঐ সকল কালে আমি বিদ্যমান ছিলাম (ইহা স্থির)। সেই প্রকার তুমিও না ছিলে, তাহা নহে, কিন্ত বিদ্যমান ছিলে। সেইপ্রকার এইসকল জনাধিপগণও পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল না, তাহা নহে, কিন্ত পূর্ব্বে বিদ্যমানই ছিল। সেইপ্রকার এই দেহ বিনাশের পরেও আমরা সকলে অসৎ হইয়া যাইব (মরিয়া যাইব) তাহাও নহে, কিন্ত আমরা সকলেই বিদ্যমান থাকিব। ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনকালেই আত্মস্বরূপে আমরা সকলেই অবিনাশী, ইহাই (এই শ্লোকের) অর্থ, (এই শ্লোকে জনাধিপপ্রভৃতি পদের পর যে বহুবচন তাহা দেহের নানাত্ব অঙ্গীকার করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে, আত্মার নানাত্ব অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হয় নাই ॥ ১২ ॥

ভাষ্য।

তত্র কথমিব নিত্য আত্মেতি দৃষ্টান্তমাহ দেহিন ইতি।

অনুবাদ।

আত্মা কি প্রকার নিত্য, দেহিন ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥১৩॥

অন্বয়।

যথা অস্মিন্ দেহে দেহিনঃ কৌমারং যৌবনং জরা তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ তত্র ধীরো ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।

দেহাভিমানী জীবের এই দেহে যেপ্রকার কৌমার, যৌবন ও জরারূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তি হয়, (অথচ দেহী নষ্ট হয় না) সেই এই দেহ বিনাশের পর দেহান্ত-

রের প্রাপ্তি হয়, অথচ দেহীর বিনাশ হয় না, সুতরাং কৌমার প্রভৃতি অবস্থা পরিবর্ত্তনের ন্যায় দেহের পরিবর্ত্তনে (আমি মরিলাম ভাবিয়া) ধীর মোহবশবর্ত্তী হয়েন না ॥ ১৩ ॥

ভাষ্য।

দেহোঽস্যাস্তীতি দেহী তস্য দেহিনঃ দেহবত আত্মনোঽস্মিন্ বর্ত্তমানে দেহে যথা যেন প্রকারেণ কৌমারং কুমারভাবঃ বাল্যাবস্থা যৌবনং যূনোভাবঃ মধ্যমাবস্থা জরা বয়োহানির্জীর্ণাবস্থা ইত্যেতাস্তিস্রোঽবস্থা অন্যোন্যবিলক্ষণাস্তাসাং প্রথমাবস্থানাশে ন নাশো দ্বিতীয়াবস্থোপজননে নোপজননমাত্মনঃ কিন্তর্হি। অবিক্রিয়স্যৈব দ্বিতীয়তৃতীয়াবস্থাপ্রাপ্তিরাত্মনো দৃষ্টা যথা তথদেব দেহাদন্যোদেহান্তরং তস্য প্রাপ্তির্দেহান্তরপ্রাপ্তিরবিক্রিয়স্যৈবাত্মন ইত্যর্থঃ ধীরো ধীমান্ তত্রৈবং সতি ন মুহ্যতি ন মোহমাপদ্যতে ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।

দেহ যাহার আছে, সে দেহী (দেহাভিমানী জীব) সেই দেহীর (অর্থাৎ) দেহবিশিষ্ট আত্মার 'এই' বর্ত্তমান দেহের যথা "যে প্রকারে কৌমার" কুমারভাব (অর্থাৎ) বাল্যাবস্থা "যৌবন" যুবার ভাব অর্থাৎ মধ্যমাবস্থা "জরা" বয়সের হানি (অর্থাৎ) জীর্ণাবস্থা এ তিনপ্রকার পরস্পর বিলক্ষণ অবস্থা (হয়) সেই তিনটী অবস্থার মধ্যে প্রথমাবস্থার নাশ হইলে (দেহীর) নাশ হয় না, দ্বিতীয় অবস্থার উৎপত্তি হইলে (দেহীর) উৎপত্তি হয় না, কি তবে? বিকাররহিত আত্মারই যেমন দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থার প্রাপ্তি দেখা যায়, সেই প্রকার এই দেহ হইতে অন্য দেহ "দেহান্তর", তাহার প্রাপ্তি "দেহান্তর প্রাপ্তি" অবিক্রিয় আত্মারই হইয়া থাকে। ইহাই শ্লোকের (অর্থ); "ধীর" ধীমান, এই প্রকার স্বভাবে মোহ প্রাপ্ত হয় না ॥ ১৩ ॥

দেহান্তর হইলেও কিরূপে আত্মা বিনষ্ট হয় না।

ভাষ্য।

যদ্যপ্যাত্মবিনাশনিমিত্তো মোহোন সম্ভবতি নিত্য আত্মেতি বিজানতস্তথাপি শীতোষ্ণসুখদুঃখপ্রাপ্তিনিমিত্তো মোহো লৌকিকো দৃশ্যতে সুখবিয়োগনিমিত্তো দুঃখসংযোগনিমিত্তশ্চ শোক ইত্যেতদর্জ্জুনস্য বচনমাশঙ্ক্যাহ "মাত্রাস্পর্শা ইতি।

অনুবাদ।

আত্মা নিত্য এই প্রকার বিশেষজ্ঞানবান্ লোকের যদ্যপি আত্মবিনাশ নিমিত্ত মোহ হওয়া অসম্ভব, তথাপি শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ প্রাপ্তিনিবন্ধন লৌকিক মোহ এবং সুখের বিয়োগ ও দুঃখের সংযোগ নিমিত্ত শোক হইতে পারে, (আত্মার নিত্যত্ব জ্ঞান হইলেও এপ্রকার শোক ও মোহ নিবৃত্ত হইতে পারে না) অর্জ্জুনের এপ্রকার প্রশ্ন বাক্যের আশঙ্কা করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন, মাত্রাস্পর্শা ইত্যাদি।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥

অন্বয়।

(হে) কৌন্তেয় ; মাত্রাস্পর্শা (বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাঃ) শীতোষ্ণসুখদুঃখদা (তে চ) আগমাপায়িনঃ (উৎপত্তিবিনাশশালিনঃ) অনিত্যাশ্চ (অতএব) তান্ তিতিক্ষস্ব (সহস্ব) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।

হে কুন্তীনন্দন।, ইন্দ্রিয়ের সহিত শব্দাদি বিষয়ের সম্বন্ধ শীতোষ্ণসুখদুঃখপ্রদ তাহারা উৎপত্তিবিনাশশালী ও অনিত্য, এই কারণে তুমি ঐ সকলকে সহন কর। ॥ ১৪ ॥

ভাষ্য।

মাত্রা আভির্মীয়ন্তে শব্দাদয় ইতি শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি মাত্রাণাং স্পর্শাঃ শব্দাদিভিঃ সংযোগাস্তে শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ শীতমুষ্ণং সুখং দুঃখং চ প্রযচ্ছন্তীতি। অথবা স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শা বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ মাত্রাশ্চ স্পর্শাশ্চ শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ শীতং কদাচিৎ সুখং কদাচিদ্দুঃখং তথোষ্ণমপ্যনিয়তস্বরূপম্ সুখদুঃখে পুনর্নিয়তরূপে যতোন ব্যভিচরতঃ অতস্তাভ্যাং পৃথক্ শীতোষ্ণয়োর্গ্রহণম্। যস্মাত্তে মাত্রাস্পর্শাদয়ঃ আগমাপায়িনঃ আগমাপায়শীলাঃ তস্মাদনিত্যা উৎপত্তিবিনাশশীলত্বাৎ অতস্তান্ শীতোষ্ণাদীংস্তিতিক্ষস্ব প্রসহস্ব তেষু হর্ষং বিষাদং চ মাকার্ষীরিত্যর্থঃ ॥১৪॥

অনুবাদ।

শব্দ প্রভৃতি বিষয় যাহা দ্বারা জ্ঞান গোচর হয়, সেই শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ (কে) মাত্রা (কহা যায়)। মাত্রার স্পর্শ (অর্থাৎ) শব্দাদি বিষয়ের সহিত সংযোগ (কেই) মাত্রাস্পর্শ (বলে) মাত্রাস্পর্শই শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ প্রদান করে। অথবা যাহারা স্পর্শের (অর্থাৎ জ্ঞানের) গোচর হয়, সেই সকল শব্দাদি বিষয় (কে) স্পর্শ (বলে) মাত্রা এবং স্পর্শ (এই উভয়কে) মাত্রাস্পর্শ (কহা যায়) সেই মাত্রা ও স্পর্শ, শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ প্রদ (হয়); শীত কোন সময়ে সুখ হেতু হয়, কোন সময়ে দুঃখের হেতু হয়, এইরূপ উষ্ণও কোন সময় সুখকর ও কোন সময় দুঃখকর হয় (এই কারণে এই দুই বস্তুর সুখ ও দুঃখরূপতা অনিয়ত); কিন্তু সুখ ও দুঃখ নিয়তরূপ সুখের সুখরূপতা ও দুঃখের দুঃখরূপতা কখনও ব্যভিচরিত নহে, এই কারণ সুখ ও দুঃখ হইতে (অনিয়তরূপ) শীত ও উষ্ণকে পৃথক্‌ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। যে হেতু এই মাত্রাস্পর্শাদি আগমাপায়ী (অর্থাৎ) আগম (উৎপত্তি) ও অপায় (বিনাশ) শীল সেই কারণ অনিত্য, অতএব সেই শীতোষ্ণাদি সহন কর, সেই শীতোষ্ণ সুখ ও দুঃখ লাভ হইলে হর্ষ ও বিষাদ করিও না॥ ১৪॥

ভাষ্য।

শীতোষ্ণাদীন্ সহমানস্য কিংস্যাদিতি শৃণু।

অনুবাদ।

শীতোষ্ণাদি সহনকারীর কি (ফললাভ) হয়, তাহা শুন।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥ ১৫॥

অন্বয়।

হে পুরুষর্ষভ! (পুরুষশ্রেষ্ঠ) এতে (শীতাদয়ঃ যং সমদুঃখসুখং ধীরং ন ব্যথয়ন্তি সঃ অমৃতত্বায় কল্পতে (সমর্থো ভবতি)॥ ১৫॥

অনুবাদ।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যে সমদুঃখসুখ (সুখ ও দুঃখে হর্ষ ও বিষাদ হীন) ধীরপুরুষকে এই সকল শীতোষ্ণাদি ব্যথিত করিতে পারে না, সেই মোক্ষলাভে সমর্থ হইয়া থাকে॥ ১৫॥

[ক্রমশঃ।]

শারীরকসূত্র রামানুজ ভাষ্যম্।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিতম্।)

ভাষ্য।—বাচ্যং তদপেক্ষিতং চ কর্মজ্ঞানমেব কর্মসমুচ্চিতাজ্ জ্ঞানাদপবর্গ [illegible] "সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববদিতি" অপেক্ষিতে চ কর্মণ্যজ্ঞাতে কেন সমুচ্চয়ঃ কেন নেতি বিভাগো ন শক্যতে জ্ঞাতুং অতস্তদেব পূর্ববৃত্তম্। নৈতদ্ যুক্তম্।

অনুবাদ।—(বেদান্ত শাস্ত্রের প্রধানতঃ প্রতিপাদ্য বিষয়, যাহার অপেক্ষা করে, তাহারই পূর্ব্বে নির্দেশ করা কর্ত্তব্য, ইহা আমরা স্বীকার করি) ব্রহ্মজ্ঞান, কর্মজ্ঞানের অপেক্ষা করিয়া থাকে, (কেবল জ্ঞান মোক্ষের কারণ নহে) কর্মের সহিত মিলিত জ্ঞানই অপবর্গের কারণ হইয়া থাকে, (কর্মের সহিত মিলিত জ্ঞানই যে মোক্ষের কারণ তাহা) "সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ" এই সূত্রে, সূত্রকারই প্রতিপাদন করিবেন। ব্রহ্মজ্ঞানের [illegible] কর্মের অপেক্ষণীয়তা থাকিলে কর্মের স্বরূপ না জানিয়া কাহার সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় আছে এবং কাহার সহিত সমুচ্চয় হইতে পারে না, তাহা (অধিকারী) কি প্রকারে জানিতে পারিবে? সুতরাং কর্মজ্ঞানই ব্রহ্মবিচারের পূর্ব্বে হইয়া থাকে। (এই প্রকার জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদীর সিদ্ধান্ত, অদ্বৈতব্রহ্মবাদীগণ বলিয়া থাকেন যে) এ সিদ্ধান্তও যুক্তিযুক্ত নহে।

উভয়বাদীর সিদ্ধান্ত জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয়।

ভাষ্য।—সকলবিশেষপ্রত্যনীকচিন্মাত্রবিজ্ঞানাদেবাবিদ্যানিবৃত্তেঃ অবিদ্যানিবৃত্তিরেব হি মোক্ষঃ। বর্ণাশ্রমবিশেষসাধ্যসাধনেতিকর্তব্যতাদ্যনন্তবিকল্পাস্পদং কর্ম সকলভেদদর্শননিবৃত্তিরূপাজ্ঞাননিবৃত্তেঃ কথমিব সাধনং ভবেৎ?

অনুবাদ।—সকল প্রকার ভেদদর্শনের বিরোধী অদ্বিতীয়ব্রহ্মজ্ঞানরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞানই অবিদ্যানিবৃত্তির কারণ। একমাত্র অবিদ্যানিবৃত্তিই মোক্ষ। নানাবিধ বর্ণ, আশ্রম, সাধ্য, সাধন ও অন্যান্য ব্যাপাররূপ অনন্ত বিকল্পের অবলম্বন কর্ম, কিপ্রকারে সকলপ্রকার ভেদজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ অজ্ঞাননিবৃত্তির সাধন হইতে পারে?

ভাষ্য।—শ্রুতয়শ্চ কর্ম্মণামনিত্যফলত্বেন মোক্ষবিরোধিত্বং জ্ঞানস্যৈব মোক্ষসাধনত্বং দর্শয়ন্তি "অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি" তদ্ যথা "ইহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতোলোকঃ ক্ষীয়তে" "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতীত্যাদয়ঃ।

অনুবাদ।—ইহার (অজ্ঞানীর) সেই (কর্ম্মফল) বিনাশী হয়। এ জগতে "যেমন কর্ম্মসঞ্চিত (ধান্যাদি) বিষয় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার পুণ্য-সঞ্চিত (স্বর্গাদি) লোকও ক্ষয় পায়"। "ব্রহ্মবিদ্ পর [মোক্ষ] লাভ করে।" "ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মস্বরূপ হয়"। "তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে" এই সকল শ্রুতি, অনিত্যফলত্বনিবন্ধন কর্ম্মের মোক্ষবিরোধিত্ব এবং পরমাত্মজ্ঞানের মোক্ষসাধনত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকে।

ভাষ্য।—যদপি চেদমুক্তম্ যজ্ঞাদিকর্ম্মাপেক্ষা বিদ্যেতি তদসদ্বিরোধাৎ প্রত্যক্ষরপর্য্যালোচনয়া চ অন্তঃকরণনৈর্ম্মল্যদ্বারেণ বিবিদিষোৎপত্তৌ উপযুজ্যতে ন ফলোৎপত্তৌ "বিবিদিষন্তি" ইতি শ্রবণাৎ বিবিদিষায়াং জাতায়াং জ্ঞানোৎ-পত্তৌ শমাদীনামেবান্তরঙ্গোপায়ত্বাং শ্রুতিরেবাহ।

অনুবাদ।—এই যে বলা হইয়াছে, বিদ্যা [জ্ঞান] যজ্ঞাদিকর্ম্মসাপেক্ষ, তাহাতে (বক্তব্য এই যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের) বাস্তবিক বিরোধপ্রযুক্ত এবং শ্রুতির অক্ষরসমূহের বিশেষ অনুশীলন দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম্ম-সমূহ অন্তঃকরণের নৈর্ম্মল্য উৎপাদন করিয়া জ্ঞানানুকূল বিবিদিষারই উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু ফলের উৎপত্তিতে উপযোগী হইতে পারে না। বিবিদিষন্তি (ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইবে) ইত্যাদি শ্রুতি থাকায়, বিবিদিষা সনাশ গ্রহণ

করার পর জ্ঞানের উৎপত্তির প্রতি শমদমাদিই, অন্তরঙ্গ উপায়তা প্রাপ্ত হয়, ইহা যে শ্রুতিই বলিয়া দিতেছে।

ভাষ্য।—শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেব আত্মানং পশ্যেদিতি। তদেবং জন্মান্তরশতানুষ্ঠিতানভিসংহিতফলবিশেষকর্ম্মমৃদিতকষায়স্য বিবিদিষোৎপত্তৌ সত্যাম্।

অনুবাদ।—"শান্ত, জিতেন্দ্রিয়, উপরত, তিতিক্ষাপরায়ণ ও সমাহিতচিত্ত হইয়া আত্মাতেই পরমাত্মাকে দর্শন করিবে" (এইপ্রকার বাক্যগুলির দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে,) শত জন্মান্তরের অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্ম্ম সমূহের দ্বারা অন্তঃ-করণের কষায় নিবৃত্ত হইলে পর বিবিদিষার উৎপত্তি হইলে।

ভাষ্য।—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।" "সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্ম নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদিবাক্যজন্যজ্ঞানাদবিদ্যা নিবর্ত্ততে। বাক্যার্থজ্ঞানোপযোগীনি চ শ্রবণমনননিদিধ্যাসনানি। শ্রবণং নাম বেদান্তবাক্যানি আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপাদকানীতি তত্ত্বদর্শিন আচার্য্যান্ন্যায়যুক্তার্থগ্রহণম্। এবমাচার্য্যোপদিষ্টস্যার্থস্য স্বাত্মনি এবমেব যুক্তমিতিহেতুতঃ প্রতিষ্ঠাপনং মননম্। এতদ্বিরোধ্যনাদিভেদবাসনানিরসনায় অস্যার্থস্য অনবরতভাবনা নিদিধ্যাসনম্। এবং শ্রবণমননাদিভিনিরস্তসমস্তভেদ-বাসনস্য বাক্যার্থজ্ঞানমবিদ্যাং নিবর্ত্তয়তীত্যেবংরূপস্য শ্রবণস্য পরস্থাপেক্ষিতত্বমেব পূর্ব্ববৃত্তম্ বক্তব্যম্।

অনুবাদ।—"সৃষ্টির পূর্ব্বে হে সোম্য! এই বিশ্ব অব্যাকৃতরূপে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপই ছিল।" "ব্রহ্ম, সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নির্দ্দোষ ও নিরঞ্জনস্বরূপ।" "এই আত্মাই ব্রহ্ম" "তুমিই সেই পরমাত্ম স্বরূপ" এই প্রকার বেদান্তবাক্যজন্য ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই অবিদ্যা নিবৃত্ত হয়, শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন, পূর্ব্বোক্ত বেদান্তবাক্যের অর্থজ্ঞানের উপযোগী হইয়া থাকে। "বেদান্তবাক্যসমূহ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবিদ্যার প্রতিপাদক" এই বিষয়টীকে ন্যায় ও যুক্তির সহিত তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের নিকট হইতে জানাকে শ্রবণ কহে। আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই অর্থের [illegible]

অন্তঃকরণে ইহা এই প্রকারই হইবে, ইহাই যুক্তিসঙ্গত, এই প্রকার যুক্তি দ্বারা নিশ্চয়োৎপাদনকে মনন কহা যায়। এই জ্ঞানের বিরোধী অনাদি ভেদবাসনা দূর করিবার জন্য উক্ত স্বরূপ বেদান্তার্থের অনবরত ভাবনাকেই নিদিধ্যাসন কহা যায়। এই প্রকার শ্রবণমননাদি দ্বারা যাহার সমস্ত ভেদবাসনা নিবৃত্ত হইয়াছে, বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান তাহারই অবিদ্যাকে নিবৃত্ত করে, এই সকল কারণে উক্তস্বরূপ শ্রবণের পূর্ব্বে যাহা অবশ্য ঘটিয়া থাকে, তাহাই বলা উচিত।

ভাষ্য।—তচ্চ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ শমদমাদিসাধনসম্পৎ ইহামুত্র ফলভোগবিরাগো মুমুক্ষুত্বং চ ইত্যেতৎ সাধনচতুষ্টয়ম্। অনেন বিনা জিজ্ঞাসানুপপত্তেঃ। অর্থস্বভাবাদেব ইদমেব পূর্ব্ববৃত্তম্।

অনুবাদ।—সেই পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তু, (হইতেছে) নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেক; শম, দম, তিতিক্ষা প্রভৃতি সাধন সম্পত্তি; ইহলোক ও পরলোকের সকল প্রকার ভোগের প্রতি বিরাগ ও মুক্তির অভিলাষ, এই সাধন চতুষ্টয়। এই সাধনচতুষ্টয় না হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতে পারে না, এই কারণ বস্তুর স্বভাবপ্রযুক্তই এই সাধনচতুষ্টয়ই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা বুঝা যায়।

ভাষ্য।—এতদুক্তং ভবতি ব্রহ্মস্বরূপাচ্ছাদিকাবিদ্যামূলমপারমার্থিকং ভেদদর্শনমেব বন্ধমূলং। বন্ধশ্চাপারমার্থিকঃ স চ সমূলোহপারমার্থিকত্বাদেব জ্ঞানেনৈব নিবর্ত্ততে।

অনুবাদ।—ইহা বলা হইতেছে যে, ব্রহ্মস্বরূপের আবরক অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন অপারমার্থিক ভেদজ্ঞানই বন্ধের মূল, (সুতরাং) বন্ধ ও অপারমার্থিক সেই সমূল বন্ধ অপারমার্থিকত্বনিবন্ধনই কেবল জ্ঞানের দ্বারায় নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

ভাষ্য।—নিবর্ত্তকং চ জ্ঞানং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যং তস্যোৎপত্তৌ বাক্যজন্যজ্ঞানস্য স্বরূপে তদুৎপত্তৌ কার্য্যে বা কর্ম্মণো নোপযোগঃ বিবিদিষায়ামেব তু সত্ত্বপাপমূলরজস্তমোনিবর্হণদ্বারেণ সত্ত্ববিবৃদ্ধ্যা ভবতীতি তদুপযোগমভিপ্রেত্য ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনেত্যুক্তম্।

অনুবাদ। [illegible] জ্ঞানই অপারমার্থিক [illegible] নিবর্ত্তক। এই প্রকার [illegible]

ও ইহার কার্য্যে কর্ম্মের উপযোগ হইতে পারে না। ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে কর্ম্মের উপযোগ আছে, পাপমূল রজঃ ও তমোগুণের বিনাশ দ্বারা সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি করিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রতি কর্ম্মের উপযোগ হইয়া থাকে। এই প্রকার কর্ম্মের উপযোগিতার অভিপ্রায়ে "ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি" (যজ্ঞাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণ বিবিদিষা লাভ করেন) এই শ্রুতিবচন উক্ত হইয়াছে।

ভাষ্য।—অতঃ কর্ম্মজ্ঞানস্যানুপযোগাদুক্তমেব সাধনচতুষ্টয়ং পূর্ব্ববৃত্তমিতি বক্তব্যম্। অত্রোচ্যতে,

অনুবাদ।—এই কারণ (ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে) কর্ম্মজ্ঞানের কোন উপযোগ না থাকায়, উক্ত প্রকার সাধনচতুষ্টয়ই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে ঘটিয়া থাকে, সুতরাং তাহাই বক্তব্য (ঐ সাধন চতুষ্টয়েরই আনন্তর্য্য অথ শব্দের অর্থ) এই প্রকার সিদ্ধান্তের উপরে বলা যাইতেছে যে।

অদ্বৈতবাদীর স্বমতোপসংহার।

ভাষ্য।—যদুক্তমবিদ্যানিবৃত্তিরেব হি মোক্ষঃ সা চ ব্রহ্মবিজ্ঞানাদেব ভবতীতি তদভ্যুপগম্যতে।

অনুবাদ।—অদ্বৈতবাদীগণ বলিয়াছেন যে, অবিদ্যানিবৃত্তিই মোক্ষ এবং সেই অবিদ্যানিবৃত্তিও যে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই হয়,(অন্য কোন কারণের দ্বারা হয় না) তাহা আমরা অঙ্গীকার করিয়া থাকি।

ভাষ্য-কারের সিদ্ধান্ত।

ভাষ্য।—অবিদ্যানিবৃত্তয়ে বেদান্তবাক্যৈর্বিধিৎসিতং জ্ঞানং কিংরূপমিতি বিবেচনীয়ম্ কিং বাক্যাদ্বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রম্ উত তন্মূলমুপাসনাত্মকং জ্ঞানং? ন তাবৎ বাক্যজন্যং তস্য বিধানমন্তরেণাপি বাক্যাদেব সিদ্ধেঃ তাবন্মাত্রেণ অবিদ্যানিবৃত্ত্যনুপপত্তেশ্চ।

অনুবাদ।—অবিদ্যানিবৃত্তির নিমিত্ত বেদান্তবাক্যসমূহের দ্বারা যাদৃশ জ্ঞান বিধেয়রূপে ইষ্ট হইয়াছে, সেই জ্ঞান কি প্রকার তাহা বিবেচনীয়,বেদান্ত বাক্যের দ্বারা জনিতজ্ঞান কি কেবল বাক্যপ্রতিপাদ্য অর্থের জ্ঞান? কিম্বা বাক্যার্থজ্ঞানমূলক উপাসনারূপ জ্ঞান? (মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে, ইহাই বিবেচনীয়) (বেদান্তবাক্য শ্রবণে) যে বাক্যজন্য জ্ঞান মাত্র হয়,

বেদান্তবাক্যজন্য শুষ্ক-জ্ঞানই অবিদ্যানিবৃত্তির কারণ নহে।

তাহা (মোক্ষের কারণ রূপে) বিধেয় হইতে পারে না, (কারণ) বাক্যের শ্রবণমাত্রেই (বুদ্ধিমান ব্যক্তির) তাদৃশার্থজ্ঞান স্বয়ংই হইয়া থাকে (তাহাতে বিধেয়তা থাকিতে পারে না অর্থাৎ বেদান্তবাক্যের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, এই বিধি না থাকিলেও তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যশ্রবণে তাদৃশ জ্ঞান হইতে পারে, তাহার জন্য বিধান করিবার কোন আবশ্যকতা নাই) অধিকন্তু তাদৃশ বাক্যের অর্থ জ্ঞান হইলেও অবিদ্যা নিবৃত্তি হইয়াছে, তাহা দেখা যায় না।

ভাষ্য।—ন চ বাচ্যং ভেদবাসনায়াং নিরস্তায়াং বাক্যমবিদ্যানির্বর্ত্তকং জ্ঞানং ন জনয়তি জাতেঽপি সর্ব্বদা সংসৈব ভেদজ্ঞানানিবৃত্তির্দোষায়, চন্দ্রৈকত্বে জ্ঞাতেঽপি দ্বিচন্দ্রজ্ঞানানিবৃত্তিবদনিবৃত্তমপি ছিন্নমূলত্বেন ন বন্ধায় ভবতীতি।

অনুবাদ।—"ভেদবাসনা নিরস্ত না হওয়া প্রযুক্ত, বেদান্ত বাক্য, অবিদ্যা নিবর্ত্তক জ্ঞান উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না (বাক্যের অর্থবোধজননসামর্থ্যপ্রযুক্ত) জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও যে অবিদ্যা নিবৃত্ত হয় না, তাহা (অদ্বৈতসিদ্ধান্তের উপর) দোষের কারণ হইতে পারে না (কারণ দেখিতে পাওয়া যায় যে) চন্দ্রের একত্ব জ্ঞান হইলেও (দোষজনিত) দ্বিচন্দ্রদর্শন যে প্রকার নিবৃত্ত হয় না, অথচ তাহার মূল ছিন্ন হয়, সেই প্রকার বেদান্তবাক্যার্থজ্ঞান হইলে বন্ধের কারণ ভেদদর্শনেরও মূল ছিন্ন হয়, এই কারণ উহা আর বন্ধের কারণ হইতে পারে না," (অদ্বৈতবাদীগণের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার জন্য) এই প্রকার বলাও উচিত নহে।

মিথ্যাজ্ঞানবাসনা বলবতী, এই কারণে বাক্যার্থ জ্ঞান শীঘ্র হইতে পারে না, ইহাও বলা যায় না।

ভাষ্য।—সত্যাং সামগ্র্যাং জ্ঞানানুৎপত্ত্যনুপপত্তেঃ। সত্যামপি বিপরীতবাসনায়ামাপ্তোপদেশলিঙ্গাদিভির্বাধকজ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাৎ।

অনুবাদ। (কারণ) কারণসমূহ বিদ্যমান থাকিলে জ্ঞানরূপ কার্য্যের অনুৎপত্তি কখনই যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। ভ্রান্তিজনিত বিপরীত বাসনা বিদ্যমান থাকিলেও বিশ্বাসী পুরুষের কথায় বা প্রামাণিক অনুমাপক হেতু দর্শনে, মিথ্যাজ্ঞানের বিরোধী বাধক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়।

কারণ থাকিলে কার্য্য অবশ্যই উৎপন্ন হইবে, বিপরীত বাসনা জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধ করিতে পারে না।

ভাষ্য।—সত্যপি বাক্যার্থজ্ঞানে অনাদিবাসনামাত্রয়া ভেদজ্ঞানমনুবর্ত্ততে ইতি ভবতা ন শক্যতে বক্তুম্। ভেদজ্ঞানসামগ্র্যা অপি বাসনায়াঃ মিথ্যারূপত্বেন জ্ঞানোৎপত্ত্যৈব নিবৃত্তত্বাৎ জ্ঞানোৎপত্তাবপি মিথ্যারূপায়াস্তস্যাঃ অনিবৃত্তৌ নিবর্ত্তকান্তরাভাবাৎ কদাচিদপি নাস্যা বাসনায়া নিবৃত্তিঃ।

অনুবাদ।—বাক্যার্থ জ্ঞান হইলেও অনাদি ভেদবাসনার বশে ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে, ইহাও আপনার বলা উচিত নহে। ভেদজ্ঞানের কারণ বাসনা ও (আপনার মতে রজ্জু সর্পের ন্যায়) মিথ্যা এই কারণে (ভ্রান্তিনিবর্ত্তক) ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হওয়াতে তাহারও নিবৃত্তি হইয়াছে (ইহা আপনাকে অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে) বেদান্তবাক্যজন্য ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও যদি মিথ্যাস্বরূপ সেই বাসনার নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানব্যতিরিক্ত বাসনা নিবৃত্তির অন্য কারণ না থাকায় কোনকালেই এই বাসনার নিবৃত্তি হইতে পারে না।

ভাষ্য।—বাসনাকার্য্যং ভেদজ্ঞানং ছিন্নমূলমপ্যনুবর্ত্তত ইতি বালভাষিতম্। দ্বিচন্দ্রদর্শনাদৌ তু বাধকসন্নিধাবপি মিথ্যাজ্ঞানহেতোঃ পারমার্থিকতিমিরাদিদোষস্য জ্ঞানবাধ্যত্বাভাবেন অনিবৃত্তত্বাৎ মিথ্যাজ্ঞানানিবৃত্তিরবিরুদ্ধা প্রবলপ্রমাণবাধিতত্বেন ভয়াদিকার্য্যং তু নিবর্ত্ততে।

অনুবাদ।—বাসনার কার্য্য ভেদজ্ঞান ছিন্নমূল হইয়াও অনুবর্ত্তন করে, ইহা ত মূর্খের কথা? দ্বিচন্দ্র দর্শনাদি স্থলে, (চন্দ্রের একত্ব জ্ঞানরূপ) বাধক জ্ঞান বিদ্যমান থাকিলেও দ্বিচন্দ্রদর্শনরূপ মিথ্যাজ্ঞানের হেতু পারমার্থিক তিমিরাদি দোষ যথার্থ জ্ঞানমাত্রের দ্বারা নিবৃত্ত হয় না বলিয়া দোষকার্য্য দ্বিচন্দ্র দর্শনরূপ) মিথ্যাজ্ঞানের অনিবৃত্তি বিরুদ্ধ নহে। কিন্তু দ্বিচন্দ্রদর্শন বা রজ্জুতে সর্পভ্রান্তিরূপ মিথ্যাজ্ঞানের বলবৎ বিপরীত প্রমাণের দ্বারা বাধা (অপ্রামাণ্য নিশ্চয়) হওয়া প্রযুক্ত) মিথ্যাজ্ঞানের কার্য্য ভয়াদি নিবৃত্ত হয়।

ভাষ্য।—অপিচ ভেদবাসনানিরসনদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিমভ্যুপগচ্ছতাং কদাচিদপি জ্ঞানোৎপত্তির্ন সেৎস্যতি ভেদবাসনায়া অনাদিকালোপচিতত্বেন অপরিমিতত্বাৎ তদ্বিরুদ্ধজ্ঞানাভ্যাসস্যৈব ধ্যানোপাসনাদিশব্দবাচ্যং জ্ঞানং বেদান্তবাক্যৈর্বিধিৎসিতং।

অনুবাদ।—(আরও দেখিতে হইবে) যে ভেদবাসনার নিরাকরণ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি যাহারা অঙ্গীকার করেন, তাঁহাদের মতে ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি কোন কালেই হইতে পারে না, কারণ ভেদবাসনার অনাদি কাল হইতে সঞ্চিতত্বনিবন্ধন ইয়ত্তা নাই, সেই অপরিমিত ভেদবাসনার বিরোধী যথার্থজ্ঞান বাসনার অল্পতা প্রযুক্ত তাহার দ্বারা ভেদবাসনার নিবৃত্তি অনুপপন্ন। এই সকল কারণে (অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, কেবল বাক্যজন্য) বাক্যার্থ জ্ঞান হইতে বিলক্ষণস্বরূপ ধ্যান ও উপাসনাদি শব্দবাচ্য জ্ঞানই বেদান্তবাক্যসমূহের দ্বারা বিধেয়স্বরূপ ইষ্ট হইয়াছে।

অনাদি কালসঞ্চিত ভেদবাসনার উচ্ছেদ হইতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হবে, ধ্যান বা উপাসনা নিষ্প্রয়োজন, ইহা হইতে পারে না।

[ক্রমশঃ।]

এই সংখ্যার ৩৬৮ পৃষ্ঠার ২১ পঙ্‌ক্তিতে ২০৸/০র পরিবর্তে ২০০৲ এবং ২২ পঙ্‌ক্তিতে ১০৶০র পরিবর্তে ১০০৲ পড়িবেন।

THE

HINDU SYSTEM OF MORAL SCIENCE

BY

BABU KISHORI LAL SARKAR, M. A., B. L.

SECOND EDITION.

THOROUGHLY REVISED AND ENLARGED.

Price one Rupee.

THE following are a few extracts from the opinions of distinguished men and remarks made by the press:—

OPINION of F. MAXMULLER, PROFESSOR, OXFORD.—The best proof I can give you that I valued your book is that I actually took it with me to Italy where I have passed the cold season on account of my health. I think your book will be useful as showing that your philosophers have not neglected the study of ethics, * * * and that one who follows the principles of the Geeta can never go wrong.

OPINION of E. B. COWELL, PROFESSOR, CAMBRIDGE.—It is altogether a new point of view to a western reader.

OPINION OF DR. HUBBE—SCHLIEDEN OF HANOVER.—Regarding the two books of the Hindu series:—Both, the treatise on the Gunas as well as that on the prema and bhakti, are very valuable hand-books for practical students of Indian Philosophy and serve for its application to ordinary life and to higher aspirations.

OPINION OF THE HON'BLE P. ANANDA CHARLU, RAI BAHADUR, C. I. E., MEMBER OF THE LEGISLATIVE COUNCIL OF THE GOVERNOR-GENERAL OF INDIA:—The book deserves to be made a first text-book of religious teaching in every school. I will ask every Hindu to read it. I want every young man to be taught it. I cannot do better justice than to proclaim it as a little manual worth its weight in gold deserving to be read by every Hindu parent and by him to be taught to his sons and daughters.

Opinion of Mr. N. K. Bose, M. A., C. S., Magistrate, Rajshahi:—In the Hindu Shastras the principles which regulate conduct have been laid down, but they are not stated systematically. The masterly analysis of those principles by Babu Kishori Lal Sarkar has thrown a new light on the question and will enable people to understand it more thoroughly. In Europe there is and has always been a conflict between science and religion. There is or supposed to be an inconsistency between some of the results to which modern science unmistakably points and ideas which are derived from the description in the Bible. Herbert Spencer and others who follow him are trying to show how rules of conduct may be established on a scientific basis and may be explained by the same theory as cosmology, biology, etc. are explained, *viz.*, the theory of evolution. Our old Rishis propounded a theory which is equally applicable to cosmology—the doctrine of the universe, and theology—the doctrine of the soul. This theory again does not militate against the latest scientific theory.

Opinion of the Hon'ble Dr. Guru Dass Banerji, D. L. Justice, Calcutta High Court:—The book gives a compendious but clear view of the cardinal doctrines of the Hindu system of morals indicating now and then some of the main points of agreement between that system and the ethical system generally accepted in the West.

Opinion of the Revered Babu Raj Narayan Bose, the late President of the Adi Brahma Samaj.—This work will no doubt remove misconceptions about the Hindu system of moral science from the minds of Europeans and the English-educated inhabitants of India. They will see at once how true and comprehensive it is. The work is very valuable and unique in its character.

Opinion of the Veteran Educationist, Babu Horo Lal Roy.—The book is boldly original and profoundly thoughtful. Our author seems to have thoroughly analysed the Geeta; and

then by no mean power of generalisation to have put its parts together so as to form a harmonious and philosophically connected whole. Many of our countrymen are becoming admirers of the Geeta and are even enamoured of particular *slokas* contained in it. If they read Babu Kishori Lal's book they will be able to enter into the Geeta's spirit and grasping the whole to perceive its true grandeur.

The *Hindu* says:—The author has shown that the Hindu system of ethics is a pure science founded upon the laws of nature. For it should be remembered that in the field of ethics there are two insuperable difficulties facing the men of the west whether they are the followers of naturalism or idealism * * From a perusal of the above it will appear that solution of the above difficulties are forthcoming from the Hindu ethics. We commend to our readers the above work in order that they may see how the difficulties of the west are met by the orient.

The *Amrita Bazar Patrika* says:—We have rarely come across a work which is so profoundly thoughtful and which is so soul-elevating as the "The Hindu System of Moral Science" by Babu Kishori Lal Sarkar, M. A., B. L. The book is a repository of all that is high and noble and the author has opened a new avenue to those who desire to know through the intellect some of the grandest truths relating to Hindu religion. The book has been written in a simple and lucid style and in a most catholic and liberal spirit, and we can strongly recommend it to all classes of readers and to men of all creeds and nationalities. We have not the slightest doubt that every devout mind will benefit by the perusal of the treatise.

All books are to be had of Babu Sarasi Lal Sarkar, M. A.,

121, Cornwallis Street, Shambazar, Calcutta.

THE INDIAN EVIDENCE ACT

BY

BABU KISHORI LAL SARKAR, M. A., B. L.

(AS MODIFIED UP TO THE LATEST AMENDMENT.)

Price Rs. 4 As. 8.

SECOND EDITION.

Extracts of Press notice and from opinions of distinguished lawyers and judges regarding the present edition.

OPINION of DR. RASH BEHARI GHOSE.—I have found your book very useful to me and have no doubt it will be appreciated by every practising lawyer in the country.

OPINION of the HON'BLE JUSTICE GOOROO DAS BANERJI.—I thank you most cordially for your kind present of a copy of your excellent edition of the Evidence Act. Your well-arranged and concise but copious notes, giving not only the substance of important decided cases but also the leading principles laid down by approved writers on the law of Evidence, will, I doubt not, make this book useful alike to the practitioners and to students of law.

OPINION of the HON'BLE JUSTICE CHARLES H. HILL.—I have now glanced through your book, and if I may say so, I think it extremely well done and likely to prove very useful.

THE HON'BLE JUSTICE J. F. NORRIS SAYS:—I shall make a point of using your book.

THE HON'BLE JUSTICE H. W. GORDON SAYS:—Your edition of the Indian Evidence Act will, I am sure, be found useful both by the Bar and the Bench.

THE HON'BLE JUSTICE M. G. RANADE, of the BOMBAY HIGH COURT, SAYS:—It is a very serviceable book and will prove of great use to both practitioners and judges

THE HON'BLE JUSTICE P. C. BANERJI of the ALLAHABAD HIGH COURT, SAYS:—I have glanced through the book and from what I have seen of it I have every reason to hope that it will be useful to the profession, especially the Appendix, in which you have collected under different appropriate heads the Rulings of the several High Courts bearing on question of Evidence.

THE HON'BLE JUSTICE S. SUBRAMANIA IYAR, of the MADRAS HIGH COURT, SAYS:—I consider your book on Evidence a most valuable and useful work. * * * The notes appear to have been carefully got up.

'ADVOCATE,' LUCKNOW.—It is a most useful treatise on the Indian Law of evidence. One of its chief merits appears to be that it has thoroughly dealt with the difficult parts of the Act briefly but systematically and with the fullest references to decided cases and text books. For instance, the subject of relevancy, presumption, *Res judicata* and of burden of proof have been most satisfactorily dealt with. The get up of the book is neat and the price of it is very morderate.

'INDIAN MIRROR.'—The abstruse sections of the Act stand in positive need of elucidation. The edition before us furnishes this by apt extracts from the authoritative text-writers—Taylor, Best, Norton, etc. which are copious without being diffuse. The Indian case-law on the subject has very largely been drawn upon, so that the reader may find at a glance the up-to-date interpretation of a particular branch or section of the Law of Evidence. Appropriate quotations from the reports of the Select Committee, which form a sort of intermediary between the old English law and the new Indian Act, enhance the value of the work, which clearly point out the particulars in which the English and the Indian law differ. The subject of weight of evidence which the Act itself leaves to judicial discretion, is dealt with in this edition by embodying the observations of jurists and judges. The value of the book is also greatly increased by an appendix, containing notes of decisions on questions of evidence, arising in particular cases (*i.e.*, Benami cases

landlord and tenant, Will cases, Contribution cases, Title cases, etc, etc.). This portion is indispensable to practitioners who need only consult its pages to find out what kind of evidence should be forthcoming in what sorts of cases. We have much pleasure in commending this edition of the Evidence Act to the notice of all members of the Bar and the legal profession who, we have no doubt, will highly appreciate the book.

'MAHRATTA,' POONA.—The Evidence Act is the first codification of the English Law of Evidence, and the framer of the Act, Mr. Stephen, has followed therein an arrangement of his own which differs so widely from the arrangement generally adopted by the writers of the text-books that the 167 sections of the act, though they contain almost all the important principles of the "Law of Evidence," are not intelligible to the student without the aid of a commentary. Mr. Best's work is too elaborate, exhaustive and costly for an ordinary student, and a brief but intelligible commentary was therefore a necessity. Mr. Sarkar's book will, we hope, admirably supply this want. All the decided cases have been carefully collected and inserted in their proper place; and the practitioner can see at a glance how the sections are interpreted by the highest courts in the country. The notes again contain copious extracts from the text writers fully illustrating the principles embodied in the Act. The chief merit of the notes, however, consists in the light which they throw upon the arrangement of the Act and the relation of its different parts with one another. In short, the author has done everything to make the work as useful and reliable as possible, and we feel little hesitation in recommending it to the students and practitioners of law in this country.

N. B.—Numerous other opinions are withheld from want of space.

শ্রীরামানুজ চরিত।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।]

[৩৫৬ পৃষ্ঠার পর

দ্বিতীয় অধ্যায়।—শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরাপ্রভাব।

কথিত আছে যে, একদা শ্রীমন্নারায়ণ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর সম্মুখে উক্ত গোপিকা-প্রবরের এই বলিয়া সাতিশয় প্রশংসা করিতেছিলেন যে, ত্রিভুবনে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা মধুর কবির অবিচ্ছিন্ন প্রেমপ্রবাহকে বাধা দিতে পারে। ইহাতে শ্রীশ্রীজগজ্জননী ঈর্ষান্বিতা হইয়া কহিলেন যে, [illegible] কিছুই নাই, এবং স্বীয় বাক্য সপ্রমাণ করিবার জন্য তখনই [illegible] আপনার জনৈক দাসীকে মনোহর বেশভূষা করিয়া সর্বদাই ভক্তবরের [illegible] পথানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকিতে নির্দেশ করিলেন। একদা মধুর কবি [illegible] হইতে কুসুমাদি চয়ন করিয়া মালা গাঁথিতেছেন, সেই সময়ে মুনিজনমনোমোহনকারিণী, সর্বাঙ্গসুন্দরী, কটাক্ষবাণবর্ষিণী, কোন যুবতী একটী [illegible] হস্তে, সগদ্গদ প্রেমসম্ভাষণে উক্ত সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ঠাকুর! দাসীর রচিত এই মালাটী কি অনুগ্রহ করিয়া অদ্য শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীকণ্ঠে লম্বিত করিয়া দিবেন? আমি বিদেশিনী, নূতন এখানে আসিয়াছি; এখানে কিছুকাল থাকিবার ইচ্ছা আছে। আমার আত্মীয় স্বজন এখানে কেহ নাই। আপনি মহাপুরুষ সুতরাং সকলেরই আত্মীয়; এই সাহসে আপনার শ্রীপাদপদ্মসমীপে উপনীত হইয়াছি।" সুন্দর মালা দেখিয়া ভক্তবর স্বভাবতই স্বীয় ইষ্ট বিগ্রহে সাজাইতে ইচ্ছা হেল এবং যুবতীর মধুর সম্ভাষণেও হৃদয় কিছু দ্রবীভূত হইল। তিনি অতি আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ করিলেন। [illegible] সেই অঙ্গনা প্রতিদিনই তাঁহাকে একটী করিয়া সুন্দর মালা দিতেন [illegible]

…য় তাঁহার পুষ্পোদ্যানে বারি সিঞ্চন করিতেন। যুবতীর যৌবনা ও মধুর স্বভাব দেখিয়া মহাভক্তের মনও শ্রীশ্রীগোবিন্দচরণপথ হইতে ক্রমে স্খলিত হইয়া পড়িতে লাগিল, এবং যুবতীচিন্তা ক্রমে ক্রমে মনকে অধিকার করিতে লাগিল। পরিশেষে তিনি ঈশ্বরের জন্য উন্মাদ না হইয়া যুবতীসঙ্গেচ্ছায় উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। যুবতীও স্বীয় হাব, ভাব, কটাক্ষ ও লাবণ্যে আরও তাঁহাকে মোহিত করিলেন। অবশেষে অধীর হইয়া যখন তিনি আপনার মনোভাব বারাঙ্গনাসমক্ষে ব্যক্ত করিলেন, তখন সেই বারযোষা তাঁহাকে স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা করায়, অনন্যোপায় হইয়া নিঃস্ব ব্রাহ্মণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সে দিবস তাঁহার মন্দিরে যাওয়া হইল না। নারায়ণ নিজ ভক্তের অনুপস্থিতির কারণ বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণসমীপে গমনপূর্ব্বক আপনার স্বর্ণপাত্র তাঁহাকে দিয়া কহিলেন যে, "কেন কাঁদিতেছ? ইহা লইয়া তোমার অভিলাষ পূর্ণ কর।" যখন ব্রাহ্মণ মহাহর্ষে দ্রুতপদসঞ্চারে বারাঙ্গনার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, তখন বেশ্যার তৎপরিবর্ত্তে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনাথ স্বীয় ইষ্টদেবকে নিরীক্ষণ করিয়া যুগপৎ লজ্জা ও ঘৃণায় মৃতপ্রায় হইলেন এবং অবশেষে "হে দয়ার সাগর! আজ আমায় নরকপাত হইতে উদ্ধার করিলে, তোমার কৃপার অবধি নাই!" এই বলিয়া প্রেমবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেইদিন হইতে তিনি হরিপ্রেমে একবারে উন্মাদ হইয়া পড়িলেন। ও তাঁর যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইল। কোন যুবতীর কটাক্ষ এই ঘটনার পর আর তাঁহাকে মোহিত করিতে পারে নাই।

পোইহে, পূদত্ত ও পে আল্‌ওয়ার সম্বন্ধে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। একদা আকাশ ঘনঘটাসমাচ্ছন্ন হইয়া অনর্গল করকাসহিত বৃষ্টি বর্ষণ করিতে থাকিলে প্রভঞ্জন ক্রোধমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক দুর্দ্দিনের সহায়তা করিয়া প্রকৃতিদেবীকে সাতিশয় ভয়ঙ্করী করিয়া তুলিল। দুই দিন ধরিয়া এইরূপে অনবরত ঝড় ও বৃষ্টি হইতেছে। পথে পথিকমাত্র নাই। অতি নিঃস্ব, গৃহহীন লোকও পর্ব্বতগহ্বর বা বৃক্ষকোটর আশ্রয় করিয়া প্রবল বাত্যা ও বৃহদাকার করকার নির্দ্দয় প্রহার হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতেছে।

সেই সময় একটী সুবিস্তীর্ণ বৃক্ষলতাপরিশূন্য প্রান্তরমধ্যে জনৈক শীতকম্পিতকলেবর, জীর্ণবসন, উন্মত্তবৎ পথিক স্বভাবতঃ পরচ্ছিদ্রান্বেষী ও নিষ্ঠুর প্রভঞ্জনের ক্রীড়নকস্বরূপ হইলেন। তাঁহার জীর্ণ উত্তরীয়খানির উপর ঝটিকার যাবতীয় আক্রোশ। সেইখানি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিবার জন্য স্বীয় সমস্ত বেগই যেন তদুপরি কেন্দ্রীভূত করিয়া তুলিল। কিন্তু তাঁহার করদ্বয় সর্ব্বদাই সাবধানে উত্তরীয়ের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় সমীরণ কিছুই করিয়া উঠিতে না পারিয়া যেন "গোঁ গোঁ" শব্দে আপনার নিরতিশয় ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির পরিচয় দিতে লাগিল। মেঘমালা সমীরণের দুর্ব্বলতা দেখিয়া তাহার সহায়তা করিবার অভিপ্রায়েই যেন একটি বৃহৎ করকা পথিকের শিরোদেশ লক্ষ্য করিয়া পাতিত করিল। তাহাতে তিনি দুই হস্তে স্বীয় মস্তক রক্ষা করিতে গিয়া উত্তরীয়ের বন্ধন শ্লথ করিবামাত্র আশুগতি আশু তাহা হরণ করিয়া লইল। চঞ্চলস্বভাবা, ধৃষ্টা প্রকৃতি তদবলোকনে উৎফুল্লা হইয়া বিদ্যুৎপ্রকাশ ও মেঘগর্জ্জন দ্বারা খল খল হাস্য করিয়া বহুনির্ঘোষসহকারে সমীরণের সাধুবাদ করিতে লাগিল। পথিকের দেহ যেন রক্তমাংসের দেহই নহে, তাহা যেন সুখদুঃখপরিশূন্য, জড়পিণ্ডবৎ, প্রকৃতি এইরূপ ভাবে সেই সহিষ্ণু পথিকের সহিত ব্যবহার করিতেছিল। পথিকও যেন উক্ত উপহাসরহস্য বুঝিতে পারিয়া সমীরণ কর্ত্তৃক উত্তরীয়খানি অপহৃত হইলে যখন চপলা প্রকৃতি হাসিয়া উঠিল, তৎসঙ্গে তিনিও হাসিয়া উঠিলেন এবং তাহাতে দুঃখিত না হইয়া নিম্নলিখিত সঙ্গীতে স্বীয় পবিত্র হৃদয়ের বিমল হাস্য প্রকটিত করিতে লাগিলেন।

হরিহে,
স্বভাবচপল তুমি ইতি উতি যাও।
আপনি নাচিয়ে সদা অপরে নাচাও।
কারেও মজাও হাসি সুমধুর হাসি।
গোপীমন মজায়েছ বাজাইয়া বাঁশি!
জগৎ উদরে ভরি রাখিয়াছ হরি!
তথাপি ক্ষুধায় খাও ননী চুরি করি।

সরলা গোপের বালা না জানি এ ছল।
কোপে তব মায়ে কহে করি কোলাহল॥
ভ্রুকুটিতে মুখশশী করিয়া বিকৃত।
সরল রাখালে কভু কর হে চকিত॥
অমনি আবার তারে করি আলিঙ্গন।
ঘন ঘন কর তার বদনে চুম্বন॥
কভু ভয়ঙ্কর তুমি কভু মনোহর।
কভু বা চপল কভু স্থির কলেবর॥
কভু রাজবেশ প্রভু কভু দীনবেশ।
বলিয়া তোমায় হরি কে করিবে শেষ॥
হরিয়া বসন মোর হাস খল খল।
চতুর চাতুরী তব জেনেছি সকল॥
খেলা হরি যত পার কর উপহাস।
তোমার প্রীতিতে প্রীত এ চিরদাস॥

পথিক সেই ঘোর দৈবদুর্বিপাকে কোনরূপ অসন্তুষ্ট বা ক্ষুব্ধ না হইয়া আনন্দময়বিগ্রহে পুলকিত হওতঃ নৃত্যপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুই দিবস উদরে অন্ন নাই। দুই দিবস ঝড় ও শিলাবৃষ্টির ক্রীড়নকস্বরূপ হইয়া প্রান্তর মধ্যে নানাভাবে তাড়িত হইলেও সেই প্রেমিক মহাপুরুষ উক্ত তাড়নায় অভূতপূর্ব্বানন্দস্বরূপ পরমানন্দ লাভ করিয়া মুহুর্মুহুঃ পুলকিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এতাবৎকাল তাঁহার দেহ আছে বলিয়া জ্ঞান ছিল না। কিন্তু দুই দিবস পরে যেন কিছু ক্লান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। সম্মুখে একটী অতি ক্ষুদ্র কুটীর পরিলক্ষিত হইল। তিনি তদভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কুটীর দ্বাররুদ্ধ। ভিতরে কেহ আছে বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু দ্বার সর্ব্বতোভাবে রুদ্ধ থাকায় ভিতরে যাওয়া অসম্ভব বোধ হইল। সম্মুখে একটী সঙ্কীর্ণ পত্রাচ্ছাদিত অলিন্দ। অতি কষ্টে তদুপরি একজন "কুকুর কুণ্ডলি" [illegible]

সন্তাপহারিণী নিদ্রার কোমলস্পর্শে তিনি অভিভূত হইতেছিলেন, ইত্যবসরে অন্য দিক্ দিয়া আর একজন তদবস্থ পথিক আসিয়া সুপ্তপ্রায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! এখানে কি একজন শীত, বৃষ্টি ও বাত্যাতাড়িত, ক্ষুধার্ত্তের বিশ্রামস্থান আছে?" তাহাতে তিনি উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া আহ্বান করিলেন, "আসুন! শুভাগমন করুন! যেখানে একজনের শয়নস্থান আছে, দুইজনের উপবেশনস্থান সেখানে পর্য্যাপ্ত!" দ্বিতীয় পথিক সাগ্রহে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া, বিশ্রামলাভপূর্ব্বক যেন প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন। নিদ্রাদেবী উভয়েরই সন্তাপহরণমানসে স্বীয় কোমলস্পর্শে তাঁহাদের অভিভূত করিতেছেন, ইত্যবসরে, প্রবল বাত্যাতাড়িত, শীতকম্পিতকলেবর, জীর্ণবসন, সাতিশয় পরিশ্রান্ত, পূর্ব্বপথিকদ্বয়ের ন্যায় মহাবস্থাপন্ন অনৈক তৃতীয় পথিক দ্রুতপদসঞ্চারে তথায় উপনীত হইয়া তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়গণ! ওখানে কি তৃতীয় ব্যক্তির স্থান আছে?" পথিকদ্বয় আগ্রহসহকারে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়া উঠিল, "আসুন! আসুন! যেখানে দুইজন উপবিষ্ট হইতে পারেন, সেখানে তিনজন অনায়াসেই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন।" ইহাতে তৃতীয় ব্যক্তি সানন্দে তাঁহাদের পার্শ্ববর্ত্তী হইলে শ্রান্তির অনেক লাঘব করিলেন।

তৃতীয় পথিক আশ্রয় লাভ করিবার পর ঝড় ও বৃষ্টি উভয়ই সহসা নিরস্ত হইলে বোধ হইল, যেন উক্ত পথিকত্রয়কে বিপন্ন করিবার জন্যই তাহারা সমবেত হইয়া ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত করিয়াছে। আকাশ নির্ম্মল হইল। তরুণ অরুণ অমৃতময় কিরণ চারিদিকে বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে প্রথম পথিক দেখিলেন যে, সেই হাস্যময়ী প্রকৃতির ক্রোড়ে, শঠের শিরোমণি, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম স্বীয় হস্তচতুষ্টয়ে ধারণ করতঃ মধুর হাসিতে তাঁহার মনকে মোহিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি এই বলিয়া সেই কৌতুকপ্রিয় হরির বাঙ্ময়ী পূজা বিধান করিলেন;—

পুনঃ সখে একি নববেশ! ইতিপূর্ব্বে রুদ্রের আবেশ।
হেরি তব মোহন মূরতি, প্রাণ মন পুলকিত অতি,
কি দিয়া হে তুষিব তোমায়, কি ধন বা আছে এ দরায়।

ধর্মদীপে অভিষেক যার। বাণসূর্য্য শিখা তার হয়॥
এই দীপে আরতি বিধান, করি তব জুড়িয়া পরাণ,
লহ সখে এই পূজা মোর, বাঁধ দাসে দিয়া প্রেমডোর।

দ্বিতীয় পথিকও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সেই ভুবনমোহনের এই বলিয়া পূজা করিলেন ;—

আহা মরি কিরূপ মধুর, সকল সন্তাপ হ'ল দূর।
প্রেমদীপে হৃদয় জ্বলায়ে, জ্ঞানশিখা তাহাতে জ্বালায়ে,
তব পূজা করি সংবিধান, ওহে বঁধু মাতাইয়া প্রাণ,
লহ সখে এই পূজা মোর, বাঁধ দাসে দিয়া প্রেমডোর।

সুষমার নিবাসভূমি শ্রীহরির রূপচ্ছটায় উন্মত্ত হইয়া তৃতীয় ব্যক্তি পূজাদি বিস্মৃত হইলেন।

প্রেমোন্মত্ত পথিক নাচিতে নাচিতে গাহিলেন।—

দেখেছি দেখেছি সখে দেখেছি তোমায়,
ওরূপ ছটায় কাঁদে, মিহির পড়িয়া কাঁদে,
সুষমায় তারা শশী বদন লুকায়।
চিরদাস আমি আজ বিকাইনু পায়॥

প্রেমোন্মাদে নাচিতে নাচিতে প্রেমিক সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। গোপিমনোমোহন হরিও হাস্যময়ী প্রকৃতির অঙ্কে লুকাইয়া পড়িলেন। পক্ষিগণ প্রাভাতিক সঙ্গীতে তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। পথিক তিনজন পরস্পরের পরিচয় পাইয়া পরস্পরের পাদবন্দনা করিতে গিয়া প্রণয়কলহে মগ্ন হইলেন। প্রত্যেকেই অন্য দুইজনের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া নিজ নিজ আশ্রম হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং অবশেষে এই অদ্ভুত ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া নানারূপ দেবতাকল্পনার ভিতর দিয়া সহসা একস্থানে তাঁহাদের একত্র সমাগম ও ভগবদ্দর্শন হওয়ায় তাঁহারা আপনাদের কৃতার্থ মনে করিলেন ও পরম নির্বৃতি লাভ করিয়া যথাভিলষিত প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া প্রস্থান করিলেন। প্রথম পথিকটীর নাম পৌইহে আল্‌বৈয়ার, দ্বিতীয়টীর নাম পুদত্ত আল্‌বোয়ার, এবং তৃতীয়টীর নাম পে আল্‌বোয়ার।

[ক্রমশঃ।]

ঝালোয়ার দুহিতা।

বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ] [৩৬০ পৃষ্ঠার পর।

—•—

পিঙ্গলা উত্তর করে, " তুমি আমার কপী বল কেন ? অনাথ অবস্থায় তুমি আশ্রয় দিয়াছ, যদি রক্ষা পায়, তুমিই জীবনদাতা। ও কথা কেন,—এই গান শোন। এই গানটী তুমি বড় ভালবাস।" সুরদাস গান শুনিতে চায় না। মুগ্ধকারিণী পিঙ্গলার মোহিনী চেষ্টা, বার বার বিফল হইতে লাগিল। পিঙ্গলা অন্তরে অন্তরে বুঝিল, সুরদাস মর্ম্মপীড়িত। বুঝিয়াছিল, সুরদাস তাহাকে ভালবাসে,—কিন্তু প্রতিদানের শক্তি তাহার নাই। এ চিন্তায় পিঙ্গলার চক্ষে বিরলে জল পড়ে। কিন্তু চুম্বকসূচিকা যেরূপ উত্তর দিক লক্ষ্য করিয়া থাকে,—আমোদে, বিষাদে, অনুরতাপে, পিঙ্গলার মন, সেই রূপ-গৃহের, লক্ষ্য-শূন্য দৃষ্টি প্রতি রহিয়াছে! উপায় নাই। মনে মনে বিস্তর চেষ্টা করে, সুরদাসের অকৃত্রিম প্রেমের প্রতিদান দিবে, বিফল চেষ্টা!

ক্রমে সুরদাস আর নিত্য আনাগোনা করে না। যে সময়ে পিঙ্গলার নিকট আসিত, সে সময়ে হয়ত' কোনও নদীর তীরে, কোনও নিভৃত কুঞ্জে, কোনও জনশূন্য প্রান্তরে, একা বসিয়া থাকে।

হৃদয়াগ্নি দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। একবার পিঙ্গলাকে ঘৃণা করে, একবার কোথাও চলিয়া যাইব—ভাবে, একবার তিরস্কার করিব মনে করে,—কিছুতেই তৃপ্তি নাই।

সুযোগ পাইয়া পাপ প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে উপদেশ দিতে লাগিল। প্রাণ রবে না,—বরং হত্যা করিব। সুমতি অনেক নিবারণ করিল, কিন্তু পাপ প্রবৃত্তি প্রবল হইল। ভাবিল, চিকিৎসকের দ্বারায় এই কার্য্য সম্পন্ন করিব। না পিঙ্গলা জানিবে। দাসী,—না পিঙ্গলা জানিবে। শেষে, স্থিরবশতঃ কথা এ কার্য্য

করিতে পারে। কণ্টকের দ্বারায় কণ্টক উদ্ধার করি। পিঙ্গলা জানিলে বঙ্কাকে ঘৃণা করিবে। এক কালো [illegible] সর্ব্বনাশ! কিন্তু বঙ্কার কোনও সংবাদ নাই। দেউড়ী, গেলা, তাড়িখানা, বেশ্যালয়ে সংবাদ লয়; বঙ্কার কোনও উদ্দেশ নাই।

একদিন বঙ্কার কোনও প্রিয় তাড়িখানায় উপস্থিত। তথায় কুৎসিতবেশ, কুৎসিতাবয়ব, এক ব্যক্তি বসিয়া পান করিতেছে। তাহার নিকট বঙ্কার কথা জিজ্ঞাসা করিল। কুৎসিত ব্যক্তি উত্তর করিল,—"কেন? বঙ্কাকে কেন? আমরা কি কোন কাজ পারি না?" আরক্ত অহিচক্ষু টিপ্ টিপ্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। "কি কাজ, বল না?"

কতদূর এ ব্যক্তিকে প্রত্যয় করিবে, সুরদাস ভাবিতেছে,—কুৎসিত ব্যক্তি বলিল, "আমার নাম সুজন কসাই। আমি সহরের বাহিরে থাকি। সুজন কসাইকে সবাই জানে। আমি মানুষ, গরু বাছি না।"

সুরদাস কিছু বলিল না, ধীরপদে চলিতে লাগিল। সুজন কসাইও কিছু দূরে, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। মনে মনে ভাবিতেছে, অন্ধা, বঙ্কা, সুজন কসাইকে যে খোঁজে, তার ভারি কাজ আছে। আমায় বিশ্বাস করিল না, তাই কাজের কথা বলিল না! ভাল—দেখি, মানুষটা কোথা যায় দেখি! ধীরে ধীরে পিঙ্গলার গৃহাভিমুখে সুরদাস চলিল। সুজনও পশ্চাৎ ছাড়িতেছে না! সুরদাস পিঙ্গলার গৃহে পৌঁছিল।

আশ্চর্য্য হইয়া সুরদাস দেখিল যে, পিঙ্গলার গৃহে, অন্ধা, বঙ্কা, আর একটী অপরূপ লাবণ্যবতী পূর্ণযৌবনা রমণী। অমানুষী সৌন্দর্য্য,—মুখের পানে মুখ তুলিয়া চাও, অরূপ লম্পট বিরল। করুণাপূর্ণনেত্রে সুন্দরী রোগীর প্রতি দৃষ্টি করিতেছে। সুন্দরী বলিতে লাগিল, "হে বৈষ্ণব! তুমি আমার প্রতি নির্দ্দয় কেন? চক্ষু মেলিয়া দেখ, আমি সেই অভাগিনী। তুমি যার আশায় [illegible] আলবনে প্রবেশ করিয়াছিলে, তাহার সঙ্গে আমি কথা কহিয়া আসিয়াছি। তাহার [illegible] জান?"

রোগী চক্ষু মেলিল। কথা যেন তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছে। মীরাবাইকে চিনিল। রোগী বলিল, "দেবি! অভাগিনীর কি কোন সংবাদ জান?"

মীরা উত্তর করিল, "জানি! তিনি তোমার জন্যই কালযাপন করিতেছেন।" রোগী উঠিয়া বসিল, গমনোদ্যত,—আবার আলবনে যাইবে। আবার তাহার প্রণয়িনীর তত্ত্ব লইবে। কিন্তু মীরা নিবারণ করিলেন। এ সকল পিঙ্গলা দেখিতেছে। চক্ষে জল নাই, বদনে রাগ নাই, শ্বাস রুদ্ধ! যেন প্রস্তর প্রতিমা দাঁড়াইয়া আছে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। পিঙ্গলা মনে করিল, আমার কার্য্য ফুরাইল। যুবা জীবিত, আরোগ্যলাভ করিয়াছে। তবে কি চাই? হৃদয়ে কোটী কোটী তরঙ্গ উঠিতে লাগিল! সাগরতরঙ্গ নির্ণয় হওয়া সম্ভব, কিন্তু মনস্তরঙ্গ মনই গুনিতে পায় না। কি চাই, কি চাই, অন্তরে এই কোলাহল। তরঙ্গ উঠিতেছে, তরঙ্গ নামিতেছে, মহা কোলাহলে তরঙ্গ বহিতে লাগিল। সে তরঙ্গকোলাহল, কেবল পিঙ্গলা শুনিল, আর কেহ শুনিতে পাইল না।

পাঠক বুঝিয়াছেন, রোগী মন্দাররাজকুমার বীরেন্দ্রসিংহ। আলাহদের পরাজিত হইয়া তিনি আর রাজ্যে ফেরেন নাই। কিশোরীকে দেখিতে তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইল, কিন্তু কি উপায়ে দেখিতে পাইবেন? মজুর কথায় জানিতেন যে, মীরাবাইয়ের মন্দিরের পশ্চাতে পথ আছে, তাহাতে আলবনে প্রবেশ করা যায়। সেই আলবন দিয়া একটী গুপ্ত পর্ব্বত শৃঙ্গে উঠিলে কিশোরীর দর্শন পাইলে পাইতে পারেন।

মীরা বৈষ্ণবী, বৈষ্ণবসেবায় রত থাকিতেন। বৈষ্ণবকে অদেয় তাঁহার কিছুই ছিল না, বৈষ্ণবের ভাণ করিয়া মন্দাররাজকুমার আলবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে রাত্রে তিরস্কারে তাহাকে পলাইতে দেখিয়াছিলাম,—পথ জানিতেন না, উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। পররাত্রে পিঙ্গলা গৃহে আনিয়াছিল।

গমনোদ্যত বীরেন্দ্রসিংহকে মীরা নিবারণ করায় বীরেন্দ্রসিংহ বলিলেন, "দেবি! কেন নিবারণ করিতেছেন? আমার প্রাণ ব্যাকুল। আমি কিসে

থাকে দেখিব। কোথায় দেখা পাইব? যদি কোনও উপায় থাকে, করুন। স্বপ্নঘোরে উঠিয়া আমি চারিদিকে কিশোরীকে দেখিতাম, চক্ষু চাহিয়া দেখিতাম, কিশোরী নাই। কে আনাগোনা করে! কত কি দেখিলাম, কিন্তু কিশোরীকে দেখিলাম না। কি করিব, কেমন করিয়া তাহার দেখা পাইব?"

মীরা কি প্রবোধ দিবেন ভাবিয়া পান না। কিশোরীর সংবাদ অগ্নিতে হবির ন্যায় প্রেমানল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। নিরাশ-ধূম উঠিতে লাগিল। সেই ধূমে মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন হইয়া বীরেন্দ্রসিংহ আবার অচেতন হইলেন। মীরা ব্যাকুল হইলেন। বৃদ্ধা বন্ধা প্রস্তরের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। পিঙ্গলা উন্মাদিনীর ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিল, "কই! সুধা ত বাঁচিল না।" পশ্চাৎ হইতে সুরদাস বলিল, "আমার কি?" পিঙ্গলা চাহিল, বাঘিনীর ন্যায় সুরদাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ শান্ত হইল। সুরদাসের চরণে ধরিয়া বলিতে লাগিল, 'সুরদাস! তোমায় বিস্তর যন্ত্রণা দিয়াছি। কিন্তু দেখ! আমারও যন্ত্রণা কম নয়। যদি তোমার হৃদয়ে সহানুভূতি থাকে, যদি তুমি আমায় ভালবাস, যদি তোমার ক্রোধ হইয়া থাকে, আপনার অন্তর দিয়া বোঝ, আমিও বিস্তর সহ্য করিতেছি। সুরদাস! উপায় নাই। আমি কি করিব! আমি অবলা! মন ফিরাইবার শক্তি আমি কোথায় পাইব? সুরদাস! আমায় মার্জ্জনা কর! যদি না মার্জ্জনা করিতে পার, যে শাস্তি হয় দাও। কিন্তু তোমার চরণে আমার মিনতি, আমার উপায় নাই!" সুরদাস পা ছাড়াইয়া চলিয়া গেল, বন্ধা মীরাকে বলিল, "এ বাঁচিবে। সুজন নামে একজন কসাই আছে, সে নানান্ রকম ঔষধ জানে,—সে ঔষধ দিলেই বাঁচিবে।" উন্মাদিনী পিঙ্গলা শুনিবামাত্র বন্ধার পদতলে পড়িল, "বন্ধা! আমার সর্ব্বস্ব লও, যদি উপায় থাকে কর।"

বন্ধা বলিল, "তোর সর্ব্বস্ব চাই না! আমি এক মজার জিনিষ পেয়েছি। এই মাগী আমায় দিয়েছে। তুই নিস্ ত নে! দিলে ফুরোয় না। বল্ হরিবোল!" পাপিনী পিঙ্গলা বলিল,—"হরিবোল!"

অন্নচিন্তা।

(৮)

বাবু প্রবোধ চন্দ্র দে।]

অন্নের জন্য যে এত চিন্তা হইতেছে, তাহা কোন্ শ্রেণীর লোকের নিমিত্ত, এক্ষণে তাহাই বিচার করা যাউক। ধনীদিগের ঘরে অন্নের কোনই চিন্তা নাই এবং তাহাদিগের বিষয় চিন্তা করিবার অন্যদিগের কোন কারণ নাই, অধিকারও নাই। মধ্যবিত্ত ও গৃহস্থদিগের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে অর্থের বিশেষ অনাটন হইয়াছে। দিন দিন বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষা দ্বারা দেশে যত অধিক লোক শিক্ষিত হইতেছে, ততই তাহাদিগের সাংসারিক ক্লেশ বৃদ্ধি পাইতেছে। সুখ, দুঃখ অনুভব ও পরিমাণ করিতে পারাই শিক্ষার অন্যতম গুণ। মানুষ যখন মূর্খ ও বর্ব্বর থাকে, তখন তাহার অভাব অভিযোগ থাকে না,—বিলাসিতার ভাব অনুভব করিবার ক্ষমতা থাকে না, সুতরাং যে অবস্থায় থাকে, তাহাকেই সুখের মনে করে। শিক্ষায় লোকের চক্ষু খুলিয়া দেয়, ইতিহাস পাঠে তাহার [illegible] অবস্থা বিচার করিতে সক্ষম হয়, কাজেই কিছুতেই, অন্ততঃ সহজে তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। বহু অধিক দিনের কথা নহে, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের যে অবস্থা ছিল, গৃহস্থের সংসারে যেরূপ সচ্ছলতা ছিল, এক্ষণে বোধ করি, তাহার এক চতুর্থাংশও নাই। তাহার কারণ, লোকের এক্ষণে [illegible] বাড়িয়াছে, কিন্তু এক শ্রেণীর লোকে বলেন যে আজকাল যেমন লোকের অভাব বাড়িয়াছে, খরচ-পত্র বাড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি আয়ও বাড়িয়াছে। তাহার যুক্তি এই যে, তখন লোকে তালতলার চর্ম্ম পাদুকা ব্যবহার করিত, এক্ষণে লোকে তিন চারি টাকার জুতা ব্যবহার করিতেছে, যেখানে বারো আনা মূল্যের একখানি উড়ানিতে কাজ চলিত, আজ সেস্থলে কামিজ কোট চাপান হইতেছে। লোকের আয় বৃদ্ধি না হইলে এসকল কোথা হইতে সম্পাদিত হয় [illegible] বড় [illegible], সুতরাং তাহা [illegible]

সভ্যতার প্রহেলিকা ভেদ করিতে পারা বড় কঠিন। সভ্যতার দিনে সামাজিক আচার ব্যবহার এতই বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হয় যে, তাহার মোহিনী শক্তির নিকট সহজেই পরাজিত হইতে হয়। সচ্ছলতা ও বিলাস—ধনীদিগের জন্য, কারণ তাঁহারা অর্থ দ্বারা তৎসমুদায়কে সহজে লাভ করিতে পারেন, কিন্তু সেই সচ্ছলতা ও বিলাসিতা কেবল তাঁহাদিগের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে সাধারণের কোনও ক্ষতি হইত না। গৃহস্থ ও মধ্যবিত্তগণ এই সকল সৌভাগ্যবানদিগের সংসর্গে থাকিয়া তাহাদিগকেও সেই সকল আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। সংসারে নিতান্ত অসঙ্কোচ থাকিলেও ভদ্রতা ও লৌকিকতার অনুরোধে তাহাদিগকে জনসাধারণের সমকক্ষ হইয়া চলিতে হয়। ভারতবাসী ইজ্জতাভিমানে পূর্ণ, সুতরাং ইজ্জতের দায়ে অনাহারে থাকিতেও কুণ্ঠিত নহে এবং সেই ইজ্জতের জন্যই লোকে এক্ষণে আর তালতলার চটীতে তৃপ্ত নহে, মোটা চাদরের পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত বহুমূল্য সার্ট বা কোট ব্যবহার করিতে পশ্চাৎপদ নহে।

আমরা ইহা অস্বীকার করি না যে, সেকাল অপেক্ষা একালের লোকে অধিকতর পরিশ্রম করে, অধিক পরিমাণে উপার্জ্জনও করে, কিন্তু তাহাতে কি থাকিয়া যায়? এক্ষণে প্রতিপদে সকল খরচই প্রায় চতুর্গুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আয় কখনই চতুর্গুণ হয় নাই। আর এক কথা—সংসারের সকল পুরুষ যদি উপার্জ্জনক্ষম হইত, মহিলাগণ যদি শিল্পী হইত, তাহা হইলেও বরং কথা ছিল! যে সংসারে একজন পুরুষ উপার্জ্জনক্ষম, তাঁহাকে আরও পাঁচটীকে প্রতিপালন করিতে হয়। বেকার ভ্রাতা, বৃদ্ধ পিতা মাতা, কুমারী বা বিধবা ভগ্নী, তাঁহাদিগের পুত্র কন্যা ইত্যাদিতে হিন্দু গৃহস্থের সংসার পরিপূর্ণ। সমাজে থাকিয়া ইহাদিগের মান-ইজ্জত সামাজিক পদ-মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া সুশৃঙ্খলে দিনাতিপাত করা আজকালের দিনে কত কঠিন, তাহা গৃহস্থলোক মাত্রেই অনবগত নহেন। ইহা সচরাচর দেখা গিয়া থাকে যে, উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির আয় কমিয়া গেলে, তাহার প্রধান কার্য্য সংসারের পাচক বা পাচিকাকে বিদায় দিয়া সংসার [illegible] চেষ্টা হয়, কিন্তু [illegible] মনে হয়, [illegible] পাচক

বা পাচিকাকে বিদায় দিয়া একমাসে পাঁচ ছয় টাকার সাশ্রয়ের চেষ্টা করা অপেক্ষা যাহাতে নিজের এবং সংসারের অপরাপর ব্যক্তির চেষ্টায় আর্থিক আয় বৃদ্ধি হইতে পারে ও সাংসারিক সুশৃঙ্খলতা দ্বারা দুই পয়সা খরচ হ্রাস হইতে পারে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিলে তদপেক্ষা অধিক লাভ হয়। পাচক পাচিকা বা পরিচারিকার কার্য্যে গৃহিণী বা সংসারের অপর কোন মহিলাকে নিযুক্ত না করিয়া এমন অনেক কার্য্য আছে, যাহাতে তাঁহারা নিযুক্ত থাকিলে অনেক সাহায্য হইতে পারে।

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দোষেও দারিদ্র্যের অনেকটা সহায়তা হইতেছে, বলিতে হইবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীতে এরূপ কার্য্যকরী বন্দোবস্ত থাকা উচিত, ছাত্রদিগকে এরূপ কার্য্যকরী শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে উপকার লাভ করিতে পারে। এক্ষণকার বিদ্যালয়সমূহে কেবল নানাবিধ ও কঠিন পুস্তকের তালিকার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। আজকাল নিম্ন-শ্রেণীর বালকগণকেও এত অধিকসংখ্যক পুস্তকাদি পাঠ করিতে হয় যে, তাহাতে প্রকৃত পড়াশুনাই হয় না—হওয়া সম্ভবও নহে। তাহা ব্যতীত অধিকাংশ পুস্তকই বাজে। এইরূপে অনর্থক কতকগুলা পুস্তক প্রবর্ত্তিত করিয়া কেবল যে সময় নষ্ট করা হয়, তাহা নহে,—ছাত্রদিগের শরীরও ক্ষয় করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে অনর্থক সময় নষ্ট না করাইয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি কার্য্যকরী শিক্ষাদ্বারা বালকগণের ভাবী ও সংসার বিচরণের পথ বিস্তৃত ও সহজ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেশের প্রকৃত হিতকারী মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন, সঙ্গে সঙ্গে সুকোমলপ্রাণ বালকগণও অতিরিক্ত পাঠনির্য্যাতন হইতে রক্ষা পায়। এক্ষণে বিদ্যালয়সমূহে যেরূপ নানাশাস্ত্রের বিদ্যা বালকদিগের গলাধঃকরণ করিতে হয়, পূর্ব্বে কিন্তু এরূপ ছিল না। বিদ্যামাত্রেই উচ্চ—শাস্ত্র মাত্রেই মান্য, কিন্তু এই ঘোর অন্নচিন্তার দিনে আপামর সাধারণের পক্ষে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইবার চেষ্টা না করা ভাল। যাহাদিগকে অন্নের জন্য চিন্তা করিতে হয় ও উপার্জ্জন করিতে হয়, তাহাদিগকে এরূপভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত যে, সে শিক্ষা কার্য্যকালে উপকারে আসিতে পারে। যাহাদিগের কর্ত্তৃপক্ষ বা

অভিভাবকগণ স্ব স্ব বালকদিগকে উচ্চশিক্ষা দিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক, তাহাদিগের পক্ষে সেই বালকদিগকে উচ্চশিক্ষার অনাবশ্যকীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির দ্বারা বিজড়িত ও বিড়ম্বিত করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করা নিতান্ত অদূরদর্শিতার কার্য্য। এই বিষয়ে অভিভাবক অপেক্ষা বিদ্যালয়ের এবং তদপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। যে বিদ্যা জগতের বা সংসারের কোন কার্য্যে না আইসে, অথবা আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই, সে বিদ্যার কোন মূল্য আছে কি না জানি না। পুস্তক লিখিত পাঠ কণ্ঠস্থ করিলেই যদি বিদ্বান হওয়া যায়, তাহা হইলে রামা মুদীর দোকানের সেই পুরাতন ময়না পক্ষীটিকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দিলেও কোন ক্ষতি নাই। শতকরা দশজন ছাত্র যদি বি-এ, বা বি-এল, পরীক্ষা দেয়, তাহার জন্য বাকী নব্বই জন ছাত্রকে স্কুল বিভাগের নিম্নশ্রেণী হইতে হরেক রকমের পুস্তকাদি পাঠ করাইয়া অনর্থক কেন সময় নষ্ট করান হয়, ইহার উত্তর কে দিবে? যাহাদিগের উচ্চ শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা বা অভিলাষ নাই, তাহাদিগকে বিদ্যালয়ের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলি শিখাইবার সঙ্গে কার্য্যকরী কোন কোন বিশেষ বিষয় শিক্ষা দিলে তাহাদিগের যে বিশেষ উপকার করা হয়, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন না হইলে আমাদিগের আশা দুরাশামাত্র। বালকদিগের শিক্ষা হইতে বালিকাদিগের বিষয় বিশেষের যেরূপ বিভিন্নতা আছে, সেইরূপ উচ্চ ও নিম্নশিক্ষার্থীদিগের শিক্ষার মধ্যে যাহাতে কিছু বিশেষত্ব বা তারতম্য থাকে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লক্ষ্য রাখা উচিত। গবর্ণমেণ্টের স্কুলসমূহে ব্যায়াম বা চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য যেরূপ সময় নির্দিষ্ট আছে এবং তাহার জন্য যেরূপ স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে, সেইরূপ বিদ্যালয়মাত্রেই অথবা কয়েকটী বিদ্যালয়ের সম্মিলিত উদ্যোগে স্থানে স্থানে শিল্পবিভাগ (Industrial and Mechanical) স্থাপিত হইলে ভবিষ্যতে বালকদিগের সংসারক্ষেত্রে কার্য্য করিবার অনেকটা সাহায্য করা হয় না কি? এইরূপ নানাবিধ উপায় না থাকায় সকল বালককেই বাধ্য হইয়া নিরূপিত পাঠকাল পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে আবদ্ধ থাকিতে হয়। [illegible] বিদ্যালয়ের নিকৃষ্ট বিদ্যা লাভ করিয়া

শিল্পাদি শিক্ষার দিকে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা হ্রাস হইয়া যায়, অথবা সে সকল বিষয় শিখিবার সময় থাকে না, অগত্যা যে সে কার্য্যে প্রবেশ করিয়া আজীবন দুঃখ ও কষ্টে কাটাইতে হয়।

সমালোচনা।

"অর্থসংগ্রহঃ"।—দেবনাগরী অক্ষরে সটীক সংস্কৃত দার্শনিক পুস্তক—১১০পৃষ্ঠা, ডিঃ ৮—মূল্য ।০ আনা। গ্রন্থকার—মহামহোপাধ্যায় লৌগাক্ষিভাস্কর। টীকাকার—পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ; ইনি অধুনা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার ও স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং "উদ্বোধনের" গীতাশাঙ্করভাষ্যের ও বেদান্তসূত্র-রামানুজভাষ্যের বঙ্গানুবাদক। পুস্তকখানি "জৈমিনিনয়ে প্রবেশার্থ অর্থসংগ্রহঃ"; অর্থাৎ জৈমিনিপ্রণীত দ্বাদশাধ্যায়ী পূর্ব্বমীমাংসাশিক্ষায় প্রথম প্রবেশকদিগের নিমিত্ত উক্ত দর্শনের সরল অর্থসংগ্রহ—বস্তুতই অতি সরল সংস্কৃতে অথচ সংক্ষেপে সমগ্র মীমাংসাদর্শনের সারভাব এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার মধ্যে অতি বিচক্ষণতার সহিত সংগ্রহ করা হইয়াছে। লেখা—সূত্রাকারে নহে, পদ্যেও নহে; সামান্য গদ্য মাত্র। যিনি সবে ২১ খানি মাত্র সংস্কৃত পুস্তক পড়িয়াছেন, তাঁহারও এই গ্রন্থপাঠে কিছু কাঠিন্য বোধ হইবে না—অনায়াসে মীমাংসাদর্শনে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিবেন। জ্ঞানী সন্ন্যাসীদিগের নিমিত্ত, শ্রুতির শেষাংশ উপনিষৎ হইতে যেমন উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন বিরচিত হইয়াছে, তেমনি কর্ম্মী গৃহস্থদিগের নিমিত্ত, বেদের প্রথমাংশ কর্ম্মকাণ্ড হইতে পূর্ব্বমীমাংসা বা "মীমাংসাদর্শন" প্রণীত হইয়াছে। বেদান্তসূত্রের প্রারম্ভে যেমন "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"; মীমাংসাদর্শন জৈমিনিসূত্রের প্রথমেও "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এইরূপ ভাবে আরম্ভ হইয়াছে। লৌগাক্ষিভাস্করও তাঁহার "অর্থসংগ্রহে" জৈমিনির প্রায় সেইরূপ প্রণালীতে

অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে একটু বক্তব্য এই যে, "অর্থসংগ্রহের" মূল যেমন সহজ হইয়াছে, পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্তৃক তট্টীকা তত সহজ হয় নাই। টীকাতে পণ্ডিত মহাশয়ের দার্শনিক ব্যুৎপত্তি বেশ প্রকাশ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে বিশেষ কঠিন হইয়াছে। ইহা ঠিক যেন গীতা-শাঙ্করভাষ্যের উপর আনন্দগিরির টীকা, অথবা বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের বৈশেষিক-কারিকাবলীর উপর মুক্তাবলী টীকা। "অর্থসংগ্রহের" তিন লাইন মূলের উপর এক পৃষ্ঠা বা ততোধিক পরিমাণে বিস্তৃত দার্শনিকী টীকা! যাহা হউক, অর্থসংগ্রহের মূল পড়িয়া যেমন দর্শনশাস্ত্রে অনভিজ্ঞগণ বিশেষ উপকার পাইবেন, পণ্ডিতগণও ইহার টীকা পাঠ করিয়া তেমনি অতিশয় আনন্দ লাভ করিবেন। ফল কথা, পুস্তকখানি প্রবর্ত্তক ও পণ্ডিত উভয় সমাজেই সমান আদরণীয় হইবার যোগ্য সন্দেহ নাই।

"পাতঞ্জল দর্শন"।—"বেদান্তচুঞ্চু-সাংখ্যভূষণ-সাহিত্যাচার্য্য শ্রীপূর্ণচন্দ্র শর্ম্মা সঙ্কলিত। ডিঃ ৮, ৩৫০ পৃষ্ঠা—মূল্য ২৲। ইহাতে পতঞ্জলিসূত্র ও তাহার সরল সংস্কৃতার্থ, বঙ্গার্থ, ব্যাসভাষ্য, ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ এবং বিস্তৃত বাঙ্গালা মন্তব্য দেওয়া হইয়াছে। পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় যে পাতঞ্জল দর্শন সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিজকৃত পদবোধিনী নামক অতি সরল সংস্কৃত টীকা দিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন প্রাচীন সিদ্ধ ঋষির টীকা অথবা ভাষ্য দেন নাই; এই অভাব উক্ত বেদান্ত-চুঞ্চু মহাশয় মোচন করিয়াছেন। পুস্তকখানি আমাদিগের খুব ভাল লাগিয়াছে।

গত ২০শে জুন মঙ্গলবার স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও সিস্টার নিবেদিতা ইংলণ্ড শুভযাত্রা করিয়াছেন।

মহাভাষ্যম্।

(পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভাষ্য-মূল।—কিং পুনর্নিত্যঃ শব্দ আহোস্বিৎ কার্য্যঃ। সংগ্রহে এতৎ প্রাধান্যেন পরীক্ষিতং নিত্যো বা স্যাৎ কার্য্যো বেতি। তত্রোক্তা দোষাঃ প্রয়োজনান্যপ্যুক্তানি তত্র ত্বেষ নির্ণয়ঃ। যদ্যেব নিত্যঃ। অথাপি কার্য্যঃ। উভয়থাপি লক্ষণং প্রবর্ত্ত্যমিতি।

বঙ্গানুবাদ।—শব্দ কি নিত্য অথবা কার্য্য? সংগ্রহ গ্রন্থে (১) ইহা বিশেষ প্রকারে পরীক্ষিত হইয়াছে যে, শব্দ নিত্য হইবে অথবা কার্য্য হইবে। তাহাতে দোষ সকল উক্ত হইয়াছে এবং প্রয়োজনসকলও উক্ত হইয়াছে। তাহাতে ইহা নির্ণীত হইয়াছে, যদি শব্দ নিত্য হয়, তাহা হইলেও কার্য্য। উভয় প্রকারেই লক্ষণ প্রবর্ত্তিত করা উচিত।

ভাষ্য-মূল।—কথং পুনরিদং ভগবতঃ পাণিনেরাচার্য্যস্য লক্ষণং প্রবৃত্তম্।

সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে—।

সিদ্ধে শব্দেঽর্থে সম্বন্ধে চেতি। অথ সিদ্ধশব্দস্য কঃ পদার্থঃ। নিত্যপর্য্যায়বাচী সিদ্ধশব্দঃ কথং জ্ঞায়তে। যৎ কূটস্থেষ্ববিচালিষু ভাবেষু বর্ত্ততে। তদ্যথা,—সিদ্ধা দ্যৌঃ, সিদ্ধা পৃথিবী, সিদ্ধমাকাশমিতি। ননু চ ভোঃ কার্য্যেষ্বপি বর্ত্ততে। তদ্যথা,—সিদ্ধ ওদনঃ, সিদ্ধঃ সূপঃ, সিদ্ধা যবাগূরিতি। যাবতা কার্য্যেষ্বপি বর্ত্ততে। তত্র কুত এতন্নিত্যপর্য্যায়বাচিনো গ্রহণম্। ন পুনঃ কার্য্যে যঃ সিদ্ধশব্দ ইতি। সংগ্রহে তাবৎ কার্য্যপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবান্মন্যামহে নিত্যপর্য্যায়বাচিনো গ্রহণমিতি ইহাপি তদেব।

---

(১) ব্যাড়িনামক পণ্ডিতকৃত লক্ষশ্লোকাত্মক একখানি গ্রন্থ ছিল, তাহার নাম 'সংগ্রহ'। এক্ষণে সেই গ্রন্থ এতদ্দেশে দুষ্প্রাপ্য। দেশান্তরে পাওয়া যায় কি না, তাহা আমরা জানি না।

বঙ্গানুবাদ।—আচার্য্য ভগবান্ পাণিনি এই লক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? সিদ্ধ শব্দ, অর্থও সম্বন্ধে—।

শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধ সিদ্ধই আছে; (অতএব সিদ্ধ বিষয়ে লক্ষণ করিবার প্রয়োজন কি?) সিদ্ধ শব্দের পদার্থ কি? সিদ্ধ শব্দ নিত্যপর্য্যায় কি প্রকারে জানা যায়? যেহেতু কূটস্থ অর্থাৎ বিনাশরহিত ও অবিচালী অর্থাৎ গতিশক্তি-হীন দ্রব্যে থাকে; (অতএব, সিদ্ধ শব্দ নিত্যপর্য্যায়বোধক।) যেমন স্বর্গ সিদ্ধ, পৃথিবী সিদ্ধা, আকাশ সিদ্ধ। আচ্ছা মহাশয়! সিদ্ধ শব্দ কার্য্যদ্রব্যেও থাকে। যেমন অন্ন সিদ্ধ ব্যঞ্জন সিদ্ধ, যবাগূ (হোমের দ্রব্য বিশেষ) সিদ্ধ। সমস্ত কার্য্যদ্রব্যেও সিদ্ধ শব্দ থাকে। তন্মধ্যে এই নিত্যপর্য্যায়বোধক সিদ্ধ শব্দের গ্রহণ কেন? কার্য্যদ্রব্যে যে সিদ্ধ শব্দ তাহার নহে। সংগ্রহে (ব্যাড়িকৃত গ্রন্থবিশেষে) কার্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বিভাববশতঃই বোধ হয়, নিত্যপর্য্যায়বোধক সিদ্ধ শব্দের গ্রহণ হইয়াছে। এই স্থলেও সেই প্রকার (অর্থাৎ কার্য্যের প্রতি-দ্বন্দ্বিভাববশতঃই নিত্যপর্য্যায়বোধক সিদ্ধ শব্দের গ্রহণ হইয়াছে।

ভাষ্য-মূল।—অথবা সন্ত্যেকপদান্যপ্যবধারণানি তদ্যথা,—অব্ভক্ষো বায়ুভক্ষ ইতি। অপ এব ভক্ষয়তি, বায়ুমেব ভক্ষয়তীতি গম্যতে। এবমিহাপি সিদ্ধ এব ন সাধ্য ইতি। অথবা পূর্ব্বপদ লোপোঽত্র দ্রষ্টব্যঃ। অত্যন্তসিদ্ধঃ সিদ্ধ ইতি। তদ্যথা,—দেবদত্তো দত্ত সত্যভামা ভামেতি। অথবা ব্যাখ্যানতো বিশেষ প্রতিপত্তি র্নহি সন্দেহাদলক্ষণমিতি নিত্যপর্য্যায়বাচিনো গ্রহণ-মিতি ব্যাখ্যাস্যামঃ। কিং পুনরনেন বর্ণ্যেন কিং ন মহতা কণ্ঠেন নিত্যশব্দ এবো-পাত্তঃ। যস্মিন্ পাণীয়মানেঽসন্দেহঃ স্যাৎ।

বঙ্গানুবাদ।—অথবা, একপদসকলও অবধারণবোধক আছে। যেমন,—অব্ভক্ষ, বায়ুভক্ষ। (অব্ভক্ষ বলিলে) অপ্ অর্থাৎ জলকেই ভক্ষণ করে, (বায়ুভক্ষ বলিলে) বায়ুকেই ভক্ষণ করে ইহা বুঝায়। এইরূপ এইস্থলেও সিদ্ধই সাধ্য নহে, অথবা এইস্থলে পূর্ব্বপদের লোপ হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে। অত্যন্তসিদ্ধই সিদ্ধ। যেমন,—দেবদত্ত দত্ত, সত্যভামা ভামা (স্থল-বিশেষে বৈয়াকরণেরা বিকল্পে পূর্ব্বপদের লোপ করিয়া থাকেন; "দেবদত্ত"

এইস্থলে "দত্ত" এইরূপ প্রয়োগ করেন এবং "সত্যভামা" এইস্থলে "ভামা" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকেন; তদ্রূপ এইস্থলে "অত্যন্তসিদ্ধ" এই প্রয়োগের পরিবর্ত্তে "সিদ্ধ" এইরূপ প্রযুক্ত হইয়াছে।) অথবা "ব্যাখ্যানতো বিশেষ-প্রতিপত্তি র্নহি সন্দেহাদলক্ষণম্" "ব্যাখ্যা হইতেই বিশেষ প্রকারে প্রতিপত্তি অর্থাৎ জ্ঞানলাভ হয়; সন্দেহ উপস্থিত হইল বলিয়াই তাহা অলক্ষণ নহে।" এই শাস্ত্রানুসারে নিত্যপর্য্যায়বোধক সিদ্ধশব্দের গ্রহণ হইয়াছে। এইরূপ বর্ণনারই বা প্রয়োজন কি? মহৎ কণ্ঠের দ্বারা নিত্যশব্দই গৃহীত হইয়াছে, কেন এইরূপ স্বীকার করনা। যাহা গ্রহণ করিলে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ভাষ্য-মূল।—মঙ্গলার্থম্। মাঙ্গলিক আচার্য্যো মহতঃ শাস্ত্রৌঘস্য মঙ্গলার্থং সিদ্ধশব্দমাদিতঃ প্রযুঙ্‌ক্তে। মঙ্গলাদীনি হি শাস্ত্রাণি প্রথন্তে বীরপুরুষাণি চ ভবন্তি আয়ুষ্মৎপুরুষাণি চাধ্যেতারশ্চ সিদ্ধার্থা যথাস্যুরিতি। অয়ং খলু নিত্যশব্দো নাবশ্যং কূটস্থেষবিচালিষু ভাবেষু বর্ত্ততে। কিং তর্হ্যাভীক্ষ্ণ্যেঽপি বর্ত্ততে। তদ্-যথা,—নিত্যপ্রহসিতো নিত্যপ্রজল্পিত ইতি। যাবতাভীক্ষ্ণ্যেঽপি বর্ত্ততে তত্রাপ্য-নেনৈবার্থঃ স্যাৎ। ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তি র্নহি সন্দেহাদলক্ষণমিতি।

বঙ্গানুবাদ।—মঙ্গলের নিমিত্ত। মাঙ্গলিক আচার্য্য বিপুল শাস্ত্ররাশির মঙ্গলের নিমিত্ত সিদ্ধশব্দ আদিতে প্রয়োগ করিতেছেন। মঙ্গলাদি অর্থাৎ যাহার আদিতে মঙ্গলাচরণ করা হইয়া থাকে, সেইরূপ শাস্ত্রসকল প্রথিত অর্থাৎ খ্যাত হয়, বীরপুরুষ (১) ও আয়ুষ্মৎ পুরুষ (২) হয় এবং অধ্যেতৃগণও সিদ্ধার্থ (৩)

---

(১) কৈয়ট ব্যাখ্যা করিতেছেন,—"বীরপুরুষাণীতি শ্রোতৃণাং পরৈরপরাজয়াৎ।" অর্থাৎ মঙ্গলাদি শাস্ত্র যাহারা শ্রবণ করেন, অন্যে তাঁহাদিগকে জয় করিতে পারেনা। ঐ শাস্ত্রই তাঁহাদিগকে রক্ষা করে। এই হেতু উক্তশাস্ত্রকে "বীর পুরুষ" বলা হইয়াছে।

(২) "আয়ুষ্মৎপুরুষাণীতি শাস্ত্রানুষ্ঠানে ধর্ম্মোপচয়াদায়ুর্বর্দ্ধনাৎ।" ঐ শাস্ত্রের অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়, তাহা হইতে আয়ুর্বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই হেতু উক্ত শাস্ত্রকে "আয়ুষ্মৎপুরুষ" বলা হইয়াছে।

(৩) "অধ্যয়ননিষ্পত্তিরেব তেষাং সিদ্ধিঃ।" অধ্যয়ন সুসম্পন্ন হওয়াই

অর্থাৎ পূর্ণমনোরথ হয়েন। এই নিত্যশব্দ নিশ্চিতরূপে কূটস্থ অর্থাৎ বিনাশ-রহিত ও অবিচালী অর্থাৎ গতিশক্তিহীন দ্রব্যে থাকে না। তবে কি আভীক্ষ্ণ্য অর্থাৎ পৌনঃপুন্য অর্থেও থাকে? যেমন নিত্য প্রহসিত, নিত্য প্রজ্বলিত। পৌনঃপুন্য অর্থেও থাকে, তাহাতেও ইহাদ্বারাই অর্থসিদ্ধি হইতে পারে. "ব্যাখ্যা হইতেই বিশেষপ্রকারে প্রতিপত্তি অর্থাৎ জ্ঞানলাভ হয়, সন্দেহ হইল বলিয়াই তাহা অলক্ষণ নহে।"

ভাষ্য-মূল।—পশ্যতি ত্বাচার্য্যো মঙ্গলার্থশ্চৈব সিদ্ধশব্দমাদিতঃ প্রযুক্তো ভবিষ্যতি শক্ষ্যামি চৈনং নিত্যপর্য্যায়বাচিনং বর্ণয়িতুমিতি। অতঃ সিদ্ধশব্দ এবোপাত্তো ন নিত্যশব্দঃ।

বঙ্গানুবাদ।—আচার্য্য বিবেচনা করিলেন, যদি মঙ্গলার্থ সিদ্ধশব্দ আদিতে প্রযুক্ত হয়, তবে ইহাকে নিত্যপর্য্যায়বোধক বলিয়া বর্ণনা করিতে পারিব। অতএব "সিদ্ধ" এই শব্দটিই গ্রহণ করিয়াছেন, "নিত্য" এই শব্দটি গ্রহণ করেন নাই।

ভাষ্য-মূল।—অথ কং পুনঃ পদার্থং মত্বা এষ বিগ্রহঃ ক্রিয়তে সিদ্ধে শব্দেঽর্থে সম্বন্ধেচেতি। আকৃতিমিত্যাহ। কুত এতৎ। আকৃতির্হি নিত্যা দ্রব্যমনিত্যম্। অথ দ্রব্যে পদার্থে কথং বিগ্রহঃ কর্ত্তব্যঃ, সিদ্ধে শব্দে অর্থসম্বন্ধে চেতি। নিত্যো-ঽর্থবতামর্থৈরভিসম্বন্ধঃ। অথবা দ্রব্যে এব পদার্থে এষ বিগ্রহো ন্যায্যঃ। সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চেতি।

কোন্ পদার্থ (১) বিবেচনা করিয়া "সিদ্ধে শব্দেঽর্থে সম্বন্ধে চেতি" "সিদ্ধ শব্দে

অধ্যেতৃগণের সিদ্ধি। তাঁহাদিগের অধ্যয়ন সুনিষ্পন্ন হইলেই তাঁহারা সিদ্ধার্থ হইয়া থাকেন।

(১) পদার্থ সাত প্রকার,—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব।

দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকম্।
সমবায়স্তথা ভাবাঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ॥ ইতি ভাষাপরিচ্ছেদঃ।

অর্থে ও সম্বন্ধে" এইরূপ বিগ্রহ (১) করিতেছ? আকৃতিকে ইহা বলিলেন (অর্থাৎ আকৃতিকে পদার্থ বিবেচনা করিয়া এরূপ বিগ্রহ করিতেছি, ইহা বলিলেন।) ইহা কেন? (অর্থাৎ এইরূপ বলিতেছ কেন?) আকৃতি নিত্য, দ্রব্য অনিত্য। দ্রব্যপদার্থে কিপ্রকার বিগ্রহ করা করা উচিত? সিদ্ধ শব্দে এবং অর্থসম্বন্ধে। অর্থবান্ শব্দের অর্থের সহিত সম্বন্ধ নিত্য। অথবা দ্রব্য-পদার্থে এইরূপ বিগ্রহ করা উচিত,—সিদ্ধ শব্দে, অর্থে ও সম্বন্ধে।

ভাষ্য-মূল।—দ্রব্যং হি নিত্যমাকৃতিরনিত্যা কথং জ্ঞায়তে? এবং হি দৃশ্যতে লোকে মৃৎ কয়াচিদাকৃত্যা যুক্তা পিণ্ডো ভবতি, পিণ্ডাকৃতিমুপমৃদ্য ঘটিকাঃ ক্রিয়ন্তে, ঘটিকাকৃতিমুপমৃদ্য কুণ্ডিকাঃ ক্রিয়ন্তে। তথা সুবর্ণং কয়া-চিদাকৃত্যা যুক্তং পিণ্ডো ভবতি, পিণ্ডাকৃতিমুপমৃদ্য রুচকাঃ ক্রিয়ন্তে। রুচকাকৃতি মুপমৃদ্য কটকাঃ ক্রিয়ন্তে, কটকাকৃতিমুপমৃদ্য স্বস্তিকাঃ ক্রিয়ন্তে। পুনরাবৃত্তঃ সুবর্ণ-পিণ্ডঃ, পুনরপরয়াকৃত্যা যুক্তঃ খদিরাঙ্গারসদৃশে কুণ্ডলে ভবতঃ। আকৃতিরন্যা চান্যা চ ভবতি দ্রব্যং পুনস্তদেব। আকৃত্যুপমর্দ্দেন দ্রব্যমেবাবশিষ্যতে। আকৃতা-বপি পদার্থে এষ বিগ্রহো ন্যায্যঃ। সিদ্ধে শব্দে অর্থে সম্বন্ধে চেতি।

বঙ্গানুবাদ।—দ্রব্য নিত্য, আকৃতি অনিত্য। কি প্রকারে জানিতে পারা যায়? এই প্রকার দেখা যায়, জগতে মৃত্তিকা কোন একটা আকৃতিযুক্ত হইয়া পিণ্ড হয়, পিণ্ডাকৃতিকে উপমর্দ্দন করিয়া ঘট নির্ম্মাণ করে এবং ঘটাকৃতিকেও উপমর্দ্দন করিয়া কুণ্ডিকা (হাঁড়ী) নির্ম্মাণ করে। তদ্রূপ সুবর্ণ কোন একটা আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া পিণ্ড হয়, পিণ্ডাকৃতিকে উপমর্দ্দন করিয়া রুচক (২) নির্ম্মাণ করা হয়, রুচকাকৃতিকে উপমর্দ্দন করিয়া কটক (৩) নির্ম্মাণ করা হয় এবং কটকা-কৃতিকে উপমর্দ্দন করিয়া স্বস্তিক (৪) নির্ম্মাণ করা হয়। পুনরায় সুবর্ণ পিণ্ডে পরিণত হইয়া পুনরায় অপর আকৃতিযুক্ত হইয়া খদির কাষ্ঠের অঙ্গারসদৃশ

(১) পদের অর্থবোধক বাক্যকে বিগ্রহবাক্য কহে।

(২) ব[illegible] বিশেষ।

(৩) [illegible] বলয়।

(৪) সর্পফণাকৃতি হস্তপাত্র।

কুণ্ডলম হয়। আকৃতি অন্য অন্য প্রকার হয়, কিন্তু দ্রব্য তাহাই থাকে। আকৃতির উপমর্দন করিলে দ্রব্যই অবশিষ্ট থাকে। আকৃতি পদার্থেও এই প্রকার বিগ্রহ করা উচিত,—সিদ্ধ শব্দে, অর্থেও সম্বন্ধে।

ভাষ্য-মূল।—ননু চোক্তমাকৃতিরনিত্যেতি। নৈতদস্তি। নিত্যাকৃতিঃ। কথম্? ন কচিদুপরতেতি কৃত্বা সর্ব্বত্রোপরতা ভবতি, দ্রব্যান্তরস্থা তূপলভ্যতে।

বঙ্গানুবাদ।—মহাশয়তো বলিয়াছেন, আকৃতি অনিত্য। ইহা নহে। আকৃতি নিত্য। কোনস্থলে আকৃতি অস্পষ্ট থাকে বলিয়া সর্ব্বত্র অস্পষ্ট হয় না,সেই আকৃতি আবার দ্রব্যান্তরে থাকিয়া অনুভূত হয়। (যেমন মৃত্তিকার পিণ্ডকে উপমর্দ্দন করিয়া ঘট নির্ম্মাণ করা হইল, ইহাতে মৃত্তিকার পিণ্ডাকৃতি অনভিব্যক্ত হইল বটে, কিন্তু অপর মৃত্তিকার পিণ্ডের পিণ্ডাকৃতি তাহাতে বিগত হয় না, অতএব আকৃতি নিত্য)

ভাষ্য-মূল।—অথবা নেদমেব নিত্যলক্ষণম্। ধ্রুবং কূটস্থমবিচাল্যনপায়োপজনবিকার্য্যনুৎপত্ত্যবৃদ্ধ্যব্যয়যোগি যত্তন্নিত্যমিতি। তদপি নিত্যং যস্মিংস্তত্ত্বং ন বিহন্যতে। কিং পুনস্তত্ত্বম্। তদ্ভাবস্তত্ত্বম্। আকৃতাবপি তত্ত্বং ন বিহন্যতে। অথবা কিমনেনেদং নিত্যমিদমনিত্যমিতি। যন্নিত্যং তং পদার্থং মত্বৈষ বিগ্রহঃ ক্রিয়তে, সিদ্ধে শব্দেঽর্থে সম্বন্ধে চেতি।

বঙ্গানুবাদ।—অথবা ইহাই নিত্যের লক্ষণ নহে (১) যাহা ধ্রুব অর্থাৎ স্থির,

(১) অনিত্যতা তিন প্রকার যথা,—সংসর্গানিত্যতা, পরিণামানিত্যতা এবং প্রধ্বংসানিত্যতা। কোন দ্রব্যের সংসর্গবশতঃ যে অনিত্যতা, তাহাকে সংসর্গানিত্যতা কহে। যেমন স্ফটিকের নিকট জবাপুষ্প রাখিলে তখন স্ফটিকের প্রকৃত বর্ণ তিরোহিত হইল, কিন্তু জবাপুষ্পটীকেই সেই স্ফটিকের নিকট হইতে দূরীভূত করিলে পুনরায় স্ফটিকের স্বরূপ প্রাপ্তি হয়। পরিণামে অনিত্যতা প্রাপ্তিকে পরিণামানিত্যতা কহে। যেমন,—আম্রফল পক্ক হইলে তাহার শ্যামতা তিরোভূত হইয়া লৌহিত্য প্রাপ্তি হয়। সম্পূর্ণরূপে বিনাশকে প্রধ্বংসানিত্যতা কহে।

কূটস্থ অর্থাৎ বিনাশরহিত,অবিচালি অর্থাৎ দেশান্তরপ্রাপ্তিবিহীন(যাহা অন্যত্র গমন করেনা) উৎপত্তিরহিত, বৃদ্ধিহীন এবং অক্ষয় তাহাই নিত্য। তাহাও নিত্য যাহাতে তত্ত্ব বিনষ্ট হয় না। তত্ত্ব কাহাকে কহে? তদ্ভাবকে অর্থাৎ দ্রব্যের যে ধর্ম্ম তাহাকে তত্ত্ব কহে। আকৃতিতেও তত্ত্ব অর্থাৎ আকৃতির বিনষ্ট হয় না। অথবা ইহা নিত্য, ইহা অনিত্য এইরূপ বিচারে আমাদিগের কি প্রয়োজন? যাহা নিত্য সেই পদার্থ বিবেচনা করিয়া "সিদ্ধ শব্দে, অর্থে এবং সম্বন্ধে" এইরূপ বিগ্রহ বাক্য প্রয়োগ করা হইতেছে (২)

ভাষ্য-মূল।—কথং পুনর্জ্ঞায়তে সিদ্ধঃ শব্দোঽর্থঃ সম্বন্ধশ্চেতি। লোকতঃ। যল্লোকেঽর্থমর্থমুপাদায় শব্দান্ প্রযুঞ্জতে নৈষাং নির্ব্বৃত্তৌ যত্নং কুর্ব্বন্তি। যে পুনঃ কার্য্যা ভাবা নির্ব্বৃত্তৌ তাবৎ তেষাং যত্নঃ ক্রিয়তে। তদ্যথা,—ঘটেন কার্য্যং করিষ্যন্ কুম্ভকারকুলং গত্বাহ, কুরু ঘটং কার্য্যমনেন করিষ্যামীতি, ন তদ্বচ্ছব্দান্ প্রযুযুক্ষমাণো বৈয়াকরণকুলং গত্বাহ, কুরু শব্দান্ প্রযোক্ষ্য ইতি। তাবত্যেবার্থমুপাদায় শব্দান্ প্রযুঞ্জতে।

বঙ্গানুবাদ।—কি প্রকারে জানিতে পারা যায় যে শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধ সিদ্ধ? লোক হইতে। লোকে অর্থানুসারে গ্রহণ করিয়া শব্দসকলকে প্রয়োগ করে,শব্দসমূহের নিষ্পাদনের নিমিত্ত যত্ন করে না। কিন্তু যে সকল ভাব কার্য্য তাহাদিগের নিষ্পাদনের নিমিত্ত যত্ন করে। যেমন;—যে ব্যক্তি ঘটের দ্বারা কার্য্য করিবে, সেই ব্যক্তি কুম্ভকারগণ সমীপে গমন করিয়া বলে, ঘট নির্ম্মাণ কর, ঘটের দ্বারা কার্য্য করিব। তদ্রূপ যিনি শব্দ প্রয়োগ করিবেন, বৈয়াকরণগণ সমীপে গিয়া বলেন না "শব্দ নির্ম্মাণ কর; প্রয়োগ করিব।" বুদ্ধিবলে বস্তু নিরূপণ করিয়া শব্দ প্রয়োগ করেন।

(২) কৈয়ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"বুদ্ধিপ্রতিভাসঃ শব্দার্থো যদা যদা শব্দ উচ্চারিতস্তদা তদার্থাকারা বুদ্ধিরুপজায়তেইতি প্রবাহনিত্যতয়াস্য নিত্যত্বমিত্যর্থঃ।" শব্দের অর্থ বুদ্ধির প্রতিভাসক; যখন যখন শব্দ উচ্চারণ করা হয়, তখন তখন অর্থাকারা বুদ্ধি জন্মে, এই প্রবাহের নিত্যতাবশতঃ অর্থের নিত্যত্ব

ভাষ্যমূল।—যদি তর্হি লোক এষু শব্দেষু প্রমাণং কিং শাস্ত্রেণ ক্রিয়তে।

লোকতোহর্থে প্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্ম্ম নিয়মঃ—।

লোকতোহর্থে প্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্ম্মনিয়মঃ ক্রিয়তে। কিমিদং ধর্ম্মনিয়ম ইতি। ধর্ম্মায় নিয়মো ধর্ম্মনিয়মঃ, ধর্ম্মার্থো বা নিয়মো ধর্ম্মনিয়মঃ, ধর্ম্মপ্রয়োজনো বা নিয়মো ধর্ম্মনিয়মঃ।

যথা লৌকিক বৈদিকেষু।

প্রিয়তদ্ধিতা দাক্ষিণাত্যাঃ। যথা লোকে বেদে চেতি প্রয়োক্তব্যে যথা লৌকিক বৈদিকেম্বেতি প্রযুঞ্জতে।

বঙ্গানুবাদ।—যদি এই সকল শব্দে লোকই প্রমাণ হইল, তবে শাস্ত্র দ্বারা কি করা যায়? অর্থাৎ শাস্ত্রে প্রয়োজন কি?

লোক হইতে অর্থ প্রযুক্ত হইলে শাস্ত্রের দ্বারা শব্দপ্রয়োগে ধর্ম্মনিয়ম আছে।

লোক হইতেই অর্থের প্রয়োগ থাকিলে শাস্ত্রের দ্বারা শব্দপ্রয়োগবিষয়ে নিয়ম করিতেছেন (অর্থাৎ) শব্দের অর্থ ব্যবহার লোক হইতেই হয়, তথাপিও শাস্ত্রানুসারে শব্দপ্রয়োগবিষয়ে ধর্ম্মনিয়ম নিরূপণ করিয়াছেন। এই ধর্ম্মনিয়ম কি? ধর্ম্মের নিমিত্ত নিয়ম—ধর্ম্মনিয়ম কিম্বা ধর্ম্মার্থ নিয়ম—ধর্ম্মনিয়ম (১) ধর্ম্মপ্রয়োজন নিয়ম—ধর্ম্মনিয়ম (২)

যেমন লৌকিক ও বৈদিক বিষয়েতে।

দক্ষিণপ্রদেশবাসিগণ তদ্ধিত ভাল বাসেন। "যেমন লোকে বেদে" এইটী প্রয়োগের বিষয় হইলেও যেমন "লৌকিক বৈদিক বিষয়ে" এইরূপ ব্যবহার করেন।

---

(১) কৈয়ট ব্যাখ্যা করেন "ধর্ম্মার্থত্বাৎ নিয়ম এব ধর্ম্মশব্দেনাভিধীয়তে ইতি কর্ম্মধারয় সমাসঃ"। ধর্ম্মলাভ হয় এই হেতু নিয়মই ধর্ম্মশব্দদ্বারা অভিহিত হইতেছে অতএব কর্ম্মধারয় সমাস।

(২) লিঙাদি বিষয়েণ নিয়োগাখ্যেন ধর্ম্মেণ প্রযুক্ত ইত্যর্থঃ। "লিঙ্" প্রভৃতি বিধি স্বরূপ যে নিয়োগ নামক ধর্ম্ম অর্থাৎ (নিয়োগার্থ) তাহাদ্বারাই প্রযুক্ত।

[ক্রমশঃ।]

ভগবদ্গীতা-

শাঙ্করভাষ্যানুবাদ।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।)

ভাষ্য।—যংহীতি। যং হি পুরুষং সমে দুঃখসুখে যস্য তং সমদুঃখসুখং সুখদুঃখপ্রাপ্তৌ হর্ষবিষাদরহিতং ধীরং ধীমন্তং ন ব্যথয়ন্তি ন চালয়ন্তি নিত্যাত্মদর্শনাৎ এতে যথোক্তাঃ শীতোষ্ণাদয়ঃ স নিত্যাত্মদর্শননিষ্ঠঃ দ্বন্দ্বসহিষ্ণুরমৃতত্বায় অমৃতভাবায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতি। ১৫।

অনুবাদ।—যাহার সুখ ও দুঃখ সমান (অর্থাৎ) সুখ বা দুঃখ প্রাপ্তিতে যাহার হর্ষ ও বিষাদ হয় না, সেই পুরুষই সমদুঃখসুখ। নিত্য আত্মার জ্ঞান হওয়াতে যে সমদুঃখসুখ "ধীর" ধীমান্ পুরুষকে এই সকল শীতোষ্ণাদি পরিচালিত করিতে পারে না, সেই নিত্যাত্মদর্শননিষ্ঠ পুরুষ 'অমৃতত্ব' অমৃতভাব, (অর্থাৎ) মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়॥ ১৫॥

ভাষ্য।—ইতশ্চ শোকমোহাবকৃত্বা শীতোষ্ণাদি সহনং যুক্তংযস্মাৎ ইত্যাহ।

অনুবাদ।—এই কারণেও শোক ও মোহ না করিয়া শীতোষ্ণাদির সহন করা উচিত, যেহেতু ইহাই বলিতেছেন।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ১৬॥

অন্বয়।—অসতঃ (মিথ্যাভূতস্য) শীতোষ্ণাদেঃ ভাবঃ সত্তা ন বিদ্যতে নাস্তি সতঃ সত্যস্য (আত্মনঃ) অভাবঃ ন বিদ্যতে নাস্তি। তত্ত্বদর্শিভিঃ পরমার্থবেত্তৃভিঃ উভয়োরপি অনয়োঃ সদসতোঃ অন্তঃ (নির্ণয়ঃ) দৃষ্টঃ (উপলব্ধঃ)॥ ১৬॥

অনুবাদ।—অসৎ (অজ্ঞানকল্পিত) শীতোষ্ণাদির সত্তা নাই, পরমার্থ সদ্বস্তুরও বিনাশ নাই, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ সৎ ও অসতের এই প্রকারই স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন॥ ১৬॥

ভাষ্য।—নাসতোঽবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেঃ সকারণস্য ন বিদ্যতে নাস্তি ভাবো ভবনমস্তিতা। ন হি শীতোষ্ণাদি সকারণং প্রমাণৈর্নিরূপ্যমাণং—বস্তু সম্ভবতি।

অনুবাদ।—(নাসত ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ এই যে) 'অসৎ' (অর্থাৎ) (নিজরূপে) কারণের সহিত অবিদ্যমান,শীতোষ্ণাদি "ভাব"ভবন (অর্থাৎ) অস্তিত্ব নাই, সকারণ শীতোষ্ণাদিবিষয়, প্রমাণের দ্বারা নিরূপিত হইলে (কখনই) সৎ বস্তু হইতে পারে না।

ভাষ্য।—বিকারো হি সঃ বিকারশ্চ ব্যভিচরতি যথা ঘটাদিসংস্থানং চক্ষুষা নিরূপ্যমাণং মৃদ্ব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসৎ তথা সর্ব্বো বিকারঃ কারণব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসৎ। জন্মপ্রধ্বংসাভ্যাং প্রাগূর্দ্ধং চ অনুপলব্ধেঃ কার্য্যস্য মৃদাদিকারণস্য চ তৎকারণব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসত্ত্বম্। তদসত্ত্বে চ সর্ব্বাভাবপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ? ন, সর্ব্বত্র বুদ্ধিদ্বয়োপলব্ধেঃ—সদ্বুদ্ধিরসদ্বুদ্ধিরিতি যদ্বিষয়া বুদ্ধির্ন ব্যভিচরতি তৎ সৎ। যদ্বিষয়া ব্যভিচরতি তদসৎ ইতি সদসদ্বিভাগে বুদ্ধিতন্ত্রে স্থিতে সর্ব্বত্র দ্বে বুদ্ধী সর্ব্বৈরুপলভ্যেতে সমানাধিকরণে।

অনুবাদ।—সেই ঘট প্রভৃতি (যে কারণে) বিকার (এইজন্যই) অসৎ। যাহা বিকার তাহা ব্যভিচারী হয়। যে প্রকার ঘটাদি অবয়বিদ্রব্য চক্ষু দ্বারা (ভাল করিয়া) দেখিলে মৃত্তিকা ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, সেই প্রকার সকল কার্য্যই কারণ ব্যতিরেকে উপলব্ধ হয় না বলিয়া নিজরূপে অসৎ (ইহা সিদ্ধ হয়) উৎপত্তি ও বিনাশের পূর্ব্বে ও পরে কার্য্যের (নিজরূপে অবিদ্যমানতা প্রযুক্ত) অনুপলব্ধি থাকে (এই জন্যও কার্য্যকে অসৎ বলা যায়) ঘটাদির ন্যায় মৃত্তিকা প্রভৃতিও নিজ কারণ ব্যতিরেকে অনুপলব্ধ হয়, এই জন্য মৃত্তিকা প্রভৃতিও অসৎ। এই প্রকারে সকল কারণের অসত্ত্ব হইলে সকলেরই অভাব সিদ্ধ হয়) অর্থাৎ শূন্যবাদ আসিয়া পড়ে) এই প্রকার শঙ্কা করা যাইতে পারে না কারণ সকল প্রকার ব্যবহারকালেই সদ্বুদ্ধি ও অসদ্বুদ্ধি এই দুই প্রকার বুদ্ধি উপলব্ধ হইয়া থাকে, যে বস্তু বিষয়ে জ্ঞান কখনও ব্যভিচার (অন্যথা ভাব) প্রাপ্ত হয় না। তাহাকেই সৎ কহে, যে বস্তুবিষয়ে

জ্ঞান ব্যভিচার (অন্যথা পরিবর্ত্তন) লাভ করে। তাহাকে অসৎ বলা যায়। এইপ্রকার অনুভবসিদ্ধ সদসদ্বিভাগ বিদ্যমান আছে বলিয়াই সর্ব্বত্র সকল ব্যক্তিই একটী বস্তুকে অবলম্বন করিয়া এই দ্বিবিধ বুদ্ধির অনুভব করিয়া থাকে।

(মন্তব্য)

ঘটপট প্রভৃতি কার্য্যবিষয়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাতে, ঘটপট প্রভৃতি বস্তুর সহিত, তাহাদের উপাদান কারণ মৃত্তিকা সূত্র প্রভৃতিরও প্রকাশ হয়, ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ-চক্ষুর দ্বারা ঘটজ্ঞানসময়ে যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে যে, ঐ যাহা দেখিতেছ তাহা মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ বস্তু কিনা? আমরা সকলেই এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকি যে, মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ ঘট দেখিতে পাই না, কিন্তু মৃন্ময় ঘট দেখিতে পাই, আবার সেই ঘটটী নষ্ট হইলে মৃত্তিকা যখন চূর্ণভাব প্রাপ্ত হয়, তখন আমরা দেখিতে পাই, ঘট নাই বটে, কিন্তু যে মৃত্তিকা দেখিয়া আমরা ঘটব্যবহার করিতেছিলাম,সেই মৃত্তিকা বিদ্যমান রহিয়াছে, এক্ষণে দেখিতে হইবে, ঘট বস্তুটীর কি প্রকার সত্তা? ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন,—এ জগতে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহা কোন বস্তু হইতে ভিন্ন এবং কোন বস্তু হইতে অভিন্ন, যেমন ঘট, পট হইতে ভিন্ন এবং নিজ স্বরূপ হইতে অভিন্ন, ঐ বস্তু যাহা হইতে ভিন্ন, কখনও তাহা হইতে অভিন্ন হইতে পারে না এবং যাহা হইতে অভিন্ন, কখনও তাহা হইতে ভিন্ন হইতে পারে না এক্ষণে দেখিতে হইবে, ঘট ও মৃত্তিকার কি প্রকার সম্বন্ধ, যখন দেখিতে পাই ঘট রহিয়াছে, তখন আমরা মৃদ্ঘট এই প্রকার ব্যবহার করি, আবার যখন ঘট নষ্ট হয়, তখন সেই মৃত্তিকাতেই, ইহা ঘট নহে এই প্রকার ব্যবহার করি, এরূপ স্থলে ঘট মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন কিছুই স্থির করা যাইতেছে না ; যে বস্তু কোন এক বস্তুর অভিন্ন নহে,অথচ ভিন্ন নহে,এমন বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? এই প্রকার যুক্তিবলে জগতের যাবৎ বিকারই নিজ কারণ হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন রূপে স্থির হইতেছে না, অথচ যেখানেই বিকারবুদ্ধি, সেই স্থানেই সেই বিকারের কারণ অনুগত রহিয়াছে ইহা স্পষ্ট

বুঝিতে পারা যাইতেছে; মৃত্তিকা কখন ঘটবুদ্ধির বিষয় হইতেছে, কখন পিণ্ড বুদ্ধির বিষয় হইতেছে, আবার কখনও চূর্ণ বুদ্ধির বিষয় হইতেছে, অথচ সকল বুদ্ধিতেই মৃত্তিকার প্রকাশ হইতেছে ইহা স্থির, এইরূপ স্থলে সকল বিকারের উৎপত্তি, নাশ ও স্থিতিকালে একভাবে সর্ব্বদা অনুগত থাকা প্রযুক্ত, ঘটাদি অনির্ব্বচনীয় বিকারের একমাত্র উপাদান মৃত্তিকাদি, সেই সেই বিকারাপেক্ষা সৎ হইয়া উঠিতেছে, এই প্রকার মৃদাদি বিকারেরও অনির্ব্বচনীয়তাপ্রযুক্ত এবং ঐ সকল অনির্ব্বচনীয় কার্য্যের সহিত, সর্ব্বত্র সৎ এই বুদ্ধির বিষয় যে বস্তু, তাহার সর্ব্বদা বিদ্যমানতা প্রযুক্ত সকল কার্য্যের একমাত্র কারণ রূপে যে সৎবস্তু সর্ব্বত্র উপলব্ধ হয়, তাহাই নিত্য। জগতে যত ব্যবহার আছে, সকল ব্যবহারের সদ্বস্তুর প্রকাশ সর্ব্বদা হইয়া থাকে ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, আমরা যখন যে প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকি, সকল ব্যবহারেই সৎ পদার্থের জ্ঞান আমাদের অগ্রে হইয়া থাকে, যেমন সন্ ঘটঃ অর্থাৎ ঘট আছে, আসীৎ ঘটঃ অর্থাৎ ঘটে সত্তা ছিল এবং ঘটোভবিষ্যতি অর্থাৎ ঘটের সত্তা হইবে, এই প্রকার যত বস্তুই আমরা জানি সকল বস্তুতেই সত্তের সম্বন্ধ আরোপ না করিয়া কিছুই বুঝিতে পারি না, এরূপ স্থলে ইহাই বলিতে হয় যে, আমাদের জ্ঞানে সৎ ও অসৎ দুই বস্তুই বিষয় হইতেছে অর্থাৎ সর্ব্বত্র একরূপ, অবিনাশী, অনাদি একমাত্র সদ্বস্তুকে আশ্রয় করিয়া ঘট, পট, মঠ, মনুষ্য, পশু, ক্ষিতি, তেজ, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি সকল অনির্ব্বচনীয় অসৎ বস্তুসমূহের কল্পনাময় প্রপঞ্চের মধ্যে পড়িয়া জীব সৎ ও অসতের স্বরূপ অবগত হইতে অসমর্থ হইয়া ভ্রান্তিময় কল্পনাজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী ভাষ্যে এই সৎ ও অসতের বিবেকবিষয়ে বিশদভাবে উপদেশ আছে। যথাস্থানে তাহা বিশদভাবে বুঝান যাইবে।

ভাষ্য।—ন নীলোৎপলবৎ সন্ ঘটঃ সন্ পটঃ সন্ হস্তীতি। এবং সর্ব্বত্র তয়োর্বুদ্ধ্যোর্ঘটাদিবুদ্ধির্ব্যভিচরতি। তথা চ দর্শিতম্। ন তু সদ্বুদ্ধিঃ তস্মাৎ ঘটাদিবুদ্ধিবিষয়োঽসন্ ব্যভিচারাৎ, ন তু সদ্বুদ্ধিবিষয়োঽব্যভিচারাৎ। ঘটে বিনষ্টে ঘটবুদ্ধৌ ব্যভিচরন্ত্যাং সদ্বুদ্ধিরপি ব্যভিচরতীতি চেন্ন পটাদাবপি সদ্বুদ্ধিদর্শনাৎ

বিশেষণবিষয়ৈব সা সদ্বুদ্ধিরতোঽপি ন বিনশ্যতি, অথ সদ্বুদ্ধিবৎ ঘটবুদ্ধিরপি ঘটান্তরে দৃশ্যতে ইতি চেৎ। ন, পটাদাবদর্শনাৎ।

অনুবাদ।—নীল উৎপল এই প্রকার বুদ্ধিতে যেমন নীল গুণ ও পদ্ম এই দুইটী বস্তু পরস্পর ব্যভিচারী হইয়াও একত্র প্রকাশ প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ নীল গুণের অভাব হইলে পদ্মের অভাব হয় না, কারণ শুভ্রপদ্মে নীল গুণ নাই অথচ পদ্মবুদ্ধি হয়, এই প্রকার পদ্মবুদ্ধি না হইলে নীলবুদ্ধি হয় না, তাহা নহে, কারণ নীল ঘট এই প্রকার বুদ্ধিতে নীল বিষয় হইয়াছে, কিন্তু পদ্ম বিষয় হয় নাই, এই কারণ নীল গুণ ও পদ্ম পরস্পর ব্যভিচারী হইলেও নীল উৎপল এই প্রকার সমানাধিকরণ গৌণবুদ্ধি উৎপন্ন হয়) সেই প্রকার সন্ ঘটঃ সন্ পটঃ ইত্যাদি স্থলে যে সমানাধিকরণ বুদ্ধি হয়, তাহার বিষয় বস্তুদ্বয় পরস্পর ব্যভিচারী নহে। এই প্রকার সকল ব্যবহারস্থলেই (সদসৎ বুদ্ধি হইয়া থাকে)। কিন্তু এই সদ্বুদ্ধি ও অসদ্বুদ্ধির মধ্যে ঘটাদিরূপ যে অসদ্বুদ্ধি বিষয় তাহাই ব্যভিচরিত হয় (অর্থাৎ সদ্বুদ্ধি যে প্রকার সর্ব্ব ব্যবহারে অনুগত, ঘটাদি বুদ্ধি সে প্রকার সর্ব্ব ব্যবহারে অনুগত হয় না) যে প্রকারে ঘটাদি বুদ্ধি ব্যভিচরিত হয়, তাহা দর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সদ্বুদ্ধি ব্যভিচরিত নহে। সুতরাং ব্যভিচার থাকায় ঘটাদি বুদ্ধির বিষয় যে সকল বস্তু তাহাদিগকে অসৎ বলা যায়, এবং ব্যভিচার না থাকায় সদ্বুদ্ধির যাহা বিষয়, তাহা অসৎ নহে। যদি বল, ঘট বিনষ্ট হইলে ঘটবুদ্ধিও ব্যভিচরিত হয়, সেই সঙ্গে ঘটঃ সন্ এই বুদ্ধিরও নাশ হওয়ায় সদ্বুদ্ধিও নাশ প্রাপ্ত হয়, ইহাও বলা যায় না, কারণ (ঘট ব্যবহার নষ্ট হইলেও) পটাদি ব্যবহারে সদ্বুদ্ধির প্রকাশ হইয়া থাকে। সদ্বুদ্ধির বিষয় বিশেষণ (অর্থাৎ সত্তাই সদ্বুদ্ধির বিষয়)। পটাদিতে সদ্বুদ্ধির সদ্ভাবের ন্যায়, একটী ঘট বিনষ্ট হইলেও অপর ঘটে ঘটবুদ্ধি বিদ্যমান থাকে (সুতরাং ব্যভিচার না থাকায় ঘটকেও সৎ বলা যাইতে পারে) এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে না, কারণ সদ্বুদ্ধির ন্যায় ঘটবুদ্ধি পটাদি ব্যবহার কালে পরিদৃষ্ট হয় না।

ভাষ্য।—সদ্বুদ্ধিরপি নষ্টে ঘটে ন দৃশ্যত ইতি চেৎ ন বিশেষ্যাভাবাৎ সদ্বুদ্ধির্বিশেষণবিষয়া সতী বিশেষ্যাভাবে বিশেষণানুপপত্তৌ কিং বিষয়া স্যাৎ।

ন তু পুনঃ সদ্বুদ্ধির্নির্বিষয়াভাবাৎ একাধিকরণত্বঞ্চ ঘটাদিবিশেষ্যাভাবেন যুক্তমিতি চেৎ ন ইদমুদকমিতি মরীচ্যাদাবন্যতরাভাবেঽপি সামানাধিকরণ্যদর্শনাৎ। তস্মাদ্দেহাদের্দ্বন্দ্বস্য চ সকারণস্যাসতো ন বিদ্যতে ভাব ইতি।

অনুবাদ।—ঘট বিনষ্ট হইলে সদ্বুদ্ধিও দৃষ্ট হয় না (সুতরাং সদ্বুদ্ধির বিষয়ও অসৎ) এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে না, কারণ ঘটাদিরূপ বিশেষ্য না থাকায় সদ্বুদ্ধি হয় না, সদ্বুদ্ধির বিষয় বিশেষণ—বিশেষ্য না থাকিলে বিশেষণ-বিষয়িণী সদ্বুদ্ধি কোন্ বিষয়কে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হইবে? সদ্বুদ্ধির বিষয় না থাকায় সদ্বুদ্ধি হইল না ইহা হইতে পারে না। ঘটাদি বিশেষ্য অসৎ হইলে সদ্বস্তুর সহিত একজ্ঞানে অভিন্নরূপে প্রতিভাসমান হইয়া থাকে, ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে, এই প্রকার শঙ্কা করা যাইতে পারে না, কারণ মরু মরীচিকাতে জলের তাদাত্ম্য না থাকিলে মিথ্যাভূত জলের সহিত সত্য মরীচিকার অভিন্নরূপে একজ্ঞানে প্রকাশ হইয়া থাকে, এই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অসৎ দেহাদি ও দ্বন্দ্ব সুখ দুঃখাদি ও ইহাদের কারণ অজ্ঞানের, বাস্তবিক সত্তা বিদ্যমান নাই।

ভাষ্য।—তথা সতশ্চাত্মনোঽভাবোঽবিদ্যমানতা ন বিদ্যতে সর্বত্রাব্যভিচারাদিত্যবোচাম। এবমাত্মানাত্মনোঃ সদসতোরুভয়োরপি দৃষ্ট উপলব্ধো ঽন্তো নির্ণয়ঃ সৎ সদেব অসৎ অসদেবেতি ত্বনয়োর্যথোক্তয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। তদিতি সর্বনাম সর্বঞ্চ ব্রহ্ম তস্য নাম তদিতি তদ্ভাবস্তত্ত্বং ব্রহ্মণো যাথাত্ম্যং তৎ দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে তত্ত্বদর্শিনঃ তৈস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। ত্বমপি তত্ত্বদর্শিনাং দৃষ্টিমাশ্রিত্য শোকং মোহঞ্চ হিত্বা শীতোষ্ণাদীনি নিয়তানিয়তরূপাণি দ্বন্দ্বানি বিকারোঽয়মসন্নেব মরীচিজলবন্মিথ্যাবভাসত ইতি মনসি নিশ্চিত্য তিতিক্ষস্ব ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ।—সেই প্রকার সৎ আত্মার অভাব অর্থাৎ অবিদ্যমানতা নাই (কারণ) আত্মা সর্ব্বত্র নিরন্তররূপে বিদ্যমান আছে, ইহাই বলিয়াছি। এই প্রকার সৎ আত্মা এবং অসৎ অনাত্মা এই উভয়ের "অন্ত" নির্ণয় "দৃষ্ট" উপলব্ধ হইয়াছে। "সৎ সৎই অসৎ অসৎই" যথোক্তরূপ সৎ ও অসতের এই প্রকার নির্ণয় তত্ত্বদর্শিগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আত্মা ভিন্ন সকল বস্তই মরু-মরীচিকার ন্যায় অসৎ এই প্রকার স্থির করিয়া সুখ দুঃখাদি সহ্য করিতে হয়।

* তৎ এই শব্দটা সর্ব্বনাম (তৎ এই শব্দের দ্বারা সকল বস্তকেই বুঝান যায়) ব্রহ্ম সকল বস্তুর স্বরূপ (এই কারণে) তৎ এই শব্দটী ব্রহ্মের নাম, তাহার (ব্রহ্মের) ধর্ম্ম এই অর্থে ত্ব, এই শব্দটী প্রযুক্ত হয়, (সুতরাং) তত্ত্ব এই শব্দের অর্থ ব্রহ্মের যাথাত্ম্য (প্রকৃত স্বরূপ) সেই ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপদর্শনই যাহাদের স্বভাব তাহারাই তত্ত্বদর্শী, তত্ত্বদর্শিন্ এই শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে, তত্ত্বদর্শিভিঃ এই পদটী সাধিত হয়। (হে অর্জ্জুন) তুমিও তত্ত্বদর্শীগণের দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া শোক ও মোহ পরিহারপূর্ব্বক, (প্রাগুক্ত প্রকারে) নিয়ত ও অনিয়তরূপ দ্বন্দ্বনিচয়কে "এই সকল বিকার অসৎ মরু-মরীচিকার ন্যায় মিথ্যা প্রতিভাসমান হয়," এইপ্রকার হৃদয়ে নিশ্চয় করিয়া সহন কর, ইহাই অভিপ্রায় ॥ ১৬ ॥

ভাষ্য।—কিং পুনস্তৎ যৎ সদেব সর্ব্বত্রৈবাস্তীতি উচ্যতে অবিনাশীতি।

অনুবাদ।—কি সেই বস্তু যাহা সৎস্বরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে? (এই প্রকার প্রশ্নের উপর) বলা যাইতেছে অবিনাশীত্যাদি।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততং।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥

অন্বয়।—যেন ইদং সর্ব্বং ততং (ব্যাপ্তং) তৎ তু (এব) অবিনাশি (নিত্যং) বিদ্ধি (জানীহি)। কশ্চিৎ অস্য অব্যয়স্য বিনাশং কর্ত্তুং ন অর্হতি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।—এই সকল বস্তু, যাহার অন্তর্নিবিষ্ট, তাহাকেই অবিনাশী বলিয়া জানিবে, সেই সর্ব্বব্যাপক অব্যয়ের বিনাশ করিতে কেহই সমর্থ নহে ॥ ১৭ ॥

ভাষ্য।—অবিনাশি ন বিনষ্টুং শীলমস্যেতি তু শব্দোঽসতো বিশেষণার্থঃ। তদ্বিদ্ধি বিজানীহি। কিং? যেন সর্ব্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তং সদাখ্যেন ব্রহ্মণা সাকাশমাকাশেনেব ঘটাদয়ঃ। বিনাশমদর্শনমভাবমব্যয়স্য। ন ব্যেতি উপচয়াপচয়ৌ ন যাতীত্যব্যয়ং তস্যাব্যয়স্য নৈতৎ সদাখ্যং ব্রহ্ম স্বেন রূপেণ ব্যেতি ব্যভিচরতি নিরবয়বত্বাৎ দেহাদিবৎ নাপ্যাত্মীয়েন আত্মীয়াভাবাৎ যথা দেবদত্তো ধনহান্যা ব্যেতি নত্বেবং ব্রহ্ম ব্যেতি অতোঽব্যয়স্যাস্য ব্রহ্মণো বিনাশং ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ন কশ্চিদাত্মানং বিনাশয়িতুং শক্নোতীশ্বরোঽপি আত্মা হি ব্রহ্ম স্বাত্মনি ক্রিয়াবিরোধাৎ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।—যে বস্তু বিনাশশীল নহে, তাহাই অবিনাশী, মূলে তু শব্দের উপাদান অসৎ হইতে সতের বৈলক্ষণ্য বোধ করাইবার জন্য। তাহাকেই (অবিনাশী) জানিবে কি সে বস্তু? যাহার দ্বারা এই সকল জগৎ তত (ব্যাপ্ত) আছে, আকাশের অন্তরে যেমন ঘটাদি বস্তু প্রবিষ্ট আছে, সেই প্রকার আকাশের সহিত এই বিশ্ব সদাধা ব্রহ্মের অন্তঃপ্রবিষ্ট আছে। বিনাশ (অর্থাৎ) অদর্শন, অভাব, যাহার ব্যয় নাই তাহাই অব্যয় (অর্থাৎ যাহার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না তাহাই অব্যয়) দেহাদির ন্যায় অবয়ব না থাকা প্রযুক্ত, সৎএই শব্দের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম নিজরূপে কখনই অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয় না আত্মীয় বন্ধুর বিনাশাদিনিবন্ধন ব্রহ্মের অপচয় হইবার সম্ভাবনা নাই, আত্মীয়ধনাদির হানিতে যেমন দেবদত্তের হানি হয়, সেই প্রকার আত্মীয় না থাকা প্রযুক্ত ব্রহ্মের হানি হইতে পারে না, এই কারণে অব্যয় এই ব্রহ্মের কেহই বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না (ব্রহ্ম যে কারণে সকলেরই আত্মা এই জন্য) কোন ব্যক্তি ঈশ্বর হইলেও ইহার বিনাশ করিতে সক্ষম হন না, কারণ নিজের আত্মাতে স্বকর্তৃক হননক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই।

ভাষ্য।—কিপুনস্তৎ অসৎ যদাত্মসত্তাং ব্যভিচরতি ইতি উচ্যতে অন্তবন্ত ইতি।

অনুবাদ।—কি অসৎ বস্তু, যাহার নিজসত্তার অন্যথা ভাব প্রাপ্ত হয়? ইহার উপরে বলা যাইতেছে যে অন্তবন্ত ইত্যাদি।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত॥ ১৮॥

অন্বয়।—নিত্যস্য অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য শরীরিণঃ ইমে দেহা অন্তবন্ত উক্তাঃ হে ভারত তস্মাৎ যুধ্যস্ব॥ ১৮॥

অনুবাদ।—হে ভারত! অবিনাশী অপ্রমেয় ও নিত্য শরীরীর এই সকল দেহই বিনাশশীলরূপে উক্ত হইয়াছে (যে কারণে আত্মার বিনাশ হয় না) এই জন্য তুমি যুদ্ধ কর॥ ১৮॥

[ক্রমশঃ।]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম—লিখিত)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সহিত নরেন্দ্র, (স্বামী বিবেকানন্দ) কাপ্তেন, বলরাম, অধর ইত্যাদির কথোপকথন।

শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথি। ইংরাজী ১১ই আগষ্ট ১৮৮৩ সাল, আজ রবিবার। ভক্তদের অবসর হইয়াছে, তাই দলে দলে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে আসিতেছেন। সকলেরই অবারিত দ্বার। যিনি আসিতেছেন, তাঁহারই সহিত কথা কহিতেছেন। সাধু, পরমহংস, হিন্দু, খৃষ্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী; শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব; পুরুষ, স্ত্রীলোক সকলেই আসিতেছেন। ধন্য রাণী রাসমণী! যাঁহার সুকৃতিবলে এই সুন্দর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; আবার এই চঞ্চল প্রতিমা এই মহাপুরুষকে লোকে আসিয়া দর্শন ও পূজা করিতে পাইতেছে।

মধ্যাহ্নকালে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব তাঁহার ঘরে ছোট তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন। আহারের পর একটু বিশ্রাম হইয়াছে। এমন সময়ে মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। পরমহংসদেব তাঁহাকে বসিতে অনুজ্ঞা করিলেন ও অনেক কুশল প্রশ্ন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সঙ্গে বেদান্তসম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল।

(বেদান্তবাদীদিগের মত।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। দেখ, অষ্টাবক্রসংহিতায় আত্মজ্ঞানের কথা আছে। আত্মজ্ঞানীরা বলেন "সোঽহং" অর্থাৎ, "আমিই সেই পরমাত্মা।" এসব বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর মত, সংসারীর পক্ষে এ মত ঠিক নয়। সবই করা যাচ্ছে অথচ আমিই সেই নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা, এ কিরূপে হতে পারে?

"বেদান্তবাদীরা বলে, আত্মা নির্লিপ্ত। সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য এসব আত্মার কোনও অপকার কর্‌তে পারে না, তবে দেহাভিমানী লোকদের কষ্ট দিতে পারে। যেমন ধোঁয়া, দেয়াল ময়লা করে, কিন্তু আকাশের কিছু কর্‌তে পারে না।"

"কৃষ্ণকিশোর বল্‌তো আমি 'খ'—অর্থাৎ আকাশবৎ। তা সে পরম ভক্ত, তার মুখে ও কথা বরং সাজে, কিন্তু সকলের মুখে নয়।"

(পাপ পুণ্য।)

কিন্তু 'আমি মুক্ত' এ অভিমান খুব ভাল। 'আমি মুক্ত' 'আমি মুক্ত' একথা বল্‌তে বল্‌তে সে ব্যক্তি মুক্তই হয়ে যায়। আবার "আমি বদ্ধ" "আমি বদ্ধ" একথা বল্‌তে বল্‌তে সে ব্যক্তি বদ্ধ হয়ে যায়।

"যে কেবল বলে 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' সেই শালাই পড়ে যায়। বরং বল্‌তে হয়, আমি তাঁর নাম করিছি, আমার আবার পাপ কি, বন্ধন কি?"

(মায়া না দয়া?)

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। দেখ আমার মন্‌টা বড় খারাপ হয়েছে, হৃদে * চিঠি লিখেছে, তার ভারি অসুখ। একি মায়া না দয়া?

মাষ্টার কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মায়া কাকে বলে জান? বাপ, মা, ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, ভাগিনা, ভাগিনী, ভাইপো, ভাইঝি এই সব আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা। আর দয়া মানে সর্ব্বভূতে সমান ভালবাসা। আমার এটা কি হলো—মায়া না দয়া?

"হৃদে কিন্তু আমার অনেক করেছিল—অনেক সেবা করেছিল—হাতে করে গু পরিষ্কার কর্‌তো—আবার তেমনি শেষে শাস্তিও দিয়েছিল—এত শাস্তি দিত যে, পোস্তার উপর গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ করতে গিছ্‌লুম। এখন সে কিছু টাকা পেলে আমার মন্‌টা স্থির হয়। কিন্তু কোন্ বাবুকে আবার বল্‌তে যাব?—কে বলে বেড়ায়?"

(অধরসেন ও বলরামের প্রবেশ।)

বেলা দুইটা তিনটার সময় ভক্তবীর শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত বলরাম বসু আসিয়া উপনীত হইলেন ও পরমহংসদেবকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেমন আছেন? শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন "হাঁ শরীর ভাল আছে, তবে আমার মনে একটু কষ্ট আছে" তিনি হৃদয়ের পীড়া সম্বন্ধে কোন কথাই উত্থাপন করিলেন না।

(প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ)

বড় বাজারের মল্লিকদের সিংহবাহিনীনামক দেবীবিগ্রহের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সিংহবাহিনী আমি দেখ্‌তে গিছ্‌লুম। চাষাধোপা পাড়ার একজন মল্লিকদের বাড়ীতে ঠাকুরকে দেখ্‌লুম। পোড়ো বাড়ী। তারা গরীব হয়ে গেছে। এখানে পায়রার গু, ওখানে শেওলা, এখানে ঝুরঝুর করে বালি সুরকি পড়্‌ছে, অন্য মল্লিকদের বাড়ী যেমন দেখেছি, এবাড়ীর সে শ্রী নাই। (মাষ্টারের প্রতি) আচ্ছা, এর মানে কি বল দেখি?

মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জান, যার যা কর্ম্মের ভোগ আছে, তার তা করতে হয়। সংস্কার প্রারব্ধ এসব মান্‌তে হয়।

(মৃণ্ময় আধারে চিণ্ময়ী দেবী)

(মাষ্টারের প্রতি) "আর পোড়ো বাড়ীতে দেখ্‌লুম যে, সেখানে যে সিংহবাহিনীর মুখের ভাব জ্বল জ্বল কর্‌ছে। আবির্ভাব মান্‌তে হয়।"

"বিষ্ণুপুরে গিছ্‌লুম। রাজার বেশ সব ঠাকুরবাড়ী আছে, সেখানে ভগবতীর মূর্ত্তি আছে, নাম মৃণ্ময়ী। ঠাকুরবাড়ীর সম্মুখে বড় দীঘি। (মাষ্টারের প্রতি)

* হৃদয় মুখোপাধ্যায় পরমহংসদেবের অনেক দিন ১৮৮১ সাল পর্য্যন্ত দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে সেবা করিয়াছিলেন। সম্পর্কে হৃদয় তাঁহার ভাগিনেয়। তাঁহার জন্মভূমি হুগলীজেলাস্থিত শিওড় গ্রাম। এই গ্রাম শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের জন্মভূমি কামারপুকুর হইতে দুই ক্রোশ। ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি প্রায় ষাটি বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁর জন্মভূমিতে পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে।

আচ্ছা দীঘিতে আঁব আঠির * গন্ধ কেন পেলুম বল দেখি? আমি তো জানতুম না যে, মেয়েরা মৃণ্ময়ীদর্শনের সময় আঁব আঠা তাঁকে দেয়। আর দীঘির কাছে আমার ভাব সমাধি হল—তখন বিগ্রহ দেখিনি—আবেশে সেই দীঘির কাছে মৃণ্ময়ীদর্শন হল—কোমর পর্য্যন্ত।"

(ভক্ত ও সুখ দুঃখ)

এতক্ষণে আর সব ভক্ত আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। কাবুলের রাজবিপ্লব ও যুদ্ধের কথা উঠিল। একজন বলিলেন যে, ইয়াকুব খাঁ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন। তিনি পরমহংসদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, ইয়াকুব খাঁ কিন্তু একজন বড় ভক্ত।"

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জান সুখ দুঃখ দেহধারণের ধর্ম্ম। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে যে, কালুবীর জেলে গিছ্‌লো। তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র। দেহ ধারণ করলেই সুখ দুঃখ ভোগ আছে।

"শ্রীমন্ত কত বড় ভক্ত। আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসতেন, কিন্তু সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ। মশানে কাট্‌তে নিয়ে গিছ্‌লো।"

"একজন কাঠুরে—পরমভক্ত—ভগবতীর দর্শন পেলে—তিনি কত ভাল বাসলেন—কত কৃপা করলেন। কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর ঘুচ্‌লো না। সেই কাট কেটে আবার খেতে হবে।"

"দেবকীর কারাগারে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান দর্শন হল। কিন্তু কারাগার ঘুচ্‌লো না।"

মাষ্টার। শুধু কারাগার ঘোচা কেন? দেহই ত যত জঞ্জালের গোড়া, দেহটা ঘুচে যাওয়া উচিত ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জান প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ। তাই যে কদিন আছে, দেহ ধারণ করতে হয়। যেমন একজন কানা গঙ্গাস্নান করলে। তার পাপ সব চলে গেল। কিন্তু কানা চোক আর সার্‌লো না। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মভোগ।

মাষ্টার। যে বাণটা ছোঁড়া গেছে, সে বাণের উপর আর কোনও জোর থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেহের সুখ দুঃখ যাই হোক, ভক্তের জ্ঞান ও ভক্তির ঐশ্বর্য্য থাকে, সে ঐশ্বর্য্য কখন যাবার নয়। দেখনা পাণ্ডবদের অত বিপদ, কিন্তু এ বিপদে তারা চৈতন্য একবারও হারায় নাই। তাদের মত জ্ঞানী ও ভক্ত কোথায়?

কাপ্তেন ও নরেন্দ্রের (বিবেকানন্দের প্রবেশ)।

এমন সময় নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) ও শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বনাথ নেপালের রাজার Resident। পরমহংসদেব তাঁহাকে কাপ্তেন বলিয়া ডাকেন, তাঁর ভক্তেরা সকলে তাঁহাকে কাপ্তেন বলিত। বিবেকানন্দের বয়স বছর বাইস, B. A., পড়িতেছেন। মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ রবিবারে দর্শন করিতে আসেন। তাঁহারা প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে গান গাইতে অনুরোধ করিলেন। ঘরের পশ্চিম দেয়ালে তানপুরাটী ঝুলান ছিল, বিবেকানন্দ তানপুরাটী লইয়া তাহার কান মলিয়া সুর বাঁধিতে লাগিলেন, বাঁয়া তবলা সুর বাঁধা হইতে লাগিল। সকলে এক দৃষ্টে গায়কের দিকে চাহিয়া রহিলেন কখন গান হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিবেকানন্দের প্রতি) দেখ, এ আর তেমন বাজে না।

কাপ্তেন। পূর্ণ হয়ে বসে আছে। তাই শব্দ নাই। পূর্ণকুম্ভ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কাপ্তেনের প্রতি।) কিন্তু নারদাদি?

কাপ্তেন। তাঁরা পরের দুঃখে কথা কয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ নারদ, শুকদেব এঁরা সমাধির পর নেবে এসেছিলেন, দয়ার জন্য, পরের হিতের জন্য তাঁরা কথা কয়েছিলেন।

বিবেকানন্দ গান আরম্ভ করিলেন।

(গান।)

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদি মন্দিরে। (সেদিন কবে ...)
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে।

জ্ঞান মলয়রূপে পশিবে নাথ মম হৃদে,
অবাক হইয়া অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে,
আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয় আকাশে,
চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মনহরষে,
আমরাও নাথ তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে।
শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজরাজচরণে,
বিকাইব ওহে প্রাণ-সখা সফল করিব জীবনে।
এমন অধিকার কোথা পাব আর স্বর্গ ভোগ জীবনে।(সে"
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার,
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর।
তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ আঁধার।
ওহে ধ্রুবতারাসম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে,
জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পূরাও মনের আশ,
আমি নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে,
আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে।
(সেদিন কবে হবে হে।)

'আনন্দ অমৃতরূপে' এই কথা বলিতে না বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর ভাব সমাধিতে নিমজ্জিত হইলেন। আসীন হইয়া করযোড়ে বসিয়া আছেন। পূর্ব্বাস্য—দেহ উন্নত। আনন্দময়ীর রূপসাগরে মগ্ন হইয়াছেন। বাহ্যজ্ঞান একবারে নাই—শ্বাস বহিছে কি না বহিছে—দেহ স্পন্দহীন—নিমেষশূন্য—চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। যেন এরাজ্য ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছেন।

(সমাধিভঙ্গের পর)

সমাধি ভঙ্গ হইল। ইতিপূর্ব্বে বিবেকানন্দ সমাধিদৃষ্টে কক্ষত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডায় চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে হাজরা মহাশয় কম্বলাসনে হরিনামের মালা হাতে করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারি সঙ্গে বিবেকানন্দ আলাপ করিতে লাগিলেন, এদিকে ঘরে একঘর লোক হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ

সমাধিভঙ্গের পর ভক্তদের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন—দেখেন যে, বিবেকানন্দ নাই। শূন্য তানপুরা পড়িয়া রহিয়াছে, আর ভক্তগণ সকলে তাঁর দিকে ঔৎসুক্যের সহিত তাকাইয়া রহিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আগুন জ্বেলে গেছে এখন থাকলো আর গেল!

(সচ্চিদানন্দলাভের উপায়)

(ভক্তদিগের প্রতি) "চিদানন্দ আরোপ কর, তোমাদেরও আনন্দ হবে। চিদানন্দ আছেই, কেবল আবরণ ও বিক্ষেপ।"

"বিষয়াসক্তি যত কম্‌বে ঈশ্বরে রতি মতি তত বাড়্‌বে।"

কাপ্তেন। কলিকাতায় বাড়ীর দিকে যত আস্‌বে কাশী থেকে তত তফাৎ হবে। আবার কাশীর দিকে যত যাবে, বাড়ী থেকে তত তফাৎ হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীমতি যত কৃষ্ণের নিকট এগুচ্ছেন, ততই কৃষ্ণের দেহ গন্ধ পাচ্ছিলেন। ঈশ্বরের নিকট যত যাওয়া যায় ততই তাঁতে ভাব ভক্তি হয়। সাগরের নিকট নদী যত যায়, ততই জোয়ার ভাটা দেখা যায়।

(জ্ঞানী ও ভক্তের প্রভেদ)

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞানীর ভিতর একটানা গঙ্গা বহিতে থাকে। তাহার পক্ষে সব স্বপ্নবৎ, তিনি স্বস্বরূপে সর্ব্বদা থাকেন। ভক্তের ভিতর একটানা নয়, জোয়ার ভাটা হয়, ভক্ত হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়। ভক্ত তাঁর সঙ্গে বিলাস কর্ত্তে ভালবাসে—কখন সাঁতার দেয়, কখন ডোবে, কখন ওঠে—জলের ভিতর বরফ যেমন "টাপুর টুপুর," "টাপুর টুপুর" করে।

(সচ্চিদানন্দ ও সচ্চিদানন্দময়ী—ব্রহ্ম ও শক্তি।)

"কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনি সচ্চিদানন্দ তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী। যেমন জ্যোতিঃ ও মণি; জ্যোতিঃ বল্লেই মণি বুঝায়, মণি বল্লেই জ্যোতিঃ বুঝায়, তুমি মণি না ভাব্‌লে জ্যোতিঃ ভাব্‌তে পার না—জ্যোতিঃ না ভাব্‌লে মণি ভাব্‌তে পার না।"

তারা"।—যেখানে কার্য্য—সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়, সেইখানেই শক্তি। কিন্তু জল স্থির থাকলেও জল, তরঙ্গ ভুড়ভুড়ি হলেও জল। সেই সচ্চিদানন্দই আদ্যাশক্তি—যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, যেমন কাপ্তেন যখন কোন কাজ করেন না তখনও যিনি, আর কাপ্তেন পূজা করছেন তখনও তিনি, আর কাপ্তেন লাট সাহেবের কাছে যাচ্ছেন, তখনও তিনি—কেবল উপাধিবিশেষ।"

কাপ্তেন। হাঁ, মহাশয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি এই কথা কেশব সেনকে বলেছিলুম।

কাপ্তেন। মহাশয়! কেশব সেন ভ্রষ্টাচার, স্বেচ্ছাচার তিনি সাধু নন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদিগের প্রতি)। কাপ্তেন আমায় বারণ করে কেশব সেনের ওখানে যেতে।

কাপ্তেন। তা আপনি যাবেন তা আর কি করবো!

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি লাট সাহেবের কাছে যেতে পার টাকার জন্য, আর আমি কেশব সেনের কাছে যেতে পারি না? সে ঈশ্বর চিন্তা করে—হরিনাম করে! তবে না তুমি বল ঈশ্বর মায়াজীব—জগৎ—যিনি ঈশ্বর তিনিই এই সব জীব, জগৎ হয়েছেন!!

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ ঘর হইতে উত্তর পূর্ব্বের বারাণ্ডায় চলিয়া গেলেন। কাপ্তেন ও অন্যান্য ভক্তেরা ঘরেই বসিয়া তাঁর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কেবল মাষ্টার তাঁহার সঙ্গে বাহিরে ঐ বারাণ্ডায় আসিলেন।

উত্তর পূর্ব্বের বারাণ্ডায় বিবেকানন্দ হাজরার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জানেন, হাজরা বড় শুষ্ক জ্ঞান বিচার করে—বলে জগৎ স্বপ্নবৎ—পূজা নৈবিদ্য এসব মনের ভুল—আর আমিই সেই,—কেবল স্বস্বরূপকে চিন্তা করাই উদ্দেশ্য।

(জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। কি গো! তোমাদের কি সব কথা হচ্ছে?

বিবেকানন্দ (হাসিতে হাসিতে)। আমাদের কত কি কথা হচ্ছে—'লম্বা' 'লম্বা' কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞান আর শুদ্ধ ভক্তি এক। শুদ্ধ জ্ঞান যেখানে নিয়ে যায়, শুদ্ধ ভক্তিও সেই খানেই নিয়ে যায়। ভক্তি পথ বেশ সহজ পথ।

বিবেকানন্দ। "আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে দে মা পাগল করে" (মাষ্টারের প্রতি) দেখুন Hamilton এ পড়্লুম—লিখ্ছেন "A learned ignorance is the end of philosophy and the beginning of religion."

শ্রীরামকৃষ্ণ। এর মানে কি গা?

বিবেকানন্দ। ফিলজফী (দর্শন শাস্ত্র) পড়া শেষ হলে মানুষটা পণ্ডিত মূর্খ হয়ে দাঁড়ায়; তখন ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে—তখন ধর্ম্মের আরম্ভ হয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। Thank you! Thank you!

(সকলের হাস্য।

কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া অধিকাংশ লোক বাটী গমন করিলেন। বিবেকানন্দও বিদায় লইলেন।

ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল, সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুরবাড়ীর ফরাস চারিদিকে আলোর আয়োজন করিতে লাগিল। কালীঘরের ও বিষ্ণুঘরের দুই জন পূজারি গঙ্গায় অবগাহন হইয়া বাহ্য ও অন্তর শুচি করিতেছেন, কেননা শীঘ্র গিয়া আরতি ও রাত্রিকালীন অন্যান্য সেবা করিতে হইবে। দক্ষিণেশ্বর গ্রামবাসী যুবকবৃন্দ কাহারও হাতে stick, কেহ বন্ধু সঙ্গে বাগান বেড়াইতে আসিয়াছে। তাহারা পোস্তার উপর বিচরণ করিতেছে ও পুষ্পগন্ধবাহী নির্ম্মল সন্ধ্যাসমীরণ সেবন করিতে করিতে শ্রাবণ মাসের খরস্রোত ঈষৎ বীচিবিকম্পিত গঙ্গাপ্রবাহ দেখিতেছিল, তন্মধ্যে হয়ত একজন অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল পঞ্চবটীর বিজন ভূমিতে পাদচারণ করিতেছেন। ভগবান রামকৃষ্ণও পশ্চিমের বারাণ্ডা হইতে কিয়ৎকাল গঙ্গা দর্শন করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা হইল। ফরাস আলোগুলি জ্বালিয়া দিয়া গেল। পরমহংসদেবের ঘরে আসিয়া দাসী প্রদীপ জ্বালিল ও ধুনা দিল। এদিকে দ্বাদশ মন্দিরের শিবের আরতি আরম্ভ হইল। তৎপরেই বিষ্ণুঘরের ও কালীঘরের আরতি আরম্ভ হইল। কাঁসর ঘড়ি ও ঘণ্টা মধুর ও গম্ভীর নিনাদ করিতে লাগিল—কেননা মন্দিরের পার্শ্বেই কলকলনাদিনী গঙ্গা।

শ্রাবণের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া। কিয়ৎক্ষণ পরেই চাঁদ উঠিল। বৃহৎ উঠান ও উদ্যানস্থিত বৃক্ষশীর্ষ ক্রমে চন্দ্রকিরণে প্লাবিত হইতে লাগিল। এদিকে জ্যোৎস্নাস্পর্শে ভাগীরথীসলিল যেন কত আনন্দ করিতে করিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতাকে নমস্কার করিয়া হাততালি দিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। কক্ষমধ্যে অনেক গুলি ঠাকুরদের ছবি—শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্কীর্ত্তনের ছবি, যশোদা ও গোপালের ছবি, বাগ্‌বাদিনীর ছবি, মা কালীর ছবি, ধ্রুব প্রহ্লাদের ছবি, রামরাজার ছবি, রাধাকৃষ্ণের ছবি—সকল ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহাদের নাম করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন, আবার বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মআত্মা ভগবান; ভাগবত, ভক্ত, ভগবান; ব্রহ্ম শক্তি, শক্তি ব্রহ্ম; বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা, গায়ত্রী; শরণাগত শরণাগত; নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু; আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী; ইত্যাদি। নামের পর করযোড়ে জগন্মাতার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দুই চারিজন ভক্ত উদ্যানপথে বেড়াইতেছিলেন। তাঁহারা ঠাকুরদের আরতির কিয়ৎক্ষণ পরে পরমহংসদেবের ঘরে ক্রমে২ আসিয়া জুটিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব খাটে উপবিষ্ট। মাষ্টার, অধর, কিশোরী ইত্যাদি সম্মুখে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ), রাখাল, ভবনাথ এরা সব নিত্যসিদ্ধ। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ। দেখ না নরেন্দ্র কাহাকেও care (গ্রাহ্য) করে না। আমার সঙ্গে কাপ্তেনের গাড়ীতে যাচ্ছিল—কাপ্তেন ভাল জায়গায় বস্‌তে বল্লে, তা চেয়েও দেখ্‌লে না। আমার যা জানে তাও বলে না, পাছে আমি লোকের কাছে বলে বেড়াই যে, নরেন্দ্র এত বিদ্বান্। মায়া মোহ নেই, যেন কোন বন্ধন নেই। খুব ভাল আধার। একাধারে অনেক গুণ—গাইতে, বাজাতে, লিখ্‌তে, পড়্‌তে—এদিকে জিতেন্দ্রিয়—বলেছে বিয়ে করবে না। নরেন্দ্র আর ভবনাথ দুজনে ভারি মিল। নরেন্দ্র বেশী আসে না। সে ভাল; বেশী এলে আমি বিহ্বল হই।

জৈমিনি ও কর্ম্মমীমাংসা।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈদেশিক পণ্ডিতগণের মধ্যে বেদের অনুশীলন একপ্রকার বিচিত্র দৃশ্য। ইউরোপের জ্ঞানবৃদ্ধ অথচ বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিতগণ দৃঢ়তর অধ্যবসায়সহকারে আমাদের বেদের অনুশীলনে জীবনের বহুমূল্য সময় অতিবাহিত করিয়াছেন ও করিতেছেন ইহা কে অস্বীকার করিবে? রথ, উইলসন্, ম্যাক্স্‌মূলার প্রভৃতি মহা ধীশক্তিসম্পন্ন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের অতি জীর্ণ বেদশাস্ত্রকে নূতন ছাঁচে সংস্কার করিবার প্রবল আয়াসে হিন্দুসমাজের পক্ষে কোন সুফল প্রসব করিবে কি না তাহা বিচার করিবার উপযুক্ত সময় এখনও উপস্থিত না হইতে পারে, কিন্তু যে প্রণালীতে ঐ সকল পণ্ডিতগণ [illegible] প্রাচীন জীর্ণ বেদগ্রন্থের মধ্যে [illegible] বেদসম্বন্ধে নূতন নূতন মতামত আবিষ্কার করিতেছেন ও সাধারণের ঔৎসুক্য বৃদ্ধির মত সেই [illegible] করিতেছেন, সেই সকল মতের বৈচিত্র্য ও নূতনত্ববিষয়ে আলোচনা [illegible] উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি না থাকিতে পারে।

যে বেদের মন্ত্রে বামদেব, [illegible], বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি অতিপ্রাচীন মহর্ষিবৃন্দের [illegible] ঝঙ্কার দিয়া উঠিত; বেদব্যাস, জৈমিনি, গৌতম, পত-

সায়ণ প্রভৃতি মধ্যযুগের মহর্ষিবৃন্দ যে বেদের অনুশীলনে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াও বেদের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হইলাম না বলিয়া আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন; দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, অসীম অভিনিবেশ ও ঐকান্তিক বিশ্বাস সহকারে যে বেদের নিরন্তর অনুশীলন করিয়া মহামুনি বেদব্যাস মহাভারতরূপ অমৃতময় ফল আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; যে বেদের সার হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে অগ্রে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ প্রভৃতি দুরবগাহ শাস্ত্রসমুদ্রের দীর্ঘকালব্যাপী অনুশীলন একান্ত প্রয়োজনীয়, যে বেদের একাংশ উপনিষদের গুটিকয়েক বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া জগতের সর্ব্ব-প্রধান দার্শনিক পণ্ডিতগণ মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনের দুর্লক্ষ্য সিদ্ধান্তসমূহের সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, দর্শন বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ যে বেদসমূহের অন্তর্নিহিত সমুজ্জ্বল রত্ন বলিয়াই প্রাচীন ভারতে ইহা সবিশেষ গৌরবের পাত্র হইয়াছিল; পারলৌকিক বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সভ্য হিন্দুসমাজ, পরলোকের স্পৃহণীয় ফল লাভ করিবার জন্য যে বেদ ছাড়া অন্য কোন উপায়ের প্রতি একবারও দৃক্‌পাত করিত না, জর্ম্মানী ফ্রান্স বা ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত সংস্কৃত ভাষায় নূতন ধরণের ব্যুৎপত্তির বলে যাস্ক সায়ন প্রভৃতি পণ্ডিত-গণের দুষ্প্রবেশ গ্রন্থরাশির পারমথন করিয়া নবাবিষ্কৃত বেদাণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে সেই বিরাট সর্ব্বজ্ঞানময় ও সর্ব্বাশ্চর্য্যময় বেদের সূক্ষ্ম তত্ত্বসকলের মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিদ্বেষী ও ঊনবিংশ শতাব্দীর জড়বাদের চিরসেবক পণ্ডিতগণ যে সকল নবসুধাময় সিদ্ধান্ত বর্ষণ করিতেছেন ও ইংরাজী ভাষার সাহায্যে তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া ভারতের নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশীয় ভাষায় যাহা উদ্গার করিতেছেন, তাহার সৌরভে অদ্য বৈদিক জগতে ব্যাস জৈমিনি প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বেদানুশীলনকারী ঋষিগণের নামের সৌরভ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে; পমেটম ল্যাবেণ্ডারের তীব্র গন্ধে নাসিকাছিদ্র প্রায় বুঝিয়া আসিল! চামেলি বা গোলাপের আদর এ দেশ হইতে চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইতে চলিল!

পাশ্চাত্যশিক্ষামদে উন্মত্ত কোন কোন দেশের সুসন্তান ম্যাক্‌সমুলার প্রভৃতি মনীষিগণের সিদ্ধান্তগুলির চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতে গিয়া অবজ্ঞাপূর্ণ বক্রোক্তি-সহকারে দেশের বৈদিক শিক্ষাসম্প্রদায়ের উপর মধ্যে মধ্যে বেশ সুমিষ্ট গালি বর্ষণ করিতেছেন, করুন; তাহাতে আমাদের ক্ষোভ বা রোষ নাই তাঁহাদের মত খণ্ডন করিবার জন্যও আমাদের প্রযত্ন নাই, কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এ হেন বেদালোচনার দিনে বেদসম্বন্ধে মহর্ষি জৈমিনি কি বলিয়াছেন, বেদের অনুশীলন বিষয়ে কোন্ উপায় অবলম্বনীয়, এই বিষয়ে মহর্ষি জৈমিনি যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সে বিষয়ে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না, এই জন্য আমরা বেদ ও জৈমিনি সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

হিন্দুধর্ম্মের অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে হইলে বেদ ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই, একথা চিরদিন সকলেই জানেন। উপনীত হইয়া ত্রৈবর্ণিকসন্তান গুরুগৃহে বাস করিয়া দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য ও নানাবিধ ব্রতনিয়মসহকারে বেদপাঠেই অনেক বৎসর অতিবাহিত করিয়া বেদের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য মীমাংসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত, ইহা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বিদিত আছেন। মীমাংসাশাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি না হইলে বেদ বুঝিতে পারা যায় না; বেদের প্রতিপাদ্য কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিতে হইলে মীমাংসাশাস্ত্রে গভীরজ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়; ইহা—আমরা নহে—ব্যাস, গৌতম, কণাদ, শঙ্কর প্রভৃতি ভারতের আচার্য্যগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; সেই মীমাংসা শাস্ত্রের মূল সূত্র সমষ্টির প্রণেতা মহর্ষি জৈমিনির বেদবিষয়ে কি প্রকার ধারণা ছিল এবং কিপ্রকারে বিচার করিয়া বেদের অর্থ গ্রহণ করা আবশ্যক এই বিষয়ে তিনি যে প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই বিষয়ের আলোচনা [illegible] যাইতেছে। মীমাংসাদর্শনের প্রথমে জৈমিনি বলিয়াছেন যে—[illegible]

অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা। জৈমিনিসূত্র ১।১।১।

এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, উপনীত ত্রৈবর্ণিকগণ গুরুগৃহে বাস

করিয়া গুরুর নিকটে সমগ্র বেদশাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়া পরে সমুদয় বেদের তাৎপর্য্যার্থ ধর্ম্মের স্বরূপ নিশ্চয় করিবার জন্য বেদবিচাররূপ মীমাংসাশাস্ত্রের অনুশীলন করিবে। ইহার পরেই জৈমিনি বলিতেছেন—

চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ। জৈমিনিসূত্র ১।১।২।

তাৎপর্য্যার্থ।—পারলৌকিক ইষ্টলাভ ও অনিষ্ট নিবৃত্তির উপায়কেই ধর্ম্ম কহা যায়, সেই ধর্ম্মে বেদই প্রমাণ অর্থাৎ সকল বেদের প্রতিপাদ্য অর্থ ধর্ম্মব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে।

মহর্ষি জৈমিনিপ্রণীত এই সূত্র দুইটীর নিগূঢ় অর্থের প্রতি প্রণিধান করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়—যে সময় মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসাদর্শন প্রণয়ন করেন, তখন বেদ এই শব্দটী যে অর্থে প্রযুক্ত হইত, তাহা সমগ্র হিন্দুসমাজের অবলম্বনস্বরূপ ধর্ম্মের একমাত্র প্রমাণ অর্থাৎ হিন্দুর যাহা কর্ত্তব্য এবং হিন্দুর যাহা পরিহরণীয়, তাহা বুঝিতে হইলে বেদ ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

(ক্রমশঃ।)

ভাব্‌বার কথা।

লক্ষ্ণৌ সহরে মহরমের ভারী ধূম। বড় মসজেদ্ ইমামবাড়ায় জাঁকজমক রোশ্‌নির বাহার দেখে কে। বেসুমার লোকের সমাগম। হিন্দু, মুসলমান, কেরাণী, য়াহুদী, সকল বর্ণের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা ছত্রিশ বর্ণের হাজারো জাতের লোকের ভীড় আজ মহরম দেখ্‌তে। লক্ষ্ণৌ সিয়াদের রাজধানী, আজ হজরত ইমাম হাসেন হোসেনের নামে আর্তনাদ গগন স্পর্শ কর্‌ছে—সে ছাতিফাটান মর্সিয়ার কাতরানি কার বা হৃদয় ভেদ না করে? হাজার বৎসরের প্রাচীন কারবালার কথা আজ ফের জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এ দর্শকবৃন্দের ভিড়ের মধ্যে দূরগ্রাম হইতে দুই ভদ্র রাজপুত তামাসা দেখ্‌তে হাজির। ঠাকুর সাহেবদের—যেমন পাড়াগেঁয়ে জমীদারের হয়ে থাকে—বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ। সে মোসলমানি সভ্যতা, কাফ্‌ গাফের বিশুদ্ধ উচ্চারণসমেত শরিফী জবানের পুষ্পবৃষ্টি, আবা কাবা চুস্ত পায়জামা তাজ মোড়াসার রঙ বেরঙ সহর পসন্দ ঢঙ অতদূর গ্রামে গিয়ে ঠাকুর সাহেবদের স্পর্শ কর্‌তে আজও পারে নি। কাজেই ঠাকুররা সরল সিধে, সর্ব্বদা শীকার করে, জমাবরদ কড়াজান্ আর বেজায় মজবুত দিল।

ঠাকুরদ্বয় ত ফটক পার হয়ে মসজেদের মধ্যে প্রবেশোদ্যত, এমন সময় সিপাহী নিষেধ কর্‌লে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলে যে, এই যে দ্বারপার্শ্বে মুরদ্ খাড়া রয়েছে; ওকে আগে পাঁচ জুতো মার, তবে ভিতরে যেতে পাবে। মূর্তিটা কার? জবাব এলো, ও মহাপাপী ইয়েজিদের মূর্তি। ও হাজার বৎসর আগে হজরৎ হাসেন হোসেনকে মেরে ফেলে, তাই আজ এ রোদন, এ শোক প্রকাশ। প্রহরী ভাব্‌লে, এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর ইয়েজিদমূর্তি পাঁচ জুতার জায়গায় দশ ত নিশ্চিত খাবে। কিন্তু কর্মের বিচিত্রগতি—উল্টা সমঝ্‌লি রাম—ঠাকুরদ্বয় গলদশ্রুলোচনে ভূমিষ্ঠ হয়ে ইয়েজিদ মূর্তির পদতলে কুমড়ো গড়াগড়ি আর গদ্‌গদ স্বরে স্তুতি—"ভেতরে ঢুকে আর কাজ কি, অন্য ঠাকুর আর—কি দেখ্‌ব? ভল্ বাবা জিদ্ দেবতা তো তুঁহি হ্যায়, অস্ মারো শালো কো কি অভিতক্ রোবত।" (ধন্য বাবা ইয়েজিদ, এমনি মেরেচো শালাদের—কি আজও কাঁদ্‌ছে!!)

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গগনস্পর্শী মন্দির—সে মন্দিরে নিয়ে যাবার রাস্তাই বা কত! আর সেথা নাই বা কি? বেদান্তীর নির্গুণ ব্রহ্ম হ'তে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূয্যিমামা, ইঁদুরচড়া গণেশ, আর কুচো দেবতা ষষ্ঠী, মাকাল প্রভৃতি—নাই কি? আর বেদ বেদান্ত দর্শন পুরাণ তন্ত্রে ত ঢের মাল আছে, যার এক একটা কথায় ভববন্ধন টুটে যায়। আর লোকেরই বা ভিড় কি, তেত্রিশ কোটী লোক সে দিকে দৌড়েছে। আমারও কৌতূহল হ'ল, আমিও ছুটলুম্। কিন্তু গিয়ে দেখি, এ কি কাণ্ড! মন্দিরের মধ্যে কেউ যাচ্ছে না, দোরের পাশে একটা পঞ্চাশ মুণ্ড, একশ হাত, দু'শ পেট, পাঁচ'শ ঠ্যাঙওয়ালা মূর্তি খাড়া, সেইটার পায়ের তলায় সকলেই গড়াগড়ি দিচ্ছে। একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলুম যে, ওই ভেতরে যে সকল ঠাকুর দেবতা ওদের দূর থেকে একটা গড় বা একটা ফুল ছুঁড়ে ফেল্লেই যথেষ্ট পূজা হয়। আসল পূজা কিন্তু এঁর করা চাই যিনি দ্বারদেশে; আর ঐ যে বেদ বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ, শাস্ত্রসকল

দেখ্‌ছ, ও মধ্যে মধ্যে শুন্‌লে হানি নাই, কিন্তু পাল্‌তে হবে এঁর হুকুম। তখন আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—তবে এ দেব-দেবের নাম কি?—উত্তর এলো, এঁর নাম "লোকাচার।" আমার লক্ষ্ণৌএর ঠাকুর সাহেবের কথা মনে পড়ে গেল, "ভল্ বাবা লোকাচার" অস্ মারো ইত্যাদি।

গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য্য—মহা পণ্ডিত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর তাঁর নখ-দর্পণে। শরীরটী অস্থি চর্ম্মসার; বন্ধুরা বলে, তপস্যার দাপটে, শত্রুরা বলে অন্নাভাবে। আবার দুষ্টেরা বলে, বছরে দেড়কুড়ি ছেলে হলে ঐরকম চেহারাই হয়ে থাকে। যাই হোক্, কৃষ্ণব্যাল মহাশয় না জানেন এমন জিনিষটীই নাই, বিশেষ টিকি হ'তে আরম্ভ করে নবদ্বার পর্য্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চৌম্বুকশক্তির গতা-গতিবিষয়ে তিনি সর্ব্বজ্ঞ। আর এ রহস্যজ্ঞান থাকার দরুণ দুর্গাপূজার বেশ্যাদ্বার-মৃত্তিকা হ'তে মায় কাদা, পুনর্ব্বিবাহ দশ বৎসরের কুমারীর গর্ভাধান পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কর্ত্তে তিনি অদ্বিতীয়। আবার প্রমাণ প্রয়োগ—সে তো বালকেও বুঝ্‌তে পারে, তিনি এমনি সোজা করে দিয়েছেন। বলি, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র ধর্ম্ম হয় না, ভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়া ধর্ম্ম বুঝ্‌বার আর কেউ অধিকারীই নয়, ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার কৃষ্ণব্যাল-গুষ্টি ছাড়া বাকি সব কিছুই নয়, আবার কৃষ্ণব্যালদের মধ্যে গুড়গুড়ে!!! অত-এব গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল যা বলেন, তাহাই স্বতঃপ্রমাণ। মেলা লেখাপড়ার চর্চ্চা হচ্ছে, লোকগুলো একটু চম্‌চমে হয়ে উঠ্‌ছে, সকল জিনিষ বুঝ্‌তে চায়, চাক্‌তে চায়, তাই কৃষ্ণব্যাল মহাশয় সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, মাভৈঃ, যে সকল মুস্কিল মনের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে, আমি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কর্‌ছি তোমরা যেমন ছিলে, তেমনি থাক। নাকে সরিষার তেল দিয়ে খুব ঘুমোও। কেবল আমার বিদায়ের কথাটা ভুলো না। লোকেরা—বল্‌লে বাঁচলুম, কি বিপদই এসেছিল বাপু! উঠে বস্‌তে হবে, চল্‌তে ফির্‌তে হবে, কি আপদ্!! "বেঁচে থাক্ কৃষ্ণব্যাল" বলে আবার পাশ ফিরে শুলো। হাজার বছরের অভ্যাস কি ছোটে? শরীর কর্ত্তে দেবে কেন? হাজারো বৎসরের মনের গাঁট কি কাটে? তাই না কৃষ্ণব্যালদলের আদর। ভল্ বাবা "অভ্যাস" অস্ মারো। ইত্যাদি।

জন্মান্তর।

(বাবু সিদ্ধেশ্বর রায় লিখিত।)

এ জগৎ বৈষম্যময়—বৈষম্যই ইহার সৌন্দর্য্য। অনন্ত শক্তিমান পরমেশ্বরের অনন্ত সংসারে দুই বস্তু, সকল বিষয়ে, পরস্পর সমান নহে। বৃক্ষ পত্র ফল ফুল, সমুদ্র হ্রদ নদী নির্ঝর, মনুষ্য পশু পক্ষী পতঙ্গ, যে কোন জাতীয় পদার্থের দুইটী লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ না কেন, উভয়ের মধ্যে বিষম পার্থক্য লক্ষিত হইবে। যে বালুকাকণার মধ্যে স্থূল চক্ষে কোন প্রভেদই পরিলক্ষিত হয় না, অণুবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে দেখিলে তাহাদিগের দুইটীর মধ্যে আকার, পরিমাণ ও বর্ণগত এতই পার্থক্য লক্ষিত হয় যে, তদ্দর্শনে বিস্মিত হইতে হয়। চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সকল জগতেই এই নিয়ম—রূপে, গুণে পরিমাণে, সকল বিষয়েই বৈচিত্র্য আছে—বৈচিত্র্যই সংসারের নিয়ম, গুণাতীত পরমেশ্বরের একমাত্র গুণে সংসার স্থাপিত, পালিত ও বিধ্বস্ত হয় না। এমত অবস্থায় মনুষ্যসমাজকে সাম্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র, মনুষ্যের বিকৃতমস্তিষ্কের বিকৃতি ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। যাহা সৃষ্টির মূল-সূত্রে মধ্যে নাই, যাহা সৃষ্টির আদি কারণে বিদ্যমান ছিল না, যাহা সংসারে কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। সকল মনুষ্যই সমান বা সমান অবস্থাপন্ন এবং সকলেরই সুখ দুঃখের মাত্রা সমান বা সমপরিমিত, এবম্প্রকার সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। সংসারসৃজনে সাম্য বা সাদৃশ্য মন্ত্র আদৌ উচ্চারিত হয় নাই; সুতরাং সকল মনুষ্য কখনই সমান হইতে পারে না—এ কথা প্রতিপন্ন করিতে কিছু মাত্র আয়াস পাইতে হয় না। বাহ্যিক আকৃতিতে দুই ব্যক্তির মধ্যে সাদৃশ্য নাই—প্রকৃতিতেও পরস্পরের মধ্যে বহু প্রভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে। মনুষ্য যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। এক জন রাজরাজেশ্বর, একজন দাসানুদাস, একজন সকল সুখৈশ্বর্য্যের অধিকারী, একজন পথের ভিখারী, একজন পরম-

নম্ব উপভোগী, একজন শোকতাপসন্তপ্ত। ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি, ভিন্ন ভিন্ন রুচি। কেহ ধর্ম্মপরায়ণ কেহ পাপনিরত, কেহ দানধ্যান-পরায়ণ কেহ চোর দস্যু, কেহ কাম ক্রোধাদি ইন্দ্রিয়বিজয়ী কেহ সর্ব্বেন্দ্রিয়-দাস, কেহ বেদবেদাঙ্গপারগ কেহ একেবারে নিরক্ষর। আকারগত, অবস্থাগত এবং প্রকৃতিগত পার্থক্য কাহার না চক্ষে পড়ে? তথাপি যদি মনুষ্যসমাজে সাম্যের নিশান উড়াইবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমি মনুষ্যের ও ঈশ্বরের শত্রু ব্যতিরেকে আর কি হইতে পারি?

এই প্রকার পার্থক্য দেখিয়া সহজেই স্থির করিতে হয় যে, সকল লোকেই সমভাবে সুখ দুঃখের অধিকারী নহে। সংসারে প্রতিনিয়তই দেখা যায় যে, একজন পুরুষ সুখে দিনযাপন করিতেছে, আর একজন দুঃখভারে অবনত। দুঃখনাশই জীবের চরম লক্ষ্য; কিন্তু কেহ তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, কেহ তাহার বিপরীত দিকে ধাবিত হইতেছে। এক সময়ে তুমি ও আমি সংসারে প্রবেশ করিলাম; কিন্তু তুমি রাজরাজেশ্বর হইলে, আমি পথের ভিখারী হইলাম, তুমি সংসারের যাবতীয় সুখের উপরে স্থান পাইলে আমি দুঃখ যন্ত্রণায় নিতান্ত প্রপীড়িত হইলাম। এই বিষম বৈষম্যের কারণ কি? যদি বল এ সকল ঘটনা ঐশ্বরিক, লীলাবশে লীলাময় পরমেশ্বর এই প্রকার বৈষম্য ঘটাইতেছেন, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি ইচ্ছা করিয়া তোমাকে সুখের ও আমাকে দুঃখের অধিকারী করিয়াছেন। কিন্তু তুমি তাঁহার কি প্রিয়কারী যে, তোমার প্রতি এত অনুগ্রহ এবং আমিই বা তাঁহার কি অপ্রিয় সাধন করিয়াছি যে, আমার প্রতি তাঁহার এত বিগ্রহ? আমাদিগের উভয়কে সমভাবে সুখ দুঃখের অধিকারী না করিয়া তিনি কি পক্ষপাতদোষে দূষিত নহেন? যদি তাঁহার ইচ্ছাক্রমে আমাদিগের এবম্প্রকার পার্থক্য ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিত পক্ষপাতদোষে দোষী এবং আমাকে দুঃখ কষ্টের অধিকারী করাতে ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তিনি নির্দ্দয় ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরে যদি সমদর্শন ও দয়ার অভাব হয়, তাহা হইলে আর কোথায় তাহা থাকিতে পারে? প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বর আমা-

দিগের সুখ দুঃখের হেতু নহেন এবং তোমার সুখে ও আমার দুঃখে তাঁহার কিছু লাভালাভ নাই। তিনি বিকারশূন্য, তাঁহার সুখও নাই দুঃখও নাই—আমাদিগের সুখ দুঃখে তিনি বিচলিত হন না। আমরা স্বয়ংই আমাদিগের সুখ দুঃখের হেতু—আমাদিগের কৃত কর্ম্মই সুখদুঃখরূপ ফলদাতা; যে যে প্রকার কর্ম্ম করে, সে তদনুযায়ী সুখ দুঃখের অধিকারী হয়। কর্ম্মই আমাদিগের সুখ দুঃখের ফলদাতা, এবম্প্রকার সিদ্ধান্ত করিলে ঈশ্বরে পক্ষপাত দোষ ঘটে না এবং তিনি যে সমদর্শী, তাহার মীমাংসায় কোন ব্যাঘাত জন্মে না। এক্ষণে দেখা যাউক, এই সুখ দুঃখ কোন্ সময়ে কৃত কর্ম্মের ফল। উহা কোন মতে এ জীবনের কৃত কর্ম্ম হইতে সম্ভূত হইতে পারে না—এ জীবনে কৃত কর্ম্মের ফল যে এ জীবনে একেবারে ভোগ হয় না, এমন নহে; কিন্তু তাহার সহিত পূর্ব্ব সংস্কার সংযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলেই পূর্ব্বজন্ম মানিতে হয়—পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম্মের ফল এ জীবনে ভোগ হয় এবং পূর্ব্ব সংস্কার আমাদিগের আত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে, এবম্প্রকার না মানিলে কর্ম্মফল মান্য হয় না এবং ঈশ্বরের পক্ষপাত ও দয়াহীনতা দোষ দূরিত হয় না। এ জীবনের সুখ দুঃখ যে সমস্তই এ জীবনের কৃত কর্ম্মের ফল নহে, তাহা সহজেই প্রমাণিত হইতেছে। অতি শৈশব অবস্থায় আমরা যে সুখ দুঃখ ভোগ করি তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সেই সুখ দুঃখের বশবর্ত্তী হইয়াই সদ্যজাত শিশুও নানা ক্রন্দন করে। সকল শিশুর সুখ দুঃখ সমান নহে—কেহ শীতাতপে কাতর, কেহ ক্ষুধায় ব্যাকুল, কেহ একেবারে নিরাশ্রয়, কেহ বা জন্মাবধি নানা পীড়ায় পীড়িত। আবার কেহ বা ধন জন হইতে সর্ব্ব প্রকার সুখ সম্ভোগের সম্ভাবনা, সে সকলেরই অধীশ্বর এবং নিয়ত আত্মীয় স্বজনের স্নেহ যত্ন ও আদরে লালিত পালিত এবং ব্যাধিবর্জ্জিত। যে বয়সে মন বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হয় না এবং ইন্দ্রিয়গণও অনেক পরিমাণে বিকাশ প্রাপ্ত হয় না, তখনও যখন মনুষ্যমধ্যে এ প্রকার সুখ দুঃখের তারতম্য দেখা যাইতেছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, সেই তারতম্য পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের উপর নির্ভর করিতেছে। এ জীবনে কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে

যখন এই প্রকার কর্ম্মফল পরিদৃষ্ট হইতেছে, তখন সেই ফলোৎপাদক কর্ম্ম অবশ্যই এ জন্মের পূর্ব্বে কৃত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আমরা এ জীবনে যে সকল কর্ম্ম করি, তাহা যে সমস্তই পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল-ভোগজন্য, এমন নহে; পূর্ব্ব সংস্কার ও কামনার বশেও অনেক কর্ম্ম কৃত হইয়া থাকে এবং যে সকল প্রারব্ধ কর্ম্ম অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহা জন্মান্তরে সম্পূর্ণ হয়। বহুকাল একাগ্রচিত্তে সাধনা করিলে এ জীবনেই যে এ জীবনের কৃত কর্ম্মের ফলভোগ হয়, শাস্ত্রে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পাতঞ্জল-দর্শনে একস্থানে উক্ত হইয়াছে "যদি অতিশয় যত্ন ও বিশেষ নিয়ম-সহকারে নিরন্তর বহুকাল দেবতার আরাধনাদি করা যায়, অথবা ব্রহ্মবধাদি নিন্দনীয় কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইলে ইহজন্মেই ঐ ঐ কর্ম্মের ফল ভোগ হয় সন্দেহ নাই; যেমন মহাদেবের আরাধনা করিলে নন্দীশ্বরের বিশিষ্ট জন্মাদি এবং তপোবলে বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণজাতি প্রাপ্তিরূপ শুভকর্ম্মের ফল ইহজন্মেই ঘটিয়াছে এবং কুকর্ম্মবশতঃ নহুষ ও উর্ব্বশীর যথাক্রমে জাত্যন্তর ও কার্ত্তিকের বনে লতারূপে অবস্থান ঘটিয়াছে।" পূর্ব্বজন্মের কৃত কর্ম্মসকলের ফল এ জীবনে ভোগ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এ জীবনের কর্ম্ম আবার ভবিষ্যজীবনের ফলদাতা, তাহাও নিশ্চিত। যাঁহারা এ জীবনে কোন কর্ম্ম করেন না, তাঁহারা কেবল এ জীবনে পূর্ব্বজন্মের কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করেন, কারণ প্রারব্ধ কর্ম্মের বিনাশ নাই; তবে যদি এ জীবনে সমস্ত ফল ভোগ না হয়, তাহা হইলে আবার পরজন্মে তাহা ভোগ করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সেই সমাপ্ত হইলে আর জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না।

যেমন বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি, তেমনই কর্ম্মবীজ হইতে সুখ দুঃখাদি ফলের উৎপত্তি নিশ্চিত এবং এক এক প্রকার বীজ হইতে যেমন এক এক প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তেমনই বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম হইতে বিশেষ বিশেষ ফললাভ হয়। এই বীজ ধ্বংস না হইলে আর সুখ দুঃখের নিবৃত্তি নাই। কামনাই কর্ম্মবীজের অন্তঃসার; যখন কোন মহাত্মার সর্ব্ব কামনা বিনষ্ট হয়, তখন তিনি অন্তঃসারশূন্য অথবা ভর্জ্জিত বীজের ন্যায় বিদ্যমান থাকেন

যান, তাঁহাকে আর জন্ম মরণাদি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মনুষ্যের মৃত্যুর পরে তাহার কৃত কর্ম্মের ফল-ভোগ জন্য সংস্কার কোথায় সঞ্চিত থাকে? বৃক্ষ হইতে পতিত বীজ যেমন পুনরুদ্গমনসময় পর্য্যন্ত ভূমিতে পড়িয়া থাকে অথবা কৃষকের দ্বারা সঞ্চিত হইয়া তাহার গৃহে যত্নে রক্ষিত হয়, তেমনই কর্ম্মবীজও অবশ্য কোন স্থানে সঞ্চিত থাকে।

সংসারে চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ চৈতন্য ও জড় এই দুই পদার্থ আছে। জড় হইতে আমাদিগের শরীরের উৎপত্তি হয়, আর জীব স্বভাবতঃই চৈতন্যশক্তি-বিশিষ্ট। শরীর দ্বিবিধ স্থূল ও সূক্ষ্ম। শুক্রশোণিতসংযোগে যে শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাই স্থূল শরীর। শোণিত হইতে মাংস রক্ত ও লোম এবং শুক্র হইতে অস্থি, মজ্জা ও স্নায়ু জন্মে। এই শরীর বার বার উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। সুখ দুঃখ ইহা ভোগ করিতে পারে না—ইহার দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে সংগৃহীত হইলেও ইহা সুখ দুঃখ ভোগ করে না, ভোগ করিবার শক্তিই ইহার নাই। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্র অথবা পঞ্চ প্রাণ এবং মন এই ষোড়শ এবং তাহার সঙ্গে বুদ্ধি ও অহঙ্কার সহিত যথাক্রমে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ পদার্থ মিলিত হইয়া সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়। ইহাকে লিঙ্গ শরীরও বলা হয়। ইহার বিনাশ নাই, ইহা মুক্তিপর্য্যন্ত স্থায়ী। সুখ দুঃখ যাহা কিছু এই সূক্ষ্ম শরীরই ভোগ করিয়া থাকে। ইহা পশু, পক্ষী, মনুষ্য, সকল প্রকার শরীর ধারণ করিতে পারে। ইহার গতি অব্যাহত অর্থাৎ সকল স্থানে যাইতে পারে এবং ইহার শক্তিরও সীমা নাই। আমরা যাহা কিছু করি ও ভোগ করি, সে সমস্তই এই শরীর কর্ত্তৃক কৃত ও ভুক্ত হয়। আত্মা ইহার অতিরিক্ত যে চিৎশক্তি, তাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তাহা কর্ত্তাও নহে, ভোক্তাও নহে। আত্মা কিছুতেই লিপ্ত নহে এবং তাহার বিকার নাই—সৎ, চিৎ ও আনন্দই তাহার প্রকৃতি। এই আত্মা প্রত্যেক জীবের অধিষ্ঠাতা; যত দিন জীব ইহার সহিত পরিচিত না হয়, তত দিন কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সংসারে ঘুরিয়া মরে; আত্মার সাক্ষাৎ পাইলে প্রারব্ধ কর্ম্মাবসানে

আত্মার সহিত অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ হইয়া যায়, আর পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিয়া কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইতে হয় না।

স্থূল শরীর উপলক্ষ হইলেও যাহা কিছু করিবার বা ভোগ করিবার তাহা সূক্ষ্ম শরীরই করিয়া থাকে; স্থূল জড় শরীর কিছুই করিতে বা ভোগ করিতে পারে না, ইহা কেবল সূক্ষ্ম শরীরের আজ্ঞাবহ যন্ত্র বা ভৃত্য। কাহাকেও কিছু দান করিতে হইলে স্থূল শরীর হাতে করিয়া দিলেও সেই দানকর্ম্মজনিত আনন্দ ইহা কিছুই অনুভব করিতে পারে না। ক্ষুধায় কাতর হইলে স্থূল শরীর আহার করে সত্য, কিন্তু আহারজন্য তৃপ্তি বা সুখ, তাহা ইহার কিছুই নহে, সমস্তই সূক্ষ্ম শরীরের। সূক্ষ্ম শরীরই সকলের কর্ত্তা ও ভোক্তা, স্থূল শরীরের সাহায্যে ইহা সকলই করে ও ভোগ করে। ইহা হইতেই কামনার উৎপত্তি হয়। নতুবা স্থূল শরীরের মন নাই, সে কিছুই বাসনা করিতে পারে না। বাসনার দ্বারা স্থূল শরীর পরিচালিত হইলেও তাহার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই যন্ত্রের দ্বারা যেমন কার্য্য সম্পন্ন হইলেও তাহার কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না। তবে কামনা অনুসারে সূক্ষ্ম শরীরের আজ্ঞা বহন করিবার জন্য স্থূল শরীরের প্রয়োজনীয়তা বিলক্ষণ আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মন বুদ্ধি অহঙ্কারোৎপন্ন যে সূক্ষ্ম শরীর কামনা করে, তাহাতেই সমস্ত কর্ম্মের ফলাফল অঙ্কিত থাকে। মনুষ্যের মৃত্যুতে অর্থাৎ স্থূল শরীরের বিনাশে, তাহা লুপ্ত হয় না। আমরা যাহা কামনা করি তাহা যাবৎ না উপভোগ হয়, তাবৎ তাহার বিনাশ নাই। যেমন কোন একটী সামগ্রীতে বলপ্রয়োগ করিলে যাবৎ সেই বলের কার্য্য সমাপ্ত না হয়, তাবৎ তাহার বিরাম নাই, সেইরূপ সূক্ষ্ম শরীরে কোন কামনার উৎপত্তি হইলে সেই কামনার ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা বিনষ্ট হয় না। মনুষ্যের স্থূল শরীর প্রাকৃতিক নিয়মে সেই কামনার ভোগ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকা সর্ব্বথা সম্ভব নহে; সুতরাং সূক্ষ্ম শরীরস্থ আত্মার সেই কামনার অঙ্কুর পাইয়া তাহার ফল ভোগের উপযোগী স্থূল শরীর আশ্রয় করিতে হয়। এই প্রকারে যত দিন না কামনার বিনাশ হয়, তত দিন আমাদিগকে এক দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করিয়া মানবলীলা আরম্ভ ও শেষ করিতে হয়। আমরা যখন

যে কর্ম্ম করি, তাহার অভ্যন্তরে একটী না একটী ফলের প্রত্যাশা থাকে, বিনা উদ্দেশ্যে আমরা কোন কাজ করি না। কিন্তু আমাদিগের স্থূল শরীর এত ক্ষণস্থায়ী যে, সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধি পর্য্যন্ত আমরা জীবিত থাকি না; সুতরাং জন্মান্তর পর্য্যন্ত সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বসিয়া থাকিতে হয়। এই জন্মান্তর অতিক্রম করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রে নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যদি ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত হইয়া কর্ম্ম না করিলে কামনার নাশ হয় না; সুতরাং জন্মান্তরের হস্ত হইতেও অব্যাহতি পাওয়া যায় না। আমরা যাহা কিছু করি না, সকলই, এমন কি পান ভোজন পর্য্যন্ত, ব্রহ্মের উদ্দেশে করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর আমার আমিত্ব থাকে না, সুতরাং আমাকে আর বারবার জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না।

এক্ষণে কথা এই যে, ঘোর সংসারের মধ্যে থাকিয়া অহঙ্কারবিমুক্ত না... পক্ষে সকল কর্ম্মই নিষ্কাম ভাবে করা সম্ভব কি না? যাঁহাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি সঞ্চিত থাকে, তাঁহাদিগের পক্ষে অসম্ভব না হইলেও সাধারণের পক্ষে অসম্ভব, তাহাতে সন্দেহ কি? সেই জন্য আমাদিগের কর্ত্তব্য যে, ক্রমে ক্রমে কামনা সকল সঙ্কুচিত করিয়া কূর্ম্ম যেমন আবরণের মধ্যে হস্তপদ সঙ্কুচিত করে। এবম্প্রকার করিতে অভ্যাস করিলে ইহ জন্মেই তাহার ফল ফলিতে দেখা যায়। যদি একেবারে সর্ব্ব কামনাশূন্য না হই, অভ্যাসের দ্বারা যে কিয়ৎ পরিমাণে কামনাশূন্য হওয়া যাইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা হইলে দুঃখ কষ্ট আমাদিগকে ক্লেশ দিতে পারে না; কামনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে তাহাতে বিফল হইলেও নৈরাশ্য-যন্ত্রণা আমাদিগকে ভোগ করিতে হয় না। অনেকেই এমন কথা বলিতে পারেন যে, কর্ম্ম করিলেই যখন তাহার ফলভাগী হইতে হয়, তখন একেবারে কর্ম্মত্যাগই কর্ত্তব্য। যিনি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার আর কর্ম্ম নাই; কিন্তু যাহারা তাহা পারেন নাই তাঁহাদিগের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ করা অসম্ভব। যত দিন না লোকে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, তত দিন তাহার ভোগ শেষ হয় নাই। ভোগ করিয়া ভোগ শেষ করা যায় না; কিন্তু সময়ে যখন ভোগ শেষ হয়, তখন আর

কর্ম থাকে না, শুষ্ক নারিকেল পত্রের ন্যায় বৃক্ষ হইতে স্বয়ং খলিত পড়ে। অতএব যখন সংসার কর্মঘর ও ভোগের স্থান, তখন কর্ম না ক এখানে অবস্থিতি করা সম্ভব নহে—যিনি আর সকল কর্ম ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিও আহার নিদ্রার অধীন। সুতরাং কর্ম যখন অত্যাজ্য, তখন যাহা করিতে হইবে, তাহা অনাসক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণে তাহার ফল অর্পণ করিয়া করাই বিধি। তাহা হইলে আবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কৃত কর্মের ফল ভোগ করিতে হয় না।

সুখ।

অভ্রভেদী তুঙ্গশৃঙ্গ ভূধর যথায়,
উদগ্রীব হইয়া সদা ঊর্দ্ধপানে চায়,
ঝর ঝর ঝর যথা ঝরে নির্ঝরিণী,
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যায় সাগরবাহিনী,
উত্তাল তরঙ্গ তুলি সুনীল বারিধি,
অনন্তের পানে ছুটি চলে নিরবধি,
সংসারের কোলাহল না পশে যথায়,
আনন্দে বিহগকুল উড়িয়া বেড়ায়;
বসি তথা নিরজনে, সুস্থির প্রশান্ত মনে,
আপন অন্তরে সুধি। বারেক শুধাও,
'কিবা কাযে ভবমাঝে ঘুরিয়া বেড়াও।'
'আসি ভব কারাবাসে, ছুটাছুটি যে উদ্দেশে,
পেলে কি হে সে রতন, যা লাগি বিকল মন,
সতত কাহার হিয়া পরাণ উধাও?'
আসিবে উত্তর "হেথা বৃথা আকিঞ্চন,
ভগবৎ পাদপদ্মে মিলে সে রতন।"

ভগবদ্গীতা।

শাঙ্করভাষ্যানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।)

[illegible]

[illegible] বিদ্যতে যেষাং তে অন্তবন্তঃ যথা মৃগতৃষ্ণিকাদৌ সদ্বুদ্ধিরনুবৃত্তা প্রমাণনিরূপণান্তে বিচ্ছিদ্যতে স তস্যা অন্তঃ তথা ইমে দেহাঃ স্বপ্নমায়াদেহাদিবচ্চ অন্তবন্তো নিত্যস্য শরীরিণঃ শরীরবতোঽনাশিনো ঽপ্রমেয়স্য আত্মনোঽন্তবন্ত ইত্যুক্তা বিবেকিভিরিত্যর্থঃ। নিত্যস্য অনাশিন [illegible] নিত্যত্বাৎ [illegible] লোকে নাশস্য চ [illegible] ভস্মীভূতো [illegible] ব্যাধ্যাদিযুক্তো [illegible] দিতো নিত্যঃ [illegible] ইত্যর্থঃ। [illegible]

[illegible] (অন্ত শব্দের অর্থ বিনাশ) তাহা যাহাদের আছে, তাহারাই অন্তবান্। যেমন মৃগতৃষ্ণিকায় [illegible] অনুগত সদ্বুদ্ধি, প্রমাণের দ্বারা নিরূপণের পর আর থাকে না (তখন ঐ জলকে সৎ বলিয়া বোধ হয় না) সেই সদ্বুদ্ধির বিচ্ছেদই তাহার অন্ত। সেই প্রকার এই সকল দেহও স্বপ্নসিদ্ধ বা ঐন্দ্রজালিক দেহাদির ন্যায় অন্তবান্। নিত্য শরীরী (অর্থাৎ শরীরাভিমানী) অবিনাশী ও অপ্রমেয় আত্মার (এই দেহ সকলও) অন্তবান্ ইহা বিবেকীগণ কহিয়া থাকেন। নিত্য ও অবিনাশী এই প্রকার বলাতে পুনরুক্ত হইয়াছে, তাহা নহে (কারণ) লোকে নিত্যত্ব ও নাশ দ্বিবিধ। যেমন দেহ ভস্মীভূত হইয়া অদর্শন প্রাপ্ত হইলে নষ্ট হইল, এইপ্রকার বলা যায় এবং বস্তু বিদ্যমান আছে, অথচ

উৎপন্ন হয়না, এই কারণে আত্মার জন্ম হয় না, যাহা অগ্রে থাকেনা, পরে হয়, তাহাই লোকে জন্মবান্ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। আত্মা যেহেতু এ প্রকার নহে, এই কারণে আত্মার জন্ম হয় না। যে কারণে আত্মা এই প্রকার এই কারণে আত্মাকে অজ বলা যায়, যেহেতু আত্মার বিনাশ নাই এই জন্য আত্মাকে নিত্য বলা যায়।

ভাষ্য—আদ্যন্তয়োর্বিক্রিয়য়োঃ প্রতিষেধে সর্ব্বা বিক্রিয়াঃ প্রতিষিদ্ধা ভবন্তি তথাপি মধ্যভাবিনীনাং বিক্রিয়াণাং স্বশব্দৈরেবার্থৈঃ প্রতিষেধঃ কর্ত্তব্য ইত্যনুক্তানামপি যৌবনাদিসমস্তবিক্রিয়াণাং প্রতিষেধো যথা স্যাদিত্যাহ শাশ্বত ইত্যাদিনা। শাশ্বত ইত্যপক্ষয়লক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে। শশ্বদ্ভবঃ শাশ্বতঃ। নাপক্ষীয়তে স্বরূপেণ নিরবয়বত্বাৎ নির্গুণত্বাচ্চ ন গুণক্ষয়েণাপক্ষয়ঃ। অপক্ষয়বিপরীতাপি বৃদ্ধিলক্ষণা ক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে পুরাণ ইতি। যো হ্যবয়বাগমেনোপচীয়তে স বর্দ্ধতেঽভিনব ইতি চোচ্যতে। অয়ং ত্বাত্মা নিরবয়বত্বাৎ পুরাপি নব এবেতি পুরাণো ন বর্দ্ধত ইত্যর্থঃ। তথা ন হন্যতে ন বিপরিণম্যতে হন্যমানে বিপরিণম্যমানেঽপি শরীরে। হন্তিরত্র বিপরিণামার্থে দ্রষ্টব্যোঽপুনরুক্ততায়ৈ। ন বিপরিণম্যত ইত্যর্থঃ। অস্মিন্ মন্ত্রে ষড়্ ভাববিকারা লৌকিকবস্তুবিক্রিয়া আত্মনি প্রতিষিধ্যন্তে। সর্ব্বপ্রকারবিকাররহিত আত্মা ইতি বাক্যার্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাদুভৌ তৌ ন বিজানীত ইতি পূর্ব্বেণ মন্ত্রেণাস্য সম্বন্ধঃ॥ ২০॥

অনুবাদ—যদ্যপি আদি ও অন্ত বিকারের প্রতিষেধ হইলে সর্ব্বপ্রকার বিকার প্রতিষিদ্ধ হইয়া থাকে তথাপি মধ্যভাবী বিকারসকলের মধ্যভাবী, বিকারবাচি নিজ নিজ শব্দের দ্বারা প্রতিষেধ করা উচিত, এই কারণ অনুক্ত হইলেও যৌবনাদি সকল প্রকার বিকারের প্রতিষেধ যাহাতে হয়, তাহাই (ভগবান্) বলিতেছেন, শাশ্বত ইত্যাদি শব্দের দ্বারা। শাশ্বত এই শব্দের দ্বারা অপক্ষয়রূপ বিকার প্রতিষিদ্ধ হইতেছে যে, সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে তাহাকেই শাশ্বত কহে। আত্মা নিরবয়ব এই কারণ স্বরূপতঃ অপক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। আত্মা নির্গুণ এই কারণ গুণের অপচয়নিবন্ধন ও আত্মার অপক্ষয় হয় না। পুরাণ এই শব্দের দ্বারা অপক্ষয়ের বিপরীত বৃদ্ধিরূপ ক্রিয়ার প্রতিষেধ

হইতেছে। অবয়বের আধিক্যে যাহা উপচয় লাভ করে তাহাই বৃদ্ধি পায় ও অভিনব বলিয়া কথিত হয়, কিন্তু এই আত্মা পূর্ব্বকালেও নব এই কারণ পুরাণ (অর্থাৎ) আত্মা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। শরীর বিপরিণাম প্রাপ্ত হইলেও আত্মা হত হয় না (অর্থাৎ বিপরিণাম প্রাপ্ত হয় না, এই স্থানে যে হন্ ধাতু প্রযুক্ত হইয়াছে পুনরুক্তির পরিহারার্থ) তাহার অর্থ বিপরিণাম ইহাই জানিতে হইবে (আত্মা হত হয় না) অর্থাৎ আত্মা বিপরিণাম প্রাপ্ত হয় না। এই মন্ত্রে ছয় প্রকার ভাববিকার (অর্থাৎ) লৌকিক বস্তুর বিকার আত্মাতে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। আত্মা সর্ব্বপ্রকারবিকারবর্জ্জিত ইহাই বাক্যার্থ। যেহেতু আত্মা এই প্রকার এই জন্যই তাহারা উভয়ে জানে না এই প্রকারে পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্রের অন্বয় (করিতে হইবে)॥ ২০॥

ভাষ্য—য এনং বেত্তি হন্তারমিত্যনেন মন্ত্রেণ হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা কর্ম্ম চ ন ভবতীতি প্রতিজ্ঞায় ন জায়ত ইত্যনেন অবিক্রিয়ত্বে হেতুমুক্ত্বা প্রতিজ্ঞাতার্থমুপসংহরতি বেদাবিনাশিনমিতি।

অনুবাদ—য এনং বেত্তি হন্তারং (যে ইহাকে হন্তা বলিয়া বোধ করে) ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা (আত্মা) হননক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম্ম হইতে পারে না, ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়া "ন জায়তে" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা আত্মার অবিক্রিয়ত্বে হেতু প্রদর্শন করিয়া প্রতিজ্ঞাত অর্থের উপসংহার করিতেছেন বেদাবিনাশিনং ইত্যাদি।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১॥

অন্বয়—হে পার্থ! এনং (আত্মানং) অজং অব্যয়ং নিত্যং অবিনাশিনং যঃ বেত্তি স পুরুষঃ কং ঘাতয়তি (কং বা) হন্তি॥ ২১॥

মূলানুবাদ—হে পার্থ! যে পুরুষ এই আত্মাকে অজ, অব্যয়, নিত্য ও অবিনাশী বলিয়া জানিয়াছে সে কাহাকে বিনাশ করাইতে পারে? কাহাকে বা বিনাশ করিতে পারে॥ ২১॥

ভাষ্য—বেদ বিজানাতি অবিনাশিনং অন্ত্যভাববিকাররহিতং নিত্যং বিপরি-

ণাশরহিতং যো বেদেতি সম্বন্ধঃ। এনং পূর্ব্বেণ মন্ত্রেণ উক্তলক্ষণমজং জন্মরহিতং অব্যয়ং অপক্ষয়রহিতম্ কথং কেন প্রকারেণ স বিদ্বান্ পুরুষোঽধিকৃতোহন্তি হনন-ক্রিয়াং করোতি। কথং বা ঘাতয়তি হন্তারং প্রযোজয়তি। ন কথঞ্চিৎ কঞ্চিৎ হন্তি ন কথঞ্চিৎ কঞ্চিৎ ঘাতয়তি ইত্যুভয়ত্র আক্ষেপ এবার্থঃ প্রশ্নার্থা-সম্ভবাৎ হেত্বর্থস্য অবিক্রিয়ত্বস্য তুল্যত্বাৎ বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মপ্রতিষেধ এব প্রকরণার্থোঽভিপ্রেতো ভগবতঃ। হন্তেস্ত্বাক্ষেপ উদাহরণার্থত্বেন, বিদুষঃ কং (কর্ম্মাসম্ভবে) হেতু-বিশেষং পশ্যন্ কর্ম্মাণ্যাক্ষিপতি ভগবান্ কথং স পুরুষ ইতি।

অনুবাদ।—"বেদ", যাঁনে "অবিনাশী" বিনাশরূপঅন্ত্যভাববিকাররহিত, "নিত্য" বিপরিণামরহিত, (এতাদৃশ আত্মাকে) যে জানে (এই প্রকার অধ্যয়) "এই" পূর্ব্বমন্ত্রের দ্বারা যাহার লক্ষণ উক্ত হইয়াছে "অজ" জন্মরহিত "অব্যয়" অপক্ষয়রহিত। সেই বিদ্বান্ পুরুষ, কোনরূপে অধিকৃত (হইয়া) হনন ক্রিয়া করিবে কি প্রকারেই বা হননকর্ত্তাকে (হনন করিবার জন্য) প্রেরণা করিবে? (সেই বিদ্বান্) কোন প্রকারে কাহাকে বিনাশ করে না কোন প্রকারে কাহাকেও হনন করিবার জন্য প্রেরণাও করে না। উভয় স্থলেই আক্ষেপই অর্থ, প্রশ্নরূপ অর্থের সম্ভাবনা নাই। আক্ষেপের কারণ উভয়স্থলেই তুল্য (সকল প্রকার কর্ম্মের নিষেধ অভিপ্রেত হইলেও) কেবল হননক্রিয়া মাত্রেরই আক্ষেপ উদাহরণার্থই (প্রযুক্ত হইয়াছে) পণ্ডিতের কর্ম্ম করণাসম্ভাবনার কোন হেতুবিশেষ অবলোকন করিয়া ভগবান্ "কথং স" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা কর্ম্মের আক্ষেপ করিতেছেন?

[ক্রমশঃ।]

পরমহংসদেবের উপদেশ।

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত।)

১। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংসারে থেকে ঈশ্বর উপাসনা কি সম্ভব?" পরমহংসদেব একটু হাসিয়া বলিলেন, "ওদেশে দেখিছি, সব চিঁড়ে কোটে; একজন স্ত্রীলোক এক হাতে ঢেঁকির গড়ের ভেতর হাত দিয়ে নাড়্‌ছে, আর এক হাতে ছেলে কোলে নিয়ে মাই খাওয়াচ্ছে, ওর ভেতর আবার খদ্দের আসচ্ছে, তার সঙ্গে হিসাব কর্‌ছে, "তোমার কাছে ওদিনের এত পাওনা আছে, আজকের এত দাম হ'লো"; এই রকম সে সব কায কচ্ছে বটে, কিন্তু তার মন সর্ব্বক্ষণ ঢেঁকির মুষলের দিকে আছে, সে জানে যে ঢেঁকিটী হাতে পড়ে গেলে হাতটী জন্মের মত যাবে। সেইরূপ সংসারে থেকে সকল কায কর, কিন্তু মন রেখো তাঁর প্রতি। তাঁকে ছাড়্‌লে সব অনর্থ ঘটবে।

২। সংসারের মধ্যে বাস ক'রে যিনি সাধনা করতে পারেন, তিনিই ঠিক বীর সাধক। বীর পুরুষ যেমন মাথায় বোঝা নিয়ে আবার অন্যদিকে তাকাতে পারে, বীর সাধক তেমনি এ সংসারের বোঝা ঘাড়ে ক'রে ভগবানের পানে চেয়ে থাকে।

৩। বাউল যেমন দুই হাতে দুরকম বাজনা বাজায় ও মুখে গান করে, হে সংসারী জীব! তোমরাও হাতে সমস্ত কায কর্ম্ম কর, কিন্তু মুখে সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম জপ করতে ভুল না।

৪। নষ্ট স্ত্রীলোক যেমন আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থেকে সংসারের সব কায করে, কিন্তু তার মন প'ড়ে থাকে উপপতির উপর। সে কায করতে করতে সর্ব্বদা ভাবে যে, কখন্ তার সঙ্গে দেখা হবে। তোমরাও, সংসারের কায করতে করতে, মন সর্ব্বদা যেন ভগবানের দিকে প'ড়ে থাকে।

বিলাতযাত্রীর পত্র।

(স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত।)

স্বামীজি ওঁ নমো নারায়ণায়—"মো" কারটা হৃষীকেশী ঢঙের উদাত্ত ক'রে নিও ভায়া। আজ সাত দিন হল আমাদের জাহাজ চলেছে, রোজই তোমায় কি হচ্ছে না হচ্ছে খবরটা লিখ্‌বো মনে করি, খাতা পত্র কাগজ কলমও যথেষ্ট দিয়েছ, কিন্তু ঐ বাঙ্গালী "কিন্তু" বড়ই গোল বাধায়। একের নম্বর কুড়েমি—ডায়েরি, নাকি তোমরা বল, রোজ লিখবো মনে করি, তার পর নানা কাজে সেটা অনন্ত "কাল" নামক সময়েতেই থাকে; এক পাও এগুতে পারে না। দুয়ের নম্বর—তারিখ প্রভৃতি মনেই থাকে না। সে গুলো সব তোমরা নিজগুণে পূর্ণ করে নিও। আর যদি বিশেষ দয়া কর তো, মনে ক'র যে, মহাবীরের মত বার তিথি মাস মনে থাকৃতেই পারে না—রাম হৃদয়ে ব'লে। কিন্তু বাস্তবিক কথাটা হচ্ছে এই যে, সেটা বুদ্ধির দোষ এবং ঐ কুড়েমি। কি উৎপাত! "ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ"—দূর হোক,—"ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশচূড়ামণি-রামৈকশরণো বানরেন্দ্রঃ" আর—কোথা আমি দীন অতি দীন। তবে তিনিও শত যোজন সমুদ্র পার এক লাফে গিয়েছিলেন, আর আমরা কাঠের বাড়ীর মধ্যে বদ্ধ হয়ে, ওছল পাছল ক'রে, খোঁটা খুঁটি ধ'রে চলৎশক্তি বজায় রেখে, সমুদ্র পার হচ্ছি। একটা বাহাদুরি আছে—তিনি লঙ্কায় পৌঁছে রাক্ষস রাক্ষসীর চাঁদমুখ দেখেছিলেন, আর আমরা রাক্ষস রাক্ষসীর দলের সঙ্গে যাচ্ছি। খাবার সময় সে শত ছোরার চক্‌চকানি আর শত কাঁটার ঠক্‌ঠকানি দেখে শুনে তু—ভায়ার ত আক্কেল গুড়ুম। ভায়া থেকে থেকে সিঁটকে উঠেন, পাছে পার্শ্ববর্ত্তী রাঙ্গাচুলো বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে ঘ্যাঁচ ক'রে ছুরিখানা তাঁরই গায়ে বা বসায়—ভায়া একটু নধরও আছেন কিনা। বলি হ্যাঁগা, সমুদ্র পার হতে হনুমানের সি সিক্‌নেস হয়েছিল কিনা, সে বিষয়ে পুঁথিতে কিছু পেয়েছ? তোমরা প'ড়ো পণ্ডিত মানুষ, বাল্মীকি আল্মীকি কত জান; আমাদের "গোঁসাইজি" ত কিছুই বল্‌ছেন না। বোধ হয়—হয় নি; তবে ঐ যে, কার মুখে প্রবেশ করেছিলেন সেই খানটায় একটু সন্দেহ হয়। তু—ভায়া বলছেন জাহাজের গোড়াটা যখন হুস্‌ ক'রে স্বর্গের দিকে উঠে ইন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে, আবার তৎক্ষণাৎ ভুস্‌ করে পাতালমুখো হ'য়ে বলি রাজাকে বেঁধবার চেষ্টা করে, সেই সময়টা তাঁরও বোধ হয়, যেন কার মহা বিকট বিস্তৃত মুখের মধ্যে প্রবেশ করছেন। মাফ করমাইয়ো ভাই—ভাল লোককে কাযের ভার দিয়েছ। রাম কহো! কোথায় তোমায় সাতদিন সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা দেবো, তাতে কত রঙ চঙ মসলা বার্ণিশ থাক্‌বে, কত কাব্যরস ইত্যাদি, আর কিনা আবল তাবল বক্‌চি! কম কথা মায়ার ঘোমটা ছাড়িয়ে ব্রহ্মকল্পী খাবার চেষ্টা চিরকাল করা গেছে, এখন হঠাৎ মায়ার সৌন্দর্য্যবোধ কোথা পাই বল। "কাঁহা কাশী, কাঁহা কাশ্মীর, কাঁহা খোরাশান গুজরাট", আজন্ম ঘুরচি। কত পাহাড়, নদ, নদী, গিরি, নির্ঝর, উপত্যকা, অধিত্যকা, চিরনীহারমণ্ডিত মেঘমেখলিত পর্ব্বতশিখর, উত্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গকল্লোলশালী কত বারিনিধি, দেখ্‌লুম শুন্‌লুম ডিঙ্গুলুম পার হলুম। কিন্তু কেরাঞ্চি ও ট্রাম ঘড়ঘড়ায়িত ধূলিধূসরিত কল্‌কাতার বড় রাস্তার ধারে—কিম্বা পানের পিক বিচিত্রিত দেয়ালে টিক্‌টিকি ইঁদুর ছুঁচো মুখরিত একতলা ঘরের মধ্যে দিনের বেলায় প্রদীপ জেলে—আঁব কাঠের তক্তায় ব'সে, থেলো হুঁকো টান্‌তে টান্‌তে,—কবি শ্যামাচরণ, হিমাচল, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতির যে হুবহু ছবিগুলি চিত্রিত ক'রে, বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন,—সে দিকে লক্ষ্য করাই আমাদের দুরাশা। শ্যামাচরণ ছেলে বেলায় পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিলেন, যেথায় আকণ্ঠ আহার ক'রে এক ঘটী জল খেলেই বস্—সব হজম, আবার ক্ষিধে,—সেখানে শ্যামাচরণের প্রতিভা দৃষ্টি এই সকল প্রাকৃতিক বিরাট ও সুন্দর ভাব উপলব্ধি করেছে। তবে একটু গোল যে, ঐ পশ্চিম—বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত নাকি শুনতে পাই।

তবে একান্তই তোমাদের উপরোধ, আর আমিও যে একেবারে "ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস" নহি, সেটা প্রমাণ করবার জন্য শ্রীদুর্গা স্মরণ ক'রে আরম্ভ করি; তোমরাও খোঁটা খুঁটি ছেড়ে দিয়ে শোন—

নদীমুখ বা বন্দর হ'তে জাহাজ রাত্রে প্রায় ছাড়ে না,—বিশেষ কলিকাতার ন্যায় বাণিজ্যবহুল বন্দর, আর গঙ্গার ন্যায় নদী। যতক্ষণ না জাহাজ সমুদ্রে পৌঁছায়, ততক্ষণই আড়কাটির অধিকার; তিনিই কাপ্তেন; তাঁরই হুকুম; সমুদ্রে বা আসবার সময় নদীমুখ হতে বন্দরে পৌঁছে দিয়ে তিনি খালাস। আমাদের গঙ্গার মুখে দুটী প্রধান ভয়; একটী বজ্‌বজের কাছে জেমস্ ও মেরি নামক চোরা বালি, দ্বিতীয়টা ডায়মণ্ড হারবারের মুখে চড়া। পুরো জোয়ারে, দিনের বেলায়, পাইলট অতি সন্তর্পণে জাহাজ চালান্; নতুবা নয়। কাজেই গঙ্গা থেকে বেরুতে আমাদের দুদিন লাগলো।

হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্ম্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখ্‌না গোনা যায়, সেই অপূর্ব্ব সুস্বাদ হিমশীতল "গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি", আর সেই অদ্ভুত হর্ হর্ হর্ তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সামনে গিরি নির্ঝরের হর্ হর্ প্রতিধ্বনি, সেই বিপিনে বাস, মাধুকরি ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার-শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জল পান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ? সে গঙ্গাজল-প্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গ্যবারির বৈরাগ্যপ্রদস্পর্শ, সে হিমালয়বাহিনী গঙ্গা, শ্রীনগর, টিহিরি, উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী, তোমাদের কেউ কেউ গোমুখী পর্য্যন্ত দেখেছ; কিন্তু আমাদের কর্দ্দমাবিলা, হরগাত্রবিঘর্ষণশুভ্রা, সহস্রপোত-বক্ষা এ কলিকাতার গঙ্গায় কি এক টান আছে, তা ভোলবার নয়। সে কি স্বদেশপ্রিয়তা বা বাল্যসংস্কার—কে জানে? হিন্দুর সঙ্গে মায়ের সঙ্গে এ কি সম্বন্ধ!—কুসংস্কার কি? হবে। গঙ্গা গঙ্গা ক'রে জন্ম কাটায়, গঙ্গাজলে মরে, দূর দূরান্তরের লোক গঙ্গাজল নিয়ে যায়, তাম্রপাত্রে যত্ন ক'রে রাখে, পাল-পার্ব্বণে বিন্দু বিন্দু পান করে। রাজারাজড়ারা ঘড়া পুরে রাখে, কত অর্থ-ব্যয় ক'রে গঙ্গোত্রীর জল রামেশ্বরের উপর নিয়ে গিয়ে চড়ায়; হিন্দু বিদেশে যায় রেঙ্গুন, জাভা, হংকং, জাঞ্জীবর, মাডাগাস্কর, সুয়েজ, এডেন্, মাল্‌টা—সঙ্গে গঙ্গাজল, সঙ্গে গীতা। গীতা গঙ্গা—হিঁদুর হিঁদুয়ানি। গেলবারে আমিও একটু নিয়ে গিয়েছিলুম—কি জানি কি। বাগে পেলেই এক আধ বিন্দু পান

করতাম, পান করলেই কিন্তু সে পাশ্চাত্যজনস্রোতের মধ্যে, সে কোটি কোটি মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুতপদসঞ্চারের মধ্যে, মন যেন স্থির হয়ে যেত। সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বীসংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম প্যারিস্, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম, সব লোপ হয়ে যেত, আর শুনতাম সেই হর্ হর্ হর্, দেখ্‌তাম সেই হিমালয়ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিনী যেন হৃদয়ে মস্তকে শিরায় শিরায় সঞ্চার কর্‌ছেন, আর গর্জ্জে গর্জ্জে ডাক্‌ছেন হর্ হর্ হর্!!

এবার তোমরাও পাঠিয়েছ দেখ্‌চি মাকে মান্দ্রাজের জন্ত। কিন্তু একটা অদ্ভুত পাত্রের মধ্যে মায়ের প্রবেশ করিয়েছ ভায়া। তু—ভায়া বাল-ব্রহ্মচারী, "জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা"; ছিলেন "নমো ব্রহ্মণে", হয়েছেন "নমো নারায়ণায়" (রোস্, রক্ষা আছে), তাই বুঝি তারার হাতে ব্রহ্মার কমণ্ডলু ছেড়ে মায়ের বদনায় প্রবেশ। যাহোক খানিক রাত্রে উঠে দেখি, মায়ের সেই বৃহৎ বদনাকার কমণ্ডলুর মধ্যে অবস্থানটা অসহ্য হয়ে উঠেছে। সেটা ভেদ ক'রে মা বেরুবার চেষ্টা করচেন। ভাব্‌লুম সর্ব্বনাশ, এই খানেই যদি হিমাচল ভেদ, ঐরাবত ভাসান, জহ্নুর কুটীর ভাঙ্গা প্রভৃতি পর্ব্বাভিনয় হয় ত—গেছি। স্তব স্তুতি অনেক করলুম, মাকে অনেক বুঝিয়ে বল্লুম—মা! একটু থাক, কাল মান্দ্রাজে নেমে যা হয়, যা করবার করো, সেদেশে হস্তী অপেক্ষাও সূক্ষ্মবুদ্ধি অনেক আছেন, সকলেরই প্রায় জহ্নুর কুটীর, আর ঐ যে চক্‌চকে কামান টিকিওয়ালা মাথাগুলি ওগুলি সব প্রায় শিলাখণ্ডে তৈয়ারি, হিমাচল ত ওর কাছে মাখন, ওগুলায় ভেদ, এখন একটু অপেক্ষা কর। উঁহুঃ মা কি শোনেন তখন। এক বুদ্ধি ঠাওরালুম, বল্লুম মা দেখ ঐ যে পাগ্‌ড়ী মাথায় জামাগায়ে চাকরগুলি জাহাজে এদিক ওদিক কর্‌চে ওরা হচ্ছে নেড়ে, আসল গরুখেকো নেড়ে, আর ঐ যারা ঘরদোর ঝাড় দিয়ে ফির্‌চে, ওরা হচ্ছে আসল মেথর, লালবেগের চেলা। যদি কথা না শোনো ত ওদের ডেকে তোমায় ছুঁইয়ে দিইছি আর কি। তাতেও যদি না শান্ত হও, তোমায় এক্ষুণি বাপের বাড়ী পাঠাব, ঐ যে ঘরটী দেখ্‌ছ, ওর মধ্যে বন্ধ করে দিলেই তুমি বাপের বাড়ীর দশা পাবে,

আর তোমার জাত ইজ্জৎ সব যাবে, হ'য়ে একখানি পাথর হয়ে থাক্‌তে হবে। তখন ঠেটে শান্ত হবে। যদি সুধু দেব্‌তা কেন, মানুষেরও ঐ দশা—ভক্ত পেলেই ঘাড়ে চ'ড়ে বসেন।

কি বর্ণনা কর্‌তে কি বক্‌ছি আবার দেখ! আগেই ত বলে রেখেছি, আমার পক্ষে ওসব এক রকম অসম্ভব, তবে যদি সহ্য কর ত আবার চেষ্টা কর্‌তে পারি।

আপনার লোকের একটা রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের খ্যাঁদা বোঁচা ভাই বোন ছেলে মেয়ের চেয়ে গন্ধর্ব্ব লোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য। কিন্তু গন্ধর্ব্ব লোক বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর পাওয়া যায়, সে আহ্লাদ রাখ্‌বার কি আর জায়গা থাকে? এই অনন্ত-শস্পশ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাঙ্গালা দেশের একটা রূপ আছে। সে রূপ—কিছু আছে মলয়ালমে (মালাবার), আর কিছু কাশ্মীরে। জলে কি আর রূপ নাই? জলে জলময়, মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, রাশি রাশি তাল নারিকেল খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইছে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ,—এতে কি রূপ নাই? আর আমাদের গঙ্গার কিনার, বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ড হারবারের মুখ দিয়ে না গঙ্গায় প্রবেশ কর্‌লে, সে বোঝা যায় না। সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কাল মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালি কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ ঝোপ তাল নারিকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেল্‌চে, তার নীচে ফিকে, ঘন, ঈষৎ পীতাভ, একটু কাল মেশান, ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি ঢালা আম নিচু জাম কাঁটাল,—পাতাই পাতা—গাছ ডাল পালা আর দেখা যাচ্ছে না, আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেল্‌চে দুল্‌চে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ার্কান্দী ইরানি তুর্কিস্তানি গাল্‌চে দুল্‌চে কোথায় হার মেনে যায়—সেই ঘাস, যতদূর চাও সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুঁটে ঠিক করে রেখেছে; জলের কিনারা পর্য্যন্ত সেই ঘাস, গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেছে, যে অবধি অল্প অল্প

লীলায় ধাক্কা দিচ্ছে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখ, ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্য্যন্ত; একটা রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা, একটা রঙে এত রকমারি, আর কোথাও দেখেছ? বলি, রঙের নেশা ধরেছে কখন কি—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে? হুঁ, বলি—এই বেলা এ গঙ্গা-মা'র শোভা যা দেখ্‌বার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাক্‌চে না। দৈত্য দানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন—ইটের পাঁজা, আর নাব্‌বেন ইটখোলার গর্ত্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা কর্‌ছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাট বোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধা বোট; আর ঐ তাল তমাল আঁব নীচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার, ওসব কি আর দেখ্‌তে পাবে? দেখ্‌বে পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিম্‌নি!!!

এইবার জাহাজ সমুদ্রে পড়্‌ল। ঐ যে দূরাদয়শ্চক্র [illegible] তমালতালী বনরাজী ইত্যাদি ও সব কিছু কাযের কথা নয়। মহাকবিকে নমস্কার করি, কিন্তু তিনি কোন জন্মে হিমালয়ও দেখেন নি, সমুদ্রও দেখেন নি এই আমার ধারণা।

এইখানে ধলায় কালোয় মেশামেশি, প্রয়াগের কিছু ভাব যেন। সর্ব্বত্র দুর্লভ হলেও "গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।" তবে এ জায়গা বলে ঠিক গঙ্গার মুখ নয়। যা হ'ক আমি নমস্কার করি, "সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখং" বলে।

কি সুন্দর! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীলজল তরঙ্গায়িত, ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচ্ছে। পেছনে আমাদের গঙ্গাজল, সেই বিভূতি-ভূষণা, সেই 'গঙ্গা ফেনসিতা জটা পশুপতেঃ।' সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির। সামনে মধ্যবর্ত্তী রেখা। জাহাজ একবার সাদা জলের একবার কাল জলের উপর উঠছে। ঐ সাদা জল শেষ হয়ে গেল। এবার খালি নীলাম্বু, সামনে

পেছনে আসে পাশে খালি নীল নীল নীলজল, খালি তরঙ্গ ভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ আভা, নীল পট্টবাস পরিধান। কোটি কোটি অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়ে ছিলো; আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী; মহা গর্জ্জন, বিকট হুঙ্কার, ফেনময় অট্টহাস, দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েছে। তার মাঝে আমাদের অর্ণব-পোত; পোতমধ্যে যে জাতি সসাগরা ধরাপতি সেই জাতির নরনারী, বিচিত্র বেশ ভূষা, স্নিগ্ধ চন্দ্রের ন্যায় বর্ণ, মূর্ত্তিমান আত্মনির্ভর, আত্মপ্রত্যয়, কৃষ্ণবর্ণের নিকট দর্প ও দম্ভের ছবির ন্যায় প্রতীয়মান, সগর্ব্ব পাদচারণ করিতেছে। উপরে বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জীমূতমন্দ্র, চারিদিকে শুভ্রশির তরঙ্গকুলের লম্ফ ঝম্ফ গুরুগর্জ্জন; পোত শ্রেষ্ঠের—সমুদ্রবল উপেক্ষাকারী—মহাযন্ত্রের হুহুঙ্কার,—সে এক বিরাট সম্মিলন, তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া ইহাই শুনিতেছি; সহসা এ সমস্ত যেন ভেদ করিয়া বহু স্ত্রীপুরুষকণ্ঠের মিশ্রণোৎপন্ন গভীর নাদ ও তার-সম্মিলিত "রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভ্‌স্" মহাগীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, চমকিয়া চাহিয়া দেখি—

জাহাজ বেজায় দুল্‌চে, আর তু—ভায়া দুহাত দিয়ে মাথাটী ধ'রে অন্নপ্রাশনের অন্নের পুনরাবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন।

সেকেণ্ড ক্লাসে দুটী বাঙ্গালীর ছেলে পড়্‌তে যাচ্চে। তাদের অবস্থা ভায়ার চেয়েও খারাপ। একটী ত এমনিই ভয় পেয়েছে যে, বোধ হয়, তীরে নাম্‌তে পার্‌লে একছুটে চোঁচা দেশের দিকে দৌড়োয়। যাত্রীদের মধ্যে তারা দুটী আর আমরা দুজন—ভারতবাসী, আধুনিক ভারতের প্রতিনিধি। যে দুদিন জাহাজ গঙ্গার মধ্যে ছিল, তু—ভায়া উদ্বোধন সম্পাদকের গুপ্ত উপদেশের ফলে "বর্ত্তমান ভারত" প্রবন্ধ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করবার জন্য দিক্ ক'রে তুল্‌তেন। আজ আমিও সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম "ভায়া বর্ত্তমান ভারতের অবস্থা কিরূপ"? ভায়া একবার সেকেণ্ড ক্লাসের দিকে চেয়ে, একবার নিজের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে জবাব দিলেন "বড়ই শোচনীয়—বেজায় গুলিয়ে যাচ্চে"।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

সংক্রামক রোগ।

(ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ।)

আজকাল অনেক নূতন সংক্রামক রোগের নাম শুনা যায়। অনেকের বিশ্বাস এ সকল রোগ পূর্ব্বে ছিল না, কালধর্ম্মে অভিনব রোগসকলের আবির্ভাব হইতেছে। ফলতঃ চরকাদি প্রসিদ্ধ চিকিৎসাগ্রন্থে অধিকাংশ সংক্রামক রোগের কোনরূপ বর্ণনা আদৌ নাই; অথচ এই সকল রোগ যে এদেশে পূর্ব্বে ছিলনা, তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় না, বরং সংক্রামক রোগের সাধারণ ধর্ম্ম—বহু জানপদের সমকালীন আক্রমণ ও তন্নিবন্ধন মৃত্যুরাধিক্য হইয়া জনপদোদ্ধ্বংসের কথা চিরপ্রসিদ্ধ আছে। এই জনপদোদ্ধ্বংসকর সাধারণ ধর্ম্ম দেখিয়া প্রাচীন বৈদ্যকগ্রন্থে সংক্রামক রোগসকল বিভিন্নলক্ষণ হইলেও "জনপদোদ্ধ্বংসন" বা "মহামারী" এই সাধারণ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং আধুনিক সংক্রামক রোগসকল যে তৎকালে ছিল না, এরূপ নহে; অস্মদ্দেশীয় চিকিৎসাগ্রন্থে ইহাদের বিভিন্নতা ও বিশেষত্ব নিরূপিত হয় নাই।

জনপদোদ্ধ্বংসন বা মহামারী।

মনুষ্য-প্রকৃতি বিভিন্ন হইলেও কি কারণে এক সময়ে একরূপ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জনপদের উদ্ধ্বংসন হয়, এই প্রশ্নের মীমাংসায় চরকে ভগবান্ আত্রেয় বলিয়াছেন, "বায়ু, জল, দেশ ও কাল বিপরীত গুণসম্পন্ন হইয়া জনপদ ধ্বংস করিয়া থাকে" এবং

মহামারীর কারণ; প্রাচীন মত।

বায়্বাদীনাং যদ্বৈগুণ্যমুৎপদ্যতে তস্য মূলমধর্ম্মঃ তন্মূলঞ্চাসৎকর্ম্ম পূর্ব্বকৃতং। তয়োর্যোনিঃ প্রজ্ঞাপরাধ এব।

বায়ু প্রভৃতির বৈগুণ্যের মূল অধর্ম্ম, পূর্ব্বকৃত অসৎ কর্ম্ম সেই অধর্ম্মের

আভাস পাওয়া যায় না। ইহার প্রকৃতি বাষ্প বা কোনরূপ সূক্ষ্ম তরল বা কঠিন জড় পদার্থ এ প্রশ্নের মীমাংসায় রসায়নশাস্ত্র উত্তর দিতে অক্ষম। সংক্রামক রোগের বিস্তৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, একটী রোগগ্রস্ত ব্যক্তি তৎপল্লিস্থ অপর দশজনকে রোগাক্রান্ত করিয়া থাকে; আবার সেই দশজন শতাধিক লোকের মৃত্যুর কারণ হয়. এইরূপ অনাধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্তি সকল সংক্রামক রোগের সাধারণ ধর্ম্ম। সকল দেশে, সর্ব্বকালে সংক্রামক রোগের উৎপত্তি ও প্রবলতা সময়ে এ নিয়মের অন্যথা দেখা যায় না। বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া তাহা হইতে আবার শত সহস্র বীজোদ্ভবের ন্যায় সংক্রামক রোগবীজ শতসহস্রে বিভক্ত হইতে থাকে। জীবশক্তির সহিত উৎপত্তি ও বৃদ্ধির এরূপ সাদৃশ্য দর্শন করিয়া আধুনিক স্বাস্থ্যবিদেরা এই সকল রোগবীজ সজীব পদার্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সুতরাং ঈদৃশ বিচারপথ অনুসরণ করিয়া ইহা সূক্ষ্ম জীবাণুপ্রকৃতিবিশিষ্ট অনুমিত হইয়াছে। ক্রমে পরীক্ষার উৎকর্ষতার সহিত রোগীর রক্তরসাদিতে জীবাণু পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এবং সম্প্রতি অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে ইহারা উদ্ভিদণুজাতীয় বলিয়া স্থির হইয়াছে। কিন্তু উদ্ভিদণুবিশেষ যে সংক্রামক ব্যাধিবিশেষের মুখ্যকারণ,ইহাদের বর্ত্তমানতা যে রোগবিশেষের কার্য্য নহে,এই বিষয়ে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের কি প্রমাণ প্রয়োগ করেন? প্রথমতঃ,কোন উদ্ভিদণু কোন রোগের কারণ বলিয়া গৃহীত হইবার পূর্ব্বে সেই রোগগ্রস্ত প্রত্যেকের দেহে সেই বিশেষ উদ্ভিদণুর বর্ত্তমানতা প্রমাণ করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, সেই উদ্ভিদণু অন্য কোন সংক্রামকরোগে বর্ত্তমান থাকিবে না। তৃতীয়তঃ, ইহাকে রক্তরসাদি সর্ব্বপ্রকার অবান্তর পদার্থ হইতে পৃথক করিয়া কেবল স্বতন্ত্র উদ্ভিদণুমাত্রকে লইয়া বৃদ্ধির উপযোগী ভূমিতে পোষণ করিতে হইবে, অনন্তর পুনরায় দেহান্তরে প্রবিষ্ট করাইলে সেই ব্যাধি উৎপাদনে সমর্থ হইবে। এবং চতুর্থতঃ, পরীক্ষিত দেহের রক্তাদিতে সেই উদ্ভিদণু প্রত্যক্ষ হইবে। এই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে [illegible] কোন উদ্ভিদণু রোগবিশেষের কারণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে [illegible] কিন্তু যে সকল

সংক্রামক ব্যাধি ইতর প্রাণীদিগকে উৎসন্ন করে এবং যাহাদিগের দ্বারা মনুষ্য-ইতর জন্তু উভয়েই পীড়িত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে এইরূপ পরীক্ষায় সপ্রমাণিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এই শ্রেণীর অধিকাংশ সংক্রামক ব্যাধি উদ্ভিদণুসম্ভূত, তাহা ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ করিয়াছেন। মনুষ্যপীড়ক যে সকল সংক্রামক ব্যাধি এইরূপে প্রমাণিত হইতে পারে না, উদ্ভিদণু বা তৎসদৃশ জীবশক্তি যে তাহাদিগেরও কারণ, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে এবং আশা করা যায়, শীঘ্র বা বিলম্বে সকল সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে ইহার সম্পূর্ণ সত্যতা প্রতিপাদিত হইবে। উদ্ভিদণুর জীবন-ক্রিয়া, জন্ম স্থিতি ও বৃদ্ধির নিয়ম,ইহাদিগের রোগোৎপত্তিপ্রণালী ও জগদ্ব্যাপারে ইহাদিগের কার্য্যকারিতা অতিশয় রহস্যজনক। আমরা এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ সার মর্ম্ম অবধারণ করিয়া সংক্রামক রোগের বিস্তারপ্রণালী ও নিবারণোপায় আলোচনা করিব।

জৈমিনি ও কর্ম্মমীমাংসা।

প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্ত্তৃক লিখিত।]

[৪৩০ পৃষ্ঠার পর]

জৈমিনীয় দর্শনের দ্বিতীয় সূত্র পাঠ করিলে কি বুঝা যায়? যেদিন ভারতে বেদের চর্চ্চা বিদ্বৎসম্প্রদায়ের প্রধান অবলম্বন ছিল; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে বেদার্থ গ্রহণ করিয়া সংহিতা ও পুরাণ প্রণয়ন করিয়া সমাজের পরম হিতৈষী বেদব্যাস প্রভৃতি মুনিগণ ভারতের গৃহে গৃহে জ্ঞানের আলোক বিস্তার করিতেন, সেই হিন্দুর ধর্ম্মশিক্ষার চরম উন্নতির দিনে জৈমিনির ন্যায় স্বাধীনচেতা সত্যদর্শী সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী মুনি বেদকে হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ বলিতে একটুমাত্রও ইতস্ততঃ করিতেন না। অগ্র হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বেদই যে একমাত্র ধর্ম্ম ব্যতিরেকে অন্য কোন বস্তু প্রতিপাদন করে না, ইহাই বুঝাইবার জন্য তিনি এত বড় মীমাংসাদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন, সংস্কৃতদর্শনশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এই বিষয়টী বুঝাইবার জন্য প্রয়াস নিরর্থক।

"চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" এই কথার দ্বারা বেদের লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া জৈমিনি বিরত হন নাই; তাঁহার মনের ভাব আরও বিশদ ভাবে বুঝাইবার জন্য আর একটু অগ্রে তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে,—

"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্" (মীমাংসাদর্শন ১ম অঃ ২য় পাঃ ১ম সূঃ)।

অর্থ।—বিধায়ক ক্রিয়াই বেদার্থ, এই কারণ ধর্ম্মহেতু যাগাদি কার্য্য-ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার অর্থ প্রকাশ করিতে গেলে বেদ অনর্থক হইয়া উঠে।

বিষম সমস্যা! ঊনবিংশ শতাব্দীর সুশিক্ষিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এক-বাক্যে আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য প্রয়াস করিতেছেন যে, মধ্য এসিয়া হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়া আর্য্যজাতির আদি পুরুষগণ, স্বজনবিয়োগের সঙ্গে বিকাশোন্মুখ সভ্যতার অপরিপক্ক অবস্থায় নূতন নূতন দেশে প্রকৃতির নব নব সৌন্দর্য্য বিলোকন করিয়া, নব বিকাশোন্মুখ কল্পনার স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়া, প্রমোদ ভরে অপরিস্ফুট সভ্যতার সুরে মাতোয়ারা হইয়া, যাহা কিছু গাহিয়াছেন, বেদ তাহারই সংগ্রহ ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে; বেদের অতি প্রাচীনতম ভাগ বিলোকন করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতের আদিম অধিবাসীগণের সহিত অবিশ্রান্ত বিবাদে প্রবৃত্ত প্রাচীন হিন্দুগণ প্রতি-দিন নব নব বিজয়লাভে প্রোৎসাহিত হইয়া নূতন নূতন উৎসবের ক্ষেত্রে মিলিত স্বজাতি গৌরবের গীতধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতেছেন; শস্যশোভিত সুবিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রের এক প্রান্ত হইতে উদীয়মান ঊষার সুবর্ণ-রঞ্জিত আলোকচ্ছটার মনোহর বিকাশে উদ্ভাসিত হইয়া কখনও বা তাঁহারা কল্পনাময়ী কবিতার বিমল রস আস্বাদন করিতেছেন; ইহাই হইল বেদবিষয়ে বর্ত্তমান ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মত। তাঁহাদের মতে বেদ, উদীয়মান প্রাচ্য আর্য্যজাতির প্রাচীন কল্পনাময় সঙ্গীত! কবিতাময় ভাষায় লিখিত, প্রাচীন হিন্দুর ভারত-প্রবেশের ও ভারতাধিকারের অপরিস্ফুট ইতিহাস। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এইমত ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত তাহার বিচার করি-বার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা করা হয় নাই। বেদ বলিলে প্রাচীন আমাদের

বড় বড় আচার্য্যগণ কি বুঝিতেন, বেদে প্রবেশ করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে এই বিষয়ে প্রাচীন বেদবিৎ আচার্য্যগণের কি অভিপ্রায়, তাহাই বুঝাইবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা, সুতরাং সেই দিকেই আমাদের এক্ষণে অগ্রসর হইতে হইবে।

সমগ্র বেদ ধর্ম্মকার্য্য ব্যতিরেকে আর কিছু বোধ করাইতে পারে না; হিন্দু জাতির ঐহিক পারত্রিক সুখ বা দুঃখনিবৃত্তির উপায় বুঝিতে হইলে বেদ ও বেদমূলক স্মৃতি বা পুরাণ ব্যতিরেকে অন্য কোন পথ নাই, ইহাই বুঝাইবার জন্য জৈমিনি পূর্ব্বমীমাংসা প্রণয়ন করিয়াছেন; একথা জৈমিনির নিজের সূত্র দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

এই সিদ্ধান্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে সকল দোষ আরোপিত হইতে পারে, একে একে তাহা উল্লেখ করিয়া যুক্তির সাহায্যে মহর্ষি জৈমিনি কেমন সুন্দরভাবে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার বিশদভাবে অবতারণা করিবার স্থান এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কুলাইবে না, পাঠকের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য দুই একটা বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে। সমস্ত বেদই ধর্ম্মকার্য্যপ্রতিপাদক এই সিদ্ধান্তের উপর প্রথম দোষ এই হইতে পারে যে, অনেক বেদবাক্য এপ্রকার ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, তাহা পাঠ করিলেই স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ সকল বাক্য কোন অংশেই কোন প্রকার কার্য্যের প্রতিপাদন করিতেছে না। কতকগুলি এই প্রকার বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"সোঽরোদীৎ যদরোদীৎ তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্"

(তিনি রোদন করিয়াছিলেন, যে কারণে তিনি রোদন করিয়াছিলেন, এই জন্যই সেই রুদ্রের রুদ্রত্ব)

"স প্রজাপতিরাত্মনো বপামুদখিদৎ"

(সেই প্রজাপতি নিজের বপা বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরস্থ অংশবিশেষ উৎ-পাটিত করিয়াছিলেন।)

"দেবা বৈ দেব যজনমধ্যবসায় দিশো ন প্রাজানন্"

(দেবতারা দেবযজন সম্পূর্ণ করিয়া দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিলেন।)

এই প্রকার বহুতর বাক্য বেদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; অন্য সংস্কৃত

ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, এই সকল বাক্য দ্বারা কোন প্রকার যাগ হোমাদি ধর্ম্ম কার্য্য প্রতিপাদিত হইতেছে না। এই সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়া জৈমিনিসূত্রের ভাষ্যকার শবরস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল "ইত্যেবং জাতীয়কানি তানি কং ধর্ম্মং প্রমিমীরন্? অথোচ্যেত অধ্যাহারেণ বা বিপরিণামেন বা ব্যবহিতকল্পনয়া বা ব্যবধারণকল্পনয়া বা গুণকল্পনয়া বা কশ্চিদর্থঃ কল্পয়িষ্যতে ইতি কল্প্যমানঃ কঃ কল্প্যেত রুদ্রঃ কিল রুরোদ অতোঽন্যেন রোদিতব্যম্ উচ্ছিখেদ আত্মবপাং প্রজাপতিঃ অতোঽন্যোঽপ্যুৎখিদেদাত্মনো বপাম্ দেবাবৈ দেবযজনকালে দিশো ন প্রজ্ঞাতবন্তোঽতোঽন্যোঽপি দিশো ন প্রজানীয়াতেঽতিতচ্ছাশক্যম্ ইষ্টবিয়োগেন অভিঘাতেন বা সংবাষ্পনির্মোচনং তৎ রোদনমিত্যুচ্যতে ন চ তৎ ইচ্ছাতো ভবতি...অত এবামানর্থক্যম্। ইত্যাদি

অর্থ। এই প্রকার যে বাক্যসকল (উদ্ধৃত হইল) তাহা কোন্ ধর্ম্মকে প্রতিপাদন করিতেছে? যদি বল কতকগুলি নূতনপদ সন্নিবেশিত করিয়া অর্থান্তরে পরিণত করিয়া, ব্যবহিত বাক্যের সঙ্গে অন্বয় কল্পনা করিয়া, সাবধারণ অর্থ কল্পনা করিয়া, কিম্বা কোন প্রধান কর্ম্মের অঙ্গবোধকত্ব কল্পনা করিয়া, এই সকল বাক্যের কোন কার্য্যরূপ অর্থ কল্পিত হইতে পারে; তাহা সম্ভবপর নহে। কারণ, কল্পনা করিতে গিয়া কোন্ অর্থের কল্পনা করিবে? "রুদ্র করিয়াছিলেন বলিয়া অন্যেরও রোদন করিতে হইবে," "প্রজাপতি নিজের বপা উৎপাটন করিয়াছিলেন বলিয়া অন্যজনও নিজের বপা উৎপাদন করিবে," "দেবযজনকালে দেবতারা দিশেহারা হইয়াছিলেন এই জন্য (যাগ কালে) অন্যেরও দিগ্ভ্রান্ত হইতে হইবে; এই প্রকার অর্থই অধ্যাহারাদি দ্বারা কল্পনা করিতে হইবে। কিন্তু, তাহাও ত উচিত নহে। কেন?—প্রিয়বিরহে বা শরীরে আঘাত লাগিলে নয়ন হইতে জল নির্গমকে লোক রোদন বলে। (বেদ বলিতেছে এইজন্য) ইচ্ছামাত্রেই রোদন হইবে, ইহা হইতে পারে না...এই কারণে বলিতে হইতেছে যে, বেদের এই সকল অংশের কোনপ্রকার অর্থ নাই ইত্যাদি। এই প্রকার দোষ খণ্ডন করিবার জন্য সূত্রকার যে সূক্ষ্ম ও সত্য যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।—

[ক্রমশঃ।]

অন্নচিন্তা।

(৫)

(বাবু প্রবোধ চন্দ্র দে লিখিত।)

আজকালের যেরূপ বিদ্যাশিক্ষা হইয়া থাকে, তাহাতে লোকের আত্মাভিমান হ্রাস না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এই আত্মাভিমানই অনেক সময়ে যুবকগণের উন্নতির পথে কণ্টক প্রদান করে। যে দেশের লোক বিদ্যাশিক্ষাকে মনুষ্যজীবনের প্রধান কার্য্য ও কর্ত্তব্য মনে করিতে পারে না, সে দেশে বিদ্যার প্রাধান্য নাই। বিদ্যা শিক্ষা এক, এবং ধনোপার্জ্জন অন্য, একথা যদি শিক্ষার্থী বা কার্য্যানবিসের মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে, তাহা হইলে কার্য্যানবিস কার্য্যের ইতরবিশেষত্বের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া আপন মনে কার্য্য করিয়া যাইতে পারে এবং শিক্ষার্থীও শিক্ষা শেষ করিয়া—শিক্ষার অভিমান ভুলিয়া গিয়া দেশকালের অধীন হইয়া উপস্থিত মত কার্য্যে নিযুক্ত হইতে সঙ্কুচিত হয় না। এই আত্মাভিমানবশতঃ এদেশে দিন দিন এত বেকার অন্নসন্তানের আবির্ভাব হইয়াছে এবং এই কারণেই অধিকাংশ গৃহস্থই অভাব অনাটনে দিন যাপন করিতেছেন। যে পাশ্চাত্যশিক্ষায় আমাদিগের চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছে, সেই দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, সাহেবেরা কার্য্যক্ষেত্রে নিজের জাতিমর্য্যাদা, বংশগৌরব, বিদ্যাভিমান প্রভৃতি ভুলিয়া গিয়া সংসারকুজ্ঝটিকায় যে কোন সময়ের আশ্রয় গ্রহণ করে, সম্মুখে উপস্থিত যে কার্য্য পায়, তাহাই গ্রহণ করে। যে সে কার্য্য হইলেও কিন্তু তাহাদিগের মনে থাকে যে, উন্নতির পথ অবরুদ্ধ নহে, সুতরাং কার্য্যে তাহাদের চেষ্টা থাকে, যত্ন থাকে; সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন আত্মাভিমান কাল কবলিত না হইয়া, উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। কেরাণীর আবার অভিমান কি? অর্থের নিকট সমস্ত সংসার পরাজিত। অর্থ হইলে সমাজ তোমার পদানত হইবে, আত্মীয় স্বজন

ভগ পান করিবে। সুসভ্য ইয়ুরোপ ও উন্নত আমেরিকা তাহা বুঝে, সেই জন্য তথায় এত ধনকুবেরের ছড়াছড়ি; আমরা বুঝি না, আমাদিগের দেশে দরিদ্রের ছড়াছড়ি। অনেকের এরূপ ধারণা আছে যে, আমাদের চাবাগানে যত মূর্খ ও নীচবংশীয় সাহেবেরা দিন গুজরান করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। সেখানেও অক্সফোর্ডের উপাধিধারীকে দেখা যায়, সেখানেও উচ্চবংশোদ্ভব সাহেবকে কাম করিতে দেখা যায়।

জাতি ও বংশমর্য্যাদা বাঙ্গালী জাতির উন্নতির পথকে একবারে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উপযোগিতা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। যাহার যতদূর শিক্ষা, কার্য্যক্ষমতা, তদনুরূপই আশা আকাঙ্ক্ষা করা উচিত; কিন্তু তাহা না করিয়া জাতি ও বংশগৌরবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করা একবারেই অসম্ভব, একথা বলিলে অন্যায় হয় না। পুরাকালে জাতিবিশেষের একটা বিশেষ বিশেষ পেশা নির্দ্দিষ্ট ছিল, সুতরাং প্রত্যেক জাতিই জাতীয় ব্যবসা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত, কিন্তু এক্ষণে শিক্ষার সার্ব্বভৌমিকতাহেতু উচ্চেতরজাতিনির্ব্বিশেষে লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং নীচ-জাতিগণ স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া অপরের ব্যবসায় বা পেশাতে প্রবৃত্ত হইতেছে, অথচ ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা এবম্প্রকারে পরিত্যক্ত ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছেন না। ভদ্রলোকদিগের পেশাব্যবসায়সকল অপর জাতিদিগের দ্বারা অধিকৃত হওয়াতে ভদ্রলোকদিগের একদিকে যেরূপ কষ্ট হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি অন্য জাতির শিক্ষিতদিগের মধ্যে জাতীয় পেশা অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিত হওয়ায় তাহাদিগেরও কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। জাতিবিশেষ যে, জাতীয় ব্যবসা লইয়া চিরকাল থাকিবে, শিক্ষিত হইবে না, অথবা সভ্যসমাজে মিশিবে না, একথা আমরা বলি না। সংসার চিরদিন পরিবর্ত্তনের অধীন। আজ যে জাতি উচ্চ আছে, কাল তাহার অধোগতি হইতে পারে, কিন্তু এরূপ পরিবর্ত্তনে যে স্থান শূন্য হয়, তাহা পরিপূরণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। শূন্য স্থান পরিপূরিত না হওয়াতেই এত দুঃখ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।

সংসারক্ষেত্রে, যে কোন পেশা অবলম্বনেই হউক না কেন, সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিলে বংশের গৌরব, জাতির গৌরব সবই রক্ষা করিতে পারা যায়। বৃথা অভিমান—বালির বাঁধ ভিন্ন আর কিছুই নহে, সমাজের তরঙ্গে আজ না হয় কাল, না হয় দশ দিন পরে, অবশ্যই তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে তাহার জন্য প্রস্তুত হইলে, সমাজের গতির মুখ বদল করিয়া দিলে, সমাজের ক্ষতি না হইয়া উপকারই হইয়া থাকে। দারিদ্র্যের প্রপীড়নে, অর্থের অনাটনে, ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে বালির বাঁধ ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা না হইলে আর ব্রাহ্মণ—শূদ্রের দাসত্ব করিবে কেন? সূত্রধর, স্বর্ণকার, চর্ম্মকার, প্রভৃতি স্ব স্ব-ব্যবসায় ছাড়িয়া আফিসে চাকরী করিবে কেন? বৈদ্যকুল-সম্ভূত ব্যক্তিগণ পৈতৃক ব্যবসায় কবিরাজি-পেশা পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য দিকে নিযুক্ত হওয়ায় যে সকল স্থান খালি হইয়াছে, তাহা অগত্যা কায়স্থ ও অপর জাতির দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, ভদ্রলোকে দরজীর কারখানা খুলিতেছে; ভদ্রলোকে মিঠায়ের দোকান করিতেছে; ভদ্রলোকে হোটেল করিতেছে! ইতরলোকদিগের অনেক ব্যবসায়ে ভদ্রলোক প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপে জাতিগত ব্যবসায় জাতিবিশেষ কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় অন্যজাতি দ্বারা সেই সকল খালি স্থান পরিপুষ্ট হইতেছে তাহাতেই তত অভাব জানিতে পারা যাইতেছে না। আবার নীচ ব্যক্তিগণ স্বীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করায়, অন্যথা জনসমাজের অভাব সম্যক্‌রূপে মোচন করিতে না পারায় ভদ্রলোকে দ্বারা সে কার্য্য হইতেছে এবং সুচারুরূপে হইতেছে, সুতরাং ইহা দ্বারা সমাজের উপকার ভিন্ন অপকার হইতেছে না, ইহা নিশ্চয়।

ইয়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপানের দিন দিন ক্রমোন্নতি দেখিয়া লোকে বুঝিয়াছে যে, শিল্পবাণিজ্য ব্যতীত কোন দেশের উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে। এই কারণে বাঙ্গালা দেশের কোন কোন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে ইয়ুরোপ, আমেরিকা বা জাপানে পাঠাইয়া শিল্প বাণিজ্যাদি শিখাইতে

সঙ্কল্প করিয়াছেন। উদ্যোক্তাদিগের সঙ্কল্প সাধু হইলেও আমরা কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত এক মত হইতে পারি না, তাহার কারণ এই যে, এই সকল শিক্ষার্থী সকলিত বিদ্যালাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে কার্য্যক্ষেত্রে তাহাদিগের কোন উপায় নাই। পরের অর্থের সাহায্যে যাহারা কোন বিদ্যা শিক্ষা করিতে যাইবে, স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া অর্থাভাববশতঃ তাহারা স্বাধীনভাবে যে কোন কার্য্য করিতে পারিবে,—কোন কলকারখানা স্থাপন করিতে পারিবে, এরূপ আশা নাই। দ্বিতীয়তঃ,সাহেবদিগের যে সকল কলকারখানা আছে, তাহাতে কার্য্যতঃ দেশীয়দিগের প্রবেশাধিকার নাই; থাকিলেও, তদ্দ্বারা দেশীয় সাধারণের কি উপকার হইতে পারে? সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া গিয়া অপরের অর্থে যে বিদ্যা টুকু লাভ হইল, তাহা যদি দেশের আর পাঁচ জন শিক্ষা করিতে না পাইল,—স্বদেশী সাধারণে তাহার ফলভোগভাগী না হইল, তাহা হইলে দাতার অর্থব্যয় ব্যর্থ হইল; গ্রহীতার শ্রম ও সময় পণ্ড হইল বলিতে হইবে। এই প্রকার দান বা সাহায্য ব্যক্তিগত উদ্দেশে প্রদত্ত হয় না; একথা নিশ্চিত; সুতরাং দাতা ও গ্রহীতার কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। স্বদেশীয় অর্থে যদি দেশমধ্যে কলকারখানা স্থাপিত থাকিত, অথবা সেই সকল প্রত্যাগত শিক্ষালব্ধ ব্যক্তিদিগের প্রত্যাগমনের পরে কারখানাদি সংস্থাপিত হইবার আশা থাকিত, তাহা হইলে আমরা এ সম্বন্ধে নিরুৎসাহজনক কোন কথাই বলিতাম না। আর যদি উদ্যোক্তাগণের এমনই সঙ্কল্প থাকে যে, উক্ত শিক্ষার্থীগণ নির্দ্দিষ্ট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আসিলে স্ব স্ব অর্থে কারখানা সংস্থাপন করিবেন ও প্রত্যাগত ব্যক্তিদিগকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিব না। তথাপি কিন্তু আমরা একটা পরামর্শ না দিয়া থাকিতে পারি না। প্রতি বৎসর বা দুই তিন বৎসর অন্তর দুই চারিটী যুবককে বিদেশে পাঠাইতে ও তথায় তাহাদিগের খরচ নির্ব্বাহ করিতে অনেক টাকার আবশ্যক এবং ২০।২৫টী বালকের শিক্ষিত হইয়া আসা সময়সাপেক্ষ। এজন্য আমাদিগের মনে হয়, যুবকদিগকে বিদেশে প্রেরণ না

করিয়া অগ্রেই দেশমধ্যে দেশীয় অর্থে যদি দুই একটী কারখানা স্থাপন করা যায় এবং ইয়ুরোপীয় বা মার্কিন দেশীয় কোন কর্ম্মী ব্যক্তির হস্তে কয়েক বৎসরের জন্য তাহার কার্য্যনির্ব্বাহের ভার অর্পিত থাকে, সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় যুবকদিগকে উহাতে শিক্ষানবিশি করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে কার্য্যটী সুদৃঢ় হয়। আর একটা কথা এই যে, দুই তিন বৎসরে কোন ব্যক্তি কলকারখানা সমুদায় ব্যাপার বিশেষরূপে শিখিয়া আসিতে পারে কি না; পড়িয়া বা দেখিয়া যে শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা হয়, কার্য্যক্ষেত্রে তাহা কতদূর কার্য্যকারী হইবে, তাহা সন্দেহের কথা; এই জন্যই যদি দুই তিন বৎসরে কারখানা ব্যাপারের সমুদায় বুঝিয়া উঠা সম্ভবপর নহে। এইরূপে বিলাতী শিক্ষা লাভ করিয়া আসিলে তাহার উপর কোন কারখানার সম্পূর্ণ ভারার্পণ করিতে পারা যায় কিনা তাহাও বিবেচ্য, সুতরাং আমাদের প্রস্তাবিত প্রণালীতে (১) এদেশে কারখানা স্থাপন করা, (২) সুযোগ্য ইয়ুরোপীয় বা মার্কিনদেশীয় ব্যক্তির উপর কার্য্যনির্ব্বাহের ভারার্পণ করা, (৩) সেই কারখানাতে দেশীয় যুবকদিগকে কার্য্যকারী (Practical) ও বৈজ্ঞানিক (Scientific and theoretical) শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

আলোয়ার দুহিতা।

কবিবর গিরীশচন্দ্র ঘোষ] [৩৯৪ পৃষ্ঠার পর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাণা বুঝ তাঁর্মিলেন, কিশোরী আজ পাঁচদিন অন্নজল স্পর্শ করে নাই; মীরাবাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাও জানিয়াছেন। রক্ষীরা মীরা, ভক্তা ও নর্ত্তকী বৃত্ত করিবার আনন্দে, বর্ম খুঁজিতেছে। এমন সময় রাজআদেশ পাইল, "আর খুঁজিবার আবশ্যক নাই; তাহারা যথায় যায় যাক্।" বৃদ্ধ রাণীর মর্ম্মে মর্ম্মে বাজিয়াছে, "আমি রাজপুত বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকি, আমি একটী রমণীর প্রাণবধের কারণ হইলাম।" দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ,

রমণী—ইহাদিগকে রক্ষা করাই রাজধর্ম ! সে ধর্ম আর কোথায় ? পরপ্রণয়িনী রমণী বন্দী করিয়াছি। পবিত্র প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছি। এই কি রাজধর্ম ? রাণাবংশে কি এই কার্য্য ?" বলিতে বলিতে চক্ষে জলধারা পড়িতে লাগিল। দুর্দ্দম রণক্ষেত্রমধ্যে শত্রুপ্রহরণ যাঁহাকে কখনও কাতর করে নাই, সেই রাণা বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। কিশোরীর রূপলাবণ্য শিরায় শিরায় বসিয়াছে, কিশোরী তাহার নয়, তাহাও মর্ম্মে মর্ম্মে পশিয়াছে। রাণা ধীরপদে কিশোরীর গৃহাভিমুখে চলিলেন। পা উঠে না, আতঙ্কে হৃদয় কম্পিত হইতেছে, বার বার আন্দোলন করিতেছেন, কি বলিয়া কিশোরীর সহিত সম্ভাষণ করিবেন ? প্রেমকথা ফুরাইয়াছে; স্তুতি, মিনতি, প্রার্থনা সকলই শেষ হইয়াছে। আর কি কথা বাকি ? ভাবিতে লাগিলেন,— "পরাজিত শত্রুর নিকট, আমি পরাজিত ! রাজমুকুট শৌর্য্য, বীর্য্য, যশ, প্রতিভা, কিশোরীর প্রেমে সমস্ত বিনিময় করিতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু সকলই কিশোরী পায়ে ঠেলিয়াছে। আমার জীবনে সুখ কি ? বহুকাল সিংহাসনে বসিয়াছি; রণভূমি, বিলাসভবন, মৃগয়াকানন, অর্থাকাঙ্ক্ষীরমণীকটাক্ষ বিস্তর দেখিয়াছি; বন্দী, চাটুকার, পরাজিত রাজাগণের প্রশংসাবাদ বিস্তর শুনিয়াছি; সুকণ্ঠ সঙ্গীত, বীণার ঝঙ্কার, তালে তালে নূপুর মধুরধ্বনি, পুরাতন হইয়াছে; কিন্তু যারে চাই, সেত আমার নাই। আমি কি কিশোরীকে ভালবাসি ? কৈ ? ভালবাসার যন্ত্রণা বুঝিয়া তবে কেন তাহাকে যন্ত্রণা দিতেছি ? সয়,—স'ক,— আমার প্রাণেই স'ক।"

কিশোরীর গৃহে ক্ষুব্ধ রাণা প্রবেশ করিলেন। কম্পিতস্বরে কিশোরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কিশোরী শোন। আর প্রেমকথা কহিতে আসি নাই; কোনও মর্ম্মবেদনার প্রার্থনাও জানাইতে আসি নাই; আমি এত-দিনে বুঝিয়াছি, আমি বড় অপরাধী; অপরাধের মার্জ্জনা চাহিতে আসিয়াছি। তোমার দেবী মূর্ত্তি ! তোমার হৃদয়ে যদি মার্জ্জনা না থাকে, মার্জ্জনা আর কোথায় থাকিবে ? আমি না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি। পূর্ব্বাপর ক্ষত্রিয় নিয়ম, তুমি ক্ষত্রিয়কুমারী অবগত আছ, বীর্য্যপ্রকাশে রত্নাদি গ্রহণ করে।

তুমি নারীরত্ন, আমি সেই নিয়মের অনুসারে তোমায় অপহরণ করিয়াছিলাম; মনে মনে স্পর্দ্ধা রাখিতাম, আমি রাণা, আমার প্রতি অনুরাগিণী হইবে না, এমন রমণী কে আছে ? কিন্তু দেখিলাম, না ! দেবতাই দেবীর উপযুক্ত আমি তোমার উপযুক্ত নই। উপযুক্ত হইলে, তোমায় পাইতাম। আমি অন্য অপরাধে অপরাধী নই, কিশোরী ! এই অঙ্গুরী লও, এই অঙ্গুরীদর্শনে কেহ তোমার প্রতিরোধ করিবে না। তুমি স্বাধীন ! তোমার প্রণয়ীর নিকট যাও ! চিন্তা দূর কর,—ঐ দেখ মন্দারপর্ব্বতে আলোক জ্বলিতেছেনা, তোমার প্রণয়ীর জীবনালোক নির্ব্বাণ হয় নাই। যথায় তোমার প্রণয়ী আছে, পর্ব্বত ঘিরে রাজদূত অবস্থান করিতেছে। তোমায় তথায় লইয়া যাইবে। কখনও কখনও অভাগা রাণাকে মনে করিও। আর যদি কখনও ক্ষুব্ধ রাণার মৃত্যু সংবাদ পাও; স্থির জানিও, তোমার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কিশোরী ! যাও; আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও।" রাণার কণ্ঠ-রোধ হইল। কিশোরী শয্যায় বসিয়া শুনিতেছিল। স্বপ্নকথার ন্যায় কথা-গুলি কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। কিছুই বুঝিতে পারিল না। রাণা আত্ম-সংবরণ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "কিশোরী ! কেন অবিশ্বাস করিতেছ ? এই অঙ্গুরী রাখিলাম। রাণা মিথ্যাবাদী নহে, কিশোরী তুমি স্বাধীন।"

রাণার মস্তক ঘুরিয়া গেল, "হা কিশোরী" বলিয়া পতিত হইলেন। মহা উদ্বিগ্ন হইয়া কিশোরী শয্যাত্যাগ করিলেন। উদ্বিগ্ন হইয়া দাসদাসীকে ডাকিলেন, দাসদাসীর সহিত রাণার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। রাণা চৈতন্য লাভ করিলেন, দেখিলেন কিশোরী সেবায় নিযুক্তা ! বলিলেন, "কিশোরী এখনও রহিয়াছ কেন ?" কিশোরী উত্তর করিলেন, "মহারাণা আমায় মার্জ্জনা করুন।" রাণা বলিলেন, "মার্জ্জনা করিয়াছি। আমার প্রার্থনা—এই দূত তোমায় অপেক্ষা করিতেছে, তোমায় লইয়া বীরেন্দ্র সিংহের নিকট যাইবে। এ প্রার্থনা আমার পূরণ কর। যাও, যদি প্রার্থনা না রাখ,—এ রাজাজ্ঞা পালন কর।"

কিশোরী বলিলেন, "মহারাণা! যদি মার্জ্জনা করিয়া থাকেন, তবে আর একবার অভাগিনীকে রাজসম্মুখে আসিতে দিবেন।"

কিশোরীর হৃদয়ে অনুতাপ আসিয়া বসিল। রমণীর চঞ্চল স্বভাব, চঞ্চল মন,—চঞ্চলতা রমণীর জীবন বলিলেও হয়,—কিন্তু একবার অনুতাপ আসিয়া বসিলে, চিতানল ব্যতীত সে অনুতাপের তাপ দূর হয় না।

রাজদূত কিশোরীকে লইয়া শিবিরে আবাস স্থানে উপস্থিত। দেখিলেন, বীরেন্দ্র সিংহ শয্যায়! কিশোরী ডাকিলেন, "বীরেন্দ্র!" বীরেন্দ্র চক্ষু মেলিল। কিশোরীকে দেখিল, চিনিল। উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "কিশোরী! কিশোরী! হৃদয়নিধি! হৃদয়ে আইস!" যে কিশোরী বন্দ্যাপর্ব্বতের আলোক নিরীক্ষণ করিয়া, দিন যাম অতিবাহিত করিয়াছে, এখন আর প্রণয়ীর প্রেমসম্ভাষণে বিচলিত হইল না। স্থিরস্বরে বলিল, "কাহাকে হৃদয়নিধি বলিতেছ? যে শত্রুর অসি তোমায় বার বার পরাজয় করিয়াছে; যে শত্রু পরাজিত শত্রু হাতে পাইয়া বন্দী করে নাই,—ক্ষত্রিয়নিয়মপালনে সেই শত্রু আমায় পিতৃগৃহ হইতে আনিয়াছে। যদি আমি তোমার হই, তাহা হইলে আমি বিচারিণী। বীরেন্দ্র! মনে মনে আমি বিচারিণী সত্য, কিন্তু দেবারাধনায় আমার প্রায়শ্চিত্ত করিব। পারি যদি, আমার উদার পতির মঙ্গল কামনায় নিয়ত নিযুক্তা থাকিব। তোমার সহিত এই আমার শেষ দেখা! বীর আচরণে মনের ব্যথা সম্বরণ কর।" কিশোরী দ্রুতপদে বহিষ্কৃতা হইল। একবার বীরেন্দ্র উঠিয়া যাইতেছিল,—স্থির হইয়া দাঁড়াইল, বলিল,—"আমি কি করিব? ক্ষত্রিয়ের প্রতিশোধ,—ব্যথা সম্বরণ কি!" প্রতিশোধ!!

রামকৃষ্ণ-মিশন।

গত ২৫শে আষাঢ় হইতে পুনরায় কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশনের সাপ্তাহিক সভার অধিবেশন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গত ১৫ই শ্রাবণ হইতে প্রতি রবিবারে স্বামী সারদানন্দ "পতঞ্জলি ও যোগ দর্শনের" উপর অতি সুন্দর বক্তৃতা করিতেছেন। সাধারণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। স্থান—রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার; সময়—অপরাহ্ণ ৬টা।

শাঙ্করভাষ্যানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।)

ভাষ্য।—ননূক্ত এবাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বং সর্ব্বকর্ম্মাসম্ভবকারণবিশেষঃ সত্যমুক্তো ন তু সকারণবিশেষঃ অন্যত্বাদ্বিদুষোঽবিক্রিয়ত্বাদাত্মন ইতি ন হ্যবিক্রিয়স্থাণুং বিদিতবতঃ কর্ম্ম ন সম্ভবতীতি চেৎ ন বিদুষ আত্মত্বাৎ নদেহাদিসংঘাতস্য বিদ্বত্তা। অতঃ পরিশেষ্যাৎ অসংহত আত্মা বিদ্বান্ অবিক্রিয় ইতি তস্য বিদুষঃ কর্ম্মাসম্ভবাদাক্ষেপোযুক্ত কথং স পুরুষ ইতি। যথা বুদ্ধ্যাদ্যাহৃতস্য শব্দাদ্যর্থস্য অবিক্রিয় এব সন্ বুদ্ধিবৃত্ত্যবিবেকবিজ্ঞানেন অবিদ্যয়া উপলব্ধা আত্মা কল্প্যতে এবমেবাত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানেন বুদ্ধিবৃত্ত্যা বিদ্যয়াঽসত্যরূপয়ৈব পরমার্থতোঽবিক্রিয় এবাত্মা বিদ্বানুচ্যতে। বিদুষঃ কর্ম্মাসম্ভববচনাৎ যানি কর্ম্মাণি শাস্ত্রেণ বিধীয়ন্তে তান্যবিদুষো বিহিতানীতি ভগবতোনিশ্চয়োঽবগম্যতে।

বিদ্বান্ পুরুষের কর্ম্মাসম্ভবে বিশেষ হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

অনুবাদ।—সকল প্রকার কর্ম্ম প্রতিষেধের প্রতি বিশেষ কারণ আত্মার অবিক্রিয়ত্ব, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, (এই প্রকার উত্তর হইতে পারে না কারণ) ইহা উক্ত হইয়াছে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু উহা কারণবিশেষ হইতে পারে না, যেহেতু অবিক্রিয় আত্মা এবং বিদ্বান্ এক নহে; (এই দুই বস্তু পরস্পর বিভিন্ন) একটা শুষ্ক বৃক্ষ ক্রিয়ারহিত ইহা যে জানিয়াছে, তাহার ক্রিয়া সম্ভবপর নহে, ইহা কখনই হইতে পারে না; এই প্রকার আশঙ্কা করা যাইতে পারে না, কারণ বিদ্বান্ ও আত্মা একই বস্তু, দেহাদি সমষ্টির বিদ্বত্তা হইতে পারে না, এই কারণে দেহাদিসমষ্টি হইতে

পৃথক্‌রূপেস্থিত অসংহত আত্মাই অবিক্রিয় ও বিদ্বান্ এই হেতু বিদ্বানের কর্ম্ম সম্ভব নহে, সুতরাং "কথং স পুরুষ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা তাহার কর্ম্মাক্ষেপ উচিতই হইয়াছে। আত্মা স্বয়ং অবিক্রিয় হইয়াও যেমন (অনাদি) অজ্ঞানের বশে, বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিবৃত্তির অবিবেকবিজ্ঞাননিবন্ধন, বুদ্ধ্যাদিকরণের দ্বারা উপনীত শব্দাদিবিষয়ের অনুভবিতা বলিয়া ব্যবহৃত হয়, সেই প্রকারই আত্মা ও অনাত্মার বিবেকবিজ্ঞানরূপ বুদ্ধিবৃত্তি বিদ্যা (প্রকৃত পক্ষে) অসত্যরূপা হইলেও তাহার সহিত কল্পিত সম্বন্ধপ্রযুক্ত পরমার্থতঃ আত্মা অবিক্রিয় হইলেও বিদ্বান্ এই শব্দের দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিদ্বানের কর্ম্ম সম্ভব নহে এই প্রকার বলাতে, শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্ম বিহিত আছে, তাহা অজ্ঞানীর জন্যই বিহিত ইহাই ভগবানের নিশ্চয়, তাহা বুঝা যাইতেছে।

ভাষ্য।—ননু বিদ্যাপ্যবিদুষ এব বিধীয়তে বিদিতবিদ্যস্য পিষ্টপেষণবদ্বিদ্যা-বিধানানর্থক্যাৎ তত্র অবিদুষ কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে ন বিদুষ ইতি বিশেষো নোপপদ্যতে, ন অনুষ্ঠেয়স্য ভাবাভাবকৃতোপপত্তেঃ। অগ্নিহোত্রাদিবিধ্যর্থ-জ্ঞানোত্তরকালমগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মানেকসাধনোপসংহারপূর্ব্বকমনুষ্ঠেয়ং কর্ত্তাহং মম কর্ত্তব্যমিত্যেবংপ্রকারবিজ্ঞানবতোঽবিদুষো যথানুষ্ঠেয়ং ভবতি ন তু তথা ন জায়তে ইত্যাদ্যাত্মস্বরূপবিধ্যর্থজ্ঞানোত্তর কাল ভাবি কিঞ্চিদনুষ্ঠেয়ং ভবতি। কিন্তু নাহং কর্ত্তা নাহং ভোক্তেত্যাদ্যাত্মৈকত্বাকর্ত্তৃত্বাদিবিষয়জ্ঞানাদন্যন্নোৎপদ্যত ইত্যেষ বিশেষ উপপদ্যতে যঃ পুনঃ কর্ত্তাহং বেত্ত্যাত্মানং তস্য মমেদং কর্ত্তব্যমিত্যবশ্যম্ভাবিনী বুদ্ধিঃ স্যাত্তদপেক্ষয়া সোঽধিক্রিয়তে ইতি তং প্রতি কর্ম্মাণি সম্ভবন্তি। স চ অবিদ্বান্ "উভৌ তৌ ন বিজানীত ইতি" বচনাৎ। বিশেষিতস্য চ বিদুষঃ কর্ম্মাক্ষেপবচনাৎ কথং স পুরুষঃ ইতি তস্মাদ্বিশেষিতস্য অবিক্রিয়াত্মদর্শিনো বিদুষো মুমুক্ষোশ্চ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসএব অধিকারঃ। অতএব ভগবান্ নারায়ণঃ সাংখ্যান্ বিদুষোঽবিদুষঃ কর্ম্মিণশ্চ প্রবিভজ্য দ্বে নিষ্ঠে গ্রাহয়তি "জ্ঞান-যোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনা"মিতি। তথা চ পুত্রায়াহ ভগবান্ ব্যাসঃ "দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ" ইত্যাদি।

অনুবাদ।—"যে ব্যক্তির বিদ্যা নাই তাহারই বিদ্যা বিহিত হইয়াছে, যেমন পিষ্ট বস্তুর পেষণ নিরর্থক সেইরূপ যাহার বিদ্যাপ্রাপ্তি হইয়াছে, তাহার পক্ষে বিদ্যার বিধানও নিরর্থক, তাহাই যদি হইল, তবে অবিদ্বানের বিহিত কর্ম্ম বিদ্বানের নহে, এই প্রকার বিশেষ যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না" এই প্রকার আশঙ্কা করা যায় না, কারণ অবিদ্বানের পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভব ও বিদ্বানের পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান অসম্ভব, এই বিশেষ হইতে পারে। অগ্নিহোত্র প্রভৃতি বিধির অর্থ জ্ঞান হইলে পর অনেকসাধনসংগ্রহসাপেক্ষ অনুষ্ঠানাই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, "আমি কর্ত্তা, আমার কর্ত্তব্য" এই প্রকার বিজ্ঞানবান্ অবিদ্বানেরই যেমন অনুষ্ঠেয় হইতে পারে। "ন জায়তে" ইত্যাদি আত্মস্বরূপজ্ঞাপক শাস্ত্রের অর্থ-জ্ঞানের পর বিদ্বানের পক্ষে এ সকল কর্ম্ম সেইভাবে (কখনই) অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না, "কিন্তু আমি কর্ত্তা নহি, আমি ভোক্তা নহি" ইত্যাদি আত্মার একত্ব ও অকর্ত্তৃত্বাদিবিষয়জ্ঞান হইতে নিভিন্নপ্রকার অন্য কোন জ্ঞানই তাহার উৎপন্ন হইতে পারে না, এই প্রকারে বিশেষ হইতে পারে। যে ব্যক্তি আত্মাকে আমি কর্ত্তা এইরূপে জানিয়া থাকে, তাহার "আমার ইহা কর্ত্তব্য" এই প্রকার বুদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী হয়, সেই বুদ্ধিকে অপেক্ষা করিয়াই অবিদ্বান্ কর্ম্মে অধিকারী হইয়া থাকে, এই কারণেই অবিদ্বানের পক্ষেই কর্ম্ম সকল বিহিত হয়। "উভৌ তৌ ন বিজানীত" ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা এই প্রকার পুরুষ অবিদ্বান্ বলিয়াই প্রতিপাদিত হইয়াছে, এতাদৃশ কর্ত্তৃত্বাদি জ্ঞান যাহার নাই, তাহার পক্ষে "কথং স পুরুষ" ইত্যাদি বচন দ্বারা কর্ম্মের আক্ষেপ করাতে (বুঝা যায় যে, এই প্রকার জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্ম বিহিত নহে) সেই কারণে কর্ত্তৃত্বাভিমানী অজ্ঞ ব্যক্তি হইতে বিলক্ষণস্বভাব অবিক্রিয় আত্মার জ্ঞানবান্ বিদ্বান্ ও মুমুক্ষু ব্যক্তির সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসেই অধিকার আছে। এই নিমিত্তই ভগবান্ নারায়ণ "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্" এই বচ-নের দ্বারা বিদ্বান্ সাংখ্য ও অবিদ্বান্ কর্ম্মিগণের পক্ষে প্রকৃষ্টরূপে বিভাগ করিয়া দুই প্রকার নিষ্ঠা (জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠা) গ্রহণ করাইয়াছেন। সেই রূপ ভগবান্ ব্যাসও নিজ পুত্রকে বলিয়াছেন যে "(জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর পক্ষে) এই দুই প্রকার পথ" ইত্যাদি।

ভাষ্য।—তথা চ ক্রিয়াপথশ্চৈব পুরস্তাৎ পশ্চাৎ সন্ন্যাসশ্চেতি এতয়োর্বিভাগং পুনঃ পুনর্দর্শয়িষ্যতি ভগবান্ অতত্ত্ববি "দহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে তত্ত্ববিত্তু নাহংকরোমীতি"। তথাচ "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে" ইত্যাদি।

অনুবাদ।—বেদব্যাস ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, প্রথমে ক্রিয়াপথ পরে সংন্যাস, ইত্যাদি। ভগবান্ (বাসুদেবও) পুনঃ পুনঃ (এই গীতাশাস্ত্রে) এই প্রকার বিভাগ দেখাইবেন যে, অতত্ত্ববিৎ অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা আমি কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে, তত্ত্ববিৎ আমি কিছুই করি না (ইহাই বুঝিয়া থাকে) (তত্ত্ববিৎ) সর্ব্বকর্ম্ম সংন্যাসপূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠ হইয়া থাকে ইত্যাদি।

ভাষ্য।—তত্র কেচিৎ পণ্ডিতম্মন্যা বদন্তি "জন্মাদিষড়্ভাববিক্রিয়া-রহিতোঽবিক্রিয়োঽকর্ত্তৈকোঽহমাত্মা" ইতি ন কস্যচিৎ জ্ঞানমুৎপদ্যতে যস্মিন্ সতি সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস উপদিশ্যতে"। তন্ন "ন জায়তে" ইত্যাদিশাস্ত্রোপদেশানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। যথা চ শাস্ত্রোপদেশসামর্থ্যাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাস্তিত্ববিজ্ঞানং কর্ত্তুশ্চ দেহান্তরসম্বন্ধিজ্ঞানং চ উপপদ্যতে তথা শাস্ত্রাৎ তস্যৈবাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বাকর্ত্তৃত্বৈকত্বাদিবিজ্ঞানং কস্মান্নোৎপদ্যতে ইতি প্রষ্টব্যাস্তে। করণাগোচরত্বাদিতিচেন্ন "মনসৈবানুদ্রষ্টব্য" ইতি শ্রুতেঃ।

অনুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত বিভাগদ্বয়ের প্রসঙ্গে কোন কোন পাণ্ডিত্যাভিমানী বলিয়া থাকেন যে,"জন্ম প্রভৃতি ছয় প্রকার ভাববিকারশূন্য,নির্ব্বিকার,ও অকর্ত্তা আত্মা আমিই"এপ্রকার জ্ঞান কাহারও উৎপন্ন হয় না,যে জ্ঞান হইলে (আপনাদের মতে) সকল প্রকার কর্ম্মের সন্ন্যাস উপদিষ্ট হয় (সেই অকর্তৃত্ব জ্ঞান অসম্ভব)। (আমি বলি) এই মত যুক্তিসঙ্গত নহে (কারণ) (এপ্রকার জ্ঞান হওয়া অসম্ভব হইলে) ("আত্মার জন্ম হয় না, আত্মা অকর্ত্তা" ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত) নজায়তে ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্য অনর্থক হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম, পরলোক ও আত্মার দেহান্তর সম্বন্ধ প্রভৃতি (অলৌকিক বস্তু) যে প্রকার শাস্ত্রোপদেশবলেই জ্ঞাত হইয়া থাকে, সেইরূপ শাস্ত্রপ্রমাণবলেই আত্মার একত্ব অকর্তৃত্ব প্রভৃতির বিজ্ঞান কেন উৎপন্ন হইবে না, ইহা তাঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করা

উচিত। (যদি তাঁহারা বলেন, যেহেতু) "আত্মা ইন্দ্রিয়াদির অগোচর (এই কারণে, তাহার জ্ঞান হইতে পারে না)"। তাহাও হইতে পারে না, কারণ "আত্মাকে মনের দ্বারা দেখিতে হইবে" এই অর্থে প্রযুক্ত শ্রুতি রহিয়াছে (বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, আত্মজ্ঞান মনের দ্বারা হইতে পারে।)

ভাষ্য।—শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশশমদমাদিসংস্কৃতং মন আত্মদর্শনে করণং তথাচ তদধিগমায় অনুমানে আগমে সতি জ্ঞানং নোৎপদ্যত ইতি—সাহসমেতৎ। জ্ঞানঞ্চ উৎপদ্যমানং তদ্বিপরীতমজ্ঞানং অবশ্যং বাধত ইত্যভ্যুপগন্তব্যম্। তচ্চাজ্ঞানং দর্শিতং হন্তাহং হতোঽহমিত্যুভৌ তৌ ন বিজানীত ইতি অত্র চ হননক্রিয়ায়াঃ কর্তৃত্বং কর্ম্মত্বং হেতুকর্তৃত্বঞ্চ অজ্ঞানকৃতং দর্শিতম্।

অনুবাদ।—শাস্ত্র এবং আচার্য্যের উপদেশ, শম, দম প্রভৃতির দ্বারা সংস্কৃত মন, আত্মদর্শনের প্রতি করণ হয়। আরও, আত্মজ্ঞানের অনুকূল শাস্ত্র ও অনুমান বিদ্যমান থাকিতে (আত্মার) জ্ঞান হইতে পারে না (এই প্রকার বলা) সাহস (ব্যতিরেকে আর কি হইতে পারে ?) জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহার বিপরীত অজ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়া থাকে,ইহা অঙ্গীকার করিতেই হইবে। "আমি হন্তা, আমি হত (হইব)" (এই প্রকার অভিপ্রায়যুক্ত) তাহারা আত্মতত্ত্ব বুঝে না" (অর্থাৎ তাহারাই অজ্ঞানী) এই সকল বাক্যে, সেই অজ্ঞানের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই বাক্যে আত্মাতে হননক্রিয়ার কর্তৃত্ব কর্ম্মত্ব ও প্রযোজকত্ব (যে) অজ্ঞানকল্পিত (তাহাই) দর্শিত হইয়াছে।

ভাষ্য।—তচ্চ সর্ব্বক্রিয়াস্বপি সমানং কর্তৃত্বাদেরবিদ্যাকৃতত্বং অবিক্রিয়ত্বাদাত্মনঃ। বিক্রিয়াবান্ হি কর্ত্তা আত্মনঃ কর্ম্মভূতমন্যং প্রযোজয়তি কুর্বিতি। তদেতদবিশেষেণ বিদুষঃ সর্ব্বক্রিয়াসু কর্তৃত্বং হেতুকর্তৃত্বঞ্চ প্রতিষেধতি ভগবান্ বিদুষঃ কর্ম্মাধিকারাপাকরণার্থং "বেদাবিনাশিনং কথং স পুরুষ ইত্যাদিনা। ক্ব পুনর্বিদুষোঽধিকার ইতি এতদুক্তং পূর্ব্বমেব "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানামিতি" তথাচ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসং বক্ষ্যতি "সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্যে" ত্যাদিনা।

অনুবাদ।—তাহা (আত্মার অকর্তৃত্ব) সকল ক্রিয়াতেই একপ্রকার। আত্মার কর্তৃত্বাদি (কি কারণে) অবিদ্যাকল্পিত, (বলা যাইতেছে) তাহার

ইহাই উত্তর যে) কারণ আত্মা অবিক্রিয়। বিক্রিয়াযুক্ত কর্ত্তাই নিজের কর্ম্ম-কৃত কোন ব্যক্তিকে "তুমি (এইপ্রকার) কর" এই বলিয়া প্রবর্ত্তিত করে। বিদ্বানের কর্ম্মমাত্রেই অধিকার নাই ইহা বুঝাইবার জন্য, ভগবান্ অবিশেষে (সামান্যরূপে) "বেদা বিনাশিনং কথং স পুরুষঃ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিদ্বানের সকল ক্রিয়াতেই কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্মত্ব ও প্রয়োজকত্বের প্রতিষেধ করিয়াছেন। কোন্ বিষয়ে বিদ্বানের অধিকার আছে ?—(এই প্রকার প্রশ্নের উত্তর আমি) "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম্" ইত্যাদি বাক্য (উদ্ধৃত করিয়া) পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এবং ভগবান্ "সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্য" এই বাক্যের দ্বারা (বিদ্বানের) সর্ব্বকর্ম্ম সংন্যাসের উপদেশ করিবেন।

ভাষ্য।—নন্বু মনসেতি বচনাৎ ন বাচিকানাং কায়িকানাং চ সন্ন্যাস ইতি চেন্ন সর্ব্বকর্ম্মাণীতি বিশেষিতত্বাৎ। মানসানামেব সর্ব্বকর্ম্মণামিতি চেন্ন মনোব্যাপার পূর্ব্বকত্বাৎ বাক্কায় ব্যাপারাণাং মনোব্যাপারাভাবে তদনুপপত্তেঃ। শাস্ত্রীয়াণাং বাক্কায়কর্ম্মণাং কারণানি মানসানি কর্ম্মাণি বর্জ্জয়িত্বা অন্যানি সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যসেদিতি চেন্ন "নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্" ইতি বিশেষণাৎ। সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসোঽয়ং ভগবতোক্তঃ মরিষ্যতো ন জীবত ইতি চেন্ন "নবদ্বারে পুরে দেহী আস্তে" ইতি বিশেষণানুপপত্তেঃ।

অনুবাদ।—(সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্য এই বাক্যের মধ্যে) "মনসা" এই পদটী আছে বলিয়া (মানস কর্ম্মেরই সংন্যাস করিবে) কিন্তু কায়িক ও বাচিক-কর্ম্মের সংন্যাস করিবে না (এই প্রকারও ভগবানের তাৎপর্য্য বর্ণন করা যাইতে পারে), এই প্রকার শঙ্কা করা যাইতে পারে না; কারণ (ঐ বচনে) "সর্ব্বকর্ম্মাণি" এই পদটী বিশেষণরূপে উল্লিখিত থাকাতে (সকল প্রকার কর্ম্মেরই সন্ন্যাস করিবে ইহা বুঝা যাইতেছে)। (যদি বল) মানস সর্ব্বকর্ম্মের (সন্ন্যাসই ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য) তাহাও হইতে পারে না) কারণ যত প্রকার কায়িক বা বাচিক ব্যাপার আছে, সকলেরই পূর্ব্বে মনের ব্যাপার (অবশ্যই হইয়া থাকে) (সুতরাং) মনের ব্যাপার না থাকিলে কায়িক ও বাচিক ব্যাপার অনুপপন্ন হয়। শাস্ত্রবিহিত বাচিক ও কায়িক কর্ম্মের কারণ মানসব্যাপার

ব্যতিরেকে অপর সকল প্রকার মানসব্যাপারের সন্ন্যাস করিবে (ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য্য) এই প্রকার শঙ্কা করা যায় না। ("নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্" এই বিশেষণের দ্বারা) সামান্যরূপে সকল প্রকার কর্ম্মেরই সন্ন্যাস বিহিত হইয়াছে) যে ব্যক্তি মরিতেছে তাহারই পক্ষে এই সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস বিষয়ে ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন, যে বাঁচিয়া থাকিবে তাহার প্রতি নহে ইহাও বলা যাইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে "নবদ্বারে পুরে দেহী আস্তে" (নব প্রকার দ্বারযুক্ত দেহরূপ নগরের মধ্যে কোন কর্ম্ম না করিয়া কিম্বা কোন কর্ম্মের প্রযোজক না হইয়া আত্মা বিদ্যমান থাকেন) এই প্রকার বিশেষণ অনুপপন্ন হইয়া উঠে।

ভাষ্য।—নহি সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসেন মৃতস্য তদ্দেহে আসনং ভবতি অকুর্ব্বতোঽকারয়তশ্চ দেহে সংন্যস্যেতি সম্বন্ধো ন দেহে আস্তে ইতি চেন্ন সর্ব্বত্রাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বাবধারণাৎ। আসনক্রিয়ায়াশ্চ অধিকরণাপেক্ষত্বাৎ তদনপেক্ষত্বাৎ চ সন্ন্যাসস্য সংপূর্ব্বস্তু ন্যাসশব্দ ত্যাগার্থঃ ন নিক্ষেপার্থঃ তস্মাৎ গীতাশাস্ত্রে আত্মজ্ঞানবতঃ সন্ন্যাস এবাধিকারো ন কর্ম্মণি ইতি তত্র তত্র উপরিষ্টাদাত্মজ্ঞানপ্রকরণে দর্শয়িষ্যামঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ।—(কেন অনুপপন্ন হয় ?) মৃত ব্যক্তির সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস পূর্ব্বক দেহে অবস্থান (কখনই) সম্ভবপর নহে। (যদি বল ঐ শ্লোকের) "দেহের উপরই সকল প্রকার কর্ম্ম নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং কোন প্রকার কর্ম্ম না করিয়া এবং কোনপ্রকার কর্ম্মের প্রযোজক না হইয়া (আত্মা) বিদ্যমান থাকেন" এই প্রকারই অন্বয় (করিবে), "দেহে অবস্থান করেন" এই প্রকার অন্বয় (হইতে পারে) না; তাহাও হইতে পারে না (কারণ) সকল অবস্থাতেই আত্মার (নিত্যরূপে) অবিক্রিয়ভাব (শাস্ত্রে) অবধারিত আছে। অবস্থানরূপ ক্রিয়ারই অধিকরণাপেক্ষা আছে (অর্থাৎ "আস্তে" এই ক্রিয়ারই দেহে এই অধিকরণ-বোধক পদের সম্বন্ধ হওয়া উচিত) সন্ন্যাসের অধিকরণাপেক্ষা নাই; ("সংন্যস্য" এই ক্রিয়ার পরিত্যাগরূপ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে ইহা স্বীকার করিলেও দেহে এই অধিকরণবোধক পদের সহিত অন্বয় না হইলে কোন হানি

হয় না) (যদি বল নিক্ষেপ করিতে হইলে কোন না কোন এক স্থানেই নিক্ষেপ করিতে হয় এই জন্য সংন্যাস্য এই পদের অধিকরণাপেক্ষা আছে বলিয়াই দেহে এই অধিকরণবোধক পদের সহিত অন্বয় হওয়া উচিত, ইহার উপর বলা যাইতেছে যে) সং এই উপসর্গ যাহার পূর্ব্বে বিদ্যমান আছে, সেই ন্যাস শব্দের নিক্ষেপরূপ অর্থ হয় না, কিন্তু ত্যাগই অর্থ হয়। সেই জন্য (বলা যাইতেছে যে) গীতাশাস্ত্রে আত্মজ্ঞানবান্ পুরুষের সন্ন্যাসেই অধিকার আছে (ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে) কর্ম্মে অধিকার নাই এই বিষয়, পরে সেই, সেই আত্মজ্ঞানপ্রকরণে প্রদর্শন করাইন ॥ ২১ ॥

ভাষ্য।—প্রকৃতং তু বক্ষ্যামঃ তত্রাত্মনোঽবিনাশিত্বং প্রতিজ্ঞাতং তৎ কিমিবেত্যুচ্যতে। বাসাংসীতি।

অনুবাদ।—(এক্ষণে) প্রকৃতের অনুসরণ করিব। পূর্ব্বে আত্মার অবিনাশিত্ব প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, সেই অবিনাশিত্ব কি প্রকার? তাহাই (দৃষ্টান্তোপন্যাস করিয়া) বলা হইতেছে যে "বাসাংসীত্যাদি"

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

অন্বয়।—যথা নরঃ জীর্ণানি বাসাংসি (বস্ত্রাণি) বিহায় (পরিত্যজ্য) অপরাণি নবানি (বাসাংসি) গৃহ্ণাতি (পরিধত্তে); তথা দেহী (জীবঃ) জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় অন্যানি নবানি (শরীরাণি) সংযাতি (অঙ্গীকরোতি) ॥ ২২ ॥

মূলের অনুবাদ।—জীর্ণ বস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া মানব যে প্রকার অন্য নূতন বস্ত্র সকল পরিধান করে, জীর্ণ দেহসকল পরিত্যাগ করিয়া জীবও সেই প্রকার নূতন দেহসকল অঙ্গীকার করে ॥ ২২ ॥

ভাষ্য।—বাসাংসি বস্ত্রাণি জীর্ণানি দুর্ব্বলতাং গতানি যথা লোকে বিহায় পরিত্যজ্য নবানি অভিনবানি গৃহ্ণাতি উপাদত্তে নরঃ পুরুষোঽপরাণি অন্যানি তথা তদ্বদেব শরীরাণি বিহায় জীর্ণানি অন্যানি সংযাতি সংগচ্ছতি নবানি দেহী আত্মা পুরুষবদবিক্রিয় এবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

[ক্রমশঃ।]

পরমহংসদেবের উপদেশ।

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত।)

১। সাদা কাপড়ে যদি একটু কাল দাগ থাকে, তবে বড়ই বেশী দেখায়। পবিত্র লোকের হৃদয়ে অল্প দোষই বেশী দেখায়।

২। কাঁচা মাটীতে গড়ন হয়, পোড়া মাটীতে আর গড়ন চলে না। যাহার হৃদয় একেবারে বিষয়বুদ্ধিতে পুড়ে গেছে, তাতে আর পারমার্থিক ভাব ধরে না।

৩। সাপের মুখে বিষ আছে, সে যখন আপনি খায় তখন তার বিষ লাগে না, কিন্তু যখন অন্যকে খায় তখন বিষ লাগে। তেমনি ভগবানে মায়া আছে বটে, কিন্তু তাঁকে মুগ্ধ করতে পারে না, অন্যকে সেই মায়া মুগ্ধ করে।

৪। আগে সাদাসিদে জ্বর হ'ত, সামান্য পাঁচন ইত্যাদিতে সেরে যেত; এখন যেমন ম্যালেরিয়া জ্বর, তেমনি ডিঃ গুপ্ত ঔষধ। আগে লোকে যোগ যাগ তপস্যা করত; এখন কলির জীব, অন্নগত প্রাণ, দুর্ব্বল মন, এক হরিনামেই একাগ্র হলে তবে সব সংসার-ব্যাধি নাশ পায়।

৫। জ্ঞাতে অজ্ঞাতে বা ভ্রান্তে যে কোন ভাবেই হোক না কেন, তাঁর নাম কল্লেই ফল হবে—যেমন কেউ তেল মেখে নাইতে যায়, তারও যেমন স্নান হয়, আর যদি কাহাকেও জলে ঠেলে ফেলে দেওয়া যায়, তারও তেমনি স্নান হয়—আর কেউ ঘরে শুয়ে আছে, তার গায়ে জল ঢেলে দিলে তারও স্নানের কার্য্য হয়ে যায়।

৬। অমৃতকুণ্ডে যে কোন প্রকারে হ'ক একবার পড়তে পারলেই অমর হওয়া যায়, কেউ যদি স্তব স্তুতি ক'রে পড়ে সেও অমর হয়, আর কাহাকেও যদি কোন রকমে ঠেলে সেই অমৃতকুণ্ডে ফেলে দেওয়া যায়, সেও অমর হয়; তেমনি ভগবানের নাম যে প্রকারে হ'ক, লইলে তার ফল হইবেই হইবে।

বিলাতযাত্রীর পত্র।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত।] [৪৫৬ পৃষ্ঠার পর।

হুগলি নদী।

এতবড় পদ্মা ছেড়ে, গঙ্গার মাহাত্ম্য, হুগলি নামক ধারার কেন বর্তমান, তাহার কারণ অনেকে বলেন যে, ভাগীরথী-মুখই গঙ্গার প্রধান এবং আদি জলধারা। পরে গঙ্গা পদ্মা-মুখ করে বেরিয়ে গেছেন। ঐ প্রকার "টলিস নালা" নামক খাল ও আদি গঙ্গা হয়ে, গঙ্গার প্রাচীন স্রোত ছিল। কবিকঙ্কন পোতবণিক-নায়ককে ঐ পথেই সিংহল দ্বীপে নিয়ে গেছেন। পূর্ব্বে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বড় বড় জাহাজ অনায়াসে প্রবেশ করত। সপ্তগ্রাম নামক প্রাচীন বন্দর এই ত্রিবেণী ঘাটের কিঞ্চিদ্দূরেই সরস্বতীর উপর ছিল। অতি প্রাচীন কাল হ'তেই এই সপ্তগ্রাম বঙ্গদেশের বহির্ব্বাণিজ্যের প্রধান বন্দর। ক্রমে সরস্বতীর মুখ বন্ধ হতে লাগল। ১৫৩৭ খৃঃ ঐ মুখ এত বুজে এসেছে যে পর্ত্তুগিজেরা আপনাদের জাহাজ আসবার জন্যে কতকদূর নীচে গিয়ে গঙ্গার উপর স্থান নিল। উহাই পরে বিখ্যাত হুগলি-নগর। ১৬ শতাব্দির প্রারম্ভ হতেই স্বদেশী বিদেশী সদাগরেরা গঙ্গায় চড়া পড়বার ভয়ে ব্যাকুল; কিন্তু হলে কি হবে; মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি আজও বড় একটা কিছু করে উঠতে পারে না। মা গঙ্গা ক্রমশঃই বুজে আসছেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে এক ফরাসী পাদরী লিখছেন, সুতির কাছে ভাগীরথী-মুখ সে সময় বুজে গিয়েছিল। অন্ধকূপের হলওবল, মুর্শিদাবাদ যাবার রাস্তায় শান্তিপুরে জল ছিলনা ব'লে, ছোট নৌকা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন কোলব্রুক সাহেব লিখছেন যে, গ্রীষ্মকালে ভাগীরথী আর জেলেঙ্গি নদীতে নৌকা চলে না। ১৮২২ থেকে ১৮৮৪ পর্য্যন্ত গরমিকালে ভাগীরথীতে নৌকার সমাগম বন্ধ ছিল। ইহার মধ্যে ২৪ বৎসর দুই বা তিন ফিট জল ছিল। খৃষ্টাব্দের ১৭ শতাব্দিতে ওলন্দাজেরা হুগলির ১ মাইল নীচে চুঁচড়ায় বাণিজ্যস্থান করলে; ফরাসীরা আরও পরে এসে তার আরও নীচে চন্দননগর স্থাপন করলে। জর্ম্মান অষ্টেণ্ড কোম্পানি আর ৫ মাইল নীচে ১৭২৩ খৃঃ অব্দে অপর পারে

চন্দননগরের ৫ মাইল নীচে বাঁকীপুর নামক জায়গায় আড়ত খুললে। ১৬১৬ খৃঃ অব্দে দিনেমারেরা চন্দননগর হতে ৮ মাইল দূরে শ্রীরামপুরে আড়ত করলে। তারপর ইংরাজেরা কলকেতা বসালেন আরও নীচে। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত জায়গায়ই আর জাহাজ যেতে পারে না। কলকেতা এখনও খোলা, তবে "পরেই বা কি হয়" এই ভাবনা সকলের।

তবে শান্তিপুরের কাছাকাছি পর্য্যন্ত গঙ্গায় যে গরমিকালেও এত জল থাকে, তার এক বিচিত্র কারণ আছে। উপরের ধারা বন্ধপ্রায় হলেও রাশীকৃত জল মাটির মধ্য দিয়া চুইয়ে গঙ্গায় এসে পড়ে। গঙ্গার খাদ এখনও পাড়ের জমী হতে অনেক নীচু। যদি ঐ খাদ ক্রমে মাটী বসে উঁচু হয়ে ওঠে তা হলেই মুস্কিল। আর এক ভয়ের কিম্বদন্তি আছে; কল্‌কাতার কাছেও মা গঙ্গা ভূমিকম্প বা অন্য কারণে মধ্যে মধ্যে এমন শুকিয়ে গেছেন যে, মানুষে হেঁটে পার হয়েছে। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে নাকি ঐ রকম হয়েছিল। আর এক রিপোর্টে পাওয়া যায় যে, ১৭৩৪ খৃঃ অব্দের ৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার দুপুর বেলায় ভাঁটার সময় গঙ্গা একদম শুকিয়ে গেলেন। ঠিক বার বেলায় এইটে ঘটলে কি হতো তোমরাই বিচার কর—গঙ্গা বোধ হয় আর ফিরতেন না!

জেম্‌স্ ও মেরী চড়া।

এই ত গেল উপরের কথা। নীচে মহাভয়—জেম্‌স্ আর মেরী চড়া। পূর্ব্বে দামোদর নদ কল্‌কেতার ৩০ মাইল উপরে গঙ্গায় এসে পড়তো, এখন কালের বিচিত্র গতিতে তিনি ৩১ মাইলের উপর দক্ষিণে এসে হাজির। তার প্রায় ৬ মাইল নীচে রূপনারায়ণ জল ঢালছেন, মণিকাঞ্চনযোগে ওঁরা ত হুড়মুড়িয়ে আসুন, কিন্তু এ কাদা ধোয় কে? কাজেই রাশীকৃত বালি। সে স্তূপ কখনো এখানে, কখন ওখানে, কখন একটু শক্ত, কখন বা নরম হচ্ছেন। সে ভয়ের সীমা কি? দিন রাত তার মাপ জোখ্ হচ্ছে, একটু অন্যমনস্ক হলেই, দিন কতক মাপ জোখ ভুললেই, জাহাজের সর্ব্বনাশ। সে চড়ায় ছুঁতে না ছুঁতেই অমনি উল্টে ফেলা; না হয়, সোজা সুদ্ধই গ্রাস!! এমনও হয়েছে, মস্ত তিন মাস্তুল জাহাজ লাগবার আধ ঘণ্টা বাদেই খালি একটু মাস্তুলমাত্র

জেগে রইলেন। এ চড়া দামোদরের মুখ থেকে রূপনারায়ণেই বটেন। দামোদর এখন সাঁওতালি গাঁয়ে ভত রাজি নন, জাহাজ ষ্টীমার প্রভৃতি চাট্‌নি রকমে নিচ্চেন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে কল্‌কেতা থেকে কাউণ্টি অব্‌ ষ্টারলিং নামক এক জাহাজে ১৪৪৪ টন গম বোঝাই নিয়ে যাচ্ছিল। ঐ বিকট চড়ায় যেমন লাগা আর তার আট মিনিটের মধ্যেই "খোঁজ খবর নাহি পাই।" ১৮৭৪ সালে ২৪০০ টন বোঝাই একটী ষ্টীমারের ২ মিনিটের মধ্যে ঐ দশা হয়। ধন্য মা তোমার মুখ! আমরা যে ভালয় ভালয় পেরিয়ে এসেছি প্রণাম করি। তু—ভায়া বল্লেন, মশায়! পাঁটা মানা উচিত মাকে; আমিও "তথাস্তু, একদিন কেন ভায়া, প্রত্যহ।" পরদিন তু—ভায়া আবার জিজ্ঞাসা করলেন মশায় তার কি হল? সে দিন আর জবাব দিলুম না। তার পরদিন আবার জিজ্ঞাসা করতেই খাবার সময় তু ভায়াকে দেখিয়ে দিলুম, পাঁটা মানার দৌড়টা কতদূর চল্‌ছে। ভায়া কিছু বিস্মিত হয়ে বল্লেন, "ওতো আপনি খাচ্চেন।" তখন অনেক যত্ন করে বোঝাতে হলো যে, কোনও গঙ্গাহীন দেশে নাকি কল্‌কেতার এক ছেলে শ্বশুরবাড়ী যায়, সেথায় খাবার সময় চারিদিকে ঢাকঢোল হাজির; আর শাশুড়ির বেজায় জেদ, "আগে একটু দুধ খাও।" জামাই ঠাওরালে বুঝি দেশাচার; দুধের বাটীতে যেই চুমুকটী দেওয়া অমনি চারিদিকে ঢাকঢোল বেজে উঠা। তখন তার শাশুড়ি আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতা হয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বল্লে, "বাবা! তুমি আজ পুত্রের কায করলে, এই তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে, আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুরের অস্থি গুঁড়াকরা,—শ্বশুর গঙ্গা পেলেন।" অতএব হে ভাই! আমি কল্‌কেতার মানুষ এবং জাহাজে পাঁটার ছড়াছড়ি, ক্রমাগত মা গঙ্গায় পাঁটা চড়্‌ছে, তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হয়ো না। ভায়া যে গম্ভীরপ্রকৃতি, বক্তৃতাটা কোথায় দাঁড়াল বোঝা গেল না।

জাহাজের ক্রমোন্নতি—ইহার 'উর্দ্ধমূলম্‌' ও 'অধঃশাখা প্রশাখা'।

এ জাহাজ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। যে সমুদ্র ডাঙ্গা থেকে চাইলে ভয় হয়, যার মাঝখানে আকাশটা নুয়ে এসে মিলে গেছে বোধ হয়, যার গর্ভ হতে সূর্য্য

মামা ধীরে ধীরে উঠেন আবার ডুবে যান, যার একটু ভ্রূভঙ্গে প্রাণ থরহরি, তিনি হয়ে দাঁড়ালেন রাজপথ, সকলের চেয়ে সস্তা পথ। এ জাহাজ করলে কে? কেউ করেনি। অর্থাৎ, মানুষের প্রধান সহায়স্বরূপ যে সকল কল কব্‌জা আছে, যা নইলে একদণ্ড চলেনা, যার ওলট পালটে আর সব কল কারখানার সৃষ্টি, তাদের ন্যায়; সকলে মিলে করেছে। যেমন চাকা; চাকা নইলে কি কোন কায চলে? হ্যাকচ হোঁকচ গরুর গাড়ী থেকে জয় জগ-ন্নাথের রথ পর্য্যন্ত, সূতো-কাটা চর্কা থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানার কল পর্য্যন্ত কিছু চলে? এ চাকা প্রথম করলে কে? কেউ করেনি; অর্থাৎ সকলে মিলে করেছে। প্রাথমিক মানুষ কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটছে, বড় বড় গুঁড়ি ঢালু জায়গায় গড়িয়ে আন্‌ছে, ক্রমে তাকে কেটে নিরেট চাকা তৈরি হলো, ক্রমে অরা নাভি ইত্যাদি ইত্যাদি—আমাদের চাকা। কত লাখ বৎসর লেগেছিল কে জানে? তবে, ঐ ভারতবর্ষে যা হয়, তা থেকে যায়। তার যত উন্নতি হ'ক না কেন, যত পরিবর্ত্তন হ'ক না কেন, নীচের ধাপ গুলিতে ওঠ্‌বার লোক কোথা না কোথা থেকে এসে জোটে, আর সব ধাপগুলি রয়ে যায়। একটা বাঁশের গায়ে একটা তার বেঁধে বাজনা হলো; তার ক্রমে একটা বালাঞ্চির ছড়ি দিয়ে প্রথম বেহালা হলো, ক্রমে কত রূপ বদল হলো, কত তার হলো, তাঁত হলো, ছড়ির নাম রূপ বদলাল, এস্‌রাজ সারঙ্গি হলেন। কিন্তু এখনও কি গাড়োয়ান মিঞারা ঘোড়ার গাছকতক বালাকি নিয়ে একটা ভাঁড়ের মধ্যে বাঁশের চোঙা বসিয়ে ক্যাঁকো করে "মজনুঁর বাহারের" জাল বুনবার বৃত্তান্ত জাহির করে না? মধ্যপ্রদেশে দেখগে এখনও নিরেট চাকা গড়্‌গড়িয়ে যাচ্ছে। তবে সেটা নিরেট বুদ্ধির পরিচয় বটে, বিশেষ এ রবর-টায়ারের দিনে।

অনেক পুরাকালের মানুষ, অর্থাৎ সত্যযুগের যখন আপামর সাধারণ এমনি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন যে, পাছে ভেতরে একখান ও বাহিরে আর একখান হয় ব'লে কাপড় পর্য্যন্ত পরতেন না; পাছে স্বার্থপরতা আসে ব'লে বিবাহ করতেন না; এবং ভেদবুদ্ধিরহিত হয়ে কোঁৎকা লোড়া নুড়ির সহায়ে

সর্ব্বদাই 'পরব্রহ্মণি লোষ্ট্রবৎ' বোধ করতেন; তখন জলে বিচরণ করবার জন্য ওঁরা গাছের মাঝখানটা পুড়িয়ে ফেলে অথবা ছচার খানা গুঁড়ি একত্রে বেঁধে শালতি ভেলা ইত্যাদির সৃষ্টি করেন। উড়িষ্যা হতে কলম্বো পর্য্যন্ত কট্টু-মারণ দেখেছ ত? ভেলা কেমন সমুদ্রেও দূর দূর পর্য্যন্ত চলে যায় দেখেছ ত? উনিই হলেন—"ঊর্দ্ধমূলম্।"

আর, বাঙ্গাল মাঝির নৌকা যাতে চ'ড়ে দরিয়ার পাঁচ পীরকে ডাক্তে হয়। চাটগেঁয়ে মাঝি অধিষ্ঠিত বজরা যা একটু হাওয়া উঠ্লেই হালে পানি পায় না এবং যাত্রীদের আপন আপন দ্যাব্‌তার নাম নিতে বলে। ঐ যে ভড় যার গায়ে নানা চিত্র বিচিত্র আঁকা পেতলের চোক দেওয়া, দাঁড়ীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড় টানে। ঐ যে শ্রীমন্ত সদাগরের নৌকা (কবি-কঙ্কনের মতে শ্রীযুত দাঁড়ের জোরেই বঙ্গোপসাগর পার হয়েছিলেন এবং গলদা চিঙড়ির গোঁপের মধ্যে পড়ে, কিস্তি বান্‌চাল হয়ে, ডুবে যাবার যোগাড় হয়েছিলেন; তথাহি কড়ি দেখে পুঁটিমাছ ঠাউরে ছিলেন ইত্যাদি) ওরফে গঙ্গাসাগরে ডিঙ্গি—উপরে সুন্দর ছাওয়া নীচে বাঁশের পাটাতন, ভিতরে সারি সারি গঙ্গাজলের জালা ("মেড়ুয়া গঙ্গাসাগর" খুড়ি, তোমরা গঙ্গাসাগর যাও আর কন্‌কনে উত্তরে হাওয়ার গুঁতোয় "ডাব নারকেল চিনির পানা" খাও না)। ঐ যে পান্‌সি নৌকা, বাবুদের আপিস নিয়ে যায় আর বাড়ী আনে, বালির মাঝি যার নায়ক, বড় মজবুত, ভারি ওস্তাদ, কোন্নগরে মেঘ দেখেছে কি কিস্তি সামলাচ্ছে; এক্ষণে যা জওয়ানপুরিয়া জওয়ানের দখলে চলে যাচ্ছে, যাদের বুলি—আইলা গাইলা বানে বানি, যাদের ওপর তোমাদের মহন্ত মহারাজের "বগাসুর" ধরে আন্‌তে হুকুম হয়েছিল, যারা ভেবেই আকুল "এ স্বামি-নাথ এ বগাসুর কাঁহা মিলেব? ইত হাম জানব না"। ঐ যে গাধাবোট, যিনি সোজাসুজি যেতে জানেনই না। ঐ যে হুড়ি, এক থেকে তিন মাস্তুল, লঙ্কা মালদ্বীপ বা আরব থেকে নারকেল, খেজুর, শুঁটকি মাছ ইত্যাদি বোঝাই হয়ে আসে। আর কত বল্‌ব; ওঁরা সব হলেন "অধঃশাখা প্রশাখা।"

পালজাহাজ ও যুদ্ধজাহাজ।

পালভরে জাহাজ চালান একটা আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া। হাওয়া যেদিকে যাউক

না কেন, জাহাজ আপনার গম্যস্থানে পৌঁছিবে। তবে হাওয়া বিপক্ষ হ'লে একটু দেরি। পালওয়ালা জাহাজ কেমন দেখতে সুন্দর, দূরে বোধ হয়, যেন বহুপক্ষবিশিষ্ট পক্ষিরাজ আকাশ থেকে নাম্‌ছেন। পালের জাহাজ কিন্তু সোজা চল্‌তে বড় পারেন না; হাওয়া একটু বিপক্ষ হলেই এঁকে বেঁকে চল্‌তে হয়; হাওয়া একেবারে বন্ধ হলেই পাখা গুটিয়ে বসে থাক্‌তে হয়। মহাবিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে এখনও মাঝে মাঝে এ রকম হয়। এখন পাল-জাহাজেও কাঠ কাঠরা কম, তিনিও লৌহনির্ম্মিত। পাল-জাহাজের কাপ্তানি করা বা মাল্লাগিরি করা, ষ্টীমার অপেক্ষা অনেক শক্ত; পাল-জাহাজে অভিজ্ঞতা না থাক্‌লে, ভাল কাপ্তান কখনও হয় না। প্রতিপদে হাওয়া চেনা, অনেক দূর থেকে সঙ্কট জায়গার জন্য হুঁসিয়ার হওয়া, ষ্টীমার অপেক্ষা এ দুটী জিনিষ পাল-জাহাজে অত্যাবশ্যক। ষ্টীমার অনেকটা হাতের মধ্যে, কল মুহূর্ত্তমধ্যে বন্ধ করা যায়। সাম্‌নে পেছনে আশে পাশে যেমন ইচ্ছা অল্প সময়ের মধ্যে ফিরান যায়। পাল-জাহাজ হাওয়ার হাতে। পাল খুল্‌তে বন্ধ করতে হাল ফেরাতে, হয়ত জাহাজ চড়ায় লেগে যেতে পারে, ডুবো পাহাড়ের উপর চড়ে যেতে পারে, অথবা অন্য জাহাজের সহিত ধাক্কা লাগ্‌তে পারে। এখন আর যাত্রী বড় পালজাহাজে যায় না, কুলী ছাড়া। পালজাহাজ প্রায় মাল নিয়ে যায়, তাও নুন প্রভৃতি খেলো মাল; আর ছোট ছোট পাল-জাহাজ, যেমন হুড়ি প্রভৃতি, কিনারায় বাণিজ্য করে। সুয়েজ-খালের মধ্য দিয়া টান্‌বার জন্য ষ্টীমার ভাড়া করে হাজার হাজার টাকা টেক্স দিয়ে পাল-জাহাজের পোষায় না। পালজাহাজ আফ্রিকা ঘুরে ছ মাসে ইংলণ্ডে যায়। পাল জাহাজের এই সকল বাধার জন্য তখনকার জলযুদ্ধ সঙ্কটের ছিল। একটু হাওয়ার এদিক ওদিকে, একটু সমুদ্র-স্রোতের এদিক ওদিকে হার জিত হয়ে যেত। আবার সে সকল জাহাজ কাঠের ছিল। যুদ্ধের সময় ক্রমাগত আগুন লাগ্‌ত। আর সে আগুন নিবুতে হত। সে জাহাজের গঠনও আর এক রকমের ছিল। একদিক ছিল চেপ্টা, আর একদিক উঁচু, পাঁচতলা ছতলা। যেদিকটা চেপ্টা তারই উপর-তলায় একটা

কাঠের বারান্দা বার করা থাক্‌ত। তারি সামনে কমাণ্ডারের ঘর বৈঠক। আশে পাশে আফিসারদের। তার পর একটা মস্ত ছাত—উপর খোলা। ছাতের ওপাশে আবার দু চারটা ঘর। নীচের তলায়ও ঐ রকম ঢাকা দালান তার নীচেও দালান; তার নীচে দালান এবং মাল্লাদের শোবার স্থান, খাবার স্থান ইত্যাদি। প্রত্যেক তলার দালানের দুপাশে তোপ বসান, সারি সারি দেলের গায়ে কাটা, তার মধ্য দিয়ে তোপের মুখ—দু পাশে রাশীকৃত গোলা (আর যুদ্ধের সময় বারুদের থলে)। তখনকার যুদ্ধ-জাহাজের প্রত্যেক তলাই বড় নীচু ছিল; মাথা হেঁট করে চল্‌তে হত। তখন নৌ-যোদ্ধা যোগাড় কর্‌তেও অনেক কষ্ট পেতে হত। সরকারের হুকুম ছিল যে, যেখান থেকে পার, ধরে, বেঁধে, ভুলিয়ে, লোক নিয়ে যায়। মায়ের কাছ থেকে ছেলে, স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামী, জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যেত। একবার জাহাজে তুল্‌তে পার্‌লে হয়, তার পর বেচারা কখন হয় ত জাহাজে চড়েনি, একেবারে হুকুম হল, মাস্তলে ওঠ্‌। ভয় পেয়ে হুকুম না শুন্‌লেই, চাবুক। কতক মরেও যেত। আইন কর্‌লেন আমীরেরা, দেশ দেশান্তরের বাণিজ্য লুটপাট; রাজত্ব ভোগ কর্‌বেন তাঁরা, আর গরীবদের খালি রক্তপাত, শরীরপাত, যা চিরকাল এ পৃথিবীতে হয়ে আস্‌ছে!! এখন ওসব আইন নেই, এখন আর "প্রেস গ্যাঙের" নামে চাষা ভুষোর হৃৎকম্প হয় না। এখন খুসির সওদা; তবে অনেক গুলি চোর, ছ্যাঁচড়, ছোঁড়াকে জেলে না দিয়ে, এই যুদ্ধ-জাহাজে নাবিকের কর্ম্ম শেখান হয়।

বাষ্পবল এ সমস্তই ব'দলে ফেলেছে। এখন 'পাল' জাহাজে প্রায় অনাবশ্যক বাহার। হাওয়ার সহায়তার উপর নির্ভর বড়ই অল্প। ঝড় ঝাপটার ভয়ও অনেক কম। কেবল জাহাজ না পাহাড় পর্ব্বতে ধাক্কা খায় এই বাঁচাতে হব। যুদ্ধজাহাজ ত একেবারে পূর্ব্বের অবস্থার সঙ্গে বেল্‌কুল পৃথক্‌। দেখে ত জাহাজ ব'লে মনেই হয় না। এক একটী, ছোট বড় ভাসন্ত লোহার কেল্লা। তোপও সংখ্যায় অনেক কমে গেছে। তবে এখনকার কলের তোপের কাছে সে প্রাচীন তোপ ছেলে খেলা বই ত নয়। আর এ যুদ্ধ-জাহাজের বেগই বা কি? সব চেয়ে ছোটগুলি "টরপিডো" ছুড়িবার জন্য, তার চেয়ে একটু বড়গুলি শত্রুর বাণিজ্যপোত দখল কর্‌তে, আর বড় বড় গুলি হচ্ছেন বিরাট যুদ্ধের আয়োজন। [ক্রমশঃ।]

আচার্য্য শঙ্কর ও মায়াবাদ।

পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।] [২৭০ পৃষ্ঠার পর।

বৌদ্ধধর্ম্মবিস্তারের অবশ্যম্ভাবী ফল—'অধিকার'-বিপ্লব। জ্ঞানের বিমল আলোকে মনের অন্ধকার দূর হইলে দুঃখের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তিতে লোকে ভয় পায় না ইহা সত্য; কিন্তু জগতের সকল মনুষ্যই যে জ্ঞানলাভে অধিকারী হইবে তাহা সম্ভবপর নহে, অথচ অধিকারী না হইয়া জ্ঞানের আলোচনা করিতে গেলে যে অনধিকার-চর্চ্চা-নিবন্ধন বহুতর অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হয়। যে ধর্ম্মে অধিকারীর বৈলক্ষণ্যে অনুষ্ঠানের বৈলক্ষণ্য নাই ও সাত্বিক রাজসিক ও তামস-প্রকৃতি অধিকারীর পক্ষে এক ভিন্ন দুইটী পথ হইবার সম্ভাবনা নাই, সে ধর্ম্ম ভারতের সকল সম্প্রদায়কে এক করিয়া এক অপার্থিব শান্তিময় সুমহান্‌ লক্ষ্যের দিকে কখনই পরিচালিত করিতে পারে না। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের লীলাভূমি, সাম্প্রদায়িকতার বিলাসনিকেতন এই ভারতে অধিকারি-ব্যবস্থাহীন কোন ধর্ম্মই বদ্ধমূল হইতে পারে না। এই অধিকার-শৃঙ্খলার অভাবেই বৌদ্ধধর্ম্মের সুবিশাল সাম্রাজ্য ভারত হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়াছিল। অধিকারি-ব্যবস্থারূপ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্ম্ম, আবার নবজীবন লাভ করিতেছিল; এই ভারতীয় সমাজের ধর্ম্মনৈতিক বিশেষ ভাবটী আচার্য্য শঙ্করের হৃদয়ে সর্ব্বাগ্রে প্রকাশিত হয়। হিন্দুজাতির সৌভাগ্যবলে, বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের সন্ধিক্ষেত্রে আচার্য্য শঙ্করের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী অথচ সর্ব্বহিতকারী মহাপুরুষ এই বিশাল সত্যটী হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বীয় অমানুষী-প্রতিভার সাহায্যে চিরদিনের জন্য পুনর্বিকাশোন্মুখ হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা করিবার জন্য যে নূতন দার্শনিক মত প্রচার করিয়াছেন, মায়াবাদ সেই দর্শনের একমাত্র সার। মায়াবাদের অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে পারিলে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি, হিন্দুধর্ম্মের অবিনশ্বরত্ব এবং হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বব্যাপী বিরাট ভাব বুঝিতে পারা যায়। মায়াবাদ এবং বর্ত্তমান

[illegible] এই উভয়ে সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ, এত প্রয়োজনীয় এবং এতই বিশেষ রূপে আলোচনীয় যে, মায়াবাদ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া পরিচয় দিবার স্থান এই স্বল্পাবয়ব উদ্বোধনে পর্য্যাপ্তরূপে হইবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি যথা সাধ্য অল্পের মধ্যে যতদূর সম্ভব তাহাই প্রদর্শন করিতে প্রযত্ন করা যাইতেছে।

সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না ; নামহীন রূপহীন সত্তাহীন অসীম শূন্যই, এই নাম ও রূপে বিভক্ত বৈচিত্র্যময় প্রপঞ্চের পূর্ব্বে ছিল। এজগতে প্রলয়ের পরে আবার সেই, না আলোক, না অন্ধকার, এক অচিন্ত্য অভাবময় শূন্যই অনন্ত-কালের জন্য থাকিবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে বা পরে, জড় বা চৈতন্য, প্রকাশ বা অন্ধকার, কিছুই ছিল না ও থাকিবে না। এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র প্রপঞ্চ ঐন্দ্রজালিকের কুহকের ন্যায় তুচ্ছ। ইহার আদি ও অন্ত যখন শূন্য, তখন শূন্যের অন্তরে প্রবিষ্ট এই ক্ষণ-বিকাশি জগৎ, ধরিতে গেলে, কিছুই নহে ; ইহা ভেল্কী, ইহা ছায়া-বাজি। ইহা কল্পনা-কাননের প্রতিভাস-ময় প্রসূন ছাড়া আর কিছুই নহে। এই প্রকার অচিন্ত্য অভাবনীয় দার্শনিক সিদ্ধান্তই বৌদ্ধধর্ম্মের মূলভিত্তি। এই সর্ব্বশূন্যময় মহাভিত্তির উপরে স্থাপিত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া সংসারের তাপত্রয় হরণ করিবার জন্য যে সকল মনীষিগণ প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রযত্ন কতদূর সফল হইয়াছিল, সে বিষয়ে সমালোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। তবে নিঃসঙ্কোচে একথা অনায়াসেই বলিতে পারা যায় যে, তাঁহারা আত্মার দুঃখ মিটাইবার জন্য অগ্রসর হইয়া যে সম্পূর্ণ রূপে আত্মবিনাশ করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। দুঃখময় জগৎ হইতে উদ্ধার পাইতে গিয়া তাঁহারা যে আজন্মসঞ্চিত অপরিহরণীয় সুখের বাসনার মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন, তাহাও স্থির। দুঃখের আকস্মিক তীব্র আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া, পূর্ব্ব পশ্চাৎ ভুলিয়া, আত্মহত্যা করিতে যাঁহারা অগ্রসর হইতে পারে, তাহাদের প্রযত্ন যেদিন সকল মনুষ্যের নিকট সমাদরণীয় হইবে, সেই দিন বৌদ্ধধর্ম্মের এই সর্ব্বশূন্যময় নির্ব্বাণ সকলের অভিলষিত হইতে পারে ; সুখ-দুঃখের তরঙ্গে ডুবিতে ডুবিতে সংসার-সমুদ্রের সুদূর পারে শান্তিময় অনন্ত আলোকের দিকে লক্ষ্য করিয়া যে মনুষ্যজাতি আবহমান কাল হইতে সন্তরণ দিয়া আসিতেছে, তাহাদের

নিকট বুদ্ধদেবের এই নির্ব্বাণ কোন দিনই আদরের ধন হইতে পারে না, তাহা স্থির।

বৌদ্ধদর্শনের এই বিভীষিকাময় গভীর শূন্যভাবের তীব্র সমালোচনা শক্তিকে বিনষ্ট করিবার জন্য ভারতে আর একটী নূতন অথচ পুরাতনাভি-মানী সম্প্রদায় আচার্য্য শঙ্করের জন্মের বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধদর্শনের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছিল। আমরা এই সম্প্রদায়কে কর্ম্মবাদী বলিয়া থাকি। এই সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণও প্রকৃতপক্ষে ভারতের ধর্ম্ম-বিপ্লব মিটাইয়া সমাজের চির বিনষ্ট শান্তির রাজ্য পুনঃ স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। মহর্ষি জৈমিনি-প্রণীত মীমাংসাসূত্রকে অবলম্বন করিয়া শবরস্বামী ও কুমারিল ভট্ট যে কর্ম্মবাদ প্রচার করেন, তাহার তীব্রযুক্তি—সূর্য্যের প্রখর রশ্মি সহিতে না পারিয়া, ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের মধ্যদেশ পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতগহ্বরে ও ভারতের বাহিরে গিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্ম্মবাদের কঠোর কর্ত্তব্যপালনের তীব্র আলোক ভারতের আজন্ম সঞ্চিত শান্তির পিপাসা মিটাইতে পারিয়াছিল, ইহা কেহই স্বীকার করেন না।

বৌদ্ধদর্শনের সর্ব্বশূন্য-বাদের খণ্ডনকারী কর্ম্মমীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন এই সংসারের প্রত্যেক বস্তুই সৎ। সুখ ও দুঃখ দুইটাই সৎ ; কোনটাই আকাশ-প্রসূন নহে। সৎকর্ম্মের ফল সুখ ; অসৎ কর্ম্মের ফল দুঃখ। বেদে যাহা করিতে বলিয়াছে, তাহার অনুষ্ঠান কর ; সেই কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল শুভাদৃষ্ট যতই বাড়িবে, সুখও সেই পরিমাণে বাড়িবে। বেদে যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছে, তাহা করিও না ; করিলে দুরদৃষ্ট হইবে। দুরদৃষ্টের ফল—দুঃখ, নরক, জ্বালা, যন্ত্রণা। দুরদৃষ্ট ক্ষয় করিয়া শুভাদৃষ্টের অর্জ্জন কর—দুঃখ চিরদিনের জন্য মিটিবে। শুভাদৃষ্টের প্রসাদে চিরদিন সুখভোগ করিবে। মানুষ নিজকর্ম্মের ফলেই সুখ দুঃখ ভোগ করে ; ঈশ্বর বা দেবতার অস্তিত্ব নাই। যাগ, হোম, দান প্রভৃতি বিহিতকর্ম্ম কর ; অদৃষ্ট সঞ্চিত হইবে ; তাহারই বলে সুখভোগ করিবে। কাজ কি তোমার দেবতা লইয়া ? এই পরিদৃশ্যমান বিশাল অনাদি ও অনন্ত

প্রপঞ্চ—কর্ম্মেরই ফল; অদৃষ্টই ইহার নিয়ামক, ঈশ্বর ইহার নিয়ন্তা নহেন; দেবতা বা ঈশ্বর কল্পিত মাত্র। কর্ম্মই দেবতা; সুখলাভ করিতে চাও, সৎকর্ম্ম কর। অজস্র অর্থব্যয় কর, বহু বর্ষ ব্যাপিয়া তীব্র তপস্যা কর, পুরোহিত-মণ্ডলীর ভাণ্ডার ভরিয়া স্বর্ণমণিমুক্তা বর্ষণ কর — তুমি দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, অনন্তকালের অভিলাষণীয় বিচিত্র স্বর্গসুখভোগ করিবে। আবার অদৃষ্ট ক্ষয় হইবে, আবার ভূমণ্ডলে আসিবে। এই প্রকার সৎকর্ম্ম করিবে, আবার স্বর্গে যাইবে; এই হইল সৃষ্টির নিয়ম। এই নিয়মের কোন সচেতন নিয়ন্তা নাই। জড় কর্ম্মই এই জীবজগতের নেতৃত্ব করিতেছে। অতএব ঈশ্বর ভাবিবার প্রয়োজন নাই, দেবতাপূজার কোন আবশ্যকতা নাই; আবশ্যক কেবল কর্ম্ম, দান, হোম, যাগ, চান্দ্রায়ণ প্রাজাপত্য পরাক প্রভৃতি তীব্রতপস্যা। সৃষ্টির আদি নাই, সুতরাং বেদেরও আদি নাই; বেদ কেহও নির্ম্মাণ করে নাই, বেদ স্বয়ং প্রকাশ। সুতরাং বেদে অবিশ্বাস হইতে পারেনা। মনুষ্যের প্রণীত শাস্ত্র ভ্রম প্রমাদাদি দোষ বশতঃ অপ্রমাণ হইতে পারে। বেদ মনুষ্যের প্রণীত নহে, সুতরাং বেদের অপ্রামাণ্যের সম্ভাবনা কি? বেদ যখন কর্ম্মই করিতে বলিতেছে তখন কর্ম্ম ছাড়া মানুষের আর কিছুই কর্ত্তব্য নহে।

কর্ম্মমীমাংসকগণের এই কর্ম্মবাদ শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিল, সে পরিমাণে ভারতের বিশৃঙ্খল সমাজের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

কর্ম্মবাদের অত্যধিক প্রসারে অজ্ঞ পুরোহিতসম্প্রদায়ের ঐকান্তিক নিষ্ঠুরতায় জ্বালাতন হইয়াই ভারতীয় সমাজ একবার হিন্দুধর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, একথা পূর্ব্বে আভাসে বলা গিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের কর্ম্মহীন সর্ব্বশূন্যবাদের আশ্রয়েও শান্তি লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া আবার ভারতীয় সমাজ পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখিতেছিল।

[ক্রমশঃ।]

ঝালোয়ার দুহিতা।

কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ।] [৪৭২ পৃষ্ঠার পর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বীরেন্দ্র সিংহের নিকট বিদায় লইয়া পিত্রালয় বাটী হইতে কিশোরী বাহির হইলেন। বাহিরে রাজদূত শিবিকা লইয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু কিশোরী শিবিকারোহণ না করিয়া অন্যমনে লক্ষ্যহীন চলিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখভাব দেখিয়া রাজদূতেরা সহসা কোন কথা বলিতে পারিল না। শিবিকা সঙ্গে লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। দূতদিগের প্রতি রাজাদেশ ছিল যে, ঝালোয়ার, মন্দার বা অপর যে কোন স্থানে কিশোরী যাইবে, তথায় লইয়া যাইবে। আজ্ঞা অপেক্ষায় পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। কিশোরী জীবনশূন্য, প্রাণশূন্য, সংসারশূন্যা, লক্ষ্যশূন্যা চলিতে লাগিলেন। দিগ্বিদিক জ্ঞান নাই, কখন দ্রুতপদে, কখন ধীরপদে, কখন স্থিরভাবে দণ্ডায়মানা, দূরে রাজদূত রাজাজ্ঞায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছে। কিশোরী ক্রমে নগর হইতে পল্লীতে, পল্লী হইতে প্রান্তরে, ক্রমে বনাভিমুখে চলিলেন। নিশ্চ-মনোভাব নিবে অবগত মন, জাগ্রত নিদ্রায় চলিতেছেন। সহসা স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন। আপনার অবস্থার ছবি স্মৃতিতে উদয় হইয়া তাঁহাকে চঞ্চল করিতে লাগিল। কি করিতেছেন, কোথায় যাইবেন, পরিণাম কি? এই সকল চিন্তা পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু কোনও মীমাংসা হইল না, একবার ভাবিলেন, রাণা কুম্ভের নিকট যান,—অভিমান মানা করিল। পিত্রালয়—লোকনিন্দা, তথায় প্রতিরোধ। আবার বীরেন্দ্র সিংহের মনোহর মূর্ত্তি তাঁহার চিত্তপটে অঙ্কিত দেখিলেন। পথ-শ্রান্তে পদ আর চলে না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া পথক্লান্তা রাজরাণী ভূমিতলে উপবেশন করিলেন। দেখিলেন, তথায় একটী ঝরণা বহিয়া যাইতেছে। নির্ম্মল জল ঝুর ঝুর করিয়া ঝরিতেছে। মনে হইল, ঐ নির্ম্মল সলিলের ন্যায়

তাঁহার অন্তরও নির্ম্মল ছিল। ভাবিতে লাগিলেন, ধারা বহিতেছে—প্রশস্ত হইবে, কর্দ্দমিত—তরঙ্গিত হইবে,—সাগরে লয় পাইবে; চিন্তাতরঙ্গ অপ্রতিহত প্রভাবে বহিতে লাগিল। এতক্ষণ রাজদূতেরা কথা কহিতে সাহস করে নাই। সূর্য্যদেব পশ্চিমগগনে হেলিয়া পড়িয়াছেন—সন্ধ্যা সমাগত। দূতের অধ্যক্ষ ভরসা করিয়া নিকটে যাইল। জানু পাতিয়া করজোড়ে নিবেদন করিল, "মহারাণি! দাসের প্রতি কি আজ্ঞা?" স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" দূত কহিল, "মহারাজের আজ্ঞায় আপনার রক্ষক। কোথায় যাইবেন আদেশ করুন, শিবিকা প্রস্তুত রহিয়াছে। কিম্বা যদি আজ্ঞা হয়, এইখানেই শিবির প্রস্তুত করি, রজনী আগত প্রায়।" কিশোরী শুনিতে শুনিতে অন্যমনা হইলেন। দূতও নিস্তব্ধ হইল।

পূর্ণিমার রাত্রি, চন্দ্রোদয় হইয়াছে। তরুশির, দূর উচ্চ গৃহচূড়া রজত-মুকুটে শোভিত হইল। এমন সময়ে দূর হইতে নাচিতে নাচিতে, গাহিতে গাহিতে একটী কৃষ্ণকায় পুরুষ উপস্থিত। কেশপ্রান্তে চূড়া বাঁধিয়াছে। চূড়া ফুলের মালায় বেষ্টিত। অঙ্গে নানাবর্ণে চিত্রিত শিথিত বসন। হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্রে নিরস্ত্রাণ আচ্ছাদিত। তৃণ নির্ম্মিত পাদুকা, হঠাৎ দেখিলে যেন বল্কলনির্ম্মিত পাদুকা বলিয়া বোধ হয়। নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে যুবা পুরুষ উপস্থিত হইল। রাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মা, তুই হেতায় কেন? তোর বেটার বাড়ীতে আয়।" কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" যুবা কহিল, "তোর বেটা, চিনিস না? আয়।" বলিবামাত্র কিশোরী উঠিলেন ও আগন্তুকের পশ্চাৎ চলিলেন। রাজদূতেরা পশ্চাৎ যাইতেছিল, আগন্তুক নিবারণ করিল, বলিল "মীনা কোথায় থাকে, কোথায় যায়, এ কেউ দেখে না। যদি কেহ দেখিতে যায়, তাহা হইলে মীনার তীরে প্রাণ খোয়ায়। তোরা ফিরে যা, রাজাকে বল্‌বি যে, একজন তার মীনা বিটা আসিয়া তার রাণীমাকে সাথে নিয়ে গেছে। রাজা কিছু বল্‌বে না।" এই কথায় রাজদূতেরা ফিরিল। ধনুর্দ্ধারী মীনা আগে আগে চলিল, কিশোরী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন, বনের ভিতর রাজপথের

ন্যায় সুন্দর পথ, লতায় লতায় আচ্ছাদিত, সুবাসিত তৈলের বাতি জ্বলিতেছে, কিশোরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইতেছি?" মীনা উত্তর করিল, "কেন? তোর বাড়ী।" কিশোরী বলিলেন, "আমার বাড়ী কোথায়?" মীনা কহিল, "আর দুইটা বাঁক ফিরিলেই দেখিবি।"

কিশোরী মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় সঙ্গে চলিল। কিছু পরে অনুভব হইল, পথ ভূগর্ভে চলিতেছে। সুন্দর আলোকিত অট্টালিকা। সুন্দর প্রবাস স্থান। কিছু পরে দূরে যেন একটা দেওয়াল ফাটিয়া গেল। দুই দিকে দুয়ার হইয়া খুলিয়া গেল। কিশোরী দেখিলেন, অসীম রত্ন ভাণ্ডার। হীরার পাহাড়, মুক্তার পাহাড়, পান্না, চুনি স্তূপাকার স্তূপাকার রহিয়াছে। সবিস্ময়ে কিশোরী জিজ্ঞাসা করিলেন: "আমি কোথায় আসিয়াছি?" মীনা উত্তর করিল, "তোরই বাড়ীতে। এসব তোর! তুই একটু ঠাণ্ডা হ'না। তার পর যেখানে বলবি সেখানে লইয়া যাইব। আমরা তোর মীনা ছেলে, কিছুই ভয় করি না।" কিশোরী কিছু বুঝিতে পারিলেন না, কোন কথাও কহিলেন না। অগত্যা সেইখানে রহিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

সুজন পিঙ্গলার বাটীর নিকট অপেক্ষা করিতেছিল। দেখিল, ধীরপদে সুরদাস বাহির হইল। অন্যমনে চলিতেছে, সুজনকে লক্ষ্য করে নাই। সুজন সম্মুখে আসিয়া বলিল, "বলনা, বলনা, ব্রহ্মাকে খুঁজিতেছিলে কেন? অন্ধা ব্রহ্মা যা পারে, সুজন কসাইও তা পারে। কিন্তু সুজন কসাই এমন কাজ জানে যে, অন্ধা ব্রহ্মা তা জানে না। সুজন কসাই সব পারে; ভাল পারে, মন্দ পারে। কারুর কথা কারুর কাছে বলে না। তুমি অন্ধা ব্রহ্মাকে জান, সুজন কসাইকে জান না?"

সুরদাস ভাবিল, কসাইএর কথায় মর্ম্মও বুঝিল, কিন্তু পিঙ্গলার গৃহ হইতে বাহির হইয়া, তাহার ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। "বেশ্যাসক্ত বেশ্যাদাস

হইয়া অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি ; ধনন্যায়, আত্মসমর্পণ, মান বিসর্জ্জনে মনের আগুন কিনিয়াছি, আবার নরহত্যা কেন করি ? পিঙ্গলা পদতলে পড়িয়া, করুণ স্বরে বলিয়াছে, “আমি নারী, আমার মন ফিরাইতে শক্তি নাই।” এতে তার দোষ কি ? কই আমিও ত এত কষ্টে মন ফিরাইতে পারিতেছি না। মন ফিরাইলেই ত সকল যন্ত্রণা ঘোচে ! যোগীর প্রাণবধ করিলে কি পিঙ্গলা আমার হইবে ?” ধীরে ধীরে মীরার ছবি মানসনেত্রে উপস্থিত হইল, সুরদাসের মনে নানাভাব উঠিতে লাগিল। মীরার কথায় বুঝিয়াছিল, যোগী পিঙ্গলার প্রেমাকাঙ্ক্ষী নয়। তবে কেন তার প্রাণ বধ করিব ?” ভাবিতে লাগিল, “সে সুন্দরী কে ? অন্ধা বন্ধা তাহার সঙ্গী কেন ? যোগীর সহিত যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, তাহারই বা মর্ম্ম কি ?” মীরার মূর্ত্তি সম্মুখে একবারও অন্তর্হিত হইতেছে না। প্রশান্ত মূর্ত্তি, দেবী মূর্ত্তি হৃদয়ে বসিয়াছে, হৃৎপদ্ম প্রসন্ন হইতে লাগিল। হৃদয় দুশ্চিন্তাতরঙ্গমালা ক্রমে স্থির হইতে লাগিল। ভাবিল, “সুন্দরী আসিয়াছে কেন ?” যোগীর প্রতি বিশেষ যত্ন দেখিয়াছে। হঠাৎ সুজনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “তুমি না সব কাজ পার ? মানুষ, গরু মারিতে পার, বুঝিয়াছি। কাহারও অসাধ্য রোগ আরাম করিতে পার ?” কসাই চমকিত হইল, উত্তর করিতে পারিল না। সুজন বুঝিয়াছিল, সুরদাস কাহার প্রাণবধ মানসে অন্ধা বন্ধা অনুসরণ করিতে যায়। দুষ্প্রবৃত্তির চিহ্ন সম্পূর্ণ তাহার মুখে দেখিয়াছে।; সুজনের কখন ভুল হয় না। ভুল হওয়ায় সুজন বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, “আমি কাহাকেও আরোগ্য করিতে পারি কি না তোমায় পশ্চাৎ বলিব, কিন্তু একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাস্য আছে। তুমি বন্ধাকে খুঁজিয়াছিলে কেন ?” সুরদাস জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার এত প্রয়োজন কি ? তুমি ত টাকা চাও, আরোগ্য করিয়া টাকা লও।” কসাই বলিল,—“টাকা চাই সত্য, টাকার জন্যই তোমার পাছু পাছু আসিয়াছি, কিন্তু যে বিদ্যাবলে আমি টাকা রোজকার করি, তাহা যদি আজ বিফল হয়, পরে টাকা রোজগার করিব কিরূপে ? আমি অব্যর্থ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মানব হৃদয় ভেদ করিতে পারি। তোমার দুরভিসন্ধি তোমার

চক্ষের ভাবে পড়িয়াছিলাম, খুনের ছাপ তোমার মুখে দেখিয়াছিলাম। যখন পিঙ্গলার বাড়ী প্রবেশ কর, তখনও দেখিয়াছি, যখন বাড়ী হইতে বাহিরে আইস, তখনও তাহার চিহ্ন দেখিয়াছি। কিন্তু অকস্মাৎ এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি ? পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ হয়, আমি জানিতাম না। তুমি যদি তোমার অবস্থা স্বরূপ বল, আমি তোমার কাছে নূতন শিক্ষা পাইব।

[ক্রমশঃ।]

আমার
তিব্বত ভ্রমণের
এক পরিচ্ছেদ।

স্বামী অখণ্ডানন্দ।] [২৬২ পৃষ্ঠার পর।

চলিতে লাগিলাম—খানিক দূর গিয়াই একটী ক্ষুদ্র গৃহ দেখিলাম ; আর্দ্দালিরা বন্ধুগণ এইখানে একটু বসিল, এটী নেপালের চৌকীদারী অর্থাৎ পুলিশ। একটী হাবেলদারের সহিত আলাপ হইল, এই চৌকিদারী ইহারই তত্ত্বাবধানে। লোকটী বড় সৎ—নেপালী লোকের চেহারায় এখনও মহা তেজ, সাহসিকতা ও নির্ভীকতা বিরাজমান। ইহাদের মূর্ত্তি দেখিলে মনে বড় আনন্দের সঞ্চার হয়। এ লোকটীর সাধুর প্রতি বড় ভক্তি দেখিলাম। ইহার সহিত আমাদের বেশ আলাপ হইয়া গেল।

চলিতে লাগিলাম—খানিক দূর গিয়াই একটি খুব খাড়া চড়াই আসিল। পাহাড়ে যাহারা কখন চলা ফেরা করেন নাই, তাঁহাদের পাহাড়ে কিরূপে চলা ফেরা করা যায়, তাহার কোন জ্ঞানই নাই; কেহ কেহ হয় ত মনে করেন, পাহাড়ে উঠিতে গেলে খাড়া অনেকটা উঠিতে হয়, বাস্তবিক তাহা নহে। পাহাড়ে পথ প্রস্তুত করিতে হইলে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া এমন করিয়া পথ প্রস্তুত করে, যাহাতে একটু একটু করিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে হয়। কোন

কোন স্থলে এত অল্প অল্প করিয়া ক্রমশঃ উচ্চে উঠিতে হয় যে, একেবারে অনুভব হয় না বলিলেই হয়, ক্রমশঃ উপরে উপরে এইরূপ উঠাকে চড়াই কহে, আর ক্রমশঃ নীচে নামাকে উৎরাই বলে। এইরূপ চড়াই করিতে করিতে খানিকক্ষণ গিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম—সকলে বিশ্রামার্থ একটু উপবেশন করিলাম। এখানে একরূপ পার্ব্বত্য গাছ দেখিয়া আমাদের সঙ্গী আলেখিয়াগণ চক্ষুরোগের ঔষধের জন্য তাহা সংগ্রহ করিল।

পুনরায় চলিতে লাগিলাম—অল্পক্ষণ পরেই ছাংক পঁহুছিলাম, পাধান তাহার ক্ষুদ্র ধর্ম্মশালায় আশ্রয় দিল। যাঁহারা কিছু ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভারতের অন্যান্য স্থানে কত ধনিনির্ম্মিত বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ধর্ম্মশালারূপে বিরাজমান। অতিথিদের অবস্থানের জন্য গৃহকে ধর্ম্মশালা কহে। কোন কোন স্থানে আহারাদিরও ব্যবস্থা আছে, পাহাড়ে যত ধর্ম্মশালা দেখিলাম, সকলগুলিই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহসমষ্টিমাত্র, কোন কোন স্থলে ঐ সকল গৃহের মধ্যে একখানি অপেক্ষাকৃত ভাল চুনকামকরা; সেই সকল গৃহে সময়ে সময়ে কোন কোন সাহেব শিকারার্থ আসিয়া নিবাস করেন।

এই ধর্ম্মশালায় ২।৩ দিন কাটিল, পাধান ও অন্যান্য লোকেরা আহারার্থ চাল ডাল প্রভৃতি দিত, আলেখিয়ারাই তাহা রন্ধন করিত, সকলে খাইতাম। একদিন একটী হুনিয়া বালক সেই গৃহে আশ্রয় লইল; শুনিলাম, এ হুনিয়া অর্থাৎ তিব্বতীয়—সে প্রথম দিন আসিয়াই যে উপাসনার ঘটা জুড়িয়া দিল, তাহা আর কি বলিব, কত রকম কথা আওড়াইতে লাগিল, শেষে 'মানি পানি হম্', ক্রমাগত বলিতে লাগিল, সে উচ্চারণ করিতে লাগিল—যেন মান্ পান্ হম্—অতি শীঘ্র—দ্রুত উচ্চারণ মান্ পান্ হম্, মান্ পান্ হম্,—আমাদের বড় কৌতূহলজনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আলেখিয়ারা বলিল, মানি অর্থে মহাদেব ও পানি অর্থে পার্ব্বতী। ইহারা হরপার্ব্বতীরই উপাসনা করিয়া থাকে। আধুনিক পণ্ডিতেরা কিন্তু অনুমান করেন, ইহা বৌদ্ধদের 'মণি পদ্মে হম্' এই মন্ত্রের অপভ্রংশ।

ফিরিয়া আসিবার সময় এক বৃদ্ধকে বৌদ্ধ স্তব-চক্র (Prayer-wheel) ঘুরাইতে দেখিয়াছিলাম। এই বালকটীকে পরে আমাদের মুটে ও পথ-প্রদর্শকরূপে মানস-সরোবরে লইয়া গিয়াছিলাম, যতদূর দেখিয়াছিলাম, তাহাতে তাহাকে বড় সৎ বলিয়াই ধারণা হইয়াছিল। তাহাকে 'মানি পানি হম্' করিতে ঐ একদিনই দেখিয়াছিলাম, তার পর আর একদিনও স্তবাদি করিতে দেখি নাই। সে অল্প অল্প হিন্দী জানিত, তাহাতে দোভাষার কার্য্য হইত। তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতাম, বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত 'বড়া খারাপ কাম'; সে কখন বিবাহ করিবে না। বলিত, তাহাদের দেশের স্ত্রীলোকের দুই তিনটী করিয়া বিবাহ হয়। আলেখিয়াগণ আমাকে ব্রহ্মচারীজী বলিয়া ডাকিত, সে অতখানি কথা বলিতে পারিত না, ব্রহ্মজী বলিয়া ডাকিত। আমাদের হাতে কমণ্ডলুটী পর্য্যন্ত রাখিতে দিবে না, সে সব নিজে লইবে। মাঝে মাঝে পথে চলিতে চলিতে আলেখিয়াগণের অনুকরণে 'অলখ' 'অলখ' করিত। নাম জিজ্ঞাসিলে বলিয়াছিল, নাম দাওয়া সিং।

আর অন্য কথা বলিয়া পাঠকবর্গকে বিরক্ত করিব না। প্রথমে ইচ্ছা ছিল, ইহাতে কেবল আমাদের দৃষ্ট অপূর্ব্ব গুহাটীর বিবরণ লিখিব, কিন্তু অন্যান্য কথা আসিয়া প্রবন্ধের কলেবর বর্দ্ধিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রবন্ধে পূর্ব্বতন অংশের তুলনায় এই গুহার কথা অতি অল্প হইবে। কিন্তু কেবল কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য অধিক চেষ্টা অপেক্ষা ভিন্ন দেশের রীতিনীতিসম্বন্ধে যথাযথ সাধারণকে জানানই আমার উদ্দেশ্য হওয়ায় এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছি। এক্ষণে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' বচন অনুসারে গুহার কথা বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

পূর্ব্বে পাঠকবর্গকে পণ্ডিত মহেশদাসের নিকট হইতে যে গুহার বিবরণ শুনিয়াছিলাম, তাহার অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছি জানিয়া আমাদের উহা দেখিবার কৌতূহল শতগুণে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। এখানে একটী সূত্রধরকে দেখিলাম, সে জোহার-নিবাসী। আলমোড়া হইতে তিব্বতে যাইবার প্রধানতঃ যে তিনটী পাস আছে, তাহার মধ্যে জোহার একটী পাস; এটীকে খাস

পাশ ও আর একটা পাশকে দয়মা পাশ বলে। ইহার একটা ছেলে ছিল, সে আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে বলিল। যাইবার দিন স্থির হইলে, আমরা বৈকালে আমরা দুইজন, দুইজন আলেখিয়া, ঐ ছুতারের ছেলে ও ছুতার যাত্রা করিলাম। পূর্ব্বোক্ত নেপালী হাবেলদারটীও আমাদের সহিত যাইবে বলিয়াছিল; কিন্তু আমরা তাহার আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলাম না, কারণ বেলা বেশী পড়িয়া গেলে যাওয়া ও আসা উভয়ই দুরূহ হইবে। আমার গায়ে জামা ও চাদর দেওয়া এবং একটী লাঠি হস্তে। আলেখিয়াগণের মধ্যে একজন একটী কমণ্ডলু করিয়া কিঞ্চিৎ জল লইল, কারণ পাহাড়ের উপর চড়াই করিতে গেলে পিপাসা পাইবে। আমরা অল্পদূর সমতলের উপর দিয়া গিয়াই পাহাড়ের তলদেশে উপনীত হইলাম। ক্রমশঃ চড়াই করিতে লাগিলাম। এ চড়াইটা একটু বেশী খাড়া রকমের। যাহা হউক, এই খানিকটা যাহা চলিলাম তাহা বড় বিপদসঙ্কুল নহে; কিন্তু এইরূপ খানিক দূর যাইতে যাইতে আমাদের বালক পথ-প্রদর্শক পথ হারাইয়া ফেলিল। এখন সামনে আর পথ দেখিতে পাওয়া যাইতেছেনা, কেবল একরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ। এই গাছের ভিতর দিয়া গাছের উপর পা রাখিয়া চলিতে হইল। সদা বিপদের আশঙ্কা, পা একটু পিছলাইয়া পড়িলেই কোথায় যাইব কিছুই ঠিক নাই!! তথাপি সকলে চলিয়াছি—কৌতূহলের এমনিই প্রভাব। মাঝে মাঝে ঘোর অন্ধকারে চপলাচমকের ন্যায় একটু অপেক্ষাকৃত ভাল পথ—আবার সেই গাছ গাছড়া। গাছড়াগুলির কিন্তু বড় মনোরম অপরূপ আশ্চর্য্য সুগন্ধ। প্রকৃতির অনন্ত রাজ্যে কোথায় কি জিনিষ কি ভাবে কোন্ কাজের জন্য রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? যাহা হউক, ক্রমশঃ পথ দুর্গম হইতে দুর্গমতর হইতে লাগিল। ইহার কিছু পূর্ব্বেই আমাদের হাবেলদার বন্ধু আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার দ্বারা আমাদের বড় সাহায্য হইতে লাগিল। এক এক জায়গায় একেবারে পথ নাই—কোথায় যাই খানিকটা একেবারে খাড়া উঠিয়াছে—আমি ত চলিতে পারি না কি করিয়া যাই! পা রাখিব এমন স্থানও পাইতেছি

না—ওদিকে পাছে একেবারে নীচে পড়িয়া যাই, এই ভয়ে কাঁটা গাছকেও অবলম্বনস্বরূপ ধরিতে হইতেছে। হাতে ফুটিতেছে, কিন্তু প্রাণনাশাশঙ্কা অপেক্ষা তাহাও সুখকর বিবেচিত হইতেছে। নেপালী বন্ধুটী সময়ে সময়ে হাত ধরিয়া লইয়া তুলিতেছে। লোহারের ছুতারটী আমার গায়ের কাপড় ও লাঠি লইয়াছে। আমরা কোনরূপে চলিয়াছি। মঙ্গলপুরীর কমণ্ডলুর জলটী এক জায়গায় উলটিয়া গেল। সকলেরই কাঁটায় কাপড় জামা প্রভৃতি ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল—তথাপি চলিয়াছি। কেন চলিয়াছি, কোথায় চলিয়াছি? গুহার উদ্দেশে—ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, তাহা যদি প্রত্যক্ষ হয়, দেখিতে। দূরে দেখা গেল, দুজন ছুটিয়া অন্য পথ দিয়া আসিতেছে। বুঝিলাম, আমরা বালককে পথপ্রদর্শক লইয়া বড় অন্যায় করিয়াছি। এইরূপ অনেক পথ, প্রায় এক মাইল, প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে করিতে অবশেষে লক্ষ্য স্থলে পঁহুছিলাম। খানিক উপরে দেখা গেল গুহার মুখ। একরূপ হামাগুড়ি দিয়াই উঠিলাম, সঙ্গে বাতি ছিল—জ্বালা গেল।

গুহার ভিতর প্রবেশ করিলাম। ভয়ে বিস্ময়ে মন চমকিত! কি দেখিব, কি দেখিব, ভাবিতে বিহ্বল, অথনিঃস্ত দেখিব। দেখি সম্মুখে একটা নর-কঙ্কাল, আমার ঠিক স্মরণ নাই; উহা সম্পূর্ণ দেখিয়াছিলাম কিনা, কিন্তু সুরেশ্বরানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, হাঁ একটি পূর্ণ নর-কঙ্কাল আসীন ভাবে অবস্থিত দেখিয়াছিলাম। আরও ভিতরে গিয়া দেখিলাম, অনেক মড়ার মাথা গড়াগড়ি যাইতেছে। আরও দূরে গিয়া একখানি আসন দেখা গেল, একটা তীর লোহার ফলাযুক্ত দেখিলাম। আরও খানিক দূর গিয়া একটা কেরোসিনের বাক্সের মত ডালাহীন বাক্সে ১০।১৫টা মড়ার মাথা। গুহার ভিতরে আর অধিক দূর যাওয়া যায় বলিয়া বোধ হইল না। ফিরিতেছি, এমন সময় আর একটী অপূর্ব্ব বস্তু নয়নগোচর হইল। পশমের কাপড়ে সেলাই করা একটা কি জিনিষ। কাছে, ছুরী ছিল, আলেখিয়ারা কাটিল; দেখা গেল, পশমের টুপী মাথায় দেওয়া একটী কঙ্কালার্দ্ধ। আমাদের অনুমান হইল বুদ্ধ; ইতিমধ্যে সুরেশ্বরানন্দ গুহার বাহিরে আসিয়া চীৎকার

করিতেছেন, শীঘ্র বাহিরে আইস, শীঘ্র বাহিরে আইস, সন্ধ্যা হইয়া যাইবে।

আমরা ক্রমশঃ বাহিরে ফিরিলাম, এক্ষণে আমরা বিচার করিতে লাগিলাম, এ ব্যাপারটা কি? লম্বী দত্তের কথা অতিরঞ্জিত, তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমরা কোন মহাত্মা দেখিলাম না, কেবল হাড় দেখিলাম, চামড়া বা মাংসের কোন সম্পর্কই নাই, কিন্তু কথা এই, এতগুলি নরশিরই বা কোথা হইতে আসিল? যাহারা প্রত্ন-তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের ইহা গভীর গবেষণার বিষয় হইতে পারে। কেহ অনুমান করিবেন, ইহা হয় ত কোন কালে একটা সমাধিস্থান ছিল। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত গ্রামের নিবাসীরা ইহার সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারে না। কেহ কেহ বলিয়াছিল, মহাত্মা; কেহ কেহ এখানে আসিতেই ভয় করে। যাহা হউক, নানাবিধ আলোচনা করিতে করিতে গুহার বহির্দ্দেশে আসিয়া আমাদের আদেখিয়া বন্ধুগণ কুটিয়াগণকে আশ্বাস দিতে লাগিল, আমরা এখানকার প্রেতদিগের শান্তি বিধান করিয়া যাইতেছি, তোমরা অতঃপর এখানে আসিতে ভীত হইও না। তাহাদের কাছে কি আশাপুরী ধূপ না কি ছিল, তাহা প্রজ্বলিত করিয়া একটু চিনি নিবেদন করিয়া দিয়া সকলকে একটু একটু প্রসাদ দিল।

এইবার আমরা ফিরিতে লাগিলাম। আমরা যাইবার সময় পথ ভুলিয়াছিলাম। এবার ঠিক পথে চলিলাম। তথাপি অনেক দূর কাঁটা গাছ ধরিয়া অতি কষ্টে কেবল পা রাখা যাইতে পারে, এমন পথের উপর দিয়া অতি কষ্টে অনেকদূর আসিয়া তবে অপেক্ষাকৃত সমতল উৎরাই পাইলাম। শীঘ্রই পাহাড় হইতে নামিয়া পড়িলাম। শেষে ক্লান্ত, অবসন্ন ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বস্ত্রে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ধর্ম্মশালায় পঁহুছিলাম। পঁহুছিয়া দেখি, লছ্‌মিদাস ও পার্ব্বি-রামের পোটমূলী। আরও অনেক কুটিয়া আসিয়া চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া অপূর্ব্ব গুহার ব্যাপার শুনিতে লাগিল।

নাসদীয় সূক্ত।

(বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

ঋগ্বেদীয় দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তটীকে "নাসদীয় সূক্ত" বলে। "নাসদাসীৎ" বাক্যটী এই সূক্তের প্রথমে উক্ত হওয়ায় সূক্তটীর নাম নাসদীয় সূক্ত হইয়াছে। এ সূক্তের ঋষি প্রজাপতি ও দেবতা পরমাত্মা। কবিত্বের সংস্ফূর্ত্তি ও দার্শনিক গভীরতায় এই সূক্তটী জগতে অতুলনীয়। প্রজাপতি ঋষি ইহাতে মহাপ্রলয়াবস্থা বর্ণন করিয়াছেন। মনের নিঃশেষলয়ে বা নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় জীবের যে ভাব অনুভূত হয়, তাহাও ইঙ্গিতে এ সূক্তে সূচিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত কবিতায় ইহার যথাযথ বঙ্গানুবাদ দিতে চেষ্টা করিলাম।

সদসৎ কিছু নাহি ছিল সে প্রলয় ঘোরে;
না ছিল পৃথিবী, ব্যোম, দিগ্, দেশ তদুপরে।
কি আকৃতি ছিল তার? অবস্থিতি কোথা কার?
কোথা কোথা প্রবিকাশ ছিলয়া সুস্থির।
তবে কি সলিল ছিল গহন গভীর? ১।

মৃত্যু, অমরতা কিম্বা দিন রাত্রি ভেদজ্ঞান—
না ছিল সে মহালয়ে;—চন্দ্র-সূর্য্য তিরোধান!!!
অদ্বিতীয় সে মহান্, বায়ুহীন প্রাণবান্,
মায়া সনে অভিন্ন ছিলেন অবস্থিত।
সে আত্মা ব্যতীত কিছু না ছিল বিদিত। ২।

সর্ব্ব অগ্রে গূঢ় ছিল অন্ধকারে অন্ধকার;
লুপ্ত চিহ্ন ছিল সবি;—জলে জলে জলাকার।
জগতে আছিল যিনি, ছিল সেই সর্ব্বপ্রাণী.

অদ্বিতীয় পরমাত্মা তপস্যার বলে,
প্রকটিত করিলেন মহিমা সকলে ॥ ৩ ॥

সবার প্রথমে ইচ্ছা হয়েছিল আবির্ভূত;
মন জন্মিবার সেই হইল কারণীভূত।
অসত্তে সত্তের সৃষ্টি, ধ্যানেতে করিয়া দৃষ্টি,
ঋষিগণ জানিলেন রহস্য সৃষ্টির;
নিগূঢ় বিচার তাহা করিয়া সুস্থির ॥ ৪ ॥

বিতত সে রশ্মিজাল বিকীর্ণ হইল ক্রমে,
পার্শ্বে, নিম্নে, উর্দ্ধদিকে, পূর্ব্বসৃষ্টি সুনিয়মে।
প্রজাপতি অগণন, মহিমার বিজগুণ—
হইল, সে তপস্যার দুর্লঙ্ঘ্য নিদেশে।
ভোক্তা রহিলেন উর্দ্ধে, ভোগ্য অধোদেশে ॥ ৫ ॥

কেবা জানে অবিতথ সৃজনের এ বৃত্তান্ত;
কে পারে বর্ণিতে এর কোথা আদি কোথা অন্ত।
জন্মিল বা কোথা হতে, কেন বা নানাত্ব ইতে,
তার সৃষ্ট দেবতারা জানিবে কেমনে—
কোথা হতে হল সৃষ্টি; অন্যে কেবা জানে ? ৬ ॥

উৎপত্তি হইল কোথা ? লীলা প্রকাশিল কেবা ?
কেহ কি করে'ছে সৃষ্টি ? অথবা করেনি কিবা ?
এ প্রশ্নের সদুত্তরে, তিনি শক্ত এসংসারে,
পরম আকাশে যিনি প্রভু ভগবান্।
তিনি না জানিলে সৃষ্টি কেবা জানে আন্ ॥ ৭ ॥

শারীরকসূত্র রামানুজ ভাষ্যম্।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিতম্।)

ভাষ্য।—অথাচ শ্রুতয়ঃ "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত" "অনুবিদ্য বিজানাতি"। "ওমিত্যেবাত্মানং ধ্যায়থ" "নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে" "আত্মানমেব লোকমুপাসীত" "আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স জিজ্ঞাসিতব্য" ইত্যাদ্যাঃ।

অনুবাদ।—"বিশেষরূপে জানিয়া প্রজ্ঞা করিবে" "অনুবেদন করিয়া বিজ্ঞান লাভ করিবে" "ওঁ এইরূপে আত্মাকে ধ্যান করিবে" আত্মস্বরূপ লোকের উপাসনা করিবে" আর আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, এবং নিদিধ্যাসিতব্য" (ধ্যেয়) "তাহারই অন্বেষণ করিবে সেই জিজ্ঞাসিতব্য" এই সকল শ্রুতিও (আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূল)

ভাষ্য।—অত্র নিদিধ্যাসিতব্য ইত্যাদিনা ঐকার্থ্যাৎ "অনুবিদ্য বিজানাতি" "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত" ইত্যেবমাদিভির্বাক্যার্থজ্ঞানস্য ধ্যানোপকারকত্বাৎ-তদনুবিদ্য বিজ্ঞায় ইত্যনূদ্য প্রজ্ঞাং কুর্বীত বিজানাতীতি ধ্যানং বিধীয়তে।

অনুবাদ।—এই সকল শ্রুতি বাক্যের মধ্যে নিদিধ্যাসিতব্য (অর্থাৎ আত্মার "নিদিধ্যাসন" ধ্যান করিবে ইত্যাদি শ্রুতির সহিত একার্থত্বনিবন্ধন "অনুবিদ্য বিজানাতি" (অনুবেদনের পরে বিজ্ঞান লাভ করিবে) "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত" (বিজ্ঞান লাভের পরে প্রজ্ঞা করিবে) এই সকল শ্রুতি ধ্যানের উপকারকত্ব প্রযুক্ত তদনুবিদ্য বিজ্ঞায় এই সকল পদের দ্বারা প্রথমে আত্মজ্ঞানের অনুবাদ করিয়া "প্রজ্ঞাং কুর্বীত" এই পদদ্বয়ের দ্বারা ধ্যানের বিধান করিতেছে (অর্থাৎ আত্মাকে প্রথমতঃ জানিয়া তাহার ধ্যান করিতে হইবে, এই প্রকার সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রুতিসমূহই অনুকূল হইতেছে)

ভাষ্য।—শ্রোতব্য ইতি চানুবাদঃ স্বাধ্যায়স্যার্থপরত্বেনাধীতবেদঃ পুরুষঃ

প্রয়োজনবদর্থাববোধিত্বদর্শনাৎ তন্নির্ণয়ায় স্বয়মেব শ্রবণে প্রবর্ত্তত ইতি শ্রবণস্য প্রাপ্তত্বাৎ শ্রবণস্য প্রতিষ্ঠার্থাবাপন্নস্য মন্তব্য ইতি চানুবাদঃ—ধ্যানমেব বিধীয়তে।

অনুবাদ।—শ্রোতব্য ইহা দ্বারা শ্রবণের অনুবাদ (হইয়াছে) (প্রমাণান্তর দ্বারা জ্ঞাত বস্তুর পুনঃকথনকে অনুবাদ কহে) বেদের অর্থবোধকতা আছে (এই জন্য) অধীতবেদ পুরুষ, বেদের অর্থজ্ঞান হইলে অভীষ্ট বস্তুর সিদ্ধি হইবে, এই প্রকার বিবেচনায় বেদের কি অর্থ তাহা নির্ণয় করিবার জন্য নিজেই (অর্থাৎ বিধিবাক্যের দ্বারা প্রেরিত না হইয়া) শ্রবণে প্রবৃত্ত হয় (বেদার্থ নির্ণয়ের অনুকূল বিচার করিতে উদ্যত হয়) এই কারণে শ্রবণ অন্য প্রমাণ দ্বারা জ্ঞাত (সুতরাং শ্রোতব্য এই বাক্যে শ্রবণের অনুবাদ হইয়াছে বিধান হয় নাই ইহা স্থির হইতেছে) শ্রবণের সম্পূর্ণতার জন্য মননের আবশ্যকতা আছে (ইহাও বিধি না থাকিলে সহজবুদ্ধিতেই জানিতে পারা যায়) এই জন্য মননেও অনুবাদ (অঙ্গীকার করিতে হইবে) সেই কারণে (নিদিধ্যাসনরূপ) ধ্যানই বিহিত হইয়াছে।

ভাষ্য।—বক্ষ্যতি চ "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" ইতি তদিদমপবর্গোপায়তয়া বিধিৎসিতং বেদনং উপাসনমিত্যবগম্যতে।

অনুবাদ।—সূত্রকার ব্যাসদেবও "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" (উপদেশ লাভের পর উপদিষ্ট অর্থের বারবার জ্ঞান করিতে হইবে) এই সূত্রের দ্বারা ধ্যানই যে বিধেয় তাহা বলিবেন। সেই কারণে মোক্ষপ্রাপ্তির হেতুতা আছে বলিয়া বিধানেচ্ছায় নির্দ্দিষ্ট এই প্রকার বেদন (ধ্যান) ই উপাসনা. ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে।

ভাষ্য।—বিদ্যোপাস্ত্যোর্ব্যতিরেকেণোপক্রমোপসংহারদর্শনাৎ। "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" ত্যত্র, "ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন য এবং বেদ" "ন স বেদ অকৃৎস্নো হ্যেষঃ" "আত্মেত্যেবোপাসীত" "যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ স ময়ৈতদুক্ত" ইত্যত্র "অনু ম এতাং দেবতাং শাধি যাং দেবতামুপাস্সে" ইতি।

অনুবাদ।—জ্ঞান ও উপাসনায় বিভিন্নরূপে উপক্রম ও উপসংহার দেখিতে

পাওয়া যায় (যথা) "মনকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবে" এই প্রকার উপক্রমের পরে, যে ব্যক্তি এই প্রকার জানে সে কীর্ত্তিদ্বারা শোভা পায় যশের দ্বারা প্রতাপী হয় ও ব্রহ্মতেজের দ্বারা দীপ্ত হয়, কিন্তু সেই ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞানবান্ নহে, কারণ ইহা অসম্পূর্ণ। (এই প্রকার উপসংহার হইয়াছে পরে পুনর্ব্বার) "আত্মা এই ভাবে উপাসনা করিবে"। সেই ব্যক্তি যে বস্তুকে জানে আমি এই তোমাকে তাহা বলিলাম এই প্রকার (উপক্রমের পর) হে ভগবন্ আমাকে পশ্চাতে সেই দেবতার উপদেশ প্রদান করুন, আমি তাহার উপাসনা করিব ইতি। (এই প্রকার উপসংহার দর্শনে বুঝিতে পারা যায় যে, শাস্ত্রে জ্ঞানের পর উপাসনার বিধান করা হইয়াছে এই জন্য ধ্যান ও জ্ঞান পৃথক্ নহে)

ভাষ্য।—ধ্যানঞ্চ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নস্মৃতিসন্তানরূপা ধ্রুবাস্মৃতিঃ। স্মৃত্যুপলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ ইতি ধ্রুবায়াঃ স্মৃতেরপবর্গোপায়ত্বশ্রবণাৎ।

অনুবাদ।—অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নস্মৃতিধারারূপ ধ্রুবা স্মৃতিকেই ধ্যান কহা যায়। স্মৃতির উপলম্ভ হইলে সকল প্রকার গ্রন্থির বিপ্রমোক হয় এই বাক্যের দ্বারা ধ্রুবা স্মৃতিই যে অপবর্গপ্রাপ্তির উপায় তাহা শ্রুত হইয়াছে।

ভাষ্য।—সা চ স্মৃতির্দর্শনসমানাকারা "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ এবং চ সতি "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য" ইত্যনেন নিদিধ্যাসনস্য দর্শনরূপতা বিধীয়তে।

অনুবাদ।—সেই স্মৃতির আকার ও জ্ঞানের আকার একরূপ। "সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করিলে হৃদয়ের গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সকল প্রকার সংশয় নিবৃত্ত হয় এবং দর্শনকারীর সকল কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় পাইয়া থাকে।" এই বাক্যের সহিত একার্থতা নিবন্ধন (জ্ঞান ও স্মৃতি একরূপই হয় ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে) "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য" (আর আত্মার সাক্ষাৎকার করিতে হইবে) এই শ্রুতি বাক্যের দ্বারা এই প্রকারে নিদিধ্যাসনের (ধ্যানের) দর্শনরূপতা বিহিত হইয়াছে।

ভাষ্য।—ভবতি চ স্মৃতের্ভাবনা প্রকর্ষাদ্দর্শনরূপতা। বাক্যকারেণ এতৎ সর্ব্বং প্রপঞ্চিতম্ "বেদনমুপাসনং স্যাৎ তদ্বিষয়ে শ্রবণাদিতি সর্ব্বাসূপনিষৎসু

মোক্ষসাধনতয়া বিহিতং বেদনমুপাসনমিত্যুক্তম্। সকৃৎপ্রত্যয়ং কুর্য্যাচ্ছব্দার্থস্য কৃতত্বাৎ প্রযাজাদিবদিতি পূর্ব্বপক্ষং কৃত্বা সিদ্ধং তূপাসনশব্দাদিতি বেদনমসকৃদাবৃত্তং মোক্ষসাধনমিতি নির্ণীতম্। উপাসনং স্যাৎ ধ্রুবানুস্মৃতি দর্শনান্নির্বচনাচ্চেতি তস্যৈব বেদনস্য উপাসনরূপস্য অসকৃদাবৃত্তস্য ধ্রুবানুস্মৃতিত্বমুপবর্ণিতম্।

অনুবাদ।—বাক্যকার (একজন গ্রন্থকার) এই সকল বিষয়ে বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন "বেদন উপাসনস্বরূপই হইবে, কারণ বিহিত জ্ঞানের বিষয়কে অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রে উপাসনা কৃত হইয়াছে" এই বাক্যের দ্বারা উক্ত গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, সকল উপনিষদেই মোক্ষসাধনস্বরূপে বিহিতবেদন, উপাসন স্বরূপ। "বিধের প্রযাজ নামক যাগ প্রভৃতি একবার অনুষ্ঠান করিলেই যেমন ফল সিদ্ধি হয় সেইরূপ একবার জ্ঞান করিলে তাহাতেই শ্রুতির অভিমত অর্থ সম্পন্ন হইয়াছে (সুতরাং ফল অবশ্যম্ভাবি)" (বাক্যকার) এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ করিয়া, "উপাসনা শব্দ প্রয়োগ থাকায় পুনঃ পুনঃ কৃত বেদনই মোক্ষসাধন" ইহা নির্ণীত করিয়াছেন। ধ্রুবানুস্মৃতি দর্শন ও নির্ব্বচন সামর্থ্যে বেদন, উপাসন স্বরূপই প্রমাণিত হইবে) এই বাক্যের দ্বারা (বাক্যকার) সেই বেদনরূপ উপাসন পুনঃ পুনঃ কৃত হইলে তাহারই ধ্রুবানুস্মৃতিরূপতা বর্ণন করিয়াছেন।

ভাষ্য।—সেয়ং স্মৃতির্দর্শনরূপা প্রতিপাদিতা, দর্শনরূপতা চ প্রত্যক্ষতাপত্তিঃ। এবং প্রত্যক্ষতাপন্নামপবর্গসাধনভূতাং স্মৃতিং বিশিনষ্টি "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে স তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্" ইত্যনেন কেবল শ্রবণমনননিদিধ্যাসনানাং আত্মপ্রাপ্ত্যনুপায়ত্বমুক্ত্বা যমেবৈষ আত্মা বৃণুতে তেনৈব লভ্য ইত্যুক্তম্।

অনুবাদ।—এবম্প্রকার সেই স্মৃতিই দর্শনস্বরূপা (হইবে) ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, দর্শনরূপতা অর্থাৎ প্রত্যক্ষতাপত্তি। এইরূপ প্রত্যক্ষতাপন্ন ও অপবর্গসাধনভূত স্মৃতিকে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে, "এই আত্মা প্রবচন দ্বারা লভ্য নহে মেধা বা বহু অধ্যয়ন দ্বারাও আত্মা লভ্য হয় না। এই আত্মা যাহাকে বরণ করে সেই ব্যক্তিই আত্মাকে লাভ করে এবং সেই ব্যক্তির

নিকটই আত্মা নিজতনুকে প্রকাশিত করে"। এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা কেবল শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন, আত্মপ্রাপ্তির কারণ নহে ইহা বলিয়া, আত্মা যাহাকে বরণ করে, সেই আত্মাকে লাভ করে, ইহা বলা হইয়াছে।

ভাষ্য।—প্রিয়তম এব হি বরণীয়ো ভবতি যস্যায়ং নিরতিশয়প্রিয়ঃ স এবাস্য প্রিয়তমো ভবতি।

অনুবাদ।—প্রিয়তমই বরণীয় হইয়া থাকে আত্মা যাহার নিরতিশয় প্রিয় সেই উপাসকই আত্মার প্রিয়তম (বরণীয়) হইয়া থাকে।

ভাষ্য।—যথায়ং প্রিয়তম আত্মানং প্রাপ্নোতি তথা স্বয়মেব ভগবান্ প্রযতত ইতি ভগবতৈবোক্তম্ "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" ইতি "প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থং অহং স চ মম প্রিয়" ইতি চ।

অনুবাদ।—এই প্রিয়তম (উপাসক) যে প্রকারে আত্মাকে প্রাপ্ত হয় ভগবান্ স্বয়ংই সেইরূপ প্রযত্ন করেন ইহা ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন যে, "প্রীতিপূর্ব্বক সর্ব্বদা যোগপরায়ণ হইয়া ভজনপরায়ণ সেই সকল উপাসকগণের সেই বুদ্ধিযোগ আমি প্রদান করি যাহার দ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়" "আমি জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয় জ্ঞানীও আমার অতিশয় প্রিয়"। ইতি।

ভাষ্য।—অতঃ সাক্ষাৎকাররূপা স্মৃতিঃ স্মর্য্যমাণাত্যর্থপ্রিয়ত্বেন স্বয়মপ্যত্যর্থপ্রিয়া যস্য সএব পরমাত্মনা বরণীয়ো ভবতি ইতি তেনৈব লভ্যতে পরমাত্মেত্যুক্তং ভবতি। এবংরূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে উপাসনা পর্য্যায়ত্বাৎ ভক্তি শব্দস্য অতএব শ্রুতিস্মৃতিভিরেবমভিধীয়তে।

অনুবাদ।—স্মরণের বিষয়ীভূত অর্থ (পরমাত্মা) অত্যন্তপ্রিয়, এই কারণ সাক্ষাৎকাররূপ স্মৃতিও যাহার অত্যন্ত প্রিয় হয়, সেই উপাসকই পরমাত্মার বরণীয় হয়। এই হেতু, সেই ব্যক্তিই পরমাত্মাকে লাভ করে ইহাই উক্ত হইয়াছে। এই প্রকার ধ্রুবানুস্মৃতিই ভক্তি শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়, উপাসনা ও ভক্তি একই, দুইটী শব্দই একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। এই কারণে শ্রুতি ও স্মৃতিতে এইপ্রকার অভিহিত হইয়া থাকে (যে)।

ভাষ্য।—"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি" "তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি" "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" "নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। শক্য এবং বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ। পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া" ইতি।

অনুবাদ।—"তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যু অতিক্রমণ করে" "তাঁহাকে জানিলে অমৃত হইয়া থাকে" "অয়নের নিমিত্ত (পাইবার জন্য) অন্য পথ নাই" "আমাকে যে প্রকারে দর্শন করিলে, বেদ তপস্যা দান ও যজ্ঞের দ্বারা কেহ আমাকে এই ভাবে দর্শন করিতে পারে না। হে অর্জ্জুন কেবল ভক্তির দ্বারা আমাকে জানিতে পারে ও দেখিতে পারে। হে পার্থ! সেই পরম পুরুষ কেবল ভক্তি দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকেন"।

ভাষ্য।—এবংরূপায়া ধ্রুবানুস্মৃতেঃ সাধনানি যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণীতি যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববদিত্যভিধাস্যতে।

অনুবাদ।—যজ্ঞাদি বিহিতকর্ম্মসকল এই প্রকার ধ্রুবানুস্মৃতির সাধন তাহা যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ এই সূত্রে অভিহিত হইবে।

ভাষ্য।—যদ্যপি বিবিদিষন্তি ইতি যজ্ঞাদয়ো বিবিদিষোৎপত্তৌ বিনিযুজ্যন্তে তথাপি তস্যৈব বেদনস্য ধ্যানরূপস্য অহরহরনুষ্ঠীয়মানস্য অভ্যাসাধেয়াতিশয়স্য আপ্রয়াণাদনুবর্ত্তমানস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনত্বাৎ তদুৎপত্তয়ে সর্ব্বাণ্যাশ্রমকর্ম্মাণি যাবজ্জীবমনুষ্ঠেয়ানি। বক্ষ্যতি চ আপ্রয়াণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টং অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ সহকারিত্বেন চ ইত্যাদিষু। বাক্যকারশ্চ ধ্রুবানুস্মৃতেঃ বিবেকাদিভ্য এব নিষ্পত্তিমাহ। তল্লব্ধির্বিবেকবিমোকাভ্যাসক্রিয়াকল্যাণানবসাদানুদ্ধর্ষেভ্যঃ সম্ভবান্নির্ব্বচনাচ্চেতি বিবেকাদীনাং স্বরূপং চাহ।

অনুবাদ।—যদ্যপি 'বিবিদিষন্তি' ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা বিবিদিষার (ব্রহ্মজিজ্ঞাসার) উৎপত্তির প্রতি যজ্ঞাদি বিহিতকর্ম্ম উপায়রূপে বিনিয়োজিত হইয়াছে, তথাপি অভ্যাস দ্বারা যাহার উৎকর্ষ হয়, প্রতিদিন যাহা অনুষ্ঠেয় এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত যাহার অনুবর্ত্তন হয়, সেই ধ্যানরূপ বেদনেরই ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রতি হেতুতা প্রযুক্ত তাহারই উৎপত্তির জন্য সকল প্রকার আশ্রমবিহিত কর্ম্মের

যাবজ্জীবন অনুষ্ঠান করা উচিত। "আপ্রয়াণাত্তত্রাপি দৃষ্টং" এই সূত্রে সূত্রকারও এই বিষয়টী বলিবেন "সেই কার্য্যের জন্যই অগ্নিহোত্রাদি, (বিহিত হইয়াছে) যেহেতু তাহারই সহকারিরূপে অগ্নিহোত্রাদিকার্য্য দেখা যায়" ইত্যাদি বাক্যে বাক্যকারও বিবেকাদি সাধন হইতেই ধ্রুবানুস্মৃতি উৎপন্ন হয় তাহা বলিয়াছেন। বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ ও অনুদ্ধর্ষ এই সকল কারণের সমবধান হইলে ধ্রুবানুস্মৃতির লাভ হইয়া থাকে, এই প্রকারে বাক্যকারের বাক্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিবেকাদির স্বরূপও (ব্যাখ্যাতা) এইরূপে দেখাইয়াছেন যে।

ভাষ্য।—জাত্যাশ্রয়নিমিত্তাদুষ্টাদন্নাৎ কায়শুদ্ধির্বিবেকঃ ইত্যত্র নির্ব্বচনম্। আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবানুস্মৃতিরিতি। বিমোকঃ কামানভিষ্বঙ্গ ইতি শান্ত উপাসীতেতি নির্ব্বচনং আরম্ভণসংশীলনং পুনঃপুনরভ্যাসঃ নির্ব্বচনঞ্চ স্মার্ত্তং উদাহৃতং ভাষ্যকারেণ সদা তদ্ভাবভাবিত ইতি পঞ্চ মহাযজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানং শক্তিতঃ ক্রিয়েতি নির্ব্বচনং "ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেনেতি" চ। সত্যার্জ্জব দয়া দানাহিংসানভিধ্যাঃ কল্যাণানীতি নির্ব্বচনং সত্যেন লভ্যস্তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোক ইত্যাদি, দেশকাল বৈগুণ্যাচ্ছোকবস্ত্বাদ্যনুস্মৃতেশ্চ তজ্জং দৈন্যমভাস্বরত্বং মনসোঽবসাদঃ তদ্বিপর্য্যয়োঽনবসাদ ইতি. নির্ব্বচনং নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য ইতি তদ্বিপর্য্যয়জা তুষ্টিরুদ্ধর্ষঃ তদ্বিপর্য্যয়োঽনুদ্ধর্ষ ইতি অতিসন্তোষশ্চ বিরোধী-ত্যর্থঃ নির্ব্বচনমপি শান্তো দান্ত ইতি এবং নিয়মযুক্তস্য আশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানেনৈব বিদ্যানিষ্পত্তিরিত্যুক্তং ভবতি তথা চ শ্রুত্যন্তরং বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ সহ অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ইতি

অনুবাদ।—জাতিদুষ্ট (পলাণ্ডু প্রভৃতি) আশ্রয়দুষ্ট (পতিত প্রভৃতির বিবেক বিমোক প্রভৃতি অন্ন) নিমিত্ত দুষ্ট (কেশকীট প্রভৃতি যুক্ত) এই যাহাকে বলা যায়। ত্রিবিধ অন্ন হইতে (অন্য বিধ অন্ন সেবনের দ্বারা) কায়শুদ্ধিকে বিবেক বলা যায় (ইহাই বিবেক শব্দের পারিভাষিক অর্থ) (বিবেক শব্দের এতাদৃশ অর্থে প্রমাণ) "আহারশুদ্ধি হইলে চিত্তশুদ্ধি হয়,

চিত্তশুদ্ধি হইলে ধ্রুবাস্মৃতি (ভক্তি) উৎপন্ন হয়।" কাম নিষ্কামের অভাবকে বিমোক কহা যায়, শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে এই শ্রুতি দ্বারাই বিমোক শব্দের (এতাদৃশ অর্থে) নির্ব্বচন (করা যায়)। ধ্যানের যাহা শুভ আলম্বন, পুনঃ পুনঃ তাহারই অনুশীলনকে অভ্যাস কহা যায়, ভাষ্যকার "সর্ব্বদা তাহার ভাবে ভাবিত থাকিবে" ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রীয় বচনই অভ্যাস শব্দের নির্ব্বচনস্বরূপে উদাহৃত করিয়াছেন। সামর্থ্যানুসারে পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞের (প্রত্যহ অনুষ্ঠানার্হ ব্রহ্মযজ্ঞ প্রভৃতির) অনুষ্ঠানকে ক্রিয়া কহা যায়,"এই ক্রিয়াবান্ ব্রহ্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ" ব্রাহ্মণগণ, বেদানুবচন যজ্ঞদান তপস্যা ও উপবাসের দ্বারা সেই এই পরমাত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন এই শ্রুতিদ্বয়ই (ক্রিয়াশব্দের এতাদৃশ অর্থের) প্রকাশ করিতেছে) সত্য, সরলতা, দয়া, দান, অহিংসা ও অনভিধ্যাকে (পরকৃত অপরাধের চিন্তাহীনতা) কল্যাণ কহা যায়, (কল্যাণ শব্দের এতাদৃশ অর্থে) এই বিরজঃ ব্রহ্মলোক সত্যের অনুষ্ঠানেই তাহাদের প্রাপ্য হয়'' এই শ্রুতি (ই প্রমাণ) দেশ কাল ও নিমিত্তের অসম্পূর্ণতানিবন্ধন শোকের কারণ বস্তুনিচয়ের স্মরণ এবং তজ্জনিত দীনতাব, (মানসিক বলের ক্ষয়) ই অভাবরূপ (অর্থাৎ) মনের অবসাদ, এই অভাবরূপের অভাবই অনবসাদ (এই প্রকার ব্যাখ্যা এই আত্মা বলহীন পুরুষের লভ্য নহে ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে কৃত হয়) দেশকাল ও সাধনাদির সুকরতানিবন্ধন তুষ্টিই উদ্ধর্ষ উদ্ধর্ষের অভাবকেই অনুদ্ধর্ষ কহে, অতি সন্তোষ (সিদ্ধির) বিরোধী (ইহাই তাৎপর্য্যার্থ), শান্ত ও দান্ত (হইয়া আত্মোপাসনা করিবে) ইত্যাদি শ্রুতিই (এই প্রকার নির্ব্বচনের প্রমাণ) এই প্রকার নিয়মযুক্ত ব্যক্তির আশ্রমবিহিত কর্ম্মনিচয়ের অনুষ্ঠানের দ্বারাই বিদ্যানিষ্পত্তি হয় ইহাই বলা হইতেছে। এই বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ অন্য শ্রুতিও (দেখিতে পাওয়া যায়) যে "যে ব্যক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয়কে এককালে জানে সে কর্ম্ম বলে মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞানের দ্বারা অমৃত্যু লাভ করে।" ইতি

[ক্রমশঃ।]

পরমহংসদেবের উপদেশ।

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত।)

১। কামনা করা বড় দোষের ; কিন্তু, আমার জ্ঞান হ'ক, ভক্তি হ'ক, এইরূপ যে কামনা, তাতে কোন দোষ হয় না। যেমন "হিঞ্চা শাক" শাকের মধ্যে নয়, "মিছরি" মিষ্টির মধ্যে নয়, অর্থাৎ, এ সকল যদি রোগীকে দেওয়া যায়, তা হ'লে উপকার বই অপকার হয় না ; তেমনি ভক্তি-কামনা কামনার মধ্যে নয়।

২। মুক্ত পুরুষ সংসারে কি রকম থাকে জান ?—যেমন "পান-কৌড়ি" জলে থাকে, কিন্তু তাদের গায়ে জল লাগে না ; যদিও গায়ে একটু জল লাগে, তা হ'লে একবার গা ঝেড়ে ফেল্লেই তখনই সব চলে যায়।

৩। নির্লিপ্তভাবে সংসার করা কি রকম জান ?—পাঁকাল মাছের মতন। পাঁকাল মাছ যেমন পাঁকের মধ্যে থাকে, কিন্তু তার গায়ে পাঁক লাগে না।

৪। চিনিতে বালিতে মিশে থাক্‌লে, পিঁপড়ে যেমন বালি ফেলে চিনি খায় ; তেমনি সাধু ও পরমহংসেরা এ সংসারে সত্য যে সচ্চিদানন্দ, তাঁকেই গ্রহণ করে, আর অসত্য যে কামিনী কাঞ্চন সে সমস্ত ত্যাগ করে।

৫। সৎ ও অসৎ লোকের স্বভাব কিরূপ জান ? যেমন কুলো ও চালুনী। কুলোর স্বভাব—মন্দ ফেলে ভাল রাখা ; আর চালুনীর কাব—ভাল ফেলে মন্দ রাখা। তেম্নি সৎ লোক মন্দ ফেলে ভাল ও অসৎ লোক ভাল ফেলে মন্দ গ্রহণ করে।

৬। যেমন কোনও ধনী লোকের কাছে যেতে হ'লে সেপাই শান্ত্রীর অনেক খোসামোদ কর্‌তে হয়, তেম্নি ঈশ্বরের কাছে যেতে হ'লে অনেক সাধন ভজন ও সৎসঙ্গ আদি নানা উপায়ের দ্বারা যেতে হয়।

বিলাতযাত্রীর পত্র।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত।] [৪৮৮ পৃষ্ঠার পর।

পালজাহাজ ও যুদ্ধজাহাজ।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটসের সিভিল ওয়ারের সময়, ঐক্যবাদী-পক্ষেরা একখান কাঠের জঙ্গি জাহাজের গায় কতকগুলো লোহার রেল, সারি সারি বেঁধে ছেয়ে দিয়েছিলো। বিপক্ষের গোলা, তার গায়ে লেগে, ফিরে যেতে লাগ্‌লো, জাহাজের কিছুই বড় কর্‌তে পারে না। তখন মতলব করে, জাহাজের গা লোহা দিয়ে মোড়া হতে লাগ্‌লো, যাতে দুষ্‌মনের গোলা কাষ্ঠভেদ না করে। এদিকে জাহাজি তোপেরও তালিম বাড়্‌তে চল্‌লো। বা-বড় তা-বড় তোপ; তোপ যাতে আর হাতে সরাতে, হটাতে, ঠাস্‌তে ছুঁড়তে হয় না—সব কলে। পাঁচ শ লোকে যাকে একটুও হেলাতে পারে না, এমন তোপ একটা ছোট ছেলে, কল টিপে, যে দিকে ইচ্ছে মুখ ফেরাচ্ছে, নাবাচ্ছে ও ঠাস্‌ছে, ভর্‌ছে, আওয়াজ কর্‌ছে, আবার তাও চকিতের ন্যায়। যেমন জাহাজের লোহার দেল মোটা হতে লাগ্‌লো, তেমনিই সঙ্গে সঙ্গে বজ্রভেদী তোপেরও সৃষ্টি হতে চল্‌লো। এখন জাহাজখানি ইস্পাতের দেলওয়ালা কেল্লা, আর তোপগুলি যমের ছোট ভাই। এক গোলার ঘায়ে, যত বড় জাহাজই হোক্ না, ফেটে চুটে চৌচাক্‌লা। তবে এই "নুয়ার বাসর ঘর," যা লখিন্দরের বাবা স্বপ্নেও ভাবে নি; এবং যা, "সাতালি পর্ব্বতের" ওপর না দাঁড়িয়ে ৭০ সত্তর হাজার পাহাড়ে ঢেউয়ের মাথায় নেচে নেচে বেড়ায়,—ইনিও 'টর্‌পিডোর' ভয়ে অস্থির। তিনি হচ্ছেন কতকটা চুরুটের চেহারা একটা নল; তাঁকে তাগ করে ছেড়ে দিলে, তিনি জলের মধ্যে মাছের মত ডুবে ডুবে চলে যান। তার পর, যেখানে লাগ্‌বার, সেখানে ধাক্কা যেই লাগা, অমনি তার মধ্যের রাশীকৃত মহাবিস্ফোরণশীল পদার্থ সকলের বিকট আওয়াজ ও বিদারণ, সঙ্গে সঙ্গে যে জাহাজের নীচে এই কীর্ত্তিটা হয়, তার 'পুনর্ম্মূষিকো ভব,' অর্থাৎ লোহত্বে ও কাষ্ঠত্বে কতক এবং বাকীটা

ধূমত্বে ও অগ্নিত্বে পরিণমন। বাকিগুলো, যারা এই টর্‌পিডো ফাটবার মুখে পড়ে যায়, তাদেরও যা খুঁজে পাওয়া যায়, তা প্রায় "কিমা"তে পরিণত অবস্থায়। এই সকল জঙ্গি জাহাজ তৈয়ার হওয়া অবধি, জলযুদ্ধ আর বেশী হতে হয় না। দু একটা লড়াই, আর একটা বড় জঙ্গি জিৎ বা একদম হার। তবে লড়াই হবার পূর্ব্বে, লোকে যেমন ভাব্‌তো, যে দু পক্ষের কেউ বাঁচবে না, আর একদম্ সব উড়ে পুড়ে যাবে, তত কিছু নয়।

ময়দানি জঙ্গের সময়, তোপ বন্দুক থেকে উভয় পক্ষের উপর যে মুষলধারা গোলাগুলি সম্পাত হয়, তার এক হিস্‌সে যদি লক্ষ্যে লাগে ত, উভয় পক্ষের ফৌজ ম'রে দু মিনিটে ধুন্ হয়ে যায়। সেই প্রকার, দরিয়াই জঙ্গের জাহাজের গোলা, যদি ৫০০ আওয়াজের একটা লাগ্‌তো ত, উভয় পক্ষের জাহাজের আর নিশানাও থাক্‌তো না। আশ্চর্য্য এই, যে যত তোপ বন্দুক উৎকর্ষ লাভ কর্‌ছে, বন্দুকের যত ওজন হাল্‌কা হচ্ছে, যত নালের কির্‌কিরার পরিপাটি হচ্ছে, যত পাল্লা বেড়ে যাচ্ছে, যত ভর্‌বার ঠাস্‌বার কল কারখানা হচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি আওয়াজ হচ্ছে, ততই যেন গুলি ব্যর্থ হচ্ছে। পুরাণো ঢঙের পাঁচ হাত লম্বা তোড়াদার জজেল, যাকে দো ঠেঙ্গো কাঠের উপর রেখে, তাগ কর্‌তে হয়, এবং ফুঁ ফাঁ দিয়ে আগুন দিতে হয়, তাই-সহায় বারাখজাই, আফ্রিদি আদমি, অব্যর্থসন্ধান। আর আধুনিক সুশিক্ষিত ফৌজ, নানা-কল-কারখানা-বিশিষ্ট বন্দুক হাতে, মিনিটে ১৫০ আওয়াজ ক'রে খালি হাওয়া গরম করে। অল্প স্বল্প কল কব্জা ভাল। বেশী কল কব্জা মানুষের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপাপত্তি ক'রে, জড়পিণ্ড তৈয়ার ক'রে। কারখানায় যে লোকগুলো কাজ করে, তারা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর, সেই এক ঘেয়ে, একটা জিনিষের এক টুকরো গড়্‌ছে। পিনের মাথাই গড়্‌ছে, সুতোর জোড়াই দিচ্ছে, তাঁতের সঙ্গে এগু পেছুই কচ্ছে, আজন্ম। ফল, ঐ কাজটিও খোয়ান, আর তার মরণ—খেতেই পায় না। জড়ের মত এক ঘেয়ে কাজ কর্ত্তে কর্ত্তে, জড়বৎ হয়ে যায়। স্কুল মাষ্টারি, কেরানি-গিরি ক'রে, ঐ জন্যই হস্তীমূর্খ জড়পিণ্ড তৈয়ার হয়।

যাত্রী জাহাজ।

বাণিজ্য এবং যাত্রী জাহাজের গড়ন অন্য ঢঙের। যদিও কোন কোন বাণিজ্য জাহাজ এমন ঢঙে তৈয়ার যে, লড়ায়ের সময় অত্যল্প আয়াসেই দু চারটা তোপ বসিয়ে, অন্যান্য নিরস্ত্র পণ্যপোতকে তাড়া হুড়ো দিতে পারে এবং তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন সরকার হতে সাহায্য পায়; তথাপি সাধারণ গুলি সমস্তই যুদ্ধপোত হতে অনেক তফাৎ। এ সকল জাহাজ প্রায়ই এখন বাষ্পপোত এবং প্রায় এত বৃহৎ ও এত দাম লাগে যে, কোম্পানি ভিন্ন একলার জাহাজ নাই বল্লেই হয়। আমাদের দেশের ও ইউরোপের বাণিজ্যে পি এণ্ড ও কোম্পানি সকলের অপেক্ষা প্রাচীন ও ধনী; তারপর, বি, আই, এস, এন, কোম্পানি; আরও অনেক কোম্পানি আছে। ভিন্ন সরকারের মধ্যে মেসাজারি মারিতীম ফরাসি, অষ্ট্রিয়া লয়েড, জর্ম্মান লয়েড এবং ইতালিয়ান রুবাটিনো কোম্পানি প্রসিদ্ধ। এতন্মধ্যে পি এণ্ড ও কোম্পানির যাত্রী জাহাজ সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ও ক্ষিপ্রগামী, লোকের এই ধারণা। মেসাজারির অন্ন ভোজ্যের বড়ই পারিপাট্য। এবার আমরা যখন আসি, তখন ঐ দুই কোম্পানিই প্লেগের ভয়ে কালা আদমি নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলো। এবং আমাদের সরকারের একটা আইন আছে, যে কোনও কালা আদমি এমিগ্রাণ্ট আফিসের সার্টিফিকেট ভিন্ন বাহিরে না যায়। অর্থাৎ আমি যে স্ব-ইচ্ছায় বিদেশে যাচ্ছি, কেউ আমায় ভুলিয়ে ভালিয়ে কোথাও বেচ্‌বার জন্য বা কুলি করবার জন্য নিয়ে যাচ্ছে না, এইটী তিনি লিখে দিলে তবে জাহাজে আমায় নিলে। এই

"নেটিভ্।"

আইন এতদিন ভদ্রলোকের বিদেশ যাওয়ার পক্ষে নীরব ছিল, এক্ষণে প্লেগের ভয়ে জেগে উঠেছে, অর্থাৎ যে কেউ "নেটিভ্" বাহিরে যাচ্ছে, তা যেন সরকার টের পান। তবে আমরা দেশে শুনি, আমাদের ভেতর অমুক ভদ্র জাত অমুক ছোট জাত। সরকারের কাছে সব নেটিভ্। মহারাজা, রাজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সব এক-জাত—"নেটিভ্"। কুলির আইন কুলির যে পরীক্ষা, তা সকল "নেটিভের জন্য"। ধন্য ইংরেজ সরকার। এক ক্ষণের

জন্যও তোমার কৃপায় সব "নেটিভের" সঙ্গে সমত্ব বোধ কল্লেম। বিশেষ, কায়স্থকুলে এ শরীরের পয়দা হওয়ায়, আমি ত চোর দায়ে ধরা পড়েছি। এখন সকল জাতির মুখে শুন্‌ছি, তাঁরা নাকি পাকা আর্য্য। তবে পরস্পরের মধ্যে মত ভেদ আছে,—কেউ চার পো আর্য্য, কেউ এক ছটাক কম, কেউ আধ কাচ্চা। তবে সকলেই আমাদের পোড়া জাতের চেয়ে বড়, এতে এক-বাক্য। আর শুনি ওঁরা আর ইংরাজরা নাকি এক জাত, মাস্‌তুতো ভাই; ওঁরা কালা আদমি নন্। এদেশে দয়া করে এসেছেন, ইংরেজের মত। আর বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, মূর্ত্তিপূজা, সতীদাহ, জেনানা, পর্দ্দা, ইত্যাদি ইত্যাদি ও সব ওঁদের ধর্ম্মে আদৌ নাই। ও সব ঐ কায়েৎ ফায়েতের বাপ দাদা করেছে। আর ওঁদের ধর্ম্মটা ঠিক ইংরেজদের মত। ওঁদের বাপ দাদা ঠিক ইংরেজদের মত ছিল, কেবল রোদ্দুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কাল হয়ে গেল! এখন এসনা এগিয়ে? সব "নেটিভ", সরকার বল্‌ছেন। ও কালোর মধ্যে আবার এক পোঁচ কম বেশী বোঝা যায় না; সরকার বলছেন,—ও সব "নেটিভ্"। সেজে গুজে বসে থাকলে কি হবে বল? ও টুপি টাপা মাথায় দিয়ে আর কি হবে বল? যত দোষ হিঁদুর ঘাড়ে ফেলে সাহেবের গা ঘেঁসে দাঁড়াতে গেলে, লাথি ঝাঁটার চোটটা বেশী বই কম পড়বে না। ধন্য ইংরেজ-রাজ! তোমার ধনে পুত্রে লক্ষীলাভ ত হয়েছেই, আরও হোক্ আরও হোক্। কপ্‌নি ধুতির টুক্‌রো পরে বাঁচি। তোমার কৃপায় শুধু পায়ে শুধু মাথায় হিল্লি দিল্লি যাই, তোমার দয়ায় হাত চুবড়ে সপাসপ দাল ভাত খাই। দিশি সাহেবিত্ব লুভিয়েছিল আর কি, ভোগা দিয়েছিল আর কি। দিশি কাপড় ছাড়্‌লেই, দিশি ধর্ম্ম ছাড়্‌লেই, দিশি চাল চলন ছাড়্‌লেই, ইংরেজ রাজা মাথায় করে নাকি নাচ্‌বে শুনেছিলুম; কর্‌তেও যাই আর কি, এমন সময় গোরা পায়ের সবুট লাথির হুড়োহুড়ি, চাবুকের সপাসপ,—পালা পালা, সাহেবিতে কায নেই, নেটিভ্ কব্‌লা। "সাধ করে শিখেছিনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত"। ধন্য ইংরাজী সরকার! তোমার "তখত্ তাজ্ অচল রাজধানী" হউক। আর যা কিছু সাহেব হবার সাধ ছিল, মিটিয়ে দিলে

মার্কিন ঠাকুর! দাড়ির জ্বালায় অস্থির, কিন্তু নাপিতের দোকানে ঢোকবামাত্রই বল্লে, "ও চেহারা এখানে চলবে না"। মনে কল্লুম, বুঝি পাগড়ি মাথায়, গেরুয়া রঙের বিচিত্র ধোকড়া মত গায়, অপরূপ দেখে, নাপিতের পছন্দ হল না; তা একটা ইংরাজি কোট আর টোপা কিনে আনি। আনি আর কি—ভাগ্যিস একটি ভদ্র মার্কিনের সঙ্গে দেখা; সে বুঝিয়ে দিলে যে বরং ধোকড়া আছে ভাল, ভদ্রলোকে কিছু বল্বে না, কিন্তু ইউরোপি পোষাক পরলেই মুস্কিল, সকলেই তাড়া দেবে। আরও দু একটা নাপিত ঐ প্রকার রাস্তা দেখিয়ে দিলে। তখন নিজের হাতে কামাতে ধরলুম। ক্ষিদের পেট জ্বলে যায়, খাবার দোকানে গেলুম, "অমুক জিনিষটা দাও"; বল্লে "নেই"। "ঐ যে রয়েছে"; "ওহে বাপু সাদা ভাষা হচ্ছে, তোমার এখানে বসে খাবার জায়গা নেই"। "কেন হে বাপু"? "তোমার সঙ্গে যে খাবে, তার জাত যাবে।" তখন অনেকটা মার্কিন মুলুককে দেশের মত ভাল লাগ্তে লাগ্লো। যাক্ পাপ কালা আর ধলা, আর এই নেটিভের মধ্যে উনি পাঁচ পো আর্য্য রক্ত, উনি চার পো, উনি দেড় ছটাক কম, ইনি আধ ছটাক, আধ কাঁচ্চা বেশী ইত্যাদি। বলে "ছুঁচোর গোলাম চামচিকে তার মাইনে চোদ্দ সিকে।" একটা ডোম বল্তো "আমাদের চেয়ে বড় জাত কি আর দুনিয়ায় আছে? "আমরা হচ্ছি ডম্‌ম্‌ম্!" কিন্তু মজাটা দেখছ? এই জাতের বেশী বিটলামিগুলো—যেখানে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।

(পুনঃ) যাত্রী জাহাজ।

বাষ্পপোত পালপোত অপেক্ষা অনেক বড় হয়। যে সকল বাষ্পপোত আটলাণ্টিক পারাপার করে, তার এক একখান আমাদের এই গোলকোণ্ডা জাহাজের ঠিক দেড়া। যে জাহাজে ক'রে জাপান হতে প্যাসিফিক্ পার হওয়া গিয়েছিলো, তাও ভারি বড় ছিল। খুব বড় জাহাজের মধ্যখানে প্রথম শ্রেণী, দুপাশে খানিকটা জায়গা, তারপর দ্বিতীয় শ্রেণী ও "ষ্টীয়ারেজ" এদিকে ওদিকে। আর এক সীমায় খালাসীদের ও চাকরদের স্থান। "ষ্টীয়ারেজ" যেন তৃতীয় শ্রেণী; তাতে সব খুব গরীব লোক যায়, যারা আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া

প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ কর্তে যাচ্ছে। তাদের থাকবার স্থান অতি সামান্য এবং হাতে হাতে আহার দেয়। যে সকল জাহাজ হিন্দুস্থান ও ইংলণ্ডের মধ্যে যাতায়াত করে, তাহাদের ষ্টীয়ারেজ নাই, তবে ডেক যাত্রী আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে যে খোলা জায়গা, সেই স্থানটায় তারা বসে শুয়ে যায়। তা দূর দূরের যাত্রায় ত একটীও দেখলুম না। কেবল ১৮৯২ খৃঃ অব্দে চীন-দেশে যাবার সময় বম্বে থেকে কতকগুলি চীনি লোক বরাবর হংকং পর্য্যন্ত চেকে গিয়েছিলো।

[ক্রমশঃ।]

রামানুজ চরিত।

শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরাপ্রভাব।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।] [৩৯০ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বাচার্য্যগণের নাম কীর্ত্তন করা হইল। শ্রীবৈষ্ণবগণ ইহাদের অধিকাংশকেই কলির পূর্ব্বে ও আরম্ভকালে অবতীর্ণ বলিয়া স্বীকার করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ শ্রীমন্নারায়ণের মুখপদ্ম হইতে বিনির্গত হইয়া উক্ত গুরুপরম্পরায় ক্রমে উদ্ভাসিত পূর্ব্বক ক্রমে কলিযুগের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা যাহাকে ঐতিহাসিক সময় বলি, যাহা যেদিনমান ঈশার জন্মকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদস্রোত সেই ঐতিহাসিক সময়েও অক্ষুণ্ণভাবে, কখনও গুপ্ত ও কখনও প্রকট হইয়া, উক্ত ক্রম উদ্ভাসিত করিতে করিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহার গতি কখনও কুত্রাপি রুদ্ধ হইবার নহে।

অনুমান তৃতীয় শতশতাব্দীতে ওয়ায়ুর নামক স্থানে তিরুমার্ আলোয়ার্ নামক একজন পরম ভক্ত জন্ম গ্রহণ করেন।

কার্ত্তিকে রোহিণীজাতম্ শ্রীপদং নিচুলাপুরে।
শ্রীবৎসাংশং শার্ঙ্গকেশং মুনিবাহনমাশ্রয়ে॥ ১২॥

কার্ত্তিক মাসের রোহিণী নক্ষত্রে নিচুলাপুরে (ওরায়ুর) তিরুপ্পান্ আলোয়ারের জন্ম। তাঁহার আর একটি নাম মুনিবাহন। তিনি সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিশেষ নিপুণ এবং সুগায়ক ছিলেন। শ্রীহরির শ্রীবৎসাংশে তাঁহার জন্ম। আমি তাঁহার শরণাগত হই।

তিরুপ্পান্ আলোয়ার প্যারেয়া বা চণ্ডালবংশসম্ভূত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বীণাযন্ত্রসহকারে উন্মত্তের ন্যায় শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন করিয়া জীবন যাপন করিতেন। হরিসংকীর্ত্তনে তিনি এরূপ মগ্ন হইয়া পড়িতেন যে, সেই সময় তাঁহার বাহ্য জ্ঞান থাকিত না। একদা শ্রীরঙ্গনাথের সুবিশাল মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী কাবেরীর তীর্থপ্রদেশে একমনে হরিগুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবে এমনি বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান কিছুই ছিল না। সেই সময় মুনিনামা জনৈক শ্রীশ্রীরঙ্গনাথস্বামীর সেবক শ্রীবিগ্রহের অভিষেকার্থ নদী হইতে জল সংগ্রহ করিয়া শ্রীমন্দিরের দিকে যাইবার উপক্রম করিতে গিয়া দেখেন যে, জনৈক চণ্ডালজাতীয় লোক পথমধ্যে বসিয়া বীণা বাজাইতে বাজাইতে যেন নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি তিন চারিবার তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর না পাইয়া পরিশেষে দূর হইতে এক লোষ্ট্র দ্বারা আঘাত করিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন। লোষ্ট্র দ্বারা আহত হইয়া সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক যখন দেখিলেন যে, তিনি শ্রীশ্রীরঙ্গনাথসেবকের পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছেন, তখন আপনাকে সহস্র সহস্র ধিক্কার দিয়া ব্রাহ্মণের নিকট স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে তিনি ভয়কম্পিতকলেবরে তথা হইতে দ্রুতপদসঞ্চারে অপসৃত হইলেন।

এদিকে মুনি শ্রীমন্দিরদ্বারে উপনীত হইয়া দেখেন যে, দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। তিনি একে একে প্রত্যেক সেবকের নাম ধরিয়া দ্বার উন্মোচনের জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই ভিতরে নাই, কে উত্তর দিবে? শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের যাবতীয় সেবক তথায় সমবেত হইলেন। তাঁহারা শ্রীমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইলেন। ভিতরে কেহই নাই, কে দ্বার

রুদ্ধ করিল! ইহা তাঁহারা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। অনেক ক্ষণ কাল অতিবাহিত হইতেছে। তাঁহারা সকলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন! মুনি ভাবিলেন যে, হয়তো তাঁহার কোন বিশেষ অপরাধ হইয়া থাকিবে, সেই জন্যই শ্রীশ্রীরঙ্গনাথ স্বয়ং দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রবেশ একবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রভুর সমক্ষে যুক্তকরে অপরাধ ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন দিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। বলিতে লাগিলেন "হে প্রভো! কি অপরাধ হইয়াছে, দাসকে বলুন। আমি যথাসাধ্য তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব।" এইরূপে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতে করিতে মুনি শুনিতে পাইলেন, যেন ভিতর হইতে কে বলিতেছে, "মুনি! তুমি আজ আমায় লোষ্ট্রাঘাত করিয়াছ বলিয়া, আমি তোমায় আর আমার কাছে আসিতে দিব না।" তাহাতে মুনি কহিলেন, "হে প্রভো! কখন্ আমি আপনাকে লোষ্ট্র প্রহার করিয়াছি?" ভিতর হইতে উত্তর আসিল, "কাবেরী তীর্থে যে মহাপুরুষ বীণাহস্তে বসিয়া আমার নামসংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, তিনি আমার দ্বিতীয় বিগ্রহ। যদি তুমি তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া আমার মন্দির প্রদক্ষিণ কর, তাহা হইলে মন্দির দ্বার উন্মুক্ত করিব, নতুবা নহে।" এই অশরীরী বাণী শুনিবামাত্র উন্মত্তের ন্যায় মুনি কাবেরীতীর্থের দিকে ধাবমান হইলেন। তথায় তিরুপ্পান আলোয়ারকে দেখিয়া ভক্তিনম্রহৃদয়ে যুক্তকরে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন। তিরুপ্পান ভয়ে দূরে পলায়ন পূর্ব্বক যোড়হস্তে অনুনয়সহকারে ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "হে প্রভো! আমি অতি হীন চণ্ডাল। সত্য বটে, আমি অপরাধ করিয়াছি। সুতরাং দূর হইতে লোষ্ট্রাদি দ্বারা আমার শাস্তি বিধান করুন। চণ্ডালকে স্পর্শ করিয়া আপনার পবিত্র দেহকে কলঙ্কিত করিবেন না।" তাঁহার বাক্য শেষ হইতে না হইতে মুনি আসিয়া সবেগে তাঁহাকে ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় স্কন্ধে আরোহণ করাইলেন এবং সেই অবস্থায় শ্রীরঙ্গনাথের সপ্ত প্রাকারবিশিষ্ট সমুদয় মন্দিরটী প্রদক্ষিণ করিলেন। তদবধি তিরুপ্পান আলোয়ারের নাম মুনিবাহন হইল।

তাহার পর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দিতে তিরুমঙ্গই আলোয়ারের জন্ম হয়।

কার্ত্তিকে কৃত্তিকাজাতং চতুষ্কবিশিখামণিম্।
ষট্প্রবন্ধকৃতং শার্ঙ্গমূর্ত্তিং কালীমনাশ্রয়ে ॥ ১৩ ॥

কার্ত্তিক মাসে কৃত্তিকা নক্ষত্রে যে কালিয়ন্ নামক মহাপুরুষ (তিরুমঙ্গই-য়ের আর একটী নাম) শ্রীবিষ্ণুর শার্ঙ্গধনুর অংশে জন্ম গ্রহণ করেন, যিনি চারিজন সুচতুর সিদ্ধ পুরুষের চূড়ামণিস্বরূপ ছিলেন, যিনি ছয়টী প্রবন্ধের রচনাকর্ত্তা, আমি তাঁহার শরণাগত হই।

তিরুমঙ্গই পরম ভক্ত ছিলেন। যৌবন হইতেই তীর্থপর্য্যটনপূর্ব্বক দেব দেবীর মন্দির সন্দর্শন করা তাঁহার পরম প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইত। তিনি স্বভাবতঃই প্রতিভাশালী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুকবি সেই সময়ে কেহই ছিল না, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তীর্থপর্য্যটনকালে চারিজন সিদ্ধ পুরুষ তদীয় মহিমায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও তদবধি তাঁহার অনুচর হইয়া, তৎসহ নানাদেশে পর্য্যটন করিতে থাকেন। প্রথম শিষ্যের নাম 'তোলা বক্কন্' অর্থাৎ 'তার্কিকশিরোমণি।' তর্কে কেহ তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না বলিয়া তাঁহার উক্ত নাম হইয়াছে। দ্বিতীয় শিষ্যের নাম "তাড়্ উধান্" অর্থাৎ "দ্বার উদ্ঘাটক"। তিনি কুঞ্চিকার সাহায্য ব্যতিরেকে কেবলমাত্র ফুৎকার দ্বারা সর্ব্ববিধ তালা খুলিয়া ফেলিতেন বলিয়া তাঁহার ঐ নাম হইয়াছে। তৃতীয় শিষ্যের নাম "নেড়েলাই মেরিয়ান্" অর্থাৎ "ছায়াগ্রাহ"। ইনি যাহার ছায়া পদদ্বারা স্পর্শ করিতেন, তাঁহার গতিরোধ হইয়া যাইত। এই জন্য ইহার উক্ত নাম। চতুর্থ শিষ্যের নাম "নীরমেল্ নড়প্পান্" অর্থাৎ "জলোপরিচর।" ইনি স্থলের ন্যায় জলের উপরও ভ্রমণ করিতে পারিতেন বলিয়া ইঁহার উক্ত নাম হইয়াছে। এই চারিজন শিষ্যসমভিব্যাহারে নানা তীর্থস্থান দর্শন করিয়া তিরুমঙ্গই কাবেরীর শাখাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইলেন। সেই সময় উক্ত মন্দির ভগ্নপ্রায়, অতি ক্ষুদ্র এবং চর্ম্মচটীকুলের নিবাসভূমি ছিল। সেবক দিনান্তে একবার আসিয়া কিঞ্চিৎ ফুল ও জল শ্রীবিগ্রহে অর্পণপূর্ব্বক

বৃক্ষ গুল্মাদির ভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিত। স্থানটি বনে ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। শ্রীরঙ্গনাথের এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে তদীয় শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ-বাসনা প্রবলরূপে জাগিয়া উঠিল। কিরূপে শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হবে, এই চিন্তাই তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিয়া রহিল। আপনি নিঃস্ব। কোথা হইতে অর্থসংগ্রহ করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। পরে চারিজন শিষ্যের সহিত যুক্তি করিয়া দেশে দেশে ধনীগণের নিকট ভিক্ষা পূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যেখানে কোনও ধনীর নাম শুনিতেন, সেই স্থানেই গিয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত পূর্ব্বক, তাঁহার নিকট অর্থপ্রার্থনা করিতেন। কিন্তু অর্থগৃধ্নু ধনিক-মণ্ডলী কেহই তাঁহাকে এক কপর্দ্দকও প্রদান করিল না। পরন্তু তাঁহাকে তস্কর প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া আপনাদের ক্ষুদ্র ও নাস্তিক হৃদয়ের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইল না।

পরমভক্ত তিরুমঙ্গই ধনিকগণের নিন্দাবাদে কিছু ক্ষুব্ধ হইলেন না। কিন্তু জগৎপিতা জগদীশ্বর বনমধ্যে এক প্রকার সেবাদিশূন্য হইয়া বৃক্ষ গুল্মাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত হওতঃ স্বীয় সন্তানগণের অনবধানতাপ্রযুক্ত একপার্শ্বে সাতিশয় দুরবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন, এই ভাবনা তাঁহার হৃদয়ে শেলস্বরূপ হইয়া সাতিশয় যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠিল। কোমল মৃদ্ভাণ্ড যেমন অগ্নিসংযোগে কঠিনতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তাঁহার স্বভাব-কোমল হৃদয় ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বজ্রের ন্যায় কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। চারিজন শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎসগণ! দেখিলে ত ধনিকদিগের ভগবদ্ভক্তি? উহাদিগের হৃদয়ে কখনও হরিপ্রেম প্রবাহিত হইবে না। উহারা চিরকালই নাস্তিক ও পাষণ্ডস্বরূপ থাকিবে। এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? শ্রীরঙ্গনাথজীউকে এইরূপ দুরবস্থায় রাখিয়া উক্ত পাষণ্ডগণের পদলেহন করা ভাল, না সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ নিখিলৈকশরণ জগদীশ্বরের অনুরূপ, অদ্বিতীয়, বিপুল শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উক্ত পাষণ্ডগণকে পদদলিত করা ভাল?" শিষ্যগণ কহিলেন, "পাষণ্ডসেবাপেক্ষা ভগবৎসেবা সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন।" ইহা শুনিয়া গুরু কহিলেন, "তবে প্রস্তুত হও। অদ্য হইতে

নিষ্ঠুরহৃদয়, অর্থগৃধ্নু ধনিকবর্গের যাবতীয় অর্থ যাহাতে শ্রীমন্দির-পরিনির্মাণে ব্যয়িত হইতে পারে, সেই বিষয়ে যত্ন কর। স্বভাবনিষ্ঠুর ধনী অন্যের মুখ হইতে অন্নগ্রাস কাড়িয়া লইয়া আপনার কোষপুষ্ট করিয়েছে। দরিদ্রগণ অন্নাভাবে অতিকষ্টে দিন যাপন করিতেছে। আইস, আমরা সেই ধন বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া শ্রীমন্দিরনির্ম্মাণে ও দরিদ্রপালনে ব্যয়িত করি।" শিষ্যগণ কহিলেন, "প্রভুর যাহা অনুমতি, আমরা তাহাই করিতে প্রস্তুত।"

তোরা বড়্ক্রন্ কহিলেন "হে প্রভো। তর্কে আমাকে কেহ পরাস্ত করিতে সমর্থ নহে। তর্কজালে জড়িত করিয়া যখন আমি ধনী ও তৎপার্শ্বদ্বর্গকে অন্য সর্ব্ববিষয়ে অনবহিত করিব, সেই সময় আপনি অনায়াসে আপনার দলবল সঙ্গে তাহার যাবতীয় ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে পারেন"।

তাড়্দুয়ান্ কহিলেন, "হে প্রভো! দ্বার সুদৃঢ়ভাবে রুদ্ধ থাকুক না কেন, আমি ফুৎকার দ্বারা তাহা মুক্ত করিতে পারি। ধনিগণের কোষাগার আমার নিকট সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। আমার সাহায্যে আপনি যথেচ্ছা রত্ন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন।"

নেড়েলাই মেরিয়ান কহিলেন, "হে প্রভো! আমি যাহার ছায়া পদদ্বারা স্পর্শ করিব, তাহার গতিশক্তি রুদ্ধ হইয়া যাইবে। অতএব ধনশালী পথিকের যাবতীয় ধন, আমার সাহায্যে অদ্য হইতে আপনার হইল।

নীরমেল মড়্প্লান্ কহিলেন, হে প্রভো! পরিখাবেষ্টিত রাজপুরী আমার নিকট সর্ব্বদাই উন্মুক্ত, কারণ আমি জলের উপর দিয়া অনায়াসেই গমন করিতে পারি। অতএব অদ্য হইতে রাজগণের যাবতীয় ধন আপনার।

তিরুমঙ্গই শিষ্যগণের এই অদ্ভুত শক্তির কথা শুনিয়া সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন। অনতিবিলম্বে তিনি একটী বৃহৎ দস্যুদলের অধিনেতা হইলেন; এবং শিষ্যচতুষ্টয়ের সাহায্যে অসংখ্য রত্নরাশি প্রতিদিনই গোপনে কোনও গুপ্তস্থানে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে লাগিলেন।

[ক্রমশঃ।]

আমার

তিব্বত ভ্রমণের

আর এক পরিচ্ছেদ।

স্বামী অখণ্ডানন্দ।] [৫০২ পৃষ্ঠার পর।

মনে করিয়াছিলাম, 'আমার তিব্বত ভ্রমণের এক পরিচ্ছেদ' এক পরিচ্ছেদেই শেষ করিব। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের অনুমতি লঙ্ঘন করিতে সাহসী না হওয়ায় উহার পরিশিষ্টস্বরূপ গুটিকতক কথা বলিয়া পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। পাঠকবর্গের সহিত ছাংরু হইতে বিদায় লইয়াছি—এই ছাংরুতে ৩।৪ দিন কাটিল। পাধান মাঝে মাঝে আসেন, খবর নেন। তিনি বলিলেন, আপনারা একটু আগে যান, আমি শীঘ্রই আপনাদের গিয়া ধরিব। আমরা মনে করিলাম, পাধানের সঙ্গে যাওয়াই ভাল। সুতরাং রহিয়া গেলাম।

ইতিমধ্যে দুই একটী ঘটনা ঘটিত, তাহাতে আমাদের বড় কৌতূহল ও আমোদ বোধ হইত, কারণ তাহাতে ভুটিয়াদের আচার ব্যবহার জানিবার কতক সাহায্য হইত। একদিন ২০।২৫টী ছোট বড় মাঝারী বালিকা যুবতী আসিয়া উপস্থিত। তারা হাত দেখাইতে চায়। এই এক আমাদের দেশের—শুধু আমাদের দেশের কেন—অনেক দেশেরই লোকের বিশ্বাস—হাতে ফলাফল সব লেখা আছে। কে জানে, ইহার মধ্যে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত আছে কি না। আমরা কেহই হাত দেখিতে জানিতাম না, সুতরাং কি করিয়া হাত দেখিব? আমাদের আলেখিয়াবন্ধুগণ আমাকে দেখাইয়া বলিতে লাগিল, এই ব্রহ্মচারীজী মঙ্গল জানেন। এইরূপে খানিক রহস্য করিয়া পশ্চাৎ বলিতে লাগিল—যদি গাঁজা আনিতে পার, তবে হাত দেখিব। তারা প্রথমে বলিল, গাঁজা কোথা পাইব। এইরূপে অনেকবার অস্বীকার করার পর তারা কেহ কেহ কিছু কিছু গাঁজা আনিয়া দিল, তখন আলেখিয়াবন্ধুগণ স্বার্থসিদ্ধি

করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা কি স্ত্রীলোকের অঙ্গ স্পর্শ করি যে, তোমাদের হাত দেখিব ? এইরূপে তাহারা তাহাদিগকে তাড়াইল।

আর এক দিনের কথা—একটা লোক আসিয়া নানাবিধ কথা কহিতেছে। জিজ্ঞাসিতেছে,তোমরা কে ? তোমাদের বাড়ী কোথা ? তোমাদের বাপ মা কে ?—সাতগুষ্টির খবর। সাধুরে ওসব বলিতে নাই, কাযেই বলিতেছি না। সে ব্যক্তি শেষে একটু চটিয়া বলিতে লাগিল, তোমরা ইংরাজের চর—তিব্বতীয়েরা তোমাদিগকে বধ করিবে। এইরূপে নানাপ্রকারে বিরক্ত করিতেছে, আমাদের মধ্যে একজন বিরক্ত হইয়া তাহাকে বলিল—দেখ, অমন কর্‌ত, তোমাকে, তোমার স্ত্রীকে ও তোমার পরিবারস্থ সকলকে যাদু করিয়া ফেলিব। একথা শুনিয়া সে যেন একটু রাগিয়া গজ্‌ গজ্‌ করিতে করিতে চলিয়া গেল। আমরা মনে করিলাম, বুঝি খুব রাগ করিয়াছে। খানিকক্ষণ বাদে দেখি, সে লোকটা তার স্ত্রীর সঙ্গে আসিয়া হাজির। হাতে খানিক গাজা। অতি কাতরস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিল, যেন তাহার পরিবারের ভিতর কাহাকেও যাদু করা না হয়। আমরা মনে মনে হাসিয়া অস্থির। বাঙ্গালীরা যাদু জানে! যাদু সংসারের সকলেই জানে! বল, বুদ্ধি বা ধর্ম কোন বিষয়ে চমকিয়া দিতে পারিলেই যাদু করিতে পারা যায়।

আর হাংকতে থাকিবার আবশ্যক নাই। সময়—গত বৎসর জুলাই মাসের প্রথম। পাথান তার সব খচ্চরা ও লোকজন আগে প্রেরণ করিল। খচ্চরা বড় ধীরে ধীরে চলে কিনা! পাথান ঘোড়ায় যাইবে—আমাদের একদিন আগে যাইতে বলিল। আমরা কাযে কাযেই সব জিনিষ পত্র দাওয়া সিংএর ঘাড়ে চাপাইয়া ধীরে ধীরে চলিলাম। এইবারে পথ বড় কঠিন। চড়াই ওৎরাই ত আছেই—তার উপর পথ অতি কদর্য্য,—পথ নাই বলিলেই চলে। অতি কষ্টে সৃষ্টে চলিতে হয়। আবার এমন মুস্কিল যে, প্রায় সব স্থানেই পথ খদের দিকে ঢালু হইয়া গিয়াছে। এক এক স্থানে এত সরু যে, মনে হয় খদে পড়িয়া গেলাম। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে চলিতে হইতেছে। কোথায় একেবারে পথ নাই, একটা গাছ ডিঙ্গাইয়াই বা যাইতে হইল। কোথাও বহু বিস্তৃত শিলাখণ্ড

সকল, কোথাও বা নীচে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্যনদী খরবেগে প্রবাহিত হইয়া যুগপৎ ভয় বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। এখনও বরফের কোন চিহ্ন নাই। কোথাও কচিৎ এক আধজন লোক খচ্চরা লইয়া যাইতেছে। পথ একরূপ জনশূন্য বলাই বাহুল্য। এই জনশূন্য পথে আমরা পাঁচ জনে অপেক্ষাকৃত অগ্র পশ্চাৎ চলিয়াছি। পথে একজন লোক অযাচিত হইয়াই কিছু ছাতু দিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এদেশের আহারই একরূপ ছাতু ও চা। সেই ছাতু কিঞ্চিৎ লবণ-সংযোগে খাওয়া গেল। এখন তাহাই অমৃত। বহুক্ষণ চলার পর, প্রায় বোধ হয়, ১২টার সময় (প্রাতে বাহির হইয়াছিলাম) পাথানের কথিত টিকড় গ্রামে পঁহুছিলাম। গ্রামটী অবশ্যই খুব ছোট—ভুটিয়াদের বাস। সেই স্থানে গিয়া থাকিবার একটু স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। সব বাড়ীর লোক বলে, পাথানের বাড়ী যাও। আবার কেহ বলিল, পাথান এখন গ্রামে নাই। মোট কথা কেহই স্থান দিল না। সাধারণতঃ, আতিথেয় হইলেও সকলে সমান হয় না। গ্রামের দুই চারিটী বৃদ্ধ গ্রামটীর একটু বাহির দিকে আমাদিগকে লইয়া আসিয়া একটী চালা দেখাইয়া দিয়া বলিল, এইটী আমাদের দেবস্থান, এই খানে থাক। আমরা তাহাদের পরামর্শ মন্দ ভাবিলাম না। বেশ প্রশস্ত জায়গা ঝাঁকোর। সেই স্থানটী যথাযথ পরিষ্কার করিয়া সকলে আপনাপন আসন রচনা করিলাম।

দেব-স্থানটীর একটু বর্ণনা করি। একধারে খোলা একখানা চালা, বাহিরে একটা লম্বা বাঁশ খাটানো তাহার উপর নানা রঙ্গের লম্বা লাল সাদা নেকড়া ঝুলান রহিয়াছে। ভিতরের এক অংশ অপর অংশ হইতে পৃথক্ করিয়া নির্ম্মিত। মেঝের ছোট কালিটা যেন দেবতার উদ্দেশেই বিশেষভাবে উৎসর্গীকৃত। দেবতা একটী লম্বা বাঁশ কাটা, তার উপর দিকে একটী ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড cross-wise লাগান। এই দেবতাকে লইয়া আমাদিগকে বড় বিব্রত হইতে হইয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি।

প্রথমেই বিছানার পোষাক চাই। যদিও গুড় পাপড়ি আছে, তথাপি নিতান্ত আবশ্যক না হইলে তাহা খরচ করিব না, কারণ কতদিন যে যাইতে

আনিতে লাগিবে, তাহার ত কিছু স্থির নাই। কাযেই আমাদের দাওয়া সিংকে গ্রামে পাঠাইলাম। বলিয়া দিলাম যাহা পারিস্, লইয়া আয়। সে গিয়া অনেক কষ্টে কিছু ময়দা সংগ্রহ করিল। আমাদের আলেখিয়াবন্ধুগণ অন্য কিছু না পাইলে নানা প্রকার বন্য শাক সংগ্রহ করিয়া ভোজন করিত; বহু প্রকার শাক খাইত, তন্মধ্যে ফাকর নামক শাক অপেক্ষাকৃত ভাল। আজ তাহারা বলিল, আপনাদিগকে বিছুটি শাক খাওয়াইব। এখানকার বিছুটি কিছু বড় বড়, তাহাই একরূপ রন্ধন করিল। বলা বাহুল্য, খাইতে উহা বড় ভাল লাগিল না। জ্বালানি কাঠ বড় পাওয়া যায় না। তবে একজন ভুটিয়া অনেক পরিমাণে শুষ্ক কাঁটা গাছ ও কিছু কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল। আলেখিয়ারা নিজেদের কাছে কিছু কিছু নানা রকম জিনিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিত। হয়ত চাট্রি ডাল, অথবা ছাতু অথবা ময়দা কিম্বা একটু নুন কি কোন রকম মশলা প্রভৃতি। এই সকল এখন অনেক কাযে লাগিয়া গেল। একরূপ খাওয়া হইল। রাত্রে ধুনি জ্বালা হইল। বড় ঠাণ্ডা—রাত্রে যা কিছু জামা কি গায়ের কাপড় ছিল, তার উপর ধুনির উত্তাপ—তাতে পথক্লেশ—আরামে নিদ্রাদেবীর সেবা করা গেল।

প্রাতে উঠিয়া আবার আহারাদির আয়োজন, রুটি তৈয়ারী হইতেছে; আমাদের দাওয়া সিং আর তিন চারিজন গ্রামবাসী আসিয়া তাস খেলা আরম্ভ করিয়াছে। আমরা ধুনির পাশে বসিয়া রুটি সেকা দেখিতেছি ও নানাবিধ কথা কহিতেছি, এমন সময়ে এক ব্যক্তি—যুবক—নিজের সম্মুখদেশে প্রস্তরখণ্ড সকল সজোরে নিক্ষেপ করিতে করিতে আসিয়া হাজির। কি ব্যাপার? আকার যেন কত বোতল মদ খাইলে হয়, সেইরূপ। প্রথমে আসিয়াই খেলার উপকরণ একধারে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তারপর প্রত্যেক বালককে তুলিয়া তুলিয়া ঠেলিয়া ফেলিতে লাগিল। প্রথম মনে করিলাম এই ব্যক্তি বুঝি ইহাদের আত্মীয়। চাসবাস কি কোন গৃহকর্ম না করিয়া বসিয়া তাস খেলিতেছে, তজ্জন্য বিরক্ত। কিন্তু পরিশেষে অন্যরূপ বোধ হইতে লাগিল। আমাদের দাওয়া সিংএর এক আধখানা ছাল ও অন্যান্য জিনিষ

সামনে ছিল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। আমার জুতো জোড়াটী—কি দৈবের চক্র—এই যে স্থানটী দেবতার স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, সেই দিকে ছিল; তাহাও ছুঁড়িয়া একবারে টানিয়া ফেলিল। তখন ক্রমশঃ অনুমান হইতে লাগিল, লোকটা হয়ত পাগল, নয়ত মাথা ভয়ানক গরম হইয়াছে। আবার পাথর ছুঁড়িতেছে, সৌভাগ্যক্রমে কাহার দিকে নহে। ক্রমশঃ সেই দেবস্থানটার উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিল। কখন প্রণাম করিতেছে, কখন উঠিতেছে, নানারূপ ভাবভঙ্গী! এদিকে গ্রামবাসীগণ ক্রমশঃ আসিয়া জুটিতেছে। ক্রমশঃ অনুমান হইল, ইহাকে দেবতা ভর করিয়াছে। অনেকগুলি লোক জমিয়াছে। ক্রমশঃ দেবতা উঠিয়া মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে গানের সুরে 'তোম্ লোককো হিঁয়া রহনেকো কোন্ হুকুম দিয়া, কোন্ হুকুম দিয়া' এইরূপ বারবার চীৎকার করিতে লাগিল। মঙ্গলপুরী আমাদের দিক্ হইতে হিন্দীতে উত্তর করিতে লাগিল। দেবতার এই কয়েকটী অনুযোগ. (১) এখানে কাহার হুকুমে আমরা অবস্থান করিতেছি? (২) এখানে গাঁজা খাওয়া হইয়াছে কেন? (আলেখিয়াগণ গঞ্জিকাদেবীর সেবা চূড়ান্ত রূপেই করিয়াছিলেন।) (৩) এখানে জুয়াখেলা হইতেছে কেন? (উহারা বাজি রাখিয়া খেলিতেছিল কি না, আমরা লক্ষ্য করি নাই।) প্রথম প্রশ্নটী বারবার জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল।

মঙ্গলপুরী।—আমরা গ্রামবাসীর হুকুমে এখানে রহিয়াছি।

দেবতা।—(গ্রামবাসীদিগের দিকে সক্রোধদৃষ্টিতে) কাহারা হুকুম দিয়াছিল, নাম কর ত?

ম।—আমরা এখানে নূতন আসিয়াছি, কাহারও নাম জানি না।

দে।—তোমাদের কোন্ দেবতা?

ম।—দেবতা ত সবই এক।

দে।—না, তোমাদের দেবতা ও আমাদের দেবতা পৃথক্।

আবার মাঝে মাঝে গড়াগড়ি, প্রণাম—পাথর ছোঁড়া প্রভৃতি। আমাদের আলেখিয়ারা ভরসা দিতেছে, যদি আমাদের কাছে আসে, ত তাহাদের চিমটা

যাহা তাহাকে উত্তম মধ্যম শিক্ষা দিবে। তাহাদেরও কিন্তু ভিতরে ভয় হইয়াছিল। কারণ, গ্রামবাসীরা অবশ্যই দেবতার পক্ষ হইবে। সৌভাগ্যক্রমে দেবতা কিন্তু কাছে আসিতেছে না, কিন্তু এমন পাথর ছুঁড়িতেছে যে, প্রতি মুহূর্ত্তে ভয় হইতেছে, বুঝি গায়ে পাথর লাগিল। এমন সময় একজন গ্রামবাসী আসিয়া আমাদের উনান হইতে ছাই লইয়া তাহার গায়ে মন্ত্র পড়িয়া পড়িয়া দিতে লাগিল। মাঝে মাঝে একটু শান্ত হয়, আবার ঝিঁকি মারিয়া উঠে। শেষে তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল। সব কথা ভাল স্মরণ নাই। কেবল একটি কথা মনে আছে।

দেবতা।—এ কাহার রাজ্য ?

গ্রামবাসী।—এ লাসার রাজা।

ইতিমধ্যে মহাজনতা হইয়াছে। গ্রামবাসী সব ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অভূতপূর্ব্ব ঘটনা দেখিয়া আমরা স্তব্ধ। দেবতার জন্ত কিছু ভয় নাই। তবে প্রস্তর-খণ্ড যদি গায়ে লাগে, এই জন্ত ভয় হইতেছে, ইতিমধ্যে আর এক কাণ্ড। আর এক ব্যক্তি এইরূপে আবিষ্ট হইয়া হাজির। সে ত আসিয়াই বলপূর্ব্বক এ ব্যক্তির বুকের উপর বসিয়া জোর করিয়া উহাকে হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে গ্রামের দিকে লইয়া গেল। ইতিমধ্যে আমাদের রুটি সেঁকা চলিতেছে। প্রায় শেষ হইল। গ্রামবাসী প্রায় সব চলিয়া গেল। দুচারিজন বৃদ্ধ আমাদিগকে শীঘ্র এস্থান পরিত্যাগের পরামর্শ দিল। আমরাও সেই রুটিগুলি খাইয়া পাথানের জন্ত প্রতীক্ষা করিতে করিতে দেখিলাম, দূরে পাথানের ঘোড়া দেখা যাইতেছে। পাথান আসিয়া উপস্থিত হইল, আমরাও তথা হইতে রওনা হইলাম।

আবার চলিতে লাগিলাম। উপস্থিত দেবতার বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। পাথান বলিল, এ কিছু নয়, অজ্ঞ লোকের কুসংস্কার। যাহাই হউক, আমরা এ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্ত কি করিব? মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত করুন। কিন্তু আলমোড়ায় আর একবার এইরূপ একটী ঘটনা দেখিয়াছিলাম। তাহাতে যে লোকটীর উপর ভর হইয়াছিল, তাহাকে

যে পাইতেছে, সেই মারিতেছে। আমাদের মধ্যে একজন গিয়া তবে ছাড়াইয়া দেয়। শুনিলাম—এরূপ দেবতা (বা ভূত, কারণ, দেবতা বা ভূতে ইহারা প্রভেদ করে না।) ভর অনেককেই করিয়া থাকে। অনেকস্থলে এরূপ আবিষ্ট ব্যক্তিকে উত্তপ্ত লৌহ স্পর্শ করাইলেও কিছু কষ্ট বোধ করে না, বা তাহাদের গায়ে কোন দাগ হয় না, ইহা আমি বিশ্বাসযোগ্য স্থল হইতে শুনিয়াছি। কিন্তু কোন কোন স্থলে এইরূপ অবস্থায় গরমলৌহস্পর্শ কাহারও কাহারও মৃত্যুরও কারণ হইয়াছে, শুনিয়াছি। যাহা হউক, ভূতের কথা আর বাড়াইয়া কাজ নাই।

[ক্রমশঃ।]

ঝালোয়ার দুহিতা।

[কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ।]

[৪৯৭ পৃষ্ঠার পর

যুবক বলিল, তুমি যে কার্য্য আদেশ করিবে, তাহা বিনা অর্থে সাধন করিব। তুমি বল তোমার নূতন ভাবের কারণ কি?

যুবরাজ প্রত্যুত্তর করিল, "তোমার কোন ভুল হয় নাই, তুমি যথার্থই নরঘাতীর চিহ্ন আমার মুখে দেখিয়াছিলে, যথার্থই একজনের প্রাণবধের নিমিত্ত বক্তার অনুসন্ধানে যাই, এখন তাহারই প্রাণরক্ষার নিমিত্ত তোমায় অনুরোধ করিতেছি, কিন্তু কেন? এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি, তাহা আমি আপনি বুঝিতেছি না,—তোমায় বলিব কি? যদি বুঝিতে পার, বোঝ,—আমি তোমায় সরল কথা বলিলাম।" ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্র পিতৃবিয়োগে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া নারী জীবনের সার বস্তু বুঝিয়াছিলাম। ঐ সময় পিঙ্গলা আমার চক্ষে পড়ে। পিঙ্গলাকে বশ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া তাহাকে [illegible] শিখিয়া দিলাম। বুঝিতে পারিলাম, সে বক্তার অনুরাগিণী। অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে অনুরাগ ঘুচাইতে পারিলাম না। অকস্মাৎ একদিন দেখি, পিঙ্গলা কোথা হইতে একটা রোগী কুড়াইয়া আনিয়াছে।

রুগ্ন শয্যায় বসিয়া কাঁদে, শুশ্রূষা করে। বক্সার নামও আর মুখে আনে না। আমায় স্পষ্ট বলে, মিনতি করে, যে সে রোগীর পদে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে। আশ্চর্য্য কথা, সে বলে, তাহাকে চায় না, কেবল সে প্রাণে বাঁচুক, এই মাত্র তাহার কামনা। আমায় যথেষ্ট আদর করে, যেরূপে আমার মনস্তুষ্টি করিতে পারে, তাহার চেষ্টা পায়। কিন্তু তাহা দিন দিন আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। আর আমার সঙ্কল্প ছিল, বক্সার ঈর্ষা উদ্রেক করিয়া, বক্সার দ্বারায় রোগীর প্রাণবধ করিব। বক্সাকে না পাইয়া পিঙ্গলার ঘরে আসিয়া দেখি, বক্সা তাহার সঙ্গী অন্ধা, আর একটী দেবী মূর্ত্তি রমণী, এই মাত্র ঘটনা। কিন্তু এখন আর রোগীর প্রাণবধ করিতে চাই না। রোগী যাহাতে আরাম হয়, তাহাই আমার চেষ্টা। যদি তুমি আরাম করিতে পার, প্রচুর অর্থ দিব।

কসাই বলিল, "আচ্ছা যাও, কাল বলিব। তোমার ত এইখানেই দেখা পাইব?" সুরদাস বলিল, "বলিতে পারি না, আর হেতা আসিব কি না, জানি না; আমার নাম সুরদাস, বড় চকের ধারে বাড়ী। তথায় জিজ্ঞাসা করিলেই, আমার বাড়ী সকলে বলিয়া দিবে।" সুরদাস চলিয়া গেল। সুজন একবার ভাবিল, এই নূতন সুন্দরী—যাহাকে দেখিয়াছে, তাহার রূপে আসক্ত হইয়াছে। আবার ভাবিল,—না,—চলিয়া গেল কেন? পূর্ব্ব প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রাণ বাঁচাইতে চায় কেন? না, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। সুজন সেইস্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। পিঙ্গলার বাড়ী হইতে অন্ধা বক্সার সহিত মীরা বাহিরে আসিলেন। সুজন দেখিল,—স্থিরনেত্রে মীরার মুখপানে চাহিয়া রহিল। বক্সা বলিয়া উঠিল, "এই যে সুজন!" সুজনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওরে ওরে তুই ত অনেক ঔষধ জানিস্, একটা রোগী আরাম করিতে পারিবি?" সুজন মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া আছে। বক্সা বলিল, "ওরে ওরে কথা কস্‌নে কেন?" চমকিয়া সুজন জিজ্ঞাসা করিল, "বক্সা, এ মাগী কে-রে?" বক্সা উত্তর করিল, "হরিবোলা মাগী, জানিস্ নি?" সুজন মীরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে"? মীরা উত্তর করিলেন, "আমি তোমার মা।" সুজন বলিল, "সত্যি"?

মীরা। হ্যাঁ।

সুজন। বক্সা কাকে আরাম করিতে বলে, আরাম করিব কি?

মীরা। যদি কৃষ্ণের ইচ্ছা হয়, আরাম কর।

সুজন। তোর কি ইচ্ছা বল্?

মীরা। আমি তাঁর দাসী, আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই।

সুজন। আচ্ছা। বক্সা আয়, রোগী কোথা দেখাইবি চল।

বক্সার সহিত সুজন পিঙ্গলার গৃহে গেল। এদিকে সসম্ভ্রমে রাজদূত আসিয়া মীরাকে বলিল, "মহারাণা আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধ, কৃপা করিয়া একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।"

মীরা বলিলেন, "অন্ধা তুমি এখন যাও, আমি রাজদরশনে চলিলাম"। অন্ধা যাইতে চায় না। তাহার মহা ভয় উপস্থিত,—রাণা, মীরার প্রাণবধ করিবেন। মীরা আবার বলিলেন, "যাও, কৃষ্ণ আমার সঙ্গে আছেন"।

অন্ধা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। রাজ-শিবিকা পশ্চাৎ আসিতে লাগিল, পদব্রজে মীরা চলিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

চিকিৎসা-বিদ্যায় সুজন সুদক্ষ। সে পিঙ্গলার নিকট রোগীর যে বিষয় যাহা শুনিয়াছিল, তাহাতে স্থির করিয়াছে, এমন বিকার, ঔষধে বিশেষ উপকার হইবে না। সকলকে রোগীর গৃহ হইতে বাহিরে পাঠাইয়া, রোগীকে বলিতে লাগিল, "যে কার্য্যের নিমিত্ত বৈরাগীর ভেক ধরিয়াছিলে, শ্বাপদপূর্ণ কাননে প্রবেশ করিয়াছিলে, মুমূর্ষু অবস্থায় বনে পতিত, বেশ্যা দ্বারা রক্ষিত, রুগ্ন শয্যায় মুমূর্ষু, চিররোগী হইয়া পড়িয়া থাকিলে কি সে কার্য্য উদ্ধার হইবে? উৎসাহ ব্যতীত কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না। সবল হইবার চেষ্টা কর। একটু একটু আহার কর, একটু একটু করিয়া বেড়াও, তোমার আর রোগ নাই, কেবল কাহিল আছ"।

উৎসাহবাক্যে বীরেন্দ্র সিংহ উৎসাহিত হইল। উৎসাহে উঠিতে যায়, সুজন ধরিল, বলিল, "অত নয়, ক্রমে। ক্ষীণদেহে অত সহিবে না, ক্রমে।"

ক্রমে সুজনের চিকিৎসায় বীরেন্দ্র সিংহ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। পর্বতচ্যুত হইয়া বনমধ্যে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়াছিল, পিঙ্গলা গৃহে আনিয়া আশ্রয় দিয়াছে, বীরেন্দ্র এখন অবগত। পিঙ্গলার যত্নে প্রাণদান পাইয়াছে, তাহাও বুঝিয়াছে। পিঙ্গলাকে বলিল, "তুমি আমার জীবনদাত্রী, আমি রাজপুত্র, তুমি কি চাও?" পিঙ্গলা উত্তর করিল, "কিছু না, যদি আরোগ্য হইয়া থাক, স্বদেশে ফিরিয়া যাও।" বীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কিছুই চাও না? শুনিয়াছি তুমি বেশ্যা, অর্থের নিমিত্ত দেহ বিক্রয় কর, যত অর্থ চাও দিব।" পিঙ্গলা বলিল, "কিছুই চাই না।"

সুরদাস বীরেন্দ্রের আরোগ্যের কথা সুজনের নিকট শুনিয়াছে। অর্থ দিতে চায়, সুজন গ্রহণ করে না। সুজনকে একটী অনুরোধ করিয়াছিল, যে সুজনকে বীরেন্দ্রের চিকিৎসায় সে নিযুক্ত করিয়াছে, তাহা পিঙ্গলা না জানে। অথচ সুজন মীরার কথায় বীরেন্দ্রের চিকিৎসাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল। তথাপি সে পিঙ্গলাকে বলে, যে সুরদাসের অর্থপ্রত্যাশায় সে চিকিৎসা-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল। পিঙ্গলা ভাবে, "এ কি! আমি সুরদাসের পায়ে ধরিয়াছিলাম। পা ছাড়াইয়া গিয়াছে, সে অবধি আর আমার বাড়ীমুখো হয় নাই। বলিয়াছে, "যোগী মরে ত আমার কি?" কিন্তু তাহারই অর্থে বীরেন্দ্রের প্রাণরক্ষা হইল।" প্রেমিকা বেশ্যা, প্রেমের যন্ত্রণা বুঝিয়াছে। হরিনামে মন নির্ম্মল হইয়াছে। ভাবিল, সুরদাস—মহাশয়! সুরদাসের সহিত যে সকল দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিল, তাহার স্মৃতি তুষানলের ন্যায় ধিকি ধিকি জ্বলিতে লাগিল। দিন দিন যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নিদ্রিত অবস্থায়ও অনুতাপতাপের উপশম নাই। অহর্নিশি জাগিতে লাগিল, আহা! তাহাকে একদিনের নিমিত্ত সুখী করি নাই। কথায় সঙ্গী নাই, ব্যথার ব্যথী নাই, যন্ত্রণাময় জীবন বহিতে লাগিল।

এখনও বীরেন্দ্র সিংহ পিঙ্গলার বাড়ীতে আছে। দিবসে বাহির হয় না, কিন্তু সমস্ত রাত্রি কি কার্য্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। পিঙ্গলা ভাবে, কিশোরীর অনু-

সরণ করে। দিন দিন বীরেন্দ্র সিংহ পিঙ্গলার তিক্ত বোধ হইতে লাগিল, তাহাকে যত দেখে, ততই তার অনুতাপ বৃদ্ধি হয়। একদিন স্পষ্ট বলিল, "যদি এ সহরে আপনার কার্য্য থাকে, অপর স্থানে অবস্থান করুন, আমার বাটীতে আর আপনাকে স্থান দিতে পারিব না।" বীরেন্দ্র ভাবিয়াছিল যে, পিঙ্গলার বাড়ীতে থাকিলে প্রচ্ছন্নভাবে তাহার কার্য্য সিদ্ধ হইবে, এই নিমিত্তই তথায় থাকিতে চায়। বিস্তর অর্থ দিতে চাহিল, মিনতি করিল, কিন্তু পিঙ্গলা কোনরূপেই স্থান দিল না। বীরেন্দ্র পিঙ্গলার বাড়ী ত্যাগ করিল। রোষের উদ্রেক হইল; বিপদ উপকারী—রোষ সংবরণ করিল; কিন্তু বেশ্যার ভাব কিছু বুঝিতে পারিল না। পিঙ্গলা বাড়ীর দোরে বসিয়া আছে, দেখে—বকা সেই পথে যাইতেছে; এবারও পিঙ্গলাকে দেখিয়া দাঁড়াইল। পিঙ্গলাও বকাকে ডাকিল। পিঙ্গলা জিজ্ঞাসা করিল, "বকা তুই আমায় হরিনাম করিতে বলিয়াছিলি, কই হরিনামে ত কিছু হয় না, মনের যন্ত্রণা যায় না। তবে তুই কি বলিয়াছিলি"? বকা বলিল, "হ্যাঁরে, তোর এত যন্ত্রণা! হরিনামে যন্ত্রণা যায় না"?

পিঙ্গলা। না।

বকা। তাইত! কেমন হ'ল! আমি সেমা গীকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসে তোকে বল্‌বো।

পিঙ্গলা। তিনি কোথায় থাকেন? তোর সঙ্গে তাঁর কবে দেখা হবে?

বকা। সেইখানেই যাইতেছি।

পিঙ্গলা। আমার যাবার যো আছে?

বকা। যে খুসী যাইতে পারে।

পিঙ্গলা। তবে দাঁড়া।

পিঙ্গলা বাড়ীর ভিতর গিয়া, একটী পোষা পাখী হাতে করিয়া বাহিরে আসিল। বকা জিজ্ঞাসা করিল, "কই, দরজায় চাবি দিলি নি?" পিঙ্গলা বলিল,—"না, আমি আর ঘরে ফিরিব না।" বকা বলিল, "সে কি?" পিঙ্গলা উত্তর করিল, "এই"।

পিঙ্গলা বলিতে লাগিল,—"এ কার বাড়ী জানিস্ ত" ? সুরদাসের ! জিনিষ পত্তর, খাট বিছানা; গহনা, আসবাব, অর্থ, ধন কড়ি সকলই সুরদাসের। সবই ত তুই জানিস্। আমি আর সুরদাসের বাড়ীতে থাকিব না। ঘরের ভিতর আমায় যম-যন্ত্রণা বোধ হয়, তাহার দেওয়া শয্যায় শুইতে শয্যা-কণ্টকী হয়। তাহার জিনিষ পত্র কালসর্প জ্ঞান হয়। আমি আর হেতায় থাকিব না। আমি বাহিরে আসিয়াছি। আমার প্রাণে যেন শান্তি আসিতেছে।

বক্তা কিছুই বলিল না, নীরবে আগে আগে চলিল। পিঙ্গলা পাখী পড়াইতে পড়াইতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল।

কিয়দ্দূর গিয়া, পিঙ্গলা বক্তাকে বলিল, "বক্তা, আমায় একটী ভিক্ষা দিবি ? বক্তা বলিল, "কি" ?

পিঙ্গলা। তোর ঐ গায়ের চাদর খানা।

পিঙ্গলা নিজ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া সেই চাদরখানা পরিল। বক্তা সবিস্ময়ে দেখিতেছে। পিঙ্গলা বলিল —"চল্"।

[ক্রমশঃ।]

কাকুড়গাছী যোগোদ্যানে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব।

গত ১২ই ভাদ্র যোগোদ্যানে মহাসমারোহে রামকৃষ্ণোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বেলা ১১টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত দলে দলে বহু সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায় উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সেবকমণ্ডলী সমস্ত দিবস অকাতরে আবশ্যের সহিত প্রসাদ বিতরণে নিযুক্ত ছিলেন। সমাগত ব্যক্তিমাত্রেই পরমানন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

ভগবদ্গীতা।

শঙ্করভাষ্যানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।)

অনুবাদ।—"বাসাংসি" বস্ত্রসকল "জীর্ণানি" দুর্ব্বলতাপ্রাপ্ত (অকর্ম্মণ্য হইলে) যেমন লোকে "বিহায়" পরিত্যাগ করিয়া "নবানি" অভিনব "গৃহ্লাতি" উপাদান করে (কে ?) "নর" পুরুষ "অপরাণি" অন্য তথা সেই প্রকারই জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া "দেহী" আত্মা, পুরুষের ন্যায় (বস্ত্রত্যাগকালে) অবিক্রিয় ভাবেই নূতন শরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকে ইহাই অর্থ॥ ২২ ॥

ভাষ্য।—কস্মাদবিক্রিয় এবেত্যাহ নৈনং ছিন্দন্তীতি।

অনুবাদ।—কি কারণে আত্মা অবিক্রিয় ইহা বলিতেছেন, নৈনং ছিন্দন্তীত্যাদি শ্লোকে।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩॥

অন্বয়।—এনং (আত্মানং) শস্ত্রাণি ন ছিন্দন্তি এনং (আত্মানং) পাবকঃ (অগ্নিঃ) ন দহতি। এনং (আত্মানং) আপঃ (জলানি) ন চ ক্লেদয়ন্তি (বিশ্লেষয়ন্তি) মারুতঃ (পবনঃ) (এনং) ন শোষয়তি॥ ২৩॥

মূলের অনুবাদ।—এই আত্মাকে শস্ত্রসকল ছিন্ন করিতে পারে না, এই আত্মাকে অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, এই আত্মাকে জল বিশ্লিষ্ট করিতে পারে না এবং বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না॥ ২৩॥

ভাষ্য।—এনং প্রকৃতং দেহিনং ন ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নিরবয়বত্বাৎ নাবয়ববিভাগং কুর্ব্বন্তি, শস্ত্রাণি খড়্গাদীনি। তথা নৈনং দহতি পাবকঃ অগ্নিরপি ন ভস্মীকরোতি। তথা নৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ অপাংহি সাবয়বস্য বস্তুনঃ আর্দ্রীভাব-করণেন অবয়ববিশ্লেষাপাদনে সামর্থ্যং তন্ন নিরবয়বে আত্মনি সম্ভবতি। তথা

স্নেহবদ্দ্রব্যং স্নেহশোষণেন নাশয়তি বায়ুঃ এনং আত্মানং ন শোষয়তি মারুতোঽপি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।—এই প্রকৃত দেহীকে, শস্ত্র সকলও ছিন্ন, করিতে পারে না। (অর্থাৎ) অবয়ব নাই বলিয়া কুঠার প্রভৃতি শস্ত্র, অবয়ব বিভাগ করিতে পারে না, সেই প্রকার ইহাকে পাবকও দহন করিতে পারে না (অর্থাৎ) অগ্নিও আত্মাকে ভস্মীভূত করিতে পারে না। সেই প্রকার জলও আত্মাকে ক্লিন্ন করিতে পারে না। সাবয়ব বস্তুকে আর্দ্র করিয়া অবয়ববিশ্লেষ করাই জলের সামর্থ্য, নিরবয়ব আত্মাতে তাহাও সম্ভবপর নহে। স্নেহবিশিষ্ট দ্রব্যকে স্নেহ শোষণ করিয়া বায়ু নষ্ট করিয়া থাকে, এই আত্মাকে বায়ুও শুষ্ক করিতে পারে না) কারণ আত্মা জলাদির ন্যায় স্নেহযুক্ত দ্রব্য নহে।

ভাষ্য।—যত এবং তস্মাদচ্ছেদ্যোঽয়মিতি।

অনুবাদ।—যেহেতু আত্মাকে শস্ত্র প্রভৃতি ছিন্ন করিতে পারে না এই জন্য আত্মা অচ্ছেদ্যোঽয়মিত্যাদি, (রূপে প্রতিপাদিত হইতেছে)।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়।—অয়ং (আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ অয়ং (আত্মা) (যস্মাৎ) অদাহ্যঃ অয়ং (আত্মা) অক্লেদ্যঃ (তথা) অশোষ্য এব অয়ং (আত্মা) নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুঃ অচলঃ (তথা) সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥

মূলের অনুবাদ।—এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য (কারণ) এই আত্মা নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণুসদৃশ, অচল এবং সনাতন ॥ ২৪ ॥

ভাষ্য।—যস্মাদন্যোন্যনাশহেতূনি ভূতান্যেনমাত্মানং নাশয়িতুং নোৎসহন্তে তস্মাৎ নিত্যঃ নিত্যত্বাৎ সর্ব্বগতঃ সর্ব্বগতত্বাৎ স্থাণুঃ স্থাণুরিব স্থির ইত্যেতৎ স্থিরত্বাদচলোঽয়মাত্মা অতঃ সনাতনঃ চিরন্তনো ন কারণাৎ কুতশ্চিৎ নিষ্পন্নোঽভিনব ইত্যর্থঃ। নৈতেষাং শ্লোকানাং পৌনরুক্ত্যং চোদনীয়ং যত একেনৈব শ্লোকেন আত্মনো নিত্যত্বং অবিক্রিয়ত্বং চোক্তং ন জায়তে ম্রিয়তে বা ইত্যাদিনা তত্র যদেবাত্মবিষয়ং কিঞ্চিদুচ্যতে তদেতস্মাৎ শ্লোকার্থান্নাতিরিচ্যতে কিঞ্চিৎ

শব্দতঃ পুনরুক্তং কিঞ্চিদর্থত ইতি। দুর্ব্বোধত্বাদাত্মবস্তুনঃ পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গমাপাদ্য শব্দান্তরেণ তদেব বস্তু নিরূপয়তি ভগবান্ বাসুদেবঃ কথংনু নাম সংসারিণামব্যক্তং তত্ত্বং বুদ্ধিগোচরতামাপন্নং সৎ সংসারনিবৃত্তয়ে স্যাদিতি।

অনুবাদ।—যে কারণে, পরস্পরের বিনাশহেতু, পৃথিব্যাদি ভূতসকল, এই আত্মাকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় না, সেই কারণেই (আত্মা) নিত্য, নিত্যত্ব নিবন্ধনই সর্ব্বগত, সর্ব্বগতত্বপ্রযুক্তই (আত্মা) স্থাণু (এই শব্দের দ্বারা বোধিত হয়) স্থাণু (শুষ্ক বৃক্ষের) সদৃশ আত্মা স্থির (ইহাই বুঝাইবার জন্যই স্থাণু এই শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে) ইহাই (বুঝিবে) স্থিরত্ব আছে বলিয়াই এই আত্মা অচল, এই কারণেই আত্মা সনাতন (অর্থাৎ) চিরন্তন, কোন কারণ হইতে উৎপন্ন অভিনব (পদার্থ) নহে। "এই শ্লোকসকলের একই অর্থ বারম্বার বলা হইয়াছে, কারণ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারাই আত্মার নিত্যত্ব ও অবিক্রিয়ত্ব উক্ত হইয়াছে, সেই শ্লোকে আত্মবিষয়ে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহা হইতে এই শ্লোক, (সকলে) যে কিছু নূতন অর্থ প্রকাশ করিয়াছে, তাহা নহে, কোন কোন স্থলে শব্দাংশে পুনরুক্ত হইয়াছে, কোন কোন স্থলে অর্থাংশেও পুনরুক্ত হইয়াছে" এই প্রকার শঙ্কা করা উচিত নহে, কারণ আত্মবস্তু দুর্ব্বোধ, বারম্বার প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া, কি প্রকারে সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণের নিকটে এই অব্যক্ত আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া (তাহাদের) সংসার (দুঃখ) নিবৃত্তির কারণ হইবে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ বাসুদেব (এইরূপে) আত্মতত্ত্বের নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

ভাষ্য।—কিঞ্চ অব্যক্তোঽয়মিতি।

অনুবাদ।—অধিকন্তু এই আত্মা অব্যক্ত ইত্যাদি ॥

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়।—অয়মাত্মা অব্যক্তঃ (অতএব) অচিন্ত্যঃ অয়ং (তথা) অয়ং অবিকার্য্যঃ উচ্যতে, তস্মাৎ ত্বং এনং বিদিত্বা ন শোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

মূলের অনুবাদ।—এই আত্মা অব্যক্ত অচিন্ত্য এবং অবিকার্য্য (বলিয়া)

উক্ত হইয়া থাকে। সেই কারণে তুমি ইহাকে জানিয়া শোক করিতে পার না॥ ২৫॥

ভাষ্য।—অব্যক্তঃ সর্ব্বকরণাবিষয়ত্বান্ন ব্যজ্যতে ইত্যব্যক্তঃ অয়মাত্মা। অতএব অচিন্ত্যোঽয়ং যৎ হি ইন্দ্রিয়গোচরং বস্তু তচ্চিন্তাবিষয়ত্বমাপদ্যতে অয়ং তু আত্মা অনিন্দ্রিয়গোচরত্বাৎ অচিন্ত্যঃ। অবিকার্য্যোঽয়ং। যথা ক্ষীরং দধ্যাতঞ্চনাদিনা বিকারি ন তথা অয়ং আত্মা। নিরবয়বত্বাচ্চাবিক্রিয়ঃ। ন হি নিরবয়বং কিঞ্চিৎ বিক্রিয়াত্মকং দৃষ্টম্। অবিক্রিয়ত্বাদবিকার্য্যোঽয়মাত্মা উচ্যতে। তস্মাদেবং যথোক্তপ্রকারেণ এনমাত্মানং বিদিত্বা ত্বং নানুশোচিতুমর্হসি "হন্তাহমেষাং ময়া ইমে হন্যন্ত" ইতি॥ ২৫॥

অনুবাদ।—"অব্যক্ত" সকলপ্রকার ইন্দ্রিয় (জনিত জ্ঞানের) বিষয় নহে, এই কারণ আত্মা অভিব্যক্ত হইতে পারে না ; যাহা অভিব্যক্ত হয় না, তাহাই অব্যক্ত। এই কারণেই এই আত্মা অচিন্ত্য, যে বস্তু ইন্দ্রিয় (জনিত জ্ঞানের) গোচর, তাহাই চিন্তার বিষয় হইয়া থাকে ; এই আত্মা কিন্তু ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে বলিয়াই অচিন্ত্য। এই আত্মা অবিকার্য্য। দধি বা অম্লাদির সংযোগে দুগ্ধ যে প্রকার বিকার প্রাপ্ত হয়, আত্মা সেই প্রকার বিকার প্রাপ্ত হয় না। নিরবয়বত্বনিবন্ধনও আত্মা অবিক্রিয়, যাহার অবয়ব নাই, এমন বস্তু যে (কোন কালে) বিকারস্বভাব হয়, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। যেহেতু অবিক্রিয়, এই জন্য অবিকার্য্য উক্ত হইয়া থাকে। সেই কারণে যথোক্তপ্রকারে এই আত্মাকে জানিয়া তুমি, "আমি হনন কর্ত্তা ইহারা আমার হনন ক্রিয়ার কর্ম্ম" এই প্রকারে অনুশোচনা করিও না।

ভাষ্য।—আত্মনোঽনিত্যত্বমভ্যুপগম্য ইদমুচ্যতে অথ চৈনমিতি।

অনুবাদ।—(প্রমাণবিরুদ্ধ হইলেও অর্জ্জুনের কর্ত্তব্যকার্য্যে প্রেরণের জন্য) আত্মার অনিত্যরূপতা মানিয়া লইয়া বলা যাইতেছে যে (অথ চৈন মিত্যাদি।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি॥ ২৬॥

অন্বয়।—অথ চ (যদ্যপি) নিত্যং এনং (আত্মানং) নিত্যজাতং প্রতি শরীরং জাতং জাতং) তথা মৃতং (প্রতিশরীরনাশং বিনষ্টং বা) মন্যসে, (হে) মহাবাহো! তথাপি ত্বং এনং (উক্তপ্রকারেণ) শোচিতুং (শোকং কর্ত্তুং) নার্হসি (ন যোগ্যো ভবসি)॥ ২৬॥

মূলের অনুবাদ।—এই নিত্য আত্মাকে তুমি যদি প্রতি দেহের উৎপত্তিতে উৎপন্ন ও প্রতি দেহের বিনাশে মৃত বলিয়াও মানিয়া লও, তাহা হইলেও হে মহাবাহো! তোমার এই প্রকার শোক করা উচিত হইতেছে না।

ভাষ্য।—অথ চেত্যভ্যুপগমার্থঃ। এনং প্রকৃতমাত্মানং নিত্যজাতং লোকপ্রসিদ্ধ্যা প্রত্যনেকশরীরোৎপত্তি জাতো জাত ইতি মন্যসে তথা প্রতিতদ্বিনাশং মৃতং, মৃতো মৃত ইতি। তথাপি তথাভাবিন্যপি আত্মনি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি জন্মবতো জন্ম নাশবতো নাশ ইত্যেতাবশ্যম্ভাবিনাবিতি, তথাচ সতি। জাতস্যেতি॥ ২৬॥

অনুবাদ।—"অথ চ" এই শব্দের অর্থ মানিয়া লওয়া 'এই' প্রকৃত, আত্মাকে, (যদি) "নিত্য জাত" (অর্থাৎ) লোক-প্রসিদ্ধির অনুসারে প্রতি শরীরের উৎপত্তির (সময়ে) জাত (হইয়াছে) জাত (হইয়াছে) এই প্রকার বিবেচনা কর, সেই প্রকার প্রতিদেহ বিনাশের (সময়ে) এই নিত্য আত্মাকে "মৃত" (অর্থাৎ) মৃত (হইয়াছে) মৃত (হইয়াছে) (এই প্রকার বিবেচনা কর) তথাপি (অর্থাৎ) আত্মা এই প্রকার অনিত্য হইলেও হে মহাবাহো! তুমি এই প্রকারে শোক করিতে পার না (কারণ) জন্মবান্ পদার্থের জন্ম ও নাশবান্ পদার্থের নাশ, এই দুই বস্তু অবশ্যম্ভাবি। তাহাই যদি হইল (তবেই বলা যাইতে পারে) যে জাতস্যেত্যাদি।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ২৭॥

অন্বয়।—(যস্মাৎ) জাতস্য (উৎপন্নস্য) মৃত্যুঃ (মরণং) ধ্রুবঃ (নিশ্চিতঃ) মৃতস্য চ জন্ম, (দেহান্তরসম্বন্ধঃ) ধ্রুবং (নিশ্চিতং) তস্মাৎ (উক্তাদেবহেতোঃ) অপরিহার্য্যেঽর্থে (জননমরণরূপে) ত্বং শোচিতুং (শোকং কর্ত্তুং) নার্হসি (ন যোগ্যো ভবসি)॥ ২৭॥

মূলের অনুবাদ।—উৎপন্ন ব্যক্তির মরণ নিশ্চিত, মৃত ব্যক্তির পুনর্জন্মও নিশ্চিত, সুতরাং জন্ম ও মরণরূপ অপরিহার্য্য বিষয়ে তুমি (কিছুতেই) শোক করিতে পারিতেছ না॥ ২৭॥

ভাষ্য।—জাতস্য লব্ধজন্মনঃ ধ্রুবোঽব্যভিচারী মৃত্যুর্মরণং ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ তস্মাদপরিহার্য্যোঽয়ং জন্মমরণলক্ষণোঽর্থঃ তস্মিন্ অপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি। ২৭।

অনুবাদ।—জাত ব্যক্তির (অর্থাৎ) লব্ধজন্ম জীবের "ধ্রুব" (অর্থাৎ) অব্যভিচারী "মৃত্যু" (অর্থাৎ) মরণ। মৃতের জন্মও ধ্রুব (অব্যভিচারী); সুতরাং এই জন্ম ও মরণ রূপ অর্থ অপরিহরণীয়, এই অপরিহার্য্য বিষয়ে তুমি শোক করিতে পার না॥ ২৭।

ভাষ্য।—কার্য্যকারণসংঘাতাত্মকান্যপি ভূতানি উদ্দিশ্য শোকো ন যুক্তঃ কর্ত্তুং যতঃ অব্যক্তাদীনীতি।

অনুবাদ।—কার্য্যকারণভাবে সংহত এই সকল প্রাণিদেহকেও উদ্দেশ করিয়া শোক করা উচিত নহে, যেহেতু অব্যক্তাদীনীত্যাদি।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥ ২৮॥

অন্বয়।—(হে) ভারত! ভূতানি (পৃথিব্যাদীনি) অব্যক্তাদীনি (অদৃষ্টপূর্ব্বাবস্থানি) ব্যক্তমধ্যানি (উপলব্ধবর্ত্তমানাবস্থানি) (তথা) অব্যক্তনিধনানি (অজ্ঞাতভবিষ্যদবস্থানি) তত্র (এবং অনিয়তপূর্ব্বাপরাবস্থেষু ভূতেষু) কা পরিদেবনা কঃ প্রলাপঃ॥ ২৮॥

মূলের অনুবাদ।—এই পৃথিবী প্রভৃতি ও তাহা হইতে উৎপন্ন পুত্রমিত্র প্রভৃতি ভূতসমূহের পূর্ব্বাবস্থা উপলব্ধ নহে, ইহাদের ভবিষ্যদবস্থাও অপরিজ্ঞাত (অর্থাৎ) ইহাদের পূর্ব্বাপর অবস্থা প্রত্যক্ষগোচর হইবার নহে, কেবল ইহাদের বর্ত্তমান অবস্থাই ব্যক্ত হইয়া থাকে, সুতরাং এই পূর্ব্বাপরসত্তারহিত ক্ষণিক বস্তুর উৎপত্তি বা বিনাশে এই প্রকার মোহনিবন্ধন প্রলাপ কি প্রকারে (সঙ্গত হইতে পারে?)॥ ২৮॥

ভাষ্য।—অব্যক্তাদীনি অব্যক্তমদর্শনমনুপলব্ধিরাদির্যেষাং ভূতানাং পুত্রমিত্রাদিকার্য্যকারণসংঘাতাত্মকানাং তানি অব্যক্তাদীনি ভূতানি প্রাগুৎপত্তেঃ। উৎপন্নানি চ প্রাঙ্মরণাৎ ব্যক্তমধ্যানি। অব্যক্তনিধনান্যেব পুনরব্যক্তমদর্শনং নিধনং মরণং যেষাং তানি অব্যক্তনিধনানি মরণাদূর্দ্ধমব্যক্ততামেব প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ তথাচোক্তং।

অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ।
নাসৌ তব ন তস্য ত্বং বৃথা কা পরিদেবনা॥ ইতি।

তত্র কা পরিদেবনা কো বা প্রলাপোঽদৃষ্টপ্রনষ্টভ্রান্তিভূতেষু ইত্যর্থঃ॥ ২৮॥

অনুবাদ।—"অব্যক্তাদি" অব্যক্ত (শব্দের অর্থ) অদর্শন (বা) অনুপলব্ধি পুত্রমিত্রাদিরূপ কার্য্যকারণভাবে সংহত যে সকল ভূতের অনুপলব্ধিই আদি (অবস্থা) তাহারা অব্যক্তাদি (শব্দের প্রতিপাদ্য)। সকল ভূতই উৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যক্তাদি (থাকে) উৎপন্ন হইয়া মরণের পূর্ব্বে ব্যক্তমধ্য (থাকে) (তাহার পরে, "অব্যক্ত নিধন" (অর্থাৎ) পুনর্ব্বার (পূর্ব্বের ন্যায়) অদর্শনই যাহাদের নিধন (বলিয়া কীর্ত্তিত হয়) তাহাদিগকেই অব্যক্তনিধন (বলা যায়) (অর্থাৎ মরণের পর তাহারা পুনর্ব্বার অব্যক্ত ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ (হইতেছে) এইরূপ স্থলান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, "অদর্শন হইতে হইয়াছে—এবং পুনর্ব্বার অদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছে (সুতরাং) এই সংসার তোমার নহে, তুমিও তাহার নহে, তবে কেন বৃথা এই পরিদেবনা?"

এই বিষয়ে কি পরিদেবনা? পূর্ব্বে অদৃষ্ট পুনর্ব্বার দৃষ্ট আবার প্রণষ্ট, এই বিচিত্ররূপ ভ্রান্তিময়, ভূত সমূহের জন্য এই প্রকার প্রলাপ (কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে?)॥ ২৮॥

ভাষ্য।—দুর্বিজ্ঞেয়োঽয়ং প্রকৃত আত্মা কিং ত্বামেবৈকমুপালভে সাধারণে ভ্রান্তিনিমিত্তে কথং দুর্বিজ্ঞেয়োঽয়মাত্মেতি আহ আশ্চর্য্যবদিতি।

অনুবাদ।—এই প্রকৃত আত্মা দুর্বিজ্ঞেয় (আত্মবিষয়ে) ভ্রান্তির কারণ সাধারণ (অতএব) একমাত্র তোমাকেই উপালম্ভ (তিরস্কার) করিয়া কি ফল? এই আত্মা কিরূপ দুর্বিজ্ঞেয় তাহা বলিতেছেন, আশ্চর্য্যবদিত্যাদি।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন
মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়।—কশ্চিদেন (মাত্মান) মাশ্চর্য্যবৎ (অদ্ভুতমিব) পশ্যতি। তথা এব অন্যঃ (জনঃ) আশ্চর্য্যবৎ বদতি। অন্যঃ চ এনং শ্রুত্বাপি ন চৈব বেদ (জানাতি) ॥ ২৯ ॥

মূলের অনুবাদ।—কোন ব্যক্তি এই আত্মাকে অদ্ভুতের ন্যায় দেখিয়া থাকে, কেহ আত্মাকে অদ্ভুতের ন্যায় বলিয়া থাকে, কেহ বা আত্মাকে অদ্ভুতের ন্যায় শুনিয়া থাকে। কিন্তু এই আত্মাকে দেখিয়া শুনিয়া বা বলিয়াও কোন ব্যক্তি (প্রকৃতরূপে) ইহার স্বরূপ অবগত হইতে পারে না ॥ ২৯ ॥

ভাষ্য।—আশ্চর্য্যবৎ আশ্চর্য্যমদৃষ্টমদ্ভুতং অকস্মাদৃদৃশ্যমানং তেন তুল্য মাশ্চর্য্যবদ্ আশ্চর্য্যমিবৈনমাত্মানং পশ্যতি কশ্চিৎ। আশ্চর্য্যবদেনং বদতি তথৈব চান্যঃ আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি। শ্রুত্বা দৃষ্ট্বোক্ত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ। অথবা যোহয়মাত্মানং পশ্যতি স আশ্চর্য্যতুল্যো যো বদতি যশ্চ শৃণোতি সোহনেকসহস্রেষু কশ্চিদেব ভবতি। অতোহর্বোধ আত্মেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ।—"আশ্চর্য্যবৎ" (যাহা) অকস্মাৎ দৃষ্ট হয়, (যাহা অদ্ভুত ও (পূর্ব্বে) অদৃষ্ট (তাহাই) আশ্চর্য্য। আশ্চর্য্যের ন্যায় (এই অর্থে) আশ্চর্য্যবৎ (এই শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে) এই আত্মাকে কোন ব্যক্তি আশ্চর্য্যের ন্যায় দেখিয়া থাকে, সেই প্রকার কোন ব্যক্তি এই আত্মাকে আশ্চর্য্যের ন্যায় বলিয়া থাকে, অন্য ব্যক্তি আত্মাকে আশ্চর্য্যের ন্যায় শ্রবণ করিয়া থাকে। শ্রবণ করিয়া দেখিয়া বা বলিয়াও এই আত্মাকে (প্রকৃতপক্ষে) কেহই বুঝিতে পারে না। অথবা (এইপ্রকার অর্থ করিতে হইবে যে) যে ব্যক্তি আত্মাকে দেখিতে পায়, সে (লোকে) আশ্চর্য্যতুল্য, যে ব্যক্তি আত্মাকে উপদেশ দেয় বা শ্রবণ করে, সেজনও আশ্চর্য্যতুল্য, এই প্রকার আত্মদর্শী আত্মোপদেষ্টা বা আত্মশ্রোতা মনুষ্য অনেক সহস্রের মধ্যে কোন একজনই হয়। এই হেতু আত্মা দুর্ব্বোধ, ইহাই অভিপ্রায় ॥ ২৯ ॥

পরমহংসদেবের উপদেশ।

১। গুরু এক, কিন্তু উপগুরু অনেক হ'তে পারে। যার কাছে কিছু শিক্ষা পাওয়া যায়, তাঁকেই উপগুরু বলা যেতে পারে। ভাগবতে আছে, অবধূত এইরূপে ২৪টী উপগুরু করেছিল।

২। একদিন মাঠের উপর দিয়ে যেতে যেতে অবধূত দেখ্‌তে পেলে, সাম্‌নে ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে খুব জাঁক যমক ক'রে একটা বর আস্‌ছে, আর একদিকে এক ব্যাধ একমনে আপনার লক্ষ্যের দিকে চেয়ে আছে, এত জাঁক ক'রে যে বর আস্‌ছে, সেদিকে একবার চেয়েও দেখ্‌ছে না। অবধূত সেই ব্যাধকে নমস্কার করে বল্লে, তুমি আমার গুরু। যখন আমি ভগবানের ধ্যানে বস্‌ব, তখন যেন তাঁর প্রতি ঐরূপ লক্ষ্য থাকে।

৩। একজন মাছ ধর্‌ছে, অবধূত তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, ভাই! অমুক জায়গা কোন পথ দিয়ে যাব? সে ব্যক্তির ফাৎনায় তখন মাছ খাচ্চে, সে তার কথায় কোন উত্তর না দিয়ে একমনে মাছের দিকে তাকিয়ে রইল, মাছ গেঁথে তখন পেছন ফিরে বল্লে, আপনি কি বল্‌ছেন? অবধূত প্রণাম করে বল্লে, আপনি আমার গুরু, আমি যখন আপনার ইষ্টের ধ্যানে বস্‌ব, তখন যেন ঐরূপ কায শেষ না করে অন্য দিকে মন না দি।

৪। একটা চিল একটা মাছ মুখে করে আস্‌ছে, তাই দেখে শত শত কাক চিল তার পেছনে লেগ্‌ল, তাকে ঠুক্‌রে কাম্‌ড়ে বিরক্ত করে কেড়ে নেবার চেষ্টা কর্‌ছে, সে যেখানে যায়, সব কাক চিলগুলো চেঁচাতে চেঁচাতে তার পেছনে যেতে আরম্ভ কর্‌লে; শেষে সে বিরক্ত হয়ে মাছটা ফেলে দিলে; আর একটা চিল যেমন এসে নিলে, সব কাক চিলগুলো প্রথম চিলটাকে ছেড়ে তার পেছনে যেতে লাগ্‌লো। প্রথম চিলটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে এক গাছের ডালে চুপ করে বসে রইলো। অবধূত সেই চিলের নিরাপদ অবস্থা দেখে প্রণাম করে বল্লে, এ সংসারে উপাধি ফেলে দিতে পার্‌লেই শান্তি, নতুবা মহা বিপদ।

আনন্দময়ীর আগমন।

মা আবার আমাদের দেখ্‌তে আস্‌ছেন। প্রিয়তম সন্তানদিগের নিকট স্নেহভরে দেখে দেখে আস্‌ছেন।—স্মরণ কর্‌লে আনন্দে হৃদয় ভোরে যায়। মা আমাদের কত দয়াময়ী! কতই স্নেহময়ী। প্রতি বৎসরেই আমাদিগকে না দেখ্‌তে এসে থাক্‌তে পারেন না। বেশী দিন ছেলেকে না দেখে কি থাক্‌তে পারেন? তাই মায়ের অত সজল নয়ন। স্নেহময়ী স্নেহে এত ভরা মা হ'লে কি এ সকল অস্ফুট শুক সন্তানদিগের ভিতরে স্নেহের উদ্রেক ক'রে দিতে পারেন? মায়ের নিকট হ'তেই এত অবিরত ধারায় স্নেহ পাইয়া ও আমরা অপরকে কিঞ্চিৎ স্নেহের চোখে দেখ্‌তে শিখেছি।

মাকে অনায়াসেই ভুলে যেতে পারি—কিছুই আশ্চর্য্য নয়, মা ছেলেকে কখনই ভুল্‌তে পারেন না। মা নিজে জানেন ছেলে কি বস্তু। ছেলে জানে না, "মা" কি বস্তু, মায়ের কত গুণ, মায়ের কত মহিমা; যদি জানতুম, আজ আমাদের এরূপ অবস্থা কি হ'ত? মা নিজে ছেলেকে গর্ভে ধরেছেন, প্রসব করেছেন, কত ক'রে মানুষ ক'রেছেন; ছেলে কি বস্তু, মা খুবই জানেন। না থাক্‌তে পেরে, এত হাবেশা ছেলেকে মা দেখ্‌তে আসেন! এসে ভালবেসে, কত ভক্তি বিশ্বাস, কত ভালবাসা, উদারতা, কি অদ্ভুতরূপে অন্তরে অন্তরে শিখাইয়া যান। আহা! মায়ের সে ভালবাসার সে ক্ষমাশীলতার এক কণাও যদি পাই, মায়ের ছেলে ব'লে নিজেকে একদিনের তরেও সাধ মিটাইয়া পরিচয় দিই।

আমাদের মাকে ভাল ক'রে ঠাউরে ঠাউরে দেখেছেন? মার চোখ কত স্নেহে ভরা, জলে ছল ছল; মা কত আনন্দে ভরা, কাছে দাঁড়ালেই যেন শরীর মন হৃদয় সমস্ত এক অপরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মা আসবেন,—কত শত লোকে কত আনন্দ অনুভব করছেন; মাকে দেখবো,—কত লোকে

সমস্ত কায কর্ম্ম ফেলে. খেলে দেশ দেশান্তর হ'তে চ'লে আস্‌ছেন। মাকে প্রাণ ভ'রে পূজা ক'র্‌ব—কত লোকে কত প্রকারের দ্রব্যাদি দূর দূর দেশ হ'তে সংগ্রহ ক'রে আন্‌ছেন। আজ ঘরে মা আস্‌বেন—কতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কত নূতন নূতন বেশ ভূষা, কতই পরস্পর প্রীতিসম্ভাষণ, কত প্রকারেরই আনন্দ-উল্লাস হচ্ছে। কত লোকে, ঘরের মলা, বস্ত্রের মলা, শরীরের মলা, মনের মলা সব দূর ক'রে দিতেছেন। মা আস্‌বেন;—দরিদ্র ও ধনী সমভাবে আনন্দে মত্ত হচ্ছেন। ধনীর প্রতিও যেমন স্নেহ, দরিদ্রের প্রতিও মার তেমনি স্নেহ। ধনীরও কথা যেমন শোনেন, গরীবের কথাও মা তেমনি শোনেন। গরীব, মায়ের কানে কানে ব'লে দিলেন, "মা, আবার আমার ঘরে এসো"। "আমার গরীব ছেলের আমি ছাড়া আর কেহই নাই"—ঠিক বৎসর যেতে না যেতে মা আবার স্নেহভরে এসে উপস্থিত। গরীব খেতে পায় না, তথাচ—মায়ের এমনি কৃপা—গরীব, মায়ের সাধের পূজা কেমন সুসম্পন্ন করতে সমর্থ হন।

মায়ের উন্নত ছেলেরা বলেন "আমাদের মা—এত ছোট মা নয়। আমাদের মা সর্ব্বব্যাপী। তাঁর আবার আগমন, আবাহন ও বিসর্জ্জন কি? তাঁর আবার চাল কলা দিয়া পূজা কি?"

আমাদের কিন্তু এতে মন ওঠে না। আমাদের মা সব রকমই হতে পারেন। "তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে, এবং এ ছাড়া আর কত কি হতে পারেন, তা কে জানে?" তিনি অনন্ত, তাঁহার গুণ অনন্ত, মাহাত্ম্য অনন্ত, রূপও তাঁর অনন্ত। তিনি ভক্ত-বৎসল। অপার তাঁর করুণা। যে ছেলে যেরূপে তাঁকে পেলে আনন্দ পায়, তার নিকট সেই রূপেই প্রকাশিত হন। তিনি না কৃপা ক'রে আমাদের আধার অনুযায়ী প্রকাশিত হলে, আমাদের সাধ্য কি, সে অসীম অনন্তের স্বরূপ একেবারে বোধগম্য করি। আমরা যখন বড় হব, আমাদের বুদ্ধি যখন খুব মার্জ্জিত হবে, হৃদয় যখন দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল হবে; তখন মা আমাদের নিকট তাঁর অত রতীর ভাব অত উচ্চ অবাঙ্‌মনসোগোচর ভাব ধারণ করলে, কিছু তত

ক্ষতি হবে না। এখন আমরা অতি শিশু, এখন থেকে যত মাকে আমরা স্বচক্ষে দেখে নেব, ততই আমাদের হৃদয়ে মায়ের ছবি অঙ্কিত হয়ে যেতে থাকবে, ততই মায়ের গুণ, মায়ের ভাব, অন্তরে অন্তরে গেঁথে যেতে থাকবে। বাল্যকালে যাহা করা যায়, শুনা যায়, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে; এ সময়ে অনন্ত অসীম ইত্যাদি উচ্চ উচ্চ ভাব বোঝা বড়ই কঠিন, এমন কি অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এদিকে, নানা প্রকারের পার্থিব অনিত্য ভাব সকলের সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল হ'তে লাগল; বড় হয়ে দেখলুম মনের ভিতর কতই আবর্জ্জনা এসে জুটেছে—সাফ করা অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোখ বুজিয়ে দু'দণ্ড ধ্যান করতে গেলুম—এক প্রকার অন্ধকারই দেখি। বড় হলুম বটে, কিন্তু বিশ্বাস ভক্তিতে বালকের মত—এমন কি সেই নির্ম্মলবুদ্ধি বালকের অপেক্ষাও অধম—রহিলাম। আবার বালকের মত মা বলে যখন কিছু জিনিষ চোখে দেখ্তে, হাতে স্পর্শ কর্তে আরম্ভ কর্লুম, তখন অনেক কষ্টে একটু উন্নতি বোধ করতে লাগলুম। ক্রমশঃ বুঝলুম মায়ের মূর্ত্তি-পূজা দুর্ব্বল মনকে কত সাহায্য করে; অমেই কত ফলপ্রদ হয়।

আমাদের মা ত খালি মাটীর বা খেলা-ঘরের মা নয়। শুনেছিলাম, এখন বিশ্বাসও হয়েছে—আমাদের মা শুনতে পায়, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে। আমাদের মা সর্ব্বমঙ্গলা, অন্তর্যামিনী, সর্ব্বশক্তিমতী, সর্ব্বশক্তিস্বরূপা। একটী সাধক গাহিয়াছিলেন—"আমার মা যদি কালো হ'ত, তবে কি ভাকিতাম এত; যার কাল তার কাল শ্যামা, আমার সে যে ভাল। যদি কালো, তবে কেন হৃদি-পদ্ম করে আলো"। আমার মাকে ডেকে, আমার মাকে পূজে, আমার হৃদয় পূর্ণ হচ্ছে—কি ক'রে অস্বীকার করি। মার কাছে যেটা জোর ক'রে অন্তরের সহিত বলি, সেটা যে খেটে যায়—কি করে তা না মানি। "জাননারে মন পরম-কারণ শ্যামা শুধু মেয়ে নয়"। মা কি আমার অমনি যে সে; আমি কি অমনি যাকে তাকে মা বলি।—

দেব্যুপনিষৎ বলছেন—

"সর্ব্বে বৈ দেবা দেবী উপতস্থুঃ কাসি ত্বং মহাদেবি। সাব্রবীৎ অহং

ব্রহ্মস্বরূপিণী মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগৎ শূন্যঞ্চাশূন্যঞ্চ অহমানন্দানানন্দাঃ অহং বিজ্ঞানাবিজ্ঞানে অহং ব্রহ্মাব্রহ্মণী ..."।

অর্থাৎ দেবীর নিকট গিয়া দেবতাগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে মহাদেবি"। দেবী বলিলেন "আমি ব্রহ্মস্বরূপা; আমা হইতেই প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগৎ উৎপন্ন; আমি শূন্য অশূন্য, আনন্দ নিরানন্দ, বিজ্ঞান অবিজ্ঞান, আমিই ব্রহ্ম অব্রহ্ম; ইত্যাদি ইত্যাদি।

বৈদিক দেবীসূক্তে দেবী বলছেন—

অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীং॥
ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তং।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষীয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বা ...॥

অর্থাৎ আমিই জগদীশ্বরী, সকলকে আমিই ধন দিয়া থাকি, সকলের মনকামনা পূর্ণ করিয়া থাকি, যাবতীয় যজ্ঞার্হ দেবগণের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠ, আমি সকল স্থানেই বাস করি—সকলের দেহেই অবস্থান করি; দেবগণ যেখানে যাহাই করুন, আমারই উপাসনা করেন। আমারই দ্বারা, অর্থাৎ সকলের ভিতর আমার শক্তি থাকার দরুনই, সকলে আহারাদি করিতে পারে, দেখিতে শুনিতে পারে, আমারই শক্তির দ্বারা সকলে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিতে পারে। আমাকে যিনি মানেন না তিনি ক্ষয় প্রাপ্ত হন। আমিই আকাশের কারণ। পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থে চৈতন্য এবং মায়ারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছি।

বহ্বৃচোপনিষৎ প্রচার করিতেছেন—

"তস্যা এব ব্রহ্মা অজীজনৎ বিষ্ণুরজীজনৎ রুদ্রো অজীজনৎ সর্ব্বমজীজনৎ সর্ব্বে মরুদ্গণা অজীজনৎ"।

অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি সমস্তই শক্তি হইতে উৎপন্ন।

এই শক্তিই

নিরাকার সর্ব্বব্যাপী হইয়াও ভক্তের হিতার্থে সাকার রূপ ধারণ করিতেছেন, যথা—সামবেদীয় কেনোপনিষৎ বলিতেছেন "স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহু শোভমানামুমাং হৈমবতীং—অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম বহু শোভমানা স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক 'উমা হৈমবতী' রূপে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন।

মেধস্ ঋষি

সুরথ রাজাকে বলিতেছেন "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততং। তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥ দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা। উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে" ॥—অর্থাৎ সেই জগন্মূর্ত্তি-স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী মহামায়া জন্মাদিরহিত ও নিত্য হইলেও প্রায়ই ভক্তদিগের কার্য্যসিদ্ধির জন্য মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হন। যখন এইরূপ আবির্ভূত হন, তিনি নিত্য হইলেও তখন তাঁহাকে "উৎপন্ন" অথবা "অবতার" বলা যায়।

শিশু গর্ভধারিণীকে "মা" ব'লে ডাকে; 'মা যে কি বস্তু' তা কি বুঝিয়া ডাকে? 'মা' ব'লে ডাকতে হয়,—ডাকে। জোর যেয়ে কেটে 'মা' ব'লে ডাকলে, মার কাছে গেলে, মার কোলে উঠলে, একরকম শান্তি পায়; তাই 'মা' ব'লে ডাকে। যখন বড় হয় তখন 'মা' যে কি বস্তু তা ক্রমশঃ একটু একটু ক'রে বুঝতে পারে। তেমনি আমরাও আগে যখন দশভুজা আনন্দ-ময়ীকে 'মা' ব'লে ডাকতুম তখন তত মাকে বুঝতুম না। একটু বড় হলুম, শুনলুম 'সেই মা হচ্ছেন—মা দুর্গা, মা হচ্ছেন—ভগবতী ঈশ্বরী,—যাকে নমো করতে হয়, পূজো করতে হয়'।

আরও একটু বড় হলুম, জানলুম—সেই দশভুজা মা আমাদের দুঃখ মোচন করেন, বিপদ হ'তে উদ্ধার করেন, অন্তরের সহিত ডাকলে কথা শোনেন। এখন একটু জ্ঞান হয়েছে;—সেই দশভুজা দুর্গা সম্বন্ধে বুঝছি "কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিণী। সাধকেরি বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানারূপধারিণী॥ কভু কমলের কমলে নাচ মা পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী"॥ আরও যখন বুড়ো হবো তখন হয় ত এও উপলব্ধি করতে পারব—

"যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সে অবধি সে পরব্রহ্ম কয়।
তৎপরে তুরীয় অনির্ব্বচনীয়, সকলি মা তুমি ত্রিলোকব্যাপিনী" ॥

আমাদের মা, অপরের চোখে, মাটীর মা হতে পারে; ভক্তের চোখে 'সচ্চিদানন্দময়ী'—চিন্ময় মূর্ত্তি। মা সর্ব্বব্যাপী;—শূন্যে থাকতে পারেন, মানুষের ভিতরে থাকতে পারেন; গাছের ভিতরে, ইট কাঠের ভিতরে এমন কি সেই সূক্ষ্ম বালুকণার ভিতরেও থাকতে পারেন; আর আমার মা, আমার হাতের গড়া এত সাধের আনন্দময়ী প্রতিমায় থাকবেন না—এ কখনই হতে পারে না। আমার যদি ভক্তি থাকে, বিশ্বাস থাকে, আমি যদি অন্তরের সহিত মাকে ডাকি, প্রাণের সহিত মার কাছে কেঁদে বলি, মার জন্য যদি সত্যই আমার প্রাণ ছট্ ফট্ করে; মাকে না দেখতে পেলে মহা অশান্তি বোধ করি—প্রাণ বেরিয়ে যায় এমন যদি হয়,—নিশ্চয়ই বলছি—মা আসবেনই আসবেন, এই মাটীর প্রতিমার ভিতরেই আসবেন। যেখানে ব'লব সেই খানেই আস্‌বেন। যেমন ক'রে হ'লে আমার এই ক্ষুদ্র মন তাঁকে বুঝতে পারবে, তেমনি ক'রেই তিনি আমার কাছে আস্‌বেন। মা সত্য আছেন, মা নিত্যই আছেন; মা সত্যই অন্তর্যামী, সত্যই ভক্ত-বৎসল, সত্যই স্নেহ-ময়ী জননী। ছেলে প্রাণের সহিত ডাকলে মা আস্‌বেনই আস্‌বেন, কোনও সন্দেহ নাই। মা সর্ব্বশক্তিমতী; আমার ক্ষুদ্র আধারের মত হয়েই মা আমার নিকট প্রকাশিত হবেনই হবেন।

"এস মা এস মা ও হৃদয়রমা পরাণ-পুতলি গো।
হৃদয় আসনে একবার হও মা আসীন নিরখি তোমায় গো॥
জন্মাবধি তব মুখপানে চেয়ে, আমি ধরি এ জীবন যে যাতনা সয়ে,

(ভাত জান গো।)

একবার হৃদয়কমল বিকাশ করিয়ে প্রকাশ' তাহে আনন্দময়ী গো" ॥

———

বিলাতযাত্রীর পত্র।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত।] [৫১৯ পৃষ্ঠার পর।

গোলকোণ্ডা জাহাজ।

বড় আপট্‌ হলেই ডেকযাত্রীর বড় কষ্ট, আর কতক কষ্ট যখন বন্দরে মাল নাবায়। এক উপরের "হরিকেন" ডেক ছাড়া সব ডেকের মধ্যে একটা ক'রে মস্ত চৌকা কাটা আছে, তারই মধ্য দিয়ে মাল নাবায় এবং তোলে। সেই সময় ডেকযাত্রীদের একটু কষ্ট হয়। নতুবা কলিকাতা হতে সুয়েজ পর্য্যন্ত এবং গরমের দিনে ইউরোপেও, ডেকে রাত্রে বড় আরাম। যখন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা, তাঁদের সাজান গুজানো কামরার মধ্যে গরমের চোটে, তরলমূর্ত্তি ধরবার চেষ্টা করছেন, তখন ডেক যেন স্বর্গ। দ্বিতীয় শ্রেণী এসব জাহাজের বড়ই খারাপ। কেবল এক নূতন জর্ম্মান লয়েড কোম্পানি হয়েছে; জর্ম্মানির বেরেমেন নামক সহর হতে অষ্ট্রেলিয়ায় যায়; তাদের দ্বিতীয় শ্রেণী বড় সুন্দর; এমন কি হরিকেন ডেকে পর্য্যন্ত ঘর আছে এবং খাওয়া দাওয়া প্রায় গোলকোণ্ডার প্রথম শ্রেণীর মত। সে লাইন কলম্বো ছুঁয়ে যায়। এ গোলকোণ্ডা জাহাজে হরিকেন ডেকের উপর কেবল দুটী ঘর আছে; একটী এ পাশে একটী ও পাশে। একটীতে থাকেন ডাক্তার আর একটী আমাদের দিয়েছিলো। কিন্তু সে গরমের ভয়ে আমরা নীচের তলায় পালিয়ে এলুম। ঐ ঘরটী জাহাজের ইঞ্জিনের উপর। জাহাজ লোহার হ'লেও যাত্রীদের কামরাগুলি কাঠের; ওপর নীচে সে কাঠের দেয়ালে অনেক গুলি বায়ুসঞ্চারের জন্য ছিদ্র থাকে। দেয়ালগুলিতে "আইভারি পেণ্ট" লাগান; এক একটী ঘরে তার জন্য প্রায় পঁচিশ পাউণ্ড খরচ পড়েছে। ঘরের মধ্যে এক খানি ছোট কার্পেট পাতা। দেয়ালের গায় দুটী খুরোহীন লোহার খাটিয়া এঁটে দেওয়া; একটীর উপর আর একটা। ওপাশে ঐ রকম একখানি "সোফা"। দরজার ঠিক উল্টা পারে মুখ হাত ধোবার জায়গা, তার উপর এক

খান আরসি, দুটো বোতল—খাবার জলের, দুটো গ্লাস। প্রতি বিছানার গায়ের দিকে একটী ক'রে জাল্‌তি পেতলের ফ্রেমে লাগান। ঐ জালটী ফ্রেম সহিত দেয়ালের গায়ে লেগে যায় বা টান্‌লে নেবে আসে। রাত্রে যাত্রীদের ঘড়ি প্রভৃতি বা অত্যাবশ্যক জিনিষ পত্র তাইতে রেখে শোয়। নীচের বিছানার নীচে সিন্দুক প্যাঁটরা রাখবার জায়গা। সেকেণ্ড ক্লাসের ভাব ঐ, তবে স্থান সংকীর্ণ ও জিনিষপত্র খেলো। জাহাজি কারবারটা প্রায় ইংরেজের একচেটে। এবং সে জন্য অন্যান্য জাতেরা যে সকল জাহাজ করেছে, তাতেও ইংরাজযাত্রী অনেক ব'লে, খাওয়া দাওয়া অনেকটা ইংরেজদের মত কর্ত্তে হয়। সময়ও ইংরাজিরকম ক'রে আনতে হয়। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জর্ম্মনিতে, রুশিয়াতে খাওয়া দাওয়ায় এবং সময়ে, অনেক পার্থক্য আছে। যেমন আমাদের ভারতবর্ষে বাঙ্গালায় হিন্দুস্থানে মহারাষ্ট্রে গুজরাতে মান্দ্রাজে তফাৎ। কিন্তু এ সকল পার্থক্য জাহাজেতে অল্প দেখা যায়। ইংরাজিভাষী যাত্রীর সংখ্যাধিক্যে ইংরেজিঢঙ্গে সব গড়ে যাচ্ছে।

জাহাজের কর্ম্মচারীগণ ও আচার ব্যবহার।

জাহাজেতে সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা হচ্ছেন "কাপ্তেন"। পূর্ব্বে "হাই সিজে" কাপ্তেন জাহাজে রাজত্ব করতেন; কাউকে সাজা দিতেন, ডাকাত ধ'রে ফাঁসি দিতেন, ইত্যাদি। এখন অত নাই; তবে তাঁর হুকুমই আইন—জাহাজে। তাঁর নীচে চারজন "অফিসার" বা দিশি নাম "মালিম"। চার পাঁচ জন ইঞ্জিনিয়র। তাদের যে "চিফ্‌" তার পদ অফিসরের সমান, সে প্রথম শ্রেণীতে খেতে পায়। আর আছে চার পাঁচ জন "সুকানি" যারা হাল ধ'রে থাকে পালাক্রমে; এরাও ইউরোপী। বাকী সমস্ত চাকর বাকর, খালাসি, কয়লাওয়ালা,—হচ্ছে দেশী লোক। সকলেই মুসলমান। হিন্দু কেবল বোম্বায়ের তরফে দেখেছিলুম, পি এণ্ড ও কোম্পানির জাহাজে। চাকররা এবং খালাসিরা কলকাতার; কয়লাওয়ালারা পূর্ব্ব বঙ্গের; রাঁধুনিরাও পূর্ব্ব বঙ্গের ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ান। আর আছে চারজন মেথর। কামরা হ'তে ময়লা জল সাফ্‌ প্রভৃতি মেথরেরা করে, স্নানের বন্দোবস্ত করে, আর পাইখানা প্রভৃতি দুরস্ত রাখে। মুসলমান

চাকর, খালাসিরা, ক্রিশ্চানের রান্না খায় না; তাতে আবার জাহাজে প্রত্যহ শোর ত আছেই। তবে অনেকটা আড়াল দিয়ে কায সারে। জাহাজের রান্নাঘরে তৈয়ারি রুটি প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে খায়। যে সকল কলকেত্তাই চাকর নয়া রোস্‌নি পেয়েছে, তারা আড়ালে খাওয়া দাওয়া বিচার করে না। লোক-জনদের তিনটা "মেস" আছে। একটা চাকরদের, একটা খালাসিদের, একটা কয়লাওলাদের। একজন ক'রে "ভাণ্ডারী" অর্থাৎ রাঁধুনি আর একটা চাকর কোম্পানি ফি মেসকে দেয়। ফি মেসের একটা রাঁধবার স্থান আছে। কল্‌কাতা থেকে জন কতক হিঁদু ডেকযাত্রী কলম্বো যাচ্ছিল; তারা ঐ ঘরে চাকরদের রান্না হয়ে গেলে রেঁধে খেতো। চাকর বাকররা জলও নিজেরা তুলে খায়। ফি ডেকে দেয়ালের গায় দুপাশে দুটী "পম্প;" একটি নোনা, একটি মিঠে জলের। সেখান হতে মিঠে জল তুলে মুসলমানেরা ব্যবহার করে। যে সকল হিঁদুর কলের জলে আপত্তি নাই, তাদের খাওয়া দাওয়ায় সম্পূর্ণ বিচার রক্ষা করে। এই সকল জাহাজে বিলাত প্রভৃতি দেশে যাওয়া অত্যন্ত সোজা। রান্নাঘর পাওয়া যায়, কারুর ছোঁয়া জল খেতে হয় না, স্নানের পর্য্যন্ত জল অন্য কোন জাতের ছোঁবার আবশ্যক নাই; চাল, ডাল, শাক, পাত মাছ, মাংস, দুধ, ঘি, সমস্তই জাহাজে পাওয়া যায়; বিশেষ এই সকল জাহাজে দেশী লোক সমস্ত কায করে ব'লে ডাল, চাল, মূলো, কপি, আলু প্রভৃতি রোজ রোজ তাদের বার করে দিতে হয়। এক কথা—"পয়সা"। পয়সা থাক্‌লে একলাই সম্পূর্ণ আচার রক্ষা করে যাওয়া যায়।

এই সকল বাঙ্গালী লোক জন—প্রায় আজ কাল সব জাহাজে যেগুলি কল্‌কাতা হতে ইউরোপে যায়। এদের ক্রমে একটা জাত সৃষ্টি হচ্ছে; কতক-গুলি জাহাজী পারিভাষিক শব্দেরও সৃষ্টি হচ্ছে। কাপ্তেনকে এরা বলে—"বাড়ীওয়ালা", আফিসর—"মালিম", মাস্তুল—"ডোল", পাল—"সড়", নামাও—"আরিয়া", ওঠাও—"হাবিস" heave ইত্যাদি।

খালাসিদের এবং কয়লাওলাদের একজন করে সর্দ্দার আছে, তার নাম "সারঙ্গ"; তার নীচে দুই তিন জন "টিণ্ডাল"; তারপর খালাসি বা কয়লাওয়ালা।

খানসামা "boy"দের কর্তার নাম "বটলার" butler; তার ওপর একজন গোরা—ষ্টুয়ার্ট। খালাসিরা জাহাজ ধোওয়া পোঁছা, কাছি ফেলা তোলা, নৌকা নামান ওঠান, পাল তোলা পাল নামান (যদিও বাষ্পপোতে ইহা কদাপি হয়) ইত্যাদি কায করে। সারঙ্গ ও টিণ্ডেলরা সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে, এবং কায করছে। কয়লাওয়ালারা এঞ্জিন ঘরে আগুন ঠিক রাখ্‌ছে, তাদের কায দিন রাত আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা, আর এঞ্জিন ধুয়ে পুঁছে সাফ্‌ রাখা। সে বিরাট এঞ্জিন, আর তার শাখা প্রশাখা সাফ্‌ রাখা কি সোজা কায? "সারঙ্গ" এবং তার "ভাই" আসিস্‌টাণ্ট সারঙ্গ কল্‌কাতার লোক, বাঙ্গালা কয়, অনেকটা ভদ্রলোকের মত; লিখ্‌তে পড়্‌তে পারে; স্কুলে পড়েছিল; ইংরাজিও কয়—কায চালান। সারেঙ্গের তের বছরের ছেলে কাপ্তেনের চাকর—দরজায় থাকে—আরদালি। এই সকল বাঙ্গালী খালাসি, কয়লাওয়ালা, খানসামা, প্রভৃতির কায দেখে, স্বজাতির উপর যে একটা হতাশ বুদ্ধি আছে, সেটা অনেকটা কমে গেল। এরা কেমন আস্তে আস্তে মানুষ হয়ে আসছে, কেমন সবল শরীর হয়েছে, কেমন নির্ভীক অথচ শান্ত। সে নেটিভি পা চাটা ভাব মেথরগুলোরও নেই,—কি পরিবর্তন!

দেশী মাল্লারা কায করে ভাল, মুখে কথাটি নাই, আবার সিকি খানা গোরার মাইনে। বিলাতে অনেকে অসন্তুষ্ট; বিশেষ, অনেক গোরার অন্ন যাচ্ছে দেখে, খুসী নয়। তারা মাঝে মাঝে হাঙ্গাম তোলে। আর ত কিছু বলবার নেই; কাযে গোরার চেয়ে চটপটে। তবে বলে, ঝড় ঝাপটা হলে, জাহাজ বিপদে পড়্‌লে, এদের সাহস থাকে না। হরিবোল হরি! কাযে দেখা যাচ্ছে—ও অপবাদ মিথ্যা। বিপদের সময় গোরাগুলো ভয়ে, মদ খেয়ে, জড় হয়ে, নিকম্মা হয়ে যায়। দেশী খালাসি এক ফোঁটা মদ জন্মে খায় না, আর এ পর্য্যন্ত কোন মহা বিপদে একজনও কাপুরুষত্ব দেখায় নাই। বলি, দেশী সেপাই কি কাপুরুষত্ব দেখায়? তবে নেতা চাই। জেনেরল স্ট্রং নামক এক ইংরাজ বন্ধু সিপাহীর হাঙ্গামার সময় এ দেশে ছিলেন। তিনি গদরের গল্প অনেক করতেন। একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা [illegible]

সিপাহীদের এত তোপ বারুদ রসদ হাতে ছিল, আবার তারা সুশিক্ষিত ও বহুদর্শী, তবে কেন ক'রে হেরে মলো কেন? জবাব দিলেন যে, তাদের মধ্যে যারা নেতা হয়েছিল, সে গুলো অনেক পেছন থেকে "মারো বাহাদুর" "লড়ো বাহাদুর" করে চেঁচাচ্ছিল; অফিসার এগিয়ে মৃত্যুমুখে না গেলে কি সিপাহী লড়ে? সকল কাজেই এই। "শিরদার ত সরদার"; মাথা দিতে পার ত নেতা হবে। আমরা সকলেই ফাঁকি দিয়ে নেতা হতে চাই; তাইতে কিছু হয় না, কেউ মানে না।

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারত।

আর্য্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিন রাত্তই কর, আর যতই কেন আমরা "ডম্ম্ম্" বলে ডম্ফাই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্চ দশ হাজার বছরের মমি!! যাদের "চলমান শ্মশান" ব'লে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্ত্তমান জীবন আছে, তাদেরই মধ্যে। আর "চলমান শ্মশান" তোমরা। তোমাদের বাড়ী ঘর দুয়ার মিউজিয়ম, তোমাদের আচার, ব্যবহার, চাল, চলন দেখলেও বোধ হয়, যেন ঠানদিদির মুখে গল্প শুনছি। তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও, ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্রশালিকায় ছবি দেখে এলুম। এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা, তোমরা; ভারতের উচ্চ বর্ণেরা। তোমরা ভূত কাল, লঙ্, লুঙ্, লিট্ সব এক সঙ্গে। বর্ত্তমান কালে, তোমাদের দেখ্ছি বলে, যে বোধ হচ্চে, ওটা অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ লোপ লুপ্। স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, দেরি কচ্চ কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীন-কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না? হুঁ, তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্ব্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্ব্বকালের অনেকগুলি রত্নপেটিকা রক্ষিত রয়েছে। এতদিন দেবার সুবিধা হয় নাই। এখন ইংরাজরাজ্যে, অবাধ বিদ্যাচর্চ্চার দিনে, উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও।

তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধ'রে, চাষার কুটীর ভেদ করে; জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুটো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্‌টে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটী চুপ করে দিন রাত খাটা, এবং কার্য্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়!—এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিকের আংটী,—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও, হাওয়ায় বিলীন হয়ে; অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো: তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটীজীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি "ওয়াহ গুরু কি ফতে"। [ক্রমশঃ।]

আমার
তিব্বত ভ্রমণের
আর এক পরিচ্ছেদ।

স্বামী অখণ্ডানন্দ। [৫৩১ পৃষ্ঠার পর।

আবার চড়াই উৎরাই। এবারে স্থানে স্থানে একটু বেশী খাড়া চড়াই, আর পথ যেন ক্রমশঃ বৃক্ষলতাদিশূন্য বোধ হইতে লাগিল, লোক জনও বড় নাই। ক্রমশঃ বৈকালে এক ফাঁকা মাঠে আসিয়া হাজির। মাঝে এক ছোট ঘর, উহাই ধর্ম্মশালা, আমাদের ধনিরাম পাধানের নির্ম্মিত। সরখা

একধার পড়িয়া গিয়াছে, তাহার একখানি কড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। পাধান সেই খানিই আমাদের জন্য চিরিয়া দিতে তাহাদের লোক অনেক চেষ্টা করিল, আমাদের ধুনি ও রন্ধনের কাঠ তাহাতে হইল। পাধান নিজের দিন যাপ খরচের জন্য ঘোটক দকবাদির পৃষ্ঠে কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। আমাদের রুটি, শাক ভাজা ও চা খাওয়া হইল। সেই ক্ষুদ্র ঘরে পাধানের অনেক লোকজন সব শয়ন করিল। সঙ্গে একটী ক্ষুদ্র তাম্বু, তাহাতে পাধান শয়ন করিল। রাত্রে বৃষ্টি হইতে লাগিল। ধর্মশালার ছাদ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাথায় ছাতা দিয়া একরূপে রাত কাটাইয়া দিলাম। শুনিলাম, তার পরদিন বরফ পাইব। এবারে নাকি অন্যবারের মত বরফ পড়ে নাই।

এবারে আর পথ বাস্তবিক নাই। দকবাদের সঙ্গে চলিতে লাগিলাম—গাছ পালা কিছু নাই। অনেকক্ষণ ধরিয়া একটী খুব চড়াই করিতে হইল শুনিলাম, উৎরায়ের সময় বরফ পাইব।

খানিক বাদে চতুর্দ্দিকে বরফের পাহাড় সব দেখা যাইতে লাগিল। সুকবির বর্ণনার যোগ্য বটে। আমি কেবল চাহিয়া চাহিয়া থাকিতে লাগিলাম। খানিকটা খানিকটা যেন তুলা বিছান। এইবারে একটা উৎরায়ে পায়ের কাছে বরফ আসিল। বরফের উপর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। উহারা বলিল, আদ্র অসাবধানে চলাতে, আমি ত বার বার পড়িয়া যাইতে লাগিলাম। বরফ পড়িয়া থাকে—যেন থোবা থোবা—একেবারে জমাট বাঁধিয়া সমতল হইয়া থাকে না। বরফ অতি সামান্য দূর পর্য্যন্তই ছিল। পড়িয়া যাওয়ায় হাত অতিশয় শীতল হইয়া গেল—যেন অসাড়—জামার পকেটে হাত রাখিয়াও কোন মতে গরম হইতেছে না। মঙ্গলপুরী আমাদের হইতে অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল—সে বরফে পিছলাইয়া প্রায় ২০ হাত পড়িয়া গিয়াছিল। সে বলিল, “আমার হাত পা একেবারে খালি হইয়া গিয়াছিল”।

আমাদের আলেখিরাথর এই অসময়ের জন্য গাঁজা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। একটু একটু নেকড়া ধরাইয়া তামাক খাইয়া নিজের [illegible]

গরম করিতে লাগিল। রাস্তার এক জায়গায় থামিয়া গুড়-পাপড়ি খাওয়া গেল। ইতিমধ্যে গুড়-পাপড়ি অল্প অল্প খাওয়া গিয়াছিল, আজ হইতে গীতিময় গুড়-পাপড়ি শুরু হইল।

ক্রমশঃ উৎরাই করিতে করিতে অনেক দূর আসিয়া দেখিলাম—পাধানের দলবল, পাথার সব সমবেত। কাজেই আমরাও সেথায় থামিলাম। পাধান বলিয়াছিল, এই স্থানে তিব্বতীয় চৌকীদার থাকে, আর সে নিশ্চয়ই নাই। সুতরাং আজ আমরা তাকলা কোটে (যেখানে তিব্বতীয় গবর্ণর [illegible] থাকেন) পঁহুছিব। আমরা সেই আশায় ছিলাম, কিন্তু তাহা হইল না। তিব্বতীয় চর এখানে হাজির দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ। আমরা তিব্বতীয় ভাষা কিছু বুঝি না, পাধানের সঙ্গে কথা হইতে লাগিল। পাধান আমাদিগকে হিন্দীতে বুঝাইয়া দিতে লাগিল, এ ব্যক্তি বলিতেছে, এখান হইতে [illegible] দূরবর্ত্তী তাকলা কোটে এখনি যাইয়া কর্ত্তৃপক্ষের সহিত দেখা করিবে। [illegible] করিয়া আপনাদের কথা বলিবে। আপনাদিগকে আজ রাত্রি এবং কাল সমস্ত দিন ও রাত এখানে থাকিতে হইবে। আমি কিন্তু কাল প্রাতেই চলিয়া যাইব।

কোন্ স্থানে আমাদিগকে থাকিতে হইবে, শুনুন। চতুর্দ্দিকে বরফের পাহাড়। অতিশয় ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে। যে স্থানটীতে আমরা আশ্রয় লইয়াছি, তাহা কেবল প্রস্তরের খানিকটা পাঁচিল দিয়া ঘেরা মাত্র। [illegible] অনেক স্থলে অতি নীচু। ছাদাদি ত নাইই। তার উপর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হইতেছে। আমরা ত পাধানকে বলিলাম, উহাকে বুঝাইয়া বল, [illegible] কাল আমরা তোমার সঙ্গেই যাইতে পারি। তাহা না হইলে আমরা [illegible] পড়িব। এই আজ রাত্রে কিরূপে থাকিব, তাহাই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। শীতবস্ত্র সকলের তাদৃশ নাই। যাহা আছে, তাহা চলিবে [illegible] না। [illegible] লইয়াছি। তাহাতে শীত কোন মতে যাইতেছে না। [illegible] শয়ন করিতে হইবে। পাধান বুঝাইয়া বলিল, সৌভাগ্যক্রমে [illegible] প্রহরী বুঝিল। স্থির হইল, কাল সকালে তাকলা কোটে যাওয়া [illegible]

তারপর যাহা হয়, তাহা হইবে। এইবারে আহারের চেষ্টা। আমাদের কাছে কিছু ছাতু ছিল, তাই নুন ও লঙ্কা যোগে, এবং কিছু কিছু গুড়-পাপাড় ভোজন হইল, পাধান আমাদিগকে একটু একটু গুড় দিল। পাধানের অংশ রুটি প্রস্তুত হইল। তাহার অল্প পরিমাণ কাঠ আছে, সুতরাং আমরা আর তাহার কাঠে ভাগ বসাইতে চাহিলাম না। পাধানও কিছু বলিল না। পাধান একখানি হিন্দী তুলসীদাসী রামায়ণ দিল। আমরা তাহাই পাঠ করিতে লাগিলাম। উহাতে তুলসীদাসের জীবন চরিত একটু পড়িলাম। পাধানকেও বুঝাইয়া দিলাম। একটী ভোকরার হাতে তাহার পূর্ব্ব দিকে একখানি ইংরাজি ডাক্তারী মাসিক পত্রিকা দেখিয়াছিলাম। অনেক দিন পরে ইংরাজী পুস্তক দেখিয়া তাহা পাঠ করিতে লাগিলাম। এদিকে পাধানের ক্ষুদ্র তাঁবু খাটান হইয়াছে। তাঁবুর ভিতর সব জিনিষ পত্র সব বস্তা জড় করা। পাধান আর এক আধজন উহার ভিতর থাকিবে। পাধানের বড় তাঁবু তাক্‌লা কোটে রহিয়াছে। এ একটী ছোট তাঁবু সামনে খোলা। পাধান ও তাহার সঙ্গীরা তাস খেলিতে বসিল। আমরা কেহ পাধানের তাঁবুতে কেহ বা বাহিরে কাপড় চোপড় মুড়ি দিয়া রাত্রির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। তখন সমুদয় বকরীকে সেই পাঁচিলের ভিতরে দলবদ্ধ করা হইল। সৌভাগ্যক্রমে পাধান আমাদিগকে তাহার তাঁবুতে শয়ন করিতে অনুমতি করিল। আমরা যেন ধড়ে কতকটা প্রাণ পাইলাম। ইতিমধ্যে এই বরফ ও বরফের পাহাড় দেখিয়া আমাদের ক্রমশঃ উদ্যম ও অধ্যবসায় সঙ্কীকৃত হইয়াছে। আমরা একরূপ স্থির করিলাম —এখান হইতে তাক্‌লা কোটে যাই, ঐখান হইতে মানসসরোবরে না গিয়া ইংরাজরাজ্যের ভিতরের পথ (কালাপানির পথ) দিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইব। মহেশ্বরপুরী আমাদের মতে মত দিল, মঙ্গলপুরী দিল না। আমরা পাধানের নিকট আমাদের মনোভাব জ্ঞাপন করিলাম। পাধান উদাসীনভাবে বলিল, যাহা আপনাদের ইচ্ছা। রাত্রে আরো ভয়ানক কষ্ট হইতে লাগিল। পা হইতে পদ্যাঙ্গ এবং হাত হাত ঠাণ্ডা হইয়া যাইতে লাগিল। [illegible]

ভোরে উঠিলাম। পাধানকে বলিলাম, আমাদের তিন জনের কালাপানি পর্য্যন্ত যাইবার জন্য তিনটী ঘোড়া ভাড়া করিয়া রাখিবে। সে বলিল, আচ্ছা। এখানে ঘোড়া ও ঝুম্‌ নামক এক প্রকার গোজাতি বাহনস্বরূপ পাওয়া যায়। পাধান ভোরে ঘোড়ায় তাক্‌লা কোটে রওনা হইল।

হিমালয়ের অপর পারে আসিয়াছি। এইবারে তিব্বতের plateau বা tableland। এতদিন পরে অপেক্ষাকৃত সমতল পথ পাইয়া মহা আনন্দের সহিত চলিতে লাগিলাম। রাস্তায় মঙ্গলপুরী আমাদিগকে বুঝাইতে লাগিল, এতদূর আসিয়া আর কিয়দ্দূর মাত্র থাকিতে মানস-সরোবর দর্শন না করা পাপীর লক্ষণ। আমরা তাহার কথা তখন শুনিলাম না। যাহা হউক ক্রমশঃ পথে চলিতে লাগিলাম। পথে চলিতে চলিতে চমরী গো দেখিলাম। ইহার পুচ্ছে চামর হয়। তিব্বতীয়েরা ইহার দুগ্ধ হইতে ঘৃত প্রস্তুত করে, ইহার মাংসও ভক্ষণ করে। ক্রমশঃ খানিকটা উৎরাই আসিল। এই উৎরাইর পর বেশ খানিকটা সমতল জমি ও চাস বাস দেখিতে পাইলাম। এস্থান দেখিয়া ঠিক যেন বাঙ্গালা দেশের কথা মনে উদয় হইল। তারপর একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর উঠিলাম, উঠিয়াই দেখি—বহুসংখ্যক তাঁবু পড়িয়াছে। বুঝিলাম, আমরা তাক্‌লা কোটে আমাদের অভিলষিত স্থানে পঁহুছিয়াছি। আমাদিগকে ধনিরামের তাঁবু খুঁজিয়া লইতে বড় কষ্ট হইল না।

তখন তাহার তাঁবু খাটান হইতেছে। ধনিরাম নাই। সে মণ্ডপের কাছে গিয়াছে। আমরা [illegible] অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আমরা যেখানে বসিয়া, তথা হইতে একটী উচ্চ পর্ব্বতচূড়ায় মণ্ডপের বাটী দৃষ্টিগোচর হইতেছে। আমরা সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়াছি, এমন সময়ে ধনিরামের ঘোড়া দেখা গেল। ধনিরাম ক্রমশঃ নামিয়া আসিল।

আসিতেই আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম—কি খবর? ধনিরাম বলিল, আমি মণ্ডপের কাছে বলিলাম, ৩ জন সাধু আমার সহিত আসিয়াছেন, তাঁহাদের মানসসরোবর দর্শন করিতে ইচ্ছা। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, মানসসরোবর পর্য্যন্ত উঁহারা যাইতে পারেন। তবে উঁহারা অধিক দূর যেন না যান।

আর যে পথ দিয়া যাইতেছেন, সেই পথ দিয়াই ফিরিয়া আসেন। ইহার ব্যতিক্রম হইলে তোমায় জরিমানা করিব।

আমরা তখন একরূপ যাইবই না, স্থির করিয়াছি, এক্ষণে যমপুরী আবার উত্তেজনা করিতে লাগিল। আবার স্থানটী অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও বেশ রৌদ্র হওয়ায় আমরা পূর্ব্ব রাত্রের কষ্ট ক্রমশঃ ভুলিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ সকলের মত স্থির হইল—মানসসরোবর পর্য্যন্ত যাওয়া। (ক্রমশঃ।)

মুর্শিদাবাদ অনাথাশ্রম।

(প্রেরিত পত্র—২৩।৮।৯৯।)

"মুর্শিদাবাদ অনাথাশ্রমের হিতার্থে কলিকাতা ইটালীর জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র নারায়ণ দেব মহাশয় সাতিশয় যত্ন করিতেছেন। তিনি ইটালী অঞ্চল হইতে গত এপ্রেল মাস হইতে মাসিক ১৩।০ টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা আদায় করিতেছেন। উপেন্দ্র বাবু ও কলিকাতার ইটালীবাসীগণ অনাথাশ্রমের প্রতি যে দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। উপেন্দ্র বাবু নীরবে অনাথাশ্রমের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যে শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয় এবং অনুকরণীয়। উপেন্দ্র বাবুর দ্বারা ইটালীবাসীগণের নিকট হইতে আমরা গত এপ্রেল হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত অনাথাশ্রমের মাসিক চাঁদা স্বরূপ সর্ব্বশুদ্ধ ৫৮।০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছি।

উপেন্দ্র বাবু অনুগ্রহ পূর্ব্বক কলিকাতার এজেণ্ট হইয়া অনাথাশ্রমের কার্য্য করিতেছেন। আমরা উপেন্দ্র বাবুকে বিশেষ ইটালী অঞ্চলে এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে অনাথাশ্রমের হিতকল্পে এইরূপ চেষ্টা করিতে দেখিয়া বিশেষ রূপে উৎসাহিত হইয়াছি। গত জানুয়ারী মাস হইতে অনাথ-আশ্রমে প্রতি মাসে বাবু ধনলাল আগরওয়ালা (কলিকাতা) ২৲ হিসাবে ও বাবু রামলাল বোস (কলিকাতা) ১৲ হিসাবে সাহায্য করিতেছেন। গত জুন

হইতে বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র (কলিকাতা) ১৲ বাবু মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল (দার্জিলিং) ২৲ ও বাবু হেমেন্দ্রকুমার বোস (কলিকাতা) ১৲ হিসাবে মাসিক সাহায্য করিতেছেন। উক্ত মাসিক সাহায্যকারিগণকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতাসহকারে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সম্প্রতি কতিপয় মহোদয়, অনাথাশ্রমের সাধারণ ব্যয়ের নিমিত্ত এককালীন এইরূপ সাহায্য করিয়াছেন। যথা,—

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, বেলুড় মঠ, ১৲ এবং ১২ খানি বস্ত্র চাদর, বাবু গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, হাবড়া, সাতরাগাছী ১০৲; জনৈক ভদ্রমহিলা, ৫৲ কলিকাতা; জনৈক বন্ধু, কলিকাতা, ১০৲; বাবু নবগোপাল ঘোষ, রামকৃষ্ণপুর, হাবড়া, ৫৲; ডাক্তার রামলাল ঘোষ, রামকৃষ্ণপুর, হাবড়া, ২৲, জনৈক বন্ধু ১০৲; ডাক্তার নিতাই চরণ হালদার, কলিকাতা, ১৪৲; বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র বোস, কলিকাতা, ২৲, বাবু চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, ২৲; বাবু প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৲; বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ বোস, কলিকাতা, ২৲; বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, ২৲; বাবু রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, ৫৲; বাবু মণিলাল সেন, কলিকাতা, ৫৲; বাবু নিতাই চরণ ঘোষ, কলিকাতা, ২৲; বাবু নগেন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা, ৫৲; বাবু উপেন্দ্রনাথ আড্ডা, কলিকাতা, ৩৲; বাবু প্রিয়নাথ সেন, কলিকাতা, ৫৲; বাবু প্রমথচন্দ্র কর, কলিকাতা, ২৲; ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ, কলিকাতা, ২৲। এতদ্ব্যতীত বাবু শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার স্বপ্রণীত একখানি বড় ভূমণ্ডলের ম্যাপ, এক আট্‌লাস ও দুইখানি ভূগোলপ্রকাশ ও ভূগোলপরিচয় দিয়া অনাথাশ্রমের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার স্বকৃত দুইখানি হোমিওপ্যাথিক পুস্তক দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। বাবু তুলসীদাস মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, এক বাক্স ও কয়েকটী হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এবং এক পুস্তক দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। সিস্টার নিবেদিতা তাঁহার কিণ্ডার গার্টেন্ বালিকা বিদ্যালয়ের কয়েকখানি চিত্র ও পাঠশালার উপযোগী আরও কয়েকটী সামগ্রী দিয়া

সাহায্য করিয়াছেন। অনাথাশ্রমের এই আরম্ভ সময়ে যে উদারচিত্ত মহাশয় ও মহাশয়াগণ সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহাদিগকে আমরা প্রকৃতই আশ্রমের জীবনদাতাস্বরূপ জ্ঞান করি এবং সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবৎ-সমীপে প্রার্থনা করি যে, তাঁহারা উত্তরোত্তর অধিকতর উৎসাহের সহিত মানবজাতির হিতসাধনে তৎপর হউন।" ---(স্বাক্ষর) অখণ্ডানন্দ।

ঝালোয়ার দুহিতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সমস্ত রাত্রি বীরেন্দ্র সিংহ কিশোরীর অনুসন্ধানে ভ্রমণ করে। রাণা কোথায় আছে, কিরূপে আছে, তাহার সন্ধান নেয়। কিরূপে রাণার প্রাণবধ করিবেন, এই তাঁহার সঙ্কল্প! রাণার প্রাণবধ করিয়া, মৃত্যু-সংবাদ কিশোরী-কে দিবেন এই তাঁহার কামনা। জীবনের কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে, তারপর যা হয়। কিশোরীকে গ্রহণ করিবেন না, এ দৃঢ় ধারণা। যার জন্য এত সহ্য করিয়াছেন, যার জন্য মুমূর্ষু হইয়াছিলেন, সেই তাঁহাকে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছে। রাণার পাটরাণী হইবে বাসনা। হা ধিক! রমণীচরিত্রে ধিক! যে রমণীকে ভালবাসে, তাকে ধিক! তাহার জীবনে শত ধিক! কিন্তু প্রতিহিংসা! যুদ্ধে জয় আশা নাই, বারবার চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তবে কিরূপে রাণার প্রাণবধ করিব? অন্তঃস্থ বধ করিতে হইবে। সেই প্রাণ-ঘাতী ছুরী কিশোরীকে দেখাইতে হইবে। ছদ্মবেশে রাণার রক্ষকপদে নিযুক্ত হইতে পারিলে কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা। কিন্তু প্রথমতঃ দাসত্ব স্বীকার করিতে হইবে, এ অতি অসহ্য। কি করি, এ ব্যতীত ত আর উপায় নাই। পরিচিত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ব্যতীত ত কেহ রাণার রক্ষকপদ পায় না। বিশ্বস্ত ও পরিচিত কিরূপে হইব! তিনি ক্লান্ত ছিলেন, রাতের বিশ্রামধারণের নিমিত্ত

গুপ্তভাবে রাণা সহর পর্য্যটন করেন। সে এক সুযোগ বটে। কিন্তু কই! নানা স্থানে ভ্রমণ করেন, রাণার ত দেখা পান না। ঘুরিয়া বেড়ান। একদিন রজনীযোগে হঠাৎ ধন্নুর সহিত সাক্ষাৎ। ধন্নু এতদিন বীরেন্দ্র সিংহের কোন তত্ত্ব পায় নাই। কুলাঙ্গার রাণাপুত্র উদা'র সহিত জুটিয়াছে। উদা'র কামনা—পিতাকে বধ করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করে। ধন্নুর নিকট অবগত হইলেন যে, উদা এক্ষণে দিল্লীশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে। পাঠান জাতীয় বিলোদী লোদী তখন দিল্লীর সিংহাসনে। তৎকালে দিল্লীর অধিকার অতি সংকীর্ণ, রাজ্যবিস্তারের নিমিত্ত জোয়ানপুরের সহিত দিল্লীর বিবাদ। উদা জানিত, পিতার বিরোধে কার্য্য করিলে স্বজাতিরা বিরোধী হইবে। দিল্লী-শ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলে সে বিরোধে তাহার ক্ষতি হইবে না। এই নিমিত্ত মুসলমানের আনুগত্য স্বীকার করিতে পাঠান-শিবিরে গিয়াছেন। পিতার প্রাণবধ করা তাঁহার সঙ্কল্প। সংবাদ শুনিয়া বীরেন্দ্র সিংহের আপাদ-মস্তক ঘুরিয়া গেল। ভাবিলেন, দুনিয়া অতি আশ্চর্য্য স্থান, কেবা আত্ম-সুখই প্রবল! আত্মসুখের জন্য পিতৃহন্তা হইবে নরাধম! নরাধম—তিনিই বা কি করিতেছেন। তিনিই বা রাণার প্রতিবাদী কেন? [illegible] কিশোরীর প্রতি তাঁহার প্রতিহিংসার কারণ কি? অন্য কিছুই না,—তাঁহার আত্ম-সুখে ব্যাঘাত পড়িয়াছে। ধন্নু বলিতে লাগিল, আমাদিগের উত্তম সুযোগ উপস্থিত। যখন ঘরভেদী শত্রু পিতা পুত্রে বিবাদ—তখন রাণার অপকার করা অতি সহজ। উদা প্রত্যাগমন করিলেই মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে, কিন্তু এ সকল উৎসাহবাক্যে বীরেন্দ্র সিংহ কোন উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না। নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। ধন্নু জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু বলিতেছ না কেন?" বীরেন্দ্র সিংহ উত্তর করিলেন, "কি বলিব, যখন কার্য্যে সফল হইব, তখন বুঝিব। বার বার আশা করিয়া প্রতারিত হইয়াছি। আশা নিরাশায় পরিণত হইয়াছে।" ধন্নু নানা প্রকার উত্তেজনা করিতে লাগিল। বীরেন্দ্র শুনিলেন মাত্র। ধন্নু চলিয়া গেলে তিনি ইতি-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। কিশো-রীর আশায় জীবনের এতদিন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহা ফুরাইয়াছে

তারপর জিঘাংসা উদয় হয়। আপাততঃ অন্তরে ভাবের পরিবর্ত্তন উপস্থিত। অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল, সংসারে আর তাঁহার কোন কার্য্য নাই। জীবন লক্ষ্য-শূন্য, আশা স্রোতবর্জ্জিত! কি করিবেন, কোথায় যাইবেন,—কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ তাঁহার মানস-নেত্রে মীরার রূপ উদয় হইল। একবার ভাবিলেন, মীরার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, কিন্তু মনে মনে লজ্জা হইল। মীরার নিকট বৈষ্ণবের ভান করিয়াছিলেন, সামান্য রমণী-দর্শনমানসে সাধুর ভান! ভাল, বৈষ্ণব কি? মীরার হরিসংকীর্ত্তনের প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন—বুঝিয়াছিলেন, তিনি অলৌকিক শক্তিশালিনী। কিন্তু একি,—যে সে ব্যক্তি ত তাঁহাকে প্রভাবিত করিতে পারে! তিনি কি যথার্থ প্রভাবিত হন বা তাঁহার উচ্চ প্রকৃতি বৈষ্ণবের ভেক পর্য্যন্ত উপহাস করিয়া থাকে? বৈষ্ণব কি, যাহার বেশের এত মান? এই কথা তাঁর মনে অনবরত তোলাপাড়া হইতে লাগিল। অন্যমনে অতঃপর সকালে চলিলেন। দিবা অবসানে একটী কুটীরের নিকট উপস্থিত। তথায় দেখেন, তাঁহার চিকিৎসক আর দুই ব্যক্তি—ইহারা অন্ধা বধূ। পীড়িত অবস্থায় উহাকে দেখিয়াছেন, কিন্তু স্মরণ হইল না। তাঁহার [illegible] তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, কোথায় যাইতেছ? বীরেন্দ্র উত্তর করিলেন, "জানি না।" সুজন বলিল, "এই খানে ব'স" উপবাসী আছ, কিছু আহার কর। তারপর ইচ্ছা হয় সমস্ত রাত্রি ঘুমিও। একটা কথার উত্তর দিবে কি? তোমার কি আর প্রতিহিংসার ইচ্ছা নাই?" বীরেন্দ্র বলিল, "না।" সুজন উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "ভোজবাজি—ভোজবাজি!" বীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "ভোজবাজি কি?" সুজন, অন্ধা বধূকে দেখাইয়া পরিচয় দিল। ইহারা ছিল ডাকাত আর আমি কসাই—মানুষ, গরুমারা আমার ব্যবসা। কিন্তু এরা বলে, আর ডাকাতী করিব না। আমিও বলি, আর মানুষ, গরু মারিব না। তোমারও দেখিতে পাই সংকল্প ফিরিয়াছে; ভোজবাজি নহে ত কি বলিব?

রাজকুমার বীরেন্দ্রের ঐ কুৎসিৎপ্রকৃতি দস্যুদ্বয় ও কসাইকে পূর্ব্ব বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান হইতে লাগিল, যে চাটাই বসিতে দিয়াছে, তাহা সিংহাসন অপেক্ষা

উত্তম, মোটামোটা লবণহীন রুটী পাতায় অতি উপাদেয়, জ্ঞান হইতে লাগিল। ভোজনান্তে আকাশতলে বসিয়া চারিজন পরস্পর পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অন্ধা বলিতে লাগিল, "আমার গৃহস্থের ঘরে জন্ম—মধ্যম সন্তান। ছোট ভাইকে মা আদর করিতেন। দাদাকে বাবা যত্ন করিতেন; কিন্তু আমি পিতা-মাতার কাহারও বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলাম না। বাল্যকালে মনে মনে হিংসা হইত। কিন্তু একটী বোন ছিল—আমার ছোট। বাপ মা উভয়েই ভাবিতেন, সে আমাকে দেখিতে পারে না। কিন্তু আমি তার প্রাণের স্বরূপ ছিলাম। আমারও দুর্ব্বুদ্ধির অভাব ছিল না। দুষ্ট লোকের অনিষ্ট করিয়া বেড়াইতাম, দণ্ড পাইতাম, অনাহারে ঘরে বদ্ধ থাকিতাম। অনাহারে রাখিয়া পিতামাতা ও অন্য দুই ভাই সুখে নিদ্রা যাইতেন, কিন্তু অনেক রাত্রে বোনটী চুপি চুপি আসিয়া জানালা ঠেলিত, দেখিতাম, তাহার আহারের সামগ্রী হইতে চুরি করিয়া, কিঞ্চিৎ সরাইয়া রাখিয়াছে, সেই খাবার আমায় জানালা গলাইয়া দিত। দেখিতাম—তাহার চক্ষে জল পড়িতেছে। মধুরভাষিণী বলিত, "তুই কেন অকর্ম্ম করিস্? আহা কত মার খাইয়াছিস্! একদিন কি মারা পড়িবি"?—বলিতে বলিতে তাহার বুক ভাসিয়া যাইত! কিন্তু আমার বড় ভর্ৎসন গর্জ্জন তাহারই উপর ছিল। "তোর কি, আমি খাব না, খুন করিব" এইরূপ কথাই সর্ব্বদা প্রয়োগ করিতাম। এইরূপে কতকদিন যায়। আমার বয়স তখন ষোল বৎসর। সেই ভগিনীর বিবাহের কথা উত্থাপন হইল। কুলীন—যোগ্য বর মিলে না, যদি মিলে ৫ পণের খাই বেশী। তার উপর আবার দাদা বড় বেকো। আমাদের প্রায় সর্ব্বস্ব পণ করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে হইবে,—এই চিন্তা তাঁহার সর্ব্বাধিক হইত। দিন দিন ভগিনীটী অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিল—জাতি ভ্রষ্ট হইবার উপক্রম। পল্লীর লোকে বিদ্রূপ করে, পিতার দুঃখের সীমা নাই। পিতার দুঃখে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরম দুঃখিত। একদিন

বাপ বেটায় কথা হইতেছে। শুনিলাম,—পিতা কায়মনোবাক্যে কামনা করিতেছেন, কন্যাটী মরুক! জ্যেষ্ঠ ভাই বাবাকে পরামর্শ দিতেছেন—"মেয়ে ফেলিলেইত আপদ চুকে।" বাবা বলেন, "সেও কি হয়?" ভাই বলেন "কেন? তোমার কোন কথায় থাকিবার কায নাই।" কথা শুনিবামাত্র আমার মস্তিষ্ক বিকল হইল, ক্রোধে অধীর হইলাম! আমি তাহাকে গালি দিয়া বলিলাম, "নিষ্ঠুর দস্যু! তোরে আমি বধ করিব!", জ্যেষ্ঠ ভাই বলবান্, আমায় আক্রমণ করিল, নির্দ্দয় করিয়া মারিতে লাগিল। প্রাণ ওষ্ঠাগত তবু ছাড়ে না। কোনরূপে হাত ছাড়াইয়া, একটা কুঠার তথায় ছিল, সেই কুঠার দ্বারা আঘাত করিলাম, এক ঘায়েই শেষ! আমি ভয়ে পলায়ন করিলাম। কোন নিভৃত স্থানে গাছে উঠিয়া বসিলাম; কিন্তু আপনার ভাবনা যত হোক না হোক, আমার ভগ্নীর নিমিত্ত বড় ব্যাকুল হইলাম। [illegible] চোরের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করিলাম। পুত্রবিয়োগে কাতর পিতা মাতা আমার ভগ্নীটিকে যথেচ্ছ প্রহার করিয়া শোকের কতকটা শান্তি করিয়াছেন। যে ঘর আমার বন্দী-গৃহ ছিল, সেই ঘরে তাহাকে বন্দী করিয়াছেন,—পিপাসায় জল পর্য্যন্ত পায় নাই! ভগ্নী আমার সাড়া পাইয়া অতি ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিল, "দাদা, তুই পালা, আমার জন্য ভাবিস্ না, আমি যে মার খাইয়াছি, তাতে আর আমি বাঁচিব না। তোকে ধরিতে পারিলে মারিয়া ফেলিবে। তুই যেথা হয় পলাইয়া যা! আমি আর কথা কহিতে পারিতেছি না। পিপাসায় আমার কণ্ঠ শুষ্ক! বোধ হয় আর মৃত্যুর বিলম্ব নাই—তুই পালা!" আমি কাপড় ভিজাইয়া আনিলাম, কিন্তু আর তাহার সাড়া পাইলাম না। বুঝিলাম, ভগিনীটী মরিয়াছে! সে সময়ে হৃদয়ের ভাব যে কি হইয়াছিল, তাহা এখন আমি অনুভব করিতে পারিতেছি না। একেবারে মমতাবর্জ্জিত হইলাম। দিক্‌বিদিক জ্ঞান নাই—চলিতেছি! অকস্মাৎ দুই তিনজন আমাকে ধরিল। তাহারা দস্যু। নরবলীর প্রয়োজন, তাই আমাকে ধরিয়াছে। সর্দ্দারের কাছে লইয়া গেল, আমি হঠাৎ সর্দ্দারকে বলিলাম, "যদি নরবলী দিতে চাও, অনেক নর পাইবে, কিন্তু আমার ন্যায় ডাকাত কোথাও পাইবে না"। [ক্রমশঃ।]

মহাভাষ্যম্।

(৪০৬ পৃষ্ঠার পর।)

ভাষ্য-মূল।—অথবা যুক্ত এবাত্র উক্তিভর্থঃ তথা লৌকিকেষু বৈদিকেষু চ কৃতান্তেষু।

লোকে তাবৎ অভক্ষ্যো গ্রাম্যকুক্কুটঃ অভক্ষ্যো গ্রাম্যশূকর ইত্যুচ্যতে। ভক্ষ্যং চ নাম ক্ষুৎপ্রতিঘাতার্থমুপাদীয়তে, শক্যং চানেন শ্বমাংসাদিভিরপি ক্ষুৎপ্রতিহন্তুম্, তত্র নিয়মঃ ক্রিয়তে ইদং ভক্ষ্যমিদমভক্ষ্যমিতি। তথা খেদাৎ স্ত্রীষু প্রবৃত্তির্ভবতি। সমানশ্চ খেদবিগমো গম্যায়াং চাগম্যায়াঞ্চ তত্র নিয়মঃ ক্রিয়তে ইয়ং গম্যা ইয়মগম্যেতি। বেদে খল্বপি। পয়োব্রতো ব্রাহ্মণো যবাগূব্রতো রাজন্য আমিক্ষাব্রতো বৈশ্য ইত্যুচ্যতে। ব্রতং চ নাম অভ্যবহারার্থমুপাদীয়তে। শক্যং চানেন শালিমাংসাদীন্যপি ব্রতয়িতুম্। তত্র নিয়মঃ ক্রিয়তে। তথা বৈল্বঃ খাদিরো বা যূপঃ স্যাদিত্যুচ্যতে। যূপশ্চ নাম পশ্বনুবন্ধার্থমুপাদীয়তে। শক্যং চানেন যৎকিঞ্চিদেব কাষ্ঠমুচ্ছ্রিত্যানুচ্ছ্রিত্য বা পশুরনুবন্ধুং তত্র নিয়মঃ ক্রিয়তে তথা অগ্নৌ কপালান্যধিশ্রিত্যাভিমন্ত্রয়তে। "ভৃগূণাং অঙ্গিরসাং ঘর্ম্মস্য তপসা তপ্যধ্বম্ ইতি। অন্তরেণাপি মন্ত্রমগ্নির্দহনকর্ম্মা কপালানি সন্তাপয়তি। তত্র চ নিয়মঃ ক্রিয়তে এবং ক্রিয়মাণমভ্যুদয়কারি ভবতীতি।

বঙ্গানুবাদ।—অথবা শাস্ত্রার্থ এইস্থলে যুক্ত হইয়াছে, যেমন লৌকিক ও বৈদিক বিষয়েতে (১)। লোকে ইহা উক্ত হয় যে, গ্রাম্য কুক্কুট অভক্ষ্য, গ্রাম্য শূকর অভক্ষ্য; ভক্ষ্য দ্রব্যকে ক্ষুধাবিনাশের নিমিত্ত গ্রহণ করা হয়।

---

(১) কৈয়ট ব্যাখ্যা করেন "লৌকিকঃ শাস্ত্রাপনিবদ্ধঃ, বৈদিকঃ শ্রুত্যুপনিবদ্ধঃ"—স্মৃতিশাস্ত্রে উপনিবদ্ধ বিষয় লৌকিক বিষয় এবং শ্রুতিশাস্ত্রে উপনিবদ্ধ বিষয়ই বৈদিক বিষয়।

কুক্কুটমাংসাদি দ্বারাও ক্ষুধাবিনাশ করিতে পারা যায়. সেই বিষয়ে নিয়ম করিতেছেন, ইহা ভক্ষ্য এবং ইহা অভক্ষ্য; তদ্রূপ খেদ অর্থাৎ রাগবশতঃই স্ত্রীসংসর্গে প্রবৃত্তি হয়, গম্যা এবং অগম্যা স্ত্রীতে খেদ (রাগ) সমানই, তথাপি নিয়ম করিতেছেন, এই স্ত্রী গম্যা এই স্ত্রী অগম্যা। বেদেও ব্রাহ্মণ পয়ঃ অর্থাৎ জল বা দুগ্ধ দ্বারা ব্রত করিবেন। ক্ষত্রিয় যবাগূ অর্থাৎ যেবীয় দ্রব্যবিশেষ দ্বারা ব্রত করিবেন, এবং বৈশ্য আমিক্ষা অর্থাৎ ছানা দ্বারা ব্রত করিবেন, এইরূপ উক্ত আছে। ব্রত অভ্যবহার অর্থাৎ ভোজনের নিমিত্তই গৃহীত হয়, ইহাও পারা যায়,—অন্ন-মাংসাদি দ্বারাও ব্রত করিতে পারা যায়। সেই বিষয়ে নিয়ম করিতেছেন। তদ্রূপ যূপ 'বৈল্ব' অর্থাৎ বিল্বকাষ্ঠনির্মিত অথবা 'খাদির' অর্থাৎ খদিরকাষ্ঠনির্মিত হইবে, ইহা উক্ত আছে। যূপ পশুবন্ধনের নিমিত্তই গৃহীত হয়। ইহাও পারা যায়—যে কোন একটী কাষ্ঠকে উচ্ছ্রিত করিয়া বা উচ্ছ্রিত না করিয়া পশু বন্ধন করিতে পারা যায়। সেই বিষয়ে নিয়ম করিতেছেন। তদ্রূপ অগ্নিতে কপাল অর্থাৎ সরাবাদি আরোপিত করিয়া মন্ত্রপাঠ করা হয়। "ভৃগূণাং অঙ্গিরসাং ঘর্মস্য তপসা তপ্যধ্বম্" ভৃগুগণের ও অঙ্গিরঃসমূহের তেজের উত্তাপ দ্বারায় উত্তপ্ত হও। অগ্নি দাহকারী মন্ত্রপাঠ ব্যতিরেকেও কপালসমূহকে সন্তাপিত করেন। সেই বিষয়েও নিয়ম করিতেছেন, এইরূপ করা হইলে তাহা মঙ্গলকারী হয়।

ভাষ্য-মূল।—অস্ত্যপ্রযুক্তঃ। সন্তি বৈ শব্দা অপ্রযুক্তাঃ। তদ্যথা,—"ঊষ" "তের" "চক্র" "পেচ" ইতি। কিমতো যৎ সন্ত্যপ্রযুক্তাঃ। প্রয়োগাদ্ধি ভবান্ শব্দানাং সাধুত্বমধ্যবস্যতি। য ইদানীমপ্রযুক্তা নামী সাধবঃ স্যুঃ। ইদং তাবৎ বিপ্রতিষিদ্ধং যদুচ্যতে সন্তি বৈ শব্দা অপ্রযুক্তা ইতি। যদি সন্তি নাপ্রযুক্তা অথাপ্রযুক্তা ন সন্তি। সন্তি চাপ্রযুক্তাশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। প্রযুঞ্জান এব খলু ভবানাহ,—সন্তি শব্দা অপ্রযুক্তা ইতি। কশ্চেদানীমন্যো ভবজ্জাতীয়কঃ পুরুষঃ শব্দানাং প্রয়োগে সাধুঃ স্যাৎ। নৈতদ্বিপ্রতিষিদ্ধম্। সন্তীতি তাবৎ ব্রূমঃ। যদেতান্ শাস্ত্রবিদঃ শাস্ত্রেণানুবিদধতে। অপ্রযুক্তা ইতি ব্রূমঃ। যল্লোকেঽপ্রযুক্তা ইতি;

বঙ্গানুবাদ।—অপ্রযুক্ত আছে। অপ্রযুক্ত শব্দ আছে। যেমন,—"ঊষ" "তের" "চক্র" "পেচ" ইত্যাদি। ইহা হইতে কি হয়, যে অপ্রযুক্ত শব্দ আছে? (অর্থাৎ অপ্রযুক্ত শব্দ আছে ইহাতে ক্ষতি কি?) প্রয়োগ অবলম্বন করিয়াই আপনি শব্দসমূহের সাধুত্ব স্থির করিতেছেন। যে শব্দসকল এক্ষণে অপ্রযুক্ত (অর্থাৎ এক্ষণে যাহাদিগের প্রয়োগ হয় না) তাহারা সাধু শব্দ নহে। ইহা অতি বিপরীত কথা, আপনি যে বলিতেছেন, অপ্রযুক্ত শব্দ আছে। যদি অপ্রযুক্ত না থাকে, তবে অপ্রযুক্ত (অর্থাৎ প্রয়োগের অযোগ্য) শব্দই থাকিতে পারে না। আছে, কিন্তু অপ্রযুক্ত ইহা বিপরীত কথা। আপনি প্রয়োগ করিতেছেন, আপনিই বলিতেছেন, অপ্রযুক্ত শব্দ আছে। এক্ষণে আপনার ন্যায় অপর কোন ব্যক্তি শব্দসমূহের প্রয়োগে সাধু হইতে পারেন। ইহা বিরুদ্ধ কথা নহে, (অপ্রযুক্ত শব্দ) আছে ইহা বলিব। যেহেতু এই অপ্রযুক্ত শব্দসকলকে শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ শাস্ত্র দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন। যে সকল শব্দ লোকে অপ্রযুক্ত, (অর্থাৎ প্রয়োগ হয় না) তাহাদিগকেই অপ্রযুক্ত বলিতেছি।

ভাষ্য-মূল।—যদপ্যুচ্যতে। কশ্চেদানীমন্যো ভবজ্জাতীয়কঃ পুরুষঃ শব্দানাং প্রয়োগে সাধুঃ স্যাদিতি ন ব্রূমোঽস্মাভিরপ্রযুক্তা ইতি। কিং তর্হি, লোকেঽপ্রযুক্তা ইতি। ননু চ ভবানপ্যভ্যন্তরো লোকে। অভ্যন্তরোঽহং লোকে ন ত্বহং লোকঃ।

বঙ্গানুবাদ।—যাহা বলা হইল,—"এক্ষণে আপনার ন্যায় অপর কোন ব্যক্তি শব্দসমূহের প্রয়োগে সাধু হইতে পারেন" ইহা বলিতেছি না,—আমাদিগ কর্তৃক অপ্রযুক্ত। তবে কি, যাহা লোকে অপ্রযুক্ত (অর্থাৎ আমরা প্রয়োগ না করিলেই অপ্রযুক্ত হয় না, কিন্তু লোকে যাহা প্রয়োগ করে না, তাহাই অপ্রযুক্ত শব্দ)। যদি বলেন, তুমিও লোকের অভ্যন্তর? আমি লোকের অভ্যন্তর বটে, কিন্তু, আমি লোক নহি (১)।

(১) 'ভুবন' এই অর্থেও লোকশব্দের প্রয়োগ হয়। "লোকস্তু ভুবনে জনে" (লোকশব্দের অর্থ—ভুবন ও জন) ইত্যমরঃ।

বিজয়া।

২৮ শে আশ্বিন, ১৩০৬ সাল।

মায়ের পূজা শেষ হইল; মা স্বস্থানে যাত্রা করিবেন।—"গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ। মম চানুগ্রহার্থায় পুনরাগমনায় চ"॥ মা! মহাদেব যেখানে আছেন এমন শ্রেষ্ঠস্থানে গমন করুন। আমাকে কৃপা করিতে কিন্তু ভুলিবেন না; শীঘ্রই আবার আসিবেন।

মা বাড়ী আলো ক'রে ছিলেন। কত সমারোহ ছিল, কত জাঁক জমক ছিল, কতই আনন্দোৎসব হ'তেছিল। আজ ঘর আঁধার ক'রে, মন আঁধার ক'রে চলে গেলেন! মাকে পাঠাইয়া, মাকে পৌঁছিয়া দিয়া আসিয়া, চারি দিক অন্ধকার দেখিতেছি—চারিদিক ফাঁকা: সকলেই বিমর্ষ; কেহ কেহ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন; কেহ কেহ ব'সে কাঁদিতেছেন। শোকে সকলেই কাতর; কেবল বাটীর লোক নয়,—আত্মীয়-বন্ধুগণ, পাড়াপড়সীগণ, অতিথ-অভ্যাগতগণ, অপরাপর লোকজন—সকলেই শোকমগ্ন। মা! আবার কবে আস্‌বে? মা, অন্তরের সহিত ভক্তিভরে যেন তোমায় ডাক্‌তে পারি।

ভক্তির কথা দূরে থাকুক, সেই ছেলেবেলাকার 'মা'বলাও ভুলে গেছি!— মা! "কুপুত্র যদিও হয়, কু-মাতা কখন নয়"; ছেলে বেলায় যেমন গর্ভধারিণীর বেশে আমায় কোলে নিতে, সেইরূপ আবার একবার কোলে নাও মা। 'মা' ব'লে আবার একবার সেইরূপ স্নেহভরে ছেলের পানে চাও মা। 'মা' ব'লে ডাক্‌তে যে একেবারে ভুলে গেছি!! সেইরূপ স্নেহময়ী মা'র বেশে সম্মুখে দাঁড়াও—আবার 'মা' বল্‌তে শিখাও মা। মা, তুমি না দয়া ক'র্‌লে, কে ক'র্‌বে? তুমি না শিখালে কে শিখাবে মা? আহা! 'মা' কি মধুমাখা নাম। এ নাম সাধ মিটিয়ে নিতে পারলুম না! ছেলেবেলায় যেমন গর্ভ-ধারিণীকে অন্তরের সহিত মা ব'লে ডাক্‌তে পারতুম, তেমনি প্রাণের সহিত যেন তোমায় ডাক্‌তে পারি।

মা! তোমায় যেমন ভক্তি ক'রব মনে করছি তেমনি ক'রে যেন সকল-কেই ভক্তি করতে পারি। তেমনি বিমল চোখে যেন সকলকেই দেখতে পারি। মনের মলিনতা হ'তে যেন রক্ষা পাই।

মা আনন্দে গেছেন; আর ভেবে কি হবে বলুন? মা মঙ্গল করবেন; সকলে একাগ্রচিত্ত হউন। শান্তিজল গ্রহণ করুন, "ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি"।

"ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে। আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈর্ঋতস্তথা। বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাঃ পান্তু তে সদা। কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিস্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ।......এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্মকামার্থ-সিদ্ধয়ে"॥—

ইন্দ্রাদি দেবগণ মঙ্গল করুন। বৃহস্পতি প্রভৃতি তুষ্ট হউন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, যম, বরুণ, পবন, ধনাধ্যক্ষ কুবের প্রভৃতি সকলে এই মন্ত্রপূত বারি প্রক্ষেপ করিতেছেন। কীর্ত্তি, ধৃতি, লক্ষ্মী, মেধা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, বুদ্ধি, লজ্জা, তুষ্টি, শান্তি প্রভৃতি মাতৃকাগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। তাঁহারা আমাদিগের ধর্মাদি-চতুর্বর্গ-সিদ্ধির জন্য, শিরোপরি শান্তিবারি সেচন করিতেছেন। সর্ব্বতো-ভাবে মঙ্গল হউক। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।

মা ব্রহ্মময়ী এসেছিলেন,—বাটী পবিত্র ক'রে গেছেন, দেশ পবিত্র ক'রে গেছেন, আমাদিগের সকলকেই পবিত্র ক'রে গেছেন। তাঁহার স্পৃষ্ট বারি আমাদিগের গাত্রে পড়িয়াছে। সকলে ধন্য হইয়া গিয়াছি। আমাদিগের আত্মীয়-বন্ধুবর্গ, পাঠক ও গ্রাহকবর্গ, দেশের যাবতীয় লোক, পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ, সকলকারই মঙ্গল হউক; শ্রীবৃদ্ধি হউক; বুদ্ধিবৃত্তি সৎ হউক; সকলে সর্ব্বতো-ভাবে শান্তিলাভ করুন; ধরা স্বর্গধাম হউক; বলিতে যেন পারি—আমরা ব্রহ্মময়ীর সন্তান।

মা এসেছিলেন।—মা'র পাদপদ্ম স্পর্শ করে সকলকার মন পবিত্র হ'য়ে গেছে। হৃদয়ে স্নেহময়ীর ছায়া প'ড়ে আজ আমাদের কঠিন হৃদয় গলে গেছে। হয়েছে। মা আবার আসতে গেছেন ; তাই আজ বিজয়া। বি-বিশেষ, জিধাতু জয় করা। হৃদয় দিয়া হৃদয় জয় কর। আজ আমাদের বিজয়োৎসব! মন দিয়া মন হরণ কর ; প্রাণ দিয়া প্রাণ ক্রয় কর। যাও ; উন্মাদক হইয়া যাও।—যাও লোকের বাড়ী বাড়ী ; ঘরে ঘরে ফেরো ; বন্ধু ব'লে, ভাই ব'লে—সহোদর ভাই ব'লে—আলিঙ্গন কর। আমাদের মা এসেছিলেন,—জেনেছি সকল-কারই সেই একই মা ; আমরা সেই একই মা'র সন্তান। যে সে মা নয়, ব্রহ্মময়ী। আমরা ব্রহ্মময়ীর সন্তান। খোলো চোখ খুলে দেখ ; স্পষ্ট ক'রে দেখ ; অন্তরে কে সজল নয়নে ব'সে আছেন।—আমাদের আনন্দময়ী মা—স্নেহময়ী জননী। দৃষ্টি বিস্তার কর ; তাঁর একটু বিস্তার কর ; দেখ—সেই মা'ই সকলকারই ভিতর বিরাজ করছেন। যাঁর কাছে ছোট বড় নাই ; ভাল মন্দ নাই ; কাওরা হাড়ি নাই ; হিন্দু মুসলমান নাই। মা যে আমাদের ব্রহ্মময়ী—মা'র কাছে সব ছেলেই সমান। ছাড়ো—লজ্জা ঘৃণা ভয় ; ছাড়ো দ্বেষ-বুদ্ধি ; আত্মাভিমান—বৃথা অহঙ্কার ; "ছাড়ো মোহ মায়া"। নির্মল চোখে দেখ ; "নয়ন মিলিয়ে দেখ"—হাড়ি ডোম চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ শূদ্র, হিন্দু মুসলমান, ছোট বড়, সকলকারই ভিতরে সেই একই মা। বাহিরে দেখতে ভিন্ন ভিন্ন পিঠের "ভিতরে সেই একই পুর"। যাও "উদ্বোধন,"—গ্রাহক পাঠক, আত্মীয় অনাত্মীয়, পরিচিত অপরিচিত, ছোট বড়, ব্রাহ্মণ শূদ্র, গৃহস্থ সন্ন্যাসী, হিন্দু মুসল-মান সকলকার নিকট সহর্ষচিত্তে যাও ; নির্মল অন্তঃকরণে যাও। যাও, সকলে যাও।—পূজনীয় ব্যক্তির পূজা কর ; স্নেহের যিনি—স্নেহ কর, ভাল বাসার—ভালবাস। বন্ধন ছিন্ন কর, অর্গল খুলিয়া দাও, দরজার উদ্ঘাটন কর। তোমার হৃদয়ের প্রেম, লোকের চরণে দাও, লোকের কণ্ঠে দাও, লোকের হৃদয়ে দাও। দাও,—দাও ও গ্রহণ কর ; আজ আমাদের আনন্দোৎসব হৃদয়ের উৎসব।—হৃদয়ে হৃদয়ে মিলাও, প্রাণে প্রাণে মিলাও, নির্মল অন্তঃকরণে মিলাও, [illegible]

সকলকার সঙ্গে, ডেকে, অন্তরের সহিত প্রীতি সম্ভাষণ কর। আমরা সবে সেই ব্রহ্মময়ীর সন্তান ; সকলকার সহিত মিষ্টমুখ কর ; অমৃত পান কর ; আমাদের মা ব্রহ্মময়ী নিজ বক্ষঃস্থল হ'তে যে অমৃত নিঃসরণ করছেন, সেই অমৃত পান কর। অন্তরে আর কোন রকম মলিন ভাব পোষণ ক'রো না। মা'র ছায়া আর তা হ'লে হৃদয়ে পড়বে না—মাকে আর দেখতে পাবে না। অমর হ'তে পারবে না ; ব্রহ্মময়ীর অমৃত ধনে আর অধিকারী হ'তে পারবে না। আসুন সকলে ; দিগ্দিগন্তর হ'তে আসুন ; আজ আমাদের বিজয়া ; আজ ভারতে সম্মিলনের দিন। ভারতবাসী যে যেখানে থাকুন, আজ সকলে এক হৃদয় এক আত্মা হউন ; এমন সুযোগ আর হবে না। শত্রু মিত্র, আত্মীয় পর, নীচ উচ্চ, ভেদাভেদ, যেন আজ কাহারও ভিতর না থাকে ; কোনও প্রকার রাগ দ্বেষ যেন কেহ পোষণ না করেন ; হৃদয় নির্মল হউক ; আজ ভারত-বাসী সকলে, হৃদয়ে হৃদয়ে, অন্তরে অন্তরে, এক হউন ; এমন সুদিন আর পাব না।

আজ বিজয়া। এই দিনে ভারতের রাজগণ যুদ্ধ যাত্রা করে থাকেন। আসুন ভারতবাসিগণ! সকলে মিলে আজ আমরা যুদ্ধযাত্রা করি। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে রিপু। ঘরে বাহিরে শত্রু। অন্তরেন্দ্রিয় বহিরিন্দ্রিয়-সকলেই বিপক্ষ। সমগ্র ভারত দুর্গা-নাম জপ ক'রে এই মহৎযুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প হউন। আজ বিজয়ার দিন, দুর্গা নাম লইয়া যাত্রা করুন ; আমরা নিশ্চয়ই সিদ্ধ-মনোরথ হইব। বালক যুবা বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ, ব্রহ্মচারী গৃহস্থ সন্ন্যাসী, জ্ঞানী বা কর্ম্মী, সকলেই নিজ নিজ শত্রু-দমনে তৎপর হউন।

মহাশক্তির উপাসনা করিয়াছি। অনন্তশক্তিমতী অবতীর্ণা হইয়াছিলেন ; নিশ্চয়ই আমরা রিপুজয়ী হইব। প্রাণভরে শক্তির পূজা যদি ক'রে থাকি, নিশ্চয়ই আমরা শক্তিমান্ হইব, সংসারক্ষেত্রে জয়ী হইব। মাকে যদি সত্য হৃদয়ের সহিত আরাধনা করে থাকি, চতুর্ব্বর্গ অপেক্ষাও যে শ্রেষ্ঠ 'পরমার্থ', তাহাও লাভ করিতে সন্দেহ নাই।

বিলাতযাত্রীর পত্র।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত।]

[৫৫৭ পৃষ্ঠার পর।

বঙ্গোপসাগর।

জাহাজ বঙ্গোপসাগরে যাচ্ছে। এ সমুদ্র নাকি বড়ই গভীর। যেটুকু অল্প জল ছিল, সেটুকু মা গঙ্গা হিমালয় গুঁড়িয়ে, পশ্চিম ধুয়ে এনে, বুজিয়ে জমি করে নিয়েছেন। সে জমি আমাদের বাঙ্গালা দেশ। বাঙ্গালা দেশ আর বড় এগুচ্ছেন না, ঐ সোঁদর বন পর্য্যন্ত বাস্। কেউ কেউ বলেন, সোঁদর বন পূর্ব্বে গ্রাম-নগর-ময় ছিল। উঁচু ছিল। অনেকে এখন ও কথা মানতে চায় না। যা'হক ঐ সোঁদর বনের মধ্যে, আর বঙ্গোপসাগরের উত্তরভাগে অনেক কারখানা হয়ে গেছে। এই সকল স্থানেই পর্ত্তুগিজ বোম্বেটেদের আড্ডা হয়েছিল; আরাকান রাজের, এই সকল স্থান অধিকারের, বহু চেষ্টা; মোগল প্রতিনিধির, গঞ্জালেজ প্রমুখ পর্ত্তুগিজ বোম্বেটেদের শাসিত করবার নানা উদ্যোগ; বারম্বার ক্রিশ্চিয়ান, মোগল, মগ, বাঙ্গালির যুদ্ধ।

একে বঙ্গোপসাগর স্বভাবচঞ্চল, তাতে আবার এই বর্ষাকাল, মৌসুমের সময়, জাহাজ খুব হেলতে দুলতে যাচ্ছেন। তবে এইত আরম্ভ, পরে বা কি

দক্ষিণী মুলুক।

আছে। যাচ্ছি মান্দ্রাজ। এই দাক্ষিণাত্যের বেশী ভাগই এখন মান্দ্রাজ। জমিতে কি হয়? ভাগ্যবানের হাতে প'ড়ে মরুভূমিও স্বর্গ হয়। নগণ্য ক্ষুদ্র গ্রাম মান্দ্রাজ সহর যার নাম চিন্নাপট্টনম্, অথবা মান্দ্রাজপট্টনম্, চন্দ্রগিরির রাজা একদল বণিককে বেচেছিল। তখন ইংরাজের বাণিজ্য "জাভায়"। বাণ্টাম সহর ইংরাজদিগের আসিয়ায় বাণিজ্যের কেন্দ্র। "মান্দ্রাজ" প্রভৃতি ইংরাজি কোম্পানির ভারতবর্ষের সব বাণিজ্যাগার "বাণ্টামের" দ্বারা পরিচালিত। সে বাণ্টাম কোথায়? আর সে মান্দ্রাজ কি হয়ে দাঁড়াল? শুধু "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ" নয় হে ভায়া, পেছনে "মায়ের বল"। তবে,

উদ্যোগী পুরুষকেই মা বল দেন—একথাও মানি। মান্দ্রাজ মনে পড়লে খাঁটি দক্ষিণ দেশ মনে পড়ে। যদিও কলকেতার জগন্নাথের ঘাটেই দক্ষিণ দেশের আমেজ পাওয়া যায় (সেই রং-কামান মাথা, ঝুঁটি বাঁধা, কপালে অনেক চিত্র বিচিত্র, শুঁড়-তোলা চটিজুতো, যাতে কেবল পায়ের আঙ্গুল কটি ঢোকে, আর নস্যদরবিগলিত নাসা, ছেলে পুলের সর্ব্বাঙ্গে চন্দনের ছাপা লাগাতে মজবুত) উড়ে বামুন দেখে। যদিও সেই এক-বেশ গুজরাতি বামুন, কাল কুচ্‌কুচে দেশস্থ বামুন, ধপধপে ফরসা বেড়ালচোখো চৌকা মাথা কোকনস্থ বামুন, অনেক দেখেছি। যদিও এ সব দাক্ষিণ ব'লে পরিচিত, কিন্তু সে ঠিক দক্ষিণী চং মান্দ্রাজেই। সে রামানুজী তিলক পরিব্যাপ্ত ললাটমণ্ডল,—দূর থেকে যেন ক্ষেত চৌকি দেবার জন্য, কেলে হাঁড়িতে চুণ মাখিয়ে, পোড়া কাঠের ডগায় বসিয়েছে,—যার সাঙ্গোপাঙ্গ রামানন্দি তিলকের মহিমা সম্বন্ধে লোকে বলে "তিলক তিলক সবকোই কহে পর রামানন্দী তিলক, দিখত গঙ্গা পারসে যম গোয়ারকে ফিরে"। (আমাদের দেশের চৈতন্যসম্প্রদায়ের সর্ব্বাঙ্গে ছাপ দেওয়া গোঁসাই দেখে, মাতাল চিতাবাঘ ঠাওরেছিল। এ মান্দ্রাজি তিলক দেখে চিতে বাঘ গাছে চড়ে।) আর সে তামিল তেলেগু মলয়ালম্ বুলি, যা ছবৎসর শুনেও এক বর্ণ বোঝবার যো নাই, যাতে দুনিয়ার রকমারি "ল"কার ও "ড"কারের কারখানা; আর সেই "মুড়গ্তন্নির" "রসম" সহিত ভাত "সাপড়ান", যার এক এক গরাসে বুক ধড়্ ফড়্ করে ওঠে—এমনি ঝাল আর তেঁতুল! সে "মিঠে নিমের পাতা", "ছোলার ডাল", "মুগের ডাল", ফোড়ন, দধ্যোদন ইত্যাদি ভোজন; আর সে রেড়ির তেল মেখে স্নান, রেড়ির তেলে মাছ ভাজা; এ না হ'লে দক্ষিণ মুলুক হয়?

আবার, এই দক্ষিণ মুলুক, মুসলমান রাজত্বের সময় এবং তার কতকদিন আগে থেকেও, হিন্দুধর্ম্ম বাঁচিয়ে রেখেছে। এই দক্ষিণ মুলুকেই—সামনে টিকি, নারকেল-তেল-খেকো জাতে,—শঙ্করাচার্য্যের জন্ম; এই দেশেই রামানুজ জন্মেছিলেন; এই—মধ্বমুনির জন্মভূমি। এঁদের পায়ের নীচে বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্ম। তোমাদের চৈতন্যসম্প্রদায় এই মধ্বসম্প্রদায়ের শাখা মাত্র; ঐ শঙ্করের প্রতিধ্বনি

কবীর, দাদূ, নানক, রামসনেহী প্রভৃতি সকলেই; ঐ রামানুজের শিষ্যসম্প্রদায় অযোধ্যা প্রভৃতি দখল করে বসে আছে। এই দক্ষিণী ব্রাহ্মণরা হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করে না। শিষ্য করতেও চায় না; সেদিন পর্য্যন্ত সন্ন্যাস দিত না। এই মান্দ্রাজিরাই এখনও বড় বড় তীর্থস্থান দখল করে বসে আছে। এই দক্ষিণ দেশেই,— যখন উত্তরভারতবাসী "আল্লা হু আকবর" "দীন্ দীন্" শব্দের সাম্‌নে, ভয়ে ধন রত্ন ঠাকুর দেবতা স্ত্রী পুত্র ফেলে, ঝোড়ে জঙ্গলে লুকুচ্ছিল,—রাজচক্রবর্ত্তী বিদ্যানগরাধিপের অচল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দক্ষিণ দেশেই সেই অদ্ভুত সায়নের জন্ম, যাঁর যবনবিজয়ী বাহুবলে বুক্ক রাজের সিংহাসন, মন্ত্রণায় বিদ্যানগর সাম্রাজ্য, নয়মার্গে দাক্ষিণাত্যের সুখ স্বচ্ছন্দ প্রতিষ্ঠিত ছিল। যাঁর অমানব প্রতিভা ও অলৌকিক পরিশ্রমের ফলস্বরূপ সমগ্র বেদরাশীর টীকা; যাঁর আশ্চর্য্য ত্যাগ বৈরাগ্য ও গবেষণার ফলস্বরূপ পঞ্চদশী গ্রন্থ, সেই সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্যমুনি সায়নের এই জন্মভূমি। মান্দ্রাজ সেই "তামিল" জাতির আবাস, যাদের সভ্যতা সর্ব্ব প্রাচীন,—যাহাদের "সুমের" নামক শাখা "ইউফ্রেটিস" তীরে প্রকাণ্ড সভ্যতাবিস্তার অতি প্রাচীনকালে করেছিল;—যাহাদের জ্যোতিষ, ধর্ম্মকথা, নীতি, আচার প্রভৃতি আসিরি বাবিলি সভ্যতার ভিত্তি;—যাহাদের পুরাণ সংগ্রহ বাইবেলের মূল; যাহাদের আর এক শাখা মলবর উপকূল হয়ে অদ্ভুত মিসরি সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল; যাদের কাছে আর্য্যেরা অনেক বিষয়ে ঋণী। এদেরি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির দাক্ষিণাত্যে বীর শৈব বা বীর বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের জয় ঘোষণা করছে। এই যে এত বড় বৈষ্ণব ধর্ম্ম,—এও এই "তামিল" নীচবংশোদ্ভূত শটকোপ হতে উৎপন্ন—যিনি "বিক্রীয় শূর্পং স চচার যোগী"। এই তামিল আলওয়াড় বা ভক্তগণ এখনও সমগ্র বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পূজ্য হয়ে রয়েছেন। এখনও এদেশে যেমন বেদান্তের দ্বৈত, বিশিষ্ট, বা অদ্বৈত, সমস্ত মতের যত চর্চা, তেমন আর কুত্রাপি নাই; এখনও ধর্ম্মে অনুরাগ এদেশে যত প্রবল, তত আর কোথাও নাই।

মান্দ্রাজ।

চব্বিশে জুন রাত্রে আমাদের জাহাজ মান্দ্রাজে পৌঁছিল। প্রাতঃকালে উঠে দেখি, সমুদ্রের মধ্যে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে নেওয়া মান্দ্রাজের বন্দরে রয়েছি। ভেতরে স্থির জল; আর বাহিরে উত্তাল তরঙ্গ গর্জ্জাচ্ছে, আর একএকবার বন্দরের বাঁধে লেগে দশ বার হাত লাফিয়ে উঠ্‌ছে, আর ফেনময় হয়ে ছড়িয়ে পড়্‌ছে। সাম্‌নে সুপরিচিত মান্দ্রাজের ষ্ট্রাণ্ড রোড্। দুজন ইংরেজ পুলিস ইন্‌স্পেক্টর, একজন মান্দ্রাজি জমাদার, এক ডজন পাহারওয়ালা, জাহাজে উঠ্‌লো। অতি ভদ্রতাসহকারে আমায় জানালে, যে কালা আদমির কিনারায় যাবার হুকুম নাই, গোরার আছে। কালা যেই হক্ না কেন, সে যে রকম নোংরা থাকে, তাতে তার প্লেগবীজ নিয়ে বেড়াবার বড়ই সম্ভাবনা। তবে আমার জন্য মান্দ্রাজিরা বিশেষ হুকুম পাবার দরখাস্ত করেছে,—বোধ হয় পাবে। ক্রমে দু চারিটি ক'রে মান্দ্রাজি বন্ধুরা নৌকায় চ'ড়ে, জাহাজের কাছে আস্‌তে লাগ্‌লো। ছোঁয়া ছুঁয়ি হবার যো নাই, জাহাজ থেকে কথা কও। আলাসিঙ্গা, বিলিগিরি, নরসিমাচারি, ডাক্তার নঞ্জুণ্ডা রাও, কিডি প্রভৃতি সকল বন্ধুদেরই দেখ্‌তে পেলুম। আঁব, কলা, ডাব, রাঁধা দধোদন, রাশীকৃত গজা, নিম্‌কি ইত্যাদির বোঝা আস্‌তে লাগ্‌লো। ক্রমে ভিড় হতে লাগ্‌লো। ছেলে মেয়ে, বুড়ো, নৌকায় নৌকা। আমার বিলাতি বন্ধু মিঃ চ্যাম্‌যার, ব্যারিষ্টার হয়ে মান্দ্রাজে এসেছেন, তাঁকেও দেখতে পেলেম। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আর নির্ভয়ানন্দ বার কতক আনাগোনা করলে; তারা সারাদিন সেই রৌদ্রে নৌকায় থাক্‌বে,—শেষে ধম্‌কাতে তবে যায়। ক্রমে যত খবর হল যে, আমাকে নাবতে হুকুম দেবে না, তত নৌকার ভিড় আরও বাড়্‌তে লাগ্‌লো। শরীরও ক্রমাগত জাহাজের বারাণ্ডায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, অবসন্ন হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। তখন মান্দ্রাজি বন্ধুদের কাছে বিদায় চাইলাম, ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ করলাম। আলাসিঙ্গা "ব্রহ্মবাদিন" ও মান্দ্রাজি কায কর্ম্ম সম্বন্ধে পরামর্শ করবার অবসর পায় না; কাযেই সে কলম্বো পর্য্যন্ত জাহাজে চল্‌লো। সন্ধ্যার সময় জাহাজ ছাড়্‌লে। তখন একটা রোল উঠ্‌লো। জান্‌লা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, হাজার খানেক মান্দ্রাজি স্ত্রী, পুরুষ, বালক বালিকা, বন্দরের বাঁধের উপর বসেছিল। জাহাজ ছাড়তেই, এই বিদায়সূচক রব। মান্দ্রাজিরা আনন্দ হ'লে বঙ্গদেশের মত হুলু দেয়।

ভারত-মহাসাগর।

জাহাজ হতে কলম্বো চারি দিন। যে তরঙ্গভঙ্গ গঙ্গাসাগর থেকে আরম্ভ হয়েছিল, তা ক্রমে বাড়তে লাগলো। মান্দ্রাজের পর আরও বেড়ে গেল। জাহাজ বেজায় দুলতে লাগলো। যাত্রীরা মাথা ধ'রে আকার ক'রে অস্থির। বাঙ্গালির ছেলে দুটিও ভারি 'সিক'। একটী ত ঠাউরেছে মরে যাবে; তাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেওয়া গেল, যে কিছু ভয় নাই, অমন সকলেরই হয়, ওতে কেউ মরেও না, কিছুই না। সেকেণ্ড ক্লাসটা আবার 'স্ক্রু' ঠিক উপরে। ছেলে দুটিকে কালা আদমি ব'লে, একটী অন্ধকূপের মত ঘর ছিল, তারির মধ্যে পুরেছে। সেখানে পবন দেবেরও যাবার হুকুম নাই। সূর্য্যেরও প্রবেশ নিষেধ। ছেলে দুটির ঘরের মধ্যে থাকবার যো নেই; আর ছাতের উপর ত সে কি দোল্। আবার যখন জাহাজের সাম্‌নেটা একটা ঢেউয়ের গহ্বরে বসে যাচ্ছে, আর পেছনটা উঁচু হয়ে উঠ্‌ছে, তখন 'স্ক্রু'টা জল ছাড়া হয়ে শূন্যে ঘুরছে, আর সমস্ত জাহাজটা ধড় ধড় ধড় ধড় করে নড়ে উঠ্‌ছে। সেকেণ্ড ক্লাসে ঐ সময়, যেমন বেরালে ইঁদুর ধ'রে ঝাড়া এক একবার দেয়, তেমনি করে নড়্‌ছে।

যাই হউক এখন মন্‌সুনের সময়। যত ভারতমহাসাগরে জাহাজ পশ্চিমে চলছে, ততই বাড়বে এই ঝড় ঝাপট। মান্দ্রাজিরা অনেক ফল পাকড় দিয়েছিল তার অধিকাংশ, আর পেঁড়া, দধ্যোদন প্রভৃতি সমস্তই, ছেলেদের দেওয়া গেল। আলাসিঙ্গা তাড়াতাড়ি একখানা টিকিট কিনে, শুধু পায়ে জাহাজে

জাহাজে মান্দ্রাজী যাত্রী।

চড়ে বসলো। আলাসিঙ্গা বলে, সে কখন কখন জুতোও পায়ে দেয়। দেশে দেশে রকমারি চাল। ইউরোপে পা দেখান বড় লজ্জা; কিন্তু আধখানা গা আদুড় রাখতে লজ্জা নেই। আমাদের দেশে মাথাটা ঢাকতে হবেই হবে, তা পরনে কাপড় থাক্ বা না থাক্। আলাসিঙ্গা পেরুমল, এডিটার ব্রহ্মবাদিন্, মাইসোরি রামানুজি "রসম্"খেকো ব্রাহ্মণ। কামানো মাথায় সমস্ত কপাল জুড়ে "তেংকলে" তিলক। "সঙ্গের সম্বল গোপনে অতি যত্নে" এনেছেন দুটো

পুঁটলি। একটায় চিঁড়া ভাজা, আর একটায় মুড়ি মটর। জাত বাঁচিয়ে, ঐ মুড়ি মটর চিবিয়ে, সিলোনে যেতে হবে। আলাসিঙ্গা আর একবার সিলোনে গিয়েছিলো। তাতে একটু বেরাদারি লোক গোল করবার চেষ্টা করে, কিন্তু পেরে ওঠে নি। ভারতবর্ষে ঐ টুকুই বাঁচোয়া। বেরাদারি যদি কিছু না বলে ত আর কারু কিছু বলবার অধিকার নেই। আর সে দক্ষিণী বেরাদরি—কোনটায় আছেন সবশুদ্ধ পাঁচ শ, কোনটায় সাত শ, কোনটায় হাজারটী প্রাণী। কনের অভাবে ভাগ্নিকে বে করে। যখন মাইসোরে প্রথম রেল হয়, যে যে ব্রাহ্মণ দূর থেকে রেলগাড়ি দেখতে গিছ্‌লো, তারা জাতচ্যুত হয়। যাই হক, এই আলাসিঙ্গার মত মানুষ পৃথিবীতে অতি অল্প; অমন নিঃস্বার্থ, অমন প্রাণপণ খাটুনি, অমন গুরুভক্ত আজ্ঞাকারী শিষ্য, জগতে অল্প হে ভায়া। মাথা কামান, টিকি বাঁধা, শুধু পায়ে, ধুতি পরা, মান্দ্রাজি, ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠলো; বেড়াচ্ছে, চেড়াচ্ছে, ক্ষিদে পেলে মুড়ি মটর চিবুচ্ছে। চাকররা মান্দ্রাজি মাত্রকেই ঠাওরায় "চেট্টি" আর "ওদের অনেক টাকা আছে," "কিন্তু কাপড়ও পরবে না" "আর খাবেও না।" তবে আমাদের সঙ্গে প'ড়ে, "ওর জাতের দফা গোলা হচ্ছে"—চাকররা বলছে। বাস্তবিক কথা,—তোমাদের পাল্লায় প'ড়ে মান্দ্রাজিদের জাতের দফা অনেকটা গোলা ক্রমে, থক্ থকিয়ে এসেছে।

[ক্রমশঃ।]

ব্যবহারিক ও পারমার্থিক।

(স্বামী তুরীয়ানন্দ।)

সংসারী ও উদাসী দুই বন্ধু; উভয়ে বড় প্রণয়; একদিন উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে উভয় বন্ধুতে নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতেছিল। আমরাও সেখানে [illegible] বেড়াইতে বেড়াইতে কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলাম। কথাবার্ত্তাগুলি কিছু নূতন ধরণের; সচরাচর যেরূপ কথাবার্ত্তা শুনা যায়, সেরূপ নহে। পাঠকবর্গের তৃপ্তি হইবে, এই বিশ্বাসে সেই কথাগুলি উদ্বোধনে পাঠাইলাম।

সংসারী।—তোমাকে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক দেখি কেন? কাহারও সহিত বাক্যালাপ কর না, সর্ব্বদা কি চিন্তা কর?

উদাসী।—'সত্য' কি তাই ভাবি; 'শিব' কি তাই ভাবি; 'সুন্দর' কি তাই ভাবি।

স।—তোমার কথার ত কিছু মর্ম্ম বুঝিতেছি না। ভাবিয়া ভাবিয়া কোন্ দিন হয় ত খেপিবে।

উ।—আর্কিমিডিস খেপিয়াছিলেন; আমাদের শিবও খেপা।—আমার ভয় কি?

স।—তোমাকে যেন 'তত্ত্বজ্ঞানী' 'তত্ত্বজ্ঞানীর' মত ঠেকিতেছে। কিছু কি তত্ত্ব পাইয়াছ? পাইয়া থাক ত, আমাদিগকেও তোমার প্রাপ্ত ধনের অংশীদার করা উচিত। একা সন্দেশ খাইলে কি হইবে?

উ।—পাইলে হয় ত দিব। জানি না, দিব কি না দিব। সত্য, তুমি কোথায়?

স।—আচ্ছা ভাই, এস না; বেড়াইতে বেড়াইতে তোমার মনে মিথ্যামিথ্যি যে ভাবতরঙ্গ খেলিতেছে, তাহার কিছু আমাকে দাও না,—তাতে কি দোষ?

উ।—দোষ কিসে নয়, জানি না,—তাই সত্য খুঁজিতেছি। নিখুঁত জিনিষ খুঁজি—নিখুঁত কিছু পাই না। [illegible] অপমান। মৃত্যু—মৃত্যু [illegible] ধারার; প্রণয়ে বিচ্ছেদ!

স।—তুমি যে Pessimist হইয়া [illegible]। কেন, তুমি কি জান না, ঈশ্বর যা করেন সব মঙ্গলের জন্য? [illegible] কি মনে নাই?—

And yet I believe through the ages
an increasing purpose runs,
And the minds of men are widened
by the process of the suns.

এই ছায়া, আজ যাহা তোমাকে কত ভীষণ বিভীষিকা দেখাইতেছে, কাল বুঝিবে, তাহাতে কত মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। ও সব দুঃখ চিন্তা ছাড়িয়া দাও, সংসার আনন্দধাম। এখানে যা দুঃখ দেখিতেছ, ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য।

উ।—(বিস্মিতভাবে) মঙ্গল! কি মঙ্গল?

স।—কেন? তুমি যাহাকে অমঙ্গল বল, তাহা ত এই,—ভূমিকম্প, প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, অতিসার ইত্যাদি। আচ্ছা, এই সকল দ্বারা আপাততঃ অনেক লোক মরিয়া গেল, অনেক পরিবারে হাহাকার উঠিল বটে, কিন্তু দেখ, উহাতে লোকসংখ্যা কমিয়া গেল, জগতের অধিকাংশ শস্য অল্প লোকে ভোগ করিতে লাগিল। ইহা কি ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল নহে?

উ।—তাহার কৌশল জানি না। কিন্তু সত্য কি উন্নতি হইল? লোকসংখ্যা কমিলে শস্য উৎপাদন করিবে কে? আর এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর প্রণালীর মধ্য দিয়া না গেলে কি মঙ্গল হইতে না? আর 'মঙ্গল' 'মঙ্গল' যাহা বলিতেছ, তার সহিত আমার কি সম্পর্ক, যদি আমার বাঁচিবার আশা না থাকে?

স।—ক্রমোন্নতিবাদ তবে আর কি? ক্রমশঃ ক্রমশঃ এই সমস্ত দোষ চলিয়া গিয়া সবই নির্দোষ হইবে? ধরা স্বর্গধাম হইবে।

উ।—(হাসিয়া) কঠোর [illegible] কল্পনার বন্ধ! অসম্ভব আশা-ধরা স্বপ্নবৎ হইবে।

স।—তোমার যেরূপ [illegible], যেরূপ সকল বিষয়ে দোষ দর্শন দেখিতেছি, তাহাতে শীঘ্র তোমার [illegible] হইবে।

উ।—তাই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তাহাই হই।

স।—(সবিস্ময়ে) সে কিরূপ?

উ।—ভাবের ঘরে চুরী ত বড় গোলযোগের কথা। কিন্তু সে ত আদর্শ; সে ত পরমার্থ। সেই থাকেই খেলে [illegible] বটে; তবে যাই কিসে? যাইতে ত পারি না। কে যেন টেনে কাছে বেঁধে দেয়! কার দোষ ছাড়া নেই।

স।—ভগবান্ ত বলেছেন, [illegible] সংসার বটে, কিন্তু ছাড়িও না।

উ।—আমি ত ছাড়তে চাই, সে যে ছাড়ে না।

স।—তবে কি করবে?

উ।—কি করি, তাই ভাবি। ততদিন ভাবিব, যতদিন এই টানাপড়েন থাকিবে—এই ব্যবহারিক পারমার্থিক থাকিবে—যতদিন এই দেহাত্মবুদ্ধি থাকিবে।

যখন আমি কেবল সুন্দর হব, তখন সবই কেবল সুন্দর দেখবো। দুঃখ ত আমার 'আমি'কে নিয়ে। 'আমি'কে ছেড়ে কোথাও যেতে পারি? তাই কিছু নিখুঁত দেখায় না—আমি নিখুঁত নই ব'লে। কখন হবেও না।

চুলোয় যাক জগৎ। সব যেন সাধু হয়েছে—তাতে কার এসে যায়? ঢের লোক জগতের উপকার করেছে—করবেও ঢের লোক। কুকুরের লেজটাকে সোজা করতে পার? মনটাকে ঠিক ক'রতে পার? কাযের লোক হবো না বলছিলে—তোমরা কাযের কি জান বল দেখি? কাযের মূলটা কোথা কিছু ভেবে দেখেছ? তোমরা সত্য চাও না—চাও কাম। কাযটা কি!—নিজের আর পাঁচজনের শরীর পুষ্টির সব আয়োজন!!—যেন শরীরটা অমর। অনিত্য জোড়া তাড়া দিয়ে আর কতক্ষণ রাখবে, একটু সাহসী হও, দেহাদি ভাব ছাড়; একটু সত্য কথা শেখ; মন মুখ এক কর, প্রাণে হাত দিয়া কথা কও, একটু ভাবের ঘরে চুরী ছাড়। 'আমি আমি' 'আমার আমার' ক'রে ম'রছো, আমি যে কি তা বোঝ; একটু ব্যবহারিক দৃষ্টি ছেড়ে, পারমার্থিক দৃষ্টির বিকাশ কর। তখন দেখবে ব্যবহারিক কায কি সুন্দর হয়। আগে অন্তর সাফ কর, মন ঠিক কর। নিজেকে জোরের কর, পরে আসরে নেবো। আগে খুঁটা পাকড়াও, পরে ঘুরতে আরম্ভ কর। তা না হলে যে প'ড়ে যাবে। আগে পারমার্থিক কায শেখো, পরে ব্যবহারিকের কথা কহিও।

স।—ব্যবহারিক পারমার্থিক কি?

উ। যার মধ্যে রয়েছি, তা ব্যবহারিক, যাহা ক'রছি তাহা ব্যবহারিক, দেখছি ব্যবহারিক, শুনছি ব্যবহারিক, চলছি ব্যবহারিক। আর যা হওয়া

চাই, যা হলে ভাল হয়, সকলের চেয়ে ভাল হয়, যা নিখুঁত, দোষস্পর্শহীন, তাই পারমার্থিক। হায়, কবে পারমার্থিক ধনে ধনী হব?

স।—আচ্ছা ভাই, আজ একটা ব্যবহারিক কাযের বড় তাড়া আছে. যেতে হবে। সময়ান্তরে দেখা হবে। ক্রমশঃ পারমার্থিকে যেতে চেষ্টা করা যাবে। বিদায়।

উ।—(শূন্যমনে) বিদায়। সত্য, কোথায় তুমি?

অন্নচিন্তা।

---

(৩)

(বাবু প্রবোধচন্দ্র দে লিখিত।)

আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন, তাঁহাদের মত এই যে, দেশমধ্যে নূতন নূতন ফসলের আবাদ করা। তাঁহারা বলেন, বন-জঙ্গলে, মাঠের অজ্ঞাত জাতীয় যে গাছ জন্মে, তাহাই আবাদ করিলে দেশের অভাব ঘুচিবে। সূর্য্যমুখী ফুলের বীজ হইতে তৈল বাহির করিতে পারিলে, অর্থাগমের একটা নূতন পথা আবিষ্কৃত হইবে,—শিমুল বা কিমূল (cassava) আলুর আবাদ করিলে দুর্ভিক্ষকালে উপকার দর্শিবে। এই সকল পরামর্শপ্রদানকারীর কিন্তু কেহ কখন নিজে কোন ফসলের আবাদ করিয়াছেন কি না, সে বিষয়ে ঘোর সংশয় আছে। এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়া সংবাদপত্রাদিতে বৃহৎ বৃহৎ প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। ইংরাজিভাষায় উদ্ভিদশাস্ত্রীয় (Botanical) যে সকল বৃহৎ বৃহৎ পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আবিষ্কৃত যাবতীয় উদ্ভিদের গুণাগুণের বিষয় বিবৃত হইয়াছে এবং সেই সকল বিবরণ দেখিয়া ইহারা একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়েন। আবার যিনি অভিজ্ঞ বলিয়া নিজের জ্ঞান সাধারণে প্রচার করেন, তাঁহার অভিজ্ঞতার উৎপত্তি, এক ছটাক বা আধ কাটা জমির পরীক্ষা হইতে। এই ক্ষুদ্রতম স্থানের উপরে পরীক্ষাকরতঃ, বিঘা বা একর

(১০২০) পরিমাণ জমির গড় পড়্তা আয় ব্যয় হিসাব করিয়া সাধারণকে লাভ দেখান ; আর সেই কার্য্যে অপরকে প্রকারান্তরে প্রলুব্ধ করা কত দুর্নীতি-সঙ্গত তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বলিতেও লজ্জা হয়, আমাদের কোন এক তথা-কথিত কৃষিবিদ্ বলিয়াছিলেন যে, experiment অর্থাৎ পরীক্ষা করিতে হইলে অপরের স্কন্ধে করা উচিত! ইহার প্রকৃত অর্থ যে কি তাহা বুঝিতে কি আর পাঠকের বাকী আছে? তথাপি বলি, উক্ত অভিজ্ঞতা-লাভেচ্ছু ব্যক্তি পরীক্ষার দ্বারা ভাবী লোকসানের ভার অপরের স্কন্ধে চাপাইতে চাহেন! এরূপ দেশহিতৈষিতাকে ধন্য।

তাহার পরে, যাঁহারা এইরূপ নূতন জিনিষের আবাদ করাইবার জন্য প্রয়াসী, তাহাদিগের ঈষৎ ভাবিয়া দেখা উচিত যে, দেশে পাটের অভাব হইয়াছে কি না। বাঙ্গালা দেশের প্রায় সকল জেলাতেই অল্লাধিক পরিমাণে পাট জন্মিতেছে, এবং এতই সহজে ইহার আবাদ হইয়া থাকে, যে অপর বন্য গাছ হইতে পাট বাহির করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। অনন্তর ইহাও দেখা উচিত যে, তাঁহাদিগের প্রস্তাবিত পাটের আবাদে খরচ কত, উৎপন্ন কত, লাভ কত? এ সকল বিশেষ কথা কিন্তু এযাবৎ কেহ বলিতে পারে নাই। এই সকল বিশেষ কথা না বলিলে, লোকে চলিত-লাভজনক আসল পাটের পরিবর্ত্তে, অপ্রচলিত ও অনিশ্চিত লাভের ফসলের কেন আবাদ করিবে? সূর্য্যমুখী ফুলের বীজ হইতে তৈল উৎপন্ন হয়, স্বীকার করি, কিন্তু তাহার আবাদে বিঘা প্রতি খরচ কত, উৎপন্ন কত, বাজারে তাহার কাট্তী আছে কি না, এ সকল কথা বিস্তৃতভাবে প্রকাশ না করিলে কেন তাহাতে লোকে মনোযোগ করিবে? তাহার আবাদ করিয়া যদি কোন ব্যক্তিবিশেষ লাভবান হইয়া থাকেন, তবেই চাষীগণ তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারে, নতুবা চিরদিনই কালি-কলমে আবাদ চলিবে, খেতে-কোদালে হইবে না। জেরুজিলাম আর্টিচোক কিম্বা কাসাভার দ্বারা যদি দুর্ভিক্ষ নিবারিত হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে, ধান্য গোধূমের আবাদ না করিলেও চলে; কেন না, পূর্ব্বোক্ত ফসলসকল পুষ্টিকর, এবং শেষোক্ত ফসল অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে ফসল প্রদান

করে। গোধূম, ধান্য প্রভৃতি নিত্য আহারীয় শস্যের আবাদ ফেলিয়া, কবে দুর্ভিক্ষ হইবে, তাহার জন্য আর্টিচোক, বা কাসাভা'র আবাদ করিয়া কেহ ও অর্থ আবদ্ধ করিয়া রাখিতে কোন ব্যক্তিই প্রস্তুত হইবে না। আর দুর্ভিক্ষ প্রতি বৎসর হয় না, যে সকলে তাহার জন্য প্রস্তুত হইবে। যদি নিতান্তই দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা, তাহা হইলে তাহার ভাবী লক্ষণ কার্ত্তিক মাসেই বুঝিতে পারা যায়, এবং সেই সময় হইতে যদি জমীদার ও ধনীব্যক্তিগণ স্ব স্ব জমীদারী বা এলাকা মধ্যে তাবৎ ধান্য খরিদ করিয়া রাখেন, অথবা যাহাতে চাষীগণ ব্যাপারীদিগকে ধান্য বিক্রয় করিয়া ফেলিতে না পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে ত সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ হয়। দুর্ভিক্ষ নিবারণ বা উপশম করিবার ইহাই প্রধান ও একমাত্র উপায় বলিয়া আমাদিগের ধারণা। দেশের কল্যাণের জন্য যাঁহাদিগের প্রাণ কাঁদিয়া থাকে, তাঁহারা প্রকৃতই সাধু, কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা একথা স্বীকার করিতে কখনই প্রস্তুত নহি যে, সাধুমাত্রেই অভ্রান্ত। সুতরাং বলিতে হয় যে, সকল সঙ্কল্প বা প্রস্তাবের পূর্ব্বে তাহাদিগের কার্য্যকারিতা কতদূর সম্ভব, তাহা বিবেচনা করিয়া তবে সাধারণে তাহা প্রচার করা উচিত। দুর্ভিক্ষ নিবারণ করাই যাঁহাদিগের জলন্ত অভিপ্রায়; যেনতেন যাহাতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতে না পারে, তাহারই উপায় অবলম্বন করিতে যত্নপর হওয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। কিন্তু সে উপায় কি, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। দুর্ভিক্ষের করাল কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য প্রধানতঃ দুইটী পন্থা আছে। প্রথম—দেশমধ্যে কৃষির বিস্তার ; এবং দ্বিতীয়, কৃষি ব্যাঙ্ক সংস্থাপন করা। কৃষিকার্য্য বিস্তার করিতে হইলে, দেশমধ্যে বহুলরূপে কৃষি-শিক্ষা বিস্তার করা আবশ্যক এবং সেই কৃষিশিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য প্রত্যেকের জমীদারীর মধ্যে, অথবা সন্নিকটস্থ কয়েকজন ভূম্যধিকারীর সম্মিলিত অর্থে স্থানে স্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সংস্থাপন করিয়া বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্নজাতীয় ফসলের আবাদ করিয়া কৃষিজীবীদিগের কার্য্যতৎপরতা এবং কৃষির পরীক্ষিত উন্নতপ্রণালীসকল দেখিতে ও শুনিতে দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। আর সঙ্গে সঙ্গে অল্প মূল্যের কৃষিবিষয়ক পুস্তক

পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়া ভদ্র ও শিক্ষিতদিগের মধ্যে প্রচার করা আবশ্যক। প্রতি জেলায় উপজেলায় শ্রমজীবীরায়তদিগকে লইয়া গ্রামস্থমণ্ডলদিগকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া একটী একটী 'প্রজা-পঞ্চায়েৎ' নামধেয় মণ্ডলী সংস্থাপন করিতে হইবে, বৎসরমধ্যে দুইবার, না হয় একবার, উক্ত পঞ্চায়েতের উদ্যোগে, কৃষি-প্রদর্শনী হওয়াও বিশেষ স্পৃহনীয়।

দ্বিতীয় কথা, কৃষি-ব্যাঙ্ক। আমাদিগের বাঙ্গালা দেশে ব্যাঙ্কিং কাষ বুঝেন না বলিলেই হয়। ব্যাঙ্কিং-কাষ অর্থাৎ টাকার 'লেন-দেন' করা অতিশয় লাভজনক কাষ, ব্যবসায়ী জাতিমাত্র তাহা বুঝে। ইহাতে মহাজনের টাকা দ্রুতগতিতে যেমন বাড়িতে থাকে, ব্যবসায়ীও সেইরূপ উহাদ্বারা বহুল উপকার লাভ করিয়া থাকে। সচরাচর ধনীব্যক্তিদিগের টাকা কোম্পানির কাগজে বার্ষিক শত করা ৩।০ টাকা সুদে খাটিয়া থাকে, তেজারতিতে শত করা বার্ষিক ১২ হইতে ২৫ টাকাতে খাটিয়া থাকে। কিন্তু গ্রাম্য তেজারতিতে এক ফসল মধ্যে অর্থাৎ খুব অধিক ধরিলেও, ছয় মাসের মধ্যে দেড়া বা দুনো মুনাফা পাওয়া যায়; অর্থাৎ রায়তকে একমন ধান্য বা অন্য শস্য কর্জ্জ দিলে, পরবর্ত্তী ফসল কাটা হইবার অব্যবহিত পরেই মহাজন দেড় মণ বা দুই মণ শস্য ফেরৎ পায়। আমরা কষাই-তেজারতীর পক্ষপাতী নহি, সুতরাং কর্জ্জগ্রহণ রায়তের সময় অসময় না বুঝিয়া আসল আদায় ও সুদ আদায়ের জন্য তাহার শোণিত শোষণ করিতে পরামর্শ দিই না।' অর্থোপার্জ্জনের জন্য যে নির্দ্দয় হইতে হইবে, ইহা অতি নীচ ও ঘৃণিত প্রবৃত্তি। অর্থের দ্রুত পুনরাবর্ত্তনের মর্ম্ম যাহারা বুঝে, তাহারা অধিক সুদ ও উদ্বৃত্তির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া মূলধন যাহাতে অধিকদিন না আবদ্ধ থাকে, তাহারই চেষ্টা করে। মূলধন যত অধিক বার ঘুরিবে, তত শীঘ্রই ব্যবসা বিস্তৃতি-ভাব ধারণ করে। আমরা যে মহাজনের দুর্নাম শুনিতে পাই তাহার কারণ এই যে, উহারা অর্থের দ্রুত পুনরাবর্ত্তের মর্ম্ম বুঝে না, সুতরাং নিরক্ষর রায়তদিগের প্রতি অযথা পীড়ন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। যাঁহাদিগের অর্থ আছে, তাঁহারা যদি কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ত

যথেষ্ট অর্থলাভ হয়ই, তাহা ব্যতীত রায়তগণেরও দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। মহাজনের সুদের হার অতিরিক্ত বলিয়া, কৃষক বা শ্রমজীবীগণ পারৎপক্ষে ঋণ করিতে চাহে না, কিন্তু সহজে ও যথাহারে কর্জ্জ পাইলে তাহার সেই অর্থে কাষ করিয়া যথাসময়ে অনায়াসে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে।

এইরূপ কৃষি-ব্যাঙ্ক থাকিলে, ভূ কর্ষণকারী কৃষক ব্যতীত কর্ম্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতি অপরাপর শ্রমজীবীগণও তাহা হইতে অনেক সময় উপকার পাইতে পারে। অনেক সময়ে ইহারা অর্থাভাবে কাষ করিতে পারে না, কিন্তু অভাবের সময়ে সাহায্য পাইলে তাহাদিগের উদ্যম হ্রাস হয় না, কিন্তু তাহা না পাইলে অল্পদিনমধ্যেই স্ব স্ব যন্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া কয়েকদিন অতিপাত করিয়া অবশেষে নিঃস্ব হইয়া পড়ে; তখন তাহাদের আর কোন উপায়ই থাকে না। পল্লীগ্রামাঞ্চলে কারীকরের অভাব—তাহার ইহাও একটী কারণ। গ্রামে কৃষি-ব্যাঙ্ক থাকিলে অনেক গৃহস্থ ভদ্রলোকেও কার-কারবার চাষ-আবাদে মনোনিবেশ করিতে পারেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পাঁচ শত টাকা মূলধনের ব্যাঙ্ক হইতে সম্বৎসরে অন্যূন পাঁচ শত টাকা যে লাভ হওয়া, সেটা কিছু বিশেষ [illegible] নহে।

কৃষি-ব্যাঙ্ক-মহাজনদিগের কি প্রকারে লাভ হইতে পারে, এইবার আমরা তাহা সংক্ষেপে বলিব। প্রথমতঃ টাকা কর্জ্জ দিয়া তাহার সুদ আদায়; দ্বিতীয়তঃ, কৃষকদিগের ক্ষেত্রজাত শস্য খরিদ করিয়া নিকটবর্ত্তী সহরে বিক্রয় করা এবং সহর হইতে জিনিষ পত্র খরিদ করিয়া গ্রামে আনিয়া বিক্রয় করা; তৃতীয়তঃ, অপরাপর শ্রমজীবীদিগের যন্ত্রাদি ও খরিদ বিক্রয় করা আড়ৎদারী হিসাবে। এইরূপ সুপ্রণালীতে কার্য্য করিতে পারিলে বিশেষ সুবিধা আছে। দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের পক্ষে এমন সুলভ উপায় আর আছে বলিয়া আমাদিগের মনে হয় না। তবে কার্য্য করা চাই। আলস্য ঔদাস্য পরিত্যাগ করিয়া সাধু মনের সহিত কার্য্য করিলে ঈশ্বর তাহার সহায় হয়েন, ইহা ধ্রুব কথা।

ঝালোয়ার দুহিতা।

(পূর্ব্ব সংখ্যার পর।)

বক্তা বলিল, "আমি সব করিতে পারি, বাপের মাথা কাটিতে পারি, মায়ের পেটে ছুরী দিতে পারি ; আমায় দলে লও"। সর্দারের হুকুমে আমার বন্ধন মোচন হইল। দলের ভিতর একজন অপরাধী ছিল, দলের নিয়মে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। তাহাকে নরবলী দেবে না।—দেবীর সম্মুখে বলী হইলে উদ্ধার হইবে। তাহার কঠোর সাজা—যাহাতে ইহকাল পরকাল উভয়ই যায়। তাহার ঘরভেদী অপরাধ! সর্দার বলিল, "ইহাকে বধ করিতে পার"? সেই খানে একখানি তলয়ার ছিল, বলিবামাত্র তাহার শিরশ্ছেদ করিলাম। সর্দার কহিল "তুমি আমার দেহরক্ষক হইয়া থাক"।

নানাস্থানে দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াই। একাই কত স্থান লুট করিয়া অর্থ আনি। একদিন মীরার ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রচুর অর্থ পাইলাম। অর্থ লইয়া বাহিরে আসিতেছি ;—বলবান্ প্রহরী ধৃত করিয়া আমাকে মীরার কাছে আনিল। মীরা আমাকে দেখিবামাত্র প্রহরীদিগকে বলিল, "এখনই বন্ধন মোচন কর"। পরে করযোড়ে আমাকে মিনতি করিতে লাগিল, "বাবা তোমার চরণে আমি বিস্তর অপরাধী। সামান্ত অর্থের জন্ত না জানি তোমার কতই ক্লেশ হইয়াছে। প্রহরীর তাড়না সহিয়াছ! দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা কর, তোমার কি অর্থের প্রয়োজন বল? দিতেছি লইয়া যাও"। প্রথম মনে ভাবিলাম, আমায় লজ্জা দিতেছে। মীরার মুখ দেখিয়া মনে হইল,—'না এ কোন দেবী, আমায় বর দিবে'। তারপর ভাবিলাম পলাই ; দ্রুতপদে ছুটিলাম, কেহ নিবারণ করিল না। আড্ডায় উপস্থিত হইলাম। দেখি, বক্তা সর্দারকে বধ করিয়াছে। বক্তাকে তখন চিনিতাম না। বক্তার একটী গাই ছিল। সর্দার সেইটা খুলিয়া আনে। বক্তা দেখিতে পায়। বক্তা সর্দারকে বলে, "এখন যুদ্ধ করিবে, কি কখন, বল? যদি আমায় বধ কর, আমার গাইটী নিরাপদে পাইবে। যদি তোমায় বধ করি, তোমার দলের লোককে বলিও যে, তাহা হইলে আমি

তাহাদের সর্দার হইব। যুদ্ধে বক্তা সর্দারকে বধ করিয়াছে। বক্তা দলের সর্দার—সকলে তাহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু আমি বলিলাম, "কই, আমার সর্দার বলে নাই, আমি তোমার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করি নাই। বক্তা [illegible] "তবে যুদ্ধ কর"। আমি বলি, "ভাল"।—তিন দিন আমাদের যুদ্ধ হয়। [illegible] দিন যুদ্ধের পর উভয়ের সম্মতি অনুসারে রজনীতে বিশ্রাম করি, কিন্তু [illegible] পরস্পরের প্রতি পরস্পরের স্নেহ জন্মিতে লাগিল। অপরাহ্ণে হঠাৎ আমরা দুইজনেই সরিয়া দাঁড়াইলাম। বক্তা বলিল, "আরও কি যুদ্ধের প্রয়োজন"? আমি বলিলাম "না, দু'জনেই দলের অধ্যক্ষ হইলে হয়"! বক্তা তলয়ার ফেলিয়া দিল, আমিও তলয়ার ফেলিয়া দিলাম। পরস্পর আলিঙ্গন করিলাম। কিন্তু আমার আর দস্যুবৃত্তিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমি যতই ভাবি, কিছুতেই স্থির করিতে পারি না, কেন মীরা আমার বন্ধন মোচন করিল, কেন অর্থ দিতে চাহিল। মিনতি করিল কেন? আমার কাছে এই সকল কথা বিষম সমস্যা হইয়া উঠিল। এই চিন্তায় দিন দিন মলিন হইতে লাগিলাম। কিছুই ভাল লাগে না। একদিন বক্তা জিজ্ঞাসা করিল, "ভাবিস্ কি"? আমি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলাম। বক্তা বলিল, "তাইত"! খানিক নিস্তব্ধ হইয়া বলিল "পাগল হইবে"! আবার বলিল, "তাই ত"! কিছুই স্থির হইল না। আমার আর কিছু ভাল লাগে না। কাহাকেও কিছু বলি না,—ঘুরিয়া বেড়াই। একদিন হঠাৎ এক মাগী আমার পায়ে ধরিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা, আমায় বাঁচাও, একবার হরি বল"! আমি বলিলাম, "হরিবোল"। মাগী বলিল "হরিবোল হরিবোল"। মাগীও বলে, আমিও বলি। ঐ মাগীই মীরা। [illegible] সকল কথা বক্তা জানে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বক্তা আপনার কথা বলিতে লাগিল,—"আমার পিতা সামান্ত লোক। [illegible] করিয়া খায়। আমার আর দুই তিন ভাই ছিল, তারাও চাসে যোগ দেয় [illegible] ভগ্নী সকলেই চাসের কাযেতে থাকে। আমাকেও ঐ সব কায করিতে [illegible]

আমার ভাল লাগে না। সহরের কাছেই বাড়ী। হামেসা সহরে আসি। সহরের বাড়ী, ঘর, লোকজন দেখিয়া প্রাণ জুড়ায়। চাষীর কায হীন কায বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিরূপে সহরে থাকিব, কোন উপায় নাই। একদিন একটা খাবারের দোকানের কাছে বসিয়া ভাবিতেছি, আহার হয় নাই, ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আট ক্রোশ রাস্তা ফিরিয়া বাড়ী যাইতে হব। আমায় দেখিয়া দোকানীর মনে দয়া হইল; দোকানী কিছু খাবার দিল, জিজ্ঞাসা করিল, আমি কে? আমি সমস্ত পরিচয় দিলাম, দোকানীর পায়ে ধরিয়া বলিলাম, আমায় আপনি রাখুন, আপনার কায কর্ম্ম করিব। আমি ঘরে যাইব না। দোকানীরও বেচা কেনা করিবার মত একজন লোকের আবশ্যক ছিল। আমার পিতার নিকট লোক পাঠাইল, পিতার অনুমতিতে সেই দোকানেই রহিলাম। আমার মত বয়সে সঙ্গী দুই চারিজন জুটিল। নেশা ভাঙ এদিক ওদিক বেড়ান চেড়ান ক্রমে শিখিলাম। দোকানীর নিকট যা পাই, তা উহার মধ্যে একটু ভাল কাপড় চোপড় করিতেই যায়।—অন্য দরকার চুরি করিয়া মিটাইতে হইল, দু' চারিদিন ধরা পড়িলাম। কিছু বেশী তফিল সরইয়াছি, টাকাও খরচ হইয়া গিয়াছে। দোকানী একটুকু অনুগ্রহ করিল, টাকা দিতে পারিলে কয়েদ করিবে না। মায়ের কাঁদা কাটায় সর্ব্বস্ব বাঁধা রাখিয়া বাপ টাকা দিল। সেই হতে তার সর্ব্বনাশ!—সর্ব্বস্ব বেচে কিনে কোথায় গেল তা জানি না। এদিকে আমি প্রকাণ্ড চোরের দলে মিশলুম। জোয়া খেলি, বিদেশী পথিক লোককে ঠকাইয়া লই। একদিন কিছু মাল হাতে হয়, এক বেশ্যালয়ে বেড়াইতে যাই। সে বেশ্যা ঐ পিদলা। আমোদ আহলাদ চলিল, সে খুব আদর করিল, কিন্তু আমার মন তাহার উপর না পড়িয়া টুয়া নামে তার একটা দাসী তার উপর পড়িল। পিদলার বাড়ী যাতায়াত করি, টুয়ার সঙ্গে কথার বেশ সুবিধা হয়, তাহাকে চাকরি ছাড়াইলাম, বাসা করিয়া দিলাম। এখন আমার খুব সচ্ছল, যা চাই পিদলা দেয়। টুয়া একটা গাই কিনিল। যে পথে চলিতেছিলাম, তাহাতে যে জেল হইয়াছিল,—এ বলা বাহুল্য। একদিন সে জেলের একটা আলাপী লোকের সঙ্গে টুয়ার বাড়ীর সামনে সাক্ষাৎ

হয়। মহাসমাদরে বাড়ীর ভিতর আনিলাম, সমস্ত রাত আমোদ প্রমোদ চলিল। ভোরের বেলা আমরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখি যে বন্ধুও নাই, আর তার কাল গাইটীও নাই। সেই গাইয়ের জন্য টুয়ার ঝাঁটা খাইয়া গাইএর সন্ধানে বাহির হইলাম। পাঁচ সাতদিনে সন্ধান করিয়া ধরিলাম। দেখিলাম চোর আমার সেই জেলের বন্ধু। তিনি একজন দস্যুর সর্দ্দার। সে গাইটী দেবে না, আমি ছাড়িব না। উভয়ে দাঙ্গা—তার প্রাণবধ হয়। তারপর অন্যের সহিত আলাপ। দু'জনে মিলিয়া ভাবিলাম, ভাল ডাকাতি চলিবে। কিন্তু দিন দিন দেখিতে লাগিলাম, অন্যার তেমন কাযে মন নাই। অন্য কি ভাবে, কি করে,—কিছুই বুঝিতে পারি না। জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই বলে না। একদিন অনুরোধে অন্য: ডাকাতি করিতে চলিল। দুঃ-রাণার বড় প্রতাপ। সকলে ধরা পড়িলাম। সকলের প্রাণবধ হইবে স্থির, এমন সময়ে এক ব্যক্তি কারাগারে প্রবেশ করিয়া বলিল, "তোমরা সকলে এস, তোমরা মুক্ত"। পরে মুক্তিলাভ করিয়া শুনিলাম যে, রাণাপুত্র উদা পিতার নিকট বলে যে, এই দস্যুদল তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। সুতরাং দুরন্ত রাণা পুত্রের অনুরোধে আমাদের মুক্তি দিল। কিন্তু মুক্তির সময় কারাধ্যক্ষ আমাদের বিশেষ করিয়া বলে,—"সাবধান, ও পথে আর চলিও না"! রাণা পুত্র উদা'র কখনও আমরা প্রাণরক্ষা করি নাই। তাহার এরূপ ব্যবহারের কারণ ত আমরা কিছু বুঝিতে পারিলাম না। এখন বুঝিতে পারিয়াছি; যাক্ সে বাজে কথা। এদিকে দল ত ছোড়ভঙ্গ হইয়া যায়, তাড়িখানায় বসিয়া তাড়ি খাই। পিদলার কাছে ঝগড়া কলহ করিয়া কিছু অর্থ আনি। একদিন হঠাৎ কপাল ফিরিল। অন্য নাই, একটী স্ত্রীলোক এক থালা মোহর লইয়া বলিল, "বাবা, এইগুলি লও, বৈষ্ণব সেবা করিও"। প্রথম মনে ভাবিলাম, গোয়েন্দা; এদিক ওদিক দেখি, লোকজন কেউ নাই। দাসীও মোহর রাখিয়া চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য মোহরের প্রতি আর আমার লক্ষ্য রহিল না। দাসী যেন আমায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কি অদ্ভুত ধড়িতে আমার বুকে টান পড়িতেছিল! আমি পশ্চাৎ যাইতে বাধ্য হইলাম। পথে

মধুরকণ্ঠে মাগী গান ধরিল। অমন সঙ্গীত আর কখন কোথাও শুনি নাই ; প্রাণ উদাস হইয়া গেল! মাগীর পদতলে পড়িয়া বলিতে লাগিলাম, "ওরে, ওরে তুই কে"? মাগী বলিল, "আমি হরিবোলা, যাও বাবা ফিরিয়া যাও, আবার দেখা হবে। বৈকুণ্ঠে দেখা করিও"। আমি ফিরিয়া আসিলাম। তখন সন্ধ্যা আসিয়াছে। বক্তা আদ্যোপান্ত শুনিয়া বলিল, "বক্তা, আমার কেন দস্যুবৃত্তি ভাল লাগে না বুঝিলি ? আমি বলিলাম, "বুঝিলাম"।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বক্তার কথা শেষ হইলে, সুজন বলিতে লাগিল, "কসায়ের ছেলে, বালক বয়সে বাপ গরুর ছাল খুলিতে ভাগাড়ে পাঠায়। সহরেই বাস, ভাগাড় অনেক দূর। তারপর লোকে যে রকম গরুকে যত্ন করে, গরু অনেক মরে না, ছাল পাওয়া মুস্কিল। অনেক দিন খাওয়া দাওয়া বারণ হয়। ছাল পাই না তা কি কর্‍্বো? কিন্তু বাপ কোন রকমেই বোঝে না। একদিন ভাগাড়ে যাইতেছি, পথে এক ব্যাক্তির সহিত দেখা। তার হিজ্‌ড়ে ছাগলের পিত্তির বড় দরকার। ছাগল একটী সন্ধান করেছে, কিন্তু দরে বনে নাই বলিয়া কিনিতে পারে নি। আমাকে বল্লে, একটা কায পার্‍্বি? অমুক বাটীতে পাটকিলে রঙের হিজ্‌ড়ে ছাগল আছে, সেইটে মারতে পার্‍্বি"? আমি বল্লুম, "কি করে? লোকেরা যে আমায় মার্‍্বে"! সে বল্লে, ঘাসের মুটি করিয়া এই সামগ্রীটে ছাগলের সামনে দিতে পারিস্, তা'হলে সে খাবে। যে আমার বিস্তর প্রয়োজন দিল—তোর আর বাপের বাসায় থাকতে হবে না, গো ভাগাড়ে যাবার দরকার নাই। আর এ কাযে টাকা পাইবি, যদি বাপের কাছেই থাকতে চাস্, টাকা পেলে তোর বাপ খুব আদর কর্‍্বে"। আমি ছাগল মারিতে রাজি হইলাম।

[ক্রমশঃ।]

ভগবদ্গীতা শঙ্করভাষ্যানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।)

ভাষ্য।—অথেদানীং প্রকরণার্থমুপসংহরন্ ব্রূতে দেহীতি।

অনুবাদ।—অনন্তর এক্ষণে প্রকরণার্থ উপসংহার করিয়া বলিতেছেন যে,

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়।—(হে) ভারত! সর্ব্বস্য দেহে অয়ং দেহী (আত্মা) নিত্যঃ (সর্ব্বদা) অবধ্যঃ (অবিনাশার্হঃ) তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বাণি ভূতানি ন শোচিতুমর্হসি॥৩০॥

মূলের অনুবাদ।—সকলের দেহে এই দেহী (আত্মা) সর্ব্বদা অবধ্য। হে ভারত! সেই জন্য তুমি সকল প্রাণীকেই (হত হইল বলিয়া) শোক করিতে পার না।

ভাষ্য।—সর্ব্বদা প্রাণিজাতস্য দেহে বধ্যমানেঽপি অয়ং দেহী ন বধ্যঃ যস্মাৎ তস্মাৎ ভীষ্মাদীনি সর্ব্বাণি ভূতানি উদ্দিশ্য ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ।—যেহেতু সকল প্রাণিগণের দেহ বিনাশ হইলেও এই আত্মা বধ্য হয় না, সেই কারণ ভীষ্ম প্রভৃতি সকল প্রাণিগণকে উদ্দেশ করিয়া তুমি শোক করিতে পারিতেছ না।

ভাষ্য।—ইহ পরমার্থতত্ত্বাপেক্ষায়াং শোকো মোহো বা ন সম্ভবতীত্যুক্তং ন কেবলং পরমার্থতত্ত্বাপেক্ষায়াং এব কিন্তু স্বধর্ম্মমিতি।

অনুবাদ।—এই প্রকার পরমার্থ বস্তু বিচার করিলে শোক বা মোহ হইতে পারে না, ইহা বলা হইয়াছে। কেবল পরমার্থবস্তু বিচার করিলেই (শোক বা মোহ হইতে পারে না) তাহা নহে, কিন্তু স্বধর্ম্মং। ইত্যাদি।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।

ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়।—অপি চ স্বধর্ম্মমবেক্ষ্য ত্বং ন বিকম্পিতুমর্হসি হি (যস্মাৎ) ধর্ম্ম্যাৎ (ধর্ম্মাদনপেতাৎ) যুদ্ধাৎ অন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য শ্রেয়ঃ ন বিদ্যতে। ৩১ ॥

মূলের অনুবাদ।—নিজ ধর্ম্ম বিচার করিয়াও তোমার যুদ্ধে নিবৃত্ত হওয়া উচিত নহে, কারণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম্য যুদ্ধ হইতে অপর কোন শ্রেয়ঃসাধন বিদ্যমান নাই ॥ ৩১ ॥

ভাষ্য।—স্বধর্ম্মমপি স্বোধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধং তমপ্যবেক্ষ্য ত্বং ন বিকম্পিতুং প্রচলিতুং নার্হসি। স্বাভাবিকাদ্ধর্ম্মাদাত্মস্বাভাব্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ। তচ্চ যুদ্ধং পৃথিবীজয়দ্বারেণ ধর্ম্মার্থং প্রজারক্ষণার্থঞ্চেতি ধর্ম্মাদনপেতং পরং ধর্ম্ম্যং তস্মাৎ ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে হি যস্মাৎ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ।—ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম যুদ্ধ, সেই ধর্ম্মও অবেক্ষণ করিয়া তুমি "বিকম্পিত" (স্বধর্ম্ম হইতে) বিচলিত হইতে পার না, স্বাভাবিক ধর্ম্ম (যে কারণ) আত্মার স্বভাব (তাহা হইতে বিচলন হইতে পারে না) সেই যুদ্ধরূপ (ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম) পৃথিবীজয় দ্বারা ধর্ম্ম ও প্রজাপালনের অনুকূল (হইয়া থাকে), এই কারণে যুদ্ধ ধর্ম্ম্য (অর্থাৎ, ধর্ম্ম হইতে অপগত নহে এবং যুদ্ধই (ক্ষত্রিয়ের) শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যুদ্ধ হইতে অন্য শ্রেষ্ঠ (ধর্ম্ম) ক্ষত্রিয়ের বিদ্যমান নাই ॥ ৩১ ॥

ভাষ্য।—কুতশ্চ তদ্যুদ্ধং কর্ত্তব্যমিতি উচ্যতে যদৃচ্ছয়েতি।

অনুবাদ।—কেন সেই যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহাই বলা যাইতেছে যে, যদৃচ্ছয়া ইত্যাদি।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।

সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়।—(হে) পার্থ! সুখিনঃ (ভাগ্যশালিনঃ) ক্ষত্রিয়াঃ যদৃচ্ছয়া উপপন্নং অপাবৃতং স্বর্গদ্বারং (ইব) ঈদৃশং যুদ্ধং লভন্তে ॥ ৩২ ॥

মূলের অনুবাদ।—হে পার্থ! অকস্মাৎ উপস্থিত উন্মুক্ত স্বর্গদ্বারের ন্যায় এই প্রকার যুদ্ধ, ভাগ্যশালী ক্ষত্রিয়গণই লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩২ ॥

ভাষ্য।—যদৃচ্ছয়া চ অপ্রার্থিততয়া উপপন্নমাগতং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ উদ্ঘাটিতং যে এতাদৃশং যুদ্ধং লভন্তে ক্ষত্রিয়াঃ হে পার্থ! কিং ন সুখিনস্তে? ৩২ ॥

অনুবাদ।—যদৃচ্ছা শব্দের অর্থ অপ্রার্থনা, বিনা প্রার্থনায় "উপপন্ন" আগত "অপাবৃত" উদ্ঘাটিত, স্বর্গদ্বার (সদৃশ) এই প্রকার, যুদ্ধ, যে সকল ক্ষত্রিয় লাভ করিতে পারে, হে পার্থ! তাহারা কি সুখী নয়? ৩২ ॥

ভাষ্য।—এবং কর্ত্তব্যতাপ্রাপ্তমপি—

অনুবাদ।—এই প্রকার কর্ত্তব্যতা লাভ করিলেও

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।

ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়।—অথ চেৎ ত্বং ইমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ততঃ (তদা) স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ হিত্বা (পরিত্যজ্য) পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

মূলের অনুবাদ।—পক্ষান্তরে তুমি যদি এই ধর্ম্মকর সংগ্রাম না কর, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া পাপ প্রাপ্ত হইবে।

ভাষ্য।—অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং সংগ্রামং যুদ্ধং ন করিষ্যসি চেৎ ততস্তদকরণাৎ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ মহাদেবাদিসমাগমনিমিত্তাং হিত্বা কেবলং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ।—পক্ষান্তরে তুমি যদি "ধর্ম্ম্য" ধর্ম্ম হইতে অনপেত এই "সংগ্রাম" যুদ্ধ না কর, তাহা হইলে ধর্ম্ম্য যুদ্ধের অকরণনিবন্ধন স্বধর্ম্ম ও মহাদেবাদির সহিত যুদ্ধজনিত কীর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল পাপ লাভ করিবে ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্য।—ন কেবলং স্বধর্ম্মকীর্ত্তিপরিত্যাগঃ।

অনুবাদ।—কেবল (যে) স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পরিত্যাগ (হইবে, তাহা নহে)

অকীর্ত্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।

সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়।—ভূতানি (প্রাণিনঃ) তে অব্যয়াং (চিরস্থায়িনীং) অকীর্ত্তিং

কথয়িষ্যন্তি চ। সম্ভাবিতস্য (সম্মানিতস্য) চ অকীর্ত্তিঃ (অযশঃ) মরণাৎ অতিরিচ্যতে (অতিশয়বতী ভবতি) ॥ ৩৪ ॥

মূলের অনুবাদ।—প্রাণিগণ তোমার চিরস্থায়িনী অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। সম্মানিত ব্যক্তির অকীর্ত্তি মরণ হইতেও অতিরিক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্য।—অকীর্ত্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তে তব অব্যয়াং দীর্ঘকালাং ধর্ম্মাত্মা শূর ইত্যেবমাদিভিশ্চ গুণৈঃ সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তি র্মরণাদতিরিচ্যতে। সম্ভাবিতস্য চ অকীর্ত্তের্মরণং বরমিত্যর্থঃ কিঞ্চ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ।—তোমার অকীর্ত্তিও প্রাণিগণ প্রখ্যাত করিবে। ঐ অকীর্ত্তি দীর্ঘকালস্থায়িনী (হইবে) ধর্ম্মাত্মা শূর ইত্যাদি গুণসমূহের দ্বারা সম্ভাবিত ব্যক্তির অকীর্ত্তি, মরণ হইতেও অতিরিক্ত হয়, সম্ভাবিত ব্যক্তির অকীর্ত্তি অপেক্ষা মরণও ভাল (ইহাই তাৎপর্য্য) এবং ॥ ৩৪ ॥

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়।—মহারথাঃ (দুর্য্যোধনাদয়ঃ) ত্বাং ভয়াৎ রণাদুপরতং মংস্যন্তে যেষাং (দুর্য্যোধনাদীনাং) ত্বং বহুমতো ভূত্বা স্থিতঃ তেষাং লাঘবং (লঘুতাং) যাস্যসি ॥ ৩৫ ॥

মূলের অনুবাদ।—(দুর্য্যোধন প্রভৃতি) মহারথগণ তোমাকে ভয়ে রণ হইতে নিবৃত্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে, যে সকল ব্যক্তির নিকট তুমি পূর্ব্বে বহু গুণযুক্ত বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলে (তাহাদিগের নিকটে) এক্ষণে লাঘব প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্য।—ভয়াদিতি। ভয়াৎ কর্ণাদিভ্যো রণাদ্যুদ্ধাদুপরতং নিবৃত্তং মংস্যন্তে চিন্তয়িষ্যন্তি ন কৃপয়েতি ত্বাং মহারথা দুর্য্যোধনপ্রভৃতয়ঃ যেষাঞ্চ ত্বং দুর্য্যোধনাদীনাং বহুমতো বহুভিগুণৈর্যুক্ত ইত্যেবং বহুমতঃ ভূত্বা যাস্যসি লাঘবং লঘুভাবং ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ।—কর্ণ প্রভৃতি হইতে ভয়ে রণ (যুদ্ধ) হইতে, তোমাকে উপরত

(নিবৃত্ত) (বলিয়া) দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহারথগণ চিন্তা করিবে যে, সেই দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহারথগণের নিকট তুমি (পূর্ব্বে) বহু গুণযুক্ত বলিয়া সম্মানিত ছিলে, (এক্ষণে) (তাহাদিগের নিকটে) লাঘব (লঘুভাব) প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৫ ॥

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়।—তব সামর্থ্যং (শক্তিং) নিন্দন্তঃ অহিতাঃ (শত্রবঃ) তব বহূন্ অবাচ্যবাদান্ (নিন্দাবচনানি) বদিষ্যন্তি। ততো নু কিং দুঃখতরং (স্যাৎ) ॥ ৩৬ ॥

মূলের অনুবাদ।—তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া শত্রুগণ তোমার নানা প্রকার নিন্দা করিবে, তাহা হইতে অধিক দুঃখকর আর কি হইতে পারে ॥ ৩৬ ॥

ভাষ্য।—কিঞ্চ অবাচ্যবাদানিতি। অবাচ্যবাদান্ অবক্তব্যবাদান্ বহূন্ অনেকপ্রকারান্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ শত্রবঃ নিন্দন্তঃ কুৎসয়ন্তঃ তব প্রতীব সামর্থ্যং নিবাতকবচাদিযুদ্ধনিমিত্তং তস্মাৎ ততো নিন্দাপ্রাপ্তেদুঃখাৎ দুঃখতরং নু কিম্। ততঃ কষ্টতরং দুঃখং নাস্তি ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ।—এবঞ্চ অবাচ্যবাদানিত্যাদি। তোমার অহিতগণ (শত্রুগণ) বহু (অনেকপ্রকার) অবাচ্যবাদ, (অবক্তব্যবাদ) বলিবে, তোমার নিবাতকবচাদিবধনিমিত্ত সামর্থ্যকে নিন্দা করিবে; তাহা হইতে (সেই নিন্দাপ্রাপ্তিরূপ দুঃখ হইতে) দুঃখতর আর কি (হইতে পারে) তাহা হইতে কষ্টতর দুঃখ নাই, ইহাই অর্থ ॥ ৩৬ ॥

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়। যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়।—ত্বং হতো বা স্বর্গং প্রাপ্স্যসি জিত্বা বা মহীং ভোক্ষ্যসে, তস্মাৎ কৌন্তেয়! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ (সন্) উত্তিষ্ঠ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়।—(হে) পার্থ! এষা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ তে (তুভ্যং) অভিহিতা। যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (সন্) কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি (বিমোক্ষ্যসি) (তাং) ইমাং যোগে (বুদ্ধিং) শৃণু॥ ৩৯॥

মূলের অনুবাদ।—হে পার্থ! এই পরমার্থবস্তুবিষয়ে বুদ্ধি তোমার নিকট অভিহিত হইল, যে বুদ্ধি লাভ হইলে তুমি কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিতে পারিবে, (একণে) এই সেই যোগবিষয়ে বুদ্ধি (কি প্রকার তাহা) শ্রবণ কর। ৩৯।

ভাষ্য।—এষা তে তুভ্যং অভিহিতা উক্তা সাংখ্যে পরমার্থবস্তুবিবেকবিষয়ে বুদ্ধি র্জ্ঞানং সাক্ষাৎশোকমোহাদিসংসারহেতুদোষনিবৃত্তিকারণং। যোগে তু তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ে নিঃসঙ্গতয়া দ্বন্দ্বপ্রহাণপূর্ব্বকমীশ্বরারাধনার্থে কর্ম্মযোগে কর্ম্মানুষ্ঠানে সমাধিযোগে চ ইমামনন্তরমেবোচ্যমানাং বুদ্ধিং শৃণু। তাং বুদ্ধিং স্তৌতি প্ররোচনার্থং, বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া যোগবিষয়য়া যুক্তো হে পার্থ! কর্ম্মবন্ধং কর্ম্মৈব ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যো বন্ধঃ কর্ম্মবন্ধঃ তং প্রহাস্যসি ঈশ্বরপ্রসাদনিমিত্তজ্ঞানপ্রাপ্তেরিত্যভিপ্রায়ঃ। ৩৯।

অনুবাদ।—"এষা" এই "তে" তোমাকে "অভিহিতা" উক্ত হইয়াছে "সাংখ্যে" পরমার্থবস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বিষয়ে "বুদ্ধি" জ্ঞান; (যাহা) শোক মোহ প্রভৃতি সংসার হেতু দোষের সাক্ষাৎ নিবৃত্তি প্রতি কারণ। "যোগে" সেই জ্ঞান লাভ করিবার উপায়বিষয়ে (সেই উপায় কি?) ফলে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ব সহন করিয়া ঈশ্বরারাধনার্থ কর্ম্মযোগ (অর্থাৎ) বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠান ও (বক্ষ্যমাণ) সমাধিযোগ। (এই প্রকার কর্ম্মযোগ-বিষয়ে) বুদ্ধি (কি প্রকার তাহা) শ্রবণ কর। প্ররোচনার জন্য সেই বুদ্ধির স্তুতি করিতেছেন। (যে) যে যোগবিষয়িণী বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইলে হে পার্থ! "কর্ম্মবন্ধ" কর্ম্মই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম স্বরূপ বন্ধ (এই তাৎপর্য্যে) কর্ম্মবন্ধ (এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে) ঈশ্বরপ্রসাদনিমিত্তজ্ঞানলাভ করিয়া সেই কর্ম্মবন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারিবে। ৩৯।

পরমহংসদেবের উপদেশ।

১। সহ্য গুণের চেয়ে আর গুণ নেই। যে সয় সেই রয়। যে না সয়, সে নাশ হয়। সকল বর্ণের মধ্যে 'স' তিনটা—শ ষ স।

২। সৎ'এর রাগ কি রকম জান?—যেমন জলের দাগ; জলের একটা দাগ দিলে তখনই যেমন আবার মিলিয়ে যায়, তেমনি সৎ'এর রাগ হয় আর তখনি থেমে যায়।

৩। ভগবান্ দু বার হাসেন। ভাই ভাই যখন দড়ি ফেলে জমি ভাগ কর্‌তে কর্‌তে বলে "এ জমি আমার, ও জমি তোমার," তখন একবার ভগবান হাসেন। আর, যখন রুগী মরো মরো হয়, এবং ডাক্তার যদি এসে বলে "ভয় কি?—আমি বাঁচাব",—তখন একবার হাসেন।

৪। জলে ডুবে গেলে যেমন প্রাণ আটু পাটু করে, সেই রকম যখন ভগবানের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হবে, তখনই তাঁর দর্শন পাবে।

৫। দু রকম মাছি আছে। এক রকম—মধু মাছি; তারা মধু ভিন্ন আর কিছু খায় না। [illegible] মধুতেও বসে; আর যদি পচা ঘা পায়, তখনি [illegible] উড়ে গিয়ে বসে। সেই রকম, দুই প্রকৃতির লোক আছে;—যারা ঈশ্বরানুরাগী তারা ভগবানের কথা ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ করতেই পারে না। আর যারা সংসারাসক্ত জীব, তারা ঈশ্বরীয় কথা শুনতে শুনতে, যদি কেহ কামিনীকাঞ্চনের কথা কয়, তা হ'লে ঈশ্বরীয় কথা ফেলে তখনই তাইতে মত্ত হয়।

৬। খাঁচার ভিতর থেকে পাখী উড়ে গেলে যেমন কেউ খাঁচার আদর করে না, তেমনি এ দেহরূপ খাঁচা থেকে প্রাণপাখী উড়ে গেলে এ দেহের আর কেহ যত্ন করে না।

৭। পানায় ঢাকা পুকুরের ভিতর মাছ যেমন কিল বিল ক'রে বেড়ায়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর মানুষের খোলের মধ্যে লীলা করছেন।

বিলাতযাত্রীর পত্র।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত।] [৫৮৭ পৃষ্ঠার পর।

লঙ্কা।

আলাসিঙ্গার 'সিকনেস' হ'ল না। 'তু' ভায়া একটু আধটু গোল প্রথমে ক'রে, সামলে বসে আছেন। চারিদিন কাজেই নানা বার্তালাপে, "ইষ্টগোষ্ঠীতে" কাটলো। সামনে কলম্বো। এই—সিংহল, লঙ্কা। শ্রীরামচন্দ্র সেতু বেঁধে পার হয়ে লঙ্কার রাবণ-রাজাকে জয় করেছিলেন। সেতু ত দেখেছি; সেতুপতি মহারাজার বাড়ীতে, যে পাথর খানির উপর ভগবান রামচন্দ্র তাঁর পূর্ব্ব পুরুষকে প্রথম সেতুপতি-রাজা করেন, তাও দেখেছি। কিন্তু এ পাপ সিলোনি-লোক বৌদ্ধগুলো তা মানতে চায় না! বলে—আমাদের দেশে ও কিংবদন্তিপর্য্যন্ত নাই। আর নাই বল্লে কি হবে?—"গোঁসাইজী পুঁথিতে লিখ্‌ছেন যে"। তার উপর ওরা নিজেদের দেশকে বলে—সিংহল। লঙ্কা ব'লবে না। ব'লবে কোথেকে? ওদের না কথায় ঝাল, না কাজে ঝাল, না প্রকৃতিতে ঝাল, না আকৃতিতে ঝাল!! রাম বলো!—ঘাগরা পরা, খোঁপা বাঁধা, আবার খোঁপায় মস্ত একখানা চিরুনি দেওয়া মেয়ে মানুষি চেহারা। আবার—রোগা রোগা, বেঁটে বেঁটে, নরম নরম শরীর। এরা রাবণ কুম্ভকর্ণের বাচ্ছা! গেছি আর কি! বলে—বাঙ্গালা দেশ থেকে এসেছিলো। তা ভালই করেছিলো।—ঐ যে একদল দেশে উঠ্‌ছে, মেয়ে মানুষের মত বেশ ভূষা, নরম নরম বুলি কাটেন, এঁকে বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় হাঁসেন হোঁসেন করেন,—ওরা কেন যাক্ না বাপু সিলোনে। পোড়া গবর্ণমেন্ট কি ঘুমুচ্ছে গা? সেদিন "পুরীতে" কাদের ধরা পাকড়া কর্ত্তে গিয়ে হুলস্থুল বাধালে; বলি—রাজধানীতে পাকড়া ক'রে পাক করবার, তবে অনেক রয়েছে।

"সিংহল" নামের উৎপত্তি।

একটা ছিল মহা দুষ্টু বাঙ্গালি রাজার ছেলে—বিজয়সিংহ ব'লে। সেটা বাপের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ ক'রে, নিজের মত আরও কতগুলো সঙ্গী জুটিয়ে, জাহাজ করে ভেসে ভেসে, লঙ্কা নামক টাপুতে হাজির। তখন ওদেশে বুনো জাতের আবাস, যাদের বংশধরেরা একণে "বেদ্দা" নামে বিখ্যাত। বুনো রাজা বড় খাতির করে রাখ্‌লে, মেয়ে বে দিলে। কিছুদিন ভাল মানুষের মত রইল; তারপর একদিন মাগের সঙ্গে যুক্তি ক'রে, হঠাৎ রাত্রে সদল-বলে উঠে, বুনো রাজাকে সর্দ্দারগণ সহিত কতল্ করে ফেল্‌লে। তারপর বিজয় সিংহ হলেন রাজা। দুষ্টুমির এই খানেই বড় অন্ত হলেন না। তারপর, আর তাঁর বুনোর মেয়ে রাণী ভাল লাগলো না। তখন ভারতবর্ষ থেকে আরও লোকজন, আর অনেক মেয়ে, আনালেন। অনুরাধা ব'লে এক মেয়ে ত নিজে কল্লেন বিয়ে; আর সে বুনোর মেয়েকে জলাঞ্জলি দিলেন; সে জাতকে জাত নিপাত কর্ত্তে লাগলেন। বেচারিরা প্রায় সব মারা গেল। কিছু অংশ ঝাড় জঙ্গলে আজও বাস কর্‌ছে। এই রকম ক'রে লঙ্কার নাম হ'ল সিংহল, আর হ'ল বাঙ্গালি বদমায়েসের উপনিবেশ। ক্রমে অশোক মহারাজার আমলে, তাঁর ছেলে

সিংহলের ইতিবৃত্ত ও বৌদ্ধ আচার ব্যবহার।

মাহিন্দো, আর মেয়ে সংঘমিত্তা, সন্ন্যাস নিয়ে, ধর্ম্ম প্রচার কর্ত্তে, সিংহল টাপুতে উপস্থিত হলেন। এঁরা গিয়ে দেখলেন যে, লোকগুলো বড়ই আদাড়ে হয়ে গিয়েছে। আজীবন পরিশ্রম ক'রে, সে গুলোকে যথাসম্ভব সভ্য করলেন; উত্তম উত্তম নিয়ম করলেন, আর শাক্যমুনির সম্প্রদায় আনলেন। দেখতে দেখতে সিলোনিরা বেজায় গোঁড়া বৌদ্ধ হয়ে উঠলো। লঙ্কাদ্বীপের মধ্যভাগে এক প্রকাণ্ড সহর বানালে, তার নাম দিলে অনুরাধাপুরম্। এখনও সে সহরের ভগ্নাবশেষ দেখলে, আক্কেল হায়রান্ হয়ে যায়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপ, ক্রোশ ক্রোশ পাথরের ভাঙ্গা বাড়ী, দাঁড়িয়ে আছে। আরও কত জঙ্গল হয়ে রয়েছে, এখনও সাফ্ হয় নাই। সিলোনময় নেড়া মাথা, করোয়াধারী, হলদে চাদর মোড়া, ভিক্ষু ভিক্ষুণী ছড়িয়ে পড়্‌লো। জায়গায় জায়গায় বড় ব

মন্দির উঠলো,—মস্ত মস্ত ধ্যানমূর্ত্তি, জ্ঞান মুদ্রা করে প্রচারমূর্ত্তি, কাৎ হয়ে শুয়ে মহানির্ব্বাণমূর্ত্তি—তার মধ্যে। আর দেয়ালের গায়ে সিলোনিরা দুষ্টুমি করলে,—নরকে তাদের কি হাল হয়, তাই আঁকা; কোনটাকে ভূতে ঠেঙ্গাচ্ছে; কোনটাকে করাতে চিরছে; কোনটাকে পোড়াচ্ছে; কোনটাকে তপ্ত তেলে ভাজছে; কোনটার ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছে;—সে মহাবীভৎস কারখানা! এ 'অহিংসা পরমোধর্ম্মে'র ভেতরে যে এমন কারখানা কে জানে বাপু! চীনেও ঐ হাল; জাপানেও ঐ। এদিকে ত অহিংসা, আর সাজার পরিপাটি দেখলে আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যায়। এক 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মে'র বাড়ীতে ঢুকেছে চোর। কর্ত্তার ছেলেরা তাকে পাকড়া ক'রে, বেদম্ পিট্‌ছে। তখন কর্ত্তা দোতালার বারাণ্ডায় এসে, গোলমাল দেখে, খবর নিয়ে চেঁচাতে লাগলেন "ওরে মারিস্ নি, মারিস্ নি; অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ।" বাচ্ছা-অহিংসারা, মার থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "তবে চোরকে কি করা যায়"? কর্ত্তা আদেশ করলেন, "ওকে থলিতে পুরে, জলে ফেলে দাও"। চোর যোড়হাত ক'রে, আপ্যায়িত হয়ে, বল্লে "আহা কর্ত্তার কি দয়া"। বৌদ্ধরা বড় শান্ত, সকল ধর্ম্মের উপর সমদৃষ্টি, এইত শুনেছিলুম। বৌদ্ধপ্রচারকেরা আমাদের কলকেতায় এসে, রঙ্গ বেরঙ্গের গাল ঝাড়ে, অথচ আমরা তাদের যথেষ্ট পূজো করে থাকি। অনুরাধাপুরে প্রচার কর্‌ছি একবার, হিন্দুদের মধ্যে,—বৌদ্ধদের নয়; তাও খোলা মাঠে, কারুর জমিতে নয়। ইতিমধ্যে দুনিয়ার বৌদ্ধ "ভিক্ষু", গৃহস্থ, মেয়ে, মদ্দ, ঢাক ঢোল কাঁসি নিয়ে এসে, সে যে বিট্‌কেল আওয়াজ আরম্ভ করলে, তা আর কি বল্‌বো। লেকচার ত অলমিতি হ'ল; রক্তারক্তি হয় আর কি। অনেক ক'রে হিঁদুদের বুঝিয়ে দেওয়া গেল যে, আমরা নয় একটু অহিংসা করি এস। তখন শান্তি হয়।

ক্রমে উত্তর দিকথেকে হিন্দু তামিলকুল ধীরে ধীরে লঙ্কায় প্রবেশ করলে। বৌদ্ধরা বেগতিক দেখে রাজধানী ছেড়ে, কান্দি নামক পাহাড়ী সহর স্থাপন করলে। তামিলরা কিছুদিনে তাও ছিনিয়ে নিলে এবং হিন্দু রাজা খাড়া করলে। তারপর এলো ফিরিঙ্গির দল, স্পানিয়ার্ড, পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ। শেষে

ইংরাজ রাজা এয়েছেন; কান্দির রাজবংশ তাঞ্জোরে প্রেরিত হয়েছেন, পেনসন আর মুড়গুত্তানির ভাত খাচ্ছেন। উত্তর সিলোনে হিন্দুর ভাগ অনেক অধিক; দক্ষিণ ভাগে বৌদ্ধ, আর রঙ্-বেরঙের দো-আঁসলা ফিরিঙ্গি। বৌদ্ধদের প্রধান স্থান কলম্বো বর্ত্তমান রাজধানী, আর হিন্দুদের জাফ্‌না। জাতের গোলমাল ভারতবর্ষ হতে এখানে অনেক কম। বৌদ্ধদের একটু আছে, যে খা'র সময়; খাওয়া দাওয়ায় বৌদ্ধদের আদতে নাই; হিন্দুদের কিছু কিছু। যত কসাই, সব বৌদ্ধ ছিল। আজকাল কমে যাচ্ছে; ধর্ম্ম প্রচার চলছে। বৌদ্ধদের অধিকাংশ ইউরোপী নাম ইজ্‌ম পিক্রম এখন বদলে নিচ্ছে। হিন্দুদের সব রকম জাত মিলে, একটা হিন্দু জাত হয়েছে; তাতে অনেকটা পঞ্জাবী জাঠদের মত সব জাতের মেয়ে, মায় বিবি পর্য্যন্ত, বে করা চলে। ছেলে মন্দিরে গিয়ে ত্রিপুণ্ড্র কেটে শিব শিব ব'লে হিন্দু হয়। স্বামী হিন্দু, স্ত্রী ক্রিশ্চিয়ান। কপালে বিভূতি মেখে 'নমঃ পার্ব্বতীপতয়ে' বল্লেই ক্রিশ্চিয়ান সদ্যঃ হিন্দু হয়ে যায়। তাইতেই তোমাদের উপর এখানকার পাদরিরা এত চটা। তোমাদের আনাগোনা হয়ে অবধি, বহুৎ ক্রিশ্চিয়ান বিভূতি মেখে, 'নমঃ পার্ব্বতীপতয়ে' ব'লে, হিন্দু হয়ে জাতে উঠেছে। অদ্বৈতবাদ, আর শৈববাদ এখানকার ধর্ম্ম। হিন্দু শব্দের জায়গায় শৈব বলতে হয়। চৈতন্যদেব যে নৃত্য কীর্ত্তন বঙ্গদেশে প্রচার করেন, তার জন্মভূমি দাক্ষিণাত্য,—এই তামিল জাতির মধ্যে। সিলোনের তামিল ভাষা খাঁটি তামিল, সিলোনের ধর্ম্ম খাঁটি তামিল ধর্ম্ম। লক্ষ লোকের উন্মাদ কীর্ত্তন, শিবের স্তব গান, সে হাজারো মৃদঙ্গের আওয়াজ, আর বড় বড় করতালের ঝাঁজ, আর এই বিভূতি মাখা, মোটা মোটা রুদ্রাক্ষ গলায়, পাহলওয়ানি চেহারা, লাল চোখ, মহাবীরের মত তামিলদের মাতওয়ারা নাচ না দেখলে, বুঝতে পারবে না।

কলম্বোর বন্ধুরা নাব্‌বার হুকুম আনিয়ে রেখেছিল; অতএব ডাঙ্গায় নেবে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দেখা শুনা হল। স্যর কুমার স্বামী হিন্দুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তাঁর স্ত্রী ইংরেজ; ছেলেটী শুধুপায়ে, কপালে বিভূতি। শ্রীযুক্ত অরুণাচলম্‌-প্রমুখ বন্ধু বান্ধবেরা এলেন। অনেক দিনের পর মুড়গুতন্নীর খাও

হ'ল আর কিং কোকোয়ানট। তার কতকগুলো জাহাজে তুলে দিলে। মিসেস হিগিন্সের সঙ্গে দেখা হল। তাঁর বৌদ্ধ মেয়েদের বোর্ডিং স্কুল দেখ্‌লাম। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত কাউন্টেস কানোভারার মঠ ও স্কুল দেখ্‌লাম। কাউণ্টেসের বাড়ীটা মিসেস হিগিন্সের অপেক্ষা প্রশস্ত ও সাজান। কাউণ্টেস ঘর থেকে টাকা এনেছেন, আর মিসেস হিগিন্স ভিক্ষে করে করেছেন। কাউণ্টেস নিজে গেরুয়া কাপড় বাঙ্গালায় শাড়ীর মত পরেন। সিলোনের বৌদ্ধদের মধ্যে ঐ ঢঙ খুব ধরে গেছে দেখ্‌লাম। গাড়ী গাড়ী মেয়ে দেখ্‌লাম—সব ঐ ঢঙের শাড়ী পরা।

বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থ কান্দিতে দন্ত-মন্দির। ঐ মন্দিরে বুদ্ধ-ভগবানের একটী দাঁত আছে। সিলোনিরা বলে ঐ দাঁত আগে পুরীতে জগন্নাথমন্দিরে ছিল, পরে নানা হাঙ্গামা হয়ে সিলোনে উপস্থিত হয়। সেখানেও হাঙ্গামা কম হয় নাই। এখন নিরাপদে অবস্থান কচ্ছেন। সিলোনিরা আপনাদের ইতিহাস উত্তমরূপে লিখে রেখেছে। আমাদের মত নয়—খালি আষাঢ়ে গল্প। আর বৌদ্ধদের শাস্ত্র নাকি প্রাচীন মাগধী ভাষায়, এই দেশেই সুরক্ষিত আছে। এস্থান হতেই ব্রহ্ম শ্যাম প্রভৃতি দেশে ধর্ম্ম গেছে। সিলোনি বৌদ্ধরা তাদের শাস্ত্রোক্ত এক শাক্যমুনিকেই মানে, আর তাঁর উপদেশ মেনে চল্‌তে চেষ্টা করে। নেপালি, সিকিমি, ভূটানি, লাদাকি, চীনে, জাপানিদের মত শিবের পূজা করে না; আর "হ্রীং তারা" ওসব জানে না। তবে ভূত টুত নামানো আছে। 'বৌদ্ধরা' এখন উত্তর আর দক্ষিণ দু আম্নায় হয়ে গেছে। উত্তর আম্নায়েরা নিজেদের বলে মহাযান; আর দক্ষিণি অর্থাৎ সিংহলী ব্রহ্ম শ্যামি প্রভৃতিদের বলে হীনযান। মহাযানওয়ালারা বুদ্ধের পূজা নাম মাত্র করে; আসল পূজো তারা-দেবীর, আর অবলোকিতেশ্বরের (জাপানি, চীনি, কোরিয়ানরা বলে কানয়ন্); আর হ্রীং ক্লীং তন্ত্র মন্ত্রের বড় ধূম। টিবেটিগুলো আসল শিবের ভূত। ওরা সব হিঁদুর দেবতা মানে, ডমরু বাজায়, মড়ার খুলি রাখে, সাধুর হাড়ের ভেঁপু বাজায়, মদ মাংসের যম। আর খালি মন্ত্র আওড়ে রোগ, ভূত, প্রেত, তাড়াচ্ছে। চীনে আর জাপানে সব মন্দিরের গায়ে ও

হ্রীং ক্লীং—সব ইঙ বড় সোনালি অক্ষরে লেখা দেখেছি। সে অক্ষর বাঙ্গালার এত কাছাকাছি যে বেশ বোঝা যায়।

আলাসিঙ্গা কলম্বো থেকে ফিরে গেল। আমরাও কুমার স্বামীর (কার্ত্তিকের নাম—সুব্রহ্মণ্য, কুমার স্বামী ইত্যাদি; দক্ষিণ দেশে এঁর ভারি পূজো, ভারি মান; এঁকে বলে ওঁকারের অবতার ইত্যাদি।) বাগানের নেবু, কতকগুলো ডাবের রাজা (কিং কোকোয়ানট), দু বোতল সরবত ইত্যাদি উপহার পেয়ে আবার জাহাজে উঠ্‌লাম। [ক্রমশঃ।]

আচার্য্য শঙ্কর ও মায়াবাদ।

পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।] [৫৯২ পৃষ্ঠার পর।

ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিবার জন্য উৎসুক বিভিন্নপ্রকারের কোটি কোটি মানবের অভীষ্ট ফললাভ, যে সমাজবন্ধনের মুখ্য উদ্দেশ,—কেবল কর্ম্মবাদ বা কেবল জ্ঞানবাদরূপ ভিত্তির উপর, সে সমাজ অবস্থান করিতে পারে না। ব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌতম, পতঞ্জলি প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞানমার্গের ঐকান্তিক উপাসকবৃন্দ, শুক, সনাতন, সনন্দন, নারদ, ধ্রুব প্রভৃতির ন্যায় ভক্তসমূহ ও জৈমিনি ভট্ট কুমারিল শবরস্বামি প্রভৃতির ন্যায় কর্ম্মৈকপ্রাণ মনীষিগণ যে সমাজের আশ্রয়ে নিজ নিজ লক্ষ্যের দিকে অনায়াসে অগ্রসর হইতে পারেন, কেবল জ্ঞান বা কর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া সেই সমাজ সর্ব্বজনপ্রিয় হইবে ইহা অসম্ভব। স্ববচনী হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত যে দেশের উপাস্য দেবতা; কাপালিক অঘোরপন্থী হইতে সর্ব্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত যে দেশে সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে উচ্চতম অধিকারী; শাক্ত, সৌর, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আচারের সম্প্রদায়গুলি যে দেশের বিরাট সমাজের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ; পারলৌকিক আত্মার মঙ্গলের জন্য যে দেশের অধিকাংশ লোকেই অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প;—সেই দেশে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণবাদ, জৈমিনির কর্ম্মবাদ বা শাণ্ডিল্যের ভক্তিবাদ সমাজবন্ধনের

মূলভিত্তি হইবে, ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? ভারত কেবল কর্ম্ম চাহে না, শুদ্ধ ভক্তিতে ভারতের আত্মা তৃপ্ত নহে, ভক্তিহীন কর্ম্মহীন কেবল তত্ত্বজ্ঞান লইয়াও ভারত থাকিতে পারে না; অথচ ভারত কর্ম্মও চাহে, জ্ঞানও ভালবাসে, ভক্তি প্রেম ও শান্তিময় ছায়ায় বিশ্রাম করিবার জন্যও ভারতের আকাঙ্ক্ষা চিরদিন প্রবল।

ভারতীয় সমাজের এই বিশেষভাব আচার্য্য শঙ্করের অমানুষী প্রতিভার বিষয় হইতে অধিককাল লাগে নাই; বাল্যকালেই দেশের এ অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেশের বিশৃঙ্খল বিপর্য্যস্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট সমাজের পুনরুজ্জীবনের দৃঢ়সংকল্প হৃদয়ে ধরিয়া তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। স্বজাতির উদ্ধার সাধন করিতে হইলে সন্ন্যাসী হইতে হয় এ শিক্ষার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন আচার্য্য শঙ্কর।

সন্ন্যাস আশ্রয় করিয়া স্বজাতির উদ্ধার করিবার জন্য আচার্য্য শঙ্কর, যে নূতনপথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সে পথে চলিতে হইলে কি করিতে হইবে ও কি বুঝিতে হইবে তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি, দশখানি উপনিষদ, গীতা ও বেদান্তসূত্র অবলম্বন করিয়া, যে কয়খানি ভাষ্য-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, মায়াবাদ তাহার সার; মায়াবাদরূপ মূলভিত্তির উপর শাঙ্কর বেদান্তদর্শন প্রতিষ্ঠিত। মায়াবাদের প্রচার হওয়ার পরদিন হইতেই হিন্দুসমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। মায়াবাদের সর্ব্বসামঞ্জস্যকারিণী শক্তির প্রভাবে পৌরাণিক অসামঞ্জস্য বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের যত প্রকার শাস্ত্র-গ্রন্থ আছে তাহাদের প্রকৃতপক্ষে অর্থ হৃদয়ঙ্গম না হওয়া প্রযুক্ত যে সকল সংশয় উদিত হইয়া [illegible]জীবন হিন্দুসমাজের উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়াছিল মায়াবাদ-সূর্য্যের প্রখর যুক্তি-রশ্মিতে ঐ সকল সংশয়-অন্ধকার কোথায় মিলাইয়া গেল! সেই আচার্য্য শঙ্করের অমানুষী প্রতিভার অমৃতময় ফল এ হেন মায়াবাদের অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে কোন্ হিন্দুহৃদয়ের বাসনা জাগিয়া না উঠে? মায়াবাদ কি?—ইহার এক কথায় উত্তর এই হইতেছে যে, জীবের বাসনাধীনই প্রপঞ্চের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে; ইহাই—যে যুক্তিবলে স্থাপিত

কথাটা বড়ই শক্ত হইল, সুতরাং একটু বিস্তৃতভাবে ইহার আলোচনার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

মায়াবাদের মর্ম্ম বুঝিতে হইলে প্রথমে জীব বলিলে কি বুঝায়, তাহা বুঝা আবশ্যক। তুমি জগতে যত ব্যবহার করিয়াছ করিতেছ বা করিবে সকল ব্যবহারেই তোমার আত্মজ্ঞান আছে, তাহা তুমি অবশ্যই স্বীকার করিবে। জগতে শত শত বস্তুতে তোমার সংশয় হয়, সহস্র সহস্র বিষয়ে তোমার ভ্রান্তি হয়, বল দেখি সেই সংশয় ও ভ্রান্তির সময়ে তোমার আত্মবিষয়ে সংশয় বা ভ্রম কখনও কি হইয়াছে? মনে কি পড়ে কখন তুমি নিজেকে—'আমি' 'আমি' কি না—আমি আমি নহি এ প্রকার সংশয় বা বিপরীত জ্ঞানের বিষয় করিয়া কোন ব্যবহার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছ? নিশ্চয়ই ইহার উত্তরে সকলেই বলিবে যে—না; অর্থাৎ কোন ব্যক্তিরই আত্মবিষয়ে সংশয় বা বিপরীত জ্ঞান হয় না। তাহাই যদি হইল, এক্ষণে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি 'আমি' বলিতে তুমি বাস্তবিক কি বুঝিয়া থাক?

সেই একদিন যেদিন জননী জঠর হইতে সদ্যঃ নির্গত হইয়া ছোট ছোট অকর্ম্মণ্য হস্তকগুলি অবয়বের সমষ্টি, একটী পিণ্ডপ্রায় আকৃতি, কি জানি কি ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর স্তন মুখে দিয়াও অজ্ঞানবশতঃ বা অনভ্যাসের বশে দুগ্ধ টানিতে পারিতেছিল না, বল দেখি তুমি কি সেই সদ্যঃজাত পিণ্ডাকৃতি সামর্থ্যহীন শিশু? সেই একদিন যেদিন নূতন নূতন বিষয়ের নব নব পরিচয়ে সমুদ্দীপ্ত বাসনা-স্রোত, তাড়িতপ্রবাহের ন্যায় নববিকাশোন্মুখ ইন্দ্রিয়-মন্দির, বসন্তসমাগমে অঙ্কুরিত সহকারপাদপের ন্যায় সেই সুন্দর কৈশোরবপুকে মাতাইয়া তুলিল;—বল দেখি সেই উদীয়মান নব নব আশার বিলাস-নিকেতন শরীর আর তুমি কি একই বস্তু? না কখনই না। বাল্য শরীর এখন আর নাই, কৈশোরের সে কোমল বপু কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, অথচ তুমি ত যাহা ছিলে তাহাই আছ। বাল্য কৈশোর যৌবন বা জরার আবির্ভাবে নূতন নূতন ভিন্ন ভিন্ন দেহ আমার হইয়াছে আবার নষ্ট হইয়াছে,

বলিলে যেন তাহাই বুঝি না কি? বাল্য যৌবন জরার কত শত অবস্থার সঙ্গে মিশাইয়া কত শতবার আমাকে কত শত প্রকারে বুঝিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়—তত্তৎকালে আমার সঙ্গে যেন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ বলিয়া অনুভূত সেই বাল্য যৌবন জরার কত শত অবস্থা এক্ষণে একেবারে অনন্ত বিস্মৃতির জলে ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু আমি ত এখনও যাহা তাহাই আছি। জন্মলাভের পর, জ্ঞানের প্রথম বিকাশ হইতে আজ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কতশত সুষুপ্তি কত মোহ কত অনবধানতা এ জীবনে কাটিয়া গেল; কিন্তু বল দেখি, এই দীর্ঘকালের মধ্যে 'আমি' বলিলে যাহা বুঝায়, সেই মালার মধ্যে সূত্রের ন্যায়, সূক্ষ্মভাবে একাকার অনুস্যূত একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় প্রকাশময় ভাবের বিচ্ছেদ হইয়াছে, ইহা কি তোমার অনুভবের গোচর হয়?

সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মিথ্যা দার্শনিকতার অভিমান রক্ষা করিতে গিয়া, এই সর্ব্বাবস্থানুস্যূত অনির্ব্বাচ্য অথচ সর্ব্বানুভববেদ্য অহম্ভাবে আবৃত প্রকাশময় আত্মতত্ত্বের খণ্ডন করিতে অনেকে উদ্যত হইতে পারেন ও নানা যুক্তি-জাল বিস্তার করিয়া অপেক্ষাকৃত অজ্ঞসম্প্রদায়ের নিকট বিজয়-ভেরী বাজাইয়া নিজমত সংস্থাপনও করিতে পারেন, ইহাও অসম্ভব নহে। কিন্তু ধূলিধূসরিতপাদ হলবাহক হইতে উচ্চতম দার্শনিক পর্য্যন্ত, যাহাকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পার, কাপট্য পরিত্যাগ করিয়া উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হইলে, সেই প্রত্যেকেই বলিবে যে এই আমিত্ব স্বপ্রকাশ সূক্ষ্ম কি যেন কি এক প্রকারের বস্তুর বিচ্ছেদ আমার জীবনে অনুভূত হয় নাই, ইহা কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা কেহ বুঝে না, ইহার বিলয়াবস্থা এজীবনে এক্ষণ পর্য্যন্ত অনুভবের গোচর হয় নাই, ইহার বিলয় হইবার পর কি হইবে, তাহা ভাবিবার শক্তিও নাই। ইহা স্বয়ং প্রকাশ ইহাতে সংশয় নাই, বিপর্য্যয় নাই। এই সূক্ষ্ম অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বানুভব সাক্ষিক প্রকাশময় অহংভাবাবৃত বস্তুকেই আমরা আত্মা বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি; মায়াবাদে ইহাই ব্যবহারিক জীবের স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমাদের ভিতরে এই সকল বিষয়ের বিস্তৃতভাবে

বিশদ আলোচনা হওয়া অসম্ভব, এই জন্য অতি সংক্ষিপ্তভাবে জীববিষয়ে আচার্য্য শঙ্করের মত প্রকাশ করিয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে অন্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিতে হইতেছে। [ক্রমশঃ।]

বড় বউ।

(বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ।)

একুশ বৎসর বয়সে গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃবিয়োগ হয়। গোপীমোহন বড় অস্থির হইয়া পড়িলেন। বিষয় কর্ম্ম শিখিতেছিলেন, সম্পূর্ণ শিখিতে পারেন নাই। যত্ন পরিশ্রমে, তাহা যেন করিলেন, কিন্তু তাঁহার বৈমাত্র তিনটী নাবালক ভাই আছে, বিমাতাও জীবিতা আছেন। প্রথম চিন্তা, বিমাতা তাঁহার সহিত এক সংসারে থাকিবেন কি না?—তাহার উপর নাবালক ভাই মানুষ করা। অর্থ আছে, কুপথগামী না হয়! লেখাপড়া শেখে, অংশমত যে সম্পত্তির অধিকারী হইবে, তাহা ভোগ করিতে পারে, কৃতী হয়, বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠীর মান-মর্য্যাদা রক্ষা করে, এই সকল চিন্তা দিবানিশি তাঁহার মনোমধ্যে উঠিতে থাকে। বাড়ীতে দুইটী বিধবা ভগ্নীও আছে, এ দুইটী তাঁহার সহোদরা। তাহাদের নিমিত্ত তাঁহার পিতা কোনও বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া যান নাই; সেও এক চিন্তা বটে! কিন্তু তাঁহাদের ভার তিনি স্বয়ং লইলেই চলিয়া যাইবে, তাঁহার অংশ হইতে তাঁহাদের খরচ পত্র নির্ব্বাহ হইলে আর কোনও আপত্তি থাকিবে না। ভগ্নী দুইটী "চতুর্থী" করিবে, সেই কথা উপলক্ষে তাঁহার বিমাতার সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন এবং তাঁহার মনে যে সকল চিন্তা তাহাও খুলিয়া বলিলেন। বলিলেন, "মা, আপনার উপর এখন দুনো ভার পড়িল! আমাকে মানুষ করিয়াছেন, আর বড় দেখিতে শুনিতে হইবে না; কিন্তু আপনার আর তিনটী সন্তানকে মানুষ করিবার ভার আপনারই উপর। কেননা আমাকে

পিতা নেই! বিমাতা উত্তর করিলেন, "কেন গোপীমোহন, তুমি বড় ভাই রহিয়াছ, তোমাকে তিনি মানুষ করিয়া গিয়াছেন, আমার ভয় কি? তুমিই দেখিবে শুনিবে! কিন্তু একথা শুনিয়াও গোপীমোহন নিশ্চিন্ত হইলেন না, সরল ভাষায় সরলভাবে বলিতে ত্রুটি করিলেন না; বলিলেন, "মা, সংসারে চক্রী-লোকের অভাব নেই। অর্থ বড় বিবাদমূলক, ইহাতে বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা"।—আরও বলিতে যান, কিন্তু সরলপ্রকৃতি বিমাতা এক কথায় তাঁহার মনোভাব বুঝিলেন এবং ঈষৎ হাসিয়া গোপীমোহনকে বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন, "গোপীমোহন, ভয় করিও না, যিনি তোমাকে মানুষ করিয়াছেন, তিনি আমাকেও তাঁহার সেবার অধিকারিণী করিয়াছিলেন। আমি তাঁহারই উপদেশে সংসার চিনিয়াছি! যদিও না চিনিতাম, তাঁহার শেষ কথা আমার ইষ্টমন্ত্র হইয়া রহিয়াছে। তিনি আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে, তুমি আপনার ধর্ম্ম কর্ম্ম লইয়া থাকিও, গোপীমোহনকে তোমার গর্ভের জ্যেষ্ঠ সন্তান মনে করিও, সাংসারিক কোনও কার্য্যে ব্যস্ত থাকিও না, তাহারই উপরে ভার দিও। সে যদি তোমার ছেলেদের বঞ্চিত করে, করুক—তুমি কিছু দেখিও না! এই মনে বুঝিও যে, আমি তোমাকে বঞ্চিত করিলাম। যদি এইরূপ বুঝিয়া চল,—আমি স্বামী—আমার কথায় তোমার ঐহিক পারমার্থিক মঙ্গল হইবে। অশৌচ অবস্থায় দেবকার্য্যের অধিকার নাই। আমি আমার স্বামীর অভিমত কার্য্য করিব। আশীর্ব্বাদ করি, যেন তুমিও তোমার কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা করিতে পার। গোপীমোহনের দ্বিগুণ চিন্তা বাড়িল। বিমাতা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সপত্নীসন্তান যথার্থই ভার গ্রহণ করিবে, কোন কথা কহিলেন না।

গোপীমোহন সংসারধর্ম্ম করেন। ভাই গুলিও বশ, কথামত চলে, স্কুলে যায়। বাড়ীতে যখন মাষ্টার পড়াইতে আসে, গোপীমোহন সেই খানেই বসেন। স্কুলের মাষ্টারদের সহিতও আলাপ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কখন কখনও নিমন্ত্রণাদি করিয়া বাটীতে আহারাদি করান, এবং ভাই গুলির কথা বারম্বার [illegible] মধ্যম ও তৃতীয় ভ্রাতা—কিশোরীমোহন রাধামোহন—এক

রকম লেখা পড়া শিখিতে লাগিল; যত চেষ্টা সেরূপ নয়,—যাহাই হউক এক রকম শিখিতে লাগিল। কিন্তু ছোট—প্যারীমোহন—কিছুই শিখিতে পারে না। মাষ্টারেরা বলিতে লাগিল, "ওটা পাগল, ওটার কিছুই হবে না"! ইহাতে গোপীমোহন সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকেন, ধমক দেন, কাছে বসাইয়া শেখান; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। সকল চেষ্টাই বিফল হইল; বুদ্ধিবিকাশের লক্ষণ আর কিছুই দেখা গেল না, বরং গাঢ় জড়তা বয়সের সহিত বাড়িতে লাগিল। ললিতাদেবী—গোপীমোহনের স্ত্রী; তিনিও বিশেষ যত্ন করিয়া, বড় বুঝাইয়া, নিজে শিখাইবার চেষ্টা করিয়া, দশমবর্ষীয় প্যারীমোহনকে প্রথম ভাগ শিখাইতে পারিলেন না। প্যারীমোহনের সম্বন্ধে একদিন ললিতাদেবী গোপীমোহনকে বলিলেন, "ওর ত কিছু হইল না, বিধাতার বিড়ম্বনা কি করিবে বল? ওকে পীড়নে কোন ফল নেই; কিন্তু স্বেচ্ছাচারী হইতে দেওয়া উচিত নয়;—ঠাকুরুণ দেবসেবা করেন; প্যারীমোহন যত পারে, তাঁহার সেই কার্য্যে সহকারী হউক;—ফুল তুলুক, বিল্বপত্র আনুক, চন্দন ঘষুক। গোপীমোহন সম্মত হইলেন। ললিতাদেবী শাশুড়ীর নিকট এ কথা প্রস্তাব করিলেন। শাশুড়ী বলিলেন, "মা, আর কেন আমাকে তোমাদের কাযে জড়াও"? কিন্তু ললিতাদেবী নিরস্ত হইলেন না। তিনি তাঁহার পুত্রবৎ দেবরকে সঙ্গে রাখিয়া যে সকল সাংসারিক কার্য্য তিনি করেন, তাহারই দু' একটা কার্য্য করাইতে লাগিলেন। প্যারীমোহনের পক্ষে ইহা একটা আশ্চর্য্য মন্ত্র হইল। যে প্যারীমোহন পাঁচ বৎসরে বর্ণের ছবি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই, দুই তিন দিনে ললিতাদেবী যে সকল সাংসারিক কার্য্য করেন, তাহা বুঝিতে পারিল। ললিতাদেবীর চক্ষের উপর সেই বৃহৎ সংসারের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিল। ললিতাদেবী তাঁহার স্বামীকে বলিয়া, সরকারের সহিত তাহাকে বাজারে পাঠাইতে লাগিলেন। দু' একদিনেই বাজার সরকার বুঝিতে পারিল যে, অবাগীর ব্যাটা প্যারীমোহন বাজার করা বেশ বোঝে—এ পাড়াকে ঠকাইয়া দু' পয়সা রোজকার করিবার যো নাই। সরকার যখন বাজার করে তখন প্যারীমোহন কোনও কথা বলে না, যেন অন্যমনে আছে, কিন্তু সরকারী

খাটার সমস্ত কথা, বড় তা'দের আসিয়া খপর দেয়। তা'দের কাছেই আবদার! আর কা'রও কাছে বড় কথাবার্ত্তা কহে না। তা'দের বলিল, যে আমি বাজার করিতে পারি। ললিতাদেবীও দু' দশ টাকার বাজারে তাহাকে গাড়ী করিয়া একা পাঠাইতে লাগিলেন: দেখিলেন, সে যেরূপ সামগ্রী আনে, আর কেহই সেরূপ পারে না। ক্রমে বিষয় আশয়ের তত্ত্বাবধান ব্যতীত, অপর সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য সমস্তই প্যারীমোহন করিতে লাগিল। শান্ত, নীরবে কার্য্য করে। তা'দের সহিতই তাহার কথা। একদিন চুপি চুপি বলিল, "বউ দিদি, বড় দাদাকে বলিও, মেজ দাদা ও সেজ দাদাকে আরও ভাল কাপড় দিতে"। ললিতাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন"? আর কিছু উত্তর করিল না—বোকা হইয়া রহিল। কিন্তু ললিতাদেবী কথাটা বোকার কথার ন্যায় বুঝিলেন না; গোপীমোহনকে প্যারীমোহনের কথা বলিলেন।

গোপী।—কেন? আমি ত' আমাদের অবস্থানুযায়ী বস্ত্র দি। তবে খোস-পোষাকী হয় এ আমার ইচ্ছা নয়।

ললিতা।—যদি উহাদের ইচ্ছা হইয়া থাকে,—ছেলে মানুষ পাঁচজনকে সাজ গোজ করিতে দেখে—

গোপী।—কা'কে দেখে? কা'র সহিত মিশিতে দি? নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ আমি স্বয়ং রাখি, পাছে পাঁচটা বখাটে বড় মানুষের ছেলের সঙ্গে উহাদের দেখা হয়। স্কুলের ভাল ভাল ছেলে আনাইয়া, প্রতি রবিবারে উহাদের সহিত আমোদ করিবার নিমিত্ত ভোজ দি। তুমি ও বোকার কথায় এত জেদ করিতেছ কেন?

ললিতা।—নিতান্ত বোকা কিরূপে বুঝিব? যেরূপ সংসারের কার্য্য করিতেছে, এরূপ যে কেহ পারে, তাহা আমার ধারণা নাই।

গোপীমোহন ঈষৎ রাগিয়া বলিলেন, "তোমাদের আদরেই ত' গেল"! এ কথা আর বাড়িল না। অন্ত আর একদিন গোপীমোহনকে ললিতাদেবী বলিলেন, "তোমার কাষ কেন ওকে একটু একটু শেখাও না"? গোপীমোহন ক্রোধের সহিত উচ্চ হাস্য করিলেন, বলিলেন—"তোমার দেখ্‌ছি, দেওরের উপর সমস্ত

ভার দিয়া বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে! ক'এ আঁকড়ি দিতে জানে না, তাকে আমি বিষয়-কর্ম্ম শেখাব? এ তোমার ফুট্‌নো কোটা বাটনা বাটা নয়"! ললিতাদেবীর উত্তর, গোপীমোহন আশ্চর্য্য হইয়া শুনিলেন যে, প্যারীমোহন এখন পত্র লিখিতে পারে। ললিতাদেবী বাপের বাড়ীতে যে সব পত্র পাঠান, তাহা আর সরকারকে ডাকাইয়া লিখাইতে হয় না। ললিতাদেবী থাকে পড়িতে জানিতেন, কিন্তু সাদায় কালী দিতে হইবে বলিয়া লিখিতে শেখেন নাই। গোপীমোহন আরও শুনিলেন যে, প্যারীমোহন রামায়ণ, মহাভারত পড়িয়া ললিতাদেবীকে শুনায়! হিসাব পত্র মুখে মুখে করিতে পারে। ললিতাদেবীর নিকট টাকা লইয়া দু' পাঁচখানা ইংরাজী বই কিনিয়াছে। কাহার নিকট শিক্ষা পাইয়াছে, জানেন না, কিন্তু পড়িতে পারে নিশ্চয়। শেষ যে বই খানি কিনিয়াছে, তাহাতে চিঠি লেখা শেখা যায়। মাঝে মাঝে যেন দু' এক খানা চিঠি লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। এ সকল কথায় গোপীমোহনের আনন্দের সীমা রহিল না। আদর করিয়া প্যারীমোহনকে ডাকাইলেন; কিন্তু প্যারী-মোহন দাদার নিকট আসিয়া একেবারে জড়ভরত হইয়া গেল। গোপীমোহন বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া, কথার উত্তর না পাইয়া ললিতাদেবীকে বলিলেন, "বাঃ বেশ কালিদাস"। সে দিন গেল। ললিতাদেবী ছাড়েন না। গোপী-মোহন একখানি খাতা দিয়া বলিলেন, "তোমার 'হিসাবী মুহুরীকে' দিয়া এগুলি ঠিক দেওয়াও দিকি"! সেই খাতাখানিতে ভুল ছিল, রেওয়া মিলে না, সে নিমিত্ত অবকাশমত স্বয়ং হিসাব দেখিবেন বলিয়া, তাঁহার শয়নকক্ষে খাতা-খানি আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পরদিনই ললিতাদেবী বলিলেন, "তোমার খাতার ভুল আমার কালিদাস ধরিয়াছে। ২১॥৵০ খরচ পড়িয়াছে, তাহার জমা নাই। এই ভুল ধরিতে যথেষ্ট জমা খরচ বোধ থাকা আবশ্যক। প্যারীমোহন তাহা ধরিয়াছে শুনিয়া, গোপীমোহন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ললিতাদেবী বলিলেন, "ভাল, তোমার এরূপ কায যত আছে, তাহা আমাকে দাও, কেমন না প্যারী পারে দেখ"! পরীক্ষায় স্থির হইল যে, যে সকল খাতা পত্র গোপীমোহন ললিতাদেবীর নিকট হিসাব নিকাস করিতে

দিয়াছিলেন, সত্যই যদি প্যারীমোহন তাহা দেওয়া করিয়া থাকে, তাহা হইলে মহরীখানায় প্যারীমোহন অদ্বিতীয়! কেননা, একটী জমা খরচ, গোপীমোহন ক একদিন চেষ্টা করিয়া নিজেই বুঝিতে পারেন নাই। কায কর্ম্ম ত' দেবেন, সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু প্যারীমোহন ত' তাঁকে যম দেখে! তাহার উপায়? সে উপায় ললিতাদেবী করিলেন। "যা তোমার আবশ্যক, পরে প্যারীমোহনকে হুকুম দিও"। গোপীমোহন হুকুম লিখিলেন, "প্যারী, তোমায় দেওয়ানজীর নিকট গিয়া, জমীদারির কায কর্ম্ম শিখিতে হইবে। কাল হইতেই কাযে যাইও"। দিন কতক বাদেই ললিতাদেবী আবার গোপীমোহনকে বলিলেন, "দেখ, প্যারী বলে যে, সে জমীদারীর কায কর্ম্ম করিতে পারে। সে কি বলে, আমি বুঝিতে পারি না"। এবার ললিতাদেবীও স্বয়ং বিস্মিত! কেননা, দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া, তাঁহার স্বামী যে কার্য্য করেন, তাহা বালক সমস্ত সাংসারিক কার্য্য করিয়া, কিরূপে অল্পদিনের মধ্যে শিখিল! কিন্তু গোপীমোহন অবিশ্বাস করিতে পারেন না। তিনি দেখেন যে, দেওয়ানজী স্বয়ং প্যারী-মোহনের নিকট অবনতশির, তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে ভয় করে! দেওয়ানজী দু' একটা প্যারীমোহনের নামে নালিস করিয়াছিল যে, ছোট বাবু ছেলে মানুষ, এ সব বোঝেন না, এম্নি সব আল্গা কথা জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহার উত্তর কি দিব? সেই সব নালিস শুনিয়া গোপীমোহন বুঝিলেন যে, প্যারীমোহন হাঁকা-বাগে দেওয়ানজীকে ধরিয়াছে, সেরূপ তিনি স্বয়ং পারেন না। দিন কতক এইরূপে চলে। একদিন ললিতাদেবী গোপীমোহনকে বলিলেন, "প্যারীমোহন তালুক দেখিতে যাইতে চায়।" তাহার মনের সন্দেহ—সকলই বেবন্দোবস্ত হইয়া আছে। গোপীমোহনের আনন্দ হইল; প্যারী কার্য্যক্ষম বুঝিয়াছেন, কেননা, কলিকাতায় জায়গা জমী বাড়ী ঘর দোরের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছে। কিন্তু ছেলে মানুষ একা যাবে! কাহার সহিত না বুঝিয়া দাঙ্গা ফ্যাসাদ করিবে! দুই একখানা তালুকও সেরূপ সুশাসিত নয়। শেষ প্যারীমোহনকে যে তালুকে কোনও ভয়ের কারণ নেই, সে তালুকে পাঠাইলেন। প্রতি পত্রে বুঝিতে পারিলেন যে, প্যারী আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছে;

অশাসিত [illegible] শাসিত হইয়াছে। প্যারীমোহনকে ফিরিয়া আসিতে পত্র লিখিলেন, সে পত্রের উত্তর তাঁহার নিকট আসিল না; উত্তর ললিতাদেবীর নিকট আসিল। মর্ম্ম এই যে, দাদাকে বুঝাইয়া আর দিন কতক তাহাকে জমীদারীতে রাখিতে হুকুম হয়। নিতান্ত আবশ্যক, গঙ্গায় একটী চর উঠিয়াছে। সেই চর লইয়া অপর এক জমীদারের সহিত বিবাদ বাধিতেছে, প্যারী-মোহনের বাসনা—সে বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া ফেলে। কারণ, সে চর করগত হইলে পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে। এ সকল কথা গোপীমোহনকে বলিতে নিষেধ করিয়াছে। কারণ, বিবাদের কথা শুনিলে গোপীমোহন স্বয়ং উপস্থিত হইবেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ ক্লেশ হইবে। অবশ্য ললিতাদেবী কথা গোপন করেন নাই, চিঠিখানি স্বামীকে পড়িতে দিয়াছিলেন। পত্র পড়িয়া পরদিন গোপীমোহন, প্যারীমোহন যে তালুকে আছেন, তথায় রওনা হইলেন। আয় বৃদ্ধির নিমিত্ত বড় হউক আর না হউক, প্যারীমোহনের নিমিত্ত আকুল হইলেন, না জানি বালক কি ফ্যাসাদ বাধাইয়াছে। পত্র পঁহুছিতে যতদিন প্রায় ততদিনে তিনি স্বয়ং পৌঁছিবেন, এই ভাবিয়া তিনি রওনা হইলেন। পঁহুছিয়া দেখেন, স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষ পক্ষে শত শত লাঠিয়াল সড়কিওয়ালা চর দখল করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। প্যারীমোহন ঘোড়সওয়ার হইয়া হুকুম দিতেছে, "মার"! এবং স্বয়ং ঘোড়া হাঁকাইয়া আগে ছুটিল, লাঠিয়াল পেলা পশ্চাৎ ছুটিল! ঘোরতর দাঙ্গা হইতে লাগিল। বিপক্ষপক্ষ প্যারী-মোহনের আক্রমণে হটিয়া গিয়া তাহাদের সীমানায় দাঁড়াইল। গোপীমোহন বলিলেন, কি করিতেছিস্'? অমনি প্যারীমোহন অশ্ব হইতে নামিয়া পুত্তলিবৎ জড় হইয়া গেল; ওদিকে বিপক্ষদলে আরও লোক জমায়ৎ হইল। তাহারা আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে। লাঠিয়ালারা গোপীমোহনের মুখ চাহিয়া বলিল, "হুজুর হুকুম দেন, ছাতু করিয়া দি"! হুজুর হুকুম দিলেন না। বিপক্ষ দল আক্রমণ করিতে আসিতেছে। স্বপক্ষের লাঠিয়ালেরা হুকুম না পাইয়া পৃষ্ঠ দিল। বিপক্ষ দল হইতে একটী সড়কী আসিয়া গোপীমোহনের মাথায় বিঁধিয়া গেল। প্যারীমোহন চকিতের ন্যায়, দাদাকে অশ্বের উপর উঠাইয়া পলা-

সড়কি বাহির হইল, কিন্তু রক্তমোক্ষণে গোপীমোহন অতিশয় কাঁদিল। প্যারী-মোহন অতি সন্তর্পণে বাড়ী আসিলেন। আঘাত হেতু হইয়া গোপীমোহন পক্ষাঘাতপীড়ায় শয্যাগত হইলেন। এইরূপে ছয় মাস যায়। সংসার ক্রমে বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল। কিশোরীমোহন ও রাধামোহন এখন সাবালক, একজন 'এল এ' দুইবার ফেল ও আর একজন এণ্টেন্স দুইবার ফেল হইয়া পড়া শুনা বন্ধ করিয়াছে। এখন গান বাঁদ্য শিক্ষা হয়। প্যারীমোহন ললিতা-দেবীকে বলিল, মেজ দাদা সেজ দাদা ঢের টাকা খরচ করিতেছে, আমি আর টাকা রাখিতে পারিব না। ললিতাদেবী বলিলেন "কেন, চাইলেই তুই দিবি কেন? যদি তোরে কিছু বলে, তুই ও'র নাম করবি, যে উনি মানা করেছেন"। প্যারিমোহন বলিল, 'দাদাকেও মানবে না'।

প্যারীমোহন ঠিক বুঝিয়াছিল। গোপীমোহন শয্যাগত হইবার পর নানান্ ধরণের লোক মেজো বাবু ও সেজো বাবুর নিকট যাওয়া আসা করে। সময় নাই অসময় নাই, বাবুদিগের জুড়ী হুকুম হয়। এ সকল কথা গোপীমোহনের কানে গিয়াছে। তাইদের তিরস্কার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিয়াছে। বাবুরা ইয়ার বক্সি লইয়া সর্ব্বদাই বলেন যে, তাঁহার বড় দাদা বাল্যকালাবধি শাসন করিয়া ছোটটাকে পাগল করিয়াছে এবং তাহাদেরও খেতে পরতে না দিয়া পিঁজরার পুরিয়া রাখিয়া এক রকম উজবুক বানাইয়াছেন। ইয়ার বক্সির উত্তর, "এরূপ বেরসিক ভাইও কোথাও দেখি নেই"। মোসাহেব কতক কতক কর্ম্মচারীরাও পরামর্শ দেয় যে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই চিরকাল আছে; হুজুর সাবালক হ'য়েছেন, আপনার সম্পত্তি আপনি বুঝে লওয়া ভাল"। এইরূপ উপদেষ্টা ও শ্রোতা সংযোগে যেরূপ হয়, তাহাই হইতে লাগিল। যেরূপ কুৎসিৎ ধুম্ ধাম্ হয় হইতে লাগিল! গোপীমোহন সমস্তই শুনিলেন,—চক্ষে জল পড়ে! ললিতাদেবী যতদূর চাপিয়া রাখিতে পারেন,রাখেন। একদিন শুনিলেন, যে পূজার দালানে একজন বেশ্যা মলমূত্র ত্যাগ করিয়াছে ও মুরগীর হাড় গোড় ছড়ান ছিল। ক্রোধে অধীর হইয়া গোপীমোহন ভ্রাতৃ-দ্বয়কে ডাকাইলেন। উভয়ে চক্ষু লাল করিয়া উপস্থিত হইল; খুব ব্যাভার

ভাব! গোপীমোহন শাসাইয়া শাসাইয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তাহারাও উত্তর দিতে লাগিল। উত্তর শুনিয়া গোপীমোহন যেমন তর্জ্জন করিয়া উঠিতে যান, অমনি তাঁহার প্রাণবায়ু পিতৃ-লোকে উপস্থিত হইল। পিতৃ-স্থান অপবিত্র হইয়াছে শুনিয়া বংশধর প্রাণত্যাগ করিলেন!

ললিতাদেবী তাঁহার নিজের সহোদরকে ডাকাইয়া পার্টিসেন স্যুটের নালিশ করিয়াছিলেন। তাঁহার উকীলকে বিশেষ উপদেশ—যেন পার্টিসনে পূজাবাড়ী তাঁহার জিম্মায় থাকে বা প্যারীমোহনের অংশে পড়ে। একদিন প্যারীমোহন তাঁহাকে বলিলেন, "বউ দিদি, আমি আমার অংশ লইব না। আমি দাদাদের দিলাম। ললিতাদেবী তিরস্কার করিতে লাগিলেন, "মূর্খ, ওরা কি তোকে খেতে পরতে দেবে? দূর করে তাড়িয়ে দেবে"! প্যারীমোহন চুপ করিল। ললিতাদেবী বুঝিলেন, আর বুঝাইতে পারিবেন না। তাহার পর মিষ্ট করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, "তোর অংশ থাকিলে, তোর পিতৃপুরুষের [illegible] আমার জীবনস্বত্ব বই তো নয়! তোর থাকিলে ঠাকুর সেবা চলবে। ওরা ত' শালগ্রাম নুড়ি বলিয়া ফেলিয়া দেবে"!

প্যারী।—বউ দিদি, তার যো নেই? বাবার উইলে পূজার খরচ দিতে হ'বে। বড় দাদার উপর ঠাকুর সেবার ভার ছিল, এখন তোমার উপর হবে। পরে তুমি যাহাকে বলিয়া যাইবে, সে ভার সে পাইবে!

ললিতাদেবী জানিতেন, বুঝিলেন সত্য কথা। শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর চলিবে কিসে"?

প্যারী।—তাহার ভাব্না নেই।

ল।—কিসে?

প্যা।—তোমার মনে আছে? আমি একদিন শালগ্রামকে দেখিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "ও নুড়িটে কি"? তুমি কি বলেছিলে, মনে আছে?

ল।—না।

অনেক দিনের কথা সত্যই তাঁহার স্মরণ ছিল না।

প্যা।—তুমি বলিয়াছিলে "ঠাকুর। ইনি সকলের কর্ত্তা। ইনি স

করিতে পারেন ও সব করিতেছেন। এঁর হুকুম ভিন্ন গাছের পাতাটীও নড়ে না"। অন্ত কেহ বলিলে আমি বিশ্বাস করিতাম না। তুমি বলিলে, আমি অমনি দেখিতে পাইলাম, সত্যই ঠাকুর!

ল।—ঠাকুর ত' তোকে আর হাতে করে এনে খেতে দেবে না!

প্যা।—দেবে!

ললিতাদেবী কণ্টকিতকলেবরা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,"কিসে জানিলি"?

প্যা।—আমায় পড়া শেখালে কে? আমায় কায কর্ম্ম শেখালে কে?

ল।—তোরে কি ঠাকুর শিখিয়েছে?

প্যা।—হাঁ। আমি একদিন ঠাকুরকে চুপি চুপি বলিয়াছিলাম, "ঠাকুর, আমি বড় বোকা; আমাকে মানুষ করে দেবে? এই দেখ, ঠাকুর আমাকে মানুষ করিয়াছেন! আমার যা' যখন হয়, আমি ঠাকুরকে মনে মনে বলি, আর ঠাকুর সব বলে দেয়! ঠাকুর আমায় বলেছেন, আমায় খেতে দেবেন।

ল।—তুই কি ঠাকুরকে বলেছিলি "ঠাকুর, আমাকে খেতে দিও"!

প্যা।—তা' কেন বল্‌বো। তোমায় কি কখন বলি যে, তুমি আমায় খেতে দিও, তুমি ত' আপনি দাও। ঠাকুর আমাদের কুল-দেবতা; ঠাকুরই ত খেতে দিচ্ছে।

ললিতাদেবীর আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। তথাচ বলিলেন, "তোর টাকা, তুই যাকে খুসী দিবি, সৎ কার্য্য করিবি"।

প্যা।—কে কবে বল? খপরের কাগজে পড়ে'ছিলেম, টাকার নিমিত্ত বাপকে গুলি করিয়াছে! চক্ষের উপরে দেখিলাম, পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বধ হইল! আমি বুঝিয়াছি, টাকাতে এই সব কাযই হয়, আর কিছু হয় না। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছি, ঠাকুর হাসে!

ল।—কেন তুই যে কর্'বি নে, ঘর সংসার কর্'বি নে? পিতৃপুরুষের নাম লোপ কর্‌বি?

প্যা।—বউ দিদি, ঠাকুর যদি মনে করেন, দাদাদেরই ভাল কর্‌বেন। আর যদি মনে করেন, আমি একশ'টা বিয়ে কর্‌লে মেরে ফেল্‌বেন! ঠাকুর বলেছেন, ও সব ঠাকুরের কায; আমি ও সব কর্‌বো না।

ললিতাদেবীর আর উত্তর সরিল না।

ঘোরতর মকদ্দমা চলিয়েছে। আর মকদ্দমা চলিলে, কিশোরীমোহন ও রাধামোহন জাল উইল আদালতে দাখিল করিয়াছে—তাহা প্রমাণ হইবে। অনন্যোপায় হইয়া কিশোরীমোহন, মাকে বৃন্দাবন হইতে আনাইয়াছে। তিনি বড় বউকে এ যাত্রা বিপদ হইতে রক্ষা করুন। কিন্তু বড় বউএর ধনুকভাঙ্গা পণ, [illegible] বাক্যেও অটল রহিলেন। শেষ পুত্রস্নেহে ব্যাকুল হইয়া বৃদ্ধ মাতা তৃতীয় পুত্রকে, বউকে 'বুঝাইতে' অনুরোধ করিলেন। প্যারীমোহনও তাঁহাকে বলিল, "দাদাদের ছেড়ে দাও"। ললিতাদেবী উত্তর করিলেন, "তুই ভাবিস্ নি, আমা দ্বারা আমার শ্বশুরের ছেলেদের কোনও অনিষ্ট হবে না. আমি তাদের ভালর নিমিত্তই করিতেছি"! শেষ দাঁড়াইল, উভয় ভ্রাতা অবশেষে সম্পত্তি বউএর নামে লিখিয়া দিয়া, জাল হইতে নিস্তার পাইল। মনে ভাবিয়াছিল, বউএর জীবনস্বত্ব বই ত নয়। যখন দান বিক্রয়ের অধিকার নেই, আমরাই ত পুনর্ব্বার পাইব।

বড় তা'দের আনুগত্য করিতে আসে; ললিতাদেবী দূর দূর করিয়া তাড়ান। সকলে মনে করে, স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতেছে। সমস্ত আয় সৎকার্য্যে খরচ করেন। বিধবা ননদ দুইটীকে বিশেষ যত্নে রাখেন। হাঁটিয়া গঙ্গা স্নান করিতে যান, পাড়ায় পাড়ায় ঘোরেন। স্ত্রীলোকে বলে, যে বাড়ীতে বিপদ সে বাড়ীতে যান। কিন্তু পুরুষ দেখিয়া তাদৃশ সঙ্কোচ করেন না। সকলের সাক্ষাতে মুখ তুলিয়া কথা ক'ন; ইহাতে কুলোকেরাও নানা কথা কয়। বিষয় কার্য্য প্যারীমোহনই করেন। এই সময়ে প্যারীমোহনের মার হঠাৎ বৃন্দাবন প্রাপ্তি হইল। ললিতাদেবী দুইটী ননদকে দিয়া সমারোহে চতুর্থী করাইলেন। কিশোরীমোহন রাধামোহনও শ্রাদ্ধ শান্তি করিল। প্যারীমোহন ঐ সঙ্গে দান উৎসর্গ করিল, কিন্তু সে সমস্তই ললিতাদেবীর ব্যয়ে। ললিতাদেবী, তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছেন, যত ব্যয় করিতে পারে যেন করে। প্যারীমোহনের কাযে লোকে শত শত আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল।

যে খরচের নিমিত্ত কিশোরীমোহন ও রাধামোহনের অর্থের আবশ্যক

হইয়াছিল, গণনার ভিতর এক অর্থ সেই যাহাতে তাহার কুলান হয়। শীঘ্রই উভয়ে সর্ব্বস্বান্ত হইল। অন্ন জোটে না! এমন কি দুই একদিন কোন ক্রমে কাটিয়াছে! এ সময়েও অর্থ সাহায্য চাহিতে গেলে, ললিতাদেবী দেখাই করেন না। ইহাতে তাঁহার মহা নিন্দা হইতে লাগিল। নিন্দুকের জিহ্বা যাহা সৃষ্টি করিতে পারে, পাঁচটা ব্রহ্মা তাহা পারেন কি না সন্দেহ; আর কল্পনাশক্তিতে ব্রহ্মার চৌদ্দপুরুষ হার মানেন। সত্যাসত্যমূলা প্যারীমোহনের নাম, ললিতাদেবীর সহিত কুভাষায় একত্রিত হইতে লাগিল! কিন্তু তেজস্বিনী ললিতাদেবী যেরূপ ভাবে চলিতেছেন, সেইরূপ ভাবেই চলিতে লাগিলেন। দেনার দায়ে উভয় ভ্রাতারই জেল হইল। চুট্‌কি জোচ্চরীর দাবীও দুই একটা নয়, পেটের দায়ে একে ওকে ঠকাইতে হইয়াছে। একদিন ললিতাদেবী স্বয়ং জেলে গিয়া উপস্থিত। ভ্রাতাদ্বয় কাকুতি মিনতি করিয়া, ক্রন্দন করিতে লাগিল। ললিতাদেবী ঘৃণার সহিত থামাইলেন। বলিলেন, "চুপ কর! তোমাদের ঋণে মুক্তি দিব, যাহা জুয়োচ্চুরী করিয়াছ তাহা হইতেও বাঁচাইব; কিন্তু আমার অবর্ত্তমানে যে সম্পত্তির তোমরা অধিকারী হইবে, যদি এই দণ্ডে দেবোত্তর করিয়া দাও, তবে;—নচেৎ নয়। এবং সেই দেবোত্তর সম্পত্তি যতদিন প্যারীমোহন বর্ত্তমান থাকিবে, সে'ই রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। তারপর সে যাহাকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেবে, সে'ই করিবে। পরে তোমাদের পুত্র সন্তানেরা মানুষ হইলে, তাহারা সে'ই ভার পাইবে। তোমরা দুই ভাই কোনও সম্বন্ধে থাকিতে পারিবে না। আপাততঃ ৩০০৲ তিন শত টাকা করিয়া তোমাদের মাসোহারা দিব"। অগত্যা জেলের ভয়ে, পেটের জালায় উভয়কে সম্মত হইতে হইল।

সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর হইল। ললিতাদেবী তীর্থ যাইবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সে কথা প্যারীমোহনকে বলিলেন। প্যারীমোহন বলিল, "কি সম্বল লইয়া যাইবে"?

ল।—আমার ত' কিছু নেই, ঠাকুরকে দিয়াছি, তবে কি লইয়া যাইব?

প্যা।—তোমার চলিবে কিসে?

ল।—ভাই, তুমি ত' শিখাইয়া দিয়াছ—ঠাকুর দিবেন।

প্যা।—ঠাকুরের অনুমতি লইয়াছ কি? আর এক কথা, তুমি কি কুলদেবতাকে কেবল তোমার সম্পত্তি দিয়াছ? কায়, মন, জীবন কি অর্পণ কর নাই? তুমি কুল-নারী, তুমি একা তীর্থে যাইলে কুলদেবতার ও নিন্দা হইবে না?

ললিতাদেবী কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "আমি আর তীর্থে যাইব না"।

প্যা।—সেই ভাল! তুমি না থাকিলে, ঠাকুরের সেবাকার্য্য ভাল হইবে না।

ল।—বুঝেছি, ঠাকুর যে দিন কানে জবাব দিবেন, সেই দিন যাইব, নচেৎ আমার যাবার উপায় নাই।

ললিতাদেবী প্যারীমোহনের দাড়ি ধরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্যারীমোহন প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। একাহারেই বিধবা কুল-দেবতার সেবায় নিযুক্তা রহিলেন।

একদিন রাধামোহন বলিতেছে, "মেজ্ দাদা, উকীল বলে 'দেবোত্তর হইতে সম্পত্তি ছাড়াইয়া লওয়া যায়'। তুমি কি বল"?

কি।—ও কথা মুখে আনিও না, উকীলের কথাতেই জেলের সাজা হইল! ধর্ম্মে ধর্ম্মে বাঁচিয়া গিয়াছি, এবার ফাঁসী যাইতে হইবে! আমি এখন বুঝিতেছি, বউ, আমাদের ভাল করিয়াছে, ছেলে পিলে মানুষ হবে—মান সম্ভ্রম থাকবে। যাহা বিষয় লইয়াছিলাম, তাহা ত' দুই দিনে ফুঁকিয়া দিয়াছি। এ পাইলেও দুই দিনে না হয় দশ দিনে ফুঁকিয়া দিব!

রা।—তবে থাউক!

কি।—দেখো! কুকর্ম্মে সুখ নেই, তুই কি আজও বুঝিস্ নি?

রা।—কাজেই বুঝিতে হইবে!

কালে রাধামোহনেও বুঝিল।

ঠাকুরের সম্পত্তি প্যারীমোহনের জিম্মায়। প্যারীমোহন ঠাকুর বাড়ীতেই থাকিয়া ঠাকুরের সর্ব্ব করেন। ঠাকুর বাড়ীতেই থাকেন। ঠাকুরের ভোগের সামগ্রী ব্রাহ্মণের পরিজনের নিমিত্ত যথাযোগ্য পাঠাইয়া, সমস্ত অতিথি সেবার

অনুবাদ।—এই উভয়বিধ কর্ম্মেরই, জ্ঞানোৎপত্তির কারণ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের বিরোধী রজঃ ও তমোগুণের বৃদ্ধি দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি বিরোধিত্ব (আছে) "এই পরমেশ্বরই যাহাকে অধোলোকে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই অসাধু কর্ম করিতে প্রবৃত্ত করেন" এই শ্রুতির দ্বারা পাপের জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি বিরোধিত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

ভাষ্য।—রজস্তমসোর্যথার্থজ্ঞানাবরণত্বং সত্ত্বস্য চ যথার্থজ্ঞানহেতুত্বং ভগবতৈব প্রতিপাদিতং সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানমিত্যাদিনা অতশ্চ জ্ঞানোৎপত্তয়ে পাপং কর্ম নিরসনীয়ং তন্নিরসনঞ্চ অনভিসংহিত ফলেনানুষ্ঠিতেন ধর্ম্মেণ তথা চ শ্রুতিঃ ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি ইতি।

অনুবাদ।—রজঃ ও তমোগুণের যথার্থ জ্ঞানাবরকত্ব এবং সত্ত্বগুণের যথার্থ জ্ঞানের প্রতি কারণতা "সত্ত্ব হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ভগবান্ই প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই জন্য জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পাপ কর্ম্মের নিরসন বিধেয়, ফলাভিসন্ধিবিরহিত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই পাপ কর্ম্মের নিরসন হয়, ইহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে "ধর্ম্মের দ্বারা পাপ নষ্ট করিবে"।

ভাষ্য।—তদেবং ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনং জ্ঞানং সর্ব্বাশ্রমকর্ম্মাপেক্ষম্ অতোঽপেক্ষিতঃ কর্ম্মস্বরূপজ্ঞানং কেবলকর্ম্মণাং অল্পাস্থিরফলত্বজ্ঞানং চ কর্ম্মমীমাংসাবসেয়ং ইতি সৈবাপেক্ষিতা ব্রহ্মমীমাংসায়াঃ পূর্ব্ববৃত্তা বক্তব্যা।

অনুবাদ।—এই সকল যুক্তিবলে (সিদ্ধ হইতেছে যে) ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি আশ্রমচতুষ্টয়ের বিহিতকর্ম্মসহকৃত জ্ঞানই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধক। এই কারণে (ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে) কর্ম্মস্বরূপজ্ঞান অপেক্ষিত এবং জ্ঞানরহিত কর্ম্মের ফল অল্প ও অস্থির এই জ্ঞানও অপেক্ষিত, এই দ্বিবিধ জ্ঞানই কর্ম্মমীমাংসার অনুশীলনেই হইয়া থাকে, এই কারণ কর্ম্মমীমাংসাই অপেক্ষিত এবং ব্রহ্মমীমাংসার পূর্ব্বভাবিনী সুতরাং (অথ শব্দের দ্বারা তাহারই আনন্তর্য্য বলা উচিত)।

ভাষ্য।—অপি চ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদয়শ্চ মীমাংসাশ্রবণমন্তরেণ ন সম্পৎস্যন্তে। [illegible] কর্ম্মস্বরূপতৎফল তৎস্থিরত্বাস্থিরত্বাত্মনিত্যত্বাদীনাং দুরববোধত্বাৎ।

অনুবাদ।—কর্ম্মমীমাংসা শ্রবণ ব্যতিরেকে, নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেকাদিও হইতে পারে না কেন, কারণ, ইতিকর্ত্তব্যতা ও অধিকারিবিশেষের নিশ্চয় না হইলে কর্ম্মের স্বরূপ, কর্ম্মফলের নিত্যত্ব বা অনিত্যত্ব এবং আত্মনিত্যত্বাদির জ্ঞান হওয়া একপ্রকার অসম্ভব।

ভাষ্য।—এবাং সাধনত্বং চ বিনিয়োগাবগম্যং বিনিয়োগশ্চ শ্রুতিলিঙ্গাদিভ্যঃ স চ তার্তীয়ঃ উদ্গীথাদ্যুপাসনানি কর্ম্মসমৃদ্ধ্যর্থান্যপি ব্রহ্মদৃষ্টিরূপাণি ব্রহ্মজ্ঞানাপেক্ষাণীতীহৈব চিন্তনীয়ানি তান্যপি কর্ম্মাণ্যনভিসংহিতফলানি ব্রহ্মবিদ্যোৎপাদনানীতি তৎসাপেক্ষাণ্যুপাসনান্যেতানি সুতরামিহৈব সঙ্গতানি।

অনুবাদ।—শম দমাদির জ্ঞানসাধনতা, বিনিয়োগের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, শ্রুতি, লিঙ্গ প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা বিনিয়োগ জ্ঞান হইয়া থাকে। (শ্রুতি লিঙ্গ প্রভৃতি প্রমাণের সাহায্যে বিনিয়োগ জ্ঞান কি প্রকারে হয়) তাহা কর্ম্মমীমাংসাসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। কর্ম্মফলসাধক উদ্গীথোপাসনা প্রভৃতি উক্ত হইলেও ঐ সকল উদ্গীথোপাসনাতে, ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তুতে ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান আছে বলিয়া ঐ সকল কর্ম্মেও ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষা করিয়া থাকে, এই কারণ ব্রহ্মমীমাংসাতে ও উদ্গীথোপাসনা প্রভৃতির চিন্তা করা যাইবে। সেই সকল কর্ম্মফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত হইলে ব্রহ্মবিদ্যালাভের প্রতি কারণ হয় এবং পরম্পরায় ব্রহ্মসাযুজ্য (সমানগুণত্ব) প্রাপ্তির হেতু হয়, এই কারণে কর্ম্মসকলও এই শাস্ত্রে সঙ্গত হইয়াছে।

ভাষ্য।—তেষাং চ কর্ম্মস্বরূপাপেক্ষা সর্ব্বসম্মতা।

অনুবাদ।—(সুতরাং) যেই সকল উদ্গীথোপাসনা প্রভৃতি, (যে) কর্ম্মের স্বরূপকে অপেক্ষা করিয়া থাকে (তাহা) সর্ব্বসম্মত।

ভাষ্য।—যদপ্যাহুঃ অশেষবিশেষপ্রত্যনীকং চিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ তদতিরেকি নানাবিধজ্ঞাতৃজ্ঞেয়তৎকৃতজ্ঞানভেদাদিসর্ব্বং তস্মিন্নেব পরিকল্পিতং মিথ্যাভূতং। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" "একমেবাদ্বিতীয়ং" "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণং অচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ"।

পরিচ্ছেদ নাই, সর্ব্বব্যাপক বস্তুতে সাকারত্ব ভ্রান্তিরাকারে উহাই অধিকারীর অবস্থাভেদে ব্যক্ত হইয়া থাকে" "এই জগৎ মায়ামাত্র, সম্পূর্ণরূপে ইহার স্বরূপ অভিব্যক্ত হইবার নহে"। "যাহাতে সকল প্রকার ভেদ প্রত্যস্তমিত, যাহা সত্তামাত্র এবং বাক্যের অগোচর আত্মমাত্র সংবেদ্য সেই জ্ঞানই ব্রহ্ম বলিয়া কথিত"। "(ব্রহ্ম) পরমার্থতঃ অত্যন্ত নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ"।

"ভ্রান্তিজ্ঞানের বশে বিশ্বস্বরূপে ভাসমান এই প্রপঞ্চ (প্রকৃত পক্ষে) তোমা হইতে ভিন্ন নহে (অর্থাৎ) তুমিই একমাত্র পরমার্থ সৎ; হে জগৎপতে! তোমা হইতে অতিরিক্ত কোন বস্তুই সৎ নহে"। জ্ঞানই তোমার বাস্তবরূপ তোমার সেই জ্ঞানস্বরূপে কল্পিত যে মূর্ত্ত দৃষ্ট হয়, অযোগিগণ ভ্রান্তিজ্ঞানে তাহাকেই (তোমা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন) জগৎ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। যাহারা নির্ব্বোধ, তাহারাই এই জ্ঞানময় ব্রহ্মকে জড়জগৎস্বরূপে নিরীক্ষণ করিয়া মোহসাগরে নিমগ্ন হয়। যাহারা শুদ্ধচেতা ও জ্ঞানবিদ্ তাহারা এই নিখিল জগৎকেই জ্ঞানময় (সুতরাং) তোমারই স্বরূপ বলিয়া বোধ করে। সেই দ্বৈতমিথ্যাত্বদর্শী সাধুপুরুষের নিকট আত্মদেহ ও পরদেহ একরূপেস্থিত বিজ্ঞানই পরমার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হে পার্থিবসত্তম! যদিও আমা হইতে অপর কেহ আছে বলিয়া বোধ হয় (তাহা হইলেও ইহা নিশ্চয় জানিবে যে) এই আমি, এই ব্যক্তি আমা হইতে ভিন্ন এই প্রকার ব্যবহার কেবল বাক্যেরই যোগ্য হইয়া থাকে। বেণুরন্ধ্র সা রে গ প্রভৃতি ছিদ্রের ভেদনিবন্ধন যেমন এক বায়ুই ষড়্জ প্রভৃতি নানা সংজ্ঞা লাভ করে (বাস্তবিক সেই বংশরন্ধ্রব্যাপী বায়ুর কোন ভেদ থাকে না) সেইপ্রকার কল্পিত নানা উপাধি বশে পরমাত্মারও নানা সংজ্ঞামাত্র দৃষ্ট হয়।) "ঈশ্বর জীব ও জড় এক, জড় জীব ও ঈশ্বর এক, সুতরাং ইহা সকলই পরমাত্মস্বরূপ, ভেদ মোহ পরিত্যাগ কর" তিনি এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিলে পর সেই রাজশ্রেষ্ঠ পরমার্থজ্ঞান লাভ করিয়া ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিলেন।

ভাষ্য।—"বিভেদজনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে আত্মনো ব্রহ্মণোভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি"? "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ"। "ক্ষেত্রজ্ঞং

চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত"। ন তদস্তি বিনা যৎ স্যাৎ ময়া ভূতং চরাচরং ইত্যাদিভির্ব্বস্বরূপোপদেশপরৈঃ শাস্ত্রৈঃ নির্ব্বিশেষং চিন্মাত্রং ব্রহ্ম সত্যম্-অন্যৎ সর্ব্বং মিথ্যেত্যভিধানাৎ।

অনুবাদ।—"ভেদজনক অজ্ঞান আত্যন্তিক নাশপ্রাপ্ত হইলে, আত্মা হইতে ব্রহ্মের অসৎ ভেদ (আর) কে করিতে পারিবে"। "হে গুড়াকেশ! আমিই সকল প্রাণীর আশয়ে স্থিত আত্মা"। "হে ভারত! সকল দেহেতেই আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জান"। আমাকে ছাড়িয়া যাহা থাকিতে পারে এ প্রকার চর বা অচর বস্তু নাই"। এই সকল স্বস্বরূপপ্রকাশক শাস্ত্রের দ্বারা (যে কারণ) বিশেষরহিত জ্ঞানমাত্র ব্রহ্মই সত্য ও তদন্য সকল বস্তুই মিথ্যা ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে।

ভাষ্য—মিথ্যাত্বং নাম প্রতীয়মানত্বপূর্ব্বকযথাবস্থিতবস্তুজ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং যথা রজ্জ্বাদ্যধিষ্ঠানে। সর্পাদেঃ দোষবশাদ্ধি তত্র তৎ কল্পনং। এবং চিন্মাত্রবপুষি পরে ব্রহ্মণি দোষপরিকল্পিতমিদং দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যস্থাবরাদিভেদং জগৎ যথাবস্থিতব্রহ্মস্বরূপাববোধবাধ্যং মিথ্যারূপং।

মিথ্যা কাহাকে বলে ও জগৎ কি প্রকারে ব্রহ্মে আরোপিত।

অনুবাদ।—মিথ্যাত্ব শব্দের অর্থ (এই হইতেছে যে) যাহার পূর্ব্বে জ্ঞান ছিল পরে যথার্থ বস্তুর জ্ঞান হওয়ায় যাহা নিবৃত্ত হয়, তাহারই অসাধারণ ধর্ম্মকে মিথ্যাত্ব বলা যায়। যেমন রজ্জু প্রভৃতি অধিষ্ঠানে সর্পাদির মিথ্যাত্ব (ব্যবহৃত হয়) দোষবশতঃই রজ্জুতে সর্পের কল্পনা হইয়া থাকে, এই প্রকার জ্ঞানমাত্রই যাহার স্বরূপ সেই পরব্রহ্মেতে এই দেবতা পশু পক্ষী মনুষ্য স্থাবরাদি নানারূপ সমূহের জগৎ দোষবশে কল্পিত হইয়াছে, যথাবস্থিত অধিষ্ঠান স্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয় (এই জন্য এই সমস্ত জগৎ) মিথ্যাভূত।

ভাষ্য।—দোষশ্চ স্বরূপতিরোধানবিচিত্রবিক্ষেপকারী সদসদনির্ব্বচনীয়া অনাদ্যবিদ্যা। "অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ" "এষাং সত্যানামপি সতাং অনৃতমপিধানং"। "ন সদাসীৎ নাসদাসীৎ তদানীং তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতম্।

অনুবাদ।—অধিষ্ঠানের প্রকৃত স্বরূপের তিরোধানের হেতু, এবং আবৃত অধিষ্ঠানে (শুক্তি প্রভৃতিতে) নানা প্রকার বিচিত্র অস্ত রূপের অবভাসের প্রতি কারণ, সত্তা বা অসত্তা এ প্রকার নির্ব্বাচনের অযোগ্য অনাদি অবিদ্যাই দোষ। (এতাদৃশ অবিদ্যা সদ্ভাবে প্রমাণ) যে "জীবনিবহ অনৃতের দ্বারা আবৃত, তাহারা ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও অজ্ঞান (অনৃতভূত) তাহাদিগের স্বরূপ তিরোধান করিয়াছে"। (সৃষ্টির পূর্ব্বে) (ব্যবহার্য্যাত্মক) সৎও ছিল না (গগনকুসুমবৎ) অসৎও ছিল না, সেই সময়ে তমঃ ছিল, সেই সর্ব্বাধিষ্ঠান (ব্রহ্ম) সেই সময়ে তমঃস্বরূপ (অবিদ্যা) দ্বারা আবৃত ছিলেন"।

দোষ কাহাকে কহে, অবিদ্যা বিষয়ে প্রমাণ।

ভাষ্য।—"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরং"। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"। "মম মায়া দুরত্যয়া"। "অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে"। ইত্যাদিভির্নির্বিশেষচিন্মাত্রং ব্রহ্মৈবানাদ্যবিদ্যয়া সদসদনির্ব্বাচ্যয়া তিরোহিতস্বরূপং স্বগতনানাত্বং পশ্যতীত্যবগম্যতে।

অনুবাদ।—"মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়াবানকে মহেশ্বর জানিবে"। "পরমাত্মা নানাশক্তিময়ী মায়ার বশে বহুরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হন"। আমার মায়া অপরিহার্য্য"। "অনাদি মায়ায় বদ্ধ জীব যে সময় প্রবুদ্ধ হন"। এই সকল বচন প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, সকল ভেদ বর্জ্জিত চিন্মাত্র ব্রহ্মই; সদসদ্রূপে অনির্ব্বাচ্য অনাদি অবিদ্যার বশে তিরোহিতনিজস্বরূপ হইয়া স্বগত নানাভাবকে বিলোকন করেন।

অনাদি অবিদ্যারূপ দোষবশে ব্রহ্মই এই জীব হয়েন।

পরমহংসদেবের উপদেশ।

১। বদ্ধজীব হরিনাম আপনিও শোনে না, পরকেও শুনতে দেয় না, ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকদের নিন্দা করিতে থাকে; কেহ ধ্যান ধারণা করিলে তাকে নানাপ্রকার ঠাট্টা করে।

২। যেমন কুমীরের গায়ে অস্ত্র মারিলে অস্ত্র ঠিকরে প'ড়ে যায়—তার গায়ে কিছুতেই লাগে না; তেমনি বদ্ধজীবের কাছে ধর্ম্মকথা যতই বল না কেন, কিছুতেই তাদের প্রাণে লাগাতে পারিবে না।

৩। বিবেক-বৈরাগ্য না থাকলে শাস্ত্র পড়া মিছে। বিবেক-বৈরাগ্য ছাড়া ধর্ম্মলাভও হয় না। এইটী সৎ আর এইটী অসৎ বিচার ক'রে সৎবস্তু গ্রহণ করা, আর দেহ আলাদা আর আত্মা আলাদা এইরূপ বিচার-বুদ্ধির নাম বিবেক; বিষয়ে বিতৃষ্ণার নাম বৈরাগ্য।

৪। পাঁজিতে বিশ আড়া জল লেখা আছে, কিন্তু পাঁজি নেঙড়ালে এক ফোঁটাও বেরোয় না; তেমনি পুঁথিতে অনেক ধর্ম্ম-কথা লেখা আছে,—শুধু পড়লে ধর্ম্ম হয় না—সাধন চাই।

৫। জাহাজ যে দিকে যা'ক না কেন কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকেই থাকে, তাই জাহাজের দিক্ ভুল হয় না; মানুষের মন যদি ঈশ্বরের দিকে থাকে, তাহলে আর তার কোন ভয় থাকে না।

৬। "গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা না মিলে এক"; উপদেষ্টা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু উপদেশ মত কার্য্য করে এরূপ লোক অতি অল্প মিলে।

৭। ছেলে যেমন পয়সার জন্য মার কাছে আব্দার করে,—কখন কাঁদে, কখন মারে; সেইরূপ আনন্দময়ী মাকে আপনার হ'তে আপনার জেনে তাঁহাকে দেখবার জন্য যিনি সরল শিশুর ন্যায় ব্যাকুল হ'য়ে ক্রন্দন করেন, তাঁকে সচ্চিদানন্দময়ী মা দেখা না দিয়ে থাকতে পারেন না।

বিলাতযাত্রীর পত্র।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত।] [৬১৪ পৃষ্ঠার পর।

মন্‌সুন্।

২৭শে জুন প্রাতঃকাল জাহাজ কলম্বো পৌঁছুলো। এবার আর মন্‌সুনের মধ্য দিয়া গমন। জাহাজ যত এগিয়ে যাচ্ছে, ঝড় ততই বাড়ছে, বাতাস ততই বিকট নিনাদ করছে, মুষলধার বৃষ্টি, অন্ধকার; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ গর্জ্জে গর্জ্জে জাহাজের উপর এসে পড়ছে; ডেকের ওপর তিষ্ঠুন দায়। খাবার-টেবিলের উপর আড়ে লম্বায় কাঠ দিয়ে, চৌকো চৌকো খুপ্‌রি করে দিয়েছে, তার নাম ফিড্‌ল্। তার ওপর দিয়ে খাবার দাবার লাফিয়ে উঠছে। জাহাজ ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ করে উঠছে, যেন বা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। কাপ্তেন বলছেন, "তাইত এবারকার মন্‌সুন্‌টা ত ভারি বিট্‌কেল!" কাপ্তেনটী বেশ লোক; চীন ও ভারতবর্ষের নিকটবর্তী সমুদ্রে অনেকদিন কাটিয়েছেন; আমুদে লোক; আষাঢ়ে গল্প করতে ভারি মজবুত। কত রকম বোম্বেটের গল্প;—চীনে কুলি, জাহাজের অফিসারদের মেরে ফেলে, কেমন করে জাহাজ শুদ্ধ লুটে নিয়ে পালাত; এই রকম বহুৎ গল্প করছেন। আর কি করা যায়; লেখা পড়া এ ঝুলুনির চোটে মুস্কিল। ক্যাবিনের ভেতর বসা দায়; জানলাটা এঁটে দিয়েছে—ঢেউয়ের ভয়ে। একদিন 'তু' ভায়া একটু খুলে রেখেছিলেন, একটা ঢেউয়ের এক টুকরো এসে জল প্লাবন করে গেল। উপরে সে ওছল পাছলের ধুম কি! তারি ভেতরে তোমার উদ্বোধনের কাজ অল্প স্বল্প চল্‌ছে মনে রেখো।

একটী পাদ্রী যাত্রী।

জাহাজে দুই পাদ্রী উঠেছেন। একটী আমেরিকান—সস্ত্রীক, বড় ভাল মানুষ, নাম—বোগেশ। বোগেশের সাত বৎসর বিয়ে হয়েছে; তার ছটা ছেলে মেয়ে। —চাকররা বলে খোদার বিশেষ মেহেরবানি। ছেলে গুলোর সে অনুভব হয় না বোধ হয়। একখান কাঁথা পেতে বোগেশ-ঘরণী ছেলে পিলে গুলিকে ডেকের উপর শুইয়ে, চলে যায়। তারা নোংরা হয়ে, কেঁদে কেটে গড়াগড়ি দেয়। যাত্রীরা সবাই সভয়। ডেকে বেড়াবার যো নাই; পাছে বোগেশের ছেলে মাড়িয়ে ফেলে। খুব ছোটটিকে একটি কানাতোলা চৌকো চুবড়িতে শুইয়ে বোগেশ আর বোগেশের পাদ্রীনী, কোণে চার ঘণ্টা ব'সে আমোদ প্রমোদ ক'রতে থাকে। তোমার ইউরোপী সভ্যতা বোঝা দায়! আমরা যদি বাইরে কুলকুচো করি, কি দাঁত মাজি,—বলে কি অসভ্য। আর আমোদ প্রমোদ গুলো গোপনে করে ভাল হয় না? (তোমরা আবার এই সভ্যতার নকল করতে যাও!) যাহোক, প্রোটেষ্টান্ট ধর্ম্মে উত্তর-ইউরোপের যে কি উপকার করেছে, তা পাদ্রী পুরুষ না দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে না। যদি এই দশ ক্রোড় ইংরেজ সব মরে যায়, খালি পুরোহিতকুল বেঁচে থাকে, বিশ বৎসরে আবার দশ ক্রোড়ের সৃষ্টি।

জাহাজ টালমাটালে অনেকেরই মাথা ধ'রে উঠেছে। একটী টুটল বলে ছোট মেয়ে বাপের সঙ্গে যাচ্ছে। তার মা নেই। আমাদের নিবেদিতা টুটলের ও বোগেশের ছেলে পিলের মা হয়ে বসেছে। টুটল বাপের কাছে মাইসোরে মানুষ হয়েছে। টুটলকে জিজ্ঞাসা করলুম "টুটল কেমন আছ?" টুটল বল্লে "এ বাঙ্গালাটা ভাল না, বড় দোলে, আর আমার অসুখ করে।" টুটলের কাছে ঘর দোর সব বাঙ্‌লা। বোগেশের একটী এঁড়ে লাগা ছেলের বড় অযত্ন; বেচারা সারাদিন ডেকের কাঠের ওপর গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বুড়ো কাপ্তেন মাঝে মাঝে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, তাকে চাম্‌চে ক'রে সুরুয়া খাইয়ে যায়, আর তার পা'টী দেখিয়ে বলে—কি রোগা ছেলে, কি অযত্ন!

মন্‌সুনের জোর।

অনেকে অনন্ত সুখ চায়। সুখ অনন্ত হলে দুঃখও যে অনন্ত হত—তার কি? তা হলে কি আর আমরা এডেন পৌঁছুতুম। ভাগিস!—সুখ দুঃখ কিছুই অনন্ত নয়; তাই ছ দিনের পথ চৌদ্দ দিন ক'রেও, দিন রাত বিষম ঝড় বাদলের মধ্যে দিয়েও, শেষটা এডেনে পৌঁছে গেলুম। কলম্বো থেকে যত এগুনো যায়, ততই ঝড় বাড়ে, ততই আকাশ—পুকুর, ততই বৃষ্টি, ততই বাতাসের জোর, ততই

ঢেউ। আবার সে বাতাস সে ঢেউ ঠেলে কি জাহাজ চলে? জাহাজের গতি অর্দ্ধেক হয়ে গেল। সকোত্রা দ্বীপের কাছাকাছি গিয়ে ধেকায় বাড়লো। কাপ্তেন বল্লেন, এই খানটা মনসুনের কেন্দ্র; এইটা পেরুতে পারলেই ক্রমে ঠাণ্ডা সমুদ্র। তাই হলো। এ দুঃস্বপ্নও কাটলো। ৮ই সন্ধ্যাকালে

এডেন।

এডেন। কাউকে নামতে দেবে না, কালা গোরা মানে না। কোনও জিনিষ ওঠাতে দেবে না। দেখবার জিনিষ বড় নেই। কেবল ধূধূ বালি,—রাজপুতানার ভাব। বৃক্ষহীন তৃণহীন পাহাড়। পাহাড়ের ভেতরে ভেতরে কেল্লা; ওপরে পল্টনের ব্যারাক। সামনে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হোটেল; আর দোকানগুলি জাহাজ থেকে দেখা যাচ্ছে। অনেকগুলি জাহাজ দাঁড়িয়ে। একখানি ইংরাজি যুদ্ধ জাহাজ—ও একখানি জর্ম্মাণ—এলো; বাকিগুলি মালের বা যাত্রীর জাহাজ। গেলবারে এডেন দেখা আছে। পাহাড়ের পেছনে—দিশি পল্টনের ছাউনি, বাজার। সেখান থেকে মাইল কতক গিয়ে পাহাড়ের গায় বড় বড় গহ্বর তৈয়ারী করা; তাতে বৃষ্টির জল জমে। পূর্ব্বে ঐ জলই ছিল ভরসা। এখন যন্ত্রযোগে সমুদ্রজল বাষ্প ক'রে, আবার জমিয়ে, পরিষ্কার জল হচ্ছে। তা কিন্তু মাগ্‌গি। এডেন ভারতবর্ষেরই একটা সহর যেন।—দিশি ফৌজ, দিশি লোক অনেক। পারসি দোকানদার, সিন্ধি ব্যাপারী অনেক। এ এডেন বড়

এডেনের ইতিবৃত্ত।

প্রাচীন স্থান—রোমান বাদসা কন্‌ষ্ট্যান্‌স্ সিউস্ এখানে একদল পাদ্রী পাঠিয়ে, ক্রিশ্চান ধর্ম্ম প্রচার করান। পরে আরবেরা সে ক্রিশ্চানদের মেরে ফ্যালে। তাতে রোমি সুলতান প্রাচীন ক্রিশ্চান হাব্‌সি দেশের বাদসাকে তাদের সাজা দিতে অনুরোধ করেন। হাব্‌সিরাজ ফৌজ পাঠিয়ে এডেনের আরবদের খুব সাজা দেন। পরে এডেন ইরাণের সাসানিডি বাদসাহদের হাতে যায়। তাঁরাই নাকি প্রথমে জলের জন্য ঐ সকল গহ্বর খোদান। তারপর মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পর এডেন আরাবদের হাতে যায়। কতককাল পরে পোর্ত্তুগিজ সেনাপতি ঐ স্থান দখলের বৃথা উদ্যম করেন। পরে তুরস্কের সুলতান ঐ

স্থানকে, পোর্ত্তুগিজদের আরব মহাসাগর হতে তাড়াবার জন্য, দরিয়াই যুদ্ধের জাহাজের বন্দর করেন।

আবার উহা নিকটবর্ত্তী আরাব মালিকের অধিকারে যায়। পরে ইংরাজেরা ক্রয় ক'রে বর্ত্তমান এডেন করেছেন। এখন প্রত্যেক শক্তিমান জাতির যুদ্ধপোতনিচয় পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায় কি গোলযোগ হচ্ছে, তাতে সকলেই দুকথা কইতে চায়। নিজেদের প্রাধান্য, স্বার্থ, বাণিজ্য, রক্ষা করতে চায়। কাজেই মাঝে মাঝে কয়লার দরকার। এই জন্য পরের জায়গায় কয়লা লওয়া যুদ্ধকালে চলবে না ব'লে, আপন আপন কয়লা নেওয়ার স্থান করতে চায়। ভাল ভাল গুলি ইংরেজ ত নিয়ে বসেছেন; তারপর ফ্রান্স; তারপর যে যেখানে পায়,—কেড়ে, কিনে, খোসামোদ ক'রে—এক একটা জায়গা করেছে এবং করছে। সুয়েজ খাল হচ্ছে এখন ইউরোপ আসিয়ার সংযোগস্থান। সেটা ফরাসিদের হাতে। কাজেই ইংরেজ এডেনে খুব চেপে বসেছে, আর অন্যান্য জাতও রেডসির ধারে ধারে এক একটা জায়গা করেছে। কখনও বা জায়গা নিয়ে উলটো উৎপাত হয়ে বসে। সাতশ বৎসরের পরপদদলিত ইটালি কত কষ্টে পায়ের উপর খাড়া হলো; হয়েই ভাবলে কি হনু রে! এখন দিগ্বিজয় করতে হবে। ইউরোপের এক টুকরোও কারও নেবার যো নাই; সকলে মিলে তাকে মারবে। আসিয়ায়—বড় বড় বাঘা ভালুকো,—ইংরেজ, রুষ, ফ্রেঞ্চ, ডচ; এরা আর কি কিছু রেখেছে? এখন বাকি আছে দু চার টুকরো আফ্রিকায়। ইতালি সেই দিকে চল্লো। প্রথমে উত্তর আফ্রিকায় চেষ্টা করলে। সেথায় ফ্রান্সের তাড়া খেয়ে, পালিয়ে এল। তারপর ইংরেজরা রেডসির ধারে একটা জমি দান করলে। মতলব,—সেই কেন্দ্র হতে, ইতালি হাবসি রাজ্য উদরসাৎ করেন। ইতালিও সৈন্য সামন্ত নিয়ে এগুলেন। কিন্তু হাবসি বাদসা মেনেলিক এমনি গোবেড়েন দিলে, যে এখন ইতালির আফ্রিকা ছেড়ে প্রাণ বাঁচান দায় হয়েছে। আবার, রুসের কৃশ্চানি এবং হাব্‌সির কৃশ্চানি নাকি এক রকমের। তাই রুসের বাদসা ভেতরে ভেতরে হাব্‌সিদের সহায়।

পাদ্রী বোগেশ ও রেড্ সি।

জাহাজ ত রেড্ সির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। পাদ্রী বল্লেন "এই—রেডসি,—য়াহুদী নেতা মুসা সদলবলে পদব্রজে পার হয়েছিলেন। আর তাঁদের ধরে দিয়ে যাবার জন্যে মিসরি-বাদসা ফেরো যে ফৌজ পাঠিয়েছিলেন, তারা, কাদায় রথচক্র ডুবে, কর্ণের মত আটকে জলে ডুবে মারা গেল"। পাদ্রী আরও বল্লেন যে, একথা এখন আধুনিক বিজ্ঞান-যুক্তির দ্বারা প্রমাণ হতে পারে। এখন সব দেশে ধর্ম্মের আজগুবিগুলি বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে, প্রমাণ করবার, এক ঢেউ উঠেছে। মিঞা! যদি প্রাকৃতিক নিয়মে ঐ সব গুলি হয়ে থাকে, ত আর তোমার যাভে দেবতা মাঝখান্ থেকে আসেন কেন? বড়ই মুস্কিল!—যদি বিজ্ঞানবিরুদ্ধ হয়, ত ও কেরামতগুলি আজগুবি এবং তোমার ধর্ম্ম মিথ্যা। যদি বিজ্ঞানসম্মত হয়, তা হলেও, তোমার দেবতার মহিমাটা বাড়ার ভাগ ও আর সব প্রাকৃতিক ঘটনার ন্যায় আপনা আপনি হয়েছে। পাদ্রী বোগেশ বল্লে "আমি অত শত জানিনি, আমি বিশ্বাস করি"। একথা বুঝা যায়; এও সহ্য হয়। তবে ঐ যে একদল আছে,—পরের বেলা দোষটী দেখাচ্ছে, যুক্তিটী আনছে,—কেমন তৈয়ার। নিজের বেলায় বলে, "আমি বিশ্বাস করি" "আমার মন সাক্ষ্য দেয়", সেগুলো একদম অসহ্য। আ মরি!—ওঁর আবার মন! ছটাকও নয়, তা মন কি? পরের বেলায় সব কুসংস্কার; বিশেষ যে গুলো সাহেবে বলেছে; আর নিজে একটা কিম্ভুত কিমাকার কল্পনা ক'রে কেঁদেই অস্থির!!

প্রাচীন সভ্যতার এক মহাকেন্দ্র।

জাহাজ ক্রমেই উত্তরে চলেছে। এই রেডসির কিনারা—প্রাচীন সভ্যতার এক মহাকেন্দ্র। ঐ—ওপারে, আরাবের মরুভূমি; এপারে—মিসর। এই—সেই প্রাচীন মিসর; এই মিসরিরা পন্ট্ দেশ (সম্ভবতঃ মালাবার) হতে, রেডসি পার হয়ে, কত হাজার বৎসর আগে, ক্রমে ক্রমে রাজ্য বিস্তার ক'রে উত্তরে পৌঁছেছিল। এদের আশ্চর্য্য শক্তি বিস্তার, রাজ্য বিস্তার, সভ্যতা বিস্তার। যবনেরা এদের শিষ্য। এদের বাদসাদের আশ্চর্য্য পিরামিড নামক সমাধি মন্দির, নারীসিংহী মূর্ত্তি। এদের মৃতদেহগুলি পর্য্যন্ত আজও বিদ্যমান।

বাবরিকাটা চুল, কাছাহীন ধপ্ধপে ধুতি পরা, কানে কুণ্ডল, মিসরি লোক সব, এই দেশে বাস করতো। এই—হিক্সস বংশ, ফেরো বংশ, ইরাণি বাদসাহি, সিকন্দর, টলেমি বংশ, রোমক, আরাব বীরদের রঙ্গভূমি—মিসর। সেই তত কাল আগে এরা আপনাদের বৃত্তান্ত পাপিরস্ পত্রে, পাথরে, মাটির বাসনের গায়ে, চিত্রাক্ষরে তন্ন তন্ন করে লিখে গেছে।

এই ভূমিতে আইসিসের পূজা, হোরসের প্রাদুর্ভাব। এই প্রাচীন মিসরিদের মতে—মানুষ ম'লে তার সূক্ষ্ম শরীর বেড়িয়ে বেড়ায়, কিন্তু মৃতদেহের কোন অনিষ্ট হলেই সে সূক্ষ্ম শরীরের আঘাত লাগে, আর মৃত শরীরের ধ্বংস হলেই সূক্ষ্ম শরীরের একান্ত নাশ। তাই শরীর রাখবার এত যত্ন। তাই রাজা বাদসাদের পিরামিড। কত কৌশল! কি পরিশ্রম! সবই আহা বিফল!! ঐ পিরামিড খুঁড়ে, নানা কৌশলের রাস্তার রহস্য ভেদ ক'রে, রত্নলোভে দস্যুরা সে রাজশরীর চুরি করেছে।—আজ নয়; প্রাচীন মিসরিরা নিজেরাই করেছে। পাঁচ সাত শ বৎসর আগে এই সকল শুকনো মড়া, য়াহুদি ও আরাব ডাক্তারেরা, মহৌষধি জ্ঞানে, ইউরোপ শুদ্ধ রোগীকে খাওয়াত। এখনও তাই বোধ হয় ইউনানি হকিমির আসল মুমিয়া!!

এই মিসরে, টলেমি বাদসার সময়ে, সম্রাট ধর্ম্মাশোক ধর্ম্ম প্রচারক পাঠান। তারা ধর্ম্ম প্রচার করত, রোগ ভাল করত, নিরামিষ খেত, বিবাহ করত না, সন্ন্যাসী শিষ্য করত। তারা নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করলে। থেরাপিউট, অসিনি, মানিকি, ইত্যাদি; যা হতে বর্ত্তমান কৃশ্চানি ধর্ম্মের সমুদ্ভব। এই মিসরই টলেমিদের রাজত্বকালে সর্ব্ববিদ্যার আকর হয়ে উঠেছিলো। এই মিসরেই আলেকজেন্ড্রিয়া নগর; যেথানকার বিদ্যালয়, পুস্তকাগার, বিদ্বজ্জন, জগৎপ্রসিদ্ধ হয়েছিল। সে আলেকজেন্ড্রিয়া মূর্খ গোঁড়া ইতর ক্রিশ্চিয়ানদের হাতে প'ড়ে, ধ্বংস হয়ে গেল। পুস্তকালয় ভস্মরাশী হ'ল। বিদ্যার সর্ব্বনাশ হলো। শেষ বিদুষী নারীকে ক্রিশ্চিয়ানেরা নিহত ক'রে, নগ্নদেহ রাস্তায় রাস্তায় সকল প্রকার বীভৎস অপমান ক'রে টেনে বেড়িয়ে, অস্থি হতে টুকরা টুকরা মাংস আলাদা করে ফেলেছিল।

[ক্রমশঃ।]

রামানুজ চরিত।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।]

[৫২৪ পৃষ্ঠার পর।

তিরুমঙ্গাই দেশ দেশান্তর হইতে বিপুল অর্থব্যয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিল্পিগণকে আনাইয়া শ্রীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিলেন। মন্দিরনির্ম্মাণকার্য্য শুভযোগে আরম্ভ হইল।

শ্রীশ্রীগর্ভ গৃহ (যে গৃহের মধ্যে শ্রীভগবান্ স্বয়ং অবস্থান করেন) ও প্রথম প্রাকার-বেষ্টিত, মহোচ্চ-গোপুর-সমন্বিত অন্তঃপুরী বৎসরদ্বয়ে নির্ম্মিত হইল। সহস্র সহস্র শিল্পী অহরহঃ পরিশ্রম করিয়া উক্ত সময়ের মধ্যে অন্তঃপুরীর নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন করিলে প্রথম বহিঃপুরীর নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইল। চারি বৎসর অহরহ পরিশ্রম করিয়া প্রথম বহিঃপুরী নির্ম্মিত হইল। এইরূপে ছয় বৎসরে দ্বিতীয়, আট বৎসরে তৃতীয়, দশ বৎসরে চতুর্থ, দ্বাদশ বৎসরে পঞ্চম ও অষ্টাদশ বৎসরে ষষ্ঠ বহিঃপুরী লক্ষাধিক শিল্পিগণের অহরহ পরিশ্রমে নির্ম্মিত হইল। সমগ্র মন্দিরনির্ম্মাণে সর্ব্বশুদ্ধ ষষ্টি বৎসর অতিক্রান্ত হইল। তিরুমঙ্গাই সেই সময়ে অশীতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্যচতুষ্টয়ও দুই এক বৎসর মাত্র তাঁহাপেক্ষা কনিষ্ঠ ছিলেন।

অন্তঃপুরী নির্ম্মিত হইলে নিকটবর্ত্তী রাজগণ অর্থ ও শিল্পী দ্বারা স্বেচ্ছায় তিরুমঙ্গাইকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। কারণ, প্রথমতঃ তিরুমঙ্গাই যে একজন যথার্থ ভক্ত, শঠ নহেন, ইহা তাঁহার শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণ-পরিপাটি দেখিয়া সকলেই বিশ্বাস করিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি সহস্রাধিক দস্যুর দলপতি ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে রাজারাও কম্পিত হইতেন। অর্থ-সহায়তা না করিলে, কি জানি তিরুমঙ্গাই কোন্ দিন আসিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইবেন, এই ভয়ে অনেকে তাঁহাকে স্বেচ্ছায় ধন ও জন দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। শিল্পিগণকে তিনি যথাযোগ্য বেতন দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতেন। রাজাধিরাজের ন্যায় তাঁহার যশঃ ও প্রতাপ চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। বাস্তবিকই

তিনি সেই সময়কার একচ্ছত্রী রাজা ছিলেন, অন্যান্য রাজবর্গ তাঁহার করদ ও মিত্র রাজার ন্যায় ছিলেন। তাঁহার যশঃ ও মানের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু তাঁহার আচার ও ব্যবহার সামান্য ভিক্ষুকের ন্যায়। ভিক্ষালব্ধ অন্ন দিনান্তে একবার মাত্র স্বপাকে ভোজন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিতেন। তাঁহার ন্যায় ইন্দ্রিয়জিৎ পুরুষ সে সময়ে বোধ হয় কেহই ছিলেন না। ভগবৎপ্রেমে তাঁহার নয়নদ্বয় বক্ষস্থল প্লাবিত করিয়া নিরন্তর অশ্রু বিসর্জ্জন করিত। তাঁহার শাসনকালে কেহ দারিদ্র্যযন্ত্রণা ভোগ করে নাই। কেবল ধনীরা সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত।

সপ্তপ্রাকারবিশিষ্ট পুরীশ্রেষ্ঠের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইল। তিরুমঙ্গাই শিল্পিগণকে যথাযোগ্য বেতন দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। হস্তে এক কপর্দ্দকও নাই। ইতিমধ্যে আরও কতকগুলি লোক আসিয়া অর্থ প্রার্থনা করিল। ইহারা তাঁহার সহকারী দস্যু। তাহাদের সংখ্যা এক সহস্রের ন্যূন হইবে না। তিনি কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। পরে সহসা উঠিয়া নীরমেল্ নড়প্পান্‌কে ডাকিয়া কর্ণে কর্ণে কি বলিয়া দিলেন। উক্ত শিষ্য দ্বিরুক্তি না করিয়া কাবেরীর উত্তর শাখায় একটী বৃহৎ পোত আনাইলেন। এই পোতে করিয়া পুরীনির্ম্মাণকালে দূর প্রদেশস্থ পর্ব্বত হইতে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডসমূহ আনয়ন করা হইত। পোত আনীত হইলে নড়প্পান তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, ও দুই ঘণ্টা পরে তথা হইতে স্বীয় গুরুর সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দস্যুগণ তিরুমঙ্গাইকে কপর্দ্দকশূন্য নিঃস্ব স্থির করিয়া, রাত্রি মধ্যে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য চক্রান্ত করিতেছিল। তাহারা তাহাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার উপক্রম করিতেছে, ইত্যবসরে নীরমেল্ নড়প্পান আসিয়া উপস্থিত হইয়া সমবেত সকলকে কহিলেন "ভ্রাতৃগণ, কাবেরীর উত্তর শাখার পরপারে আমাদের স্বামীর অনেক গুপ্তধন আছে, আইস, আমরা সকলে সেখানে গিয়া সমুদয় বণ্টন করিয়া লই,—পোত প্রস্তুত। আমি তোমাদের সহিত গমন করিয়া রত্ন সমুদয় বাহির করিয়া দিব। তোমরা যথেচ্ছা ভাগ করিও। তোমরা যাহা দিবে, তাহাই লইব। ষষ্টি বৎসর ধাবৎ আমরা দেশ লুণ্ঠন করিতেছি। আর এখন করিবার কিছুই নাই। এক্ষণে

যে সমুদয় রত্ন আছে, তাহা লইয়া আইস, আমরা সকলে সুখে দিন অতিবাহিত করি"। ইহা শুনিয়া সকলে সাতিশয় আনন্দিত হইল, এবং তস্করজনসঙ্গম পরিত্যাগ করিয়া নিঃশব্দে নরপ্রাণের অনুবর্ত্তী হইল। সকলে পোতারোহণ করিল। বর্ষাকাল, গভীর কাবেরী ভীষণ গর্জ্জনসহকারে আপনার দেহ অর্দ্ধ ক্রোশাপেক্ষা অধিক বিস্তার করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অতি তীব্রবেগে প্রবাহিত হইতেছে। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সায়ং-কাল উপস্থিত। আকাশ মেঘাবৃত থাকায় সায়ংকাল রজনীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পোত এক্ষণে কাবেরীর মধ্যভাগে উপস্থিত। তিরুমঙ্গই তীর-নেত্রে তিনজন শিষ্য সমভিব্যাহারে নৌকার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাহা এক্ষণে অন্ধকারে অস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে। সহসা নদীমধ্য হইতে এক ভীষণ আর্ত্তনাদ উঠিল। পরে সকলই স্থির। নৌকা আর দেখা গেল না। সেই বিপুল তরঙ্গাকুল, ভীষণগর্জ্জনকারী কাবেরীবক্ষে আর কিছুই পরিলক্ষিত হইল না। কিছুক্ষণ পরে স্থির গম্ভীর পদবিক্ষেপে জলের উপর দিয়া চলিতে চলিতে একজন পুরুষ তিরুমঙ্গইর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে সেই পুরুষ ভক্তবীর দস্যুপতির চরণপ্রান্তে আসিয়া অবনত হইলেন। ইনি তাঁহার চতুর্থ শিষ্য নীরমেল নড়প্পান। তিরুমঙ্গই দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "বৎস, উঠ; শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীউ তাঁহার সন্তানগণকে নিশ্চয়ই স্বীয় অঙ্কে গ্রহণ করিয়াছেন। তজ্জন্য চিন্তিত হইও না। ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া সকলে বৈকুণ্ঠধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাহা ভাল, জীবিত থাকিয়া দস্যুবৃত্তি করতঃ জীবন অতিবাহিত না করা ভাল? আইস, আমরাও জীবনের অবশিষ্ট কাল শ্রীশ্রীরঙ্গনাথ জীউর সেবায় অতিবাহিত করি। যাহার জন্য দস্যু-বৃত্তি করিতেছিলাম, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবৎসেবা ভিন্ন এক্ষণে আর আমাদের অন্য কর্ত্তব্য নাই"।

জীবনের অবশিষ্টাংশ শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীউর সেবায় অতিবাহিত করিয়া চারি জন প্রাণতুল্য শিষ্য সমভিব্যাহারে তিরুমঙ্গই যথাসময়ে "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" আশ্রয় করিলেন।

কাবেরীর উত্তর শাখা, সহস্র দস্যুর বিনাশ সাধন করিয়াছে বলিয়া, তদবধি কোল্লিডম্ (Coleroon) অর্থাৎ "হত্যাস্থল" নামে খ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

কথিত আছে, তিরুমঙ্গই একদা কোনও রাজভবন লুণ্ঠন করিতে গিয়া, রাজার দেবালয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েন। সেই দেবালয়ে শ্রীসত্যনারায়ণ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। বহুমূল্য হীরকাদিতে শ্রীবিগ্রহ সজ্জিত থাকায় তিরুমঙ্গই তাঁহার সমস্ত অলঙ্কারই গ্রহণ করিলেন। সকলই গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল একটী হীরকখচিত অঙ্গুরীয়ক তাঁহার চম্পককলিকাকার অঙ্গুলিতে এরূপ দৃঢ়ভাবে অবস্থিত ছিল যে, তিনি আপনার অঙ্গুলি দ্বারা তাহা গ্রহণ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন স্বীয় দশন দ্বারা দংশন করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলেন। দশন ভগবদঙ্গুলিতে স্পৃষ্ট হইবামাত্র, তৎক্ষণাৎ তাঁহার দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল, এবং তিনি প্রেমে উন্মত্ত হইয়া এক সহস্র শ্লোক দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। সেই স্তবগুলি তিরুমুড়ি অর্থাৎ মধুর স্তোত্র নামে অদ্যাবধি বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

অনুমান ৯০৮ খৃষ্টাব্দে এই স্রোত, শ্রীশ্রীনাথ মুনি নামক কোনও মহা-পুরুষের হৃদয়ে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া ভবিষ্যৎ মহাপ্লাবনের সূচনা করিতে লাগিল।

জ্যৈষ্ঠে মাস্যনুরাধাসম্ভূতং বীরনারায়ণে পুরে।
গজবক্ত্রাংশমাচার্য্যং আদ্যং নাথমুনিং ভজে॥ ১৪॥

যিনি বীরনারায়ণপুরে জ্যৈষ্ঠ মাসের অনুরাধা নক্ষত্রে বিষ্বক্‌সেন পারিষদ গজবদনের অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি সেই গুরুশ্রেষ্ঠ আচার্য্য নাথমুনির পূজা করি।

নাথমুনি সদ্ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত। গৃহস্থাবস্থায় ঈশ্বরমুনি নামক ইঁহার এক পুত্র সন্তান উৎপন্ন হয়। এই সন্তানটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সাতিশয় মেধাবী ছিলেন। যৌবনে পদার্পণ পূর্ব্বক বিবাহ করিয়া ঈশ্বরমুনি কিছুকাল সংসার-সুখ উপভোগ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে শীঘ্রই মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইল। নাথমুনি স্বীয় পুত্রকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। অকালে ইহা

দেহত্যাগে সুতরাং তাঁহার সংপরোনাস্তি কষ্ট হইল। কিন্তু নির্ম্মল জ্ঞান-প্রভাবে তিনি মানসিক যন্ত্রণার হস্ত হইতে অনতিবিলম্বেই উদ্ধার পাইলেন। নবোঢ়া সহধর্ম্মিণীর গর্ভে ঈশ্বরমুনির এক পুত্র সন্তান উৎপন্ন হয়। এই পুত্রই ভবিষ্যতে যামুনাচার্য্য নামে বিখ্যাত হয়েন।

[ক্রমশঃ।]

আমার

তিব্বতভ্রমণের

আর এক পরিচ্ছেদ।

স্বামী শুদ্ধানন্দ।] [৬৩২ পৃষ্ঠার পর।

আমাদের অনেকে শিখাইয়া দিয়াছিল, তিব্বতীয়েরা পরিচয় চাহিলে বলিও আমরা কাশীলামা। 'লামা' অর্থে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কাশী শব্দ দ্বারা বিশিষ্ট করিলে উহাতে হিন্দু সন্ন্যাসী বুঝায়। এখানে অনেক যুবককে দেখিলাম ; সকলে বলিতে লাগিল, ইহার অনতিদূরে একস্থানে একটী বৃহৎ তাঁবুর ভিতর অনেক লামা বাস করিতেছেন। তাঁহারা ঐ তাঁবুর ভিতর বর্ষার চারি মাস থাকিবেন। এই স্থান হইতে নেপালে যাইবার পথ আছে। এখান হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে 'খোচরনাথ' নামক এক তীর্থ (নেপালের পথে) আছে। সকলে আমাদিগকে উহা দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। উহাতে নাকি এক অপূর্ব্ব রাম মূর্ত্তি আছে।

পাধান আমাদিগকে কাঠ, ডাল, চাল, ঘি প্রভৃতি দিল। আমরা ডাল ভাত রাঁধিয়া খাইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংরাজ-রাজ্য হইতে এধারে এবার ব্যবসা করিতে দিবার গোলযোগ চলিতেছে। এই জন্য এবার অধিক তাঁবু পড়ে নাই বা অধিক ব্যবসায়ী আসে নাই। তবে শুনিলাম, অনেকে গোপনে

গোপনে অনেক ব্যবসা চালাইতেছে। এখানে অন্যান্য সময়ে তিব্বতীয়দের নিকট ২।৩ বক্‌হু নামক এক প্রকার জামা কিনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মাথা পর্য্যন্ত ঢাকা থাকে এবং তাহা শীত নিবারণে অত্যন্ত সহায়তা করে। আমরা তাহা পাইলাম না। আমরা ৮ জনের জন্য ১০ টাকায় ৪ খানি কম্বল কিনিলাম। Thibetan জুতা (Lum) দুই জনের দুই জোড়া ও কয়েক জোড়া মোজা (নাম মাত্র মোজা—প্রলে বলিলেই হয়) কিনিলাম। জুতা দুইটী ২৸০ ও মোজা ।৵০ করিয়া এক একটী। এখানে ইংরাজ রাজ্যের টাকা সিকি চলে। তাম্রের পয়সা প্রভৃতি চলে না। রাত্রে আবার পাধান ময়দা প্রভৃতি ভিক্ষা দিল, তাহাতে রুটি ভাল হইল। আমরা পাধানকেও দুই একখানি রুটি খাইতে অনুরোধ করিলাম। পাধান আনন্দের সহিত ভক্ষণ করিল।

পাধানের এ তাঁবু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। তাহারই ভিতর আমরা স্থান পাইয়াছি, যতদূর আরামে সম্ভব, আছি। কাল প্রাতে মানস-সরোবর-যাত্রা করিতে হইবে। পাধানের সহিত মানস-সরোবরের গল্প হইতেছে। পথে একটা ভয়ানক ঠাণ্ডা হাওয়া চলে। ঝড়ের মত উড়াইয়া লইয়া যায়। এত জোর যে, কখন কখন পাথরের নুড়ি, উড়িতে থাকে। পথ প্রস্তরময় ও কঙ্করময়। আবার এখান হইতে ৬০ মাইল হইবে। পথে থাকিবার স্থানের মধ্যে এক গুহা আছে, নাম গৌরী উডিয়ার। কাষ্ঠাদি কি ভিক্ষাদি অপ্রাপ্য—গাছ পালা কিছুই নাই—বৃষ্টি বড় হয় না।

প্রাতে একটু চা খাইয়া যাত্রা করিলাম। পাঠক মহাশয়, এ সব স্থানে চা বিলাসের দ্রব্য নহে, একটী অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ (necessity) ; চা এখানকার আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই খায়। ইহারা চায়ে, আমরা যেমন দুধ দিই, তেমনি মাখন দেয়। পথে একটু আধটু চড়াই উৎরাই, তা না হইলে সবই সমতল। মাঝে মাঝে যেন সুরকির মত—খোয়লাল কতকটা মাটির স্তূপ কি বলিতে পারি না। স্থানে স্থানে খুঁটির উপর নানা রঙ বেরঙের নেকড়া টাঙ্গান। গাছ পালা কিছুই নাই। বেলা আন্দাজ ১২

লাগিল। যেন ঝড়ের মত বেগে উড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। আমরা নিজেদের শক্তিতে অথবা বায়ুর শক্তিতে চলিতেছি, কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু তেমনি রৌদ্রের ঝাঁঝ কি ভয়ানক। সময়ে সময়ে এক আধ দল বক্‌রা লইয়া যাইতেছে বা আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে এক আধজন অশ্বারোহী যাইতেছে।

আমাদের ভুটিয়ারা বলিয়া দিয়াছিল, রাস্তায় ভিক্ষা করিলে শুষ্ক গোবর পাওয়া যাইতে পারে। উহা জ্বালাইয়া চা তৈয়ারী করিয়া তার সহিত গুড়পাপড়ী বা ছাতু খাইও। শুধু জল পান করিও না, করিলেই অসুখ হইবে। আমরা খানিকটা দূরে গিয়া লোকালয় থাকিতে থাকিতেই এইরূপ চা প্রস্তুতের জন্ত গোময় ভিক্ষা করিয়াছিলাম। কিন্তু শুষ্ক গোময়াভাবে চা তৈয়ারী হইল না, কাজে কাজেই মধ্যে মধ্যে ক্লান্ত হইলেই গুড়পাপড়ি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর তুষার-শীতল সলিল পান করিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে তিব্বতীয়েরা জিজ্ঞাসা করে, কে তোমরা? আমরা বলি, কাশীলামা। তাহারা একরূপ ভাবে আর কটমট করিয়া চাহিয়া থাকে। আপনাদের রাজ্যমধ্যের জন্ত কি ভীতি! সকলেই চর ঠাওরায়।

পথে যাইতে যাইতে দাওয়া সিং বলিল, এই খান দিয়া কৈলাসের পথ গিয়াছে। যাহা হউক, চলিতে চলিতে এক ধর্ম্মশালায় গিয়া উপস্থিত হইলাম, তিব্বতীয় এ ধর্ম্মশালা অদ্ভুত রকমের, আবার ছাদ নাই। চারি ধারে পাথরের দেয়াল মাত্র। সেখানে খানিক বসিয়া হাওয়ার হাত হইতে এড়াইলাম, আর আনন্দের সহিত গুড়পাপড়ি ভোজন হইল। তারপর আবার সেই চলিতে আরম্ভ; ক্রমশঃ রৌদ্র কমিয়া আসিতে লাগিল। দাওয়া বলে, এই—আর তিন মাইল আছে। আমরা পদে পদে বুঝিতেছি, তাহার কোন মাইলের জ্ঞান নাই; তথাপি তাহাকে বার বার জিজ্ঞাসিতেছি। আমাদের আজকার থাকবার আড্ডা, গৌরী উডিয়ার গুহা। অনেকক্ষণ পরে, প্রায় বৈকালে গৌরী উডিয়ার গুহা দেখা গেল।

উহার সামনে এক ক্ষুদ্র নদী। দেখা যাইলে কি হইবে? ক্রমশঃ দাওয়া

যাইতেছে, তথাপি নিকট হয় না! শেষে নদীর এপারে পঁহুছিলাম, এখন সকলে মিলিয়া কিংকর্ত্তব্য স্থির হইতে লাগিল। দাওয়া বলে, গুহাতে থাকিয়া কাষ নাই, রাত্রে ডাকাত আসিয়া অত্যাচার করিতে পারে। এখানকার ডাকাত সম্বন্ধে আশ্চর্য্য গল্প শুনা যায়। ডাকাতেরা সন্ন্যাসী গৃহস্থ মানে না। যাহা পায়, তাহা লয়। বাধা দিলে মারিয়া ফেলে। সঙ্গে বন্দুক থাকে। আর বাধা না দিলে কাপড় পর্য্যন্ত লইয়া নগ্ন করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। তারা বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী অথবা স্ত্রী পুরুষ কিছুই বিচার করে না। এমন কি, শুনিলাম, মঠপতের উপর কখন কখন লুট হয়। কিন্তু ইংরাজের গন্ধ পাইলে ৮০।৯০ মাইল তফাতে পলায়। সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতেছি,—দেখিলাম, নদীর এপারে তিব্বতীয়দের, এক তাঁবু রহিয়াছে। তাহাতে কতকগুলি তিব্বতীয় লোক বিদ্ভূত বেশে বিরাজমান, নিকটে একটী বৃহৎকায় কুক্কুর ও কতকগুলি বক্‌রা। আমরা সেই স্থানে গিয়া দাওয়া সিংএর দ্বারা তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিতে লাগিলাম। তাহারা আমাদিগকে বলিল, আমাদের তাঁবুর পার্শ্বে শয়ন করিও না। কারণ রাত্রে কুক্কুর কামড়াইতে পারে; সুতরাং আমরা নিকটবর্ত্তী একটী উচ্চ ভূখণ্ডে সকলে আপনাপন আসন রচনা করিলাম। মধ্যে মধ্যে কাঁটা গাছ, উপরে এক অনন্ত নভোমণ্ডল চন্দ্রাতপ স্বরূপ। এতদিনের পর এই একদিন বাধ্য হইয়া নীলগগনতলে শয়ন করিতে হইল। এ অবস্থায় বৈরাগ্যশতকের সেই—

মহীশয্যা শয্যা বিপুলমুপধানং ভুজলতা
বিতানঞ্চাকাশং ব্যজনমনুকূলোঽয়মনিলঃ।
স্ফুরদ্দীপশ্চন্দ্রো বিরতিবনিতাসঙ্গমুদিতঃ
সুখং শান্তঃ শেতে মুনিরতনুভূতির্নৃপ ইব॥

(পৃথিবী যাঁহার শয্যা, হস্তই যাঁহার বালিশ, আকাশ চন্দ্রাতপ, অনুকূল বাতাসই যাঁহার পাখা, চন্দ্রই যাঁহার উজ্জ্বল দীপ, যিনি নিবৃত্তিরূপ স্ত্রীর সঙ্গে আনন্দিত, এরূপ শান্ত মুনি রাজারই ন্যায় অতীবৈশ্বর্য্য হইয়া সুখে শয়ান থাকেন) অথবা স্বামী বিবেকানন্দের—

Have thou no home. What home can hold thee friend ?
The sky thy roof, grass thy bed &c.

(গৃহশূন্য হও, হে বন্ধো ; কোন্ গৃহ তোমায় ধারণ করিতে পারে ? আকাশ তোমার গৃহের ছাদ, তৃণ তোমার শয্যা ইত্যাদি) মনে পড়ে।

ভ্রমণে নানারূপ ক্লেশ প্রভৃতি শত দোষ থাকিলেও উহাতে হৃদয়ের প্রশস্ততা-বৃদ্ধির যে অতিশয় সহায়তা করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আজ আমাদের আলোখিয়াবন্ধুগণের অন্যদিনের মত স্তবপাঠ নাই, আজ তাহাদের প্রিয় ধুনিও নাই, আমাদের সব এক দশা। যাহা কিছু কাপড় চোপড় ছিল, সব চাপাচুপি দিয়া রাত্রি কাটিল। ঠাণ্ডা হাওয়াটা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছিল, বলা বাহুল্য, রাত্রে কাহারও নিদ্রা হয় নাই।

তার পরদিন ভোরে নদী-পার। শুধু পায়ে পার হওয়া গেল। এখানকার ছোট ছোট নদী সকলের উপর শিলাখণ্ড পড়িয়া থাকে। তাহার উপর দিয়া অনায়াসে অনেক সময় জুতা পায়ে দিয়া চলিয়া যাওয়া যায়। কিন্তু এখানে পাথরগুলি ডুবিয়া রহিয়াছে, সুতরাং জুতা পায়ে দিয়া যাওয়া চলিল না। এখানে পা হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবিল। বরফেও পা এত ঠাণ্ডা হইয়া যায় না, এই ঠাণ্ডা বরফ জলে এত ভাবে পা যেন জমিয়া গেল। তারপর খানিকটা চড়াই করিতে হইল। এই পাহাড়টার উপর উঠিয়াই এতদিনের অভিলষিত মানসসরোবর দৃষ্টিগোচর হইল।

নীল জল—অগাধ, অসীম মনে হইল, পুব নিকটে। কিন্তু ক্রমাগত চলিতেছি, সরোবর আর পাই না। আজ প্রায় ৩০ মাইল চলিয়াছি। কোন নদী বা জলাশয় পাই না। দুই চারিটা নদী, সব শুখাইয়া গিয়াছে, খাত মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। আজ দাওয়া সিংকে জিজ্ঞাসিতেছি, আর কত দূর ? আর কতদূরে জল পাইব ? দাওয়া বলে—এক মাইল, কখন অর্দ্ধ মাইল, কখন দু মাইল। মধ্যে সে 'অলক' 'অলক' ও করিতেছে। মধ্যে মধ্যে দুই একটা হরিণ লাফ দিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিলাম; শেষে এক নদী পাইলাম, সেইখানে আবার তড়পাপাড় ভোজন। আজ প্রায় সারাদিন চলিলাম। কাল

কার দিনের মতই পথ—মাঠ বৃক্ষশূন্য—মাঝে মাঝে একটু ছোট ছোট কাঁটা গাছ। সর্ব্বদাই মানসসরোবরের সেই সুনীল জল দেখিতে পাইতেছি, আর দেখিতেছি চারিধারে বরফের পাহাড়।

আজ মানসসরোবরের অপর পারে দূরে আর এক অতি সুন্দর দৃশ্য দেখা গেল। যেন একটী স্বর্ণ মন্দির। আমাদের অদৃষ্টে আর অতদূর যাওয়া হইয়া উঠিল না। শুনিলাম, উহাই ভূতভাবন মহাদেবের নিবাসভূমি কৈলাস। যাহা হউক, ক্রমশঃ বৈকালে কতকগুলি নদী পাইলাম। প্রায় ১০।১২টী—সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। পার হইয়া খানিক দূর গিয়া দূরে কতকগুলি দোকানঘর দৃষ্ট হইল। সেই দিকে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

ক্রমশঃ তথায় পঁহুছিলাম। দেখিলাম—কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর মানসসরোবর তীরে। লোকে একটী ধর্ম্মশালা দেখাইয়া দিল, কিন্তু তাহা চাবি দেওয়া। উহার ভিতর মণ্ডপের জিনিষ পত্র সব আছে। লোকে আর একটা ঘর দেখাইয়া দিল ; বলিল, এও একটা ধরমশালা। সেখানেই রহিলাম ; দেখিলাম, সেখানে একদল ব্যবসায়ী তাহাদের মাল পত্র লইয়া পূর্ব্ব হইতেই বসিয়া আছে। আমরা বাকি স্থান টুকুতে কষ্টে স্বষ্টে আসন করিয়া লইলাম।

দাওয়া সিং কতকগুলি কাঁটা গাছ সংগ্রহ করিয়া দিল। তাহাতেই আমাদের অতি কষ্টে ডাল রুটি প্রস্তুত হইল। আলোখিয়ারা ময়দা ও ডাল চারিটী সংগ্রহ করিয়া ঝুলিতে রাখিয়াছিল। তার পরদিন সরোবরের তীরে স্নান। মানসসরোবরে সে হংস কোথায়, কমলই বা কোথায় ? কিছুই ত দেখিলাম না। জল স্থানে স্থানে নির্ম্মল, স্থানে স্থানে ঘোলা। অতি শীতল জল, দুটী ডুব দিয়াই আসিই। সরোবরে ঢেউ আছে, কিনারায় সর্ব্বদা একটা ঢেউ লাগিতেছে। তীরে অগাধ বালুরাশি। এখানে আর অন্য তীর্থের মত পাণ্ডার দৌরাত্ম্য নাই। পাণ্ডা কেহ নাই, পয়সা কেহ চাহে না। আসে কে এখানে ? মানসসরোবর একটী পুষ্করিণী নহে, উহা একটী হ্রদ। পরিক্রম করিতে ৩।৪ দিন লাগে। এ দেশীয়েরা ইহাকে মানতালাও কহে। শুনিলাম নিকটে আর একটী হ্রদ আছে, কৈলাস যাইবার পথে উহা দেখা যায়। নাম—রাক্ষসতালাও ; বোধ হয়, রাবণ হ্রদ।

বৈকালে নিকটবর্ত্তী কৌরবাশ্রমে গেলাম। বৃদ্ধকেশের মূর্ত্তি বিরাজিত। দুই একজন বাবা থাকেন। বাবা মূর্ত্তি দেখাইলেন। আমাদিগকে একটু প্রসাদী জল ও একটু রেশমের সূতা প্রসাদস্বরূপ দিলেন। আমরা ধর্ম্মশালায় বসিয়া আছি, আমাদের নিকটে একজন লোক শুক মৎস্য বেচিতে আসিল, বলা বাহুল্য,উহা লই নাই। জানিতাম না—উহা মানসসরোবরের প্রসাদ। তৎপর-দিনেই এস্থান হইতে আলমোড়ার দিকে রওনা হইলাম।

গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী।

(বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

রামদাস নামক পূর্ব্ববঙ্গীয় জনৈক ব্রাহ্মণ ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় মহা পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বহুদিন গবর্ণমেণ্টের উচ্চকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। প্রৌঢ়াবস্থায় তিনি পেন্‌সন্ পাইয়া নিশ্চিন্তমনে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নে কালযাপন করিতেছিলেন। তাঁহার গৃহ যেন সদাচারের লীলাভূমি, অতিথিজনের পান্থশালা ও দীনদুঃখীর নিত্যালয় বলিয়া অনুমিত হইত। রামদাস কপটতার ধার ধারিতেন না; স্পষ্টবক্তা বলিয়া গ্রামের সকলেই তাঁহাকে ভয় ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার গৃহিণী যেন সাক্ষাৎ দেবীরূপিণী, দয়ার প্রতিমূর্ত্তি, স্বামীভক্তির সর্ব্বোচ্চ আদর্শস্থানীয়া। রামদাসের বদান্যতা, সত্যবক্তা, মিষ্টালাপ, অতিথিসৎকার ও ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া গ্রামবাসী সকলেই তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমীর আদর্শ বলিয়া অনুমান করিতেন। হিন্দুশাস্ত্র পড়িয়া পড়িয়া রামদাস বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

স্বীয় গুরু, পুরোহিত, তিন চারিটী প্রাচীন বন্ধু ও স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া তীর্থদর্শন উপলক্ষে একদা তিনি বারাণসী যাত্রা করেন। চিরকাশীবাসী হইবার জন্য তিনি এবার তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন কিনা আমরা অবগত নহি; তবে যাত্রাকালে স্বীয় সুযোগ্য পুত্রকে সংসারের বিষয় সম্পত্তি বুঝাইয়া দিতেছিলেন দেখিয়া গ্রামিকলোক মনে করিয়াছিল, রামদাস আর গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন না।

যথাসময়ে বারাণসী উপস্থিত হইয়া রামদাস দশাশ্বমেধ ঘাটের অনতিদূরে বাঙ্গালি-টোলায় বাসা লইয়াছিলেন। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সুরধুনীর অনুপম শোভা, বিশ্বেশ্বরের স্বর্ণচূড় মন্দির, অন্নপূর্ণা ও মণিকর্ণিকা দর্শন করিয়া রামদাস মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। প্রত্যহ গঙ্গা স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দর্শন না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। সাধু সন্ন্যাসী দর্শন করিয়া রামদাস সকলকেই নারায়ণ-জ্ঞানে অভিবাদন করিতেন। সন্ধ্যাকালে বিশ্বেশ্বরের আরতি দর্শন করিয়া দশাশ্বমেধের ঘাটে বসিয়া রামদাস দুই ঘণ্টাকাল জপধ্যানে নিরত থাকিতেন।

একদিন রামদাস জপধ্যান-সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময় অমিততেজা কোন এক যুবক সন্ন্যাসীকে সম্মুখে অবলোকন করিলেন; সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় দীপ্তি,চক্ষুতে উদাসীনতা, হৃদয়ে নির্ভীকতা ও প্রশান্তি অবলোকন করিয়া রামদাস পথপ্রান্তে চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় অনেক ক্ষণ রহিলেন। তৎপর সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, প্রভো! ... ভাগ্যবশে আপনার ন্যায় মহাত্মার দর্শনলাভ আজ ঘটিল। অনুগ্রহ ... যদি এ দাসের অবস্থান-গৃহ একবার পবিত্র করেন, আমি কৃতার্থ হই। ... বোধ হইল, যেন সন্ন্যাসী পথশ্রমে পরিক্লান্ত, অনশনে ক্লান্তমুখ; তাঁহাকে ভিক্ষা গ্রহণার্থ অনুরোধ করিলেন। রামদাসের ভক্তি দেখিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার ... চলিলেন; কিন্তু বলিলেন ভিক্ষা গ্রহণান্তে পুনরায় তিনি দশাশ্বমেধ ... প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাত্রি যাপন করিবেন।

রামদাস গৃহে সমাগত হইয়া পাদ্যাদিদানে সন্ন্যাসীকে যথাবিধি পূজা করতঃ গৃহিণীকে সাধু-সেবার আয়োজন করিতে বলিলেন। নানাপ্রকার ফল মূল ও মিষ্টাদি দ্রব্যে সন্ন্যাসীকে জলযোগ করান হইল। অনেক জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া, পরে তাঁহার সহিত বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্ন্যাসীর নামধাম জিজ্ঞাসা করিতে নাই, একথা রামদাস অবগত ছিলেন। সুতরাং কি উপায়ে ইহার প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারেন, রামদাস প্রথমতঃ তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। সন্ন্যাসীকে সেইজন্য প্রকারান্তরে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ভৌতিক দেহ কোন্ দেশের পবিত্র মৃত্তিকায় গঠিত হইয়াছিল"? সন্ন্যাসী প্রশ্ন শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন; বলিলেন, "কলি-কাতার নিকটবর্ত্তী পাণিহাটীর"। রামদাস তাঁহাকে বঙ্গদেশীয় সন্ন্যাসী অবগত হইয়া যেন একটু সাহস পাইলেন; বলিলেন, আমিও বঙ্গদেশী; তবে একটু পূর্ব্বদেশীয় "বাঙ্গাল"। সন্ন্যাসী রামদাসের সরলতা দেখিয়া একটু অস্ফুট হাস্য করিলেন। স্বদেশীয় লোকের নিকট যেমন অসঙ্কুচিত চিত্তে কথা বলিতে পারা যায়, ভিন্নদেশীয় লোকের নিকট তেমনটী হয় না। তাই নবাগত সন্ন্যাসীকে সাহস করিয়া এবার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তাঁহার নাম ধীরানন্দ।

রামদাস ও ধীরানন্দের যে কথোপকথন হইতেছিল, রামদাসের সহযাত্রী জনৈক গ্রামবাসীর নিকট তাহা অবগত হইয়া পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

রামদাস। মহাশয়, সন্ন্যাসীর নাম ধাম জিজ্ঞাসা করা অনুচিত, শাস্ত্রমুখে ইহা অবগত হইয়াও আপনার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়াছি। সে অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

ধীরানন্দ। নিঃশঙ্কচিত্তে আপনি যাহা ইচ্ছা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন; কিন্তু আপনাকে সাবহিত করিয়া দিতেছি, সন্ন্যাসীকে কখনও আর নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিবেন না। অভ্যাগত অতিথি কি সন্ন্যাসীর সেবা হইয়াছে কিনা, গৃহস্থের ইহাই জিজ্ঞাসা করা উচিত।

রামদাস। যদি অভয় দেন, দুই একটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে আমার বড় উপকার হইবে; পরহিতকল্পেই আপনাদের বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়।

ধীরানন্দ। স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করুন।

রামদাস। আপনার নবীন বয়স, শরীর সুগঠিত, অথচ আকৃতি প্রতিভা-ব্যঞ্জক, অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং জ্ঞানী। আপনি ত সংসারাশ্রমের যুদ্ধে বেশ সফল হইতে পারিতেন। এ অবস্থায় গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলেন কেন? সত্য কি তবে, গার্হস্থ্যাশ্রমে ধর্ম্মলাভ হয় না?

ধীরানন্দ। গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থান করিয়া প্রকৃত জ্ঞান বা পরাভক্তি লাভ করা অতীব সুকঠিন। চতুর্দ্দিকে প্রলোভনের জিনিষ, কামকাঞ্চনের মোহ-মন্ত্রী জিহ্বা বিজ্ঞ গৃহস্থকেও ভীতি দেখায় এবং অবশেষে হয় ত বিনাশ সাধনও করিতে পারে।

রামদাস। সন্ন্যাসী হইলেই কি কামকাঞ্চনের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়?

ধীরানন্দ। প্রলোভনের জিনিষ হইতে দূরে অবস্থান করিলে, শীঘ্র কি কামকাঞ্চনে প্রলুব্ধ হইতে পারে?

রামদাস। সন্ন্যাসীকেও প্রতিনিয়তই গৃহস্থের সঙ্গ করিতে হয়। পরন্তু কামকাঞ্চনের মায়া কোথায় নাই?—বিশ্বামিত্র ঘোর অরণ্যে অবস্থান করিয়াও শকুন্তলার জন্মদাতা হইয়াছিলেন।

ধীরানন্দ। আপনি যাহা বলিলেন সত্য বটে; কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে প্রলো-ভনের ও পতনের যত সম্ভাবনা, সন্ন্যাসাশ্রমে তত নয়।

রামদাস। সে কথা আমি ত স্বীকার করি। কিন্তু কেহ এরূপ তর্ক করেন যে, প্রকৃত ত্যাগ মনের; গীতাও বলিয়াছেন "কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ"; কাম্য কর্ম্মের ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস। তাঁহাদের বিবেচনায় গৃহে থাকিয়াও তাহা সাধিত হইতে পারে। জনকাদি তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

ধীরানন্দ। জনক হওয়া কি সহজ কথা! অনেক তপশ্চর্য্যা করিলে 'জনক' হওয়া যায়। 'জনক' অর্থে ত আমরা 'পরমহংস' বুঝি। পরমহংস হওয়া কি মুখের কথা! অনেক সাধনার পর আগে পরমহংস হউন, তবে 'জনক' উপাধি লইবেন। কেবল শাস্ত্রে পণ্ডিত হইলে কি ত্যাগী হইতে পারে? ত্যাগী পুরুষের প্রকৃতিই পৃথক্। জনক ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানী অন্য কোন গৃহস্থের নাম অবগত হইয়াছেন কি?

রামদাস। আজ্ঞা,—স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া প্রতিবারেই গার্হস্থ্য-ধর্ম্মাবলম্বন কেন করিয়াছিলেন?

ধীরানন্দ। ভগবানের কথা স্বতন্ত্র। সাধারণ মানবের সঙ্গে তাঁহার তুলনা হয় না। আরও, বুদ্ধগৌরাঙ্গাবতারে ত তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন।

রামদাস। আচ্ছা,—প্রথমাবস্থায় সকলেই গৃহী, তৎপর সন্ন্যাস; ইহাই ত ধর্ম্মের ক্রমনিয়ম ও শাস্ত্রানুমোদিত?

ধীরানন্দ। তীব্র বিবেকীর পক্ষে গৃহীত্বও প্রযুজ্য নয়, শাস্ত্রানুশাসনও প্রযুজ্য নয়। তাঁহার বিধি নিষেধ নাই। সাধারণ লোকের ক্রমোন্নতি পন্থা। তীব্র বৈরাগ্যবানের এক লম্ফেই সাগর পার। এই শ্রেণীর লোকই ব্রহ্মচর্য্যাবস্থা হইতে একবারে সন্ন্যাস লয়েন। শাস্ত্রেও তাহার বিধান আছে। "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" শ্রুতিও সেমত সমর্থন করিতেছেন।

রামদাস। তবে মন্বাদি শাস্ত্রের সার্থকতা থাকে না। ব্রহ্মচর্য্যাদির পর গৃহধর্ম্ম; তৎপর বানপ্রস্থ তার পর সন্ন্যাস। ইহাই ত শাস্ত্রাদিষ্ট পন্থা। জীবনের অন্তকালেই সন্ন্যাস অবলম্বনীয়।

ধীরানন্দ। এ সকল নিয়ম নিম্নাধিকারীর পক্ষে। মন্বাদিশাস্ত্র বেদের পরে রচিত; ইহা সত্য হইলেই শ্রুতিমতে "যখনই বৈরাগ্য হইবে; তখনি সন্ন্যাস লইবে" একথার সার্থকতা থাকে। সন্ন্যাস অবলম্বনের কালাকাল নাই; জগৎ মিথ্যাজ্ঞান হইলেই সন্ন্যাস গ্রহণের উপযুক্ত কাল জানিবে। আর ভারতবর্ষে বর্ত্তমান কালে দুইটী মাত্র আশ্রম দৃষ্ট হয়। গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসাশ্রম। বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রচলন দৃষ্ট হয় না। আর, হয় গৃহী নয় সন্ন্যাসী এই দুয়ের একেতর অবলম্বন করাই বর্ত্তমান যুগে এক্ষণে ধর্ম্ম বা জ্ঞানলাভের উপায়।

রামদাস। আচ্ছা, স্বীকার করিলাম একণে ভারতবর্ষে চতুরাশ্রমের বিধান নাই। সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য এই দুইয়ের একেতর অবলম্বন ধর্ম্মলাভের উপায় হইলেও, গৃহস্থের জ্ঞান হইবে না, একথা আপনি বলিতে পারেন না।

ধীরানন্দ। আমি অবশ্য সেকথা বলিতে পারি না। তবে গৃহস্থের জ্ঞান হওয়া বর্ত্তমান কালে বড়ই দুষ্কর।

রামদাস। সন্ন্যাসীর পক্ষেও সে কথা। আজকাল কত গেরুয়াধারী দেখা যায়; বলুন দেখি, কয় জনের জ্ঞান হইয়া থাকে?

ধীরানন্দ। যদি কাহাদেরও ভিতরে বেশী জ্ঞান হইয়া থাকে, তবে সন্ন্যাসীদের মধ্যেই হয়। গৃহস্থদের মধ্যে যে একেবারে হয় না, তাহা নহে। তবে, যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণতঃ নীচসংসর্গ, কুটিলতা, স্বার্থপরতা ও পরদোষান্বেষণই গৃহীদের প্রধান সাধন।

রামদাস। যেমন, গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর মধ্যেও ঘোরতর ভণ্ডামী ও মূর্খত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে, তাহাদের বাহিক ত্যাগব্রত গৃহস্থের শিক্ষার বিষয় বটে, এইমাত্র যা উপকার।

ধীরানন্দ। যে সকল সন্ন্যাসী ভণ্ড বা মূর্খ, তাহারা প্রকৃত সন্ন্যাসী নহে। কেন?—ভাল সন্ন্যাসী, ভাল সাধু কি কখনও কোথাও দেখ নাই?—এত ত বেড়ালে!

রামদাস। হাঁ, তা বটে। তবে যে সকল গৃহী কুটিল স্বার্থপর ও পরদোষান্বেষী তাহারাও প্রকৃত গৃহী নহে। গৃহীদের মধ্যেও অনেকে ভাল আছেন।

ধীরানন্দ। তার সন্দেহ কি? কিন্তু দেখুন, ত্যাগ না হইলে, সন্ন্যাস-ব্রতগ্রহণ না করিলে, অপরোক্ষানুভূতি বা সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।

রামদাস। সন্ন্যাস অর্থ যদি গেরুয়া কাপড় পরা হয়, তবে আমি আপনার সহিত একমত হইতে পারি না। মনুও বলিয়াছেন "ন লিঙ্গং ধর্ম্ম-কারণং"; আর সন্ন্যাস অর্থ যদি বাসনাত্যাগ হয়, তবে গৃহীও সে সাধনায় অধিকারী।

ধীরানন্দ। লিঙ্গ (অর্থাৎ ত্যাগের কোনও রূপ চিহ্ন) ধারণ করিলে অনেকে ত্যাগের পথে বিশেষ সাহায্য পাইয়া থাকেন। শ্রুতি বলিতেছেন, "তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ"। অলিঙ্গ বা সন্ন্যাসের কিছু চিহ্নরহিত তপস্যায় জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সুতরাং লিঙ্গধারণেরও আবশ্যকতা আছে। স্মৃতি হইতে বেদের প্রমাণ অধিক।

রামদাস। বেদে ইহাও আছে "বিদ্বান্ লিঙ্গবিবর্জ্জিতঃ"। আমার মতে বাসনাত্যাগই সন্ন্যাস। তা গৃহে থাকিয়াও হইতে পারে। [illegible] বলিয়াছেন, "গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ" "নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং"।

গৃহে থাকিয়াও পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ তপস্যা করা যাইতে পারে। নিবৃত্তবাসনা-লোকের পক্ষে গৃহই তপোবন।

ধীরানন্দ। "বিদ্বান্" মানে—যাঁর জ্ঞান হইয়াছে। জ্ঞান হইলে ত সন্ন্যাসাশ্রমেরও পারে যাওয়া হইল। তখন আর 'লিঙ্গ'ই বা কি, আর 'অলিঙ্গ'ই বা কি? সন্ন্যাসের প্রথমাবস্থায় লিঙ্গাদি বড়ই উপকার দেয়। আর দেখুন, কামকাঞ্চনের ঘরে বাস করিয়া নিবৃত্তি-পথে যাওয়া সাধারণ জীবের সাধ্য নহে। কালো ঘরে থাকিলে কোন সময়ে ঝুঁল লাগিবেই লাগিবে।

রামদাস। সাবধানীর কাছে অসম্ভব কিছুই নাই। অনেক গৃহীও সন্ন্যাসীর অনুকরণীয় আছেন।

ধীরানন্দ। যাঁহারা আছেন তাঁহাদিগকে আমরা নমস্কার করি। তাঁহারা যে প্রকৃত বীর সাধক, সেকথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

রামদাস। সন্ন্যাসীর মধ্যে ত যাঁহারা প্রকৃতজ্ঞানী, তাঁহারা আমাদের আদর্শ। কিন্তু নামমাত্র সন্ন্যাসী, ভণ্ড গেরুয়াধারী, আমাদের গৃহী অপেক্ষাও অধম। আর দেখুন,—বেদের উপনিষদ্ ভাগের বক্তা অনেকেই ক্ষত্রিয় রাজা। পুরাণপ্রণেতা বেদব্যাস গৃহী ছিলেন। মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতাগণও গৃহী ছিলেন। তবে আমি একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি যে, সন্ন্যাসীরাই হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের আদর্শস্থানীয় হইয়া আছেন।

ধীরানন্দ। গৃহস্থ যদি ঠিক্ ঠিক্ গৃহধর্ম্ম পালন করিতে পারেন, তবে তাঁহার জ্ঞান হইতে না পারে এমন নয়। কিন্তু তাহা বড়ই কঠিন। লক্ষ গৃহস্থের মধ্যে যদি একটী প্রকৃত গৃহস্থরূপে উৎরাইয়া যায় ত ঢের; কিন্তু লক্ষ সন্ন্যাসীর মধ্যে কমবেশ একশ'টা সাধু নিশ্চয়ই উৎরাইবে।

এইরূপে রামদাস ও ধীরানন্দ কথোপকথন করিতেছিলেন। রামদাসের গ্রামবাসী সহযাত্রী তাঁহাদের কথা শুনিতে শুনিতেই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং উভয়ের কথোপকথন আমরা এই পর্য্যন্তই জানিতে পারিয়াছি।

পাণিনীয়মহাভাষ্যম্।

(৫৭৬ পৃষ্ঠার পর।)

ভাষ্য-মূল।—এবং তর্হি নাপি জ্ঞানে এব ধর্ম্মো নাপি প্রয়োগে এব। কিং তর্হি।

শাস্ত্রপূর্ব্বকে প্রয়োগেঽভ্যুদয়স্তত্তুল্যং বেদশব্দেন।

শাস্ত্রপূর্ব্বকং যঃ শব্দান্ প্রযুঙ্ক্তে সোঽভ্যুদয়েন যুজ্যতে। তত্তুল্যং বেদশব্দেন। বেদশব্দা অপ্যেবমভিবদন্তি। "যোঽগ্নিষ্টোমেন যজতে য উ চৈনমেবং বেদ"। "যোঽগ্নিং নাচিকেতং চিনুতে য উ চৈনমেবং বেদ"। অপর আহ,—তত্তুল্যং বেদশব্দেনেতি। যথা বেদশব্দা নিয়মপূর্ব্বমধীতাঃ ফলবন্তো ভবন্তি এবং যঃ শাস্ত্রপূর্ব্বকং শব্দান্ প্রযুঙ্ক্তে সোঽভ্যুদয়েন যুজ্যতে ইতি। অথবা পুনরস্তু জ্ঞানে এব ধর্ম্ম ইতি। নন্বু চোক্তং জ্ঞানে ধর্ম্ম ইতি চেৎ তথা ধর্ম্ম ইতি। নৈষ দোষঃ, শব্দপ্রমাণকা বয়ং, যচ্ছব্দ আহ তদস্মাকং প্রমাণম্। শব্দশ্চ শব্দজ্ঞানে ধর্ম্মমাহ, নাপশব্দজ্ঞানেঽধর্ম্মমাহ। যচ্চ পুনরশিষ্টাপ্রতিষিদ্ধং নৈব তদ্দোষায় ভবতি নাভ্যুদয়ায়। তদ্যথা,—হিক্কিতহসিতকণ্ডূয়িতানি নৈব তদ্দোষায় ভবন্তি নাভ্যুদয়ায়। অথবাভ্যুপায় এবাপশব্দজ্ঞানং শব্দজ্ঞানে। যো হ্যপশব্দান্ জানাতি শব্দানপ্যসৌ জানাতি। তদেবং জ্ঞানে ধর্ম্ম ইতি ব্রুবতোঽর্থাদাপন্নং ভবতি, অপশব্দজ্ঞানপূর্ব্বকে শব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—এইরূপ হইলে শব্দের জ্ঞানেও ধর্ম্ম নাই এবং প্রয়োগেও ধর্ম্ম নাই। তবে কি?

শাস্ত্র পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে অভ্যুদয় হয়, তাহা বেদ শব্দের তুল্য।

যে ব্যক্তি শাস্ত্র পূর্ব্বক (অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে শব্দসকলকে প্রয়োগ করেন, সেই ব্যক্তি অভ্যুদয় (অর্থাৎ ধর্ম্ম) লাভ করেন। তাহা বেদ শব্দের

তুল্য। বেদশব্দও এইরূপ বলেন,—"যোঽগ্নিষ্টোমেন যজতে য উ চৈনমেবং বেদ"। "যিনি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করেন এবং যিনি ইহাকে এই প্রকারে জানেন"। "যোঽগ্নিং নাচিকেতং চিনুতে য উ চৈনমেবং বেদ"। যে ব্যক্তি নাচিকেত (অর্থাৎ নচিকেতার নন্দন) অগ্নিকে চয়ন করেন এবং যিনি ইহাকে এই প্রকারে জানেন"। অপর ব্যক্তি বলেন, (অর্থাৎ ব্যাখ্যা করেন,)—তাহা বেদ শব্দের তুল্য। যেমন,—বেদের শব্দসকল নিয়মপূর্ব্বক অধীত হইলে ফলবান্ হয় (অর্থাৎ বেদের শব্দসকলকে নিয়ম পূর্ব্বক অধ্যয়ন করা হইলে ফললাভ হয়) এইরূপ, যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে শব্দসকলকে প্রয়োগ করেন, সেই ব্যক্তি অভ্যুদয় লাভ করেন। অথবা শব্দের জ্ঞানেই ধর্ম্ম হউক। যদি বল, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—"যদি জ্ঞানে ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে অধর্ম্মও আছে"। ইহা দোষ নহে, আমরা শব্দপ্রমাণক (অর্থাৎ শব্দই আমাদিগের প্রমাণ), শব্দ যাহা বলেন তাহাই আমাদিগের প্রমাণ, শব্দশাস্ত্র শব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম বলিয়াছেন, অপশব্দজ্ঞানে অধর্ম্ম বলেন নাই। কিন্তু যাহা অনিষ্ট অথচ অপ্রতিষিদ্ধ (অর্থাৎ যাহার প্রতিষেধ করা হয় নাই) তাহা দোষের জনক হয় না এবং অভ্যুদয়ের জনকও হয় না। যেমন,—হিক্কিত (অর্থাৎ হেঁচ্‌কি তোলা), হসিত (হাসা) ও কণ্ডূয়িত (চুলকান) দোষের জনকও নহে এবং অভ্যুদয়ের জনকও নহে। অথবা শব্দজ্ঞানে অপশব্দজ্ঞানই উপায়। যে ব্যক্তি অপশব্দ জানেন, সেই ব্যক্তি শব্দও জানেন। অতএব এই প্রকারে "শব্দের জ্ঞানে ধর্ম্ম" ইহা বলিতে গেলে অপশব্দের জ্ঞান পূর্ব্বক শব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম ইহাই অর্থ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভাষ্য-মূল।—অথবা কূপখানকবদেতদ্ভবিষ্যতি। তদ্যথা,—কূপখানকঃ কূপং খনন্ যদ্যপি মৃদা পাংসুভিশ্চাবকীর্ণো ভবতি, সোঽপ্সু সঞ্জাতাসু তত এব তং গুণমাসাদয়তি, যেন স চ দোষো নির্হণ্যতে ভূয়সা চাভ্যুদয়েন চ যোগো ভবতি. এবমিহাপি যদ্যপ্যপশব্দজ্ঞানেঽধর্ম্মস্তথাপি যস্ত্বসৌ শব্দজ্ঞানে ধর্ম্মস্তেন স চ দোষো নির্ঘানিষ্যতে, ভূয়সা চাভ্যুদয়েন যোগো ভবিষ্যতি। যদপ্যুচ্যতে "আচারে নিয়মঃ" ইতি। যাজ্ঞে কর্ম্মণি স নিয়মোঽন্যত্রানিয়মঃ। এবং হি শ্রূয়তে।

যর্বাণস্তর্বাণো নাম ঋষয়ো বভূবুঃ প্রত্যক্ষধর্ম্মাণঃ পরাপরজ্ঞাঃ বিদিতবেদিতব্যা অধিগতযাথাতথ্যাঃ। তে তত্রভবন্তো যদ্বানস্তদ্বান ইতি প্রয়োক্তব্যে যর্বাণস্তর্বাণ ইতি প্রযুঞ্জতে, যাজ্ঞে কর্ম্মণি পুনর্নাপভাষন্তে। তৈঃ পুনরসুরৈর্যাজ্ঞে কর্ম্মণ্যপভাষিতং ততস্তে পরাভূতাঃ।

বঙ্গানুবাদ।—কিম্বা ইহা কূপখনকের ন্যায় হইবে, যেমন, কূপখানক কূপ খনন করিতে করিতে যদিও সেই মৃত্তিকা ও ধূলি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়, তথাপি, সেই কূপখানক জল উত্থিত হইলে সেই কূপ হইতেই বহু ফল লাভ করে, যদ্দ্বারা সেই দোষ নষ্ট হয়, অর্থাৎ মৃত্তিকা ধূলিপ্রভৃতিকে বিধৌত করা যায় এবং অতিশয় অভ্যুদয়েরও যোগ হয়, অর্থাৎ সেই কূপ খনন দ্বারা সেই ব্যক্তি মহান্ ধর্ম্ম লাভ করে। যদিও বলা হইয়াছে, আচারে নিয়ম, তথাপি সেই নিয়ম যজ্ঞ কর্ম্ম বিষয়ে, আর কোথাও তাহা নিয়ম নহে, শ্রুতিতে এইরূপ শুনা যায়,—যর্বা ও তর্বা নামে ঋষিরা ছিলেন; তাঁহারা প্রত্যক্ষধর্ম্মা অর্থাৎ যোগিপ্রত্যক্ষ দ্বারায় সকলই জানিতে পারিতেন। পরাপরজ্ঞ ছিলেন অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যার প্রবিভাগ জানিতেন। সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়েই তাঁহাদের জ্ঞান ছিল এবং তাঁহারা সকল বিষয়েই তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। মাননীয় সেই ঋষিরা যদ্বা ও তদ্বা প্রয়োগ করিতে গিয়াই যর্বা তর্বা প্রয়োগ করিতেন, কিন্তু যজ্ঞকর্ম্মে অপভাষা প্রয়োগ করিতেন না অর্থাৎ যদ্বা ও তদ্বাই ব্যবহার করিতেন, কিন্তু অসুরগণ যজ্ঞকর্ম্মে অপভাষা প্রয়োগ করিত, সেই হেতুই তাহারা পরাভূত হইয়াছিল।

ভাষ্য-মূল।—অথ ব্যাকরণমিত্যস্য শব্দস্য কঃ পদার্থঃ। সূত্রম্।

সূত্রে ব্যাকরণে ষষ্ঠ্যর্থোঽনুপপন্নঃ॰।

সূত্রে ব্যাকরণে ষষ্ঠ্যর্থো নোপপদ্যতে। ব্যাকরণস্য সূত্রমিতি।

কিং তর্হি তদন্যৎ সূত্রাদ্ব্যাকরণং যস্যাদঃ সূত্রং স্যাৎ।

শব্দাপ্রতিপত্তিঃ॰।

শব্দানাং চাপ্রতিপত্তিঃ প্রাপ্নোতি। ব্যাকরণাচ্ছব্দান্ প্রতিপদ্যামহ ইতি।

নহি সূত্রতঃ এব শব্দান্ প্রতিপদ্যন্তে। কিং তর্হি

তদেব সূত্রং বিগৃহীতং ব্যাখ্যানং ভবতি। ন কেবলানি চর্চাপদানি ব্যাখ্যানং বৃদ্ধিঃ আৎ ঐজিতি, কিং তর্হি উদাহরণং প্রত্যুদাহরণং বাক্যাধ্যাহারঃ ইত্যেতৎ সমুদিতং ব্যাখ্যানং ভবতি।

বঙ্গানুবাদ।—"ব্যাকরণ" এই শব্দের পদার্থ কি ? সূত্র।

সূত্ররূপ ব্যাকরণেতে ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ উপযোগী নহে।

সূত্ররূপ ব্যাকরণে 'ব্যাকরণের সূত্র', এই ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ উপপন্নই হইতে পারে না। অর্থাৎ ব্যাকরণ গ্রন্থই সূত্রাত্মক, অতএব 'ব্যাকরণের সূত্র' এই বাক্যস্থিত 'ব্যাকরণের' এই ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদটীর প্রয়োগ হওয়াই উচিত নহে, যেহেতু সূত্র ও ব্যাকরণ এই দুইটী পৃথক পদার্থ নহে, পৃথক পদার্থেরই সম্বন্ধ হয়, সেই স্থলেই ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে।

ব্যাকরণ কি তবে সূত্র হইতে বিভিন্ন ? যাহার এই সূত্র হইবে।

অর্থাৎ ব্যাকরণ ও সূত্র এই দুইটী শব্দ বিভিন্ন নহে, অতএব ব্যাকরণের সূত্র এইরূপ প্রয়োগই হইতে পারে না।

শব্দ সকলের অপ্রতিপত্তিও ঘটিয়া উঠে। ব্যাকরণ হইতেই শব্দসকলকে পাওয়া যায়। সূত্র হইতেই কখনও শব্দ পাওয়া যায় না। তবে কি ? ব্যাখ্যা হইতেও পাওয়া যায়। সেই সূত্রই গৃহীত হইলে, অর্থাৎ পরিবর্দ্ধিত হইলে ব্যাখ্যা হয়, কেবল চর্চাপদসকল অর্থাৎ সূত্রস্থ পদসকল ব্যাখ্যা নহে। যেমন—(বৃদ্ধিরাদৈচ্ এই সূত্রে বৃদ্ধিঃ আৎ এবং ঐচ্ এই তিনটী পদমাত্রই ব্যাখ্যা নহে। তবে কি ? উদাহরণ, প্রত্যুদাহরণ ও বাক্যের অধ্যাহার (উহ্য বাক্য) এই সকল একত্র হইলেই তাহাকেই ব্যাখ্যা কহে।

ভাষ্য-মূল।—এবং তর্হি শব্দঃ।

শব্দে ল্যুডর্থঃ *।

যদি শব্দো ব্যাকরণং ল্যুডর্থো নোপপদ্যতে ব্যাক্রিয়ন্তে শব্দাঃ অনেনেতি ব্যাকরণং। নহি শব্দেন কিঞ্চিদ্ব্যাক্রিয়তে কেন তর্হি। সূত্রেণ।

ভবে চ *।

ভবে চ তদ্ধিতো নোপপদ্যতে ব্যাকরণে ভবো যোগো বৈয়াকরণ ইতি।

(৪৪

নহি শব্দে ভবো যোগঃ। ক্ব তর্হি সূত্রে।

প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতাঃ *।

প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতাঃ নোপপদ্যন্তে। পাণিনিনা প্রোক্তং পাণিনীয়ং আপি- শলং কাশকৃৎস্নমিতি। নহি পাণিনিনা শব্দাঃ প্রোক্তা কিং তর্হি সূত্রম্ কিমর্থমিদমুভয়মুচ্যতে ভবে প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতা ইতি। ন প্রোক্তাদ [illegible] তদ্ধিতা ইত্যেব। ভবেঽপি তদ্ধিতশ্চোদিতঃ স্যাৎ। পুরস্তাৎ ইদমাচার্য্যে [illegible] দৃষ্টং ভবে চ তদ্ধিত ইতি তৎ পঠিতং ততঃ উত্তরকালমিদং দৃষ্টং প্রোক্তাদয় [illegible] তদ্ধিতা ইতি তদপি পঠিতং। ন চেদানীমাচার্য্যাঃ সূত্রাণি কৃত্বা নিবর্ত্তয় [illegible] অয়ং তাবদদোষঃ যদুচ্যতে শব্দে ল্যুডর্থঃ ইতি। নাবশ্যং করণাধিকর [illegible] যোরেব ল্যুড্ বিধীয়তে। কিং তর্হি। অন্যেষ্বপি কারকেষু কৃত্যল্যুটো [illegible] মিতি। তদ্যথা প্রস্কন্দনং প্রপতনমিতি। অথবা শব্দৈরেব শব্দাঃ ব্যাক্রিয়ন্তে তদ্যথা গৌরিত্যুক্তে সর্ব্বে সন্দেহাঃ নিবর্ত্তন্তে নাশ্বো ন গর্দ্দভ ইতি। অ[illegible] তর্হি দোষঃ ভবে প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতা ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—অতএব বলিব শব্দই ব্যাকরণ।

যদি শব্দই ব্যাকরণ হয়, তবে ল্যুট্ প্রত্যয়ের (মুগ্ধবোধ মতে [illegible] প্রত্যয়ের, কলাপ মতে যুট্ প্রত্যয়ের) অর্থ উপপন্ন হয় না। যাহা দ্বারা [illegible] ব্যাকৃত অর্থাৎ ব্যাখ্যাত হয়, তাহাকে ব্যাকরণ কহে। শব্দের দ্বারা কিছু ব্যাখ্যাত হয় না, তবে কাহার দ্বারা (ব্যাখ্যাত হয়)। সূত্র দ্বারা (ব্যাখ্যাত হয়) ভবার্থে অর্থাৎ বিদ্যমান অর্থেও তদ্ধিত প্রত্যয় হইয়া থাকে, কিন্তু এই স্থলে উক্ত ভবার্থে তদ্ধিত প্রত্যয়ও যুক্তিসঙ্গত নহে, ব্যাকরণে যাহা বিদ্যমান [illegible] তাহাকে বৈয়াকরণ কহে। (অর্থাৎ শব্দ স্বয়ং ব্যাকরণ নহে, কারণ তা [illegible] দ্বারা কিছুই ব্যাখ্যাত হয় না)।

শব্দেতে যে যোগ বা ধর্ম্ম আছে, তাহা দ্বারা কিছুই ব্যাখ্যাত হয় না। [illegible] কাহাতে বিদ্যমান যোগ দ্বারা (ব্যাখ্যাত হয়), সূত্রে বিদ্যমান যোগ [illegible] (ব্যাখ্যাত হয়)।

প্রোক্তাদি তদ্ধিতও উপপন্ন হয় না অর্থাৎ ('তেন প্রোক্তং' তিনি [illegible]

(৪৫

ছেন এই অর্থেও তদ্ধিত প্রত্যয় হয়। যথা পাণিনি যাহা কহিয়াছেন, তাহাকে পাণিনীয় কহে, এইরূপ 'কহিয়াছেন' প্রভৃতি অর্থে যে সকল তদ্ধিত প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকেই প্রোক্তাদি তদ্ধিত কহে। সেই প্রোক্তাদি তদ্ধিতও এস্থলে যুক্তিসিদ্ধ নহে)। যাহা পাণিনি কর্ত্তৃক প্রোক্ত অর্থাৎ কথিত, তাহাকেই পাণিনীয় কহে, আপিশল, কাশকৃৎস্ন প্রভৃতিও ; এইরূপ। পাণিনি শব্দ বলেন নাই। তবে তিনি কি বলিয়াছেন ? সূত্র (বলিয়াছেন)। "তবে" "প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতাঃ" এই দুইটী সূত্র কেন বলা হইল ? কেবল "প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতাঃ" এইটী বলা হয় নাই। "তবে" তদর্থেও তদ্ধিত প্রত্যয় হয় বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ আচার্য্য অর্থাৎ মহর্ষি পাণিনি দেখিলেন, তদর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হয়, তখনই তাহা সূত্রে বলিলেন। তাহার পরে দেখিলেন, প্রোক্তাদি তদ্ধিত প্রত্যয় আছে, তখন তাহাও বলিলেন। এক্ষণে আচার্য্যেরা সূত্র করিয়াই নিবৃত্ত হন না। যাহা বলা হইয়াছে "শব্দে ল্যুডর্থঃ" ইহাতে দোষ নাই, কেবলমাত্র করণ ও অধিকরণ কারকেই ল্যুট্ প্রত্যয় বিধান করা হয় নাই। তবে কিরূপ (বিধান করা হইয়াছে) ? "কৃত্যল্যুটো বহুলম্" অর্থাৎ কৃত্য প্রত্যয় ও ল্যুট্ প্রত্যয় বহু প্রকারে হয়। এই সূত্র দ্বারা অন্য সকল কারকেও হয়, ইহা বিধান করা হইয়াছে। যেমন প্রপতন ইত্যাদি। প্রপতন শব্দের অর্থ পড়িয়া যাওয়া, এই স্থলে যাহা দ্বারা বা যাহাতে পড়িয়া যাওয়া সেই পদার্থমাত্রকে বুঝা যায় না, এস্থলে ভাবে ল্যুট্ প্রত্যয় হইয়াছে। অথবা শব্দ দ্বারা শব্দ ব্যাকৃত হয়, যেমন গৌঃ এই কথা বলিলেই ইহা অশ্ব নহে, ইহা গর্দ্দভ নহে, এই সন্দেহ মিটিয়া যায়। "তবে" ও "প্রোক্তাদয়শ্চ তদ্ধিতাঃ" এই দুইটী তবে দোষ।

ভাষ্য-মূল।—এবং তর্হি।

লক্ষ্যলক্ষণে ব্যাকরণম্ ০।

লক্ষ্যং লক্ষণঞ্চৈতৎ সমুদিতং ব্যাকরণং ভবতি। কিং পুনর্লক্ষ্যং লক্ষণঞ্চ।

শব্দো লক্ষ্যং, সূত্রং লক্ষণম্ এবমপ্যয়ং দোষঃ সমুদায়ে ব্যাকরণশব্দঃ প্রবৃত্তঃ অবয়বে নোপপদ্যতে। সূত্রাণি চাপ্যধীয়ান ইষ্যতে বৈয়াকরণ ইতি। নৈষঃ দোষঃ।

সমুদায়েষু হি শব্দাঃ প্রবৃত্তাঃ অবয়বেষ্বপি বর্ত্তন্তে। তদ্যথা পূর্ব্বে উত্তরে পঞ্চালাঃ, তৈলং ভুক্তং, ঘৃতং ভুক্তং, শুক্লো নীলঃ কৃষ্ণ ইতি। এ সমুদায়ে ব্যাকরণশব্দঃ প্রবৃত্তঃ অবয়বেঽপি প্রবর্ত্ততে। অথবা পুনরস্তু সূত্রম্। নহু চোক্তং সূত্রে ব্যাকরণে ষষ্ঠ্যর্থোঽনুপপন্ন ইতি। নৈষ দোষঃ। ব্যপদেশিবদ্ভাবেন ভবিষ্যতি। যদপ্যুচ্যতে শব্দাপ্রতিপত্তিরিতি। নহি সূত্রত এব শব্দান্ প্রতিপদ্যন্তে কিং তর্হি ব্যাখ্যানতশ্চেতি পরিহৃতমেতৎ। তদেব সূত্রং বিগৃহীতং ব্যাখ্যানং ভবতীতি। নহু চোক্তং ন, কেবলানি চর্চ্চাপদানি ব্যাখ্যানং বৃদ্ধিঃ আৎ ঐচ্ ইতি। কিং তর্হি উদাহরণম্ প্রত্যুদাহরণং বাক্যাধ্যাহার ইত্যেতৎ সমুদিতং ব্যাখ্যানং ভবতীতি অবিজানত এবমেবং ভবতি। সূত্রত এব হি শব্দান্ প্রতিপদ্যন্তে। আতশ্চ সূত্রত এব যো হ্যুৎসূত্রং কথয়েন্নাদো গৃহ্যেত।

বঙ্গানুবাদ।—অতএব তবে।

লক্ষ্য লক্ষণকে ব্যাকরণ কহে। লক্ষ্য ও লক্ষণ এই উভয় একত্রিত হইলে তাহাকে ব্যাকরণ কহে। লক্ষ্য কাহাকে কহে ? এবং লক্ষণই বা কাহাকে কহে ? শব্দকে লক্ষ্য এবং সূত্রকে লক্ষণ কহে। এইরূপ হইলে এই দোষ উপস্থিত হয়, সমুদায়ে অর্থাৎ লক্ষ্য ও লক্ষণ একত্রিত হইলেই তাহাতে ব্যাকরণ শব্দ প্রবৃত্ত হয়, অবয়বে প্রবৃত্ত হয়, এরূপ বুঝায় না ; যাহারা সূত্র সকলকে অধ্যয়ন করে, তাহাদিগকেও বৈয়াকরণ বলা যায়। ইহা দোষ নহে। সমুদায়ে যে শব্দ প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অবয়বেতে প্রবৃত্ত হয়, যেমন পূর্ব্ব পঞ্চাল, উত্তর পঞ্চাল, তৈল খাওয়া হইয়াছে, ঘৃত খাওয়া হইয়াছে, শুক্ল, নীল, কৃষ্ণ ইত্যাদি। (যেমন সমষ্টিভাবে পঞ্চাল একটী শব্দ কিন্তু ব্যষ্টিভাবে পূর্ব্ব পঞ্চাল, উত্তর পঞ্চাল এইরূপ বলা যায়। খাওয়া হইয়াছে একই কথা, কিন্তু তৈল খাওয়া হইয়াছে, ঘৃত খাওয়া হইয়াছে, এরূপ বিভিন্নভাবে প্রয়োগ হইয়াছে। বর্ণ শব্দ শুক্ল, নীল, কৃষ্ণ, হরিত, কপিশ প্রভৃতিতেও সমষ্টিভাবেও প্রযুক্ত হয়, এবং শুক্ল বর্ণ, নীল বর্ণ, কৃষ্ণ বর্ণ এইরূপ ব্যষ্টিভাবেও প্রয়োগ হয়।) এইরূপ ব্যাকরণ শব্দও সমুদায়ে প্রবৃত্ত হইলেও অবয়বেও প্রযুক্ত হয়। কিম্বা সূত্রই হউক। পূর্ব্বেইত বলা হইয়াছে "সূত্রে ব্যাকরণে ষষ্ঠ্যর্থোঽনুপপন্নঃ" অর্থাৎ

ব্যাকরণে ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ সূচিত নহে। ইহা দোষ নহে। অপভ্রংশ হইতে (অর্থাৎ যেমন 'রাহুর শির' রাহু শির ব্যতীত আর কিছুই নহে, তথাপি লোক 'রাহো শিরঃ' এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ 'ব্যাকরণের সূত্র' এইরূপ প্রয়োগও হইতে পারে)। যদিও "শব্দাপ্রতিপত্তিঃ" এই বার্ত্তিক বলা হইয়াছে, তাহা হইলেও "নহি সূত্রতঃ এব শব্দান্ প্রতিপদ্যন্তে কিং তর্হি ব্যাখ্যানতশ্চ" সূত্র দ্বারাই শব্দসকল প্রতিপন্ন হয় না, তবে তাহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, ব্যাখ্যা দ্বারাও প্রতিপন্ন হয়, এই সকল বলাতেই উক্ত দোষের পরিহার হইয়াছে। সেই সূত্রই বিগৃহীত অর্থাৎ পরিবর্দ্ধিত হইলেই তাহাকে ব্যাখ্যান কহে, ইহাও বলা হইয়াছে, চর্চ্চাপদসকল অর্থাৎ সূত্রস্থ পদ সকলই ব্যাখ্যা নহে, যেমন "বৃদ্ধিঃ আৎ ঐচ্" এই তিনটী পদমাত্রই ব্যাখ্যা নহে। তবে কি উদাহরণ, প্রত্যুদাহরণ, বাক্যে অধ্যাহার ইহারা একত্রিত হইয়াই ব্যাখ্যা হয়। যাহারা জানে না তাহাদের পক্ষে এইরূপই অর্থাৎ এই সকল একত্রিত হইয়া ব্যাখ্যা হয়। সূত্র হইতেই শব্দসকল প্রতিপন্ন হয়, এই হেতু সূত্র হইতেই জ্ঞান লাভ হয়। যে উৎসূত্র অর্থাৎ সূত্র সকলকে অতিক্রম করিয়া বলে, তাহা গৃহীত হয় না।

পরমহংসদেবের উপদেশ।

১। এক কাঠুরে বন থেকে কাঠ কেটে এনে কোন রকমে দুঃখে কষ্টে দিন কাটাত। একদিন জঙ্গল থেকে সরু সরু কাঠ কেটে মাথায় করে আনছে, হঠাৎ একজন লোক সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে তাকে ডেকে বল্লে, "বাপু এগিয়ে যাও"। পরদিন কাঠুরে সেই লোকের কথা শুনে কিছু দূরে এগিয়ে গিয়ে মোটা মোটা কাঠের জঙ্গল দেখ্‌তে পেলে; সে দিন যতদূর পারে, কেটে এনে বাজারে বেচে অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশী পয়সা পেলে। পরদিন আবার সে মনে মনে ভাবতে লাগ্‌লো তিনি আমায় এগিয়ে যেতে বলেছেন; ভাল, আজ আর একটু দেখি না কেন। সে এগিয়ে গিয়ে চন্দনকাঠের বন দেখ্‌তে পেলে। সে সেই চন্দন কাঠ মাথায় করে নিয়ে বাজারে বেচে অনেক বেশী টাকা পেলে। পরদিন আবার মনে মনে কল্লে, আমায় এগিয়ে যেতে বলেছেন। সে সেদিন আরও খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে এক তামার খনি দেখ্‌তে পেলে। সে তাতেও না ভুলে দিন দিন আরও যত এগিয়ে যেতে লাগ্‌লো, ক্রমে ক্রমে রূপো, সোনা, হীরার খনি পেয়ে মহা ধনী হয়ে পড়্‌ল। ধর্ম্মপথেরও ঐরূপ। কেবল এগিয়ে যাও। একটু আধটু রূপ, জ্যোতি দেখে বা সিদ্ধাই লাভ করে আহ্লাদে ক'র না যে—আমার সব হয়ে গেছে।

২। একজন সমস্ত দিন ধরে আকের ক্ষেতে জল ছেঁচে দিয়ে শেষে গিয়ে দেখ্‌লে যে, এক ফোঁটা জল ক্ষেতে যায় নি; দূরে কতকগুলো গর্ত্ত ছিল, তা দিয়ে সমস্ত জল অন্য দিকে বেরিয়ে গেছে। সেই রকম যিনি বিষয়-বাসনা, মান-বিদ্যা, ঐশ্বর্য ইত্যাদির দিকে মন রেখে সাধনা করেন, তিনি সারা জীবন ঈশ্বর-উপাসনা করেন, শেষে দেখ্‌তে পাবেন যে, ঐ সকল বাসনারূপ ছেঁদা দিয়ে তাঁর সমুদায় বেরিয়ে গেছে।

৩। যেমন, মেঠো পুকুরের জল ছেঁচতে না থাক্‌লেও আপনি তিল তিল ক'রে কমে যায়, সেই রকম মানুষ যদি ভগবানের প্রতি আত্মসমর্পণ করে, তা হ'লে তার কাম ক্রোধ রিপু সকল আপনা হতে কমে যায়।

বিলাতযাত্রীর পত্র।

[স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত।] [৬৩৭ পৃষ্ঠার পর।

আরাব।

আর দক্ষিণে—বীরপ্রসূ আরাবের মরুভূমি। কখন আলখাল্লা ঝোলান, পশমের গোছা দড়ি দিয়ে একখানা মস্ত রুমাল মাথায় আঁটা, বন্দ্ আরাব দেখেছ?—সে চলন, সে দাঁড়াবার ভঙ্গি, সে চাউনি, আর কোনও দেশে নাই। আপাদমস্তক দিয়ে মরুভূমির অনবরুদ্ধ হাওয়ার স্বাধীনতা ফুটে বেরুচ্ছে;—সেই আরাব। যখন ক্রিশ্চিয়ানদের গোঁড়ামি আর গাথদের বর্ব্বরতা প্রাচীন ইউনান্ ও রোমান সভ্যতালোককে নির্ব্বাণ করে দিলে; যখন ইরান্ অন্তরের পূতিগন্ধ ক্রমাগত সোনার পাত দিয়ে মোড়্বার চেষ্টা করছিল; যখন ভারতে পাটলিপুত্র ও উজ্জয়িনীর গৌরবরবি অস্তমিত, উপরে মূর্খ ক্রূর রাজবর্গ, ভিতরে ভীষণ অশ্লীলতা ও কামপূজার আবর্জ্জনারাশী; সেই সময়ে এই নগণ্য পশুপ্রায় আরাবজাতি বিদ্যুদ্বেগে ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়্লো।

ঐ ষ্টীমার মক্কা হতে আসছে যাত্রী ভরা। ঐ দেখ ইউরোপী পোষাকপরা তুর্ক, আধাইউরোপিবেশে মিসরী, ঐ সুরিয়াবাসী মুসলমান ইরাণী বেশে, আর ঐ আসল আরাব ধুতিপরা—কাছা নেই। মহম্মদের পূর্ব্বে কাবার মন্দিরে উলঙ্গ হয়ে প্রদক্ষিণ করতে হত; তাঁর সময় থেকে একটা ধুতি জড়াতে হয়। তাই আমাদের মোসলমানেরা নমাজের সময় ইজারের দড়ি খোলে, ধুতির কাছা খুলে দেয়। আর, আরাবদের সেকাল নেই। ক্রমাগত কাফ্রি, সিদি হাব্সি রক্ত প্রবেশ ক'রে, চেহারা, উদ্যম সব বদ্‌লে দেছে। মরুভূমির আরাব পুনর্মূষিক হয়েছেন। যারা উত্তরে তারা তুরস্কের রাজ্যে বাস করে—চুপ চাপ ক'রে। কিন্তু সুলতানের ক্রিশ্চিয়ান প্রজারা তুরস্ককে ঘৃণা করে, আরাবকে ভালবাসে; "আরাবরা লেখাপড়া শেখে, ভদ্রলোক হয়, অত উৎপেতে নয়,"—তা'রা বলে। আর খাটী তুর্করা বড়ই ক্রিশ্চিয়ানদের উপর অত্যাচার করে।

মরুভূমি অত্যন্ত উত্তপ্ত হলেও, সে গরম দুর্ব্বল করে না। ... মাথা ঢেকে রাখলেই, আর গোল নেই। শুক গরমি দুর্ব্বল ত ... বরং বলকারক। রাজপুতানার, আরবের, আফ্রিকার লো... নিদর্শন। মারোয়াড়ের এক এক জেলায় মানুষ গরু ঘোড়া ... আকারে বৃহৎ। আরাবী মানুষ ও সিদিদের দেখলে আনন্দ হ... জলো গরমি, যেমন বাঙ্গালা দেশ, সেখানে শরীর অত্যন্ত অব... আর সব দুর্ব্বল।

রেডসির গরম।

রেডসির নামে যাত্রীদের হৃৎকম্প হয়। ভয়ানক গরম। ত... কাল। ডেকে বসে যে যেমন পারছে একটা ভীষণ দুর্ঘটনার গ... ক্যাপ্তেন, সকলের চেয়ে চেঁচিয়ে বলেন। তিনি বলেন দিনকত... খানা চীনী যুদ্ধজাহাজ এই রেডসি দিয়ে যাচ্ছিল। তার কাপ্ত... কয়লাওয়ালা খালাসি গরমে মরে গেছে।

বাস্তবিক কয়লাওয়ালা একে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, নিদারুণ গরম। কখন কখন খেপে উপরে দৌড় এসে ঝাঁ... পড়ে, আর ডুবে মরে; কখনও বা গরমে নীচেই মারা যায়।

এই সকল গল্প শুনে হৃৎকম্প হবার ত যোগাড়। কিন্তু অদৃষ্ট... বিশেষ গরম কিছুই পেলুম না। হাওয়া দক্ষিণী না হয়ে উত্তরে ... লাগলো—সে ভূমধ্যসাগরের হাওয়া।

সুয়েজ বন্দর।

১৪ই জুলাই রেডসি পার হয়ে জাহাজ সুয়েজ পৌঁছুল। সা... মাল। জাহাজে, সুয়েজে নাবাবার মাল আছে। তার উপর এ... প্লেগ, আর আমরা আনছি প্লেগ—সম্ভবতঃ। কাজেই দো তরফা... ভয়। এ ছুঁৎ ছাঁতের ল্যাটার কাছে, আমাদের দিশী ছুঁৎ ছ... লাগে। মাল নাব্‌বে, কিন্তু সুয়েজের কুলি জাহাজ ছুঁতে পারবে ... খালাসি বেচারাদের আপদ আর কি! তারাই কুলি হয়ে, ক্রে...

কালে, আলগোছে নীচে সুয়েজী নৌকায় ফেল্‌চে,—তারা নিয়ে ডাঙ্গায় যাচ্ছে। কোম্পানির এজেণ্ট, ছোট লাঞ্চ করে, জাহাজের কাছে এসেছেন, ওঠবার হুকুম নাই। কাপ্তেনের সঙ্গে জাহাজে নৌকায় কথা হচ্ছে। এত ভারতবর্ষ নয় যে, গোরা আদমি প্লেগ আইন ফাইন সকলের পার! এখানে ইউরোপের আরম্ভ। ইঁদুর-বাহন প্লেগ পাছে ওঠে, তাই এত আয়োজন। প্লেগ বিষ, প্রবেশ থেকে দশ দিনের মধ্যে, ফুটে বেরোন; তাই দশ দিনের আটক। আমাদের কিন্তু দশ দিন হয়ে গেছে।' ফাঁড়া কেটে গেছে। কিন্তু মিসরী আদমিকে ছুঁলেই, আবার দশ দিন আটক। তা হলে আর নেপল্‌সেও লোক নাবান হবে না, মার্সাইতেও নয়। কাযেই যা কিছু কায হচ্ছে, সব আলগোছে। কাযেই ধীরে ধীরে মাল নাবাতে সারাদিন লাগবে। রাত্রিতে জাহাজ অনায়াসেই খাল পার হতে পারে, যদি সামনে বিজলী আলো পায়। কিন্তু সে আলো পরাতে গেলে, সুয়েজের লোককে জাহাজ ছুঁতে হবে,—বস্‌ দশ দিন কারাণ্টীন্‌। কাযেই রাত্তেও যাওয়া হবে না। চব্বিশ ঘণ্টা এই খানে পড়ে থাক, সুয়েজ বন্দরে। এটা বড় সুন্দর প্রাকৃতিক বন্দর, প্রায় তিন দিকে বালির ঢিপি, আর পাহাড়। জলও খুব গভীর। জলে অসংখ্য মাছ আর হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই বন্দরে, আর অষ্ট্রেলিয়ার সিড্‌নি বন্দরে, যত হাঙ্গর, এমন আর দুনিয়ার কোথাও নাই।' বাগে পেলেই মানুষকে খেয়েছে। জলে নাবে কে? সাপ আর হাঙ্গরের উপর মানুষের জাতক্রোধ; মানুষও বাগে পেলে ওঁদের ছাড়বে না।

হাঙ্গর ও বনিটো।

সকাল বেলা খাবার দাবার আগেই শোনা গেল, যে জাহাজের পেছনে বড় বড় হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। জল-জেন্ত হাঙ্গর পূর্ব্বে কখন আর দেখা যায় নি। গতবারে, আসবার সময়ে, সুয়েজে জাহাজ অল্পক্ষণই ছিল, তাও আবার সহরের গায়ে। হাঙ্গরের খবর শুনেই, আমরা তাড়াতাড়ি উপস্থিত। সেকেণ্ড ক্লাসটী জাহাজের পাছার উপর। সেই ছাদ হতে, বারাণ্ডা ধরে, কাতারে কাতারে স্ত্রী পুরুষ, ছেলে মেয়ে, ঝুঁকে, হাঙ্গর দেখ্‌ছে। আমরা

যখন হাজির হলুম, তখন হাঙ্গর মিঞারা একটু সরে গেছেন; ম
হলো। কিন্তু দেখি যে, জলে গাড্‌গাড়ার মত এক প্রকার
ঝাঁকে ভাসছে। আর এক রকম খুব ছোট মাছ, জলে থিক্‌
মাঝে মাঝে এক একটা বড় মাছ, অনেকটা ইলিস মাছের চেহারা,
এদিক ওদিক করে দৌড়ুচ্ছে। মনে হল, বুঝি উনি হাঙ্গরের
জিজ্ঞাসা করে জানলুম—তা নয়। ওঁর নাম বনিটো। পূর্ব্বে
পেহলো বটে; এবং মালদ্বীপ হতে, উনি শুঁটকি রূপে, আমা
চড়ে,—তাও পড়া ছিল। ওঁর মাংস লাল ও বড় সুস্বাদ—তাও
এখন ওঁর তেজ আর বেগ দেখে খুশী হওয়া গেল। অত বড় :
মত জলের ভিতর ছুটছে, আর সে সমুদ্রের—কাচের মত জল,
অঙ্গ ভঙ্গি দেখা যাচ্ছে। বিশ মিনিট, আধ ঘণ্টা টাক, এই প্র
ছুটোছুটি, আর ছোট মাছের কিলিবিল, ও দেখা যাচ্ছে। আ
কোয়াটার, ক্রমে তিত বিরক্ত হয়ে আসছি, এমন সময় এক জন
দুপ বাম জনে বলে উঠ্‌লো, ঐ আসছে ঐ আসছে। চেয়ে দে
প্রকাণ্ড কাল বস্তু ভেসে আসছে, পাঁচ সাত ইঞ্চি জলের নীচে।
এগিয়ে আসতে লাগলো। প্রকাণ্ড থ্যাবড়া মাথা দেখা দি
লবরি চাল; বনিটোর সোঁ সাঁ তাতে নেই; তবে একবার ঘাড় ে
মত চক্কর হলো। বিভীষণ মাছ; গম্ভীর চালে চলে আসছে;
আগে দু একটা ছোট মাছ। আর কতকগুলো ছোট মাছ তার
পেটে, খেলে বেড়াচ্ছে। কোন কোনটা বা ঝেঁকে তার ঘাড়ে
ইনিই সসাঙ্গোপাঙ্গ হাঙ্গর। যে মাছ গুলি হাঙ্গরের আগে আগে
নাম "আড়কাঠি মাছ"—"পাইলট ফিস্‌"। তারা হাঙ্গরকে শীকার
[illegible] বোধ হয়—প্রসাদটা আসটা পায়। কিন্তু হাঙ্গরের সে মুখ-ব
[illegible] যে বে.. সফল হয়, তা বোধ হয় না। যে মাছ গুলি
[illegible] বস্‌ছে, তারা হাঙ্গর-"চোষক"। তাদের বুকে
[illegible] এই ইঞ্চি চওড়া চেপটা গোলপানা একটা থাল

থাকে, যেমন ইংরাজী অনেক রবারের জুতোর তলায় লম্বা লম্বা জুলি কাটা ঝিরকিরে থাকে, তেমনি জুলি কাটা কাটা। সেই জায়গাটা ঐ মাছ, হাঙ্গরের গায়ে দিয়ে চিপে ধরে; তাই হাঙ্গরের গায়ে, পিঠে, চক্‌চকে দেখায়। এরা নাকি হাঙ্গরের গায়ের পোকা মাকড় খেয়ে বাঁচে। এই দুই প্রকার মাছ পরিবেষ্টিত না হয়ে, হাঙ্গর চলেন না। আর এদের, নিজের সহায় পারিষদ জেনে, কিছু বলেনও না। এই মাছ একটা ছোট হাত-সুতোয় ধরা পড়্‌লো। তার বুকে জুতোর তলা একটু চেপে দিয়ে পা তুলতেই, সেটা পায়ের সঙ্গে চিপ্‌সে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। ঐ রকম করে সে হাঙ্গরের গায়ে লেগে যায়।

[ক্রমশঃ]

রামানুজ চরিত।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।] [৬৫২ পৃষ্ঠার পর।

কথিত আছে যে, নাথমুনি স্বীয় সহধর্ম্মিণীর পুত্র ও পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে আর্য্যাবর্ত্তে তীর্থদর্শনের জন্য ভ্রমণ করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীবৃন্দাবন সন্নিকটবর্ত্তী যমুনাকূলে তাঁহার পুত্রবধূর গর্ভসঞ্চার হয়। সুতরাং পৌত্র লাভ করিয়া তিনি তাঁহার নাম যামুনাচার্য্য রাখিয়াছিলেন। নাথমুনি সমসাময়িক পণ্ডিতবর্গের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় মেধাবী ও ধীশক্তিসম্পন্ন লোক সেই সময়ে আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না। পুত্রের লোকান্তরগমনের পর তিনি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন মুনিগণের ন্যায় পবিত্র জীবন অতিবাহিত করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'মুনি' আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। এই জন্যই তাঁহার নাম "নাথমুনি" হইয়াছে। তিনি যোগে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে যোগীন্দ্র বলিত। তিনি দুই খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া, স্বীয় মত তন্মধ্যে বিবৃত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থদ্বয় শ্রীবৈষ্ণবগণের চিরকাল যথার্থ রত্নস্বরূপ ও পরম আদরের বস্তু হইয়া আছে।

দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে যামুনাচার্য্য পিতৃহীন হয়েন। পি সংসারবিমুখ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সুতর বৃদ্ধ পিতামহী ও স্বীয় জননীর দ্বারা অতি কষ্টে পালিত হ কিন্তু … র অসীম ধীশক্তিপ্রভাবে, তিনি অনতিবিলম্বেই সা … অধ্যয়ন করিলেন। তিনি দ্বাদশ বৎসর বয়সে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

আষাঢ়ে চোত্তরাষাঢ়াসম্ভূতং তত্র বৈ পুরে।
সিংহাসনাংশং বিখ্যাতং শ্রীযামুনমুনিং ভজে॥

আষাঢ় মাসে উত্তরাষাঢ় নক্ষত্রে যিনি উক্ত বীরনার ভূমিষ্ঠ হয়েন, যিনি শ্রীবিষ্ণুর সিংহাসনাংশে অবতীর্ণ হইয়া বি শ্রীযামুন মুনির পূজা করি।

শ্রীযামুন মুনির হৃদয়ে কেবল মাত্র শ্রীবিষ্ণুই অধিষ্ঠিত তাহা তাঁহার সিংহাসনস্বরূপ ছিল। এইজন্য যামুন মুনিকে সনাংশ বলিয়া পূজা করেন। অনুমান ৯১৩ খৃষ্টাব্দে পাণ্ড্যরাজ ইনি ভূমিষ্ঠ হয়েন। কৈশোরারম্ভেই, পিতা ঈশ্বরমুনি পরলোক কিন্তু বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মেধা ও শক্তি এতাদৃশ প্রব সর্ব্বশাস্ত্রে সহাধ্যায়ীগণের উপর শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন নাম শ্রীমহাভাষ্যাচার্য্য। শিষ্যের সর্ব্ব শাস্ত্রে পটুতা দেখিয়া তা সাতিশয় স্নেহ করিতেন। তাঁহার মধুর স্বভাব সহাধ্যায়ি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাঁহারা তাঁহার নিকট পাঠ জিজ্ঞাসা হইতেন না, বা আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিতেন না।

যে সময়ে যামুনাচার্য্য ভাষ্যাচার্য্যের নিকট পাঠাভ্যাস করি তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর মাত্র ছিল, সেই সময় পাণ্ড্যরাজে পণ্ডিত স্বীয় বিদ্যাপ্রভাব সমস্ত দাক্ষিণাত্যবাসী পণ্ডিতগণকে … তুলিয়াছিলেন। উক্ত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, যে সভাতেই … কে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের মধ্যে এক প্রকার কো

করিতেন। এই জন্য তাঁহার নাম বিদ্বজ্জনকোলাহল হইয়াছিল। পাণ্ড্যরাজ তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন, এবং তাঁহার সভার অমূল্য অলঙ্কারস্বরূপ বলিয়া তাঁহাকে পূজা করিতেন। যে কোন পণ্ডিত বিদ্বজ্জনকোলাহলের সহিত তর্কে পরাস্ত হইতেন, রাজাদেশে দণ্ডস্বরূপ বার্ষিক তাঁহার নিকট হইতে কিঞ্চিৎপরিমাণে কর নির্দ্দিষ্ট আদায় করিতেন। যামুনাচার্য্যের গুরু শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্যও তাঁহাকে তদনুসারে কর দিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু অর্থের অনাটনবশতঃ দুই তিন বৎসরের কর তাঁহার বাকি পড়িয়া গিয়াছিল। তজ্জন্য কোলাহলের জনৈক শিষ্য বাকি কর আদায় করিবার জন্য একদা ভাষ্যাচার্য্যের চতুষ্পাঠীতে উপনীত হইলেন। সে দিবস ভাষ্যাচার্য্য টোলের ভার যামুনাচার্য্যের হস্তে দিয়া কার্য্যান্তরে বহির্গত হইয়াছিলেন। অন্যান্য শিষ্যেরাও পাঠ সমাপ্ত করিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিয়াছিলেন। যামুনাচার্য্য একক স্বীয় আসনে উপবিষ্ট আছেন। কোলাহলশিষ্য আসিয়াই তীক্ষ্ণস্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার গুরু কোথায়"? তাহাতে যামুনাচার্য্য ধীরনম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন"? কোলাহলশিষ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক রুক্ষভাবে উত্তর করিল "জাননা, আমি কোথা হইতে আসিতেছি? যদি না জান তো শুন। যাঁহার বিদ্যাপ্রভায় সমস্ত দাক্ষিণাত্য উদ্ভাসিত হইয়াছে; যিনি অন্যান্য বুধমণ্ডলীগণের গুরুর স্বরূপ, যিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, পাণ্ড্যরাজ যাঁহার দাসানুদাস, যিনি বিদ্যাভিমানীর গর্ব্বখর্ব্বকারী, যিনি সমগ্র বুধমণ্ডলীর উপর একাধিপত্য স্থাপন করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেককেই স্বীয় করদ করিয়া রাখিয়াছেন, যাঁহাকে কর প্রদান না করিলে পাণ্ড্যরাজের হস্তে কাহারও নিস্তার নাই, আমি সেই মহানুভব, মহামনার পরম সৌভাগ্যশালী শিষ্য। তোমার গুরু উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন, সেই জনাই দুই তিন বৎসরের কর অদ্যাপি বাকি রাখিয়া দিয়াছেন। তিনি চাহেন কি? তিনি কি আমার সর্ব্ববিজয়ী গুরুর সহিত শাস্ত্রীয় তর্ক করিতে ইচ্ছা করেন? পতঙ্গ যেমন মূঢ়তাবশতঃ অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করে, তোমার গুরুর কি সেইরূপ ভাব উপস্থিত হইয়াছে"?

গুরুনিন্দাশ্রবণভয়ে কর্ণে অঙ্গুলিপ্রদানপূর্ব্বক যামুনাচা ঘৃণার সহিত কোলাহলশিষ্যকে কহিলেন, "ছিঃ ছিঃ, তু অথবা, মূর্খের শিষ্য মূর্খ ভিন্ন আর কি হইবে? ফল দেখিয়া গুণাগুণ অনুমিত হয়, সেইরূপ তোমাকে দেখিয়া তোমার গু পাণ্ডিত্য তাহা আর আমার বুঝিতে বাকি নাই। যে গুরু শিষ শিক্ষা দেয়, যে গুরু শিষ্যের মনোমালিন্য নিবারণ না করিয়া, ত আরও মলিন করিয়া তুলে, সে গুরু যে সর্ব্বতোভাবে অন্তঃসারশূন আর কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে? একটী তৃণ উড়াইবার জ প্রবল ঝটিকার সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহাকে মহামূর্খ বলি বলিব? বিদ্বজ্জনকোলাহলকে তর্কে পরাস্ত করিতে মদীয় গুরুবর্গ করিয়া তুমিও সেইরূপ মহামূর্খের কার্য্য করিয়াছ। শৃগা করিবার জন্য কি সিংহের আবশ্যক করে? তুমি তোমার গুরুকে গিয়া বল, "মহানুভব সদাশয়দিগের পূজনীয় ভাষ্যাচা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শিষ্য তাঁহার সহিত তর্ক করিতে চাহে। যদি শ থাকে, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে প্রস্তুত হইয়া সমাচার প্রের প্রস্তুত আছি"। ক্রোধে অধীর ও দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানপরিশূন্য হইয়া, তৎপ্রদানে সাতিশয় ঘৃণা বোধ করিয়া, কোলাহলশিষ্য রক্তলোচ সন্নিধানে যাইয়া ক্রোধকম্পিতকলেবরে ক্রমে ক্রমে সমস্তই নি বিদ্বজ্জনকোলাহল প্রতিদ্বন্দ্বীর বয়ঃক্রম শ্রবণে হাস্য সম্বরণ করি না। রাজসভায় সকলেই কহিলেন যে, ভাষ্যাচার্য্য-শিষ্য বালক চপলতা প্রকাশ করিয়াছে মাত্র, তজ্জন্য তাহাকে শাস্তি দে সত্য সত্যই বালক তর্ক করিতে চাহে কি না, সে উন্মাদগ্রস্ত হইয়া কি না, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য পাণ্ড্যরাজ, পুনরায় আর প্রেরণ করিলেন, এবং বলিয়া দিলেন "যদি সে সত্য সত্যই চাহে, অনতিবিলম্বে তাহাকে এখানে লইয়া আসিবে। মুখে [illegible] দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। শীঘ্রই তাহার শাস্তিবিধান কর

রাজদূত আসিয়া মাবাজা জানাইল, যামুনাচার্য্য উত্তর করিলেন, "আমি বালকদিগের পালন করিতে সর্ব্বতোভাবে উন্মুখ। পরন্তু আমি যখন পণ্ডিতের ন্যায় পণ্ডিতের সহিত তর্ক করিতে যাইতেছি, মহারাজাকে যাইয়া বল, যেন এখান হইতে পণ্ডিত-যোগ্য যানা দিয়া লইয়া যান। অর্থাৎ শিবিকা প্রভৃতি প্রেরণ করেন, নতুবা বিদ্বজ্জনকোলাহলকে এখানে প্রেরণ করুন। এখানেই আমাদের উভয়ের তর্ক হউক"।

দূত রাজাকে ও তদীয় সভাসদ্বর্গকে ইহা জ্ঞাপন করিল। অনেক বাগ্-বিতণ্ডার পর স্থির হইল যে, শিবিকা প্রভৃতি প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। তদনুসারে একশত প্রহরীর সহিত একটী বহুমূল্য শিবিকা প্রেরিত হইল।

এদিকে ভাষ্যাচার্য্য গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যখন শুনিলেন যে, তাঁহার শিষ্য কালসর্পরূপ বিদ্বজ্জনকোলাহলের গাত্রে পদাঘাত করিয়াছেন, তখন তিনি নিজের জীবনাশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া একপ্রকার অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে পাণ্ড্যরাজ সদাশয় হইলেও, যে কেহ তাঁহার সাতিশয় প্রিয় সভা-পণ্ডিতের অবমাননা করে, তাহার প্রতি অতিশয় নির্দ্দয়াচরণ করেন, এমন কি তাহার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্তও করিয়া থাকেন। শিষ্য যামুনাচার্য্য তাঁহাকে বারম্বার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন "আপনার ভীত হইবার কোনও কারণ নাই। আমি আপনার প্রসাদে নিশ্চয়ই কোলাহলের গর্ব্ব খর্ব্ব করিব, আপনি নিশ্চিন্ত হউন"। এমন সময়ে প্রহরীবর্গের সহিত শিবিকা আসিয়া চতুষ্পাঠীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। বালক যামুনাচার্য্য মহাপণ্ডিতের ন্যায় গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া, শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম বন্দনাপূর্ব্বক, শিবিকারোহণ করিলেন। পথে সাতিশয় জনতা হইল। একটী বালক রাজার সর্ব্বপ্রধান সভাপণ্ডিতের সহিত শাস্ত্রীয় দ্বন্দ্ব করিতে চলিয়াছেন, ইহা একটী অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। সুতরাং আবালবৃদ্ধবনিতা সেই অদ্ভুত বালককে দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে দ্রুতপদসঞ্চারে সমবেত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ তাঁহাকে হৃদয় খুলিয়া এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন যে "হে বালক! ভগবান্ বামনরূপ ধারণ করিয়া যেমন বলিকে

রাজ্যচ্যুত, ও পদচ্যুত করিয়াছিলেন, আমাদের আশীর্ব্বাদে তু সেই দাম্ভিক পণ্ডিতাভিমানী বিদ্বজ্জনকোলাহলের গর্ব্বগিরি চূর্ণ ক ও"। এইরূপে সহস্র সহস্র নরনারী রাজদ্বার পর্য্যন্ত তাঁহার পি গমন করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে রাজসভায় রাজা ও রাণীর যামুনাচার্য্য সম্বন্ধে ম হইল। রাজা কহিলেন যে "বিড়াল যেমন মূষিককে নাশ ক সেইরূপ বালককে পরাস্ত, অপদস্থ, ও বিধ্বস্ত করিবে রাণী কহিলেন যে "একটী অগ্নিকণা যেমন প্রকাণ্ড তুলারাশিকে সেইরূপ এই ক্ষুদ্র বালক কোলাহলের গর্ব্বপ্রাসাদকে অদ্য ভূমি রাজা কহিলেন, "হে রাজ্ঞি! তুমি স্ত্রীলোক, তোমার বুদ্ধি অল্প, কোলাহলের বিদ্যার গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছ বালক তোমার চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে"। রাণী উত্তর করিলেন আপনি যাহাই বলুন, অদ্য যে বিদ্বজ্জনকোলাহলের গৌরব অস্তমিত হইবে এবং তাহার স্থলে, সমুদয় নর নারীকে পু নবীন বালসূর্য্যের মধুর প্রভায় দিগ্দিগন্ত উদ্ভাসিত হইবে, আর কোনও সন্দেহ নাই"। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "যদি তুমি কি পণ রাখিবে"? রাণী উত্তর করিলেন "যদি ইহা না হয়, তাহ আপনার ক্রীতদাসীর ক্রীতদাসী হইব"। রাজা কহিলেন "আ বিষম পণ করিলে। আমিও বলিতেছি যে যদি বালক কোলা করিতে পারে তাহা হইলে আমি তাহাকে অর্দ্ধরাজ্য দান করিব রাজ্ঞীর এরূপ বিতণ্ডা চলিতেছে, এমন সময় যামুনাচার্য্য শি অবরোহণ করিয়া রাজা ও রাণী উভয়কে এবং সভাসদ্বর্গ করিলেন; পরে তাঁহাদের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া বিদ্বজ্জনকোলাহ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার কৃশকায়, ও অল্প বয়স দে পূর্ব্বক কোলাহল রাজ্ঞীকে তাচ্ছিল্যসহকারে কহিলেন — "আল অর্থাৎ "এই বালকই কি আমায় জয় করিতে আসিয়াছে"?

করিলেন "আল ওয়াস্তার! —অর্থাৎ "হাঁ", ইনিই আপনাকে জয় করিতে আসিয়াছেন"।

বালকজ্ঞানে কোলাহল যামুনাচার্য্যকে ব্যাকরণ, অমরকোষ প্রভৃতি গ্রন্থ-গ্রন্থ সমূহ হইতে সহজ সহজ প্রশ্ন ও সরল প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। যামুনাচার্য্য হেলায় তত্তাবতের সমুচিত উত্তর দিতেছেন দেখিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে কঠিন প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। যামুনাচার্য্য অবলীলাক্রমে তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন। এবং কোলাহলকে কহিলেন যে "আপনি আমায় বালক দেখিয়া অবজ্ঞা করিতেছেন। এতদ্দ্বারাই আমি আপনার বুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচয় পাইতেছি। মহর্ষি অষ্টাবক্র, জনক-সভায় যখন বন্দীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তখন তিনি বালক—না আপনার ন্যায় বৃদ্ধ ছিলেন? আপনি কি, আকার দেখিয়া পাণ্ডিত্যের তারতম্য নির্ণয় করিয়া থাকেন? আপনার যুক্তি অনুসারে, তাহা হইলে, একটা বৃহৎকায় অনড্বান্ আপনাপেক্ষা অধিক পণ্ডিত। আপনি একজন মহা বিজ্ঞ বলিয়া আমার ধারণা ছিল, কিন্তু আপনার সিদ্ধান্তের অসারতা দেখিয়া এক্ষণে সেই ধারণা বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে"।

[ক্রমশঃ।]

বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ।)

আজ কাল কোন তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইলে যে পক্ষ খুব জোরের সহিত কোন বিষয় উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি অমনি বলিয়া উঠেন, আমি অমুক বিষয়টী Scientifically prove করিব। এমন কি, ধর্ম্ম বুঝাইতে গেলেও আজ কাল বিজ্ঞানের একটু দোহাই না দিলে শ্রোতৃমণ্ডলী বড় আকৃষ্ট হয় না। এইরূপে দেখা যায়, আজ কাল Science বা বিজ্ঞান শব্দের সহিত 'অকাট্য সত্য' এই ভাবটী যেন কেমন এক অচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া গিয়াছে। কি শিক্ষিত, কি অর্দ্ধশিক্ষিত, সর্ব্ব প্রকার লোকের কাছেই এই Scienceএর

প্রতি কেমন একটা শ্রদ্ধার ভাব, কেমন একটা ভক্তির ভাব জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতভাবে প্রবেশ করিয়াছে। এক শ্রেণীর এই বিজ্ঞানে শ্রদ্ধা—ধর্ম্ম,আত্মা,ঈশ্বর প্রভৃতি অলৌকিক অস্তিত্বে আবার আর এক শ্রেণীর লোকের মনে ইহার ঠিক বিপরীত দিয়াছে। উভয় দলই বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া থাকেন; উভয় আপন মত-প্রমাণের জন্য বিজ্ঞানের সহায়তা লইবার, অন্ততঃ, অথচ এইরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হন। উ আলোচ্য বিষয়—বিজ্ঞানের কতদূর দাবী,—বিজ্ঞানের কতদূর বৈজ্ঞানিকতা, অথবা স্পষ্ট ভাষায় বলিতে গেলে—এই বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধানে আমাদের কতদূর সহায়।

কাল,বিজ্ঞান—রেলওয়ে টেলিগ্রাফ সম্ভব করিল; আজ রণ্টজেন করিয়া জগৎকে চমকিত, বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়াছে। বিনা তারে টেলি চলিতেছে। আবার সম্প্রতি, তারে এক স্থান হইতে অপর স্থানে চিত্রপ্রেরণ —কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। সভ্যতার মূল-প্রস্রবণ, বিস্ময়ের আকর, এই বিজ্ঞানের গর্ভে—আরো কি লুকায়িত আছে, কে বলিতে পারে কে বলিতে পারে, কাল বিস্মিত মানবমণ্ডলীর সমক্ষে বিজ্ঞান কি রত্নরাজি—না উপস্থিত করিবে?

বিজ্ঞানের কার্য্য কি? বিজ্ঞানের যন্ত্র কি? বিজ্ঞান দৃশ্য জগতের পরম্পরাকে লইয়া, তাহার উপর তীব্র সাবধান অথচ ধীর পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা প্রয়োগে, আপাতপরিদৃশ্যমান বিভিন্নতার ভিতরে একীভাব দেখিতে আপাতবিষমের ভিতর সমতা স্থাপন করিতে চায়; বিজ্ঞানের ভাষায় গেলে—উহা পদার্থের সামান্য ও বিশেষ লক্ষণ দেখিয়া পদার্থকে শ্রেণীবদ্ধ চায়। এইরূপ ভাবে বস্তু লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে ইহা, বিষয় দেখিতে পায়—যাহা অশিক্ষিত মনের সম্মুখে পড়ে নাই, পড়িলেও উপযুক্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। ইহাকেই আবিষ্কার বলে। অশিক্ষিত মন যাহা তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষা করে, বিজ্ঞান তাহাকে

না ভাবিয়া তাহারই মধ্য হইতে অসাধারণ ব্যাপার আবিষ্কার করে। নিউটন আপেলের পতন দেখিয়াছিলেন। অনেকে তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে উহা দেখিয়াছিল, কিন্তু কাহারো মনে এই মহা সার্ব্বভৌমিক সত্য প্রতিভাত হয় নাই। এই সত্য যাই তাঁহার অন্তরে প্রতিভাত হইল, নানা বিষয়ে পরীক্ষিত হইল, উহার বিভিন্ন নিয়ম আবিষ্কৃত হইল,—তখনি নানা বিষয়ে ঐ নিয়মের সহায়তা লইয়া অনেক কার্য্য হইতে লাগিল; মানুষের পক্ষে অনেক নূতন নূতন বিষয় সম্ভব হইল।

প্রকৃতিকে জয় করা মানুষের মনুষ্যত্ব। মানুষ জগতে প্রথমে প্রবেশকালে নগ্নবেশে আসিয়াছিল। মানুষ প্রকৃতিকে জয় করিয়া বস্ত্রবয়ন করিয়াছে, বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এক কথায়, যাহাতে আপনার ও অপরের অভাব পূরণ হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিয়াছে। বিজ্ঞান-চর্চ্চা না করিয়াও মানুষ এ বিষয়ে কতক কৃতকার্য্য হইয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞানসহায়-জাতি এ বিষয়ে বিশেষরূপে, নিশ্চয়তররূপে ও অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছে। এ বিষয়ের প্রমাণ—আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকা। এ,অবশ্য,বাহ্য প্রকৃতির জয়—আভ্যন্তর প্রকৃতি-জয়ের কথা-প্রসঙ্গ নহে।

বিজ্ঞান নিজের অন্বেষ্টব্য বিষয়গুলির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া এত সতর্কতা সত্তা ও ধীরতার সহিত অগ্রসর হইয়াছে যে, বিজ্ঞানের অনিশ্চিত সিদ্ধান্তগুলি যদিও সকলের অনুমোদিত বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তথাপি বৈজ্ঞানিক প্রণালী এরূপ সুখ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে, এক্ষণে বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই এই প্রণালীর আদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এমন কি, এখন একরূপ নিশ্চয় করিয়াই বলা যাইতে পারে,—যে কোন সত্য, মত বা প্রণালী যে পরিমাণে এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুসরণ করিবে, উহা সেই পরিমাণে সহৃদয়-শিক্ষিতমণ্ডলীর গ্রাহ্য হইবে।

এই বৈজ্ঞানিক প্রণালী কি প্রকার, বুঝিবার জন্য দুই একটী ক্ষুদ্র উদাহরণ দিব, তাহাতে পাঠক উহার সাধারণ লক্ষণের আভাস পাইবেন।

কোন গ্রামে কতকগুলি বালক, যেমন পাড়াগেঁয়ে দুর্দ্দান্ত বালকদের হইয়া থাকে, রাত্রে খেৎ হইতে আক চুরী করিত। তাহারা এরূপ করিয়া কেবল যে নিজেরা খাইত, তাহা নহে। তাহারা আক কাল কয়েক বাড়ীতে, কয়েক গাছা করিয়া ফেলিয়া দিত। গ্রা বাসিগণ উহার কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া ভৌতিক ব্যাপা সিদ্ধান্ত করিত। বালকগণ অবশ্য জানিত, কোন্ ভূতে এ কা একদিন উহারা আবার, আর এক ভূতের হাতে পড়িতে পড়িতে গিয়াছিল। একদিন তাহারা এইরূপ আক চুরী করিয়া বাড় দেখে অন্ধকারে কে একজন বাঁশের উপর বসিয়া দোল খাইতেছে করিয়া হাসিতেছে। দেখিবাই ত সকলের বুক শুকাইয়া গেল। কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল। সকলে একরূপ স্থির করিল—এ ভূত নয়। ইহার মধ্যে জন দুই—সকলের অপেক্ষা একটু বেশী ডান ভূত বলিতে স্বীকার পাইল না। ভূত সম্বন্ধে কথা উঠিলে সচ বিশ্বাসী, আর একদল অবিশ্বাসী হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অবিশ্বাসী হইয়া ক্রমশঃ সেই ভূতের দিকে অগ্রসর হইতে ল তাহাদের হাতে লাঠি ছিল; একবার এগোয়, একবার পেছোয়; ক্ষণের পর তাহারা ভূতের প্রায় নিকটবর্ত্তী হইল। অবশ্য, ইং ক্রমশঃ ইহাদের সাহস দেখিয়া ইহাদের পশ্চাদ্গমন করিয়াছিল। তেছে, জিজ্ঞাসিতেছে—কে ও? কোন উত্তর নাই। পুনর্ব্বার নিরুত্তর। এইরূপ অনেকবার;—ক্রমশঃ ভূত-বিশ্বাস দৃঢ়ীভ ডাকিলে কথা কয় না আপন মনে দুলিতেছে, খিল খিল করিয় ভূত ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ভূত সম্বন্ধে যত প্রকা বর্ণনা আছে, তাহার সকলগুলির সহিত মিলিতেছে। তবে ভূ কি? এই পর্য্যন্ত দেখিয়াই নিবৃত্ত হইলে ভূত সম্বন্ধে আর থাকিত না। কিন্তু তাহারা আর এক পদ অগ্রসর হইল। তা বিয়া লাঠি লইয়া বলিল, বল্ কে তুই? নয় ত এই মারিলাম লাঠি উহার ছুঁইলেই মৃদুভাবে উত্তর আসিল;"কে ও-মা"।

বলিল, কেও দাদা—ব ; এখানে এত রাত্রে কেন ? ব একজন ভদ্রলোকের ছেলে ; কোন কারণে পাগল হইয়া গিয়াছে। ভূত উড়িয়া গেল।

দুই ব্যক্তির ভিতর ঘোর তর্ক উপস্থিত। একজন বলিতেছে, বৃহস্পতিবারে বার বেলায় বাটীর বার হইলে অনিষ্ট হয়। অপরে বলিতেছে, ইহার প্রমাণ কি ? প্রথম ব্যক্তি বলিতেছে, আমি অমুক দিন বাহির হইয়াছিলাম, আমার অনিষ্ট হইয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিতেছে, স্বীকার করিলাম তোমার অনিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তাহা হইতে কি এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে চাও যে, প্রত্যেক বৃহস্পতিবারের বার বেলা বাহির হইলেই অনিষ্ট হইবে ? অবশ্য আমি তোমার সিদ্ধান্ত মিথ্যা বলিতে পারি না, কিন্তু তুমি যে প্রণালীতে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছ, তাহার উপর আমার একটী আপত্তি আছে। যদি তুমি দেখাইতে পার, যতবার তুমি ঐ সময় বাহির হইয়াছ, ততবারই তোমার অনিষ্ট হইয়াছে ; শুধু তাহাই নহে, জগতে অনেক লোকের সম্বন্ধে ঐ পরীক্ষা করিয়া তাহার ঐরূপ ফল তুমি যদি স্থাপন করিতে পার, তাহার পর যদি তুমি সর্ব্বসাধারণের পক্ষেই ঐরূপ ঘটনার সহিত এই অজ্ঞাত তত্ত্বের বিশেষ সাদৃশ্য দেখাইতে পার, তবে তোমার অনুমানের উপর কিঞ্চিৎ বিশ্বাস করিতে পারি ; নতুবা যখন এই সকল অনিষ্টের অনেক জ্ঞাত কারণ রহিয়াছে, তখন অজ্ঞাত কারণকল্পনার প্রয়োজন কি ?

আমাদের পুরাণোক্ত ক্ষীর সমুদ্র, দধি সমুদ্র ইত্যাদি, বাসুকি নাগের পৃথিবী ধারণ, রামধনু—'রামচন্দ্রের ধনু' এই বিশ্বাস, ইত্যাদি ইত্যাদি এবং পাশ্চাত্য প্রদেশেরও এতদ্বিধ অনেক বিশ্বাস বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অভাব হইতে প্রসূত।

আমাদের নিকট ধর্ম্ম-বিশ্বাসের নামে এমন অনেক বিষয় উপস্থিত হয় যে, যাহা হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষিত ব্যক্তির হৃদয় স্বভাবতঃই পশ্চাৎপদ হয়।

'বৈজ্ঞানিক প্রণালী' অর্থে সুতরাং, ঘটনাবলীর বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এই পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা যে পরিমাণে সম্পূর্ণ

হয়, সেই পরিমাণে উহা বৈজ্ঞানিক প্রণালী ; যে পরিমাণে উহ পরিমাণে উহা অবৈজ্ঞানিক। তবে কি বিজ্ঞান কেবল প্রত্যক্ষে তাহা হইলে বিজ্ঞানের সীমা ত অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। ... সহায় হইয়া অনেক অজ্ঞাত রাজ্যেও ভ্রমণ করা যাইতে পারে জ্ঞাত বিষয়ের সহায়তা লইয়া অগ্রসর হইতে হয়। Hypoth কেবল Hypothesis বলিয়াই মনে থাকে, আর যেন প্রতি পদ সাবধানতার সহিত অগ্রসর হওয়া হয়। নতুবা ভ্রমে পড়িবার এইরূপেই বিজ্ঞান, সূর্য্য তারা প্রভৃতির গতি আবিষ্কার করিয়াছে ইহা লক্ষ লক্ষ বর্ষের পূর্ব্বের পৃথিবীর বা সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে সাহসী হইয়াছে। এক সময়ে বিজ্ঞানকে অতি ভীতভাবে অগ্রস গ্যালিলি যখন আবিষ্কার করিলেন, পৃথিবী ঘুরিতেছে ; তখন আবিষ্কার বাইবেলের বিরোধী বলিয়া জেলে যাইতে হইয়াছি বিজ্ঞানের মহতী আবিষ্ক্রিয়া ক্রমোন্নতিবাদ সম্বন্ধেও সময়ে সময়ে নিকট হইতে প্রতিবাদ শুনা যায় বটে ; কিন্তু এই প্রতিবাদকে সংখ্যক ও তাহাদের হস্তে এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষমতা নাই।

বিজ্ঞানপ্রণালীর অপর পক্ষ দেখিতে গেলে, এইরূপে ক্র পাইতে পাইতে বিজ্ঞান যেন আপনার মদে আত্মহারা হইয়া ব মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া, আপনার প্রকৃত সীমা ভুলিয়া গিয়া আরম্ভ করিল। আত্মার অস্তিত্ব নাই, ঈশ্বর নাই, পরলোক বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত হইয়া পড়িল। বিজ্ঞান মানিতে হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে মানিতে হইবে। বিজ্ঞান Laborator analyse করিতে পারিল না,—তবে আত্মা নাই ; অথবা আত্মা Brain as Function !!

একদিকে একেবারে অন্ধবিশ্বাসের লীলাভূমি ; অপরদিকে বিজ্ঞানবাদের প্রলাপ। এ দুইএর মধ্যে প্রকৃত সত্য কোথায় ... হইল কেহ একদিকে, কেহ বা অপর দিকে চলি

সৌভাগ্যক্রমে এক্ষণে অনেকের অন্তরে উভয়ের প্রকৃত স্থান সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান প্রতিভাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিজ্ঞানের প্রকৃত সীমা কতটুকু? এক হিসাবে বিজ্ঞানের সীমা—কি বহির্জ্জগৎ, কি অন্তর্জ্জগৎ—সমুদয়। আর এক হিসাবে বিজ্ঞানের সীমা—কেবল জড়জগৎ। যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীর এই অর্থ করা হয়—কতকগুলি ঘটনা পরম্পরার পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা; তবে আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি, যেমন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জড় জগৎ অনুসন্ধান করা চলে, তদ্রূপ অন্তর্জ্জগতেরও কতকগুলি ঘটনাপরম্পরা আছে, তাহা উপযুক্ত যন্ত্রের দ্বারা অনুসন্ধান করিলে তাহার দ্বারাও প্রকৃত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। অন্তর্জ্জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিবার যন্ত্র মন ও উহার একাগ্রতা-বিধায়ক যোগ। বিজ্ঞান যখন জড়জগৎ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত বলেন, তখন আমরা তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিতে পারি, কেননা তাঁহার প্রণালীর উপর আমাদের বিশ্বাস আছে; আর উঁহাদিগকে জানিবার যথোপযুক্ত যন্ত্রও আমার আছে। কিন্তু অন্তর্জ্জগতের অনুসন্ধানে—বৈজ্ঞানিক 'প্রণালী' প্রযুক্ত হইতে পারে; কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক "যন্ত্র" নহে। যাঁহারা অন্তর্জ্জগৎ পর্য্যবেক্ষণের যন্ত্রব্যবহারের কৌশল জানেন, ও আমাদিগকে শিখাইতে পারেন, আমরা অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের কথা বিশ্বাসে বাধ্য। যেমন আমাদের পরীক্ষা করিবার শক্তি না থাকিলেও বাল্যকালে আমরা, পৃথিবী গোল, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবী ঘুরিতেছে,—এইরূপ কঠোর পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণলব্ধ সত্য সকল শিক্ষা পাই ও বিশ্বাস করি, তেমনি বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও উপযুক্ত যন্ত্রসহকারে লব্ধ আধ্যাত্মিক সত্যসকলও, আমরা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে অক্ষম ব্যক্তিগণকে, অনায়াসে বিশ্বাস করিতে বলিতে পারি।

বৈজ্ঞানিক—বহির্জ্জগতের উপদেষ্টা, যোগী—অন্তর্জ্জগতের উপদেষ্টা। বৈজ্ঞানিক—যোগীর অধিকারে, এবং যোগীও বৈজ্ঞানিকের অধিকারে যেন না প্রবেশ করেন। বৈজ্ঞানিক যেন উচ্চহাস্যসহকারে আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি জীবনের গভীর সত্যসমূহকে অযাচিতভাবে উপহাস না করেন, যোগীও যেন অলৌকিক ক্রিয়া বলিতে গিয়া উহাকে লৌকিক নিয়মের বিরোধী বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা না পাইয়া বরং এক অজ্ঞাত ও উচ্চতর নিয়মের দ্বারা লৌকিক নিয়ম অথবা উচ্চতর প্রকাশরূপে ব্যাখ্যা করেন। ইউরোপ আমেরিকা ভারত—আধ্যাত্মিক। সময়ের যেরূপ চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হইতে পারে যে, এই বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদ, শীঘ্রই আপন ভুলিয়া গিয়া, আপনাদিগকে এক ভ্রাতা বলিয়া বুঝিবে ও আপনা দিগকে একই সত্যানুসন্ধানে নিযুক্ত বুঝিয়া পরস্পরের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন হইবে।

আসামের কথা।

(বাবু প্রবোধচন্দ্র দে)

অনেক দিন হইতেই আসামটা দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল, এবং কলিকাতায় প্লেগ মহাশয়ের বিভীষিকায় এবার—তাহা হই[illegible] আসিবার দুইটী পথ আছে,—প্রথম যাত্রাপুর হইয়া; দ্বিতীয় গোয়ালন্দ [illegible] আমি প্রথমোক্ত পথেই আসিয়াছি। অধিকাংশ লোকই, কেবল [illegible] ব্যতীত, ঐ পথেই আসিয়া থাকে। তাহার [illegible] [illegible] দুই দিনে আসিয়া পৌঁছান যায়। [illegible] আসিতে কিন্তু অনেক কষ্ট আছে,—বারবার গাড়ী বদল, নদী পার, গোয়ালন্দ হইয়া আসিলে শিয়ালদহে রেলে চাপুন,—গোয়ালন্দে জাহাজে উঠিয়া যথাস্থানে গমন করুন। কিন্তু, বিলম্বের ভয়ে সকলেই এ [illegible] ছাড়িয়া কষ্ট স্বীকার করিয়া যাত্রাপুর দিয়া আসিতে বাধ্য হয়েন।

কলিকাতা হইতে প্রায় পাঁচ ঘটিকার সময় দার্জ্জিলিং মেলে [illegible] দামুকদিয়া ঘাটে পৌঁছিলাম। তথায় পদ্মার উপরে ষ্টীমার অপেক্ষা করিতেছিল। মালপত্র ও নিজের শরীরখানা লইয়া গাড়ি ছাড়িয়া উঠিলাম। রাত্রি তখন প্রায় দশ ঘটিকা,—চন্দ্রমা আপনার রজত [illegible] অবিরাম ধারে ঢালিতেছিলেন। জ্যোৎস্নালোক ও

শ্রিত জলরাশি গলায় গলায় মিশিয়া কি অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। আবার শোভার উপর শোভা, ষ্টীমার যখন ভাসিতে ভাসিতে চলিতে লাগিল এবং পরপার অর্থাৎ সারা বা সাঁড়া ঘাট নয়ন গোচর হইল। সারাঘাট-ষ্টেসনের আলোকমালা জলে প্রতিফলিত হইয়া কি নয়নাভিরামিনী হইয়াছিল! ষ্টীমারে নদী পার হইতে হইতে সাহেবদিগের খানা খাওয়া হইয়া গেল। সে দিন বিশেষ কারণে অপেক্ষাকৃত অনেক সাহেব-যাত্রী ছিলেন; তাঁহারা প্রায় সকলেই দার্জ্জিলিং যাইতেছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে একগুলি সাহেব নিঃশব্দে ভোজন করিয়া লইল দেখিয়া মনে মনে অনেক কথার উদয় হইল। আপনার কি আমার বাটীতে ঐরূপ ৫০ কি ১০০ শত লোককে ভোজ দিতে হইলে একটা সমারোহ পড়িয়া যাইত। 'শ্যামা—পাখা নিয়ে আয়, রাম—জল নিয়ে আয়'—এইরূপ একটা মহা কলরব পড়িত, তাহার পর আধ ঘণ্টা পরে হয়ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, চাদর কক্ষে করিয়া খাবিখাওয়া গ্রাস করিত, আর 'খাতক'গণ হয় ত 'লুচি লুচি' করিয়া মহা হল্লা উপস্থিত করিত। কোন পরিবেশনকারী পা পিছলাইয়া দাঁত কপাটী যাইত; আবার হয় ত কোন ব্যক্তি ছাদের উপর হইতে পড়িয়া যাইত, ইত্যাদি অনেক কাণ্ড না হইয়া আমাদের একটা নিমন্ত্রণ বাটীতে কার্য্য সম্পন্ন হয় না।

সারা-ঘাটে আসিয়া দার্জ্জিলিং মেল ও আসাম মেল পৃথক হইয়া গেল; সুতরাং, দার্জ্জিলিং-ডাক, মালপত্র ও যাত্রী, দার্জ্জিলিঙের গাড়ীতে উঠিল; এবং আসামের আসাম-মেলে উঠিল। দার্জ্জিলিং-মেল ছাড়িয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে আসাম মেল ছাড়িল। অতি প্রত্যূষে পার্ব্বতীপুর জংশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই ষ্টেশন হইতে দিনাজপুর লাইন কাচনা-ঘাটে গিয়া পৌঁছিয়াছে; এবং তথা হইতে B. & N W. Ry. দিয়া পশ্চিমে যাওয়া যায়। আবার সেই পার্ব্বতীপুর হইতে কাউনিয়ার দিকে যে লাইন গিয়াছে, তাহাই আসামে যাইবার পথ; এবং বরাবর সোজা উত্তরাভিমুখে যে পথ গিয়াছে, তাহাই দার্জ্জিলিঙের পথ। এই খানে বলা আবশ্যক যে, শিয়ালদহ-সারাঘাট [illegible] ... নর্দার্ন বেঙ্গল-ষ্টেট-

রেলওয়ের গাড়ী ছোট, আবার কাউনিয়ার গাড়ী তাহাপেক্ষা ছোট,—অনেক [illegible] কালের ন্যায়। শস্য-শ্যামলা রঙ্গপুর-জেলার [illegible] দেখিতে দেখিতে এবং স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী পার হইতে হইতে [illegible] বেলা প্রায় ১১টার সময় যাত্রাপুর ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমি যখন আসি, তখন গ্রীষ্মকাল, নদীর জল অনেক কমিয়া গিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় ষ্টেশন পর্য্যন্ত ষ্টীমার যাইতে পারে না; সুতরাং ষ্টেশন হইতে [illegible] খোয়া রাস্তা বা 'মেঠো' পথ ভাঙ্গিয়া ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। যে ষ্টীমার গোয়ালন্দ হইতে দুইদিন আগে ছাড়িয়াছিল, তাহাই—এখানে অপেক্ষা করিতেছিল। ষ্টীমার ঘাটে কয়েকখানি দেশী হোটেল আছে; যাহার ইচ্ছা, সে সেখানে স্নানাহার করিয়া লইতে পারে। পথে দুইদিন ষ্টীমারে থাকিতে হইবে এবং অন্ন জুটিবে না জানিয়া, সেখানে স্নানাহার করিয়া লইলাম।

ষ্টীমারে উঠিয়া শিলং-যাত্রী অনেক বাঙ্গালী-ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। তিনি কলিকাতার সন্নিকট আমতা-নিবাসী। তাঁহার সহিত আলাপ হওয়ায় পথের কষ্ট অনেকটা লাঘব হইয়াছিল। পর দিবস রাত্রি প্রায় ১২টার সময়ে তিনি গৌহাটী নামিলেন; কারণ, গৌহাটী হইতেই শিলং যাইতে হয়। পরদিন সকালে আবার জাহাজ ছাড়িল। এক্ষণে আমি একাকী; বিস্তীর্ণ নদী, তাহার দুই পার্শ্বে বন শোভা, বিরাজিত পর্ব্বতশ্রেণী, সুবিস্তীর্ণ পতিতজমি ইত্যাদি, দেখিতে দেখিতে আসিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা প্রায় আট ঘটিকার সময়, তেজপুরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

আসামের পথ যদিও কষ্টদায়ক, তথাপি কিন্তু ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রাণ মন মোহিত হয়। কোথাও ব্রহ্মপুত্র গিরিবাহিনী পদ [illegible] চুম্বন করিতে করিতে চলিয়াছে; আবার কোথাও বা নদীর জল [illegible] আকাশে মিলিত হইয়া অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অসীমত্বের ছায়া [illegible] প্রতিবিম্বিত করিতেছে! বাস্তবিক ভ্রমণ না করিলে ব্রহ্মাণ্ড [illegible] মহত্ত্ব, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কোন কোন স্থা[illegible]

গৌহাটী-পর্য্যন্ত প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্রবক্ষোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগিরিসমূহ, নানাবিধ বৃক্ষলতা-গুল্ম পরিশোভিত হইয়া যে, কি অপরূপ শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া পাঠকবর্গের তৃপ্তিসাধন করা মৎসদৃশ ক্ষুদ্র জনের কার্য্য নহে। এই স্থানে আসিয়া মনে হয়, যেন কোন কাব্যের জগতে আসিয়া পড়িলাম। মরি মরি, এমন শোভা দেখিবার জিনিষ!

গুয়াহাটী বা গৌহাটী-সহর ব্রহ্মপুত্রের উপর। এই সহর জেলার সদর স্থান; সুতরাং, এখানে অনেক লোকের বাস আছে, অনেক সাহেব সুবা আছেন, উকিল মোক্তার আছেন, দোকান পসার আছে। আবার, এই সহরই—আসাম-বেঙ্গল-রেলওয়ের প্রধান আড্ডা-স্থান। এই রেলের কার্য্য অনেক দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং লমডিং নামক স্থান পর্য্যন্ত রেল চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। অল্পকাল মধ্যেই যে এই সহর আসামের মধ্যে একটা প্রধান স্থানরূপে পরিগণিত হইবে, তাহা এইক্ষণ হইতেই বুঝা যায়। এই রেল-পথ খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অন্তর্বাণিজ্য দৃঢ় করিয়া যে বাড়িবে, তাহার সন্দেহ নাই।

তেজপুর সহরে যখন আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কয়েকদিনের ক্লান্তির পর, একে শরীর অবসন্ন তাহাতে আবার ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি ও তজ্জন্য রাত্রিকালে আঁধার প্রভৃতি কারণে মনটা বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখন তেজপুরে আমার কোন বন্ধুবান্ধবের সহিত আলাপ পরিচয় ছিল না; সুতরাং, সেই রাত্রিতে কোথায় গিয়া আশ্রয় লইব—ইহাই চিন্তার বিষয় হইল। ইতি পূর্ব্বে কখনও সে দেশে যাই নাই। এবার যে তেজপুরে গিয়াছি, সে কোন সাহেবের নিকট। আমার উচিত ছিল একেবারে সাহেবের বাটী গিয়া উঠা; কিন্তু ইতিপূর্ব্বে সাহেবকে কোন সংবাদ দেওয়া হয় নাই, সুতরাং রাত্রিকালে হঠাৎ সাহেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলে একে ত নিতান্ত বেয়াদবি হয়, অপরন্তু তাঁহাকে রাত্রিতে [illegible] দেওয়া হয়। তবে তথাকার অনেক ভদ্রলোকের নাম আমার জানা ছিল; সুতরাং তাঁহার বাসাতে প্রথমে যাওয়া স্থির করিয়া একটা কুলি সঙ্গে লইয়া তাঁহার

আলয়ে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাসায় গিয়া শুনিলাম যে, বাটীর মালিক মফঃস্বলে বেড়াইতে গিয়াছেন। বাটীতে কয়েকটী বালকবালিকা আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া সৌজন্যসহকারে আমাকে বসিতে বলিল এবং জল খাবার খাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিল। বালকবালিকাদিগের আতিথেয়তায় আমি বাস্তবিক অত্যন্ত পুলকিত হইলাম। বাটীর মালিক উপস্থিত নাই, সুতরাং সেস্থলে—বিশেষতঃ আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত বলিয়া—কোনরূপ জলযোগ করা ভদ্রতা বিরুদ্ধ মনে করিয়া কিছু খাইতে নারাজ হইলাম। অল্পকাল মধ্যে দুইজন বাবু আসিলেন এবং পরিচয়ে জানিলাম যে, ইঁহাদিগের মধ্যে একজন, বাটীর কর্ত্তাটীর কনিষ্ঠ, ও অপরটী আত্মীয়। তাঁহারাও আমাকে চিনিলেন। কর্ত্তাটীর নিকট তাঁহারা খবর পাঠাইলেন যে, অমুক-নামধেয় জনৈক ব্যক্তি কলিকাতা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। উত্তরে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, আমাকে আশ্রয় দেওয়া হউক। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার অনুপস্থিতে আমি ত আশ্রয় বিশেষরূপে লইয়াছি, এক্ষণে তাহা সুদৃঢ় হইল। রাত্রি অনেক অধিক হইতে থাকায় উক্ত বন্ধুদ্বয়ের সহিত একত্রে আহার করিয়া যথা সময়ে শয়ন করিলাম, কিন্তু অনেকক্ষণ জাগ্রত ছিলাম। জাগ্রত থাকিয়া [illegible] আতিথেয়তা ও সৌজন্যের বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। বালক বালিকাদিগের [illegible] দেখিয়া বাস্তবিক যে আহ্লাদিত হইয়াছিলাম, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুকুমারমতি বালক বালিকাগণের সদাচার, সদ্ব্যবহার প্রভৃতি অন্তঃপুরমহিলাগণের সুশিক্ষা সৌজন্য ও সদাশয়তার প্রতিবিম্বমাত্র, এবং সেই গুলি ক্রমে অভ্যাস হইতে স্বভাবে পরিণত হইয়া থাকে। পরদিন প্রাতঃকালে [illegible] মালিক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল, আলাপ হইল। ক্রমে [illegible] পুরন্দরকে চিনিলাম।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন মহাশয় যে কে ও কি, তাহার পরিচয় দিব না। যাহা হউক; সকালে তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া সহর দেখাইতে চলিলেন। যাইতে আসিতে অনেকগুলি ভদ্রলোকের সহিত আলাপ পরিচয় হইল, এবং ক্রমে তাহা এতই ঘনীভূত হইয়াছিল যে, দিনান্তে [illegible]

তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে যেন প্রাণে কি একটা জিনিষের অভাব হইত, কিন্তু সে জিনিষটা যে কি, তাহা কবি বলিতে পারেন,—আমি পারি না।

যাহা হউক, যোগেশ বাবু আমাকে—সাহেবের নিকট লইয়া গেলেন। সাহেবের বাঙ্গালা পাহাড়ের উপরে। সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা শেষ হইলে আমরা উভয়ে ফিরিয়া আসিলাম। বৈষয়িক কার্য্যহেতু সাহেব র সহিত যোগেশ বাবুর অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। ৮।১০ দিবস সেই বাবুদিগের বাটীতে থাকিবার পরে, সাহেবের পাহাড়ের এক অংশে একখানি কুটীরে আসিয়া আশ্রয় লইলাম। কয়েকদিন মধ্যে প্রথম দিনের সেই বাবুদিগের সহিত এত আত্মীয়তা জন্মিল যে, তাঁহারা আর আমাকে অপর লোক ভাবিতেন না, আমিও তাঁহাদিগের নিকট নিতান্ত বশীভূত হইয়া পড়িলাম। তাঁহাদিগের সেই যত্ন, সেই অমায়িকতা, সেই অনুগ্রহ জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না।

তেজপুর সহরখানি একটী প্রাকৃতিক উদ্যান (Landscape Garden) বিশেষ। লোকে কত অর্থ ব্যয়, কত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া একখানি উদ্যান রচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু উক্ত সহর স্বভাবে রচিত, স্বভাবে শোভিত। সহরটী উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত, ইহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ গিরিশ্রেণী বিরাজ করিতেছে। উত্তরে হিমালয় উচ্চ হইতে উচ্চতর রজত ও শ্যামলপূর্ণ দূরে দৃষ্টির গতিরোধ করিতেছে, অপরাপর দিকে ভিন্ন ভিন্ন আসামী পাহাড় মধ্য আসামকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। সহরের পদপ্রান্ত দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ আপন মনে, কাহাকেও উপেক্ষা না করিয়া হু-হু-হু বেগে প্রবাহিত হইতেছে। পার্ব্বত্য-দেশের সহর যেমন হইয়া থাকে,—ইহার পথ-ঘাট উঁচু নিচু, আঁকা বাঁকা; রাস্তার ধারে কোন স্থানে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়, কোন স্থানে রাস্তার উভয় পার্শ্বে সারি সবুজ গাছ, বিমু[illegible] মৃদু বায়ুর হিল্লোলে তর-তর করিতেছে! স্থানে স্থানে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরে সাহেবদিগের 'বাঙ্গালা' সহর-কোলাহল-বিবর্জ্জিত নিভৃত-সৌন্দর্য্যরাশি-বিভূষিত হইয়া উকিঝুঁকি মারিতেছে।

[ক্রমশঃ।]

ভগবদ্গীতা-শঙ্করভাষ্যানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।)

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ ৪০॥

অন্বয়।—ইহ (মোক্ষমার্গে) অভিক্রমনাশঃ (প্রারব্ধৈকনাশঃ) নাস্তি (তথা) প্রত্যবায়ঃ (অনিষ্টপ্রাপ্তিঃ) ন বিদ্যতে। অস্য ধর্ম্মস্য স্বল্পমপি মহতো ভয়াৎ ত্রায়তে (রক্ষতি)॥ ৪০॥

মূলের অনুবাদ।—এই মোক্ষমার্গে আরম্ভের বিফলতা হয় না, এই পথে কোন অনিষ্ট-প্রাপ্তিও হয় না, এই যোগধর্ম্মের অল্পমাত্রও অনুষ্ঠান মহৎ ভয় হইতে রক্ষা করিয়া থাকে॥ ৪০॥

ভাষ্য।—কিঞ্চান্যৎ নেহাভীতি। নেহ মোক্ষমার্গে কৃষ্যাদিবৎ অভিক্রম-[illegible] অভিক্রমণমভিক্রমঃ প্রারম্ভঃ তস্য নাশো নাস্তি যথা কৃষ্যাদেঃ যোগবিষয়ে [illegible] প্রারম্ভস্য নানৈকান্তিকফলত্বমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ নাপি চিকিৎসাবৎ প্রত্যবায়ো বিদ্যতে। কিন্তু ভবতি স্বল্পমপ্যস্য যোগধর্ম্মস্য অনুষ্ঠিতং ত্রায়তে রক্ষতি মহতঃ সংসারভয়াৎ জন্মমরণাদিলক্ষণাৎ॥ ৪০॥

অনুবাদ।—এই যোগমার্গে আরও কিছু বৈলক্ষণ্য আছে তাহা দেখাইতে-ছেন—নেহাভিক্রম ইত্যাদি শ্লোক। এই মোক্ষমার্গে কৃষ্যাদির ন্যায় "অভিক্রমনাশঃ [illegible] অভিক্রমণ (অর্থাৎ) প্রারম্ভ, তাহার নাশ নাই; যেমন কৃষ্যাদির [illegible] বিফল হয়, যোগবিষয়ে প্রারম্ভ কিন্তু নিষ্ফলতা নাই, ইহাই তাৎপর্য্য। [illegible] চিকিৎসার ন্যায় ইহাতে প্রত্যবায় নাই। ইহার কিঞ্চিৎ ফল বিশেষ [illegible] (তাহাই বলিতেছেন), এই যোগধর্ম্মের অল্পমাত্রও অনুষ্ঠান জন্ম-মরণাদিরূপ মহৎ সংসারভয় হইতে রক্ষা করিয়া থাকে॥ ৪০॥

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়।—(শ্রেয়োমার্গে) (হে) কুরুনন্দন! একা (এব) ব্যবসায়াত্মিকা নিশ্চয়স্বভাবা বুদ্ধিঃ। অব্যবসায়িনাং (প্রমাণজনিতবিবেকবুদ্ধিরহিতানাং) বুদ্ধয়ো বহুশাখা অনন্তাশ্চ (ভবন্তি) ॥ ৪১ ॥

মূলের অনুবাদ।—হে কুরুনন্দন! নিশ্চয়রূপা বুদ্ধি একপ্রকারই হইয়া থাকে, যাহাদের প্রমাণজনিতবিবেকবুদ্ধি উৎপন্ন হয় নাই, সেই সকল অব্যবসায়িগণের বুদ্ধিসকল নানা প্রকারে বিভক্ত এবং ঐ সকল বুদ্ধির আশ্রয়ে সংসারদুঃখের অন্ত হয় না ॥ ৪১ ॥

ভাষ্য।—যেয়ং সাংখ্যে বুদ্ধিরুক্তা যোগে চ বক্ষ্যমাণলক্ষণা সা ব্যবসায়েতি। ব্যবসায়াত্মিকা নিশ্চয়স্বভাবা একৈব বুদ্ধিরিতরবিপরীতবুদ্ধিশাখাভেদস্য বাধিকা সম্যক্‌প্রমাণজনিতত্বাদিহ শ্রেয়োমার্গে হে কুরুনন্দন! যাঃ পুনরিতরা বুদ্ধয়ঃ যাসাং শাখাভেদপ্রচারবশাদনন্তোঽপারোঽনুপরতঃ সংসারো নিত্যপ্রততো বিস্তীর্ণো ভবতি প্রমাণজনিতবিবেকবুদ্ধিনিমিত্তবশাচ্চ উপরতাস্বনন্তভেদবুদ্ধিষু সংসারোঽপ্যুপরমতে। তা বুদ্ধয়ো বহুশাখা বহ্ব্যঃ শাখা যাসাং তা বহুশাখা বহুভেদা ইত্যেতৎ। প্রতিশাখাভেদেন অনন্তাশ্চ বুদ্ধয়ঃ কেষাং অব্যবসায়িনাং প্রমাণজনিতবিবেকবুদ্ধিরহিতানামিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—এই যে সাংখ্য বিষয়ে বুদ্ধি উক্ত হইল এবং যোগবিষয়ে যে বুদ্ধি উক্ত হইবে, (তাহা কি প্রকার) তাহাই বলিতেছেন ব্যবসায়েত্যাদি। "ব্যবসায়াত্মিকা" নিশ্চয়স্বভাবা (এবং তাহা) একই বুদ্ধি (ঐ বুদ্ধি) অন্য বিপরীত প্রকার বুদ্ধির শাখাভেদের বাধিকা। (কারণ) ইহা সম্যক্ প্রমাণ হইতে জনিত। এই শ্রেয়োমার্গে (যোগ বিষয়ে) হে কুরুনন্দন! অন্য যে সকল বুদ্ধি (আছে), যে সকলের নানাবিধ শাখার প্রচার বশতঃ (এই) নিত্য প্রতত (সর্ব্বদা বিস্তৃত) বিস্তীর্ণ সংসার অনন্ত অপার অনুপরত হইয়া থাকে। (প্রমাণজনিত বিবেক বুদ্ধিরূপ নিমিত্ত বশে অনন্তভেদবুদ্ধি নিবৃত্ত হইলে কিন্তু এই সংসার নিবৃত্ত হইয়া থাকে) সেই সকল বুদ্ধি বহুশাখা (অর্থাৎ) যাহাদের বহু

শাখা বিদ্যমান আছে তাহাকে বহুশাখা বলা যায়, বহুশাখা ইহার তাৎপর্য্যার্থ বহুভেদবতী অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি। প্রতি শাখাভেদে ঐ সকল বুদ্ধি অনন্ত। (এই প্রকার বুদ্ধি) কাহাদিগের হয়? (তাহাই বলা যাইতেছে) অব্যবসায়িগণের অর্থাৎ যাহাদের প্রমাণজনিতবিবেকবুদ্ধি হয় নাই, তাহাদেরই এই প্রকার অর্থ ॥ ৪১ ॥

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়।—হে পার্থ! বেদবাদরতাঃ (কর্ম্মকাণ্ডপ্রামাণ্যবাদিনঃ) অন্যৎ (স্বর্গাদিফলসাধনাদতিরিক্তং বেদেষু) নাস্তি ইতি বাদিনঃ অবিপশ্চিতঃ (পরমার্থজ্ঞানশূন্যাঃ) যামিমাং (ক্রিয়াবিশেষবহুলাং) পুষ্পিতাং (পুষ্পিতবৃক্ষবৎ শোভমানাং) বাচং প্রবদন্তি ॥ ৪২ ॥

মূলের অনুবাদ।—হে পার্থ "স্বর্গাদি ফলের সাধন যাগাদি ব্যতীত বেদে অন্য কিছুই প্রতিপাদিত হয় নাই" এই প্রকার যাহারা বলিয়া থাকে সেই সকল বেদবাদরত (কর্ম্মকাণ্ডের প্রামাণ্যবাদী) পরমার্থজ্ঞানরহিত ব্যক্তিগণ এই যে সকল পুষ্পিত বৃক্ষের ন্যায় শোভাবিশিষ্ট যে বাক্য বলিয়া থাকে। ৪২ ॥

ভাষ্য।—যেষাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্নাস্তি তে যামিমাং বক্ষ্যমাণাং পুষ্পিতাং পুষ্পিতবৃক্ষ ইব শোভমানাং শ্রূয়মাণরমণীয়াং বাচং বাক্যলক্ষণাং প্রবদন্তি। কে অবিপশ্চিতঃ অল্পমেধসোঽবিবেকিন ইত্যর্থঃ। বেদবাদরতাঃ বহ্বর্থবাদফলসাধনপ্রকাশকেষু বেদবাক্যেষু রতাঃ হে পার্থ! নান্যৎ স্বর্গপশ্বাদিফলসাধনেভ্যঃ কর্ম্মভ্যোঽস্তীত্যেবং বাদিনো বদনশীলাঃ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ।—"যাহাদের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি নাই তাহারা" (যামিমামিত্যাদি।) এই "যে" বা যাহা "পুষ্পিতা" পুষ্পিত বৃক্ষের ন্যায় শোভমান (আপাততঃ) [illegible] বাক্য স্বরূপ বাণী বলিয়া থাকে। কে (তাহারা?) "অবিপশ্চিতঃ" [illegible] (অর্থাৎ) অবিবেকী। (তাহারা) "বেদবাদরত" [illegible] ফল সাধনের প্রকাশক বেদবাক্যসমূহে রত। হে

সেই ক্রিয়া বিশেষবহুলবাক্যের দ্বারা অপহৃতচেতা (অর্থাৎ ঐ সকল বাক্যের দ্বারা তাহাদের) বিবেকপ্রজ্ঞা আচ্ছাদিত হয়; (সেই সকল অবিবেকিগণের) "সমাধিতে" (পুরুষের উপভোগের জন্য (বাসনারূপে) সকল বস্তু যাহাতে সমাহিত হয় সেই অন্তঃকরণ (বা) বুদ্ধিতত্ত্বকে সমাধি বলা (যায়) সাংখ্য বা যোগবিষয়িণী ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কখনই বিধীয়মান হয় না (অর্থাৎ) উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহাই অর্থ ॥ ৪৪ ॥

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়।—হে অর্জ্জুন বেদাঃ ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ (অস্থিরফলপ্রতিপাদকাঃ) ত্বং নিস্ত্রৈগুণ্যঃ (নিষ্কামঃ) ভব, তথা নির্দ্বন্দ্বঃ (সুখদুঃখরহিতঃ) নিত্যসত্ত্বস্থঃ (সদা সত্ত্বগুণাবলম্বী) নির্যোগক্ষেমঃ (অলব্ধপ্রাপ্তিলব্ধপরিপালনপ্রবৃত্তিরহিতঃ) আত্মবান্ [অপ্রমত্তঃ] চ [ভব] ॥ ৪৫ ॥

মূলের অনুবাদ।—হে অর্জ্জুন! বেদ [কর্ম্মকাণ্ড] সকল অস্থির সংসারফলেরই প্রতিপাদক—তুমি নিষ্কাম, সুখ দুঃখ রহিত, সদা সত্ত্বগুণাবলম্বী, অলব্ধ প্রাপ্তি ও লব্ধপরিপালনে প্রবৃত্তিহীন ও প্রমাদরহিত হও ॥ ৪৫ ॥

ভাষ্য।—যে এবং বিবেকবুদ্ধিরহিতাস্তেষাং কামাত্মনাং ত্রৈগুণ্যেতি। ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ ত্রৈগুণ্যং সংসারো বিষয়ঃ প্রকাশয়িতব্যো যেষাং তে বেদাঃ ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ ত্বং তু নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব অর্জ্জুন নিষ্কামো ভবেত্যর্থঃ। নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখহেতূ সপ্রতিপক্ষৌ পদার্থৌ দ্বন্দ্বশব্দবাচ্যৌ ততো নির্গতো নির্দ্বন্দ্বো ভব ত্বং নিত্যসত্ত্বস্থঃ সদা সত্ত্বগুণাশ্রিতো ভব। তথা নির্যোগক্ষেমঃ অনুপাত্তস্যোপাদানং যোগঃ উপাত্তস্য রক্ষণং ক্ষেমঃ যোগক্ষেমপ্রধানস্য শ্রেয়সি প্রবৃত্তির্দুষ্করেতি নির্যোগক্ষেমো ভব। আত্মবান্ অপ্রমত্তশ্চ ভব। এষ তবোপদেশঃ স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ।—যাহারা এইরূপ বিবেকবুদ্ধিহীন সেই সকল কামাত্মগণের (পক্ষে)-ত্রৈগুণ্যেত্যাদি "ত্রৈগুণ্যবিষয়" ত্রৈগুণ্য (শব্দের অর্থ) সংসার যাহার বিষয় (অর্থাৎ) প্রতিপাদ্য সেই বেদ (কে) ত্রৈগুণ্য বিষয় (কহে) হে অর্জ্জুন।

তুমি "নিস্ত্রৈগুণ্য" হও (অর্থাৎ) নিষ্কাম হও। "নির্দ্বন্দ্ব" সুখ ও দুঃখের কারণ পরস্পর বিরোধি পদার্থদ্বয় দ্বন্দ্ব শব্দের প্রতিপাদ্য। সেই দ্বন্দ্ব হইতে নির্গত হও। তুমি "নিত্যসত্ত্বস্থ" সর্ব্বদা সত্ত্বগুণাশ্রিত হও। এবং "নির্যোগক্ষেম" অলব্ধ বস্তুর লাভ (কে) যোগ (কহে) লব্ধ বস্তুর রক্ষণ (কে) ক্ষেম (কহে) যোগ ও ক্ষেমই যাহার প্রধান (লক্ষ্য) তাহার শ্রেয়োমার্গে প্রবৃত্তি দুষ্কর এই জন্য তুমি যোগক্ষেমরহিত হও। "আত্মবান্" অপ্রমত্ত হও স্বধর্ম্মানুষ্ঠানকারী তোমার প্রতি ইহা (ই) উপদেশ ॥ ৪৫ ॥

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়।—উদপানে (কূপাদৌ) যাবান্ (স্নানপানাদিঃ) অর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে (মহাহ্রদাদৌ) (যথা) তাবান্ অর্থঃ (এবং) সর্ব্বেষু বেদেষু যাবান্ অর্থঃ (সম্পদ্যতে) তাবান্ (সর্ব্ব এব) বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য (ভবতীতি শেষঃ) ॥ ৪৬ ॥

মূলের অনুবাদ।—স্বল্পজল (বহু) কূপাদিতে স্নান পানাদি যে সকল প্রয়োজন সাধিত হয়। জলপরিপূর্ণ (এক) বৃহৎ জলাশয়ে যেমন সেই সকল প্রকার অর্থই (অনায়াসে) সাধিত হইয়া থাকে এই প্রকার সকল বেদে যে সকল প্রয়োজন সাধিত হয়, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানশালী ব্রাহ্মণেরও (অনায়াসে) তাহা সকলই সাধিত হয়। (বৈষয়িক পরিচ্ছিন্ন সুখ, অখণ্ড ব্রহ্মানন্দে অন্তর্ভূত আছে ইহাই তাৎপর্য্য)।

ভাষ্য।—সর্ব্বেষু বেদোক্তেষু কর্ম্মসু যান্যনন্তানি ফলানি তানি নাপেক্ষ্যন্তে চেৎ কিমর্থং তানীশ্বরায় অনুষ্ঠীয়ন্তে ইতি উচ্যতে শৃণু। যাবানিতি।

যথা লোকে কূপতড়াগাদ্যনেকস্মিন্ উদপানে পরিচ্ছিন্নোদকে যাবান্ যাবৎ পরিমাণঃ স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ফলং স সর্ব্বোঽর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে যোঽর্থস্তাবানেব সম্পদ্যতে তত্রান্তর্ভবতীত্যর্থঃ। এবং তাবান্ তাবৎ পরিমাণ এব সম্পদ্যতে সর্ব্বেষু বেদেষু বেদোক্তেষু কর্ম্মসু যোঽর্থো যৎ কর্ম্মফলং সোঽর্থঃ ব্রাহ্মণস্য সংন্যাসিনঃ পরমার্থতত্ত্বং বিজানতঃ যোঽর্থো বিজ্ঞানফলং সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ং তস্মিন্ তাবানেব সম্পদ্যতে তত্রৈবান্তর্ভবতীত্যর্থঃ। "সর্ব্বং

ত্যাভিসন্ধেস্তি বৃ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ" ইতি শ্রুতেঃ। সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং ইতি চ বক্ষ্যতি তস্মাৎ প্রাগ্‌ জ্ঞাননিষ্ঠাধিকার প্রাপ্তেঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতেন কূপতড়াগাদ্যর্থস্থানীয়মপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যম্‌ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ:—সকল প্রকার বেদোক্তকর্ম্মসমূহে যে সকল অনন্তফল (উক্ত হইয়াছে) তাহা যদি (মুমুক্ষুগণ) অপেক্ষিত না হয়, তাহা হইলে কেন ঐ সকল কর্ম্ম ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে? (এই প্রশ্নের উত্তর) বলা যাইতেছে শুন—যাবানিত্যাদি।

লোকে যে প্রকার কূপতড়াগাদি প্রভৃতি অনেক "উদপানে" অর্থাৎ জলাশয়ে স্নান পরিমাণ স্নান পান প্রভৃতি "অর্থ" ফল প্রয়োজন (হয়) সেই সকল প্রয়োজনই তাবৎ পরিমাণেই সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে (জলপূর্ণ বৃহৎ জলাশয়ে) সম্পন্ন হয় (অর্থাৎ) তাহাতেই অন্তর্ভূত হয়। এই প্রকার তাবৎ পরিমাণই সম্পন্ন হয় (কোন স্থলে?) সকল বেদে (অর্থাৎ) বেদোক্ত সকল কর্ম্মে যে অর্থ (অর্থাৎ) যে কর্ম্মফল। সেই অর্থ সকল পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণের সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয় যে অর্থ, তাহাতে তাবৎ পরিমাণেই সম্পন্ন হইয়া থাকে (অর্থাৎ তাহার মধ্যে নিহিত হয়)। এই বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ শ্রুতিও আছে যে, "প্রজাগণ যাহা কিছু সৎ কর্ম্ম করে তাহার ফল সেই একজ্ঞানের ফলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সেই (যথা) যাহা [রৈক্ক] জানিতেন সেই (ব্রহ্ম) যে জানে" ইত্যাদি। সকল কর্ম্মই জ্ঞানের মধ্যে নিহিত হয়, ইহা এই গীতাতেও বলিবেন, সুতরাং জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকারপ্রাপ্তির পূর্ব্বে কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তির কূপতড়াগাদিফলস্থানীয় হইলেও কর্ম্ম কর্ত্তব্য ॥ ৪৬ ॥

পরমহংসদেবের উপদেশ।

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ।)

১। বালক যেমন এক হাতে খোঁটা ধরে বন্ ২ করে ঘুরতে থাকে, একবারও ভয় করে না, কিন্তু তার মন সেই খোঁটার দিকে সর্ব্বদা পড়ে থাকে, সে বেশ জানে যে, খোঁটাটি ছাড়লেই আমি পড়ে যাব। সংসারেও সেই রকম, ভগবানের দিকে মন রেখে সকল কায কর, কিন্তু মন যেন তাঁর প্রতি সর্ব্বদা থাকে, তা হ'লে নিরাপদে থাকবে।

২। সূর্য্যের কিরণ সব জায়গায় সমান পড়লেও জলের ভিতর, আরসিতে ও সকল স্বচ্ছ জিনিষের ভিতর বেশী প্রকাশ দেখায়। ভগবানের সকল হৃদয়ে বিকাশ সমান হলেও সাধুদের হৃদয়ে বেশী প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

৩। সকল পিঠের এটেল এক জিনিষের হলেও কিন্তু পুর ভেদে পিঠে ভাল মন্দ স্বাদ হয়ে থাকে। সকল মানুষের শরীর এক জিনিষে গড়া বটে, কিন্তু হৃদয়ের পবিত্রতা অনুসারে মানুষ ভাল মন্দ হয়।

৪। গুটি পোকা যেমন আপনার নালে ঘর ক'রে আপনি বদ্ধ হয়, তেমনি সংসারী জীব আপনার কর্ম্মেই আপনি বদ্ধ হয়। যখন প্রজাপতি হয় তখন গুটি কেটে বেরোয়, তেমনি বিবেক বৈরাগ্য হলে বদ্ধ জীব মুক্ত হয়ে যায়।

৫। চকমকি-পাথর শত বৎসর জলের ভিতর পড়ে থাকলেও তার কোন গুণ নষ্ট হয় না, তুলে লোহার ঘা মারবা-মাত্রই আগুন বেরোয়। ঠিক তেমনি ভক্ত হাজার ২ কুসঙ্গের মধ্যে পড়ে থাকলেও তার বিশ্বাস ভক্তি কখনই নষ্ট হয় না। ভগবৎ-কথা হলে তখনি আবার সে ঈশ্বর-প্রেমে মত্ত হয়।

বিলাতযাত্রীর পত্র।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত।] [৬৭৮ পৃষ্ঠার পর।

হাঙ্গর ধরা।

সেকেণ্ড ক্লাসের লোকগুলির বড়ই উৎসাহ। তাদের মধ্যে একজন ফৌজী লোক। তার ত উৎসাহের সীমা নেই। কোথা থেকে জাহাজ-খুঁজে একটা ভীষণ বড়্শির যোগাড় করলে। সে 'কো'র ঘটি তোলা'র ঠাকুরদাদা। তাতে সের খানেক মাংস আচ্ছা-দড়ি দিয়ে জোর করে জড়িয়ে বাঁধলে। তাতে এক মোটা কাছি বাঁধা হলো। হাত চার বাদ দিয়ে, একখান মস্ত কাঠ, ফাতনার জন্য লাগান হ'ল। তারপর, ফাতনা শুদ্ধ বঁড়শি, ঝুপ করে জলে ফেলে দেওয়া হ'ল। জাহাজের নীচে, একখান পুলিসের নৌকা, আমরা আসা পর্যন্ত,চৌকি দিচ্ছিল ;— পাছে ডাঙ্গার সঙ্গে, আমাদের কোন রকম ছোঁয়াছুঁয়ি হয়। সেই নৌকার উপর আবার দুজন দিব্বি ঘুমুচ্ছিল. আর যাত্রীদের যথেষ্ট ঘৃণার কারণ হচ্ছিল। এক্ষণে তারা বড় বন্ধু হয়ে উঠ্লো। হাঁকাহাঁকির চোটে আরব মিঞা, চোখ মুছ্তে মুছ্তে উঠে দাঁড়ালেন। কি একটা হাঙ্গামা উপস্থিত বলে, কোমর আঁটবার যোগাড় কর্ছেন, এমন সময়ে বুঝতে পারলেন যে, অত হাঁকাহাঁকি,—কেবল তাঁকে কড়িকাষ্ঠরূপ হাঙ্গর ধরবার ফাতনাটিকে টোপ সহিত কিঞ্চিৎ দূরে সরাইয়া দিবার অনুরোধধ্বনি। তখন তিনি নিশ্বাস ছেড়ে, আকর্ণবিস্তার হাসি হেসে, একটা বল্লির ডগায় ক'রে, ঠেলে ঠুলে ফাতনাটাকে ত দূরে ফেল্লেন ; আর আমরা উদ্গ্রীব হয়ে, পায়ের ডগায় দাঁড়িয়ে, বারাণ্ডায় ঝুঁকে, ঐ আসে ঐ আসে—শ্রীহাঙ্গরের জন্য 'সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানং'. হয়ে রইলাম ; এবং যার জন্য মানুষ ঐ প্রকার ধড় ফড় করে, সে চিরকাল যা করে, তাই হতে লাগলো। অর্থাৎ 'সখি শ্যাম না এলো'। কিন্তু সকল দুঃখেরই একটা পার আছে। তখন সহসা জাহাজ হতে প্রায় দু'শ হাত দূরে, বৃহৎ ভিস্তির মুষকের আকার কি একটা ভেসে উঠলো ; সঙ্গে সঙ্গে, ঐ হাঙ্গর ঐ

হাঙ্গর রব। চুপ চুপ—ছেলের দল!—হাঙ্গর পালাবে। বলি, ওহে! সাদা টুপিগুলো একবার নাবাও না, হাঙ্গরটা যে ভড়্কে যাবে ; ইত্যাকার আওয়াজ যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ কর্ছে, তাবৎ সহাঙ্গর লবণসমুদ্রজন্মা, বঁড়িশলগ্ন শোরের মাংসের তালটী, উদরাগ্নিতে ভস্মাবশেষ করবার জন্য, পালভরে নৌকার মত সোঁ ক'রে সামনে এসে পড়লেন। আর পাঁচ হাত—আর হাঙ্গরের মুখ টোপে ঠেকেছে ; সে ভীম পুচ্ছ একটু হেললো—সোজাগতি চক্রাকারে পরিণত হলো। যাঃ হাঙ্গর চলে গেল যে হে! আবার পুচ্ছ একটু বাঁক্লো, আর সেই প্রকাণ্ড শরীর ঘুরে, বঁড়শি-মুখো, দাঁড়ালো। আবার সোঁ করে আস্ছে—ঐ হাঁ করে, বঁড়শি ধরে ধরে ; আবার সেই পাপ লেজ নড়লো, আর হাঙ্গর শরীর ঘুরিয়ে দূরে চল্লো। আবার ঐ চক্র দিয়ে আস্ছে, আবার হাঁ কর্ছে ; ঐ—টোপটা মুখে নিয়েছে; এইবার, ঐ ঐ চিতিয়ে পড়লো ; হয়েছে, টোপ খেয়েছে। টান্ টান্ টান্। ৪০।৫০ জনে টান্, প্রাণপণে টান্। কি জোর মাছের, কি ঝটাপট, কি হাঁ ; টান্ টান্। জল থেকে এই উঠ্লো, ঐ যে জলে ঘুর্ছে, আবার চিতুচ্ছে, টান্ টান্। যাঃ টোপ খুলে গেল! হাঙ্গর পালালো। তাইতো হে, তোমাদের কি তাড়াতাড়ি বাপু! একটু সময় দিলে না টোপ খেতে, যেই চিতিয়েছে অমনিই কি টান্তে হয়? আর 'গতস্য শোচনা নাস্তি'। হাঙ্গর ত বঁড়শি ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড়। আড়কাটি মাছকে, উপযুক্ত শিক্ষা দিলে কি না, তা খবর পাই নি। মোদ্দা হাঙ্গর ত চোঁচা। আবার সেটা ছিল "বাঘা"। বাঘের মত কাল কাল ডোরা কাটা। যা হক্, "বাঘা" বঁড়শি-সান্নিধ্য পরিত্যাগ করবার জন্য—স-"আড়কাটি"-"রক্তচোষা" অন্তর্দ্ধান।

কিন্তু নেহাৎ হতাশ হবার প্রয়োজন নাই।—ঐ যে পলায়মান "বাঘার" গা ঘেঁসে আর একটা প্রকাণ্ড 'থ্যাবড়ামুখো' চলে আস্ছে! আহা হাঙ্গরদের ভাষা নেই! নইলে "বাঘা" নিশ্চিৎ পেটের খবর তাকে দিয়ে সাবধান করে দিত। নিশ্চিত বল্ত "দেখ হে সাবধান, ওখানে একটা নূতন জানোয়ার এসেছে, বড় সুস্বাদ সুগন্ধ মাস তার, কিন্তু কি শক্ত হাড়! এতকাল হাঙ্গর-গিরি কর্ছি, কত রকম জানোয়ার—জ্যান্ত,মরা,আধমরা,—উদরস্থ করেছি ; কত রকম হাড়

গোড়, ইট পাথর, কাঠ কুটরো, পেটে পুরেছি, কিন্তু এ হাঙ্গরের কাছে আর সব বাধব রে—বাধব"। "এই দেখনা আমার দাঁতের দশা, চোয়ালের দশা, কি হয়েছে" ব'লে, একবার সেই আবটিদেশ বিস্তৃত মুখ ব্যাদান ক'রে, আগন্তুক-হাঙ্গরকে অবশ্যই দেখাত। সেও প্রাচীনবয়স-সুলভ অভিজ্ঞতা সহকারে—চ্যাঙ মাছের পিত্তি, কুঁজো ভেটকির পিলে, ঝিনুকের ঠাণ্ডা সুরুয়া ইত্যাদি সমুদ্রজ মহৌষধির কোন না কোনটা ব্যবহারের উপদেশ দিতই দিত। কিন্তু যখন ওসব কিছুই হ'ল না, তখন হয় হাঙ্গরদের অত্যন্ত ভাষার অভাব, নতুবা ভাষা আছে, কিন্তু জলের মধ্যে কথা কওয়া চলে না। অতএব যতদিন না কোনও প্রকার হাঙ্গুরে অক্ষর আবিষ্কার হচ্ছে, ততদিন সে ভাষার ব্যবহার কেমন করে হয়? অথবা "বাঘা" মানুষ ঘেঁসা হয়ে, মানুষের ধাত পেয়েছে; তাই "থ্যাবড়া"কে আসল খবর কিছু না ব'লে, মুচ্‌কে হেসে, 'ভাল আছ ত হে' ব'লে সরে গেল।—"আমি একাই ঠক্‌বো" ?

"আগে যান ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়ে পাছু পাছু যান গঙ্গা ......"—শঙ্খধ্বনি ত শোনা যায় না, কিন্তু আগে আগে চলেছেন "পাইলট ফিস", আর পাছু পাছু প্রকাণ্ড শরীর নাড়িয়ে আসছেন "থ্যাবড়া", তাঁর আশে পাশে নৃত্য করছেন "হাঙ্গর চোষা" মাছ। আহা' ও লোভ কি ছাড়া যায়,—দশ হাত দরিয়ার উপর ঝিক্ ঝিক্ ক'রে তেল ভাসছে আর খোস্‌বু কত দূর ছুটেছে, তা "থ্যাবড়াই" বলতে পারে। তার ওপর সে দৃশ্য কি! সাদা, লাল, জরদা,—এক জায়গায়; আসল ইংরেজি শুয়ারের মাংস, কাল প্রকাণ্ড বড়সির চারি ধারে বাঁধা, জলের মধ্যে—রঙ বরঙের গোপীমণ্ডল মধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায়—দোল খাচ্ছে !!

এবার সব চুপ্, নড়ো চড়ো না, আর দেখ, তাড়াতাড়ি ক'রো না। মোটা—কাছির কাছে কাছে থেকো। ঐ,—বঁড়সির কাছে কাছে ঘুরছে; টোপটা মুখে নিয়ে—নেড়ে চেড়ে দেখছে,—দেখুক। চুপ্ চুপ্,—এইবার চিৎ হলো; ঐ যে আড়ে গিলছে; চুপ্ গিলতে দাও। তখন "থ্যাবড়া" অবসর-ক্রমে, আড় হয়ে টোপ উদরস্থ ক'রে যেমন চলে যাবে, অমনি প'ড়লো টান। বিস্মিত থ্যাবড়া, মুখ ঝেড়ে চাইলে—সেটাকে ফেলে

দিতে,—উল্টো উৎপত্তি !! বঁড়সি গেল বিঁধে, আর উপরে ছেলে, বুড়ো, জোয়ান,—দে টান;—কাছি ধ'রে দে টান্। ঐ হাঙ্গরের মাথাটা জল ছাড়িয়ে উঠ্‌লো,—টান্ ভাই টান্; ঐ যে প্রায় আধ খানা হাঙ্গর জলের ওপর। বাপ্ কি মুখ! ও যে সবটাই মুখ—আর গলা—হে। টান ঐ সবটা জল ছাড়িয়েছে। ঐ যে বঁড়সিটা বিঁধেছে—ঠোঁট এফোঁড় ওফোঁড় টান্। থাম্ থাম্।—ও আরব পুলিস মাঝি! ওর ন্যাজের দিকে একটা দড়ি বেঁধে দাও ত; নইলে যে—এত বড় জানোয়ার, টেনে তোলা দায়। সাবধান হয়ে ভাই, ও ন্যাজের ঝাপটায় ঘোড়ার ঠ্যাং ভেঙ্গে যায়। আবার টান্—কি ভারি হে। ও মা, ও কি? তাইত হে, হাঙ্গরের পেটের নীচে দিয়ে, ও ঝুলচে কি? ও যে নাড়ি ভুঁড়ি। নিজের ভারে নিজের নাড়ি ভুঁড়ি বেরুলো যে; যাক্ ওটা কেটে দাও, জলে পড়ুক,—বোঝা কমুক; টান ভাই টান। এ যে রক্তের ফোয়ারা হে, আর কাপড়ের মায়া করলে চলবে না। টান্ এই এলো। এইবার জাহাজের ওপর ফেলো; ভাই হুঁসিয়ার, খুব হুঁসিয়ার,—তেড়ে এক কামড়ে, একটা হাত ওয়ার। আর ঐ ন্যাজ সাবধান। এইবার এইবার দড়ি ছাড়,—ধুপ্। বাবা কি হাঙ্গর! কি ধপাৎ করেই জাহাজের ওপর পড়্‌লো! সাবধানের মার নেই ঐ কড়ি কাঠ খানা দিয়ে ওর মাথায় মার—ওহে ফৌজি ম্যান তুমি সেপাই লোক, এ তোমারি কায।—"বটে ত"। রক্ত মাখা গায়, কাপড়ে, ফৌজি যাত্রী কড়ি কাঠ উঠিয়ে, দুম দুম দিতে লাগলো হাঙ্গরের মাথায়। আর মেয়েরা আহা কি নিষ্ঠুর, মের না, ইত্যাদি চিৎকার করতে লাগলো। অথচ দেখতেও ছাড়্‌বে না! তারপর সে বীভৎস কাণ্ড এই খানেই বিরাম হোক্। কেমন করে সে হাঙ্গরের পেট চেরা হল, কেমন রক্তের নদী বইতে লাগলো, কেমন সে হাঙ্গর ছিন্ন অন্ত্র, ভিন্ন দেহ, ছিন্ন হৃদয়, হয়েও কতক্ষণ কাঁপতে লাগলো, নড়তে লাগলো; কেমন করে তার পেট থেকে অস্থি, চর্ম্ম, মাংস, কাঠ, কুটরো রাশ বেরুলো, সে সব কথা থাক্। এই পর্য্যন্ত যে, সে দিন আমার খাওয়া দাওয়া প্রায় মাটি হয়ে গিয়েছিলো। সব জিনিষেই সেই হাঙ্গরের গন্ধ বোধ হ'তে লাগলো।

প্রধানাচার্য্য—হরিভক্তি প্রদান করিয়া মহামুনি নারদের জীবন চিরকালের জন্য ধন্য করিতেছেন।

অতএব আমাদের পূর্ব্ব প্রশ্নের সামঞ্জস্য নিশ্চিত আছে।—স্থির মনে শ্রদ্ধার সহিত পূর্ব্বপুরুষাচার্য্যগণের পদ-প্রান্তে জিজ্ঞাসু হইয়া বসিলেই বুঝিতে পারিব।

জ্যোতির্ম্ময় আত্মপক্ষী অনন্ত চিদাকাশে উড়িবার প্রয়াস পাইতেছে। জ্ঞান-ভক্তি তাহার বিস্তারিত পক্ষদ্বয়, এবং যোগ—গতি-নিয়ামক পুচ্ছ। তিনটী অঙ্গ সমান ও সমানভাবে পরিবর্দ্ধিত না হইলে, উড়িবার চেষ্টা বৃথা। পক্ষদ্বয় না থাকিলে গতি-শক্তিই সম্ভবে না। আবার সংযমপুচ্ছ না থাকিলে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া শক্তি অন্যদিকে ব্যয়িত হয়, অভীষ্ট ফল প্রদান করে না; বেদমূর্ত্তি ভগবান ব্যাস এই মহা সত্যের উপদেশ করিয়াছেন। যে কোন যুগে, যে কোন দেশে, যে কোন ধর্ম্মে যত ধর্ম্মবীর, অবতার, আচার্য্য, মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া ধরা ধন্য করিয়াছেন; কামকাঞ্চন স্বার্থপরতার উন্মত্ততা ও কোলাহলের মধ্যে যাঁহাদের অলৌকিক জীবন 'সূর্য্যকোটি প্রতিকাশং, চন্দ্রকোটিসুশীতলং' ধর্ম্মালোক বিস্তার করিয়া, হতাশ মানবের নয়ন মন স্তম্ভিত ও প্রবুদ্ধ করিয়াছে; বসন্তাগমে বৃক্ষ লতিকার ন্যায়, যাঁহাদের আগমন, মৃত মনে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত করিয়া, মরুভূমির ধূসরতা হরিৎ পুষ্পে পরিণত করিয়াছে,—তাঁহাদের জীবনবেদ পাঠ করিয়া জ্ঞান ও ভক্তির কি বিচিত্র সম্মিলনই দেখিতে পাওয়া যায়। 'রাজযোটকে—জ্ঞান ও ভক্তির পরিণয়'—তাঁহাদের জীবনে কি মহান্ উদারতা প্রসব করে, তাহা জগতের ধর্ম্মেতিহাস-পর্য্যালোচনায় সম্যক্ বুঝিতে পারা যায়। এই উদারতার বলেই শ্রীচৈতন্য যবন হরিদাসকে শিষ্য করিতে এবং আচণ্ডালে প্রেম দিতে কুণ্ঠিত হন নাই; এই উদারতার বলেই ভগবান ঈশামসি সামারিটান্-কন্যার জলপান, বেশ্যা মেরীর সেবা গ্রহণ এবং যাচনী ও অন্য জাতিকে সমান ভাবে ঈশ্বরতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন; ইহার পশ্চাতেই ভগবান শাক্যসিংহ জ্ঞানের সুদৃঢ়স্তম্ভ-স্বরূপ হইয়া বিধর্ম্মার যজ্ঞে একটি ক্ষুদ্র, অসহায়, নগণ্য প্রাণীর জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিতে প্রসন্ন চিত্তে উদ্যত হইয়াছিলেন। গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসের অপূর্ব্ব সম্মিলন, তেজ ও মাধুর্য্যের বিচিত্র সমাবেশ, ভারতের পূর্ণাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

পুণ্যভূমি-কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, 'মানুষ কেহই আমায় ছাড়িয়া নাই, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন পথে আমার দিকে আসিতেছে; যে যেদিক দিয়াই যাক্ না কেন, আমি তাহাকে সেই দিক্ দিয়াই ধরি'।

হৃদয় ও মস্তিষ্ক সমান ভাবে বর্দ্ধিত, এমন লোক জগতে অতীব বিরল। একটী অপরটির ব্যয়ে বর্দ্ধিত হইয়াছে, একটি বাড়িয়া অপরটিকে আওতায় ফেলিয়াছে,—ইহাই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে যেমন হৃদয়—[illegible] সাগর,—সমস্ত জগতকে আপনার করিয়া লইয়াছে অথচ মস্তিষ্কের [illegible] কঠিন বেলাভূমি উল্লঙ্ঘন করিতে পারিতেছে না—অভ্যাসমাত্র ভাবস্পন্দে [illegible] উঠে; অপরদিকে তেমনি, মস্তিষ্কও—কূট জটিল প্রশ্ন সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভিতরের সারবস্তু গ্রহণে সমান পারদর্শী।—ইহাই আদর্শ এবং দেবগুরুর বিশেষ প্রসাদ ভিন্ন পাওয়া অসম্ভব। জ্ঞান ও ভক্তির আবহমান কাল ধরিয়া যে বিবাদ, তাহার প্রধান কারণ ঠিক এইখানে পাওয়া যায়। 'গোঁড়ামি', 'অন্ধতা', 'হীনবুদ্ধি', 'একদেশীভাব,' এ সকলই হৃদয়-মস্তিষ্কের অসম্যক্ সংস্থানের ফল এবং ধৈর্য্য, বীর্য্য, শ্রদ্ধা, উদারতা, [illegible] জীবন্মুক্তও ইহাদেরই যথাযথ সংস্থানের ফল: মুক্ত হওয়া অর্থ [illegible] ই আদর্শ অবস্থায় উপনীত হওয়া মাত্র।—ধর্ম্ম, নীতি, চরিত্র [illegible] করিয়া রক্ষা করিতে হয় না—নিশ্বাস-প্রশ্বাস ও [illegible] জলপানাদির ন্যায় স্বাভাবিক ও সহজ হইয়া আসে। তখনই মানুষের আপন মন শুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়, যাহা ভাল বলিয়া গ্রহণ করে তাহা নিঃসংশয় ভাল হয় এবং যাহা মন্দ বলে তাহা তেমনি নিশ্চিত মন্দ হয়। তখন "মা আর তার পা বে-তালে পড়িতে দেন না"।

জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ কোথায়?

জ্ঞান ভক্তির আর বিরোধ কোথায়?—পথে ও কথায়। কথার বিবাদ মিটিয়া গেলে বোধ হয় জগতের চারি ভাগের তিন ভাগ ঝগড়া মিটিয়া যায়। [illegible] শব্দে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু লক্ষ্য করিয়া, বা এক শব্দে একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন [illegible] ধরিয়া আমাদের যত বিবাদ উপস্থিত হয়। আমেরিকায় সুবিখ্যাত

কোলাহল ভাবিলেন আমার মাতা যদি বন্ধ্যা হয়েন, তাহা হইলে [illegible] আমার জন্ম অসম্ভব। অথচ বালকের মতও খণ্ডন করিতে না পারা মহা লজ্জার কথা। এখন কি করা কর্ত্তব্য? হয় ত দুষ্ট, আমায় প্রতারিত করিবার জন্য, অন্যায় ও অসঙ্গত প্রশ্ন করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে মৌন থাকাই শ্রেয়ঃ।

কোলাহল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় মূকবৃত্তি অবলম্বন করিলে, সভাসদ্‌বর্গ সকলেই সাতিশয় বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। যে দাম্ভিকাগ্রগণ্য, পণ্ডিতাভিমানী স্বীয় বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া সমস্ত বুধমণ্ডলীকে স্বায়ত্তে আনিয়াছিলেন, তিনি কিনা আজ এক বালকের প্রশ্নে নিরুত্তর হইয়া মৌনভঙ্গ রমণীর ন্যায় অবসাদ প্রাপ্ত হইলেন। কোলাহল মনোভাব যথাসাধ্য গুপ্ত রাখিতে চেষ্টা করিলেও, বাস্তবিক সেই সময় তাঁহার আরক্তিম গণ্ডদ্বয় ও ঈষৎ অবনত বদন, তদীয় আত্যন্তিক মানসিক যন্ত্রণার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছিল। কিঞ্চিৎকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে, যামুনাচার্য্য এই বলিয়া দ্বিতীয় প্রশ্নের অবতারণা করিল। "মহাশয়, আমার প্রথম মতটি স্বীয় দিগ্বিজয়ি বুদ্ধির বলে খণ্ডন করুন, পরে দ্বিতীয় মতটি বলিতেছি, তাহা এই—"আমি বলিতেছি যে, পাণ্ড্যরাজ মহা ধর্ম্মশীল। আপনি ইহা খণ্ডন করুন।"

কোলাহল বালকের বাক্‌চাতুর্য্যে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। কি বলিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। যদি বলেন যে,—রাজা অধার্ম্মিক, তাহা হইলে পুরোবর্ত্তী রাজা তৎক্ষণাৎ হয় ত তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিবেন। যে রাজা তাঁহাকে এতাদৃশ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন, তিনি সেই রাজাকে, অকৃতজ্ঞের ন্যায়, কখন কি অধার্ম্মিক বলিতে পারেন? ভাবিলেন—বালক বাস্তবিকই তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছে। ভাবিতে তাঁহার বদন মলিন হইয়া গেল। তিনি মনোভাব আর গোপন করিতে পারিলেন না। মুখে ক্রোধের চিহ্ন দেখা দিল। এমন সময়ে যামুনাচার্য্য তৃতীয় প্রশ্ন প্রকাশ করিলেন,—"হে পণ্ডিতাগ্রগণ্য,

আমার [illegible] প্রশ্ন এই, আমি বলিতেছি যে, পুরোবর্ত্তিনী রাজমহিষী [illegible] সৌভাগ্যশালিনী মহারাণী সাবিত্রীর ন্যায় সাধ্বী, আপনি ইহা খণ্ডন করুন।"

কোলাহল ক্রোধে ও লজ্জায় একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। [illegible] ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন যে, "হে বালক, তুমি যে সমস্ত প্রশ্ন [illegible] সে গুলির উদ্দেশ্য কেবল মাত্র আমার মুখবন্ধ করা। [illegible] পণ্ডিত কি, কখন স্বীয় রাজা ও রাজ্ঞীকে অধার্ম্মিক [illegible] পারেন? সুতরাং আমার মুখবন্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা [illegible] আমি পরাস্ত হইলাম তাহা নহে। তোমার এই দুরভিসন্ধিপূর্ণ [illegible] তোমাকেই করিতে হইবে। যদি না পার, রাজার আদেশে [illegible] দণ্ড হওয়া উচিত, যেহেতু শেষোক্ত প্রশ্নদ্বারা তুমি রাজা ও রাণী [illegible] যেযে কটূক্তি বলিয়াছ। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া আপনার [illegible] খণ্ডন আপনিই কর।" ক্রোধে অধীর হইয়া, [illegible] উচ্চনাদে এইরূপ বলিয়া উঠিলেন, [illegible] সাধু সাধু বলিয়া উঠিল, এবং যামুনাচার্য্য পক্ষীয় লোকেরা [illegible] কোলাহলের পরাজয় ইতিপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে, যে হেতু তিনি [illegible] [illegible] পূর্ব্বে যামুনাচার্য্যের মতত্রয়কে খণ্ডন করিবেন বলিয়া [illegible] ছিলেন [illegible] খণ্ডন করিতে পারিলেন না বলিয়াই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। ক্রোধ পরাজয়ের লক্ষণ, কখনও জয়ের লক্ষণ নহে।" কোলাহল [illegible] চারিদিকে কোলাহল উত্থাপিত করিলে, যামুনাচার্য্য ঈষৎ হাস্য [illegible] কহিলেন—"আপনারা সকলে স্থির হউন, আমি মতগুলিকে এক [illegible] খণ্ডন করিতেছি, আপনারা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। হে পণ্ডিতাভিমানিন্ কোলাহল! আপনি এই তিনটি সরলমত খণ্ডন করিতে পারিলেন [illegible] অথচ আপনাকে বুধমণ্ডলীর অগ্রণী বলিয়া অভিমান করেন [illegible] যে অভিমান বিনষ্ট হইল। আমি একে একে প্রশ্নগুলি [illegible] খণ্ডন করিতেছি, শ্রবণ করুন।"

[illegible] আপনার মাতা পুত্রবতী হইলেও তিনি বন্ধ্যা। কারণ [illegible]

একপুত্রা। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যে নারীর কেবল একমাত্র সন্ততি তিনি অপুত্রা বা বন্ধ্যা বলিয়া গণ্যা। অতএব আপনার মাতা আপনার ন্যায় মহাগুণ-সম্পন্ন পুত্র প্রসব করিলেও শাস্ত্রানুসারে বন্ধ্যা বলিয়া গণনীয়া। "অপুত্র একপুত্র ইতি শিষ্ট প্রবাদাৎ"—মনু, ৯ অ, ৬৩ শ্লোক, মেধাতিথি-ভাষ্য।

দ্বিতীয়তঃ, কলিতে ধর্ম একপাদ ও অধর্ম ত্রিপাদ। ধর্ম্ম-শাস্ত্রে আছে—

সর্ব্বতো ধর্ম্মষড়্‌ভাগো রাজ্ঞো ভবতি রক্ষতঃ।
অধর্ম্মাদপি ষড়্‌ভাগো ভবত্যস্য হ্যরক্ষতঃ॥ ৩০৪ ॥—মনু, অ ৮।

অর্থাৎ প্রজাপালক রাজা প্রজাগণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের ষষ্ঠভাগ প্রাপ্ত হয়েন, ও প্রজাপালনাক্ষম হইলে তাহাদের পাপেরও ষষ্ঠভাগ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কলিতে অধর্ম্মের প্রাবল্য অধিক, তজ্জন্য রাজা যতই সুশাসক হউন না কেন, তিনি কখনও প্রজাদিগকে সম্পূর্ণ ধার্ম্মিক করিতে পারিবেন না। কলির প্রভাবে প্রজারা স্বভাবতঃই অধর্ম্মশীল। সুতরাং প্রজাবর্গ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অধর্ম্মের ষষ্ঠাংশ রাজাকে গ্রহণ করিতেই হয়। অতএব রাজাকে যে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপভার বহন করিতে হয়, শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ।

তৃতীয়তঃ, মনু কহিতেছেন যে—

সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ॥ মনু, ৭ অ, ৭।

সেই রাজা যে সাক্ষাৎ অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ, এবং ইন্দ্র,—ইহা তাঁহার প্রভাবেই প্রকাশ পায়। অতএব রাজ্ঞী যে কেবল রাজার পাণিগৃহীতী হয়েন তাহা নহে। তিনি তৎসঙ্গে অষ্টলোকপালের পত্নী হইয়া থাকেন। অতএব তাঁহাকে সতী বলিব কি করিয়া"?

যামুনাচার্য্যের এই মনোহর খণ্ডন-চাতুর্য্যে সভাসদ্‌বর্গ সকলে বিস্ময় ও হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। রাণী আনন্দ-বাষ্প বিসর্জ্জন করিতে করিতে "আল্ ওয়ান্দার, আল্ ওয়ান্দার" অর্থাৎ "কোলাহল, বালক সত্যই তোমার জয় করিতে আসিয়াছে" বলিয়া মনোহর ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তদবধি যামুনাচার্য্য আলোয়ান্দার নামে বিখ্যাত হইলেন।

[ক্রমশঃ]

গত ১৫ই আশ্বিনের

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

(সমালোচনা)

কলিকাতায় "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ" নামে একটী সভা আছে। ইহার কার্য্যালয় গ্রে-ষ্ট্রীটের ১০৬।১ নং ভবনে। কলিকাতায় অনেকানেক গুণী মানী ধনী এবং জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি এই সভার সদস্য। অধুনা ইহার সভাপতি মহামান্যবর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভার উদ্দেশ্য :—প্রথমতঃ, বাঙ্গালা ব্যাকরণ-প্রণয়ন ও অভিধান-সঙ্কলন; দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক [illegible] [illegible]মিক পরিভাষা সংগ্রহ ও সংগঠন; তৃতীয়তঃ, অন্যান্য ভাষার ভাল [illegible] পুস্তকাদি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা; চতুর্থতঃ,—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি বিষয়ক পুস্তকাদির প্রকাশ ও চর্চ্চা। পঞ্চমতঃ, সাহিত্য-পরিষদের [illegible] পত্রিকা [illegible] পরিচালন করা; এই পত্রিকার নাম সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা; কাগজ খানি ত্রৈমাসিক, আজ দুই বৎসর বাহির হইতেছে। সাহিত্য-পরিষদের মোট উদ্দেশ্য হইতেছে—বাঙ্গালা ভাষার [illegible] উন্নতি যাহাতে হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ। | [illegible] উদ্দেশ্য।

আমাদের বাঙ্গালা ভাষা একটী সম্পূর্ণ-ভাষা নহে। ইহার অনেক অঙ্গ [illegible] নাই। অনেক দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় কথার অভাব বিশেষ অনুভব করা যাইতেছে। যাহাতে বাঙ্গালা-ভাষা পড়িয়াই যাবতীয় [illegible] জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায়, সাহিত্য পরিষদের [illegible] সেই উদ্দেশ্য-সাধন-যন্ত্র (Organ) হইতেছে—সাহিত্য-

বাঙ্গালা ভাষা অসম্পূর্ণ।

গত ৩০শে বৈশাখে সাহিত্য পরিষদের এক বার্ষিক অধিবেশন হয়। পরিষদের সভাপতি—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়—সেই সভায় একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার গত সংখ্যায় (২য় সংখ্যা ১৩০৬) ঐ বক্তৃতা বাহির হয়। বক্তৃতাটী যথার্থই সভাপতি-সমুপযোগী, উন্নতিশীল স্বদেশীয় সাহিত্যানুরাগী মাত্রই ইহা পাঠ করিয়া পরম প্রীতি ও উপকার লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহিত্য-পরিষদের উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সভাপতি মহাশয় অনেক উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। উপায় গুলি অতি সুন্দর ও যুক্তিযুক্ত। কেহ কেহ কিন্তু আরও একটী উপায়কে বিশেষ ফলদায়ক বিবেচনা করেন :—

বাঙ্গালা সাহিত্যোন্নতির আর একটী উপায়।

প্রতি জেলায় একটী করিয়া সাহিত্য-পরিষদের শাখা-সভা স্থাপন করা হইলে ভাল হয়। সেখানে কলিকাতার প্রধান "সাহিত্য-পরিষৎ" সভার যাবতীয় নিয়মাবলি পালন যেন করা হয়। সেই সকল সভার সভ্যেরা সেই সেই জেলার যাবতীয় স্থানীয় বিশেষ বিশেষ কথোপকথনের ভাষা লিপিবদ্ধ করুন। বাঙ্গালা দেশের অনেক জেলায় বিশেষ বিশেষ শিল্পচর্চ্চা আজও প্রচলিত আছে। তত্তৎ তন্ত্রগণের নিকট হইতে (এমন কি 'চাষাভূষার' নিকট হইতেও) সেই সেই শিল্প এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় ভাষা ও পরিভাষা সংগ্রহ করুন। পরে, কলিকাতার প্রধান সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক বৃহৎ সভায়, প্রত্যেক জেলার শাখা সাহিত্য-সভা হইতে প্রতিনিধি আসিয়া, লিখিত পঠিত ভাবে, ভাষা ও পরিভাষার এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় আদান প্রদান করুন। ইহাতে সাহিত্য-পরিষৎ অভিধান-সঙ্কলনে নিশ্চয়ই বিশেষ সাহায্য পাইবেন।

সাহিত্য-পরিষদের জেলা-সভা।

সাহিত্য পরিষদের যেরূপ উদ্দেশ্য, তাহাতে কেবল মাত্র এক রাজধানীতে সমীকৃত হইয়া থাকিলে কতদূর ইহা ফলদায়ক হইবে বলা যায় না। রাজধানীর সাহিত্যকে এক মহৎ কেন্দ্র করিয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাসার্দ্ধ (radii) স্বরূপ প্রতি জেলায় সাহিত্য-পরিষদের "জেলা-সভা" সংস্থাপিত হউক। তদন্তর জেলা-সভার অধীনে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহিত্যের উপনগর-সভা (Subdivisional associations) সংগঠিত হউক। এইরূপ হইলে বাঙ্গালা ভাষাকে পূর্ণ-কলেবর করিতে বেশী বিলম্ব ও কষ্ট হইবে না। সাহিত্য-পরিষদে অনেক দেশপূজ্য বিদ্যোৎসাহী ও ধনাঢ্য সদস্য আছেন; তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে জেলা-সভা ও উপনগর-সভা সংস্থাপন করিতে পারেন, এবং সাহিত্য-পরিষদকে রীতিমত কার্য্যক্ষম ও প্রকৃত প্রণালীবদ্ধ (really organised) করিয়া তুলিতে পারেন।

উপনগর-সভা।

এক ক্ষুদ্র সভায় স্থায়, তাঁহাদিগের মহৎ উদ্দেশ্যকে, কি মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা, সাহিত্য-পরিষদের শোভা পায়?—না ইহাতে কার্য্য হয়? দুই হস্তে চতুর্দ্দিকে দূরে দূরে সাহিত্য-বীজ ছড়াইয়া দিন; উদ্দেশ্য ও সাধনপ্রণালী বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র স্পষ্ট বুঝাইয়া দিন; প্রতি সহরে, নগরে, উপনগরে প্রবর্ত্তন করিয়া দিন,—দেখুন অল্পদিনেই কত ফললাভ হয়। সময়ে সময়ে পুস্তিকা লইয়া সুযোগ্য সাহিত্য প্রচারকগণ অবকাশ-মত ভ্রমণে বাহির হউন; উচ্চরবে উদ্দেশ্য ঘরে ঘরে প্রচার করুন; হৃদয় ভেদ করিয়া লোকের হৃদয়ে অন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিন; সকলকে মাতাইয়া বদ্ধপরিকর করিয়া তুলুন; অবিলম্বে উপায়-অবলম্বনে জন সাধারণকে প্রবর্ত্তন করিয়া দেখুন। সাহিত্যানুরাগী চাষাভূষাদের ভিতর যথেষ্ট পারিতোষিক বিতরণ হউক এবং প্রকৃত সাহিত্যসেবক ও পরিষদের নিঃস্বার্থ কার্য্যকারকগণকে [illegible] উপাধি প্রদান করা হউক।—দেখুন কার্য্যের মত কার্য্য হয় কি না।

সাহিত্য প্রচার।

পারিতোষিক ও উপাধি প্রদান।

[illegible] কথা উত্থাপন করা গেল, কেন? কারণ আছে; একখানি [illegible] ব্যাকরণ অথবা খানকতক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক

পুস্তক কিম্বা দুই চারি খানি লুপ্তপ্রায় পুরাতন পুঁথি প্রকাশ করিলেই যে সাহিত্যপরিষদের কার্য্য শেষ হইল, তাহা নহে; দশ বিশ বৎসর কার্য্য

সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যভার।

করিলেই যে সাহিত্য-পরিষদের পরমায়ু বিলুপ্ত হইবে ইহা কি কোনও বঙ্গদেশীয় সাহিত্যানুরাগী সহ্য করিতে পারেন? যতদিন বঙ্গের জীবন, যতকাল [illegible] তলে বঙ্গবাসিগণের বিচরণ, না—যাবৎ অবনীমণ্ডলের অস্তিত্ব, তাবৎ বঙ্গীয় সাহিত্য. স্থিরগৌরবান্বিত যেন থাকে;—এইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব ও অমরত্ব লাভ করাইয়া দেওয়াই সাহিত্য-পরিষদের চরম উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক। এইরূপ উদ্দেশ্য সাধন করিতে গেলে রীতিমত প্রচার আবশ্যক এবং সেই মত

প্রচারের আবশ্যকতা।

প্রচারকেরও প্রয়োজন। প্রতিবিদ্যালয়ে, প্রতি পাঠশালায়, বঙ্গের ঘরে ঘরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে যাহাতে স্বদেশীয় সাহিত্য-চর্চ্চা হইতে থাকে তাহারই চেষ্টা আবশ্যক। অসীম সাহিত্য-জগতে তবেই কখন যদি বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রাধান্য-লাভ সম্ভাবপর হয়। সাহিত্যের তারতম্যেই, অনেকে সভ্যতার তারতম্য বিচার করিয়া থাকেন।

সাহিত্য-পরিষদের যদি ঐরূপ উচ্চ আশা না থাকিল, এইরূপ "মহতো মহীয়ান" উদ্দেশ্য তাঁহাদিগের তীব্রদৃষ্টিপথে যদি না রহিল, তবে বিদ্যালয়ের কতিপয় বালক-কর্ত্তৃক "পরিষৎ" পরিচালিত হইলেই ছিল ভাল। অথবা, দু-একটী বাক্য-সর্ব্বস্ব বঙ্গীয় বৃদ্ধ কর্ত্তৃক তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিশ মাসে-বৎসরান্তে পরিষদে, উর্দ্ধসংখ্যা অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য, কষ্টেসৃষ্টে বারেক বাহির হইলেই ছিল ভাল। সাহিত্য-পরিষদে যে সকল সুবিখ্যাত বিচক্ষণ ব্যক্তি আছেন, তাঁহা-

সাহিত্য-পরিষদের নিকট প্রত্যাশা।

দিগের নিকট হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য যথেষ্ট প্রত্যাশা করিয়া থাকেন; এবং উন্নতি-কল্পে, যে সকল কার্য্য জনসাধারণের সাধ্যাতীত, এমত চিরস্থায়ী জগৎব্যাপী কীর্ত্তিসমূহ তাঁহাদিগের নিকট হইতে লাভ করিতে বাঞ্ছা করেন:

সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বক্তৃতাটী পাঠ করিয়াছিলেন। সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে "সভাপতির অভিভাষণ"। সভাপতি "সভাস্থ সজ্জনগণ" এই বাক্য দ্বারা সভাকে সম্বোধন

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা —সভাপতির অভিভাষণ।

করিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ করিতেছেন। বক্তৃতাটীর ভাষা অতি স্বাভাবিক, সুললিত, মধুর এবং নূতন-ধরণের। এরূপ রচনা বাঙ্গালা গদ্যের যথেষ্ট উন্নতি করিবে। ভাষা যতই স্বাভাবিক হইবে, ততই মিষ্ট ও প্রশংসনীয়। যে ভাষায় মন ও মুখ এক করিয়া বলা বা লেখা যায় না, সে ভাষা ভাষাই নয়। সে ভাষা সরল ভাষা নয়—কপট। মনে ভাবছি

ভাষায় সরলতা আবশ্যক।

এক,—হয় ত মুখে কহিছি এক—আর লেখ্‌বার সময় লিখ্‌ছি আর এক। হয় ত ফিরিয়ে সত্য ক'রে হয় ত এমন এক লিখ্‌তে হইল যে, যাকে [illegible] মূর্খতা বশতঃ বুঝ্‌তেই পারিল না; হয় ত, এমনও হইতে পারে,—ভাবছি [illegible] লেখ্‌বার সময় আর তা বেরুচ্ছে না; কেমন ক'রে বেরুবে বলুন, বল্‌বার [illegible] এক রকম, আর লেখ্‌বার ভাষা আর এক রকম কিনা,—লেখ্‌বার সময় [illegible] সভ্য করিয়া ভাল কথা দিয়া লিখ্‌তে হবে কিনা; আমার এমন [illegible] একটী ভাল কথা মনে এসে যুটছে না। অথবা, সে ভাবের [illegible] তক কথা আপনাদের বাঙ্গালা ভাষাতেই নেই,—হয় বটমট সংস্কৃত কথা, না হয় অন্য বিদেশীয় কথা; না হয় ত না আমার সেই গাঁওয়ারী কথাই ব্যবহার করিতে হয়। এরূপ স্থলে ভাষাকে অথবা লেখককে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক, তা না হ'লে ভাষার উন্নতি হয় না, ভাষা সম্পূর্ণ বিকাশ পায় না,—বিশেষ, ভাষার শৈশব অবস্থায়। আগে ইহাকে গা ঝাড়িয়া উঠিতে দিন, তার পর ভাল পালা বা অদরকারী অথবা অনিষ্টকারী পদার্থ [illegible] ফেলিলে চলিতে পারে।

[illegible] কথা,—আমাদের হচ্ছে মাতৃভাষা, আমাদের নিজের ভাষা, [illegible] যেমন করে পারি বল্‌ব কইব ও লিখ্‌ব। যাঁহাকে লিখিব, [illegible]

সব ইহাতে নাই, ইহা এক ও সর্ব্বদা অদ্বিতীয়। এই জ্ঞানই পরম পরেশ বাসুদেব স্বরূপ, ইহা হইতে ভিন্ন কোন বস্তুই বিদ্যমান নাই। এই আমি তোমাকে সম্যক্ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলাম, জ্ঞান যে প্রকার পরমার্থ সত্য, যেরূপ পরমার্থ সৎ অন্য কোন বস্তুই নাই। এই জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট হয় তাহা সকলই ব্যবহারিক (পরমার্থ সৎ কিছুই নহে) তাহাও তোমাকে সেই রূপে বলিয়াছি। (এই সকল প্রমাণ দ্বারাও বুঝা যাইতেছে যে) সর্ব্ব [illegible] উপাধিরহিত চিন্মাত্র ব্রহ্মস্বরূপ আত্মার একত্ব জ্ঞান হইলেই এই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া থাকে, (এইরূপ শাস্ত্রকারগণ) বলিয়া থাকেন (যে) "সেই [illegible] একমাত্র ব্রহ্মদর্শনকারীগণের জ্ঞান মৃত্যুর হেতু হয় না। (পরমার্থ [illegible]) দ্রষ্টা আর মৃত্যু দর্শন করে না"।

ভাষ্য। "যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্ অদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি"। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"। "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থাঃ ইত্যাদি শ্রুতয়ঃ। অত্র মৃত্যুশব্দেন অবিদ্যা অভিধীয়তে।

অনুবাদ।—"যে সময়ে এই জীব, এই অদৃশ্য শরীরহীন অ[illegible]চনীয় ও অনাধার ব্রহ্মে অভয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, তাহার পর আর সে ভয় প্রাপ্ত হয় না"। "সেই পরাবর ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে হৃদয়ের গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সকল প্রকার সংশয় ছিন্ন হয় এবং সংসারবন্ধের কারণ সকলকর্ম্মেরও ক্ষয় হয়"। "(যে) ব্রহ্মকে জানে (সে) ব্রহ্মই হয়।" "তাঁহাকে জানিয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রমণ করিতে পারে মৃত্যু-অতিক্রমণের অন্য কোন উপায় নাই"। এই সকল শ্রুতিও (ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা যে অবৃত্তি নিবৃত্তি হয় তাহা দর্শন করাইতেছে) এই শ্রুতিতে মৃত্যুশব্দের দ্বারা অবিদ্যা অভিহিত হইতেছে।

ভাষ্য।—যথা সনৎসুজাতবচনং "প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি সদাঽপ্রমাদমমৃতত্বং ব্রবীমি 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'। 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রোতে বাক্যাবলেষনির্ব্বিশেষস্বরূপব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং। "অথ যোঽন্যাং [illegible]

দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসৌ অন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ"। "[illegible] তদ্বযদি [illegible] বা অহমস্মি ভগবো দেবতে"। "তদ্যোঽহং [illegible] সোঽহং" ইত্যাদি বাক্য সিদ্ধং। বক্ষ্যতি চৈতদেব আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চেতি" তথাচ বাক্যকারঃ "আত্মেত্যেব তু গৃহ্ণীয়াৎ। সর্ব্বস্য [illegible] সেন চ, ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বিজ্ঞানেন মিথ্যারূপস্য সকারণস্য বন্ধস্য নিবৃত্তিযুক্তা।

অনুবাদ।—(এই বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ) যে সনৎসুজাতের বাক্য রহিয়াছে [illegible] আমি প্রমাদকেই মৃত্যু বলি [এবং] অপ্রমাদকেই মোক্ষ বলি"। [illegible] "ব্রহ্ম—সত্য জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ" "ব্রহ্ম—বিজ্ঞান ও আনন্দরূপ" ইত্যাদি শ্রৌত [উপনিষদ্] বাক্যসমূহের দ্বারা জ্ঞেয়, সমস্ত বিশেষ রহিত [illegible] স্বরূপ আত্মার একত্ব বিজ্ঞানই [বিধের রূপেই প্রতিপাদিত হইয়েছে [illegible] [illegible] আত্মা হইতে ভিন্ন দেবতার উপাসনা করে [ও বিবেচনা করে যে] আমি [দেবতা হইতে] ভিন্ন, দেবতাও [আমা হইতে] ভিন্ন, সে [প্রকৃত পদার্থ] জানে না" "আত্মা এই বুদ্ধিতে [দেবতার] উপাসনা করিবে" "[illegible] সেই [ঈশ্বরই] হইতেছ"; হে ভগবঃ দেবতে! তুমিই [প্রকৃত পক্ষে] আমি, আমিও, হে ভগবা দেবতে, (প্রকৃত পক্ষে) তুমি" (অর্থাৎ তুমিও যে আমিও সে) "সেই কারণে আমিও যে ঈশ্বরও সেই, ঈশ্বরও যে আমিও [illegible] ইত্যাদি বাক্যের দ্বারাও [অদ্বৈতাত্ম বিজ্ঞানই] সিদ্ধ হইতেছে। "[[illegible]] আত্মরূপেই জানেন ও সেইরূপে উপদেশ দিয়া থাকেন" এই [illegible] বক্ষ্যে দ্বারা [ভাষ্যকারও] ইহাই বলিবেন। সেইরূপ বাক্যকারও [illegible] ইহাই জানিবে [কারণ] "সকল প্রপঞ্চই আত্মা হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে" এই সকল বাক্য দ্বারাও ইহাই বলিয়াছেন। [সুতরাং] জীব ও ব্রহ্মের একত্ব বিজ্ঞানের দ্বারাই সকল প্রকার মিথ্যারূপ বন্ধের ও তাহার কারণের নিবৃত্তি যুক্ত হইতেছে।

ভাষ্য।—নহু চ সকল ভেদনিবৃত্তিঃ প্রত্যক্ষাদিবিরুদ্ধা কথমিব [illegible] [illegible] বাধেন ক্রিয়তে। কথং বা রজ্জুরেষা ন সর্প ইতি জ্ঞানেন প্রত্যক্ষাদিবিরুদ্ধা [illegible] ? তত্র দ্বয়োঃ প্রত্যক্ষয়োঃ বিরোধ ইহ তু প্রত্যক্ষমূলস্য

শাস্ত্রস্য প্রত্যক্ষস্য চেতি চেৎ তুল্যয়োর্বিরোধে কথং বাধ্যবাধকভাবঃ? পূর্বোত্তরয়োর্দ্বি কারণজন্যত্বতদভাবাভ্যামিতি চেৎ, সমানং দ্বৈতম্। এতদুক্তং ভবতি বাধ্য বাধকভাবে তুল্যত্ব সাপেক্ষত্ব নিরপেক্ষত্বাদি ন কারণং। অন্যথৈকানুমানেন প্রত্যক্ষোপমর্দাযোগাৎ। তত্র হি অনৈক্যং প্রত্যক্ষেণাবগম্যতে।

অনুবাদ।—[একণে] প্রশ্ন হইতেছে যে [প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ] সকল প্রকার ভেদের [দ্বৈতের] নিবৃত্তি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিরুদ্ধ, [সুতরাং] অদ্বৈত কি প্রকারে শাস্ত্রজন্য জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইবে? [অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ জগৎ কি প্রকারে শাস্ত্রজন্য একত্ব জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইতে পারে?] [এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ উক্ত হইতেছে যে]

অদ্বৈতবাদীদিগের প্রতি পূর্বপক্ষ ও সমাধান।

"ইহা রজ্জু কিন্তু সর্প নহে" এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারা, পূর্বোৎপন্ন প্রত্যক্ষসিদ্ধ রজ্জু সর্পের, নিবৃত্তি প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ কি প্রকারে হয়? [অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ তাহার বাধ হয় না ইহা বলা যায় না কারণ প্রথমে রজ্জুতে যে প্রত্যক্ষ সর্প-বুদ্ধি হয় তাহাও পরে উৎপন্ন ইহা রজ্জু কিন্তু সর্প নহে এই প্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে ইহা সচরাচর লোকে প্রসিদ্ধ আছে এই প্রকার দ্বৈত-প্রপঞ্চ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হইলেও শাস্ত্রজন্য অদ্বৈত ও বিজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইবে তাহাতে আপত্তি কি?] ইহার উপর পুনর্বার আশঙ্কা হইতেছে যে] রজ্জুসর্পস্থলে রজ্জুতে সর্প জ্ঞানও প্রত্যক্ষ এবং রজ্জুতে প্রকৃত রজ্জু জ্ঞানও প্রত্যক্ষ [সুতরাং দুইটী নিরপেক্ষ জ্ঞানের মধ্যে একটী বাধক ও একটী বাধ্য হইতে পারে] প্রকৃত স্থলে কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান প্রত্যক্ষ-মূলক [সুতরাং ঐ জ্ঞান সাপেক্ষ: প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত কি প্রকারে বিরোধ করিবে? অর্থাৎ কার্য্যজ্ঞান [শাস্ত্র জ্ঞান] কারণজ্ঞান প্রত্যক্ষের কি প্রকারে বাধক হইতে পারে?]

[এই প্রকার আশঙ্কার উত্তর এই যে] দুইটী প্রত্যক্ষ তুল্যবল অথচ তাহাদের বিরোধে একটী বাধক ও অপরটী বাধ্য ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? যদি বল "পূর্ব প্রত্যক্ষ [রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি] দুষ্টকারণ-জনিত,

ও উত্তর-প্রত্যক্ষ [রজ্জুতে রজ্জু বুদ্ধি,] দুষ্টকারণ জনিত নহে, এই [illegible] প্রত্যক্ষ বাধিত হয়, উত্তরপ্রত্যক্ষ বাধক হয়।" তাহা হইলে প্রকৃতস্থলে ঐ [illegible] উত্তর [হইতে পারে] [অর্থাৎ দ্বৈত-প্রত্যক্ষ অবিদ্যারূপ দোষ-দূষিত ইন্দ্রিয় কার্য্য, অদ্বৈত জ্ঞান—নির্দোষ-বেদরূপ কারণ জনিত; এই কারণ, অদ্বৈত বিজ্ঞান—দুষ্ট কারণ জনিত দ্বৈতবিজ্ঞানের বাধক কেন না হইবে?]

ইহাই বলা হইতেছে যে জ্ঞানদ্বয়ের বাধ্যবাধকভাব-স্থলে তুল্যত্ব, সাপেক্ষত্ব বা নিরপেক্ষত্ব কিছুই অপেক্ষিত নহে, যদি অপেক্ষিত হইত তাহা হইলে দীপশিখানিচয়ের পরস্পর ভেদ বিষয়ক অনুমানের দ্বারা [ঐক্য] প্রত্যক্ষ বাধিত হইত না। কারণ সেই স্থলে প্রত্যক্ষের দ্বারা দীপশিখা-নিচয়ের ঐক্যই [illegible] হয়। ইহাই যদি স্থির হইল [তবে বলিতে হইবে যে]

ভাষ্য।—এবঞ্চ সতি দ্বয়োঃ প্রমাণয়োর্বিরোধে যৎ সম্ভাব্যমানান্যথা[illegible] তদ্বাধ্যম্‌ অনন্যথাসিদ্ধমনবকাশমিতরৎ বাধকং ইতি সর্বত্র বাধ্যবাধক[illegible] নির্ণয় ইতি।

অনুবাদ।—যে জ্ঞানের অন্য প্রকারে বিষয়-সিদ্ধি সম্ভবপর, সেই জ্ঞানই [illegible] এবং যে জ্ঞানের অন্য কোন প্রকারে বিষয়সিদ্ধি হইতে পারে না ও যে [illegible] নিরবকাশ, তাহাই বাধক, সকল স্থলেই এই প্রকারে বাধ্যবাধক-ভাব [illegible] হয়।

[মন্তব্য]।—এক পুরুষের একটী বস্তুকে অবলম্বন করিয়া দুইটী [illegible] প্রকারের জ্ঞান হইতে পারে, যেমন—সম্মুখস্থিত রজ্জুতে সর্প বুদ্ধি ও [illegible] এরূপ স্থলে কোন্ জ্ঞানকে প্রমা আর কোন্ জ্ঞানকে ভ্রম বলা যাইবে [illegible] ইহার নির্ণয় এই প্রকারেই করিতে হইবে যে, যে জ্ঞানের বিষয়সিদ্ধি [illegible] কোন বস্তুকে অবলম্বন করিয়াও হইতে পারে, তাহারই বাধ্য হওয়া উচিত। রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া যে সর্প-জ্ঞান হয় তাহার বিষয়-সিদ্ধি, [illegible] পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত সর্পকে অবলম্বন করিলেও হইতে পারে, অতএব [illegible] স্থলে রজ্জুতে সর্প বাধিত হইয়া থাকে। এই প্রকার বিষয়ান্তরকে [illegible] যে জ্ঞানের বিষয়সিদ্ধি না হয় তাহাকেই নিরবকাশ, বা বাধক জ্ঞান [illegible]

দ্যোত অদক্ষিণঃ সবজ্ঞঃ সংস্থাপ্যঃ তেন পুনরিজ্যেত তত্র তদ্ দদ্যাৎ যৎ পূর্ব্বস্মিন্ দাস্যন্ স্যাৎ অথ প্রতিহর্ত্তা অপচ্ছিদ্যেত সর্ব্ববেদসং দদ্যাৎ ইতি" ইহার তাৎপর্য্য এই যে বর্ত্তমান পাঠকারী [illegible] যাগের মধ্যে যদি উদ্গাতা অপচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে দক্ষিণাহীন সেই যাগের অনুষ্ঠান করিয়া পুনর্ব্বার সেই যাগের অনুষ্ঠান করিবে, যাহা পূর্ব্বে দক্ষিণা দেওয়া যাইত তাহাই সেই যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপে দিবে; যদি প্রতিহর্ত্তা অপচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে সর্ব্ববেদস নামে যাগ করিবে ইত্যাদি। এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত-বিধান থাকিলেও পুনর্ব্বার সংশয় হইয়া থাকে যে, যে স্থলে প্রতিহর্ত্তা ও উদ্গাতা-নামক ঋত্বিগ্‌দ্বয় পূর্ব্বাপরভাবে অপচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে অদক্ষিণ যাগরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে কিম্বা সর্ব্ববেদসের অনুষ্ঠান করিবে, এই সংশয় নিরাশ করিয়া জৈমিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পূর্ব্ব-উৎপন্ন নিমিত্ত জ্ঞান হইতে পরে উৎপন্ন নিমিত্ত জ্ঞানের প্রাবল্য-নিবন্ধন পূর্ব্ব প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্র বাধিত হইবে সুতরাং পরে উৎপন্ন নিমিত্ত জ্ঞানের প্রযোজ্য সর্ব্ববেদসনামক প্রায়শ্চিত্তই করিতে হইবে। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া অদ্বৈতবাদীগণ বলেন পূর্ব্বোৎপন্ন ভেদজ্ঞান-জনক কর্ম্মকাণ্ড হইতে শেষে উৎপন্ন অদ্বৈতবিজ্ঞান-জনক উপনিষদের প্রাবল্য আছে বলিয়া দ্রব্য দেবতা কর্ম্ম প্রভৃতি জ্ঞাপক কর্ম্মকাণ্ড, নিরবকাশ ব্রহ্মজ্ঞাপক জ্ঞানকাণ্ডের দ্বারা বাধিত হইবে।

ভাষ্য।—বেদান্তবাক্যেষ্বপি সগুণব্রহ্মোপাসন-পরাণাং শাস্ত্রাণাং অপচ্ছেদ ন্যায়ঃ নির্গুণত্বাৎ পরস্য ব্রহ্মণঃ। ননু চ "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্" "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" "স সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প" ইত্যাদি ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদন পরাণাং কথং বাধ্যত্বং নির্গুণবাক্য সামর্থ্যাৎ ইতি ক্রমঃ ?

অনুবাদ।—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে যে প্রকার বাধ্যবাধকভাব সিদ্ধান্তিত হইল সেই প্রকারেই উপনিষদের মধ্যেও সগুণব্রহ্মোপাসনপর-শ্রুতিসমূহের ও নির্গুণপর ব্রহ্ম-প্রকাশক শ্রুতির দ্বারা বাধ হইয়া থাকে কারণ পরব্রহ্ম নির্গুণ; সুতরাং, তৎ-প্রকাশক অদ্বৈতশাস্ত্র পূর্ব্ব যুক্তি

পরমহংসদেবের উপদেশ।

১। জল সব নারায়ণ বটে, কিন্তু সকল জল পান করা যায় না। সকল স্থানে ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু সকল জায়গায় যাওয়া যায় না। যেমন কোন জলে পা ধোওয়া যায়, কোন জলে মুখ ধোওয়া যায়, কোন জল বা খাওয়া যায়; আবার কোন কোন জল ছোঁয়া পর্য্যন্ত যায় না, তেমনি কোন কোন জায়গায় যাওয়া যায় ও কোন কোন জায়গায় দূর থেকে গড় করে পালাতে হয়।

২। বাঘের ভিতরও ঈশ্বর আছেন সত্য বটে, কিন্তু বাঘের সুমুখে যাওয়া উচিত নয়। কু-লোকের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন সত্য, কিন্তু কু-লোকের সঙ্গ করা উচিত নয়।

৩। গুরু এক শিষ্যকে উপদেশ দিয়ে বল্লেন, সকল পদার্থই নারায়ণ, শিষ্যও তাই বুঝলেন। একদিন পথের মধ্যে একটা হাতী আসছিল, উপর হতে মাহুত বলে "সরে যাও"। শিষ্য ভাবলে, আমি সরে যাব কেন? আমিও নারায়ণ হাতীও নারায়ণ, নারায়ণের কাছে নারায়ণের ভয় কি? সে সময় [illegible] হাতী শুঁড়ে ধরে তাকে দূরে ফেলে দিলে, তাতে তার বড় ব্যথা [illegible] এসে সমস্ত ঘটনা জানালে। গুরু বল্লেন, [illegible] বলেছ, তুমিও নারায়ণ হাতীও নারায়ণ, কিন্তু উপর থেকে মাহুত রূপে নারায়ণ তোমাকে সাবধান হতে বলেছিল, তুমি মাহুতনারায়ণের কথা শুনলে না কেন?

৪। বড় বড় বাহাদুরী কাঠ যখন ভেসে আসে, তখন কত লোক তার উপরে চড়ে চলে যায়। তাতে সে ডোবেনা। সামান্য একখানা কাঠে একটা কাক বসলে অমনি ডুবে যায়। তেমনি যখন অবতারাদি আসেন, কত শত লোকে তাঁকে আশ্রয় করে তরে যায়। সিদ্ধ লোক নিজে কষ্টে সৃষ্টে যায় মাত্র।

৫। রেলের ইঞ্জিন্ আপনি চলে যায় ও কত মাল বোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে যায়। অবতারাও সেই রকম সহস্র সহস্র লোকেদের ঈশ্বরের নিকট

মুহূর্তেই সে সংসারবৃক্ষের উচ্চ শাখায় অবস্থিত, হিরণ্ময়বপু, জ্যোতি কবির সত্য ও পরিপূর্ণস্বরূপের অবাধ দর্শন লাভ করিবে। জগতের যাবতীয় ধর্মশাস্ত্র এই কথাই একবাক্যে ঘোষণা করিতেছে। হিন্দুর বেদ, মুসলমানের কোরাণ, বৌদ্ধের ত্রিপিটক এবং খৃষ্টানের বাইবেলে এখানে মতভেদ নাই।

মূল বিষয়ে সকল শাস্ত্রই এক।

কোন্ পথে অগ্রসর হইলে এই চরমোন্নতি লাভ করা যায়, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। স্বর্গ ও সৃষ্টির বর্ণনায় মুক্তি ও মানবাত্মার তৎকালীন অবস্থাবিষয়ে মতভেদ বিস্তর। কিন্তু মানব যে পূর্ণানন্দ স্বরূপ হইতে কিছুকালের জন্য এই আপাত অপূর্ণ স্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, এবং ধীরে ধীরে পুনরায় সেই পূর্ণানন্দের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এ বিষয়ে সকলের একবাক্য। ভক্তি বল, যোগ বল, জ্ঞান বল, কর্ম্ম বা নীতি বল, এ বিষয়ে সকলের এককথা। জগতের যাবতীয় পুরাণসকলও রূপকের পল্লবিত ভাষায় মানবকে এই কথাই উপদেশ করিতেছে। দেশীয় পুরাণসমূহের কথা তো ছাড়িয়াই দি, বিদেশী খৃষ্টীয় পুরাণ বাইবেলেও আমাদের বলিতেছে—প্রথম মানব নিষ্পাপ, পরিপূর্ণস্বরূপ হইয়া জন্মিয়াছিল, ভগবানের আজ্ঞা অবহেলায় সেই স্বরূপ হইতে চ্যুত হয়; আবার তাঁহার কৃপায় সেই স্বরূপ লাভ করিবে। এখনও যাবতীয় খৃষ্টান নরনারী [illegible] পবিত্র আবরণে এই আশাপ্রদ কথাবার্তা ভক্তিগদগদ হইয়া পাঠ করে। "নিষ্পাপ হও, ভগবৎকৃপায় বা জ্ঞানলাভে নিষ্কলঙ্ক লাভ কর" এ কথা ভক্তি বা জ্ঞানশাস্ত্র উভয়েই একবাক্যে বলিতেছে। "কাঁচা আমিকে পাকা করিয়া লও; ইন্দ্রিয়-সংযম ও স্বার্থত্যাগ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টা কর; ভগবানে অচল অটল বিশ্বাস ও নির্ভর রাখ" এ কথা ভক্তি ও বেদান্ত উভয়েই একতানে ঘোষণা করিতেছে। তবে আর মূলবিষয়ে বিরোধ কোথায়?

বলিবে, কথায় বিবাদ মিটিলেও মিটিতে পারে। ভালবাসা ও সহানুভূতিতে পরকে আপনার করিয়া লইয়া যাহার যেরূপ ইচ্ছা সেই ভাবে তাহার ধর্ম্ম ও উপাসনার অনুশীলন, কথার বিবাদ একদিন মিটা সম্ভব। কিন্তু পথের বিবাদ

পথের বিবাদ মিটিবে কিসে?

[illegible] উহা মিটাইবার উপায় কি? কেহ তো যাহার পথ ছাড়িবে না। আবার পথ ছাড়িলেই বা তাহার ধর্ম্মের উপায় কি? তাহার ধর্ম্মতো একেবারে মিথ্যাই প্রতিপন্ন হয়। আবার একধর্ম্ম মিথ্যা হইলে অপর ধর্ম্মসমূহ যে সত্য, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? পরিশেষে ধর্ম্ম প্রতারণা মাত্র এবং নাস্তিকতাই শ্রেয়ঃ এই ধারণা অনিবার্য্য হইবে।

না, পথের বিবাদ মিটাবারও উপায় আছে। ভারতের পূর্ব্বতন ঋষি ও আচার্য্যপাদেরা এ বিষয়ের সুন্দর মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মজগতে [illegible] তাঁহাদের দৃষ্টি নামরূপের বিঘ্ন বাধা ভেদ করিয়া যথার্থ সত্যের পরিপূর্ণ স্বরূপ দর্শনে সমর্থ হইয়াছিল, ইহাতেই তাহা প্রতীয়মান হয়। ইহাই তাঁহাদের প্রাতঃস্মরণীয় উজ্জ্বল গরিমা। ইহাই ধর্ম্মবীরপ্রসবিনী অবতারবহুল, পুণ্যভূমি ভারতের প্রাচীন গৌরবের একমাত্র অক্ষয় ধ্বজা। [illegible] প্রাণতা, সমাজবন্ধন, রাজনীতি, ব্যবসায় [illegible], স্বাস্থ্যবিধান, গৃহরক্ষা, [illegible] এবং যুদ্ধবিগ্রহাদি বিষয়সমূহে আমাদিগকে অবনতমস্তকে ইয়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রদেশসমূহকে গুরুস্থানীয় স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আত্মা, পরলোক, ধর্ম্মসমন্বয়, ধর্ম্মপালন, [illegible] এ বিষয়ে আমাদের ঋষি ও আচার্য্যগণ এখন এবং নিত্যকাল জগতের পূজ্য ও গুরুস্থানীয় থাকিবেন। এখন এবং চিরকাল তাঁহাদের আশাপ্রদ, [illegible] উপনিষদিক বাণী [illegible] নরনারীর চক্ষুপাশ হইতে কামকাঞ্চনের [illegible] উত্তোলন করিয়া অভয় আনন্দস্বরূপকে দেখাইয়া দিবে; এখন এবং চিরকাল তাঁহাদের সেই 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং' গম্ভীর নিনাদে বিষয়-কোলাহল স্তম্ভিত করিয়া নরনারীর প্রাণমন মহাবেগে অনন্ত আনন্দের দিকে উত্তোলিত করিবে। সেই 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—বেদান্ত ও [illegible] সেই এক নিত্য বস্তুর দিকেই প্রবাহিত হইতেছে, চিরকাল এই শিক্ষা নরনারীকে প্রদান করিবে।

একই গঙ্গা হিমাচলের নীহাররাশি ভেদ করিয়া, পৃথক হইতে পৃথগাকারে [illegible] সাগরের ক্রোড়ে, 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' [illegible]

[illegible] বাদ মিটাইবার উপায়,— [illegible] ও ইষ্টনিষ্ঠা।

সঙ্গমে প্রবাহিত। শত শত লোক শত শত তীর্থে সেই জলে স্নান পান করিতেছে। সকলেই নিজ নিজ সন্নিকট তীর্থেই যাইতেছে। [illegible] তীর্থ হইলেও সকলে সেই একই 'গাঙ্গং বারি মনোহারি' স্পর্শে পবিত্র হই[illegible]ছে। বহুতীর্থ বলিয়া তো বিবাদ হইতেছে না। তবে ধর্ম্মজগতে পথ লইয়াই এত বিবাদ কেন? পথ সকল 'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে' সেই এক অখণ্ড [illegible]সাগরে মিলিতেছে। এজন্যই ঋষিরা স্বধর্ম্ম ও ইষ্টনিষ্ঠার উপদেশ [illegible]য়াছেন।

[illegible] মানুষের প্রকৃতি ও মন ভিন্ন ভিন্ন। গাছের একটি পাতা যেমন অপরটির [illegible]ইত মেলেনা, হাতের একটী অঙ্গুলীর যেমন অপরটির সহিত বিশেষদৃষ্টিতে [illegible] যায় না, সেইরূপ একটি মনের সহিত অপর একটি মনের সর্ব্ববিষয়ে [illegible] নাই। প্রত্যেকটির জন্মজন্মান্তরীণ কর্ম্মজনিত সংস্কারোপযোগী বিভিন্ন [illegible] ও আকার। কোন শরীর ও মনে পশুভাব আবার কোনটিতে বা [illegible]ভাব প্রবল। কোনটি বা ভ্রষ্ট তারকার ন্যায় লক্ষ্যচ্যুত, কামক্রোধের [illegible] ছুটাছুটি করিতেছে। আবার কোনটি বা সমুদ্রগর্ভবিহারী পর্ব্বত[illegible] ন্যায় বিষয়ের উত্তাল তরঙ্গকুলের ঘন ঘন ঘাত, অচল অটল ভাবে [illegible]কাতরে সহনে সক্ষম। এই অদ্ভুত বিচিত্রতাভূষণ ভিন্ন ভিন্ন মানবমনের [illegible]ন কি এক ধর্ম্ম উপযোগী হইতে পারে? রুগ্ন ও সবলকায় সকল বালক[illegible]লিকার জন্য মাতা কি কখন একই খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে পারেন? [illegible] ও যুবার জন্য কখন কি সমপরিমাণ বস্ত্রাবরণ সম্ভবে? ধর্ম্মজগতে [illegible] এতদিন ঠিক তদ্রূপ চেষ্টাই হইয়া আসিতেছে না? খৃষ্টান পাদরি বলিতে[illegible]ন, আমার ঈশাহি ধর্ম্ম তোমার মনের উপযোগী হউক আর নাই হউক, [illegible] না করিলেই তোমার অনন্ত নরক। মুসলমান বলিতেছেন, আল্লা নামের [illegible] ও নিরাকার ঈশ্বরে দাসভাবে ভক্তি ভজনা না করিলে তোমার এ [illegible]তেই বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই, দেহান্তে স্বর্গলাভ তো দূরের [illegible]। বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত সকলেরই এই এক কথা। সকলেই

বলিতেছেন, আমার ধর্মে সকলকে [illegible] হইতে হইবে। আমার ধর্ম্ম আমার [illegible]নের উপযোগী, অতএব সকলে[illegible] হইতেই হইবে। এই তুমুল কোলাহলের ভিতর দিয়া আ[illegible] [illegible]পূর্ণ বাণী আকাশপথে উত্থিত হইয়া শূন্য হইতে শূন্যান্তরে [illegible] লাগিল—"স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিওনা। আপন আপন প্রকৃতিউপযোগী ধর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও ছাড়িওনা, জগতে সকল মতই গুণদোষমিশ্রিত। 'মন মুখ এক করিয়া', চেষ্টা করিলে সকল মতেই আনন্দস্বরূপকে ধরা যায়। সকলেই সমভাবে সেই অমৃতের অধিকারী"। সমাগরা ধরা স্তম্ভিত হইয়া সে আনন্দধ্বনি শুনিতে লাগিল। [illegible] সে [illegible]। পরক্ষণেই আবার সেই অসার পথ লইয়া সকলে বিবাদে [illegible] হইল।

[illegible] ও ইষ্টনিষ্ঠা ঠিক ঠিক প্রাণপাতের ও ধর্ম্মজগতে বিবাদ [illegible]টাইবার একমাত্র সেতু। অখণ্ড স্বরূপের অনন্ত ভাব, অনন্ত কোটি মানব[illegible]দয়ের উপযোগী হইয়া রহিয়াছে। মানব কটা ভাবই বা তাহার গ্রহণ করিতে পারিয়াছে? নাস্তিকতা, অবিশ্বাস প্রভৃতি কেন মানবমনে শেষঃ বলিয়া বোধ হয়? জগতে যতপ্রকার ধর্ম্ম অদ্যাবধি প্রচলিত হইয়াছে যত প্রকার ভাবে মানুষ ভগবানের উপাসনা করিতেছে, তাহার কোনটিও সম্পূর্ণভাবে প্রাণের পিপাসা মিটাইতে না পারিলেই লোকে নাস্তিক, সংশয়াত্মা হইয়া থাকে। আরো লক্ষ লক্ষ নূতন ধর্ম্ম জগতে উপস্থিত হউক না কেন, মঙ্গল [illegible] অমঙ্গল হইবে না। আজ যাহারা সংশয় সন্দেহ লইয়া মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের শত শত লোক সেই সকল নূতন পথে তাহাদের মনের উপযোগী ধর্ম্ম ও শান্তিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। তোমার প্রকৃতিউপযোগী ধর্ম্ম তুমি গ্রহণ কর, আমাকেও আমার প্রকৃতিউপযোগী ধর্ম্ম লইতে দাও। [illegible] তবে তো লম্পট, চোরও বলিতে পারে, 'আমাদের প্রকৃতিউপযোগী ধর্ম্ম আমাদের করিতে দাও'। তাহা হইলে সমাজের স্বাস্থ্য ও শান্তি থাকে কোথায়?

ধর্ম্মাধর্ম্মের পরীক্ষা—নিঃস্বার্থতা।

[illegible] তাহারও উপায় আছে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-পরীক্ষা করিবার একমাত্র কষ্টি